ঋগ্বেদ-সংহিতা।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। প্রথমং মণ্ডলং।

মূলং, পদ-বিশ্লেষণং, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদঃ, সায়ণভাষ্যং, ভাষ্যানুবাদঃ, বিশদার্থঃ প্রভৃতি সমেতা।

পূজনীয়-শ্রীযুক্ত-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা

সম্পাদিতা।

১৩৩০ সালাব্দাঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ—শরণং।

কৌলীন্যভূষণোপেত উপাধি-লাহিড়ী-যুতঃ।
শাণ্ডিল্যবংশসম্ভূতো রামমোহনজো দ্বিজঃ॥
বর্দ্ধমানাখ্য-জেলায়াং গ্রামে রামচন্দ্রপুরে।
আসীৎ সুধীঃ সুধারামঃ সর্ব্বেষাং প্রীতিসাধকঃ॥
দুর্গাদাসঃ সুতস্তস্য সাহিত্যগতজীবনঃ।
বসতি স্বগণৈঃ সহ হাবড়া-সহরেঽধুনা।
'পৃথিবীরইতিহাস' ইতি খ্যাতো গ্রন্থস্তস্য।
সুধীনাং তৃপ্তিসাধকঃ সত্যতত্ত্বপ্রকাশকঃ॥
ব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বেদস্য সম্প্রতি স রতো ভবেৎ।
কৃপয়া জ্ঞানদেবস্য সিদ্ধির্ভবতু শাশ্বতী॥
মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যা ভূত্বা অজ্ঞাননাশিনী।
জ্ঞানালোকপ্রদা ভূয়াৎ সর্ব্বেষামন্তরে সদা॥

হাওড়া-সহরে "পৃথিবীর ইতিহাস" মুদ্রাযন্ত্রে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ-লাহিড়ী-শর্ম্মণা মুদ্রিতা প্রকাশিতা চ।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—§•:•×•:•§—

সপ্তমোঽধ্যায়।

— • —

প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। প্রথমাৎ আরভ্য তৃতীয়পর্য্যন্তং ত্রয়ঃ বর্গাঃ।

• . •

পঞ্চনবতিতমং সূক্তং।

— • —

এই সূক্তে সপ্তম অধ্যায় আরম্ভ হইল। এইরূপ অষ্টাদশ সূক্তে এই অধ্যায় সম্পূর্ণ হইবে। সমগ্র অধ্যায়ের—সেই অষ্টাদশ সূক্তের—মোট ঋক্-সংখ্যা—১৭৯। তাহার মধ্যে একটী সূক্তে (৯৯ সূক্তে) সর্ব্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক অর্থাৎ মাত্র একটী ঋক্ আছে এবং একটী সূক্তে (১১২ সূক্তে) সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক অর্থাৎ পঁচিশটী ঋক্ আছে। প্রথম পাঁচটী সূক্তের (৯৫ম হইতে ৯৯ম সূক্তের) দেবতা—অগ্নি, দ্বিতীয় পাঁচটী সূক্তের (১০০ম হইতে ১০৪ম সূক্তের) দেবতা—ইন্দ্র; তৎপরবর্ত্তী তিনটী সূক্তে (১০৫ম হইতে ১০৭ম সূক্তে) বিশ্বেদেবগণ ও সর্ব্বদেবতা সম্পূজিত; দুইটী সূক্ত (১০৮ম ও ১০৯ম সূক্ত) ইন্দ্র ও অগ্নি উভয় দেবতাক। তৎপরবর্ত্তী দুইটী সূক্ত (১১০ম ও ১১১ম সূক্ত) ঋভু দেবতাসম্বন্ধীয়। শেষে সূক্তের (১১২ সূক্তের) দেবতা—অশ্বিদ্বয়। তবে সকল সূক্তেরই উপসংহারে ঐ সকল দেবতার প্রসঙ্গ-ক্রমে মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ প্রভৃতি দেবতাও আহুত হইয়াছেন। প্রতি সূক্তের শেষেই শুনা আছে,—"তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।"

আলোচ্য এই পঞ্চনবতিতম সূক্ত—অগ্নিদেবতা-বিষয়ক। এই সূক্তে একাদশটী ঋক্ আছে। কিন্তু ইহার প্রত্যেক ঋক্—বিষম প্রহেলিকা-পূর্ণ। তাহাতে 'অগ্নি' বলিতে কোন্ অগ্নিকে যে সম্বোধন করা হইতেছে, তাহা নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন। অর্থ বিভিন্ন প্রকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। জ্বলন্ত অগ্নি-পক্ষেও অর্থ হয়; অগ্নি-নামক ঋষি-পক্ষেও অর্থ অধ্যাহার করা যায়; আবার আমরা 'অগ্নি' বলিতে যে জ্ঞানাগ্নি অর্থে সঙ্গতি দেখিতেছি, তাহাতেও আস্থা আসে। অগ্নির উৎপত্তি, অবস্থিতি এবং ক্রিয়া-সম্বন্ধে

এই সূক্তের একাদশটি ঋকে বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া আছে। তদনুসারে অগ্নির উৎপত্তি বিষয়ে—জন্মস্থান-সম্বন্ধে—তিনটী মত পরিব্যক্ত দেখি। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে—দিবাই অগ্নির গর্ভধারিণী জননী। কারণ? দিবসে অগ্নির জ্যোতিঃ সূর্য্যকিরণে অপ্রকাশ অপরিস্ফুট থাকে। তাহাই অগ্নির গর্ভাবস্থায় অবস্থিতি। সুতরাং দিবা অগ্নির জননী। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে,—অগ্নি কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কাষ্ঠই অগ্নির জনয়িতা। তৃতীয়তঃ প্রকাশ,—সমুদ্রে আকাশে ও অন্তরিক্ষে অগ্নি বিদ্যমান আছেন বা উৎপন্ন হয়েন। তার পর, অগ্নির ক্রিয়ার বিষয় ভাষ্যাদিতে প্রকাশ,—অগ্নির ক্রিয়া সূর্য্যে, পৃথিবীতে ও কাষ্ঠে দীপ্যমান; অগ্নি পৃথিবী হইতে রস উত্তোলন পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন। এবম্প্রকার বর্ণনার দ্বারা জ্বলন্ত অগ্নিমূর্ত্তিই সাধারণতঃ ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। কচিৎ কেহ মনুষ্য বা ঋষি-সম্পর্কে ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যা-মুখে সকল ভাবেরই ব্যঞ্জনা দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চনবতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ॥

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরং॥

প্রথমে মণ্ডলে পঞ্চদশেঽনুবাকে প্রথমং সূক্তং ব্যাখ্যাতং। দ্বে বিরূপে ইত্যেকাদশর্চ্চং দ্বিতীয়ং সূক্তং। তত্রানুক্রম্যতে। দ্বে একাদশৌষসায় বাগ্নয় ইতি। ঋষিশ্চান্যস্মাদিতি পরিভাষয়া কুৎসস্যানুবৃত্তেরাঙ্গিরসঃ কুৎস ঋষিঃ। অনাদেশপরিভাষয়া ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। উষসি প্রাতঃকালে হবির্ভাগোঽগ্নিরস্তি স দেবতা। যদ্বাগ্নেয়ং তদিতি পূর্ব্বোক্তত্বাৎ তুহ্যাদিপরিভাষয়েদমাদীনি পঞ্চসূক্তানি কেবলাগ্নিদেবতানি। অতোঽস্য সূক্তস্যৌষস গুণবিশিষ্টোঽগ্নিঃ শুদ্ধোঽগ্নির্বা দেবতেতি বা শব্দার্থঃ। প্রাতরনুবাকস্যাগ্নেয়ে ক্রতৌ

পঞ্চনবতিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

প্রথম মণ্ডলের পঞ্চদশ অনুবাকের প্রথম সূক্ত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'দ্বে বিরূপে' ইত্যাদি একাদশ ঋক্-বিশিষ্ট দ্বিতীয় সূক্ত (আরম্ভ হইতেছে)। তদ্বিষয়ে অনুক্রান্ত আছে,—'দ্বে একাদশৌষসায় বা অগ্নয়ে' ইতি। 'ঋষিশ্চান্যস্মাৎ' এই পরিভাষার দ্বারা কুৎসের অনুবৃত্তিতে আঙ্গিরস কুৎস ঋষি। অনাদেশ পরিভাষার দ্বারা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। উষায় প্রাতঃকালে অগ্নি হবির্ভাক্ হয়েন; তিনিই দেবতা। অথবা, 'আগ্নেয়ং তৎ' এইরূপ উক্তি হেতু (অগ্নিই দেবতা)। তুহ্যাদি পরিভাষার দ্বারা এই হইতে পাঁচটী সূক্ত কেবল অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধীয়। অতএব এই সূক্তের ঔষস গুণ-বিশিষ্ট অগ্নি অথবা শুদ্ধ অগ্নি দেবতা ইহা শব্দার্থ। প্রাতরনু-

ত্রৈষ্টুভে ছন্দসীদমাদিকে দ্বে সূক্তে। তথা চ সূত্রিতমথৈতস্যা ইতি খণ্ডে। দ্বে বিরূপে ইতি সূক্তে। আ০ ৪।১৩। ইতি॥ অশ্বিনশস্ত্রে চৈতে প্রাতরনুবাকন্যায়েন তথৈব সমাম্নায়স্যেত্যতিদিষ্টত্বাৎ॥ তত্র প্রথমামৃচমাহ।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চনবতিতমে সূক্তে প্রথমা ঋক্। ঋষিঃ কুৎসঃ। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।
দেবতা অগ্নিঃ। প্রাতরনুবাকন্যায়েন ক্রতৌ আশ্বিনশস্ত্রে চ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

॥ ওঁ ॥ দ্বে বিরূপে চরতঃ স্বর্থে

অন্যান্যা বৎসমুপ ধাপয়েতে।

হরিরন্যস্যাং ভবতি স্বধাবাঞ্ছুক্রো অন্যস্যাং

দদৃশে সুবর্চ্চাঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

দ্বে ইতি। বিরূপে ইতি বিঽরূপে। চরতঃ। স্বর্থে ইতি সুঽঅর্থে।

অন্যাঽঅন্যা। বৎসং। উপ। ধাপয়েতে ইতি।

হরিঃ। অন্যস্যাং। ভবতি। স্বধাঽবান্। শুক্রঃ। অন্যস্যাং।

দদৃশে। সুঽবর্চ্চাঃ ॥ ১ ॥

বাকের ন্যায়ের ক্রতুতে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে এই সূক্ত আদি দুইটী সূক্ত (প্রযুজ্য)। এ বিষয় 'অথৈতস্যা' এই খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে; 'দ্বে বিরূপে ইতি সূক্তে' (আ০ ৪.১৩) ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেও ইহা প্রযুজ্য। প্রাতরনুবাক-ন্যায়ের দ্বারা 'তথৈব সমাম্নায়স্য' ইত্যাদি দিষ্ট-হেতু।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিরূপে' (পরস্পরবিপরীতপ্রকৃতিসম্পন্নে) 'যে' (দিবারাত্রী—জ্ঞানাজ্ঞানরূপে ইতি যাবৎ) যদা 'স্বর্থে' (শোভনমার্গে, সৎপথি, সদুদ্দেশ্যে ইতি ভাবঃ) 'চরতঃ' (ক্রিয়াশীলে ভবতঃ), তদা 'অন্যান্যা' (পরস্পরব্যতিহারেণ, পরস্পরৈকরূপক্রিয়াকরণেন) 'বৎসং' (মন্ত্রস্বরূপং তনয়ং, অনুসারিণং প্রিয়ং জনং) 'উপধাপয়েতে' (পরিপোষয়তঃ); 'অন্যস্যাং' (অমস্যাং, একস্যাং পোষিকায়াং ইত্যর্থঃ) 'হরিঃ' (সদ্ভাববাহকঃ কর্ম্মনিবহঃ) যৎ 'স্বধাবান্' (ক্রিয়াবান, মঙ্গলপ্রদায়কঃ) 'ভবতি' (বর্ত্ততে), তথা 'অন্যস্যাং' (অমস্যাঃ, অপরায়াং পোষিকায়াং অপি ইত্যর্থঃ) 'শুক্রঃ' (সৎকর্ম্মপ্রভাবঃ, শুভ্রজ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ) 'সুবর্চ্চাঃ' (শোভনদীপ্তিসম্পন্নঃ, প্রকাশমানঃ) 'দদৃশে' (দৃশ্যতে)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানে অজ্ঞানে বা যস্মিন্ অবস্থায়াং এব সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠিতে সতি তস্য শুভফলং নিশ্চয়ং এব লব্ধব্যং। (১ম—৯৫সূ—১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরস্পর-বিপরীত-প্রকৃতি-সম্পন্ন জ্ঞানাজ্ঞান-রূপ দিবারাত্রি যখন সৎপথে সদুদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল হয়; তখন, পরস্পর একরূপ ক্রিয়ার দ্বারা অনুসারী প্রিয়জনকে পরিপোষণ করে; একজন পোষিকাতে সদ্ভাববাহক কর্ম্মনিবহ যেমন ক্রিয়াবান্ মঙ্গলপ্রদায়ক হয়; অপর পোষিকাতেও সেইরূপ সৎকর্ম্মপ্রভাব—শুভ্রজ্যোতিঃ, শোভনদীপ্তি-সম্পন্ন—প্রকাশমান দৃষ্ট হইয়া থাকে। (ভাব এই যে,—জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যেরূপ অবস্থাতেই হউক, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার শুভফল নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।)॥ (১ম—৯৫সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স্বর্থে স্বয়ণে শোভনগমনাগমনে। যদ্বা অর্থঃ প্রয়োজনং। শোভনপ্রয়োজনোপেতে বিরূপে বিষমরূপে শুক্লকৃষ্ণতয়া নানারূপে যে অহোরাত্রে চরতঃ। পুনঃপুনঃ পর্য্যাবর্ত্তেতে। তে চাহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্য্যস্য চ জনন্যৌ। তত্র রাত্রেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ। স হি গর্ভবদ্রাত্রি-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স্বর্থে' স্বয়ণে অর্থাৎ শোভনগমনাগমনে। অথবা 'অর্থঃ' পদে প্রয়োজন বুঝায়; 'স্বর্থে' শোভনপ্রয়োজনবিশিষ্ট। 'বিরূপে' বিষমরূপে শুক্লকৃষ্ণতার দ্বারা নানারূপে 'যে' অহোরাত্রি 'চরতঃ' পুনঃপুনঃ পর্য্যাবর্তন করিতেছে; এবং সেই অহোরাত্রি অগ্নির ও সূর্য্যের দুই জননী হয়েন। সেখানে রাত্রির পুত্র—সূর্য্য; কেন-না, তিনি গর্ভবৎ রাত্রিকে

অন্তর্হিতঃ সন্ তস্যাশ্চরমভাগাদুৎপদ্যতে। অহঃ পুত্রোঽগ্নিঃ। স হি তত্র বিদ্যমানোঽপি প্রকাশরাহিত্যেনাসংস্কৃতঃ সন্ তস্মাদহ্নঃ সকাশান্নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে। অনয়োরেতয়োঃ পুত্রত্বং চ তৈত্তিরীয়ৈরাম্নায়তে। তয়োরেতৌ বৎসাবগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ। রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ। অহ্নোঽগ্নিস্তাম্রোঽরুণঃ (তৈ° আ° ১।১) ইতি। তে চাহোরাত্রে বৎসং স্বং স্বং পুত্রমন্যান্যা পরস্পরব্যতিহারেণোপধাপয়েতে। স্বকীয়ং রসং পায়য়তঃ। যদ্রাত্র্যাঃ কর্তব্যং স্বপুত্রস্যাদিত্যস্য রসস্য পায়নং তদহঃ করোতি। যদহ্নঃ কর্তব্যং স্বপুত্রস্যাগ্নে রসস্য পায়নং তদ্রাত্রিঃ করোতি। এতচ্চ সায়ং প্রাতঃকালীনাহুত্যভিপ্রায়ং। শ্রূয়তে চ। তস্মা অগ্নয়ে সায়ং সূর্য্যায় প্রাতঃ (তৈ° ব্রা° ২।১।২) ইতি। যস্মাদেবং তস্মাদন্যস্যাং স্বজনন্যা অন্যস্যামহরাত্মিকায়ামগ্নের্জনন্যাং হরী রসহরণশীল আদিত্যঃ স্বধাবান্ হবির্লক্ষণান্নবান্ ভবতি। শুক্রো নির্মলদীপ্তিরগ্নিঃ স্বজনন্যা অন্যস্যাং রাত্র্যামাদিত্যস্য জনন্যাং সুবর্চাঃ শোভনদীপ্তিযুক্তঃ সন্দদৃশে। দৃশ্যতে॥

চরতে। চরতৌ। উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্নিতি ভাবে কর্মণি বা থন্-প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শোভনোঽর্থো যয়োস্তে। আদ্যুদাত্তং। দ্ব্যচ্ ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। অন্যান্যা। কর্মব্যতিহারে সর্বনাম্নো দ্বে ভবত ইতি বক্তব্যং। সমাসবচ্চ বহুলমিতি দ্বির্ভাবঃ। বহুলগ্রহণাৎ সমাসবদ্ভাবাভাবে তস্য পরস্যাম্রেড়িতমিতি পরস্যাম্রেড়িত-

---

অন্তর্হিত থাকিয়া তাহার চরমভাগে উৎপন্ন হয়েন। দিবার পুত্র—অগ্নি; কেন-না, তিনি বিদ্যমান রহিয়াও প্রকাশ-রাহিত্যের দ্বারা অসংস্কৃত থাকিয়া, সেই দিবার সকাশ হইতে নির্মুক্ত হইয়া, প্রকাশমান আপনার আত্মাকে লাভ করেন। উঁহাদের এইরূপ পুত্রত্বের বিষয় তৈত্তিরীয়গণের দ্বারা এইরূপ আম্নাত হইয়া থাকে,—'তয়োরেতৌ বৎসৌ অগ্নিশ্চাদিত্যশ্চ রাত্রের্বৎসঃ শ্বেত আদিত্যঃ অহ্নোঽগ্নিস্তাম্রোঽরুণঃ' (তৈ° আ° ১।১) ইতি। সেই অহোরাত্র 'বৎসং' আপনাপন পুত্রকে 'অন্যান্যা' পরস্পর ব্যতিহারের দ্বারা 'উপধাপয়েতে' স্বকীয় রসকে পান করাইয়া থাকেন। পুত্র আদিত্যের রসের পায়ন যেমন রাত্রির কর্তব্য, অহঃ তাহা করিয়া থাকেন; আবার স্বপুত্র অগ্নির রসের পায়ন যেমন অহের (দিবারঃ) কর্তব্য, রাত্রিও তাহা করেন। ইহাই সায়ংপ্রাতঃকালীন আহুতির অভিপ্রায়। এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,—'তস্মা অগ্নয়ে সায়ং হূয়তে সূর্য্যায় প্রাতঃ' (তৈ° ব্রা° ২।১।২) ইতি। যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু 'অন্যস্যাং' আপনার জননী হইতে 'হরিঃ' হরণশীল আদিত্য 'স্বধাবান্' হবির্লক্ষণ অন্নবান্ হয়েন। 'শুক্রঃ' নির্মলদীপ্তি অগ্নি আপনার জননী হইতে 'অন্যস্যাং' রাত্রির আদিত্য-জননীতে 'সুবর্চাঃ' শোভনদীপ্তিযুক্ত হইয়া 'সদৃশে' দৃষ্ট হয়েন।

চরথে। চর-ধাতু গত্যর্থক। 'উষিকুষিগার্তিভ্যস্থন্' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অথবা কর্মণি বাচ্যে থন্-প্রত্যয়। নিত্-হেতু আদ্যুদাত্ত। শোভন অর্থ যাঁহাদের দুই জনের তাঁহারা। 'আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্ত। অন্যান্যা। 'কর্মব্যতিহারে সর্বনাম্নো দ্বে ভবত' ইত্যাদি নিয়মে বক্তব্য সমাসবৎ এবং 'বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিভাব। বহুল-গ্রহণ-হেতু সমাসবৎ ভাবাভাবে তাহার 'পরস্যাম্রেড়িতং' ইত্যাদি সূত্রে পরস্যাম্রেড়িত-

সংজ্ঞায়ামনুদাত্তং চেত্যাম্রেড়িতানুদাত্তত্বং। ধাপয়েতে। ধেট্পানে। আদেচ ইত্যাত্বং। ততো হেতুমতি ণিচ্। অর্ত্তিহ্রীত্যাদিনা ধাতোঃ পুগাগমঃ। তত্র হি লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষা নাস্তীতি জ্ঞাপিতং। শাছাসাহ্বাব্যেতি কতাত্বানাং নির্দ্দেশেন। ন হি যুক্প্রাপ্তিখ্যাপনার্থঃ। যদি তত্র লক্ষণপ্রতিপদোক্তপরিভাষয়া পুক্ ন প্রাপ্নোতি সোঽনর্থকঃ স্যাৎ। তস্মাৎ অধ্যাপয়তীত্যাদাবিবধাপয়েতে ইত্যত্রাপি পুগাগমঃ সিদ্ধঃ। নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ। পা০ ১।৩।৮৩। ইতি প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্য পাদিষু ধেট উপসংখ্যানং। পা০ ১।৩।৮৯।১। ইতি প্রতিষেধাদাত্মনেপদং। হরিঃ। হৃঞ্ হরণে। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়ঃ। ঞ্নিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। ভবতি। একাজ্ভ্যাং সমর্থাভ্যাং। পা০ ৮।১।৬৫। ইতি প্রথমায়াস্তিঙ্ বিভক্তের্নিঘাতপ্রতিষেধঃ। দদৃশে। দৃশেশ্ছন্দসি লুঙ্-লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে লিট্। সুবর্চ্চাঃ। শোভনং বর্চ্চস্তেজো যস্য। সোমর্শ্মনসী অলোমোষসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—৯৫সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১০৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

মন্ত্রটী প্রহেলিকাপূর্ণ। মন্ত্রে প্রধান কর্তৃপদ দৃষ্ট হয়—"বিরূপে দ্বে"; অর্থাৎ, বিরূপ বা বিপরীত প্রকৃতির দুইটী। কিন্তু তাহারা কে? এই উপলক্ষেই যত কিছু মতান্তরের সৃষ্টি। ভাষ্যকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"বিরূপে দ্বে" পদদ্বয়ে শুক্লকৃষ্ণ দুই বিপরীত-ভাববিশিষ্ট দিবাকে ও রাত্রিকে বুঝাইয়া থাকে। তদনুসারেই তিনি অর্থ নির্দ্দেশ

সংজ্ঞাতে 'অনুদাত্তং চ' ইত্যাদি নিয়মে আম্রেড়িতে অনুদাত্তত্ব। ধাপয়েতে। ধেট্-ধাতু পানার্থক। 'আদে চ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। অতঃপর 'হেতুমতি ণিচ্' ইত্যাদি সূত্রে ণিচ্। 'অর্ত্তিহ্রি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ধাতুর পুগাগম। তাহাতে লক্ষণপ্রতিপদোক্ত পরিভাষা নাই—ইহা জ্ঞাপিত। 'শাছাসাহ্বাব্যা' ইত্যাদি সূত্রে কৃতা ত্বা-এর নির্দ্দেশের দ্বারা। তাহা কেবল পুক্-প্রাপ্তি-খ্যাপনার্থ। যদি তাহাতে লক্ষণপ্রতিপদোক্ত পরিভাষার দ্বারা পুক্ না প্রাপ্ত হয়, তাহা অনর্থক হইবে। সেই হেতু 'অধ্যাপয়তি' ইত্যাদির ন্যায় 'ধাপয়েতে' এই পদে পুক্ আগম সিদ্ধ। 'নিগরণচলনার্থেভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্র (পা০ ১।৩।৮৩) প্রাপ্তের পরস্মৈপদের 'পাদিষু ধেট উপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে (পা০ ১।৩।৮০।১) প্রতিষেধ-হেতু আত্মনেপদ। হরিঃ। হৃঞ্-ধাতু হরণার্থক। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়। 'ঞ্নিত্যাদির্নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। ভবতি। 'একাজ্ভ্যাং সমর্থ্যাভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।১।৬৫) প্রথমার তিঙ্ বিভক্তির নিঘাত-প্রতিষেধ। দদৃশে। দৃশি ধাতুর 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানে লিট্। সুবর্চ্চাঃ। শোভন বর্চ্চ তেজ যাহার। 'সোমর্শ্মনসী আলোমোষসী' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—৯৫সূ—১ঋ)।

করিয়া গিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে নানারূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। মূলে একটী 'বৎসং' পদ আছে। তাহা হইতে তিনি রাত্রির পুত্র 'সূর্য্য' এবং দিবসের পুত্র 'অগ্নি' এই দুই অর্থ আমনন করেন। যাহা হউক, ভাষ্যকার কোন্ পদে কি ভাব কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাষ্য এবং তাহার বঙ্গানুবাদেই তাহা দৃষ্ট হইবে। তাহার আর পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে সেই ভাষ্যের অনুসরণে মন্ত্রের যে অর্থ এখন চলিয়া আসিতেছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "বিরুদ্ধরূপবিশিষ্ট দুই কাল (দিবা ও রাত্রি) শোভনীয় প্রয়োজন-বশতঃ পরস্পর বিচরণ করিতেছে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে। সূর্য্য একের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশ হয়েন।"

(২) "Two (sisters) of different shapes wander along, pursuing a good aim. The one and the other suckles the calf. With the one (the calf) is golden, moving according to its wont. With the other it is seen clear, full of fine splendour."

উপরি উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদ অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুসারী। দিবা ও রাত্রি দুই কালকে লক্ষ্য করিয়া এবং সূর্য্যকে ও অগ্নিকে তাহাদিগের সন্তান কল্পনা করিয়াই এখানে অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে হেঁয়ালী রহিয়া গিয়াছে। তবে ঐ ইংরাজী অনুবাদের পাদটীকায় দুই ভগ্নীকে দিবা ও রাত্রি বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে; এবং 'বৎসং' পদের অনুবাদে 'বাছুর' (calf) অর্থ গ্রহণ করিলেও শেষে অগ্নি অর্থই অনুবাদক মান্য করিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তাহাতে ঐ অর্থের যৌক্তিকতা-বিষয়ে সঙ্গতি অসঙ্গতি স্বতঃই বোধগম্য হইবে। আমরা বলি, এখানে একটী রূপকে জ্ঞানের ও অজ্ঞানের মধ্যে সৎকর্ম্মের শুভফল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে 'দ্বে' পদে, সাধারণ দিবারাত্রিকে না বুঝাইয়া, রূপকে জ্ঞান ও অজ্ঞান-রূপ দিবারাত্রিকে বুঝাইতেছে, এবং 'বৎসং' পদে মনুষ্য-রূপ তনয়কে বা অনুসারী জনকে বুঝায়। দিবা ও রাত্রি যেরূপ পরস্পর বিপরীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট (বিরূপে), জ্ঞান ও অজ্ঞানও যে

সেইরূপ পরস্পর বিপরীত-প্রকৃতি-বিশিষ্ট—ইহা আর বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। সূর্য্যকে ও অগ্নিকে রাত্রির ও দিবার পুত্র প্রতিপন্ন করার জন্য যে গবেষণা আবশ্যক হইয়াছে, মনুষ্যকে জ্ঞানের ও অজ্ঞানের পুত্র প্রতিপন্ন করার পক্ষে তাদৃশ গবেষণারও আবশ্যক করে না। জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত দ্বিবিধ কর্ম্মই যে জীবনগতির প্রবর্ত্তক, শাস্ত্রে ও অনুধ্যানে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-পরম্পরা প্রাপ্ত হই। "স্বর্থে চরতঃ" পদদ্বয়ে শোভন মার্গে সৎপথে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকার ভাব প্রকটিত দেখি। সৎকর্ম্মে অনুষ্ঠানপরতাই 'স্বর্থে চরতঃ' পদের দ্যোতক। 'অন্যান্যা' পদে 'পরস্পর একইরূপ ক্রিয়াশীল থাকিয়া' অর্থে সঙ্গতি দেখি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে অর্থ প্রাপ্ত হই,—পরস্পর বিপরীত-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়াও জ্ঞান ও অজ্ঞান যখন সৎপথে ক্রিয়াশীল হয়, তখন পরস্পরের অভিন্ন ক্রিয়ার দ্বারা মনুষ্যগণ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে; অর্থাৎ, জ্ঞান-বশেই হউক, আর অজ্ঞানতার মধ্য দিয়াই হউক, সৎকর্ম্ম সাধন করিলেই মনুষ্য শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়।

অতঃপর ঐ দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চরণের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিয়া দেখুন; ভাবসঙ্গতি-পক্ষে বোধ হয় কোনই অন্তরায় উপস্থিত হইবে না। এই অংশে পরস্পর-বিরুদ্ধ-প্রকৃতিবিশিষ্টা জ্ঞানরূপা ও অজ্ঞানরূপা দুইরূপা জননীর দ্বারা মানুষ যে শুভফল প্রাপ্ত হয়, তাহাই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অংশে দুইটী 'অন্যস্যাং' পদ আছে। ঐ দুই পদে দুইরূপ জননীকে নির্দ্দেশ করিতেছে; এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের কার্য্য যে একই প্রকার, তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। "হরিঃ স্বধাবান্ ভবতি" এবং "শুক্রঃ সুবর্চ্চাঃ দৃশ্যতে"—এই দুই বাক্যাংশ প্রায়ই অভিন্ন ভাবের দ্যোতনা করে। এক জননীর দ্বারা মানুষের মধ্যে সদ্ভাববাহক কর্ম্মনিবহ ক্রিয়াবান্ হয়; অন্য জননীর দ্বারা তাহাদিগের সৎকর্ম্ম-প্রভাব দ্যুতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানই সৎকর্ম্মে মানুষের প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করে; সৎকর্ম্মের দ্বারাই মানুষ জ্ঞানান্বিত জ্যোতিঃসম্পন্ন হয়েন। মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তুমি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে সর্ব্বাবস্থায় সৎকর্ম্মের অনুসারী হও, তাহাই তোমার মঙ্গলবিধায়ক হইবে।' (১ম—৯৫সূ—১ঋ)॥

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

দশেমং ত্বষ্টুর্জনয়ন্ত গর্ভমতন্দ্রাসো

যুবতয়ো বিভৃত্রং।

তিগ্মানীকং স্বযশসং জনেষু বিরোচমানং

পরি ষীং নয়ন্তি ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দশ। ইমং। ত্বষ্টুঃ। জনয়ন্ত। গর্ভং। অতন্দ্রাসঃ।

যুবতয়ঃ। বিঽভৃত্রং।

তিগ্মঽঅনীকং। স্বঽযশসং। জনেষু। বিঽরোচমানং।

পরি। ষীং। নয়ন্তি ॥ ২ ॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অতন্দ্রাসঃ' (অনলসাঃ, নিত্যজাগরূকাঃ) 'যুবতয়ঃ' (নিত্যতরুণাঃ, সদামোক্ষশীলাঃ) 'দশ' (দশাঃ, দশাবস্থাঃ, যদ্বা—কর্মেন্দ্রিয়ঃ, দশকর্মাণি ইত্যর্থঃ) 'ত্বষ্টুঃ' (ত্রাণকারক-দেবস্য, জ্ঞানস্য ইতি ভাবঃ) 'ইমং' (দৃশ্যমানং, প্রসিদ্ধং) 'বিভৃত্রং' (সংহত্যা [illegible], একদেশত্বোপলক্ষিতং) 'গর্ভং' (উৎপত্তিক্ষেত্রং, বীজং ইত্যর্থঃ) 'জনয়ন্ত' (উৎপাদয়ন্তি, প্রবর্তয়ন্তি); সর্বাবস্থায়াং সর্বস্মিন্ কর্মণি চ বয়ং যদি সৎকর্মপরায়ণাঃ স্যাম, তদা অস্মাকং পরিত্রাণোপায়স্বরূপং জ্ঞানং স্বতমেব উৎপদ্যতে—ইতি ভাবঃ; তদা চ 'তিগ্মানীকং' (তীক্ষ্ণতেজসং, অজ্ঞানান্ধকারনাশকং) 'স্বযশসং' (অতিশয়েন যশস্বিনং, আত্মযশঃ-প্রদায়কং) 'বিরোচমানং' (বিশেষেণ দীপ্যমানং, বহুনাং উপকারকং) 'ষীং' (এনং জ্ঞান-দেবং) 'পরি' (সর্বতোভাবেন) 'জনেষু' (লোকেষু, ইহজগতীষু ইত্যর্থঃ) [illegible]

(আত্মানং প্রাপয়ন্তি, প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সৎকর্ম্মসাধনফলেনৈব জ্ঞানং হি লোকেষু স্বয়মেব বিস্তৃতং ভবতি। (১ম—৯৫সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

অনলস নিত্য-জাগরূক, সমান উদ্যমশীল নিত্যতরুণ, দশ অবস্থা বা দশকর্ম্মসমূহ, পরিত্রাণকারক দেবতার অর্থাৎ জ্ঞানের, দৃশ্যমান প্রসিদ্ধ সংহিতিতে অবস্থিত এককেন্দ্রোপলক্ষিত, উৎপত্তিক্ষেত্রকে অর্থাৎ বীজকে উৎপন্ন করিয়া থাকে; (ভাব এই যে,—সকল অবস্থাতে সকল কর্ম্মে আমরা যদি সৎকর্ম্মপরায়ণ থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের পরিত্রাণোপায়স্বরূপ জ্ঞান আপনিই উৎপন্ন হয়); এবং তখন, তীক্ষ্ণতেজ অজ্ঞানান্ধকারনাশক, অতিশয়রূপে দীপ্যমান বহুজনের উপকারক এই জ্ঞানদেবতা, সর্ব্বতোভাবে লোকগণের মধ্যে ইহজগতে আপনাকে প্রাপ্ত করেন অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত রাখেন; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসাধনার ফলেই জ্ঞান লোকের মধ্যে আপনিই বিস্তৃত হয়েন।)। (১ম—৯৫সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অতন্দ্রাসঃ স্বকার্য্যে জগতঃ পোষণেঽনলসাঃ। আলস্যরহিতা জাগরূকা ইত্যর্থঃ। যুবতয়ো নিত্যতরুণ্যঃ। অজরামরণাঃ ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতা দশ প্রাচ্যাদ্যা দশসংখ্যাকা দিশো গর্ভং মেঘেষু গর্ভরূপেণান্তর্ব্বর্ত্তমানং ত্বষ্টুর্দীপ্তান্মধ্যমাদ্বায়োঃ সকাশাজ্জনয়ন্ত। বৈদ্যুতমগ্নিমুৎপাদয়ন্তি। যদ্বা দশসংখ্যাকা অঙ্গুলয়স্ত্বষ্টুর্দীপ্তস্য বায়োর্গর্ভং স্বকারণভূতে বায়ৌ গর্ভরূপেণ বর্ত্তমানং। অগ্নেরিতি বায়ুঃকারণম্ বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতমিমমগ্নিমরণ্যোঃ সকাশাজ্জনয়ন্ত। উৎপাদয়ন্তি। কীদৃশ্যোঽঙ্গুলয়ঃ। অতন্দ্রাসঃ পুনঃপুনঃ কর্ম্মকরণে আলস্যরহিতাঃ। যুবতয়ঃ। অপৃথককৃতা বর্ত্তমানাঃ। একস্মিন পাণৌ সংহত্যাবস্থিতা ইত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অতন্দ্রাসঃ' স্বকার্য্যে জগতের পোষণে অনলস আলস্যরহিত অর্থাৎ জাগরূক 'যুবতয়ঃ' নিত্যতরুণ অর্থাৎ অজর অমর এবম্ভূত 'দশ' প্রাচ্যাদি দশসংখ্যক দিক্‌সকল 'গর্ভং' মেঘসমূহে গর্ভরূপে অন্তর্ব্বর্ত্তমান 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তির মধ্য-গত বায়ুর সকাশ হইতে 'জনয়ন্ত' বৈদ্যুতাগ্নিকে উৎপাদন করেন। অথবা, দশসংখ্যক অঙ্গুলিসকল 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তির বায়ুর 'গর্ভং' স্বকারণভূত বায়ুতে গর্ভরূপে বর্ত্তমান। শ্রুতি আছে 'অগ্নেহি বায়ুঃকারণং বায়োরগ্নিঃ' ইতি। এবম্ভূত এই অগ্নিকে অরণির সকাশ হইতে 'জনয়ন্ত' উৎপন্ন করেন। কীদৃশ অঙ্গুলিসকল? 'অতন্দ্রাসঃ' পুনঃপুনঃ কর্ম্মকরণে আলস্যরহিত, 'যুবতয়ঃ' অপৃথক্ করিয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ এক হস্তে সংহতিতে অবস্থিত। কীদৃশ অগ্নিকে? 'তিগ্মং' সকল ভূতে বিহৃত

কীদৃশমগ্নিং। বিভৃত্রং। সর্ব্বেষু ভূতেষু নিহৃতং। জাঠররূপেণ বিভজ্য বর্ত্তমানমিত্যর্থঃ। তিগ্মানীকং। তীক্ষ্ণমুখং তীক্ষ্ণতেজসং। অতএব হি বৈল্যাত্তাভিদর্শনে দৃষ্টিঃ প্রতিহন্যতে। স্বযশসং। স্বায়ত্তযশস্কং। অতিশয়েন যশস্বিনমিত্যর্থঃ। জনেষু জনপদেষু সর্ব্বেষু দেশেষু বিরোচমানং বিশেষেণ দীপ্যমানং। বহুনামুপকারকমিত্যর্থঃ। এবম্ভূতং সীমেনমগ্নিং পরি পরিতঃ সর্ব্বতো নয়ন্তি। স্বস্বোপকারায় সর্ব্বে জনাঃ স্বকীয়ং দেশং প্রাপয়ন্তি।

ত্বষ্টুঃ। ত্বিষ দীপ্তৌ। নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃক্ষত্তৃ ইত্যাদিনা। উ° ২।৯১। উণাদিষু তৃন্নন্তো নিপাতিতঃ। অতো নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বিভৃত্রং। হৃঞ্ হরণে। অস্মাৎ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। ছান্দসো রেফোপজনঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। হুগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। যদ্বা ঔণাদিকঃ ক্রু-প্রত্যয়ঃ। তিগ্মানীকং। তিজ নিশানে। যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ চ। উ° ১।১৪৪। ইতি মক্। অন প্রাণনে। অনিহৃষিভ্যাং চেতি কীকন্। তিগ্মং তীক্ষ্ণমনীকং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পরিষীং। পূর্ব্বপদাদিতি ষত্বং॥ ২॥

দ্বিতীয় (১০৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:×·×:—

এই মন্ত্রের সমস্যামূলক পদ—'দশ'। উহার সহিত অন্বিত হয়—'অতন্দ্রাসঃ' ও 'যুবতয়ঃ' বিশেষণদ্বয়, সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গান্ত প্রথমার বহুবচনের কোনও পদ অধ্যাহার করিয়া আনিয়া ঐ 'দশ' পদের প্রতিবাক্য নির্দ্দেশ করার আবশ্যক হয়। এতদনুসারে ভাষ্যকার দুইটী পদ পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন,—ঐ 'দশ' পদে প্রাচ্যাদি দশ দিক্‌কে লক্ষ্য করিতেছে। তার পর, আবার 'যদ্বা' অভিধায়ে

অর্থাৎ জাঠররূপে বিভক্ত হইয়া বর্ত্তমান, 'তিগ্মানীকং' তীক্ষ্ণমুখ তীক্ষ্ণতেজ; অতএব, বৈদ্যুতাগ্নি দর্শনে দৃষ্টি প্রতিহত হয়। 'স্বযশসং' স্বায়ত্তযশস্ক অর্থাৎ অতিশয়রূপে যশস্বী। 'জনেষু' জনপদসমূহে সকল দেশে 'বিরোচমানং' বিশেষরূপে দীপ্যমান অর্থাৎ বহুজনের উপকারক। এবম্ভূত 'সীং' এই অগ্নিকে 'পরি' পরিতঃ সর্ব্বতঃ 'নয়ন্তি' আপন-আপন উপকারের নিমিত্ত সকল জনগণ আপনাপন দেশকে প্রাপ্ত করেন।

ত্বষ্টুঃ। ত্বিষ ধাতু দীপ্তি অর্থক। 'নপ্তৃনেষ্টৃত্বষ্টৃক্ষত্তৃ' ইত্যাদি সূত্র (উ° ২।৯২) দ্বারা উণাদিসমূহে তৃন্। অত্র নিপাতিত। অতপর নিত্-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। বিভৃত্রং। হৃঞ্ ধাতু হরণার্থক। উহাতে কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়। ছান্দসে রেফ উপজন। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রে ভত্ব। অথবা ঔণাদিক ক্রু-প্রত্যয়। তিগ্মানীকং। তিজ ধাতু নিশানার্থক। 'যুজিরুচিতিজাং কুশ্চ চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ° ১।১৪৪) মক্-প্রত্যয়। অন-ধাতু প্রাণন অর্থক। 'অনি হৃষিভ্যাং চ' ইত্যাদি সূত্রে কীকন্ প্রত্যয়। তিগ্ম অর্থাৎ তীক্ষ্ণ অনীক যাহার—এই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদ প্রকৃতিস্বরত্ব। পরিষীং। 'পূর্ব্ব পদাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। (১ম—৯৫সূ—২ঋ)॥

কহিয়াছেন,—ঐ পদে দুই হস্তের দশটী অঙ্গুলিকে নির্দ্দেশ করে। এই প্রকারে তাঁহার যে অর্থ হইয়াছে, তাহা ভাষ্যে ও তাহার বঙ্গানুবাদেই বোধগম্য হইবে। ব্যাখ্যাকারগণ কিন্তু সকলেই তাঁহার শেষোক্ত অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে মন্ত্রটীর ইংরাজীতে ও বাঙ্গালাতে যে অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে, তাহার তিনটী অনুবাদ (একটী বাঙ্গালা এবং দুই প্রকারের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করিতেছি। যথা,—

(১) দশ (অঙ্গুলি) একত্র হইয়া অবিরত (কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া) বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান (অগ্নিকে) উৎপন্ন করে; সে অগ্নি তীক্ষ্ণতেজা, যশস্বী ও সকল জনপদে দীপ্যমান। এই অগ্নিকে সকল স্থানে লইয়া যায়।"

(2) "Tvashtar's ten daughters, vigilant and youthful, produced this Infant bourne to sundry quarters,

They bear around him whose long flames are pointed, fulgent among mankind with native splendour."

(3) "The ten unwearied young women have brought forth this widely-spread germ of Tvastri. Him, the sharp-faced (Agni) who is endowed with his own splendour, the shining one, they carry around among men."

উদ্ধৃত তিনটী অনুবাদে তিন প্রকারের ভাব গ্রহণ করুন। তিনটী অনুবাদের সঙ্গেই টীপ্পনী আছে। সেখানে 'দশ' পদে সকলেই দশ অঙ্গুলি অর্থই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদ্দ্বারা, অসভ্য আদিম অবস্থায় কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া মনুষ্যগণ যে অগ্নি উৎপন্ন করিত এবং এই ঋকে যে তাহাই বর্ণিত আছে, প্রধানতঃ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। *

---

* একটী টীকা (গ্রিফিথের) উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই ভাব উপলব্ধ হইবে। "Tvashtar's ten daughters:—The fingers, called daughters of the artist Gods on account of skill and speed with which they perform their work, generate Agni by the attrition of the fire sticks, and then the newly-born babe is carried about hither and thither to light the various sacrificial fires."

গ্রিফিথস্ এখানে 'ত্বষ্টুঃ' পদের সহিত দশ' পদের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই ঋকের অর্থের পাদ-টীকায় অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের মতের আভাস দিয়াছেন। তাঁহার সে টীকাটী দ্রষ্টব্য; সুতরাং উদ্ধৃত করা গেল;—"সায়ণ আর একটী অর্থ দিয়াছেন; যথা, আলস্যরহিত ও নিত্যতরুণ দশ (দিক্) (মেঘের) গর্ভরূপ (বিদ্যুতের) অগ্নি উৎপন্ন করে। Rosen ও Langlois দশ অঙ্গুলি এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; Wilson উভয় অর্থই দিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় অঙ্গুলি অর্থ দেওয়া

কিন্তু আমরা বলি, এখানে সম্পূর্ণ অন্য ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে। এখানকার 'দশ' পদে, আমাদিগের মতে, দশ অবস্থার বা দশবিধ কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আছে। দশ অবস্থায় অর্থাৎ চিরকাল, দশ-কর্ম্মে অর্থাৎ মনুষ্য-জীবনের সারভূত সকল কর্ম্মে—'দশ' পদে এই ভাব আমরা গ্রহণ করি। দশ অঙ্গুলি বা দশ দিক পরিকল্পনায় যে গবেষণার আবশ্যক, এ পক্ষে তাহার অপেক্ষা অল্প চিন্তাতেই নিগূঢ় তাৎপর্য্য অধিগত হয়। 'অতন্দ্রাসঃ' ও 'যুবতয়ঃ' বিশেষণদ্বয়ের সার্থকতা সে পক্ষে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা সকল অবস্থাতেই যদি 'অতন্দ্রাসঃ' অনলস জাগরূক থাকি এবং নিত্যতরুণ নিত্য-উৎসাহশীল (যুবতয়ঃ) হইয়া কর্ম্মপরায়ণ হই; তাহা হইলে কি ফললাভ করিতে পারি, তাহাই এখানে বিবৃত দেখি। অথবা, আমাদিগের কর্ম্মশক্তিসমূহ যদি 'অতন্দ্রাসঃ' ও 'যুবতয়ঃ' থাকে, তাহাতে বা কি শুভ-ফল লাভ হয়, তাহাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে পূর্ব্ব মন্ত্রের (প্রথম মন্ত্রের) সহিত কেমন সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা বেশ অনুধাবন করা যায়। পূর্ব্ব মন্ত্রে আমরা ভাব গ্রহণ করিয়াছি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে ভাবেই সৎকর্ম্ম করিয়া যাউন, অভিনব জ্ঞানলাভ-রূপ তাহার শুভফল অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে তাহার এক নূতন তথ্য প্রকাশ পাইতেছে। সেই যে ত্রাণকারী দেব জ্ঞান, তাহার উৎপত্তির মূল কোথায়—এখানে তাহাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'দশ' পদে দশ দশা বা দশ কর্ম্ম যে ভাবই গ্রহণ করুন, উহার দ্বারা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে। তোমার দশ দশা—সকল অবস্থা অথবা দশ কর্ম্ম—সকল কর্ম্ম যদি 'অতন্দ্রাসঃ' হয়, জাগরূক থাকে, অর্থাৎ অসৎ পথে না যায়—সৎপথে প্রধাবিত হয়; তাহা হইলে, তোমাতে ত্বষ্টার বীজ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ ত্রাণকারী জ্ঞানদেবতার আবির্ভাব ঘটে। আমরা মনে করি, এই তথ্যই এখানে প্রকাশমান রহিয়াছে।

হইয়াছে। অগ্নি বায়ুর গর্ভস্বরূপ কেন? 'অগ্নের্হি বায়ুঃকারণং বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতিঃ।' সায়ণ। সর্ব্বভূতে গর্ভধান কিরূপে? জঠররূপেণ। সায়ণ। মূলে বায়ু শব্দ নাই, ত্বষ্টা শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ বায়ু করিয়াছেন; কিন্তু Muir ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টাদেবই করিয়াছেন, এবং Rosen 'ত্বষ্টুঃ' 'গর্ভং' অর্থে Fulminatoris করিয়াছেন এবং Langlois ত্বষ্টা এখানে বিদ্যুতের একটী নাম বিবেচনা করিয়াছেন।"

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রতি পদের প্রতিবাক্যে মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। এখানে আর তৎসমুদায়ের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ফলতঃ, এই মন্ত্রের শিক্ষা এই যে,—'সারাজীবন সকল অবস্থায় সকল কর্ম্মে সত্যের অনুসারী হও—সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখ; তদ্দ্বারাই প্রজ্ঞানের অধিকারী হইবে—তদ্দ্বারাই সকল শ্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিবে।' (১ম—৯৫সূ—২ঋ) ॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

ত্রীণি জানা পরিভূষন্ত্যস্য সমুদ্র
একং দিব্যেকমপ্সু।
পূর্ব্বামনু প্রদিশং পার্থিবানামৃতূন্
প্রশাসদ্বি দধাবনুষ্ঠু ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রীণি। জানা। পরি। ভূষন্তি। অস্য। সমুদ্রে।
একং। দিবি। একং। অপ্‌ৎসু।
পূর্ব্বাং। অনু। প্র। দিশং। পার্থিবানাং। ঋতূন্।
প্রঽশাসৎ। বি। দধৌ। অনুষ্ঠু ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (জ্ঞানস্য) 'জানা' (জন্মানি, বিবিধেন সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতানি জ্ঞানানি ইত্যর্থঃ) 'ত্রীণি' (ভুবনানি) 'পরিভূষন্তি' (সর্ব্বতঃ অলঙ্কুর্ব্বন্তি); জ্ঞানং হি বিশ্বস্য অলঙ্কারং—ইতি ভাবঃ; তৎ জ্ঞানং 'সমুদ্রে' (অন্তরিক্ষলোকে, সর্ব্বাদিষু গ্রহাদিষু ইতি ভাবঃ) 'একং' (অভিন্নং) তথা 'দিবি' (দ্যুলোকে, স্বর্গে) 'অপ্সু' (সত্ত্বস্থানেষু) 'একং' (অভিন্নং); জ্ঞানস্য বিভেদং কুত্রাপি নাস্তি—ইতি ভাবঃ; জ্ঞানং এব 'পার্থিবানাং' (পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনাং) 'পূর্ব্বামনুপ্রদিশং' (পূর্ব্বাদ্যুপলক্ষিতাং দিশং) তথা 'ঋতূন্' (বসন্তাদ্যুপলক্ষিতান্ কালান্) 'প্রশাসৎ' (প্রকর্ষেণ আয়ত্তীকৃত্বা) 'অনুষ্ঠু' (সুষ্ঠু পন্থানং) 'বি দধৌ' (বি দধাতি, প্রদর্শয়তি ইতি ভাবঃ)। অয়ং তাৎপর্য্যঃ—জ্ঞানস্য প্রভাবেন দিক্কালং আয়ত্তীকৃত্বা নরঃ পরাগতিং লব্ধুং শক্নোতি। (১ম ৯৫সূ-৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

এই জ্ঞানের জন্মসমূহ অর্থাৎ বিবিধ সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত জ্ঞানসমূহ, ত্রিভুবনকে সর্ব্বতোভাবে অলঙ্কৃত করেন; (জ্ঞানই বিশ্বের অলঙ্কার—ইহাই ভাবার্থ); সেই জ্ঞান অন্তরিক্ষলোকে (সকল গ্রহসমূহে) অভিন্ন এবং দ্যুলোকে (স্বর্গে) সত্ত্বস্থানসমূহে অভিন্ন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের বিভেদ কোথাও নাই); জ্ঞানই পৃথিবী-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাদি-উপলক্ষিত দিক্‌কে এবং বসন্তাদি-উপলক্ষিত কালকে প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিয়া সুষ্ঠু পথকে বিহিত করেন—প্রদর্শন করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানের প্রভাবে দিক্‌কালকে আয়ত্তীকৃত করিয়া মানুষ পরাগতি লাভ করিতে সমর্থ হয়েন।)॥ (১ম—৯৫সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যাগ্নেস্ত্রীণি ত্রিসংখ্যাকানি জানা জননানি জন্মানি পরি ভূষন্তি। পরিতঃ সর্ব্বতোঽলঙ্কুর্ব্বন্তি। যদ্বা পরীত্যেষ সমিত্যেতস্য স্থানে। অস্যাগ্নেস্ত্রীণি জন্মানি সম্ভবন্তি। সমুদ্রেঽব্ধৌ বড়বানলরূপেণৈকং জন্ম। দিবি দ্যুলোক আদিত্যাত্মনৈকং। অপ্সু। আপ ইত্যন্তরিক্ষ-

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্য' এই অগ্নির 'ত্রীণি' ত্রিসংখ্যক 'জানা' জননসমূহকে জন্মসমূহকে 'পরি ভূষন্তি' পরিতঃ সর্ব্বতঃ অলঙ্কৃত করে; অথবা, 'পরি' অর্থাৎ ইহার স্থানে 'অস্য' এই অগ্নির 'ত্রীণি' তিন জন্ম সম্ভব হয়; 'সমুদ্রে' অব্ধিতে বড়বানল-রূপে 'একং' এক জন্ম, 'দিবি' দ্যুলোকে আদিত্য-আত্মাতে 'একং' এক, 'অপ্সু' (আপ এই পদ অন্তরিক্ষ নাম) অন্তরিক্ষে বৈদ্যু-

স্থানে। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণৈকং। এবমগ্নিস্ত্রিধাত্মানং বিভজ্য ত্রিষু স্থানেষু বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। তত্রাদিত্যাত্মনা বর্ত্তমানঃ সোঽগ্নির্ঋতূন্ বসন্তাদীন্ ষড়্‌ঋতূন্ প্রশাসৎ প্রকর্ষেণ বিভক্ততয়া জ্ঞাপয়ন্ পার্থিবানাং পৃথিব্যাঃ সম্বন্ধিনাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং পূর্ব্বাং প্রাচীং প্রদিশং প্রকৃষ্টাং ককুভং। অনুষ্ঠু ইত্যেতদব্যয়ং সম্যক্ শব্দসমানার্থং সুষ্ঠু ইতি যথা। সম্যগনুক্রমেণ বিদধৌ। কৃতবান্। স্বতো ভেদরহিতয়োরখণ্ডয়োর্দিক্কালয়োঃ প্রাচ্যাদিভেদো বসন্তাদিভেদশ্চ সূর্য্যগত্যা নিষ্পাদ্যতে। অতঃ সূর্য্য এব তয়োঃ কর্ত্তেত্যর্থঃ॥

জানা। জনী প্রাদুর্ভাবে। ভাবে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বে প্রাপ্তে বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। ভূষন্তি। ভূষ অলঙ্কারে। ভৌবাদিকঃ। যদ্বা ভবন্তের্লেটি লিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাদিডভাবঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্‌গুণাভাবশ্চ। দিবি। অপ্সু। উভয়ত্র ঊড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পার্থিবানাং। পৃথিব্যা ঞাঞাবিতি প্রাগ্‌দীব্যতীয়োঽঞ্‌প্রত্যয়ঃ। প্রশাসৎ। শাসু অনুশিষ্টৌ। অস্মাল্লটঃ শতৃ। জক্ষিত্যাদয় ষড়িত্যভ্যস্তসংজ্ঞায়াং নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুম্ প্রতিষেধঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অনুষ্ঠু অপদুঃসুষু স্থঃ। উ০ ১।২৫। ইতি বিধীয়মানঃ কুপ্রত্যয়ো বহুলবচনাত্তিষ্ঠতেরনুপূর্ব্বাদপি ভবতি। (১ম—৯৫সূ-৩ঋ)॥

তাগ্নিরূপে এক;—এইরূপে অগ্নি আপনাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তিন স্থানে বর্ত্তমান আছেন, ইহাই অর্থ। সেই আদিত্য-আত্মার দ্বারা বর্ত্তমান সেই অগ্নি 'ঋতূন' বসন্তাদি ষড় ঋতুকে 'প্রশাসৎ' প্রকর্ষের দ্বারা বিভক্ত করিয়া জানাইয়া, 'পার্থিবানাং' পৃথিবীর সম্বন্ধীয় সকল প্রাণিগণের 'পূর্ব্বাং' প্রাচী 'প্রদিশং' প্রকৃষ্ট ককুভকে (দিককে) 'অনুষ্ঠু' (এই পদ অব্যয়, সম্যক শব্দের সমানার্থক) সুষ্ঠু ইহা যেমন সেইরূপ সম্যক অনুক্রমের দ্বারা 'বি দধৌ' করিয়াছিলেন। স্বতঃ-ভেদ-রহিত অখণ্ড দিক্কালদ্বয়ের প্রাচ্যাদি-ভেদ ও বসন্তাদি-ভেদ সূর্য্যের গতির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অতএব সূর্য্যই তাহাদের উভয়ের কর্ত্তা—ইহাই অর্থ॥

জানা। জনী ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থক। ভাবে ঘঞ্। 'কর্ষাত্বত' ইত্যাদি সূত্রে অন্তোদাত্তত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, বৃষাদির আকৃতিগণত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে শির লোপ। ভূষন্তি। ভূষ ধাতু অলঙ্কারার্থক। ভ্বাদি-গণীয়। অথবা, 'ভবন্তি'র (ভূ-ধাতুর) স্থলে লেটে 'লিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। আগমানুশাসনের নিত্যত্ব-হেতু ইটের অভাব; এবং সংজ্ঞাপূর্ব্বক-বিধির অনিত্যত্ব-হেতু গুণের অভাব। দিবি। অপ্সু। উভয়ত্র 'ঊড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। পার্থিবানাং। পৃথিবী শব্দে 'ঞাঞৌ' ইত্যাদি সূত্রে প্রাগ্‌দীব্যতীয় অঞ্ প্রত্যয়। প্রশাসৎ। শাসু-ধাতু অনুশিষ্ট অর্থ বুঝায়। তাহাতে লটের স্থানে শতৃ। জক্ষিত্যাদি ছয়টী অভ্যস্ত-সংজ্ঞাতে 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' ইত্যাদি সূত্রে নুমের প্রতিষেধ। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অনুষ্ঠু। 'অপদুঃসুষু স্থঃ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ২।২৫) বিধীয়মান কুপ্রত্যয়ের বহুলবচন-হেতু 'তিষ্ঠতি'র (স্থা ধাতুর) অনুপূর্ব্ব হেতুও ঐরূপ হয়॥ (১ম-৯৫সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (১০৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

বলিয়াছি তো—এই সূক্তের প্রত্যেক ঋক্ বিষম প্রহেলিকাপূর্ণ। সুতরাং অর্থ নানা দিক হইতে নানা প্রকারে পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে।

ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাসমূহে এই মন্ত্রটিতে অগ্নির জন্মস্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং অগ্নির দ্বারাই যে দিক ও কাল নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে, বলা বাহুল্য, প্রচলিত কোনও ব্যাখ্যাই প্রহেলিকা-পরিশূন্য সরল নহে। একটী আদর্শ প্রদর্শন করিতেছি। দেখুন—মন্ত্রের একটী ইংরাজী ব্যাখ্যা;—

"They celebrate his three births : one in the sea, one in heaven, one in the waters. In the easteren region he commanding determines the seasons of the dwellers on earth by his present power."

ব্যাখ্যাকার এইরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় তিনি সংশয়হীন হইতে পারেন নাই। 'সমুদ্রে' এবং 'অপ্সু' পদদ্বয় জলার্থক; উহার প্রয়োগ দুইবার কেন হইল—ইত্যাদি রূপ তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। * সে সংশয় নিশ্চয়ই অহেতুক নহে। যাহা হউক, ভাষ্যের অনুসারী বঙ্গানুবাদে যে ভাব প্রকটিত আছে, তাহারও একটী উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"অগ্নির তিনটী জন্মস্থান—সমুদ্রে, আকাশে ও অন্তরীক্ষে। সমুদ্রে—বাড়বানলরূপে, আকাশে—সূর্য্যরূপে, এবং অন্তরীক্ষে—বিদ্যুৎরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নি সূর্য্যরূপে বসন্তাদি ঋতু ও পূর্ব্বাদি দিক্ বিভাগ করিয়া প্রাণিগণের মঙ্গলার্থ দিক্ ও কালের নির্ণয় করিয়া থাকেন।"

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে যে জন্মস্থানের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে, বলা বাহুল্য, উক্ত প্রকার অর্থে তাহার ব্যত্যয় ঘটিতেছে। একই সূক্তের

---

* ম্যাক্সমূলারের সংস্করণে ওল্ডেনবর্গের ঐ অনুবাদ। টীকায় তিনি লিখিয়াছেন,—"It is surprising that Agni's birth in the sea and his birth in the waters are distinguished. The poet's meaning is not quite clear." এইরূপ তিনি শেষ চরণের সম্বন্ধেও লিখিয়া গিয়াছেন,—"But this interpretation of our passage is by no means certain."

যথাপর্য্যায় তিনটী ঋকে এইরূপ বিরুদ্ধ ভাব মন্ত্রার্থের সঙ্গতির পরিচায়ক বলিয়া আমরা মনে করি না।

আমাদিগের মত এই যে,—মন্ত্রটীতে জ্ঞানের প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রান্তর্গত যে পদের যে প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাহা বোধগম্য হইবে। মন্ত্রের প্রথম চরণে দুইটী বিভাগ আছে। উহার প্রথমে বলা হইয়াছে, জ্ঞানের যে জন্ম, তাহা বিশ্ব-সংসারকে বিভূষিত করে। সৎকর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, পূর্ব্বের দুইটী ঋকে তাহা বুঝাইয়া আসিয়াছি। এখানে 'জানা' পদে তাহারই প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিতেছে। ভাব এই যে,—সৎকর্ম্ম-সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই জ্ঞানোৎপত্তি হয়, এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা সংসার অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। এই উপলক্ষে একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি—সংসারের অলঙ্কার কাহাকে কহে? সত্যই সংসারের অলঙ্কার। জ্ঞানের প্রভাবে সত্যের অলঙ্কারে সংসার বিভূষিত হয়,—ইহাই এখানকার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। পক্ষান্তরে জ্ঞানের ও সত্যের অভিন্নত্ব সংসূচিত হয়। যাহা সত্য-বিভূষিত, তাহাই জ্ঞান-বিমণ্ডিত। প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশে তাহাই পরিস্ফুট দেখি। ঐ যে 'একং' পদ, ঐ পদের দ্বারা জ্ঞান যে সর্ব্বত্রই অভিন্ন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সত্যের দৃষ্টান্তেই বিষয়টী বিশদ বোধগম্য হইবে। সত্য যেমন সর্ব্বত্র অভিন্ন; অপিচ, এখানে সত্য এক রকম এবং সেখানে সত্য আর এক রকম, একালে সত্য এক রকম এবং সেকালে সত্য আর এক রকম,—এ যেমন সত্যের স্বরূপ নহে; জ্ঞানও সেইরূপ;—সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থলে জ্ঞানের এই অভিন্নত্বের বিষয়ই 'সমুদ্রে একং' ও 'দিবি একং' বাক্যাংশে উপপন্ন হয়।

এখানে আর একটী বিষয় বিবেচনা করিবার আছে। সকলেই অগ্নির জন্মস্থান তিনটী নির্দ্দেশ করিয়া, একটী "একং" পদ অধ্যাহার-পূর্ব্বক অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ অংশের দুইটী 'একং' পদের একটীতে স্বর্গের এবং অপরটীতে তদতিরিক্ত অন্যান্য স্থানের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। 'দিবি' বলিতেই দ্যুলোকে বা স্বর্গে বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—তাহা হইলে 'অপ্সু'

পদটী যায় কোথায়? আমরা বলি 'অপ্সু' পদ রূপকে 'সত্ত্বভাবসমূহে' বুঝাইতে ঐ 'দিবি' পদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তাহার ভাব এই যে,—স্বর্গে যে সত্ত্বাংশসমূহ, সেখানেও জ্ঞান যেমন অভিন্ন, এখানে এই বিশ্বসংসারেও জ্ঞানের সেই অভিন্নতা। জ্ঞানের অথবা সত্যের পার্থক্য কোথাও নাই। সেই উচ্চতম স্থানে দেবগণের মধ্যেও জ্ঞান যেরূপ ভাবে অবস্থিত, এখানে এই মনুষ্যলোকে আমাদিগের মধ্যেও জ্ঞানের ক্রিয়া সেই একই ভাবে সংসাধিত। এইরূপে জ্ঞানের স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকাশই, আমরা মনে করি, "সমুদ্রে একং দিবি একং অপ্সু" বাক্যাংশের মর্ম্ম। তবে অর্থান্তরে যদি 'সমুদ্রে' 'দিবি' ও 'অপ্সু' পদত্রয়ে তিনটি স্থানেরই পরিকল্পনা করা যায়, সে পক্ষেও ঐ তিন পদে ত্রিভুবনকে বুঝাইতেছে নির্দ্দেশ করিতে পারি। তদনুসারে 'দিবি' পদ স্বর্গে, 'সমুদ্রে' পদে অন্তরিক্ষে অর্থাৎ এই পৃথিবীর বহির্ভাগে (রসাতলে বা নরকে) * এবং 'অপ্সু' পদে জলমৃত্তিকাময় পৃথিব্যাদি গ্রহসমূহে অর্থ সংসূচিত হয়। তাহা হইলেও কিন্তু মূল লক্ষ্য সর্ব্বত্রই অভিন্ন প্রতিপন্ন হইবে। জ্ঞান যে সর্ব্বত্রই অনাবিল স্বচ্ছ এবং বিভেদরহিত, মূল অর্থ তাহাই প্রখ্যাপিত হইতেছে।

এই দৃষ্টিতে অগ্রসর হইলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ভাব পরিগ্রহে আর কোনই অন্তরায় আসিবে না। এই অংশের অন্তর্গত 'প্রশাসৎ' পদে শাসনের এবং 'দিদেশ' পদে ধারণের ভাব প্রাপ্ত হই। তাহাতেই অর্থ সরল হইয়া আসে। যেখানে জ্ঞানের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরিলক্ষিত হয়, জ্ঞান যেখানে পূর্ণ প্রকট হইয়া আছে, সে অবস্থায় নিশ্চয়ই দিক্‌-কালের ভেদাভেদ দূরে যায়। পূর্ণজ্ঞানে মানুষে সে ভেদাভেদ আর্দৌ দৃষ্ট হয় না। তখন অমৃতত্ব-লাভে মানুষ দিক্‌কালকে জয় করিয়া পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হয়—পরাগতি লাভ করে। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে এই ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। (১ম—৯৫সূ—৩ঋ)॥

---

* মতান্তরে—বিশ্বসংসারের যে তিন বিভাগ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক, তাহা পূর্ব্বে একটী মন্ত্রের আলোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি। সেখানে 'অন্তরিক্ষ' শব্দে নরক অর্থই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পক্ষে ঐ তিন পদে সেই ভাবের অনুসরণ করা যায়।

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ক ইমং বো নিণ্যমা চিকেত বৎসো

মাতৄর্জনয়ত স্বধাভিঃ।

বহ্বীনাং গর্ভো অপসামুপস্থান্মহান্

কবির্নিশ্চরতি স্বধাবান্ ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কঃ। ইমং। বঃ। নিণ্যং। আ। চিকেত। বৎসঃ।

মাতৄঃ। জনয়ত। স্বধাভিঃ।

বহ্বীনাং। গর্ভঃ। অপসাং। উপঽস্থাৎ। মহান্।

কবিঃ। নিঃ। চরতি। স্বধাঽবান্ ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তিনিবহাঃ! 'বঃ' (যুষ্মান্) 'কঃ' (কো জনঃ, কো দেবঃ বা) 'নিণ্যং' (অন্তর্নিহিতং—সৎকর্ম্মাণি ইতি যাবৎ) 'ইমং' (জ্ঞানদেবং) 'আচিকেত' (জ্ঞাপয়তি). জ্ঞানং যৎ সৎকর্ম্মসু নিহিতং অস্তি কঃ তৎ যুষ্মান্ বেদয়তি—ইত্যর্থঃ; অন্ত কোঽপি জ্ঞাপয়িতা নাস্তি, জ্ঞানং এব তত্ জ্ঞাপয়তি—ইতি ভাবঃ; 'স্বধাভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'বৎসঃ' (তনয়ঃ, জ্ঞানানুসারী জনঃ ইত্যর্থঃ) 'মাতৄঃ' (মাতৄঃ, স্বজননীঃ—জ্ঞানস্বরূপিণীঃ ইতি যাবৎ)

'জনয়ন্ত' (উৎপাদয়ন্তি); যদি চেৎ জ্ঞানাৎ সৎকর্ম্ম সঞ্জায়তে, কিন্তু পক্ষান্তরে সৎকর্ম্মণঃ অপি জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ দৃশ্যতে—ইতি ভাবঃ; 'বহ্বীনাং' (বহুনাং প্রকৃষ্টানাং—কর্ম্মাণাং ইতি যাবৎ) 'গর্ভঃ' (উৎপত্তিনিলয়ঃ) 'মহান্' (মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'কবি' (ক্রান্তদর্শী, ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানাভিজ্ঞঃ) 'স্বধাবান্' (সৎকর্ম্মকারকঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'অপসাং' (সত্ত্ব-ভাবানাং—সৎকর্ম্মসঞ্জাতানাং ইতি যাবৎ) 'উপস্থাৎ' (সমীপাৎ) 'নিঃ চরতি' (নির্গচ্ছতি, উৎপন্নঃ ভবতি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—সত্ত্বমূলকাৎ কর্ম্মাৎ জ্ঞানস্য উৎপত্তিঃ ভবতি; অতঃ পুত্রঃ এব মাতুঃ জনয়িতা—ইতি প্রতিপদ্যতে। (১ম—৯৫—সূ৪ঋ)॥

•　•　•

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগকে কোন্ জন বা কোন্ দেবতা সৎকর্ম্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত এই জ্ঞানদেবতাকে জানাইয়া দেন? অর্থাৎ, জ্ঞান যে সৎকর্ম্মসমূহের মধ্যেই নিহিত আছে, কে তাহা তোমাদিগকে বিজ্ঞাপিত করেন? (ভাব এই যে,—অন্য কেহই নহেন, জ্ঞানই তাহা জানাইয়া থাকেন); সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানানুসারী জন, জ্ঞানস্বরূপিণী স্বজননীকে উৎপন্ন করেন; (ভাব এই যে,—যদিও জ্ঞান হইতে সৎকর্ম্ম সঞ্জাত হয়, কিন্তু পক্ষান্তরে সৎকর্ম্ম হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়); বহুতর প্রকৃষ্ট কর্ম্মসমূহের উৎপত্তিনিলয়, মহত্ত্বসম্পন্ন, ক্রান্তদর্শী অর্থাৎ ভূতভবিষ্যৎবর্ত্তমানাভিজ্ঞ, সৎকর্ম্মকারক সেই জ্ঞানদেব, সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবসমূহের মধ্য হইতেই নির্গত হয়েন—উৎপন্ন হয়েন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বমূলক কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং পুত্রই মাতার জনয়িতা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন।)॥ (১ম—৯৫সূ—৪ঋ)॥

•　•　•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানা নিণ্যং। নির্ণীতান্তর্হিতনামৈতৎ। অবাদিষু গর্ভরূপেণান্তর্হিতং। তথা চ মন্ত্রান্তরং। গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চ স্থাতাং গর্ভশ্চরথাং। ঋ০ সং০ ১।৫।১৪। ইতি। এবম্ভূতমমমগ্নিং বো যুষ্মাকং মধ্যে ক আচিকেত। কো জানাতি। ন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্-যজমান-গণ! 'নিণ্যং'। ইহা নির্ণীত অন্তর্হিত নাম-বাচক। অপ্ প্রভৃতির মধ্যে গর্ভরূপে অন্তর্হিত। মন্ত্রান্তরে তাহা আম্নাত আছে,—'গর্ভো যো অপাং গর্ভো বনানাং গর্ভশ্চরথাং' (ঋ০ সং০ ১।৫।১৪) ইতি। এবম্ভূত 'ইমং' এই অগ্নিকে 'বঃ' আপনাদিগের মধ্যে 'কঃ আচিকেত' কে জানেন? কেহই জানেন না - ইহাই অর্থ। সেই এই অগ্নি

কোঽপীত্যর্থঃ। সোঽয়মগ্নির্বৎসো মেঘস্থানামপাং বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ পুত্রস্থানীয়ঃ সন্ মাতৄস্তস্য মাতৃস্থানীয়ানি বৃষ্ট্যুদকানি স্বধাভির্হবির্লক্ষণৈরন্নৈরজনয়ত। উৎপাদয়তি। তথা চ স্মর্য্যতে। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা। ইতি। অপিচ বহ্বীনাং মেঘস্থানামপাং গর্ভো বৈদ্যুতরূপেণ গর্ভস্থানীয়ঃ সোঽগ্নিরপসামুপস্থাৎ সমুদ্রান্নিশ্চরতি। ঔষধাগ্নিরূপেণাদিত্যঃ সন্নির্গচ্ছতি। কীদৃশঃ। মহান্। তেজসা প্রৌঢ়ঃ। কবিঃ। ক্রান্তদর্শী। স্বধাবান্। হবির্লক্ষণান্নবান্। এক এবাগ্নির্হোমনিষ্পাদকলক্ষণেন পার্থিবরূপেণ বৈদ্যুতাত্মনা ঔষধরূপেণাদিত্যাত্মনা চ বিভজ্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥

চিকেত। কিত জ্ঞানে। ছান্দসো লিট্। জনয়ত। জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চেতি মিত্বান্মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। পূর্ব্ববচ্ছান্দসো লঙ্। বহ্বীনাং। নিত্যং ছন্দসি। পা০ ৪।১।৪৬। ইতি বহুশব্দাৎ ঙীষ্। ঙ্যাশ্ছন্দসি বহুলমিতি নাম উদাত্তত্বং। অপসাং। আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বশ্চ নুট্ চেতি বহুলবচনাদকর্ম্মাখ্যায়ামপ্যাপ্নোতেরসি প্রত্যয়ো হ্রস্বশ্চ। উপস্থাৎ। উপতিষ্ঠন্ত্যাপোঽস্মিন্নিত্যুপস্থঃ। আতশ্চোপসর্গে ইতি কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাদধিকরণে কপ্রত্যয়ঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং॥ ৪॥

• • •

'বৎসঃ' মেঘস্থ জলসমূহে বৈদ্যুতাগ্নি-রূপে পুত্রস্থানীয় হইয়া 'মাতৄঃ' তাহার মাতৃস্থানীয় বৃষ্টির উদকসমূহকে 'স্বধাভিঃ' হবির্লক্ষণ অন্নসমূহের দ্বারা 'জনয়ত' উৎপাদিত করেন। এ বিষয়ে এইরূপ স্মৃতি আছে,—'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি-র্বৃষ্টেরন্নং তত প্রজা।' ইতি। আরও, 'বহ্বীনাং' মেঘস্থানীয় জলসমূহের 'গর্ভঃ' বৈদ্যুত-রূপের দ্বারা গর্ভস্থানীয় সেই অগ্নি 'অপসামুপস্থাৎ' সমুদ্রসমূহে 'নিশ্চরতি' ঔষধ অগ্নিরূপের দ্বারা আদিত্য হইয়া নির্গমন করেন। কীদৃশ (তিনি)? 'মহান্' তেজের দ্বারা প্রৌঢ় 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'স্বধাবান্' হবির্লক্ষণ অন্নবান্। একই অগ্নি হোমনিষ্পাদকলক্ষণ পার্থিব রূপের দ্বারা বৈদ্যুতাত্মকে এবং ঔষধ-রূপের দ্বারা আদিত্যাত্মকে বিভক্ত হইয়া বিদ্যমান রহেন—ইহাই অর্থ।

চিকেত। কিত-ধাতু জ্ঞানার্থক। ছান্দসে লিট্। জনয়ত। 'জনীজৄষ্ক্নসুরঞ্জোঽমন্তাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মিত্ব-হেতু 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। পূর্ব্ববৎ ছান্দসে লঙ্। বহ্বীনাং। 'নিত্যং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৪।১।৪৬) বহু-শব্দ-হেতু ঙীষ্। 'ঙ্যা-ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে নামের উদাত্তত্ব। অপসাং। আপ্লৃ ধাতু ব্যাপ্তি-অর্থক। 'আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বশ্চ নুট চ বা' ইত্যাদি সূত্রে বহুলবচন-হেতু কর্ম্মাখ্যাতেও 'আপ্নোতির' স্থলে অসি-প্রত্যয় এবং হ্রস্ব। উপস্থাৎ। ইহাতে আপ অর্থাৎ জলসমূহ বিদ্যমান থাকে—এই অর্থে উপস্থ। 'আতশ্চোপসর্গে' ইত্যাদি নিয়মে কৃত ল্যুটে 'বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহুল-বচন-হেতু অধিকরণে ক-প্রত্যয়। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদে অন্তোদাত্তত্ব॥ ৪॥

• • •

চতুর্থ (১০৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋক্‌টিকে সাধারণতঃ ঋত্বিক্-যজমানগণের কথোপকথনমূলক ঋক্ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়। মন্ত্রের অন্তর্গত 'কঃ' এবং 'বঃ' পদদ্বয় সেই সিদ্ধান্তের পরিপোষক। ঐ 'কঃ বঃ' পদদ্বয়ের অর্থে নির্দ্দেশ করা হয়, এখানে যেন জিজ্ঞাসা করা হইতেছে—"হে ঋত্বিগ্-যজমান-গণ! তোমাদিগের মধ্যে কে 'ইমং নিণ্যং আ চিকেত' এই অন্তর্হিত অগ্নিকে অবগত আছ?" অগ্নি যে অপ্ (জল) প্রভৃতির মধ্যে অদৃশ্যভাবে বিদ্যমান আছেন এবং সকলে যে সে তত্ত্ব অবগত নহেন, এরূপ প্রশ্নে সেই ভাব প্রকাশ পায়। তার পর, "বৎসঃ মাতৄঃ জনয়ত স্বধাভিঃ" বাক্যাংশে নির্দ্দেশ করা হয়, এখানে যেন বলা হইয়াছে,—'অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতির ফলে মেঘ হয়, তাহাতে বারিবর্ষণ ঘটে এবং অন্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং সেই দৃষ্টিতেই পুত্র হইতে মাতার উৎপত্তি সিদ্ধান্তিত হইতেছে।' এই রূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'স্বধাবান্ মহান্ কবি যে অগ্নি, তিনি জলের গর্ভস্বরূপ এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন।' এ পক্ষে 'স্বধাবান্' ও 'কবিঃ' পদদ্বয়ের ভাব-পরিগ্রহণে সংশয় আসে। যিনি স্বধাবান্ ও কবি, তিনি জলের গর্ভস্বরূপই বা কি প্রকারে হইবেন এবং সমুদ্র হইতেই বা তাঁহার নির্গমন কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? ফলতঃ, যে দিক দিয়াই অগ্রসর হউন, রূপক স্বীকার ভিন্ন কোনও পথেই গত্যন্তর নাই।

যাহা হউক, এই দৃষ্টিতে,—অগ্নি যে জলের মধ্যেও বিদ্যমান—বেদ-মন্ত্রে এতদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার পরিচয় উপলক্ষে,—প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর একটু উপকার হইবে আশা করা যায়। বেদের সময় যে আর্য্যগণ অগ্নির ঐরূপে অবস্থিতির বিষয় অবগত ছিলেন, বিজ্ঞানের চর্চ্চা যে তখন একেবারে আকাশ-কুসুম কল্পনার বিষয়ীভূত ছিল না;—এই সূত্রে তাঁহারা তাহা দেখাইতে পারেন। তবে দুঃখের বিষয়, যে সকল অনুবাদ বা ব্যাখ্যা হইতে ঐ ভাবটুকু পাইতে পারিবেন, তাহার অধিকাংশই হেঁয়ালীর ভাষায় লিখিত হইয়াছে—দেখিতে পাই। পাঠকের কৌতূহল

নিবৃত্তির জন্য এই মন্ত্রের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। বুঝিয়া দেখুন, সে ব্যাখ্যারও আবার কত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। *

(1) "Who of you knows this secret One? The Infant by his own nature hath brought forth his Mothers.

The germ of many, from the waters' bosom he goes forth wise and great, of God-like nature."

(2) "Who among you has understood this hidden (god)? The calf has by itself given birth to its mothers. The germ of many (mothers, the great seer, moving by his own strength, comes forward from the lap of active ones."

---

* এ বিষয়ে অনেক পাণ্ডিতের অনেক গবেষণা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার যৎকিঞ্চিৎ এখানে নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

উদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদ-দুইটীর প্রথমটী গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের। 'This secret one' বাক্যাংশের টিপ্পনীতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, "Agni latent in the waters, in the woods, etc." পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ যে একটু বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান এই মন্ত্রে পাইতে পারেন, গ্রিফিথ্‌সের ঐ টিপ্পনীতেই তাহা বোধগম্য হইবে। যাহা হউক, ঐ একটী পাদটীকাতেও যে তাঁহার অর্থ বিশদ বোধগম্য হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। তদন্তর্গত "Infant" ও "Mother" বলিতে কি বুঝায়, তাহারও ব্যাখ্যা আবশ্যক নহে কি? এ বিষয়ে উইলসন্ সাহেবের অনুবাদের টিপ্পনী তাই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহা এই; "Agni, in the form of lightning, may be considered as the son of waters collected in the clouds; and those waters he is said to generate by the oblations he conveys." বলা বাহুল্য, এই যুক্তি ভাষ্যেরই অনুসরণ মাত্র।

দ্বিতীয় ইংরাজী অনুবাদটী ভেল্ডেনবার্গের। ইনি 'বৎসঃ' পদে 'calf' এবং 'মাতৄঃ' পদে 'mothers' লিখিয়া টিপ্পনীতে জানাইয়াছেন,—"In my opinion the mothers are the waters; the calf is Agni. The meaning must be, consequently, that, as Agni is born from the waters thus the waters are born from Agni." এই মত ভাষ্যেরই প্রতিধ্বনি মাত্র।

ম্যাক্সমূলার কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন,—"The mothers are day and night, or heaven and earth. The calf, the son, Agni, being born of night gives birth to the day, and being born of the day (in the evening) gives birth to the night. Or it may be that Agni, light, makes Dyaus and Prithvi to be visible."

এখন, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ, 'বঃ' পদটীকে এখানে চতুর্থীর বহুবচনের পদ স্বীকার না করিয়া, আমরা দ্বিতীয়ার বহুবচনের পদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে এই মন্ত্রের সম্বোধ্য—আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহ। তার পর 'আচিকেত' ক্রিয়াপদের প্রতিবাক্যে আমরা 'জ্ঞাপয়তি' পদ গ্রহণ করি। ভাষ্যকারও ছান্দস-স্বীকারে ঐ পদের প্রতিবাক্য কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। আমরাও সেই ছান্দস-স্বীকারেই ঐ প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখি। 'নিণ্যং' পদের অর্থ 'নিহিত অন্তর্নিহিত'; তাহা হইতে কল্পনার দ্বারা 'অপ্ প্রভৃতির মধ্যে গর্ভরূপে অন্তর্হিত' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা বলি, ঐ অর্থ কল্পনা না করিয়া, এখানে 'সৎকর্ম্মের মধ্যে' এই ভাব কল্পনা করিলেই সুষ্ঠু ও সঙ্গত অর্থ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের অর্থে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই এই ভাবের সঙ্গতি প্রতিপন্ন হইবে। তার পর, 'ইমং' পদে যে জ্বলন্ত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে, তাহা আমরা মনে করি না। পূর্ব্বাপর সঙ্গতিক্রমে, আমরা বলি, জ্ঞানাগ্নিই এখানকার লক্ষ্যস্থল। তবেই বুঝুন, ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কোথায় এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ ছিল,—'হে ঋত্বিক্-যজমানগণ! তোমাদিগের মধ্যে কে জান যে, অগ্নি জলের মধ্যে লুক্কায়িত আছেন?' কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এখন অর্থ দাঁড়াইল,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমাদিগকে কে সৎকর্ম্মের অন্তর্নিহিত এই জ্ঞানদেবতাকে জানাইয়া দেন?' জ্ঞান—সৎকর্ম্মেরই অন্তর্নিহিত আছেন; আবার, জ্ঞানই সে তত্ত্ব আমাদিগকে জানাইয়া দেন। আমরা বলি, ইহাই এই মন্ত্রাংশের তাৎপর্য্যার্থ।

এক দেশ মাত্র প্রদর্শন করিলাম। এইভাবে অপরাংশের বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা বাহুল্যমাত্র। প্রচলিত অর্থের সহিত মিলাইয়া আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ অনুসরণ-পূর্ব্বক অগ্রসর হইলে, অনায়াসেই প্রকৃত ভাব অধিগত হইতে পারিবে। মন্ত্রের প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশ—"স্বধাভিঃ বৎসঃ মাতৃঃ জনয়ত।" ইহার ভাব এই যে, সৎকর্ম্ম-সমূহের দ্বারাই 'বৎসঃ' অর্থাৎ প্রিয় অনুসারী জন জ্ঞানস্বরূপিণী স্বজনীকে উৎপন্ন করেন। জ্ঞানই সৎকর্ম্মের এবং কর্ম্মফলে উদ্বুদ্ধ মনুষ্যের প্রজনক। আবার সৎকর্ম্মের সাধনাতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়।

তাই এখানে পুত্র হইতে জননীর উৎপত্তির পরিকল্পনা। তার পর, 'কবিঃ' ও 'স্বধাবান্' বিশেষণদ্বয় জ্ঞান-পক্ষেই সর্ব্বথা সঙ্গত হয়। 'বহ্বীনাং' পদে বহু প্রকৃষ্ট কর্ম্মের সম্বন্ধ সূচনা করে। জ্ঞান যে বহু প্রকৃষ্ট কর্ম্মের 'গর্ভঃ' উৎপত্তিক্ষেত্র, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। 'অপসাং' পদে সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাবসমূহকেই নির্দ্দেশ করে। 'অপ্' শব্দের ঐরূপ ভাবের বিষয় বহুত্র আলোচনা করা গিয়াছে। (১ম—৯৫সূ—৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

আবিষ্ট্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু জিহ্মানামূর্দ্ধঃ

স্বযশা উপস্থে।

উভে ত্বষ্টুর্ব্বিভ্যতুর্জ্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং

প্রতি জোষয়েতে॥ ৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

আবিঃঽত্যঃ। বর্দ্ধতে। চারুঃ। আসু। জিহ্মানাং। ঊর্দ্ধঃ।

স্বঽযশাঃ। উপঽস্থে।

উভে ইতি। ত্বষ্টুঃ। বিভ্যতুঃ। জায়মানাৎ। প্রতীচী ইতি। সিংহং।

প্রতি। জোষয়েতে ইতি॥ ৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আসু' (এষু, পূর্ব্বোক্তেষু সৎকর্ম্মসু বর্ত্তমানঃ স জ্ঞানদেবঃ) 'জিহ্মানাং' (কুটিলানাং শত্রূণাং, রিপূণাং ইত্যর্থঃ) 'উপস্থে' (উৎসঙ্গে, সমীপে—তিষ্ঠন্নেব ইতি যাবৎ) 'স্বযশাঃ' (স্বায়ত্তযশস্কঃ, আত্মপ্রাধান্যবিস্তারসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'ঊর্দ্ধঃ' (উন্নতঃ, শত্রূণাং অভিভবকারী ইত্যর্থঃ) তথা 'চারুঃ' (শোভনদীপ্তঃ, স্বপ্রকাশঃ সন্) 'আবিষ্ট্যঃ বর্দ্ধতে' (প্রকাশমানঃ ভবতি, সর্ব্বতোভাবেন বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি); অয়ং ভাবঃ—রিপূণাং আশ্রয়স্থানভূতে হৃদয়ে সঞ্জাতঃ সন্ জ্ঞানদেবঃ আত্মপ্রাধান্যেন সর্ব্বান্ শত্রূন্ অভিভবতি তথা আত্মনঃ বিভয়া বিশ্বমণ্ডলং উদ্ভাসয়তি। তদা 'ত্বষ্টুঃ' (ত্রাণকারকস্য দেবস্য—উৎপদ্যমানাৎ তেজসঃ ইতি যাবৎ) 'উভে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধিনঃ মনুষ্যাঃ ইত্যর্থঃ) 'বিভ্যতুঃ' (বিভ্যতঃ, সর্ব্বথা ভয়ং প্রাপ্নোতঃ—পাপানুষ্ঠানায় ইতি যাবৎ); তথা 'প্রতীচী' (প্রত্যঞ্চন্তৌ, জ্ঞানস্য আভিমুখ্যেন গচ্ছন্তৌ সন্তৌ) 'সিংহং' (সহনশীলং পরাক্রান্তং বা তং জ্ঞানদেবং) 'প্রতি' (উদ্দিশ্য) 'জোষয়েতে' (সেবেতে, তদনুসারিণঃ ভবতঃ ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ—লোকাঃ যদা জ্ঞানস্য প্রভাবং অনুভবনসমর্থাঃ ভবন্তি, তর্হি জ্ঞানস্যানুসর্ত্তনায় প্রচেষ্টন্তি। (১ম—৯৫সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত সৎকর্ম্মসমূহে বিদ্যমান সেই জ্ঞানদেব, কুটিল রিপুগণের সমীপে অবস্থান করিয়াও, স্বায়ত্তযশস্ক আত্মপ্রাধান্যবিস্তারসমর্থ, শত্রুগণের অভিভবকারী এবং শোভনদীপ্তিসম্পন্ন স্বপ্রকাশ হইয়া, সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—রিপুগণের আশ্রয়-স্থানভূত হৃদয়ে সঞ্জাত হইয়াও জ্ঞানদেব আত্মপ্রাধান্যে সকল শত্রুকে অভিভূত করেন এবং আপনার বিভায় বিশ্বমণ্ডল উদ্ভাসিত করেন); তখন, ত্রাণকারী সেই দেবতা হইতে উৎপন্ন তেজের দ্বারা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় মনুষ্যগণ পাপানুষ্ঠানে সর্ব্বথা ভয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং জ্ঞানাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সহনশীল বা পরাক্রান্ত সেই জ্ঞানদেবতাকে সেবা করেন—তাঁহার অনুসারী হয়েন; (ভাব এই যে,—মনুষ্যগণ যখন জ্ঞানের প্রভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন, তখনই জ্ঞানের অনুবর্ত্তনে চেষ্টা করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—৯৫সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

আসু মেঘস্থাস্বপ্সু বৈদ্যুতাত্মনা বর্তমানোঽগ্নিশ্চারুঃ শোভনদীপ্তিঃ সন্ আবিষ্ট্যো বর্দ্ধতে। আবির্ভূতঃ প্রকাশমানো বৃদ্ধিং প্রাপ্নোতি। কিং কুর্ব্বন্। জিহ্মানাং কুটিলানাং মেঘেষু তির্যগবস্থিতানাং তাসামপামুপস্থ উৎসঙ্গে স্বযশাঃ স্বায়ত্তযশস্কোঽগ্নিরূর্দ্ধ্বঃ উর্দ্ধ্বজ্বলনঃ সন্ অকারণাস্বপ্সু তির্যগবস্থিতাস্বপি স্বয়মূর্দ্ধ্বজ্বলন্নিত্যর্থঃ। তদুক্তং বৈশেষিকৈঃ। অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্যক্ পবনং অণুমনসোরাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতানীতি। অপিচ উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ ত্বষ্টুর্দীপ্তাজ্জায়মানাদুৎপদ্যমানাৎ তস্মাৎ অগ্নের্বিভ্যতুঃ। ভয়ং প্রাপতুঃ। তদনন্তরমুৎপন্নং সিংহং সহনশীলমভিভবনশীলং তমগ্নিং প্রতীচী প্রত্যঞ্চন্ত্যৌ প্রতিগচ্ছন্ত্যাবাভিমুখ্যেন প্রাপ্নুবন্ত্যৌ জোষয়েতে। সেবেতে। যাস্কস্ত্বাহ। আবিরাবেদনাত্তত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চারু চরতের্জিহ্মং জিহীতেরূর্দ্ধ্ব উচ্ছ্রিতো ভবতি। স্বযশা আত্মযশা উপস্থ উপস্থান উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বাহোরাত্রে ইতি বারণী ইতি বাপি চৈনে প্রত্যুক্তে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবতে। নি০ ৮।১৫। ইতি॥

আবিষ্ট্যঃ। আবিঃ শব্দাচ্ছন্দসি। পা০ ৪।২।১০৪।৯। ইতি শৈষিকস্ত্যপ্। হ্রস্বাত্তাদৌ তদ্ধিতে। পা০ ৮।৩।১০১। ইতি ষত্বং। আসু। ইদমোঽন্বাদেশ ইত্যশাদেশোঽনুদাত্তঃ। বিভক্তিশ্চ সুপ্ত্বাদনুদাত্তেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। ন চোড়িদন্তমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং শঙ্কনীয়ং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আসু' মেঘসমূহে অবস্থিত উদকসমূহে বিদ্যুতাত্মার দ্বারা বর্ত্তমান অগ্নি 'চারুঃ' শোভন-দীপ্তি হইয়া 'আবিষ্ট্যঃ বর্দ্ধতে' আবির্ভূত প্রকাশমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েন। কি করিয়া? 'জিহ্মানাং' কুটিল মেঘসমূহে তির্য্যক্-ভাবে অবস্থিত সেই জলসমূহের 'উপস্থে' উৎসঙ্গে 'স্বযশাঃ' স্বায়ত্তযশস্ক অগ্নি 'ঊর্দ্ধ্বঃ' ঊর্দ্ধ্বজ্বলন হইয়া অর্থাৎ অকারণ উদকসমূহের মধ্যে তির্য্যক্-ভাবে অবস্থিত থাকিয়া স্বয়ং ঊর্দ্ধ্বে জ্বলিয়া। এ বিষয় বৈশেষিকগণ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত আছে;—'অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্ পবনং অণুমনসোরাদ্যং কর্ম্মেত্যদৃষ্টকারিতান্' ইতি। অপিচ, 'উভে' দ্যাবাপৃথিবীদ্বয় 'ত্বষ্টুঃ' দীপ্তি হইতে 'জায়মানাৎ' উৎপদ্যমান সেই অগ্নি হইতে 'বিভ্যতুঃ' ভয় প্রাপ্ত হয়েন; তদনন্তর উৎপন্ন 'সিংহং' সহনশীল অভি-ভবনশীল সেই অগ্নিকে 'প্রতীচী প্রত্যঙ্ অন্তে প্রতিগমনশীল আভিমুখে প্রাপ্ত হইয়া 'প্রতি জোষয়েতে' সেবা করেন। কিন্তু যাস্ক কহেন,—'আবিরাবেদনাত্তত্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চারু চরতের্জিহ্মং জিহীতেরূর্দ্ধ্ব উচ্ছ্রিতো ভবতি। স্বযশা আত্মযশা উপস্থে উপস্থানে উভে ত্বষ্টুর্বিভ্যতুর্জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়তে দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বাহোরাত্রে ইতি বারণী ইতি বাপি চৈনে প্রত্যুক্তে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবেতে' (নি০ ৮।১৫) ইতি॥

আবিষ্ট্যঃ। আবিঃ শব্দ-হেতু 'ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৪।২।১০৪) শেষের ত্যপ্। 'হ্রস্বাত্তাদৌ তদ্ধিতে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৮।৩।১০২) ষত্ব। আসু। 'ইদমোঽন্বাদেশে' ইত্যাদি সূত্রে অনুদাত্ত। বিভক্তিশ্চ 'সুপ্ত্বাদনুদাত্ত' ইত্যাদি সূত্রে সর্ব্বানুদাত্তত্ব। 'ন চোড়িদং' ইত্যাদি হেতু, 'বিভক্তির উদাত্তত্বে শঙ্কা হয়। অন্তোদাত্তত্ব 'ইদং'-শব্দ-হেতু

অন্তোদাত্তাদিসংশব্দাচ্চ ঙবিধীয়তে। প্রতীচী। প্রতিপূর্ব্বাদঞ্চতেঃ ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ্। অচ ইত্যাকার লোপে চাবিতি দীর্ঘত্বং। উদাত্তানবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তত্বং। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। জোষয়েতে। জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ। স্বার্থে ণিচ্॥ (১ম—৯৫সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে প্রথমো বর্গঃ॥ ১।৭।১॥

• . •

পঞ্চম (১০৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

আকাশের বৈদ্যুতাগ্নির উপলক্ষে এই মন্ত্রটীর অর্থ পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে প্রত্যেক পদে যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, ভাষ্যেই তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাসকল ভাষ্যেরই সংস্করণ মাত্র। তবে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ বিশদীকৃত করার পক্ষে সে ব্যাখ্যারও দুই-একটী আদর্শ প্রদর্শন করা আবশ্যক। সুতরাং এই মন্ত্রেরও প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদ ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) "কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্দ্ধে অবস্থিত শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন; অগ্নি দীপ্তির সহিত উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন, এবং সেই সিংহের অভিমুখে আসিয়া তাহাকে সেবা করেন।"

(2) "The fair (child Agni) grows up visibly in them in his own glory, standing erect in the lap of the down-streaming (waters). Both (Heaven and Earth) fled away in fear of (the son of) Tvashtri, when he was born, but turning back they caress the lion."

এরূপ বিহিত হইয়া থাকে। প্রতীচী। প্রতি-পূর্ব্বহেতু 'অঞ্চতেঃ ঋত্বিগিত্যাদিনা' সূত্রের দ্বারা ক্বিন্। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের লোপ। 'অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। 'অচ' ইত্যাদি সূত্রে আকারলোপে 'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। উদাত্তনিবৃত্তি-স্বরের দ্বারা ঙীপ্ উদাত্তত্ব। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘ। জোষয়েতে। জুষী ধাতু প্রীতি ও সেবনার্থক। স্বার্থে ণিচ॥ (১ম—৯৫সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।১॥

• . •

মন্ত্রের অন্তর্গত প্রধান কয়েকটী পদের ব্যাখ্যাতেই কোন-না-কোন পদ অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। প্রথম দেখুন—'আসু' পদ। ঐ পদের প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়—'এষু' পদ। তাহার ভাব—এই সকলের মধ্যে। কিন্তু তাহা হইতে সাধারণতঃ অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে—'মেঘসমূহের অন্তর্গত জলসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বৈদ্যুতাত্মক অগ্নি।' কিরূপ ভাবে কত কথা কল্পনা করিয়া আনিয়া অগ্নি অর্থ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে—তাহা বুঝিয়া দেখুন। তাহা বুঝিলে, আমরা ঐ পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি—'সৎকর্ম্মসমূহে বর্ত্তমান জ্ঞানদেবতা', সে পক্ষে কদাচ অসঙ্গতি দৃষ্ট হইবে না। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—সৎকর্ম্মের মধ্যেই জ্ঞান বিদ্যমান। এখানে 'আসু' পদ তাহাকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপ দেখুন, মন্ত্রে আছে—'জিহ্মানাং' পদ। উহার সাদাসিধা প্রতিবাক্য—'কুটিলানাং।' এখানেও কত কথাই অধ্যাহার করিয়া আনিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে যে, ঐ পদে 'মেঘসমূহের মধ্যে তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত অগ্নিকে' বুঝাইতেছে। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদে 'কুটিল রিপুগণকে' নির্দ্দেশ করিতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে অর্থ হয়,—অগ্নি মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-রূপে তির্য্যক্‌ভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজমান রহেন। আর আমাদিগের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা হয়,—সৎকর্ম্মের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া রিপুগণকে অভিভব করিয়া জ্ঞানদেবতা আপনার প্রাধান্য করেন। যদি প্রথমোক্ত অর্থেই সঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাতেও বলিতে পারি, ঐ অর্থের মধ্যেও রূপকের উপমায় জ্ঞানের মাহাত্ম্যই প্রখ্যাত হইয়াছে। একটু অনুভাবনাতেই তাহা বোধগম্য হইবে।

দ্বিতীয় চরণটীতেও এইরূপ বিবিধ সমস্যার মধ্য হইতে মর্ম্মার্থ-নিষ্কাশনে প্রয়াস পাইতে হয়। এই অংশের প্রথম সমস্যামূলক পদ—'উভে'। ঐ পদের লক্ষ্য কোথায়? সেই লক্ষ্য নির্দ্ধারণ-পক্ষে 'বিভ্যতুঃ' এবং 'জোষয়েতে' ক্রিয়াপদদ্বয়ের সম্বন্ধের বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক হয়। ভয় পায় এবং সেবা করে—দ্যাবাপৃথিবী। তাহা হইতে 'তদুপলক্ষিত মনুষ্যগণ' অর্থই আসিয়া থাকে। দ্যুলোক ও ভূলোক অগ্নিকে ভয় করে ও সেবা করে—এই অর্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা বলি, এখানকার মর্ম্ম এই যে, দ্যুলোকের ও ভূলোকের উভয় লোকের

সম্বন্ধযুক্ত মনুষ্যগণ সকলেই জ্ঞানদেবতাকে ভয় করেন ও সেবা করেন। ভয়—পাছে জ্ঞানহারা হইয়া অজ্ঞানের কবলে পড়িয়া বিপন্ন হন; সেবা—জ্ঞানানুসরণে অভীষ্টলাভ জন্য। তার পর দেখুন—'ত্বষ্টুঃ জায়মানাৎ' পদদ্বয়। এখানেও কোনও একটী বস্তুর আকাঙ্ক্ষা রহিয়া গিয়াছে বুঝা যায়। জ্ঞানের তেজঃ বা দীপ্তিই এখানকার লক্ষ্যস্থল। জ্ঞানের তেজঃ বা দীপ্তিই অসৎপথে গমনে বা অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিতে ভয় প্রদর্শন করে; জ্ঞানের তেজের বা দীপ্তির অনুসরণেই শ্রেয়ঃ অধিগত হয়। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই উপলব্ধ হইবে। (১ম—৯৫সূ—৫ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

উভে ভদ্রে জোষয়েতে ন মেনে গাবো

ন বাশ্রা উপ তস্থুরেবৈঃ।

স দক্ষাণাং দক্ষপতির্ব্বভূবাঞ্জন্তি যং

দক্ষিণতো হবির্ভিঃ ॥ ৬ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

উভে ইতি। ভদ্রে ইতি। জোষয়েতে ইতি। ন। মেনে ইতি। গাবঃ।

ন। বাশ্রাঃ। উপ, তস্থুঃ। এবৈঃ।

সঃ। দক্ষাণাং। দক্ষ২পতিঃ। বভূব। অঞ্জন্তি। যং।

দক্ষিণতঃ। হবিঃ২ভিঃ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উভে' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে প্রাণিনঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মাকং কর্ম্মভক্তী যে) 'ভদ্রে' (সৌভাগ্যকামিন্যৌ সত্যৌ, মঙ্গলাভিলাষিণ্যৌ সত্যৌ ইত্যর্থঃ) 'মেনে ন' (সহধর্ম্মিণ্যৌ ইব) 'জোষয়েতে' (সেবেতে—তং জ্ঞানদেবং অনুসরতঃ) জ্ঞানানুসারিণ্যৌ ভবতঃ ইত্যর্থঃ ; 'গাবঃ ন' (সূর্য্যকিরণাঃ যথা, যদ্বা—গাভীসমূহাঃ যথা) 'এবৈঃ' (স্বভাববশৈঃ, নিয়মপ্রভাবৈঃ) 'বাশ্রাঃ' (দিবসান্, যদ্বা স্ব বৎসান্) 'উপ তস্থুঃ' (সমীপে অবিচ্ছিন্নভাবেন তিষ্ঠন্তি), তদ্বৎ সৌভাগ্যকামিন্যৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ কর্ম্মভক্তী বা জ্ঞানদেবস্য সামীপ্যে সদা উপস্থিতে ভবতঃ—কদাচ জ্ঞানসঙ্গং ন পরিত্যজতঃ ইতি ভাবঃ। 'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'দক্ষাণাং দক্ষপতিঃ' (শ্রেষ্ঠবলানাং অধিপতিঃ) 'বভূব' (ভবতি) ; 'দক্ষিণতঃ' (দাক্ষিণ্যযুক্তাঃ সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ জনাঃ) 'হবির্ভিঃ' (আহবনীয়ৈঃ, সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ) 'যং' (জ্ঞানদেবং, তং জ্ঞানদেবং ইত্যর্থঃ) 'অঞ্জন্তি' (তর্পয়ন্তি, অনুসরন্তি)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানং হি সকলবলাধারং সর্ব্বমঙ্গলপ্রদং চ ; অতঃ সৌভাগ্যকামিনঃ জনাঃ একান্তেন জ্ঞানানুসারিণঃ ভবেয়ুঃ। (১ম-৯৫সূ-৬ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে (অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল প্রাণিগণ) অথবা আমাদিগের কর্ম্ম ও ভক্তি দুই, সৌভাগ্যের অভিলাষী হইয়া, সেই জ্ঞানদেবতার সেবা করেন—জ্ঞানানুসারী হয়েন ; সূর্য্যকিরণ-সমূহ যেমন স্বভাববশে নিয়মপ্রভাবে দিবস-সমূহের নিকটে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে (অথবা—গাভীসকল যেমন বৎসসমূহের নিকটে অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে), সৌভাগ্যকামী দ্যাবাপৃথিবী অথবা কর্ম্ম ও ভক্তি সেইরূপ জ্ঞানদেবের সমীপে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ কদাচ তাহারা জ্ঞানসঙ্গ পরিত্যাগ করে না। সেই জ্ঞানদেবতা শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহের অধিপতি হয়েন ; দাক্ষিণ্যযুক্ত সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণ, আহবনীয়সমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল কর্ম্মের দ্বারা, সেই জ্ঞানদেবতাকে তর্পণ করেন—অনুসরণ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সকল বলের আধার এবং সকলমঙ্গলপ্রদ ; অতএব, সৌভাগ্যকামী জনগণ একান্তে জ্ঞানানুসারী হইবেন।)॥ (১ম—৯৫সূ—৬ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উভে অহশ্চ রাত্রিশ্চ। যদ্বা উভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ। অরণী বা। ভদ্রে ভজনীয়ে শোভনাঙ্গ্যৌ মেনে স্ত্রিয়ৌ জোষয়েতে ন। সেবেতে ইব। যথা শোভনে স্ত্রিয়ৌ চমরহস্তে রাজানমুভয়তঃ সেবেতে। এবং দ্যাবাপৃথিব্যৌ এনমগ্নিমুভয়তঃ সেবেতে ইত্যর্থঃ। অপিচ বাশ্রা হম্ভারবং কুর্ব্বত্যো গাবো ন গাবো যথৈতৈঃ স্বকীয়ৈশ্চরিত্রৈরাদরাতিশয়েন স্বকীয়ান্ বৎসানুপতস্থুঃ। সংগচ্ছন্তে। তথেমমগ্নিং দ্যাবাপৃথিব্যাবুপতিষ্ঠেতে ভবতঃ। পূর্ব্বং সেবনমাত্রমুক্তং। ইদানীং পুনর্গোনিদর্শনেন তত্রৈবাদরাতিশয়ো দ্যোত্যতে। অতঃ সোঽগ্নির্দক্ষাণাং সর্ব্বেষাং বলানাং দক্ষপতির্ব্বলাধিপতির্ব্বভূব। আসীৎ। বলানাং মধ্যে যদতিশয়িতং বলং তস্যাধিপতির্ব্বভূবেত্যর্থঃ। যমগ্নিং দক্ষিণত আহবনীয়স্য দক্ষিণমার্গেঽবস্থিতা ঋত্বিজো হবির্ভিশ্চরুপুরোডাশাদিভিরঞ্জন্তি। আর্দ্রী কুর্ব্বন্তি তর্পয়ন্তি। সোঽগ্নিরিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥

বাশ্রাঃ। বাশৃ শব্দে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। এতৈঃ। ইণ্ গতৌ। ইণ্-শীঙ্ভ্যাং বন্নিতি ভাবে বন্-প্রত্যয়ঃ॥ (১ম ৯৫সূ -৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (১০৫০) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ • §:——

এই ঋকের প্রচলিত অর্থসমূহ প্রায়ই ভাষ্যের অনুসারী। প্রজ্বলিত অনলের সেবায় দ্যুলোক ও ভূলোক নিয়ত রত আছে; অথবা দিবা ও রাত্রি রত আছে। অথবা অরণি কাষ্ঠদ্বয় রত আছে; ভাষ্যে এই

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উভে' অহঃ এবং রাত্রি অথবা দ্যাবাপৃথিবী অথবা অরণি কাষ্ঠদ্বয় 'ভদ্রে' ভজনীয় শোভনাঙ্গ 'মেনে' স্ত্রীদ্বয় 'জোষয়েতে ন' যেমন সেবা করে; শোভন স্ত্রীদ্বয় যেমন চামর-হস্তে রাজাকে উভয়তঃ সেবা করে; সেইরূপ দ্যাবাপৃথিবী এই অগ্নিকে উভয়তঃ সেবা করে—ইহাই অর্থ; অপিচ, 'বাশ্রাঃ' হম্ভারবকারী 'গাবঃ ন' গাভীগণ যেমন 'এতৈঃ' আপনার চরিত্রের দ্বারা আদরাতিশয়ের সহিত আপনার বৎসদিগের 'উপ তস্থুঃ' নিকটে গমন করে, সেইরূপ এই অগ্নির নিকট দ্যাবাপৃথিবীদ্বয় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে সেবন মাত্র উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আবার গো-নিদর্শনের দ্বারা তাহাতে আদরাতিশয় দ্যোতিত হইয়াছে। অতএব 'সঃ' সেই অগ্নি 'দক্ষাণাং' সকল বলসমূহের 'দক্ষপতিঃ' বলাধিপতি 'বভূব' হইয়াছিলেন; অর্থাৎ, বলসমূহের মধ্যে যে অতিশয়বল, তাহার অধিপতি হইয়াছিলেন। 'যং' যে অগ্নিকে 'দক্ষিণতঃ' আহবনীয়ের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ঋত্বিক্-গণ 'হবির্ভিঃ' চরুপুরোডাশাদির দ্বারা 'অঞ্জন্তি' আর্দ্র করেন—তর্পণ করেন; সেই অগ্নি ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয়॥

বাশ্রাঃ। বাশৃ-ধাতু শব্দার্থক। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রে রক্-প্রত্যয়। এতৈঃ। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। 'ইণ্-শীঙ্ভ্যাং বন্' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে বন্-প্রত্যয়। (১ম -৯৫সূ—৬ঋ)॥

ভাব প্রকটিত। উপমায় প্রকাশ, দুই জন স্ত্রীলোক যেমন চামর হস্তে ধরিয়া দুই পাশ হইতে রাজাকে ব্যজন করে, অথবা গাভীসকল যেমন হম্বারবকারী বৎসের নিকট সর্ব্বদা অবস্থিত করে; দ্যাবাপৃথিবী (দিবা ও রাত্রি, অথবা অরণি কাষ্ঠদ্বয়) সেইরূপ অগ্নির সেবা করিয়া অগ্নির নিকট অবস্থিতি করিতেছে। মন্ত্রের প্রথম চরণের এই অর্থই প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় চরণের প্রচলিত অর্থসমূহের ভাব এই যে,—অগ্নি সকল বলের অধিপতি-রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন; আর তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া ঋত্বিক্-গণ তাঁহাতে আহুতি প্রদান করিতেছেন।

মন্ত্রের মর্ম্মানুধাবন পক্ষে সকল প্রকার অর্থেরই আস্বাদ-পরিগ্রহণ আবশ্যক। বেদ-মন্ত্রের অর্থ-বৈচিত্র্যের বিষয় ধারণা জন্মিলে, কোন্ অর্থ সিদ্ধ হয় না এবং কোন্ অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। বেদ-রূপ কল্পতরুমূলে সকল ফলই সুসজ্জিত আছে। যিনি যে ফলের প্রয়াসী হইবেন, এই বেদ-রূপ কল্পবৃক্ষে তাহাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন। বেদমন্ত্রের যে অর্থে যাঁহার অনুরাগ জন্মিবে, সেই অর্থই তিনি পাইতে পারিবেন। বেদের ইহাই বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রচলিত দুই তিনটী ব্যাখ্যা এখানে আমরা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বোধ করি।

(১) "They caress him both, like two kind women; like lowing cows they have approached him in their own way. He has become the lord of all powers, he whom they anoint with sacrificial gifts from the right side."

(২) "The Two auspicious Ones, like women, tend him: like lowing cows they seek him in the manner.

He is the Lord of Might among the mighty; him, on the right, they balm with their oblations."

(৩) "উভয় (পৃথিবী) সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাকে সেবা করে এবং গাভীর ন্যায় নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে (বৎসর ন্যায়) যত্ন করে। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত (ঋত্বিক্-গণ) যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেবন করেন তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হইয়াছিলেন।"

উপরি উল্লিখিত তিন প্রকার ব্যাখ্যার তুলনায় আলোচনা করিলেই ভাষ্যের সহিত কোন্ অর্থের কতটুকু সাদৃশ্য আছে, বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যামূলক পদ—'উভে' এবং 'ভদ্রে'।

আর আর পদের মধ্যে প্রথম দ্রষ্টব্য—'দক্ষিণতঃ' পদটী। উপমার বা অন্যান্য পদের ভাব, ঐ তিনটী পদের অর্থ উপলব্ধ হইলে, স্বতঃই বোধগম্য হইবে। 'উভে' পদ উপলক্ষে, ভাষ্যকার তিন প্রকার অর্থের পরিকল্পনা করিতেছেন; (১) অহোরাত্রি, (২) দ্যাবাপৃথিবী, (৩) অরণিকাষ্ঠদ্বয়। ঐ তিন যুগ্ম বস্তুর যে কোনও একটী বস্তু ঐ 'উভে' পদের দ্যোতক, ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ব্যাখ্যাকারগণ দ্যাবাপৃথিবী অর্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন। এইরূপ, 'দক্ষিণতঃ' পদে অগ্নির দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করেন বা দক্ষিণ দিক্ হইতে অগ্নির প্রতি সম্মানের সহিত অগ্রসর হয়েন—ইত্যাদি অর্থ পরিকল্পনায়, ঋত্বিক্-গণকেই সকলে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 'ভদ্রে' পদকে সকলেই 'মেনে' পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে 'শোভনাঙ্গী স্ত্রী' বা 'দয়াবতী রমণী' ইত্যাদি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। উপরি উদ্ধৃত তিনটী ব্যাখ্যা হইতেই তাহা বোধগম্য হইবে। এই সকল কারণে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ভাষ্যে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত তিনটী ব্যাখ্যায় তাহারই আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'উভে' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ ভাষ্য-কারের অনুসরণে ঐ পদে 'দ্যাবাপৃথিব্যৌ' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। ঐ পদে তাহাতে দ্যুলোকের ও ভূলোকের সম্বন্ধীয় সকল প্রাণীকে নির্দ্দেশ করিতে পারে। পক্ষান্তরে ঐ পদে আমরা কর্ম্মকে ও ভক্তিকে লক্ষ্য করিতে পারি। 'উভে' পদের প্রতিবাক্যে 'দ্বন্দ্বা' অভিধানে আমরা তাই 'অস্মাকং কর্ম্মভক্তী দ্বে' বাক্যাংশ গ্রহণ করিয়াছি। 'ভদ্রে' পদকে আমরা 'মেনে' পদের বিশেষণ-রূপে পরিকল্পনা করি না। আমাদিগের মত এই যে, ঐ পদ 'উভে' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত 'ভদ্রে' পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'সৌভাগ্যকামিন্যৌ সত্যৌ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। উহার অর্থ,—সৌভাগ্যের অভিলাষী হইলে। এতদনুসারে 'উভে ভদ্রে' পদদ্বয়ের ভাব দাঁড়াইতে পারে—দুই প্রকার। প্রথমতঃ,—দ্যুলোক ও ভূলোক যখন সৌভাগ্যের অভিলাষী হয়; দ্বিতীয়তঃ,—আমাদিগের কর্ম্ম ও ভক্তি যখন শ্রেয়ঃকামনা করে. মঙ্গলপ্রার্থী হয়। তখন, তাহারা কি করে? 'মেনে ন জোষয়তে' এবং 'গাবঃ ন বাশ্রাঃ উপতস্থুঃ এবৈঃ'

উপমাদ্বয়ে সেই ভাব প্রকাশমান। প্রথম উপমার অর্থসম্বন্ধে আমরা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু দ্বিতীয় উপমার অর্থবিষয়ে আমরা অন্য এক ভাবের প্রাধান্য খ্যাপন করি। 'বাস্রাঃ' পদে দিবসকে বুঝায়; 'গাবঃ' পদে সূর্য্যকিরণকে বুঝায়। সে দৃষ্টিতেও এখানে সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিবসের সহিত সূর্য্যকিরণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সূর্য্যরশ্মি যেখানে, দিবস সেখানে; উহাদের পরস্পরের যেমন বিচ্ছিন্নতা নাই, উপমায় সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে মনে করা যায়। গাভীর ও বৎসের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিলেও উপমা-পক্ষে অসঙ্গতি হয় না বটে; তবে দিবসের ও সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধের উপমাতেই ভাব যেন বিশেষ প্রকট হয়। গাভীর ও বৎসের সম্বন্ধ নানাকারণে ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু দিবসের সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্বন্ধ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। কর্ম্মের ও ভক্তির সহিত জ্ঞানের সেইরূপ সম্বন্ধ হওয়াই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ। আত্মমঙ্গলাভিলাষী দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণিগণেরও জ্ঞানের সহিত তদ্রূপ সম্বন্ধই আকাঙ্ক্ষণীয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব দাঁড়ায়,—সৌভাগ্যকামী বা শ্রেয়ের অভিলাষী হইলে, দ্যাবাপৃথিবী অথবা কর্ম্ম ও ভক্তি অবিচ্ছিন্নভাবে একান্তে জ্ঞানের অনুসারী হইয়া থাকে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দুইটী ভাব পরিব্যক্ত। প্রথমে জ্ঞানের প্রভাবের বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে; তার পর, সৎকর্ম্মকারী সাধুগণ যে সর্ব্বদা জ্ঞানানুসারী থাকেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে 'দক্ষিণতঃ' পদে দাক্ষিণ্যযুক্ত সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণকে নির্দ্দেশ করে। তাঁহারা যে 'হবির্ভিঃ' আহ্বনীয়সমূহের দ্বারা অর্থাৎ আপনাদিগের সকল কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখেন, 'যং অঞ্জন্তি' পদদ্বয়ে তাহাই উপলব্ধ হয়। 'যং' পদে সেই তাঁহাকেই (জ্ঞানকেই) নির্দ্দেশ করিতেছে। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ শক্তির অধিপতি; সাধুগণ সকল কর্ম্মেই জ্ঞানের অনুসারী হয়েন;—এবম্বিধ ভাব এই দ্বিতীয় চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, অগ্নির দক্ষিণ দিকে বসিয়া ঋত্বিক্-গণ তাঁহার পূজা করেন—এই অর্থের পরিবর্ত্তে, সকল শক্তির অধিপতি জ্ঞানদেবতার অনুসরণে সাধুগণ সকল কর্ম্মকে নিয়োজিত রাখিয়াছেন—এবম্বিধ অর্থ ই সিদ্ধ হয়। (১ম—৯৫সূ—৩ঋ)॥

—— • ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

উদ্যংযমীতি সবিতেব বাহূ উভে সিচৌ

যততে ভীম ঋঞ্জন্।

উচ্ছুক্রমৎকমজতে সিমস্মান্নবা মাতৃভ্যো

বসনা জহাতি॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। যংযমীতি। সবিতাহইব। বাহূ ইতি। উভে ইতি। সিচৌ।

যততে। ভীমঃ। ঋঞ্জন্।

উৎ। শুক্রং। অৎকং। অজতে। সিমস্মাৎ। নবা। মাতৃহভ্যঃ।

বসনা। জহাতি॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সবিতা' (সুপ্তস্য প্রাণিজাতস্য সংজ্ঞাপ্রদাতা সূর্য্যঃ, যদ্বা—জ্ঞানপ্রেরকস্য দেবঃ) 'ইব' (যথা) 'বাহূ' (আলোকপ্রকাশরূপৌ স্বৌ হস্তৌ) স্বতুমেব বিস্তারয়তি—লোকান্ জাগরণায় উদ্বোধনায় বা; জ্ঞানদেবঃ তদ্বৎ 'উভে সিচৌ' (দ্বে দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'উদ্যংযমীতি' (উদ্বোধয়তি, সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগতিগামিনৌ করোতি); কদা বা স দেবঃ 'ভীমঃ' (ভয়প্রদঃ সন্) 'ঋঞ্জন্' (স্বতেজসা অলঙ্কুর্ব্বন্, দ্যুলোক-ভূলোক-সর্ব্বাত্মকং প্রাণিজাতং সদ্গুণবিমণ্ডিতং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'যততে' (স্বকার্য্যং সাধয়তি); সূর্য্যোদয়ে সতি স্বতএব যথা লোকাঃ জাগ্রতি জ্ঞানোদয়েন অজ্ঞানতা-নাশপ্রাপ্তে সতি প্রাণিনঃ তদ্বৎ ঊর্দ্ধগতিং লভন্তে ইতি ভাবঃ; 'উৎ' (অপিচ) স দেবঃ 'সিমস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ স্থানাৎ, উপদেশাৎ ইত্যর্থঃ) 'শুক্রং' (শুভ্রং, অনাবিলং,

দীপ্তং) 'অংকং' (সারভূতং পদার্থং, শ্রেষ্ঠসামগ্রীং ইত্যর্থঃ) 'অজতে' (প্রযচ্ছতি) তথা 'মাতৃভ্যঃ' (মাতৃস্থানীয়াভ্যঃ দেবতাভ্যঃ, সত্ত্বাবজনকেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সদ্ভাবেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'নবা' (নবানি, চিরনূতনানি, অচঞ্চলানি ইত্যর্থঃ) 'বসনা' (বসনানি, পাপাবরকানি তেজাংসি) 'অত্নাতি' (বিস্তারয়তি) ; জ্ঞানদেবতায়াঃ এব নরঃ শ্রেষ্ঠং উপদেশসমূহং প্রাপ্নোতি, তথা পাপনাশিকাং উপায়পরম্পরাং প্রত্যক্ষয়িতুং শক্নোতি--ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৫সূ—৭ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সুপ্ত প্রাণিগণের সংজ্ঞাপ্রদাতা সূর্য্য (জ্ঞানপ্রেরক দেবতা) যেমন প্রাণিগণের জাগরণের বা উদ্বোধনের জন্য আলোক-প্রকাশ-রূপ দুই বাহু স্বতঃই বিস্তার করিয়া আছেন ; জ্ঞানদেবতা সেইরূপ দ্যুলোক-ভূলোক উভয় লোককে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন সর্ব্বথা ঊর্দ্ধাভিগামী করিতেছেন ; কখনও বা সেই দেবতা, ভয়প্রদ হইয়া, আপনার তেজের দ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীকে অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোকের প্রাণিগণকে অলঙ্কৃত অর্থাৎ সদ্গুণ-বিমণ্ডিত করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করিতেছেন ; (ভাব এই যে,—সূর্য্যোদয় হইলে স্বতঃই যেমন লোকগণ জাগ্রৎ হয়েন, জ্ঞানোদয়ের দ্বারা অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হইলে প্রাণিগণ সেইরূপ ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন) ; সেই দেবতা সকল শব্দ বা উপদেশ হইতে অনাবিল শুভ্র শ্রেষ্ঠ সামগ্রীকে প্রদান করেন ; এবং মাতৃস্থানীয় দেবতাসমূহ হইতে অর্থাৎ সত্ত্বজনক সকল সদ্ভাবসমূহ হইতে চিরনূতন অচঞ্চল পাপনিবারক তেজঃসমূহকে বিস্তৃত করেন ; (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা হইতেই মানুষ শ্রেষ্ঠ উপদেশসমূহ প্রাপ্ত হয় এবং পাপনাশক উপায়পরম্পরাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়।) ॥ (১ম—৯৫সূ—৭ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সবিতেব সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্যো যথা বাহু বাহুস্থানীয়ান রশ্মীনুদ্গময়তি। তথা-য়মৌষসোঽগ্নি স্বকীয়ানি তেজাংসি উদ্যংযমীতি ভৃশং উদ্যতানি ঊর্দ্ধাভিমুখানি করোতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সবিতেব' সকলের প্রেরক আদিত্য যেমন 'বাহু' বাহুস্থানীয় রশ্মিসমূহকে উদ্গমন করেন, সেইরূপ এই উষা-সম্বন্ধীয় অগ্নি আপনার তেজঃসমূহকে 'উদ্যংযমীতি' সর্ব্বথা উদ্যত ঊর্দ্ধাভিমুখ করেন ; তদনন্তর 'ভীমঃ' সকলের ভয়ঙ্কর অগ্নি 'উভে সিচৌ' উভয়

তদনন্তরং তীব্রঃ সর্ব্বেষাং ভয়ঙ্করোঽগ্নিরুক্ষে সিচাবুভে দ্যাবাপৃথিব্যৌ অঞ্জন্ প্রসাধয়ন্ স্বতেজসালঙ্কুর্ব্বন্ যততে। স্বব্যাপারে প্রযততে। তদনন্তরং সিমস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ ভূতজাতাচ্ছুক্রং দীপ্তমৎকং সারভূতং রসমুদজতে। ঊর্দ্ধং রশ্মিভিরাদত্তে। অপিচ মাতৃভ্যঃ স্বমাতৃস্থানীয়েভ্যো বৃষ্ট্যুদকেভ্যঃ সকাশান্নবা নবানি প্রত্যগ্রাণি বসনা সর্ব্বস্য জগত আচ্ছাদকানি তেজাংসি জহাতি। উৎপাদয়তি॥

যংযমীতি। যম উপরমে। অস্মাদ্ যঙ্লুকি নুগতোঽনুনাসিকান্তস্য। পা০ ৭।৪।৮৫। ইতি অভ্যাসস্য নুগাগমঃ। এতচ্চানুস্বারোপলক্ষণার্থং। সিচৌ। ষিচিম্ ক্ষরণে। সিঞ্চতঃ জলেন সংযোজয়ত ইতি সিচৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। যততে। যতী প্রযত্নে। অৎকং। অত সাতত্যগমনে। ইণ্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্যঃ কন্নিতি কন। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সিমস্মাৎ। সিমশব্দঃ সর্ব্বশব্দপর্য্যায়ঃ। নবা বসনা। উভয়ত্র শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শেলোপঃ। জহাতি। ওহাক্ ত্যাগে। জুহোত্যাদিকঃ॥ (১ম - ৯৫সূ - ৭ঋ)॥

সপ্তম (১০৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

সূক্তের অপরাপর ঋকের ন্যায় এই ঋক্‌টীও জটিলতা-পূর্ণ। সুতরাং ব্যাখ্যাদিতেও সে জটিলতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার এক

দ্যাবাপৃথিবীকে 'অঞ্জন্' প্রসাধন করিয়া আপনার তেজের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া 'যততে' স্বব্যাপারে প্রবৃত্ত করেন; তদনন্তর 'সিমস্মাৎ' সকল ভূতজাত হইতে 'শুক্রং' দীপ্ত 'অৎকং' সারভূত রসকে 'উদজতে' রশ্মিসমূহের দ্বারা ঊর্দ্ধে প্রদান করেন; অপিচ, 'মাতৃভ্যঃ' আপনার মাতৃস্থানীয় বৃষ্টির উদকসমূহের সকাশ হইতে 'নবা' নূতন প্রত্যগ্র 'বসনা' সকল জগতের আচ্ছাদক তেজঃসমূহকে 'জহাতি' উদ্‌গম করেন।

যংযমীতি। যম ধাতু উপরমার্থক। উহাতে যঙ্ লোপে 'নুগতোঽনুনাসিকান্তস্য' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।৪।৮৫) অভ্যাসের নুগাগম। ইহাও অনুস্বারোপলক্ষণার্থক। সিচৌ। ষিচিম্ ধাতু ক্ষরণার্থক। সেচন করে জলের দ্বারা সংযোজন করে—এই অর্থে সিচৌ শব্দে দ্যাবাপৃথিবীকে বুঝায়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্-প্রত্যয়। যততে। যতী ধাতু প্রযত্ন অর্থক। অৎকং। অত-ধাতু সাতত্যগমন বুঝায়। 'ইণ্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্যঃ কন্' ইত্যাদি সূত্রে কনপ্রত্যয়। নিত্‌হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। সিমস্মাৎ। সিমশব্দ সর্ব্বশব্দ-পর্য্যায়ভুক্ত। নবা বসনা। এই উভয় পদেই 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে 'শি'র লোপ। জহাতি। ওহাক্ ধাতু ত্যাগার্থক। জুহোত্যাদিগণীয়। (১ম—৯৫সূ—৭ঋ)।

এক অংশের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের তুলনায় আলোচনা করিলেই তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবে।

মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশে একটি 'সবিতেব' পদ আছে। উহার অর্থ—সবিতার ন্যায়। সবিতা বলিতে ভাষ্যকার প্রথম উদয়-কালীন সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়াছেন। আমরা বলি, উহার ভাব—সূর্য্য যেমন সুপ্ত প্রাণের সংজ্ঞাদাতা অথবা উদ্বোধক, সেইরূপ। 'বাহু' পদ উপলক্ষে সকলেই দুই বাহু-রূপ রশ্মিরাজি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতেই নির্দ্দেশ করি, তিনি আলোক-প্রকাশ-রূপ দুই হস্ত বিস্তার করিয়া আছেন—জ্ঞান-বিতরণের জন্য দেবতার বাহুদ্বয় সম্প্রসারিত রহিয়াছে। 'উভে' পদটীকে সকলেই বাহুদ্বয়ের বিশেষণ মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আমরা ঐ 'উভে' পদের সহিত 'সিচৌ' পদের সম্বন্ধ স্বীকার করি। 'উদযংযমীতি' পদে সকলেই অভিমুখী করায় বা বিস্তারিত করার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে উদ্বোধিত করে—সর্ব্বথা ঊর্দ্ধাভিগামী করে,—এবংবিধ ভাব গ্রহণ করি। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশের যে প্রচলিত অর্থ—'অগ্নি সবিতার ন্যায় (সূর্য্যের ন্যায়) দুই বাহু-রূপ রশ্মি বিস্তার করেন'; তাহার পরিবর্ত্তে আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'জ্ঞানপ্রেরক সংজ্ঞাদাতা সূর্য্যদেব যেমন প্রাণিগণকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করেন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ দ্যুলোকের ও ভূলোকের প্রাণিজাতকে উদ্বুদ্ধ ঊর্দ্ধাভিগামী করেন।'

প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশের "যততে ভীমঃ ঋঞ্জন্" বাক্যাংশের ব্যাখ্যাদির প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, এই অংশের অর্থে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার 'উভে সিচৌ' পদদ্বয়কে এই অংশের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট রাখিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'সেই ভীষণ ভয়প্রদ অগ্নি উভয় পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করেন।' কিন্তু ভাষ্যকারের এই ভাব পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের কাহারও বা মতে, অগ্নি পৃথিবীর দুই প্রান্তকে গ্রাস করেন—এইরূপ অর্থ সিদ্ধ হয়; কেহ বা আবার, নির্দ্দেশ করেন—অগ্নি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে দুই দিকে আপনার সেনানী পরিচালিত করিতেছেন। কিন্তু এই অংশের আমাদিগের অর্থ এই যে,—'জ্ঞানদেবতা,

আপনার কঠোর মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া, অসৎপথে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে বাধা দিয়া, মানুষকে সদ্‌গুণে বিভূষিত করেন।'

মন্ত্রের প্রথম চরণের দুই অংশে আমরা যে ভাব যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই তাহা বোধগম্য হইবে। কিন্তু কি বিপরীত বিভিন্ন ভাবই অন্যত্র অপর ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন জন্য নিম্নে ঐ মন্ত্রাংশের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"He raises his arms again and again like Savitri. He the terrible pressing on ranges both wings of his army."

এইরূপ দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশের অর্থ-সম্বন্ধেও বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। প্রথমতঃ "উৎ শুক্রং অৎকং অজতে সিমস্মাৎ" এই বাক্যাংশের বিষয় আলোচনা করিতেছি। এই অংশের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আলোচ্য পদ—'সিমস্মাৎ'। উহার অর্থ—সকল হইতে। কিন্তু সে 'সকল' কি? আমরা বলি, শব্দ বা উপদেশ বা কর্ম্ম। অর্থাৎ, জ্ঞান যে অস্ফুট শব্দে যে উপদেশ প্রদান করেন, জ্ঞানের দ্বারা যে কর্ম্ম সংসাধিত হয়, তাহা হইতে। 'সিমস্মাৎ' পদে সেই ভাব গ্রহণ করা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, 'সিমস্মাৎ' অর্থাৎ জ্ঞানানুমত সকল কার্য্য হইতে। কি হয়? না—সেই জ্ঞানদেবতা অনাবিল শুভ্র শ্রেষ্ঠ বস্তু (মোক্ষাদি) মানুষকে প্রদান করেন। আর তিনি কি করেন? "মাতৃভ্যঃ নবা বসনা জহাতি" এই বাক্যাংশে, মন্ত্রের শেষপাদে, তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশের 'মাতৃভ্যঃ' পদের মর্ম্মানুধাবন করিতে পারিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। যে শুভ্র শ্রেষ্ঠ সামগ্রীর বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইল, তাহারই যে আশ্রয়স্থান, 'মাতৃভ্যঃ' পদ সেই স্থানকে নির্দ্দেশ করিতেছে। মর্ম্ম এই যে, সকল দেবভাব—সকল সত্ত্বভাব। সকল সত্ত্বভাব বা দেবভাব হইতেই অভিনব চিরনূতন আবরণ—পাপাবরক জ্যোতিঃ—আসিয়া মানুষের মধ্যে নিভৃত হয়। জ্ঞানই তাহা আনয়ন করেন। এইরূপে বুঝা যায়, এই দ্বিতীয় চরণে জ্ঞানদেবতার এক প্রকৃষ্ট কর্ম্মের বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি সার উপদেশ বা শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসামর্থ্য প্রদান করিয়া মানুষকে শ্রেষ্ঠ সুখের অধিকারী করেন, তিনি অনাবিল

জ্ঞানকিরণ দ্বারা পাপের অন্ধকারকে দূর করিয়া দেন। কিন্তু দেখুন, এই অংশের পরস্পর-বিপরীত কি অর্থই অধুনা প্রচলিত!

(1) "He raises up his bright vesture from himself alone. He gives new garments to his mothers."

(2) "He forces out from all a brilliant vesture, yea, from his Mothers draws he forth new raiment."

প্রথম প্রকার ব্যাখ্যায় ঋষি তাঁহার মাতাকে নূতন বসন প্রদান করেন—এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, ঋষি তাঁহার জননীর নিকট হইতে নূতন বসন গ্রহণ করেন—এই ভাব প্রকাশ পায়। আমাদিগের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র পথের প্রবর্ত্তক। (১ম—৯৫সূ—৭ম)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ত্বেষং রূপং কৃণুত উত্তরং যৎ সংপৃঞ্চানঃ

সদনে গোভিরদ্ভিঃ।

কবির্বুধ্নং পরিমর্মৃজ্যতে ধীঃ সা

দেবতাতা সমিতির্বভূব॥ ৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বেষং। রূপং। কৃণুতে। উৎঽতরং। যৎ। সংঽপৃঞ্চানঃ।

সদনে। গোভিঃ। অৎঽভিঃ।

কবিঃ। বুধ্নং। পরি। মর্মৃজ্যতে। ধীঃ। সা।

দেবঽতাতা। সংঽইতিঃ। বভূব॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'সদনে' (হৃদ্রূপে গৃহে) 'গোভিঃ অদ্ভিঃ' (জ্ঞানকিরণসংযুক্তৈঃ সত্ত্বভাবৈঃ সহ, যদ্বা—জ্ঞানকিরণবিভাড়িতৈঃ গতিশীলৈঃ অজ্ঞানতারূপৈঃ মেঘৈঃ সহ) অস্মাকং 'সংপৃঞ্চানঃ' (সম্পর্কঃ, সম্মিলনং ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ, তদা জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ 'উত্তরং' (উৎকৃষ্টং) 'মেধ্যং' (দীপ্তং) 'রূপং' (দেহং) 'কৃণুতে' (করোতি, প্রদদাতি ইত্যর্থঃ); সত্ত্বভাবসমাবেশেন সহ যদ্বা জ্ঞানোন্মেষেণ অজ্ঞানতাপসারণেন সহ বয়ং উচ্চস্তরে উপনীতাঃ ভবামঃ—ইতি ভাবঃ; 'কবিঃ' (ক্রান্তদর্শী, সর্ব্বজ্ঞঃ) 'ধীঃ' (সর্ব্বেষাং ধারকঃ, রক্ষকঃ ইত্যর্থঃ) জ্ঞানদেবঃ যদা 'বুধ্নং' (অন্তরিক্ষরূপং শূন্যং হৃদয়ং) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'মর্মৃজ্যতে' (স্বতেজসা ব্যাপ্নোতি) তদা 'সা দেবতাতা' (লোকপ্রসিদ্ধা দীপ্তিঃ, আকাঙ্ক্ষণীয়ঃ দেবভাবনিবহঃ ইত্যর্থঃ) 'সমিতিঃ' (সঙ্ঘীভূতা, হৃদি সম্মিলিতঃ ইত্যর্থঃ) 'বভূব' (ভবতি)। সৎকর্ম্মণা সহ মিলিতেন জ্ঞানেন মনুষ্যঃ দেবত্বং লভতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৫সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যখন হৃদয়-রূপ গৃহে জ্ঞানকিরণসংযুক্ত সত্ত্বভাবসমূহের সহিত (অথবা জ্ঞানকিরণ-বিতাড়িত গতিশীল অজ্ঞানতা-রূপ মেঘের সহিত) আমাদিগের সম্পর্ক অর্থাৎ সম্মিলন হয়, তখন জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে উৎকৃষ্ট দীপ্ত দেহ প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের সমাবেশে অথবা জ্ঞানোন্মেষে অজ্ঞানতা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা উচ্চস্তরে উপনীত হই); সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সকলের রক্ষক জ্ঞানদেবতা যখন অন্তরিক্ষ-রূপ শূন্য হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে আপনার তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন, তখন লোক-প্রসিদ্ধ দীপ্তি অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষণীয় দেবভাবসমূহ সঙ্ঘীভূত হয়—হৃদয়ে সম্মিলিত হয়; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের সহিত মিলিত জ্ঞানের দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করে।)॥ (১ম—৯৫সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সদনেঽন্তরিক্ষে গোভির্গন্ত্রীভিরদ্ভির্মেঘস্থাভিঃ সহ সংপৃঞ্চানো বৈদ্যুতরূপেণ সংযুক্তঃ সন্ মেধ্যং দীপ্তং সর্ব্বৈর্গ্রহণীয়মুত্তরমুৎকৃষ্টতরং রূপং বৈদ্যুতং প্রকাশং যদ্যদা কৃণুতে করোতি।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সদনে' অন্তরিক্ষে 'গোভিঃ' গমনকারী মেঘস্থ জলসমূহের সহিত 'সংপৃঞ্চানঃ' বৈদ্যুত-রূপে সংযুক্ত হইয়া 'মেধ্যং' দীপ্ত সকলের গ্রহণের যোগ্য 'উত্তরং' উৎকৃষ্টতর 'রূপং'

তদানীং কবিঃ ক্রান্তদর্শী ধীঃ সর্ব্বেষাং ধারকঃ সোঽগ্নির্ব্বুধ্নং সর্ব্বস্যোদকস্য মূলভূতমন্তরিক্ষং পরি ষর্ম্মৃজ্যতে। পরিতো ব্যাপ্তি স্বতেজসাচ্ছাদয়তি। তস্যাগ্নেঃ সা দেবতাতা দেবেন দেবনশীলে-নাগ্নিনা তস্তা বিস্তারিতা দীপ্তিরস্মাভিঃ স্তুতা সতী সমিতির্ব্বভূব। তেজসাং সংহতির্ভবতি॥

সংপৃঞ্চানঃ। পৃচী সম্পর্কে। রৌধাদিকঃ। অস্মাল্লটঃ শানচ্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকার-লোপঃ। সদনে। ষীদন্ত্যস্মিন্ গন্ধর্ব্বাদয় ইতি সদনমন্তরিক্ষং। অধিকরণে ল্যুট্। মর্ম্মৃজ্যতে। মৃজূষ্ শুদ্ধৌ। অস্মাদ্ যঙি মর্ম্মৃজ্যতে মর্ম্মৃজ্যমানাস ইতি চোপসংখ্যানং। পা০ ৭।৪।৯১।১। ইতি নিপাতনাদভ্যাসস্য রুগাগমঃ। দেবতাতা। দেবেন ততা দেবতাতা। তনোতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। ব্যত্যয়েনাত্বং। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৯৫সূ ৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (১০৫২) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ • §:——

এই ঋকের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রায় সকল পণ্ডিত-গণই নানাপ্রকার মতান্তর কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। সাধারণ অগ্নির সম্বন্ধেই মন্ত্রটি যে প্রযুক্ত, সকলেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন বটে; কিন্তু ভাব-পরিগ্রহ-বিষয়ে প্রত্যেকেই সংশয়ান্বিত হইয়াছেন। অপিচ, প্রায়

বৈদ্যুত-প্রকাশকে 'যৎ' যখন 'কৃণুতে' সৃষ্টি করে, তখন 'কবিঃ' ক্রান্তদর্শী 'ধীঃ' সকলের ধারক সেই অগ্নি 'বুধ্নং' সকল উদকের মূলভূত অন্তরিক্ষকে 'পরি মর্ম্মৃজ্যতে' পরিতঃ ব্যাপ্তি আপনার তেজের দ্বারা আচ্ছাদন করে; সেই অগ্নির 'সা দেবতাতা' সেই দেবের দ্বারা দেবনশীল অগ্নির দ্বারা বিস্তারিত দীপ্তি আমাদিগ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া 'সমিতিঃ বভূব' তেজঃসমূহের সংহতি হয়।

সংপৃঞ্চান। পৃচী ধাতু সম্পর্ক অর্থক। রুধাদিগণীয়। উহাতে লট শানচ্। 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারলোপ। সদনে। উহাতে গন্ধর্ব্বাদি সীদন করে—অবস্থান করে—এই অর্থে সদন শব্দে অন্তরিক্ষ বুঝায়। অধিকরণে ল্যুট্। মর্ম্মৃজ্যতে। মৃজূষ্ ধাতু শুদ্ধ অর্থ প্রকাশ করে। উহাতে যঙে 'মর্ম্মৃজ্যতে মর্ম্মৃজ্যমানস ইতি চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।৪।৯১।১) রুগাগম। দেবতাতা। দেবের দ্বারা ততা—এই বাক্যে দেবতাতা পদ হয়। 'তনোতিঃ'তে ('তনু' ধাতুতে) কর্ম্মণি বাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্ব। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর। (১ম—৯৫সূ—৮ঋ)॥

• • •

সকল ব্যাখ্যাকারকেই আপন-আপন ব্যাখ্যার টীকা লিখিতে হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখুন, অকের প্রচলিত একটী ইংরাজী অনুবাদ ;—

"He assumes his fierce appearance which is above (i.e. lightning ?), being united with the cows, the waters in his seat. The prayer purifies the bottom of the seer (?). This was the meeting among gods."

এই ব্যাখ্যার মধ্যে দুইটী সংশয়-চিহ্ন আছে ; এবং তিনটী টীকা লিখিয়া ব্যাখ্যাকার আপনার ব্যাখ্যার মর্ম্ম বোধগম্য করাইবার পক্ষে চেষ্টা করিয়াছেন। *

আর একটী ইংরাজী অনুবাদে আবার অন্য আর একরূপ ভাব প্রকাশমান দেখিতে পাইবেন। যথা,—

"He makes him a most noble form of splendour, decking him in his home with milk and waters.

The Sage adorns the depths of air with wisdom : this is the meeting where the gods are worshipped." †

---

* মূলে আছে—'গোভিঃ' পদ। ব্যাখ্যাকার (ওল্ডেনবর্গ) প্রতিবাক্য লিখিয়াছেন—"with the cows." টীকা করিয়া গিয়াছেন, "The cows of course are intended for the sacrificial food coming from the cow, such as milk and butter." তার পর মূলে আছে 'কবিঃ' ও 'ধীঃ' পদদ্বয়। সায়ণ দুইটীতেই প্রথমা বিভক্তি স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদক বলেন,—"The two nominatives, **kavi** and **dhih**, can scarcely be right. The subject seems to be the prayer which cleanses, as it were, Agni, and thus augments his splendour (comp. iv, 15, 6; viii, 103, 7). Possibly we should read **kaveh budhnam.**" এইরূপ, 'সা দেবতাতা সমিতির্বভূব' বাক্যাংশের অর্থ বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন,—"The meaning seems to be that at the sacrificial fire all gods assemble"

† এই ইংরাজী অনুবাদের সহিত প্রথমোক্ত অনুবাদের পার্থক্য লক্ষ্য করুন। এই অনুবাদের টীকায় (গ্রিফিথ্ সাহেব) লিখিত আছে,—"This is the meeting : all this is the reason why men assemble to worship the Gods." তাতে এবং পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী অনুবাদে দেবগণের সম্মিলনের ভাব ছিল ; এখানে উপাসকগণের সম্মিলনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে।

এইরূপ, এই ঋকের একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ দেখুন; এবং তাহারও টিপ্পনীতে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, উপলব্ধি করুন। যথা,—

"যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল জল দ্বারা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সেই মেধাবী সর্ব্বলোকধারক অগ্নি (সকল জলের) মূলীভূত (অন্তরীক্ষ) তেজ দ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সেই দীপ্তি তেজ সংহতিরূপ হইয়াছিল।" *

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিতেছি। এ পক্ষে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা প্রধানতঃ অনুসরণীয়। 'সদনে' পদে হৃদয়-রূপ গৃহকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। 'গোভিঃ অদ্ভিঃ' পদদ্বয়ে আমরা দ্বিবিধভাব গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু সেই দ্বিবিধ ভাবেরই তাৎপর্য্য—অভিন্ন। 'গোভিঃ' পদে ভাষ্যানুসারে 'গন্ত্রীভিঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, তাহা হইতে ভাব পাওয়া যায়—'যাহা চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ জ্ঞানরশ্মির প্রভাবে অপসৃত হইতেছে।' সে দৃষ্টিতে 'অদ্ভিঃ' পদে অজ্ঞানতা-রূপ মেঘ অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতে 'গোভিঃ অদ্ভিঃ' পদদ্বয়ের প্রতিবাক্যে "জ্ঞানরশ্মিপ্রভাবৈঃ অপসারণশীলৈঃ অজ্ঞানতারূপৈঃ মেঘৈঃ" ইত্যাদি পদাবলিও গ্রহণ করিতে পারা যায়। সে দৃষ্টিতে 'অদ্ভিঃ' পদে 'জ্ঞানাবরক মেঘ' (অজ্ঞানতা) ভাব আসে। কিন্তু আমরা ব্যাখ্যায় 'অদ্ভিঃ' পদে প্রথমতঃ 'সত্ত্বভাবৈঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। যাহা স্নিগ্ধকর, জ্বালাকর নহে,—এই দৃষ্টিতে 'অপ্' শব্দের যে অর্থ আমরা বিভিন্ন স্থানে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও সেই ভাবের অধ্যাস দেখি। তাহাতে 'গোভিঃ অদ্ভিঃ' পদদ্বয়ে জ্ঞানকিরণসহযুত সত্ত্বভাবসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। ইহাই আমাদিগের প্রধানতঃ অভিমত। এই বিষয়টী বোধগম্য হইলে, মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞানে আর কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না।

* এই ব্যাখ্যার টীপ্পনীতে ব্যাখ্যাকার (রমেশ বাবু) এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—"এ ঋকে অগ্নির কোন্ রূপ বর্ণিত হইয়াছে? সায়ণ বলেন বিদ্যুৎ রূপ অগ্নি মেঘের জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৈদ্যুত রূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ঋকের এই অর্থ যে সূর্য্য রূপ অগ্নি মেঘস্থ জলের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রধনু-রূপ উৎকৃষ্ট ও দীপ্তিমান রূপ ধারণ করেন, সেই ইন্দ্রধনু অন্তরীক্ষ তেজঃ দ্বারা আচ্ছাদন করে, এবং বিস্তারিত তেজঃ সংহতির ন্যায় দৃষ্ট হয়।"

'সংপৃঞ্চানঃ' পদে সম্পর্ক বা সম্মিলন অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব দাঁড়ায়,—'জ্ঞানে ও সত্ত্বভাবে যখন সম্মিলন হয় অর্থাৎ আমরা যখন জ্ঞান-প্রণোদিত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি।'

পক্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া দেখুন, 'অাপ্তঃ' পদে জ্ঞানাবরক মেঘ অর্থ গ্রহণ করিলেও ঐ একই ভাবের অধ্যাস হইতে পারে। বিবেচনা করিয়া দেখুন—'আপ্তঃ' কেমন? তাহার নির্দ্দেশক 'গোভঃ' পদ। ঐ 'গোভঃ' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যকার 'গন্তৃভঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইতে মেঘ চলিয়া যাইতেছে—অপসৃত হইতেছে—ভাব উপলব্ধ হয়। অতঃপর মেঘের রূপক বিশ্লেষণ করিলেই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ অধিগত হইতে পারিবে। তাহাতে, জ্ঞানের প্রভাবে অজ্ঞানতা যখন পলায়মান হয়—দূরীভূত হইতে থাকে, সেই অবস্থার বিষয় মনে আসে। তাৎপর্য্য এই যে, হৃদয়ে যখন সেই ভাবের সমাবেশ হয়, আমাদিগের জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা যখন দূরীভূত হইতে থাকে, তখনই আমরা উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইতে থাকি। ফলতঃ, দুই অবস্থারই কর্ম্ম প্রায় একরূপ; সুতরাং প্রকারান্তরে ঐ দুই অবস্থাতেই জ্ঞানে ও সত্ত্বভাবে সম্মিলন সংসূচিত হয়। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে লক্ষ্য করুন।

এই দৃষ্টিতেই আরও দেখুন, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ কত সরল হইয়া আসিয়াছে! এই চরণের প্রধান বাক্যাংশ—"সা দেবতাতা সমিতির্ব্বভূব"; অর্থাৎ, সেই প্রাগুক্ত আকাঙ্ক্ষণীয় দেবগণের বা দেবভাব-সমূহের সম্মিলন (সঙ্গমাত) হয়। সে কখন বা কি প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে? "কবিঃ ধীঃ বুধ্নং পরি মর্ম্মৃজ্যতে" বাক্যাংশ তাহাই প্রকাশ করিতেছে। 'বুধ্নং' পদের অন্তরিক্ষ প্রতিবাক্য হইতে 'শূন্য' বা 'সদ্ভাবহীন হৃদয়' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'মর্ম্মৃজ্যতে' পদে সর্ব্বথা ব্যাপ্ত হওয়ার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি 'কবিঃ', যিনি 'ধীঃ', তিনি যখন 'পরি' সর্ব্বতোভাবে 'বুধ্নং' শূন্য হৃদয়কে 'মর্ম্মৃজ্যতে' ব্যাপ্ত হইয়া বসেন, অর্থাৎ জ্ঞানের প্রভাব যখন সেই হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; তখন স্বতঃই দেবগণ যে সে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন, দেবভাবসমূহ যে সেই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে,

তাহা বলাই বাহুল্য। এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই এই মন্ত্রাংশে প্রখ্যাত দেখি। ফলতঃ, সৎকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের যখন সম্মিলন ঘটে, হৃদয়ে যখন জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখনই আমরা শ্রেষ্ঠ রূপ-গুণে বিভূষিত হই, তখনই দেবগণ আমাদিগের মধ্যে বিরাজমান হয়েন, তখনই আমরা দেবত্ব প্রাপ্ত হই। ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—৯৫সূ—৮ঋ)॥

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

উরু তে জ্রয়ঃ পর্য্যেতি বুধ্নং বিরোচমানং

মহিষস্য ধাম।

বিশ্বেভিরগ্নে স্বযশোভিরিদ্ধোঽদব্ধেভিঃ

পায়ুভিঃ পাহ্যস্মান্॥ ৯॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

উরু। তে। জ্রয়ঃ। পরি। এতি। বুধ্নং। বিঽরোচমানং।

মহিষস্য। ধাম।

বিশ্বেভিঃ। অগ্নে। স্বযশঃঽভিঃ। ইদ্ধঃ। অদব্ধেভিঃ।

পায়ুঽভিঃ। পাহি। অস্মান্॥ ৯॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'মহিবস্ত' (মহতঃ, মহত্বসম্পন্নস্য) 'তে' (তব) 'ত্রয়ঃ' (রিপূণাং অভিভব-কারণং) বিরোচমানং' (বিশেষেণ দীপ্যমানং, স্বতঃপ্রকাশমানং) 'উরু' (বিস্তীর্ণং) 'ধাম' (তেজঃ, যদ্বা—আশ্রয়স্থানং, সত্ত্বভাবং ইত্যর্থঃ) 'বুধ্নং' (অন্তরিক্ষরূপং শূন্যস্থানং, কলুষশূন্যং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'পর্য্যেতি' (সর্ব্বতোভাবেন ব্যাপ্নোতি, প্রাপ্নোতি ইত্যর্থ); 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'ইদ্ধঃ' (অস্মাভিঃ প্রজ্বলিতঃ সন্, অস্মাকং কর্ম্মসু প্রকটিতঃ সন্) 'অদব্ধেভিঃ' (রিপুভিঃ অহিংসিতৈঃ অনভিভবনীয়ৈঃ) 'পায়ুভিঃ' (পালনশক্তৈঃ, লোকানাং পালনসমর্থৈঃ ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বেভিঃ' (সর্ব্বৈঃ) 'স্বযশোভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ আত্মীয়ৈঃ তেজোভিঃ) 'অস্মান্' (এতান্ উপাসকান্) 'পাহি' (রক্ষ)। সর্ব্বথা হিতসাধকং জ্ঞানং অস্মাসু চিরবিরাজমানং ভবতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—৯৫সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! মহত্ত্বসম্পন্ন আপনার—রিপুগণের অভিভবকারণ, স্বতঃ-প্রকাশমান, বিস্তীর্ণ তেজঃ অথবা আশ্রয়স্থান (সত্ত্বভাব), কলুষ-শূন্য হৃদয়কে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়। হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে প্রকটিত হইয়া, রিপুগণ কর্ত্তৃক অহিংসিত অনভিভবনীয়, লোকগণকে পালনসমর্থ, স্বকীয় সকল তেজের দ্বারা, আমাদিগকে (এই উপাসকগণকে) রক্ষা আপনি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সর্ব্বথা হিতসাধক জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে চিরবিরাজমান হউন।)॥ (১ম—৯৫সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মহিষস্ত মহতস্তে তব ত্রয় রাক্ষসাদীনামভিভাবুকং বিরোচমানং বিশেষেণ দীপ্য-মানমুরু বিস্তীর্ণং ধাম তেজো বুধ্নমপাং মূলভূতমন্তরিক্ষং পর্য্যেতি। পরিতো ব্যাপ্নোতি। হে অগ্নে! ইদ্ধোঽস্মাভিঃ প্রজ্বলিতঃ সন্ বিশ্বেভিঃ সর্ব্বৈঃ স্বযশোভিঃ স্বকীয়ৈরাত্মীয়ৈ-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মহিষস্য' মহৎ 'তে' আপনার 'ত্রয়ঃ' রাক্ষসাদির অভিভাবুক 'বিরোচমানং' বিশেষ প্রকারে দীপ্যমান 'উরু' বিস্তীর্ণ 'ধাম' তেজঃ 'বুধ্নং' উদকসমূহের মূলভূত অন্তরিক্ষকে 'পর্য্যেতি' পরিত ব্যাপ্ত করে। হে 'অগ্নে' অগ্নি! 'ইদ্ধ' আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রজ্বলিত হইয়া 'বিশ্বেভিঃ সকল 'স্বযশোভিঃ' স্বকীয় আপনার তেজঃসমূহের দ্বারা 'অস্মান্'

স্তেজোভিরস্মান্ পাহি। রক্ষ। কীদৃশৈঃ। অদব্ধেভিঃ। রাক্ষসাদিভিরহিংসিতৈঃ। পায়ুভিঃ। পালনশক্তৈঃ॥

দ্ধয়ঃ। ঞিভ্র অভিভবে। অসুন্। অদব্ধেভিঃ। দম্ভু দম্ভে। নিষ্ঠায়াং যস্য বিভাষেতীট্ প্রতিষেধঃ। অনিদিতামিতি নলোপঃ। ঝষস্তথোর্দ্ধোহধ ইতি ধত্বং। নঞ্ সমাসেহব্যয়-পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ॥ (১ম—৯৫সূ—৯ঋ)॥

নবম (১০৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-বিষয়ে আমরা সর্ব্বথা ভাষ্যেরই অনুসরণ করিয়াছি। পার্থক্য মাত্র—ভাষ্যকার অগ্নি পক্ষে অর্থ করিয়া গিয়াছেন, আমরা জ্ঞান-পক্ষে অর্থ সঙ্গত দেখিয়াছি।

এই ঋকের প্রথম চরণটীতে জ্ঞানদেবতার মাহাত্ম্য প্রখ্যাত রহিয়াছে; দ্বিতীয় চরণে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এ পক্ষে কয়েকটী পদের মর্ম্মানুধাবন প্রধানতঃ আবশ্যক। প্রথম—'বুধ্নং' পদটী। পূর্ব্ব ঋকেও এই পদের ভাব ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে তাহা একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। ঐ পদের 'অন্তরিক্ষং' প্রতিবাক্য হইতে রূপক ভাঙ্গিয়া ঐ পদে আমরা কলুষশূন্য হৃদয় অর্থ গ্রহণ করি। অন্তরিক্ষ বা শূন্য বলিতে যেমন অনাবিল স্বচ্ছ অবস্থা বা স্থান বুঝায়, কলুষশূন্য হৃদয় বলিতে হৃদয়ের সেইরূপ নির্ম্মল অবস্থার বিষয় মনে আসে। হৃদয় যখন কলুষশূন্য নির্ম্মল হয়, মেঘশূন্য অন্তরিক্ষের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, জ্ঞান-জ্যোতিঃ তখন স্বতঃই হৃদয়ে প্রবেশ করে। এ পক্ষে এই মন্ত্রের শিক্ষা এই যে,—'হৃদয়কে কলুষশূন্য নির্ম্মল কর,—নির্ম্মলান্তঃকরণে জ্ঞানজ্যোতিঃ স্বতঃই উদ্ভাসিত হইবে।'

আমাদিগকে 'পাহি' রক্ষা কর। কীদৃশের (তেজঃসমূহের) দ্বারা? 'অদব্ধেভিঃ' রাক্ষসাদি কর্ত্তৃক অহিংসিত 'পায়ুভিঃ' পালনশক্ত।

দ্ধয়ঃ। ঞিভ্র ধাতু অভিভবার্থক। অসুন্-প্রত্যয়। অদব্ধেভিঃ। দম্ভু ধাতু দম্ভ অর্থক। নিষ্ঠাতে 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ প্রতিষেধ। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। 'ঝষস্তথোর্দ্ধোধঃ' ইত্যাদি সূত্রে ধত্ব। নঞ্ সমাসে অব্যয়পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিসে ঐস ভাব। (১ম-৯৫সূ-৯ঋ)॥

মন্ত্রের অন্তর্গত 'ধাম' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ঐ পদের তেজঃ বা জ্যোতিঃ অর্থেও যেরূপ সঙ্গতি দেখি, আশ্রয়স্থান (সত্ত্বভাব) অর্থেও সেইরূপ সঙ্গতি দেখা যায়। হৃদয় কলুষশূন্য নির্ম্মল হইলে, জ্ঞানের আশ্রয়-স্থানকে অর্থাৎ সত্ত্বভাবকে সে আপনিই প্রাপ্ত হয়। 'মহিষস্য' পদে ভাষ্যে মহিষের কোনও সম্বন্ধ খ্যাপন করা হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কেহ কেহ ঐ পদে মহিষের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। প্রথম চরণের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন,—তাহাতে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে,—

"The wide space encompasses thy base, the resplendent foundation of the buffalo."

এই দৃষ্টিতেই বোধ হয়, বেদে যেখানেই গো-শব্দের প্রয়োগ আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেখানেই গাভীর সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। সামবেদ-সংহিতার আগ্নেয়পর্ব্বের অন্তর্গত "প্র কেতুনা বৃহতা যাত্যগ্নিনা" প্রভৃতি একটী সামে এইরূপ 'মহিষঃ' পদ দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার সেখানে 'মহিষঃ' পদে মহিষের সম্বন্ধ দেখিয়াছেন। অথচ, সে ভাব সেখানে আদৌ প্রকাশমান নহে। ভাষ্যে নাই; কিন্তু বৈদেশিকের কল্পনায় তাহা স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনা—সরল ও সহজবোধ্য। প্রার্থনা,—জ্ঞানাগ্নি আমাদিগের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হউন, তাঁহার আপনার তেজের দ্বারা তিনি আমাদিগের শত্রুবিনাশক ও শ্রেয়োবিধায়ক হউন, আমাদিগকে রক্ষা করুন। এ পক্ষে 'স্বয়শোভিঃ' পদের সহিত 'অদব্ধেভিঃ' ও 'পায়ুভিঃ' বিশেষণদ্বয়ের সম্বন্ধ ও মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক আমরা ঐ দুই পদে যথাক্রমে জ্ঞানদেবতার তেজের বিষয় লক্ষ্য করি। সে তেজঃ রিপুগণ কর্তৃক অহিংসিত এবং সে তেজঃ লোকগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ। যেখানে জ্ঞানের প্রভাব, সেখানে রিপুগণের ক্রিয়া সঙ্কুচিত, সেখানে মনুষ্যগণ রক্ষা প্রাপ্ত। কামক্রোধাদি রিপুর কার্য্য জ্ঞানের নিকট পর্য্যুদস্ত হয়, জ্ঞান-প্রাধান্যে আমরা পরমধাম প্রাপ্ত হই। এবম্বিধ ভাবই এই অংশে প্রকাশমান। প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহে অগ্নিপক্ষেই অর্থ প্রখ্যাত দেখি। কিন্তু তাহাও বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন প্রকারে

প্রকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী অনুবাদেরই অংশবিশেষে তাহা কিরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, নিম্নে তাহাও প্রদর্শন করিতেছি। যথা,—

"Agni ! Being kindled proteot us with thy undeceivable guardians who are endowed with their own splendonr."

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৯৫সূ—৯ঋ) ॥

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চনবতিতমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ধন্বন্‌ৎস্রোতঃ কৃণুতে গাতুমূর্ম্মিং শুক্রৈরূর্ম্মিভিরভি

নক্ষতি ক্ষাং।

বিশ্বা সনানি জঠরেষু ধত্তেঽন্তর্নবাসু

চরতি প্রসূষু ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ধন্বন্। স্রোতঃ। কৃণুতে। গাতুং। ঊর্ম্মিং। শুক্রৈঃ। ঊর্ম্মিঽভিঃ। অভি।

নক্ষতি। ক্ষাং।

বিশ্বা। সনানি। জঠরেষু। ধত্তে। অন্তঃ। নবাসু।

চরতি। প্রঽসূষু ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

জ্ঞানদেবঃ এব 'ধন্বন্ গাতুং' (নভসি গমনশীলং, ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্তং ভগবদ্ভক্তিমুখিনং ইত্যর্থঃ) 'ঊর্ম্মিং' (সত্ত্বভাবপ্রবাহং) 'স্রোতঃ' (স্রোতসা যুক্তং, অপরান্ সংবাহয়িতুং সামর্থ্যসম্পন্নং বেগবিশিষ্টং ইত্যর্থঃ) 'কৃণুতে' (করোতি); সঃ দেবঃ সত্ত্বপ্রবাহেণ অনুসারিণাং জনানাং হিতসাধনং করোতি—ইতি ভাবঃ; সঃ এব 'শুক্রৈঃ' (বিশুদ্ধৈঃ, অনাবিলৈঃ) 'ঊর্ম্মিভিঃ' (সত্ত্বভাবপ্রবাহৈঃ) 'ক্ষাং' (পৃথিবীং, ইহলোকস্থিতং মনুষ্যং ইত্যর্থঃ) 'অভি নক্ষতি' (সর্ব্বতঃ ব্যাপ্নোতি, অভিসিঞ্চতি); সঃ এব 'জঠরেষু' (মনুষ্যাণাং অভ্যন্তরেষু, প্রতি হৃদয়েষু ইত্যর্থঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'সনানি' (অন্নানি, সত্ত্বপোষকানি সামর্থ্যানি) 'ধত্তে' (অবস্থাপয়তি); তস্মাদেব 'নবাসু' (অভিনবত্বসম্পন্নেষু, তেষু চিরনূতনেষু ইত্যর্থ) 'প্রস্বসু' (উৎপত্তিস্থানেষু, সত্ত্বোৎপত্তিমূলকেষু কর্ম্মসু ইত্যর্থঃ) 'অন্তঃ' (মনুষ্যাণাং অন্তঃকরণং, হৃদয়ং) 'চরতি' (বর্ত্ততে, আকৃষ্টং ভবতি ইত্যর্থঃ)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া এব মনুষ্য ইহকালে সৎকর্ম্মপরায়ণঃ সন্ পরকালে ভগবন্তং প্রাপ্নোতি ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৫সূ—১০ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানদেবতাই নভঃপ্রদেশে গমনশীল অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতিপ্রাপ্ত ভগবদ্ভক্তিমুখী সত্ত্বভাবপ্রবাহকে স্রোতের দ্বারা যুক্ত অর্থাৎ অপরকে সংবাহন করিতে সামর্থ্যসম্পন্ন বেগবিশিষ্ট করেন; (ভাব এই যে,—সেই দেবতা সত্ত্ব-প্রবাহের দ্বারা অনুসারী জনগণের হিতসাধন করেন); তিনিই বিশুদ্ধ অনাবিল সত্ত্বভাবপ্রবাহের দ্বারা পৃথিবীকে অর্থাৎ ইহলোকস্থিত মনুষ্যকে সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্ত করেন—অভিসিঞ্চিত করেন; তিনিই মনুষ্যগণের অভ্যন্তরে প্রতি হৃদয়ে হৃদয়ে সকল প্রকার অন্নকে অর্থাৎ সত্ত্বভাব-পোষণকারী সামর্থ্যকে অবস্থাপন করেন; তাঁহা হইতেই, অভিনবত্বসম্পন্ন অর্থাৎ সেই চিরনূতন উৎপত্তিস্থানসমূহে অর্থাৎ সত্ত্বের উৎপত্তিমূলক কর্ম্মসমূহে মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে—আকৃষ্ট হয়; (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপাতেই মানুষ ইহকালে সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া পরকালে ভগবানকে প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—৯৫সূ—১০ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

সধন্ সন্তসি গাতুং গমনশীলমূর্ম্মিমুদকসঙ্ঘময়মগ্নিঃ স্রোতঃ কৃণুতে। স্রোতসা প্রবাহরূপেণ যুক্তং করোতি। শুক্রৈঃ নির্ম্মলৈরূর্ম্মিভিস্তৈর্জলসঙ্ঘৈঃ ক্ষাং ভূমিমভিনক্ষতি। অভিব্যাপ্নোতি। স্বতেজোভিরন্তরিক্ষে জলসঙ্ঘমুৎপাদ্য তেন সর্ব্বাং ভূমিমভিবর্ষতীত্যর্থঃ। পশ্চাদ্বিশ্বা সর্ব্বাণি সনানি। অন্ননামৈতৎ। সর্ব্বাণ্যন্নানি জঠরেষু ধত্তে। অবস্থাপয়তি। তদর্থং নবাসু বৃষ্ট্যনন্তরং উৎপন্নাসু প্রস্বষু সর্ব্বেষামন্নানাং প্রসবিত্রীষোষধীষু পাকার্থমন্তশ্চরতি মধ্যে বর্ত্ততে। অন্তরবস্থিতেন ভৌমাগ্নিনা সর্ব্বা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে ॥

ধবন্। ধিবিরবিধাব গত্যর্থাঃ। ইদিত্বান্নুম্। কনিন্যুবৃষীত্যাদিনা কনিন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ধন্বান্তরিক্ষং ধন্বন্ত্যস্মাদাপ ইতি যাস্কঃ। নি০ ৫।৫। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। গাতুং। গাঙ্ গতৌ। কমিমনিজনীত্যাদিনা তুপ্রত্যয়ঃ। ঊর্ম্মিং। অর্ত্তেরূচ্চেতি মিপ্রত্যয়ঃ। সক্ষতি। সক্ষ গতৌ ॥ (১ম—৯৫সূ—১০ঋ)॥

দশম (১০৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:§•§:—

এই ঋকের দুইটী চরণ চারি অংশে বিভক্ত দেখি। ব্যাখ্যাকারগণ সকলেই সেই চারি বিভাগ অনুসারেই অর্থ নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,—

(১) অগ্নি আকাশে গমনশীল উর্ম্মিকে স্রোতোরূপে প্রবাহিত করেন; (২) শুভ্র উর্ম্মিসমূহের দ্বারা অগ্নি পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন; (৩) বিশ্বের সকল অন্নকে অগ্নি জঠরে ধারণ করেন; (৪) নবীন ওষধিসমূহের মধ্যে অগ্নি বিচরণ করেন।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ধবন্' সন্তঃপ্রদেশে 'গাতুং' গমনশীল 'ঊর্ম্মিং' উদক-সঙ্ঘকে এই অগ্নি 'স্রোতঃ কৃণুতে' স্রোতের দ্বারা প্রবাহরূপে যুক্ত করে; 'শুক্রৈঃ' নির্ম্মল 'ঊর্ম্মিভিঃ' সেই জলসঙ্ঘসমূহের দ্বারা 'ক্ষাং' ভূমিকে 'অভিনক্ষতি' অভিব্যাপ্ত করে; অর্থাৎ, স্বতেজঃসমূহের দ্বারা অন্তরিক্ষে জলসঙ্ঘ উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা সকল ভূমি অভিবর্ষণ করে; পশ্চাৎ 'বিশ্বা' সকল 'সনানি' (এই পদ অন্ননাম বাচক) অন্নসমূহকে 'জঠরেষু ধত্তে' জঠরসমূহে অবস্থাপন করে; তদর্থে 'নবাসু' বৃষ্টির অনন্তর উৎপন্ন 'প্রস্বষু' সকল অন্নসমূহের প্রসবিত্রী ওষধি-সমূহে পাকার্থ 'অন্তশ্চরতি' মধ্যে বিদ্যমান থাকে; অন্তরবস্থিত ভৌমাগ্নির দ্বারা সকল ওষধিসমূহ পরিপক্ক হয়।

ধবন্। ধিবিরবিধাব ধাতু গত্যর্থক। ইদিত্ব হেতু নুম্। 'কনিন্ যুবৃষি' ইত্যাদি সূত্রে কানন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। যাস্ক নিরুক্তে আছে,— 'ধন্বান্তরিক্ষং ধন্বন্ত্যস্মাদাপঃ' ইত্যাদি (নি০ ৫।৫)। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। গাতুং। গাঙ্ ধাতু গত্যর্থক। 'কমিমনিজনি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তু-প্রত্যয়। ঊর্ম্মিং। 'অর্ত্তেরূচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মি-প্রত্যয়। সক্ষতি। সক্ষ ধাতু গত্যর্থক। (১ম—৯৫সূ—১০ঋ) ॥

প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যাতেই ঐ চতুর্ব্বিধ ভাবের অভিব্যক্তি দেখি। তদ্দ্বারা, নভোমণ্ডলে জলের সৃষ্টি, পৃথিবীতে বারিবর্ষণ, আপনাতে সর্ব্ববিধ অন্ন-ধারণ এবং ওষধিসমূহের মধ্যে অবস্থিতি প্রভৃতি-রূপ অগ্নির ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু সে অগ্নি—কোন্ অগ্নি?

অন্য অগ্নি-পক্ষে, দৃশ্যমান জ্বলন্ত অগ্নির অতীত অগ্নির প্রতি লক্ষ্য করিলে—তৎপক্ষে, অর্থের সমীচীনতা উপলব্ধ হইতে পারে।

সাধারণ অগ্নি-দৃষ্টিতে ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে গেলে, তাহাতে কোন্ প্রকারেই ভাব-সঙ্গতি রক্ষা করা যায় না। কিন্তু দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার বিশ্লেষণে, সাধারণ অগ্নি-দৃষ্টিতে সেই অর্থের অযৌক্তিকতার বিষয় খ্যাপন করিতেছি।

"On the dry ground he produces a stream, a course, a flood. With his bright floods he reaches the earth. Whatever is old he receives into his belly. He moves about within the young sprouting grass."

নিশুষ্ক ভূমিতে অগ্নি জলস্রোতঃ প্রবাহিত করেন। বুঝা যায় কি—এই অগ্নির সেই ক্রিয়া? উজ্জ্বল জল-প্রবাহের সহিত অগ্নি পৃথিবীতে উপস্থিত হন। বুঝা যায় কি—এই অগ্নির সেই বা কেমন ক্রিয়া? যাহা কিছু জীর্ণ (লক্ষ্য করিবেন—এখানে 'সনানি' পদের অর্থ আদৌ ভাষ্যানুসারী নহে), তাহার সকলই তিনি উদরস্থ করেন। বুঝিতে পারা যায় কি—সে আবার কেমন অগ্নি? তার পর, নবীন তৃণ-শস্প-মধ্যে তিনি বিচরণ করেন। এখানেও বুঝা যায় কি—এই অগ্নির সে আবার কেমন ক্রিয়া?

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলেই অগ্নি-সম্বোধনে যে অন্য বস্তুকে আহ্বান করা হইয়াছে, তাহা বেশ উপলব্ধ হয়। সেই দৃষ্টিতেই আমরা অগ্নি-পদে জ্ঞানাগ্নি অর্থ নির্দ্দেশ করি।

এখন দেখুন, জ্ঞান-পক্ষে অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, ভাবের কিরূপ সঙ্গতি থাকে—রূপক ভাঙ্গিয়া কিরূপ সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা বলি, এই মন্ত্রের চারিটী অংশেই জ্ঞানদেবতার প্রভাবের বা মাহাত্ম্যের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। "ধন্বন্ গাতুং ঊর্ম্মিং স্রোতঃ কৃণুতে"—এই

বাক্যাংশে, আমরা মনে করি, বলা হইয়াছে,—জ্ঞানই ভগবদভিমুখী সত্ত্ব-
ভাবসমূহকে অনুসারী জনগণের হিতসাধনের জন্য নিয়োজিত রাখিয়াছেন।
যাঁহারা জ্ঞানানুসারী হয়েন, তাঁহাদিগের মধ্যে সদ্‌বৃত্তির স্ফূর্ত্তিতে সত্ত্বভাব
সঞ্জাত হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা ভগবৎ-সামীপ্য লাভ করেন। দ্বিতীয়
অংশের "শুক্রেঃ ঊর্ম্মিভিঃ ক্ষাং অভিনক্ষতি" পদ-কয়েকটীতে এই ভাবই
অধিকতর বিশ্লেষিত দেখি। জ্ঞানই যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের দ্বারা পৃথিবী
পরিব্যাপ্ত করেন, জ্ঞান-সাহায্যেই যে মানুষ সত্ত্বসম্পন্ন হয়—সৎকর্ম্মে
প্রবৃত্ত থাকে, স্বতঃই তাহা অনুভবে আসে। দ্বিতীয় অংশে তাহাই
প্রখ্যাত দেখি। তৃতীয় অংশে, "কাষ্ঠেষু বিশ্বা সনানি ধত্তে" পদচতুষ্টয়ে,
সত্ত্বপোষক সকল প্রকার সামর্থ্য যে জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়,
জ্ঞানই যে সৎকর্ম্ম-সাধনে শক্তি প্রদান করেন, তাহাই বুঝিতে পারি।
উপসংহারে "নবাসু প্রসূষু অন্তশ্চরতি" বাক্যাংশের তাৎপর্য্যার্থ অনুধাবন
করুন। এখানে 'ওষধিসমূহকে আকর্ষণ করিবার কোনই কারণ দেখি
না। মূলে আছে—'প্রসূষু' পদ।* ভাব—উৎপত্তিনিলয়সমূহে। কর্ম্মই
উৎপত্তির মূল। সুতরাং ঐ পদে এখানে 'সত্ত্বোৎপত্তিমূল কর্ম্মসমূহে'
অর্থই সঙ্গত হয়। কর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের আছে, এবং তদ্দ্বারা বিভিন্ন
প্রকার ফল লাভ হয়। কিন্তু এখানকার কর্ম্ম—'নবাসু'। ঐ পদে
চিরনূতনের ভাব আসে। সত্ত্বপোষক কর্ম্মসমূহ যে চিরনূতন, চির-
অভিনবত্বসম্পন্ন, তাহা সহজেই উপলব্ধ হয়।

এইরূপে বুঝিতে পারি, ঐ মন্ত্রাংশে বলা হইয়াছে, জ্ঞানের সাহায্যেই
মনুষ্য সত্ত্বোৎপত্তিমূলক কর্ম্মসমূহে বিচরণ করে—জ্ঞানের দ্বারাই সৎকর্ম্মে
রতি মতি প্রবৃত্তি আসে। ফলতঃ, শুষ্কক্ষেত্রে অগ্নি কর্ত্তৃক বারিবর্ষণ বা নবীন
তৃণের মধ্যে অগ্নির বিচরণ ইত্যাদি রূপ অর্থের পরিবর্ত্তে, আমরা এই মন্ত্রের
তাৎপর্য্যার্থ নির্দ্দেশ করি,—জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ সৎকর্ম্মপরায়ণ হয় এবং
ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তি-রূপ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে। (১ম—৯৫সূ—১০ঋ)॥

---

* উহা হইতে ভাষ্যকার ভাব টানিয়া আনিয়াছেন—'সকল অন্নসমূহের প্রসবিত্রী
ওষধিসমূহে তাহাদের পাকার্থ অবস্থিত' ইত্যাদি। বাঙ্গালা অনুবাদ দাঁড়াইয়াছে—
"(বৃষ্টিজাত) নূতন শস্যের মধ্যে।" উইলসনের অনুবাদে প্রকাশ পাইয়াছে,—
"The annuals or the cerealia which ripen after the rains."

একাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । পঞ্চনবতিতমং সূক্তং । একাদশী ঋক্ ।)

এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎ পাবক

শ্রবসে বি ভাহি ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

এব । নঃ । অগ্নে । সং৺ইধা । বৃধানঃ । রেবৎ । পাবক ।

শ্রবসে । বি । ভাহি ।

তৎ । নঃ । মিত্রঃ । বরুণঃ । মমহন্তাং । অদিতিঃ । সিন্ধুঃ ।

পৃথিবী । উত । দ্যৌঃ ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'পাবক' (পবিত্রতাসাধক, পরিত্রাণকারক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সমিধা' (অস্মাভিঃ প্রদত্তয়া পূজয়া, অস্মাকং অনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'এব' (এবং, এবম্প্রকারেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'বৃধানঃ' (অস্মাসু বর্দ্ধমানঃ সন্, বৃদ্ধিং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রেবৎ' (পরমধনবতামায়, পরমার্থপ্রাপণরূপায় ইত্যর্থঃ) 'শ্রবসে' (মঙ্গলসাধনায়) 'বি ভাহি' (বিশেষেণ দীপ্যস্ব, অস্মান্ উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ); 'তৎ' (তস্মাৎ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহভাবাপন্নঃ দেবঃ) 'পৃথিবী' (প্রথিতা ভূদেবতা, আশ্রয়স্থানদাতা দেবঃ

ইত্যর্থঃ) 'উত' (তথা) 'দ্যৌঃ' (স্বর্গস্থানীয়ঃ সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—জ্ঞানদেবঃ অস্মভ্যং পরমধনং সত্ত্বং দদাতু; তেন সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে দেবভাবাঃ বা অস্মাসু বিরাজন্তু। (১ম—৯৫সূ—১১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের প্রদত্ত পূজার দ্বারা অর্থাৎ আমাদিগের অনুসারিতার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান থাকিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপ্তি রূপ মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রকারে দীপ্ত হউন—আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্র দেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণ-দেব, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেব, স্যন্দনশীল স্নেহভাবাপন্ন সিন্ধু-দেব, আশ্রয়স্থান-প্রদাতা পৃথিবী-দেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বস্বরূপ দ্যু-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে পরম ধন সত্ত্বকে প্রদান করুন; তদ্দ্বারা সকল দেবগণ অর্থাৎ সকল দেবভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে বিরাজ করুন।)॥ (১ম—৯১সূ—১১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে পাবক শোধকাগ্নে সমিধাস্মাভির্দত্তেন সমিদাদিদ্রব্যেণ। এবৈবমুক্তপ্রকারেণ বৃধানো বর্দ্ধমানঃ সন্ রেবৎ রয়িমতে ধনযুক্তায় নোঽস্মাকং শ্রবসেঽন্নায় বিভাহি। বিশেষেণ দীপ্যস্ব। অস্মাকং তাদৃশমন্নং প্রযচ্ছেত্যর্থঃ। নোঽস্মাকং তদন্নং মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্তাং। রক্ষন্ত্বিত্যর্থ। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে। পৃথিবী চ দ্যৌশ্চেত্যর্থঃ॥

এবা। নিপাতস্য চেতি সংহিতায়াং দীর্ঘঃ। বৃধানঃ। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তাচ্ছী-লিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। চানশঃ সার্ব্বধাতুকত্বেন ঙিত্বাল্লঘূপধ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'পাবক' শোধক 'অগ্নে' অগ্নি! 'সমিধা' আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রদত্ত সমিধাদি দ্রব্যের দ্বারা 'এব' এইরূপে উক্ত প্রকারে 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমান হইয়া 'রেবৎ' রয়িমান ধনযুক্ত আমাদিগের 'শ্রবসে' অন্নের নিমিত্ত 'বি ভাহি' বিশেষ প্রকারে দীপ্যমান হউন, অর্থাৎ আমাদিগকে তাদৃশ অন্ন প্রদান করুন। 'নঃ' আমাদিগের 'তৎ' সেই অন্নকে মিত্রাদি 'মমহন্তাং' পূজা করুন অর্থাৎ রক্ষা করুন। 'উত' শব্দ সমুচ্চয়ার্থক; অর্থাৎ পৃথিবী ও দ্যুলোক ইত্যাদি।

এব। 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে দীর্ঘ। বৃধানঃ। বৃধ ধাতুতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু তাচ্ছীলিক চানশ্-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ।

গুণাভাবঃ। সার্ব্বধাতুকত্বাভাবেনানুদাত্তত্বাভাবে চিৎস্বর এব শিষ্যতে। রেবৎ। রয়িশব্দান্মতুপ্। রয়ের্মতৌ বহুলমিতি সম্প্রসারণং। ছন্দসীর ইতি মতুপো বত্বং। রেশব্দাচ্চেতি মতুপ উদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থ্যালুক্। (১ম—৯৫সূ—১১ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে দ্বিতীয়ো বর্গঃ॥ ১।৭।২॥

একাদশ (১০৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'সমিধা' পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী যে জ্বলন্ত অগ্নি-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় সকলেই সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। 'সমিধ' শব্দে সাধারণতঃ কাষ্ঠ অর্থ গৃহীত হয়। সুতরাং 'সমিধা বৃধানঃ' পদদ্বয়ের ভাব গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'কাষ্ঠে যখন অগ্নি জ্বলিয়া উঠে।' তখন কি হয়? না—'অগ্নি ধনযুক্ত অন্নদান জন্য প্রদীপ্ত হয়েন।' বলা বাহুল্য, এই অর্থে কোনরূপ সুষ্ঠু ভাব উপলব্ধি হয় না। সমিধ-কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে, কি প্রকারে যে ধনযুক্ত অন্ন অধিগত হয়, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝিয়া পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, ভাষ্যকার এখানে 'সমিধা' পদে একমাত্র কাষ্ঠ অর্থ গ্রহণ করেন নাই। তিনি ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'সমিধাদিদ্রব্যেণ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে, যাহা কিছু অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়, তাহাই 'সমিধা' পদের দ্যোতক বলিয়া বুঝা যায়। উহার ভাবার্থ—আহবনীয় দ্রব্য দান করা—পূজা করা—অনুসারী হওয়া। জ্ঞান-পক্ষে অর্থ-পরিগ্রহণে ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা তাই 'অস্মাভিঃ প্রদত্তয়া পূজয়া অস্মাকং অনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ' ইত্যাদি পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি। আমরা

চানশে সার্ব্বধাতুকত্বের দ্বারা ঙিৎ-হেতু লঘু উপধার গুণের অভাব। সার্ব্বধাতুকত্বের অভাবের দ্বারা অনুদাত্তত্বের অভাবে চিৎস্বরই অবশিষ্ট আছে। রেবৎ। রয়ি শব্দ হেতু মতুপ্ প্রত্যয়। 'রয়ের্মতৌ বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'ছন্দসীরঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপে বত্ব। 'রেশব্দাচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীর লোপ। (১ম—৯৫সূ—১১ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় বর্গ সম্পূর্ণ। ১।৭।২।

যদি জ্ঞানদেবতার অনুসারী হই, তাহা হইলে জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং আমরা পরম মঙ্গল লাভ করি।

আমরা যেন জ্ঞানের অনুসারী হই, সেই অনুসারিতার প্রভাবে জ্ঞান যেন আমাদিগের মধ্যে উদ্দীপ্ত হন, এবং তাহার ফলে আমরা যেন পরম ধন প্রাপ্ত হই। মন্ত্রের প্রথম চরণে এইরূপ প্রার্থনার ভাবই প্রকাশমান। দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই (১ম—৯৪সূ—১৬ঋ) প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তাহার আর পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। (১ম—৯৫সূ—১১ঋ)॥

— • —

ষণ্ণবতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

স প্রত্নথেতি নবর্চ্চং তৃতীয়ং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভং। দ্রবিণোদস্গুণবিশিষ্টোঽগ্নিঃ শুদ্ধাগ্নির্ব্বা দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। স প্রত্নথা নব দ্রবিণোদ স ইতি॥ প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োঃ পূর্ব্বসূক্তেন সহোক্তঃ সূক্তবিনিয়োগঃ। ব্যূঢ়স্য দশরাত্রস্য ষষ্ঠেঽহন্যাগ্নিমারুত ইদং সূক্তং জাতবেদস্য নিবিদ্ধানং। ব্যূঢ়শ্চেদিতি খণ্ডে সূত্রিতং। স প্রত্নথেত্যাগ্নিমারুতম্। আ০ ৮।৮। ইতি। স প্রত্নথা সহসা জায়মান ইতি জাতবেদস্যং সমানোদর্কমিত্যাদি ব্রাহ্মণং (ঐ০ ব্রা০ ৫।১৫)॥ মহাপিতৃযজ্ঞে স্বিষ্টকৃৎস্থানীয়স্য কব্যবাহনস্য স প্রত্নথেত্যেষা যাজ্যা। দক্ষিণাগ্নিরিতি খণ্ডে সূত্রিতং। স প্রত্নথা সহসা জায়মান ইত্যগ্নিঃ স্বিষ্টকৃৎ কব্যবাহনঃ। আ০ ২।১৯। ইতি॥

• . •

ষণ্ণবতিসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'স প্রত্নথা' ইত্যাদি নয়টী ঋক্-বিশিষ্ট তৃতীয় সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। দ্রবিণোদস্ গুণ-বিশিষ্ট বা শুদ্ধাগ্নি দেবতা। তদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'স প্রত্নথা নব দ্রবিণোদ স' ইতি। প্রাতরনুবাকে ও আশ্বিনশস্ত্রে পূর্ব্বসূক্তের সহিত উক্ত সূক্তের বিনিয়োগ। ব্যূঢ়ের দশরাত্রের ষষ্ঠ দিবসে আগ্নিমারুতে এই সূক্ত জাতবেদসের নিবিদ্ধান (মধ্যে গণ্য)। 'ব্যূঢ়শ্চ' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'স প্রত্নথেত্যাগ্নিমারুতং' (আ০ ৮।৮) ইতি। ব্রাহ্মণে (ঐ০ ব্রা০ ৫।১৫) উক্ত আছে,—'স প্রত্নথা সহসা জায়মান ইতি জাতবেদস্যং সমানোদর্কং' ইত্যাদি। মহাপিতৃযজ্ঞে স্বিষ্টকৃৎস্থানীয়ের কব্যবাহনের (সম্বন্ধে) 'স প্রত্নথা' ইত্যাদি ঋক্ যাজ্যা। 'দক্ষিণাগ্নিঃ' ইতি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে,—'স প্রত্নথা সহসা জায়মান ইত্যগ্নি স্বিষ্টকৃৎ কব্যবাহনঃ' (আ০ ২।১৯) ইতি।

• . •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। ষণ্ণবতিতমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টক। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। তৃতীয়চতুর্থৌ বর্গৌ।

ষণ্ণবতিতমং সূক্তং।

এই সূক্তটীও অগ্নিদেবতা-সম্বন্ধীয়। ঋষি ও ছন্দ পূর্ব্ব সূক্তের ন্যায়। মন্ত্রার্থ নিষ্কাশন-পক্ষে জটিলতাও পূর্ব্বসূক্তের অনুরূপই দৃষ্ট হইবে। এই সূক্তে নয়টী ঋক্ আছে। কিন্তু তাহার শেষ ঋকটী (নবম ঋক্টী) পূর্ব্বসূক্তের শেষ ঋক্টীর (৯৫ম সূক্তের একাদশ ঋকের) পুনরাবৃত্তি মাত্র।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিলে, এই সূক্তের ঋক্-কয়েকটীকে প্রায়ই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীত হইবে; মনে হইবে, অগ্নি-সম্বন্ধে যেন কতকগুলি অসম্বদ্ধ বাক্য মন্ত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে দুই একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। প্রথম মন্ত্রে 'সহসা জায়মানঃ' পদ-দ্বয় আছে। ব্যাখ্যাকারগণ তাহা হইতে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন—বলের দ্বারা কাষ্ঠদ্বয়ের সজ্ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এখানে সেই অগ্নির বিষয়ই প্রখ্যাত রহিয়াছে। কিন্তু দেখুন এই সূক্তের আটটী মন্ত্রের একবার কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। আটটী মন্ত্রেরই শেষ পদে একটা আছে—"দেবা অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং।" উহার প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'ধনদাতা অগ্নিকে দেবগণ আপনাদিগের দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' অগ্নি যে দেবগণের দৌত্য-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সে পক্ষে তাঁহাকে যে মনুষ্য-প্রকৃতিসম্পন্ন দেবতা বা মনুষ্য বলিয়া মনে হয়—এরূপ ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে।* কিন্তু দুইটী কাষ্ঠের সজ্ঘর্ষণে উৎপন্ন যে অগ্নি, সে অগ্নি যে দূতের কর্ম্ম কিরূপে করিবেন, তাহা বুঝা যায় না।

তার পর, আবার দেখুন, সপ্তম ঋকে ঐ অগ্নির সম্বন্ধে আর কি বলা হইয়াছে! সেই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'অগ্নি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সকল কালে সকল ধনের আশ্রয়-স্থান; যাহা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে ও যাহা কিছু উৎপন্ন হইবে, সকলেরই তিনি নিবাস-স্বরূপ; এবং যাহা কিছু বিদ্যমান আছে ও বিদ্যমান হইবে, সকলেরই তিনি রক্ষক।' দুইটী কাষ্ঠের সজ্ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি যে ঐরূপ শক্তিবিশিষ্ট, তাহা স্বীকার করা যায় কি?

---

* সামবেদ-সংহিতায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ ভাব কোথায় কিরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

এইরূপ পরস্পর-বিপরীত-ভাব-বিশিষ্ট ব্যাখ্যাদি হইতে অগ্নির স্বরূপ কিছুই নির্দেশ করা যায় না। যাহা হউক, অগ্নির অতীত অপার্থিব সত্তার প্রতিই অগ্নি-শব্দের লক্ষ্য, আলোচনায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। আমাদিগের ব্যাখ্যা সেই দৃষ্টিতেই নিষ্পন্ন হইতেছে। সুতরাং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত অনেক স্থলেই বিরোধ ঘটিয়া গিয়াছে।

— • —

প্রথমমণ্ডলস্য ষণ্ণবতিতমে সূক্তে প্রথমা ঋক্। দেবতা ছন্দশ্চ পূর্ব্ববৎ।
প্রাতরনুবাকাশ্বিনশস্ত্রয়োঃ পূর্ব্ব সূক্তেন সহ বিনিয়োগঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষণ্ণবতিতমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

স প্রত্নথা সহসা জায়মানঃ সদ্যঃ কাব্যানি
বড়ধত্ত বিশ্বা।
আপশ্চ মিত্রং ধিষণা চ সাধন্দেবা অগ্নিং
ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। প্রত্নহথা। সহসা। জায়মানঃ। সদ্যঃ। কাব্যানি।
বট্। অধত্ত। বিশ্বা।
আপঃ। চ। মিত্রং। ধিষণা। চ। সাধন্। দেবাঃ। অগ্নিং।
ধারয়ন্। দ্রবিণঃহদাং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

"সহসা জায়মানঃ" (সৎকর্ম্মণা উৎপন্নঃ) 'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'সদ্যঃ' (নিত্যকালং এব, উৎপত্তিমাত্রেণ এব) 'প্রত্নথা' (চিরন্তনঃ ইব) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'কাব্যানি' (ক্রান্তদর্শিনঃ কর্ম্মাণি, জ্ঞানযুক্তানি কর্ম্মাণি, সত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'অধত্ত' (ধারয়তি, পোষয়তি); সৎকর্ম্মণা যৎ জ্ঞানং সঞ্জাতং তৎ হি চিরকালং সত্ত্বস্য পোষকং অতঃ মুক্তিপ্রদং ভবতি — ইতি ভাবঃ; 'আপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) 'চ' (তথা) 'ধিষণা' (সদ্বুদ্ধিঃ, সৎকর্ম্মসাধনায় প্রচেষ্টা ইত্যর্থঃ) 'চ' (এব) 'মিত্রং' (সখিভূতং হিতকরং, যথা—মিত্রদেবোচিতং কর্ম্ম) 'সাধন্' (সাধয়ন্তি, সম্পাদয়ন্তি); সদ্বুদ্ধিনা সত্ত্বভাবেন চ সর্ব্বমঙ্গলং সাধয়ন্তে — ইতি ভাবঃ; 'দেবাঃ' (দীপ্তি-দানাদিগুণবিশিষ্টাঃ, দেবভাবাঃ) 'দ্রবিণোদাং' (পরমধনপ্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, তং জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি); দেবভাবপ্রভাবৈঃ জ্ঞানং হৃদি অবিচলিতং তিষ্ঠতি — ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১ম-৯৬সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

সৎকর্ম্মের দ্বারা উৎপন্ন সেই জ্ঞানদেবতা নিত্যকালই (উৎপত্তি মাত্রেই) চিরন্তনের ন্যায় সকলপ্রকার জ্ঞানযুত কর্ম্মকে পোষণ করেন; (ভাব এই যে, সৎকর্ম্মের দ্বারা যে জ্ঞান সঞ্জাত হয়, তাহা নিশ্চয়ই চিরকাল সত্ত্বের পোষক অতএব মুক্তিপ্রদ হয়); শুদ্ধসত্ত্বসমূহ এবং সদ্বুদ্ধি অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সম্পাদনের নিমিত্ত প্রচেষ্টাই সখিভূত হিতকর অথবা মিত্রদেবোচিত কর্ম্ম সম্পাদন করেন; (ভাব এই যে,—সদ্বুদ্ধির ও শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা সকল মঙ্গল সাধিত হয়); দেবগণ অর্থাৎ দীপ্তিদানাদিগুণসমূহ (দেবভাব সকল) পরম ধনপ্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে পোষণ করিয়া থাকেন—ধারণ করিয়া আছেন; (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—দেবভাবসমূহের প্রভাবেই জ্ঞানদেবতা অবিচলিতভাবে হৃদয়ে অবস্থিত করেন।)॥ (১ম—৯৬সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সহসা বলেন জায়মানো নির্ম্মথনেনোৎপদ্যমানঃ সোঽগ্নিঃ সদ্যস্তদানীং উৎপত্ত্যনন্তরমেব প্রত্নথা প্রত্ন ইব চিরন্তন ইব বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি কাব্যানি কবেঃ ক্রান্তদর্শিনঃ প্রগল্ভস্য

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সহসা' বলের দ্বারা 'জায়মানঃ' নির্ম্মথনের দ্বারা উৎপদ্যমান 'সঃ' সেই অগ্নি 'সদ্যঃ' তখনই উৎপত্তির পরই 'প্রত্নথা' প্রত্নের ন্যায় চিরন্তনের ন্যায় 'বিশ্বা' সকল 'কাব্যানি' কবির ক্রান্তদর্শীর প্রগল্ভের কর্ম্মসকল 'বট্' সত্য 'অধত্ত' ধারণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পূর্ব্ব-

কর্ম্মাণি বহু সত্যমধত্ত। অধারয়ৎ। পূর্ব্বং বিদ্যমান ইবাগ্নিরুৎপত্তিসমকালমেব স্বকীয়ং হবির্ব্বহনাদিকং সর্ব্বং কার্য্যমকরোৎ ইত্যর্থঃ। ইমমগ্নিং বৈদ্যুতরূপেণ বর্ত্তমানং মেঘেষ্ববস্থিতা আপশ্চ ধিষণা চ যা মাধ্যমিকা বাক্ সা চ মিত্রং সখিভূতং সাধন্। সাধয়ন্তি। কুর্ব্বন্তি। তমিমং দ্রবিণোদাং দ্রবিণস্য ধনস্য দাতারমগ্নিং দেবা ঋত্বিজো ধারয়ন্। গার্হপত্যাদিরূপেণ ধারয়ন্তি। যদ্বা দেবা ইন্দ্রাদয় ইমমগ্নিং দ্রবিণোদাং হবির্লক্ষণস্য ধনস্য দাতারং কৃত্বা দূত্যে ধারয়ন্। ধারয়ন্তি॥

প্রত্নথা। প্রত্নপূর্ব্ববিশ্বেমাত্থাল্ ছন্দসীতি ইবার্থে থাল্প্রত্যয়ঃ। কাব্যানি। কবেঃ কর্ম্ম কাব্যং। গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্য ইতি ষ্যঞ্। ঞিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। সাধন্। ষিধু সংরাদ্ধৌ। ণিচি সিধ্যতেরপারলৌকিক ইত্যাত্বং। লেটোঽডাগমঃ। ইতশ্চ লোপ ইতীকারলোপঃ। ছন্দস্যুভয়থেতি শপআর্দ্ধধাতুকত্বাৎ ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। দ্রবিণোদাং। দ্রবিণানি দদাতীতি দ্রবিণোদাঃ। দ্রু গতৌ দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্। ছান্দসঃ পূর্ব্বপদস্য সুক্। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দদাতের্ব্বিচ্। সকারান্তং ত্বসুনি কৃতে নিষ্পদ্যতে॥ (১ম—৯৬সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১০৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন প্রকার গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহাদিগের সেই সকল গবেষণার একটু আভাস দেওয়া যাইতেছে। মন্ত্রে আছে—'সহসা

বিদ্যমানের ন্যায় উৎপত্তির সম-সময়েই আপন স্বকীয় হবির্ব্বহনাদিক সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। বৈদ্যুত-রূপে বর্ত্তমান এই অগ্নিকে মেঘসমূহে অবস্থিত 'আপশ্চ' উদকসমূহ এবং 'ধিষণা চ' যে মাধ্যমিকা বাক্ তাহাও 'মিত্রং' সখিভূত 'সাধন্' সাধিত করেন; সেই এই 'দ্রবিণোদাং' দ্রবিণের ধনের দাতা অগ্নিকে 'দেবাঃ' ঋত্বিক্-গণ 'ধারয়ন্' গার্হপত্যাদি-রূপে ধারণ করেন; অথবা, 'দেবাঃ' ইন্দ্রাদি দেবগণই এই অগ্নিকে 'দ্রবিণোদাং' হবির্লক্ষণ ধনের দাতা করিয়া দৌত্যকার্য্যে 'ধারয়ন্' ধারণ করেন (নিয়োগ করেন)।

প্রত্নথা। 'প্রত্নপূর্ব্ব বিশ্বেমাত্থাল্ ছন্দসি' এই নিয়মে ইব-অর্থে থাল্-প্রত্যয়। কাব্যানি। কবির কর্ম্ম কাব্য। 'গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষ্যঞ্-প্রত্যয়। ঞিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। সাধন্। ষিধু ধাতু সংরাদ্ধ অর্থ জ্ঞাপক। ণিচে 'সিধ্যতেরপারলৌকিকে' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। লেটে অট্ আগম। 'ইতশ্চ লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকারলোপ। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। দ্রবিণোদাং। দ্রবিণ-সমূহকে দান করে—এই বাক্যে দ্রবিণোদাঃ পদ হয়। দ্রু-ধাতু গত্যর্থক। 'দ্রুদক্ষিভ্যামিনন্' ইত্যাদি সূত্রে ইনন্ প্রত্যয়। ছান্দসে পূর্ব্ব-পদের লোপ। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে 'দদাতি'র (দা-ধাতুতে) বিচ্-প্রত্যয়; কিন্তু সকারান্তত্বে অসুন্ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। (১ম—৯৬সূ—১ঋ)॥

জায়মানঃ' পদদ্বয়। উহা হইতে সকল ব্যাখ্যাকারই কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিকেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। * তার পর দেখুন—'অধত্ত' ক্রিয়া-পদ। ভাষ্যে এবং তাহানুসারী বঙ্গানুবাদে প্রকাশ, ঐ পদে অগ্নির হবির্গ্রহণের বিষয় প্রখ্যাত আছে। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার, অগ্নি যে জাত-মাত্রই জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন, ঐ পদে এই ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। † 'প্রত্নথা' পদে 'পূর্ব্বের ন্যায়' এবং 'বিশ্বা কাব্যানি' পদদ্বয়ে একমতে 'সকল হবিঃ বা যজ্ঞ' ও অন্য মতে 'সকল জ্ঞান' ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই রূপে মন্ত্রের প্রথম চরণটীর দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত দেখি।

এক প্রকার অর্থ।—'কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে অগ্নি যেই উৎপন্ন হয়, তখনই সদ্যঃ সদ্যঃ হবিরাদি গ্রাস করিতে পারে।'

অন্য প্রকার অর্থ।—'কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন মাত্রই অগ্নি জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম অংশের তিনটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তিন ব্যাখ্যায় তিন প্রকার প্রহেলিকাময় অর্থ দেখিতে পাইবেন।

১। "(মেঘের) জল ও শব্দ সেই (বিদ্যুৎরূপ) অগ্নিকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন।"

2. "The Waters and the Dhishana have furthered the friend (Mitra)."

3. "The waters and the bowl have made him friendly."

---

* "বলেন জায়মানো নির্মথনেন উৎপাদ্যমানঃ।"—সায়ণ। "বল দ্বারা (কাষ্ঠ ঘর্ষণে) উৎপন্ন।"—রমেশচন্দ্র। "Being born by strength, i.e., by the attrition of the woods."—Oldenberg. "By strength engendered: produced by violent agitation of the fire-sticks."—Griffiths. ফলতঃ, কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, ঐ পদদ্বয়ে তাহাকেই বুঝাইতেছে ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের সকলেরই সিদ্ধান্ত।

† সায়ণ,—"অগ্নিরুৎপন্নঃ সদ্যঃ কালমেব স্বকীয়ং হবির্বহনাদিকং সর্বং কার্যমকরোৎ ইত্যর্থঃ।" রমেশচন্দ্র,—"সকলজ্ঞান গ্রহণ করেন।" কিন্তু দুইটী ইংরাজী অনুবাদে প্রকাশ, (১) "He assumed instantly all the quatities of a sage."—Oldenberg. (২) "He...hath taken to himself all wisdom."—Griffiths. এক পক্ষের অর্থে প্রকাশ,—অগ্নি উৎপন্ন মাত্রই হবিরাদি গ্রাস করেন। অন্য পক্ষের অর্থে প্রকাশ,—জন্মমাত্রই অগ্নি বিজ্ঞ হয়েন।

এই তিন প্রকার অর্থ উপলক্ষে নানারূপ টীকা-টিপ্পনী দেখিতে পাই। ভাষ্যকার কিন্তু 'মিত্রং' 'ধিষণা' ও 'আপঃ' এই—পদ-ত্রয় উপলক্ষে শব্দার্থের অনুসরণে সাধারণ ভাবই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদক-দ্বয়ের একজন 'আপঃ' 'ধিষণা' ও 'মিত্রং' পদে বিভিন্ন দেবতার সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়াছেন এবং অন্য জন অন্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। পরন্তু উভয়েই ঐ মন্ত্রাংশের সহিত সোমরসের সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন। *

---

* প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকারের (ওল্ডেনবর্গের) মত এই যে, 'ধিষণা' পদে প্রথমে সোমরস রক্ষার পাত্রকে বুঝাইত; শেষে 'ধিষণা' দেবতার মধ্যে পরিগণিত ও সম্পূজিত হন। ক্রমশঃ 'ধিষণা' ধনদাত্রী দেবীতে এবং পরিশেষে 'ধাত্রী' দেবী মধ্যে গণ্য হইয়া পড়েন। এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকার অনেক প্রমাণ-প্রয়োগ প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনার মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পাইয়াছেন তাঁহার গবেষণার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"Two new discussions on **dhishana** have been given by Hillebrandt (Ved. Mythologie, I, 175 seq.; comp. the criticisms of Ludwig, Uber die neuesten arbeiten auf dem gebiete der Rgveda-forschung, 85 seq.) and Pischel (Ved. Studien, II, 82 seq.). Hillebrandt arrives at the conclusion that 'dhisana' is the Earth (in the dual, Heaven and Earth; in the plural, Heaven, Air and Earth) and besides the-Vedi.... Similar is Pischel's opinion... But I cannot believe that this is the original meaning of the word. Originally, in my opinion, 'dhishana' was an implement used at the sacrifice, more especially at the Soma sacrifice."

এইরূপ ভূমিকার পর ঐ পদে কিরূপে ক্রমশঃ দ্যাবা-পৃথিবী অর্থ দাঁড়াইয়াছে, তাহাই তিনি দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে এখন 'ধিষণা' পদে দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়কে বুঝাইয়া থাকে। ঐ পদের প্রতিবাক্য উপলক্ষে দ্বিতীয় ইংরাজী অনুবাদে, টীপ্পনী দৃষ্ট হয়—
"The bowl: The Soma juice contained in the **dhishana**, or bowl. Dhishana may be otherwise explained. Sayana, who is followed by Wilson takes it to mean **vak**, Speach. Ludwig renders it by 'wish, or Wish-Goddess Dhishana'; Grassmann 'sacrificial offering.'"

আর আলোচনা বাহুল্য। 'ধিষণা' পদ উপলক্ষে কত মত কত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, ইহাতেই বোধগম্য হইবে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'সহসা জায়মানঃ', 'সহসস্পুত্রঃ', 'সহসঃ সূনো' 'সহসো যহো' প্রভৃতি পদের প্রয়োগ বেদের বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাহার সর্ব্বত্রই ঐ পদদ্বয়ে যে সৎকর্ম্মসঞ্জাত জ্ঞানকেই বুঝাইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। * তার পর, ঐ প্রথম চরণের অন্যান্য পদের প্রতি-বাক্য ও তাহার তাৎপর্য্য আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান যে সদাকাল সত্ত্বকে ধারণ করিয়া আছেন—সত্ত্বের পোষণ করিতেছেন, তাহা আর বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যক করে না। প্রথম চরণে সেই ভাবই প্রকাশমান।

দ্বিতীয় চরণের প্রথমাংশের 'আপঃ' পদে যথাপূর্ব্ব শুদ্ধসত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিতেছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এ বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'ধিষণা' পদের যে সাধারণ অর্থ সদ্বুদ্ধি, তাহা হইতেই সৎকর্ম্মসাধনে প্রচেষ্টার ভাব পরিগ্রহণ করি। 'মিত্রং' পদে এখানে মিত্রের কার্য্যকে সুহৃদের কার্য্যকে বুঝাইতেছে মনে করা যায়। ভাষ্যকারও এখানে 'মিত্রভূতং' প্রতিবাক্যে সেই ভাবই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই "আপঃ ধিষণা চ মিত্রং সাধন্" বাক্যাংশের ভাব গ্রহণ করি,—'যেখানে সদ্বুদ্ধি আছে, সৎকার্য্য-সম্পাদনে প্রচেষ্টা আছে এবং যেখানে সত্ত্বভাবের সম্বন্ধ আছে; সেখানেই সকল মঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই শ্রেয়ঃ অবিসম্বাদিত।'

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশে, "দেবাঃ দ্রবিণোদাং অগ্নিং ধারয়ন্" বাক্যাংশে, অগ্নিকে দৌত্যকার্য্যে প্রেরণের ভাব আমরা গ্রহণ করি না। অগ্নি দূতের কার্য্য করেন বলিয়াও যদি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহারও ভাব অন্যরূপ। সে দৌত্য ভগবানের সহিত উপাসকের মিলন-রূপ দৌত্য বলা যাইতে পারে। জ্ঞানই ভগবানের সহিত মানুষের মিলনসাধক। সুতরাং সে দৃষ্টিতেও সেই একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা হউক, মন্ত্রের ঐ শেষ অংশের প্রবার মর্ম্ম এই যে,—'মানুষের দেবভাবসমূহ—

* 'সহসা জায়মানঃ' পদের তাৎপর্য্য-পরিগ্রহণ-পক্ষে নিম্নলিখিত মন্ত্রসমূহের অর্থ ও ভাব পরিগ্রহণীয়। যথা,—১ম-৪০সূ-২ঋ, ১ম-৫৮সূ-৮ঋ, ১ম-৬০সূ-১০ঋ, ১ম-৭১সূ-৩,৪,১৬ঋ, ১ম-৭২সূ-২ঋ, ১ম-৬৪সূ-৪ঋ, ২য়-৭সূ-৫ঋ ইত্যাদি।

দীপ্তিদানাদি গুণনিবহ, পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানদেবতাকে ধারণ করে, পোষণ করে, আকর্ষণ করে।' সে পক্ষে ঐ মন্ত্রাংশের উপদেশ,—'মানুষ! তোমরা দেবতাবসমূহের অধিকারী হইবার চেষ্টা কর, দীপ্তিদানাদি গুণনিবহকে হৃদয়ে পোষণ কর, অবশ্যই জ্ঞান-লাভে সমর্থ হইবে এবং তদ্দ্বারা পরমার্থ-রূপ ধন তোমার অধিগত হইবে।' (১ম—৯৬সূ—১ঋ)

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষন্নবতিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ

প্রজা অজনয়ন্মনূনাং।

বিবস্বতা চক্ষসা দ্যামপশ্চ দেবা অগ্নিং

ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। পূর্ব্বয়া। নিঽবিদা। কব্যতা। আয়োঃ। ইমাঃ।

প্রঽজাঃ। অজনয়ৎ। মনূনাং।

বিবস্বতা। চক্ষসা। দ্যাং। অপঃ। চ। দেবাঃ। অগ্নিং।

ধারয়ন্। দ্রবিণঃঽদাং ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নিবিদা কব্যতা (গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বতা, সাধকৈঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বয়া' (নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) সম্পূজিতঃ অনুস্তুতঃ বা ভবতি ইতি শেষঃ; সঃ এব 'আয়োঃ' (সর্ব্বেষাং আয়ুঃস্থানীয়াৎ ভগবতঃ) 'মনূনাং' (মনুষ্যাণাং—হিতসাধনায় ইতি যাবৎ) 'ইমাঃ প্রজাঃ' (দৃশ্যমানাঃ সৃষ্টীঃ) 'অজনয়ৎ' (উৎপাদয়ৎ); জ্ঞানং হি সৃষ্টি-মূলং—ইতি ভাবঃ; সঃ এব 'বিবস্বতা' (বিশেষেণ আচ্ছাদয়তা, অজ্ঞানতানাশকেন ইত্যর্থঃ) 'চক্ষসা' (আত্মীয়েন তেজসা, দৃষ্টিশক্তিদানেন ইত্যর্থঃ) 'দ্যাং' (দ্যুলোকং, স্বর্গং) 'চ' (তথা) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বাদিকং) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; জ্ঞানং হি মোক্ষাদিবিধায়কং—ইতি ভাবঃ; 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ, দেবভাবাঃ) 'দ্রবিণোদাং' (পরমধন-প্রদাতারং) 'অগ্নিং') জ্ঞানাগ্নিং, তং জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি); দেবভাবৈঃ সহ জ্ঞানং অবিচালিতং তিষ্ঠতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৬সূ-২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা, গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণ স্তুতিকারীর দ্বারা অর্থাৎ সাধকগণ কর্তৃক নিত্যকাল সম্পূজিত অনুস্তুত হয়েন; সেই দেবতাই সকলের আয়ুস্থানীয় ভগবান্ হইতে মনুষ্যগণের হিতসাধনের নিমিত্ত এই সৃষ্টিসমুদায়কে উৎপাদন করিয়াছেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সৃষ্টির কারণ); সেই দেবতাই অজ্ঞানতানাশক দৃষ্টিশক্তিদানের দ্বারা দ্যুলোককে স্বর্গকে এবং শুদ্ধসত্ত্বাদিকে প্রাপ্ত করেন (ভাব এই যে,—জ্ঞানই মোক্ষাদির বিধানকর্ত্তা); দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ (দেবভাবসকল), পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে—সেই জ্ঞানদেবতাকে, ধারণ করিয়া আছেন—পোষণ করিতেছেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহের সহিত জ্ঞান অবিচলিত অবস্থিত আছেন।)॥ (১ম—৯৬সূ—২গ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽগ্নিঃ পূর্ব্বয়া প্রথময়াগ্নির্দ্দেবেদ্ধ ইত্যাদিকয়া নিবিদা কব্যতা গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণাং স্তুতিং কুর্ব্বতায়োর্ম্মনোঃ সম্বন্ধিনোক্‌থেন চ স্তূয়মানঃ সোঽগ্নির্মনূনাং সম্বন্ধিনীরিমাঃ প্রজা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' সেই অগ্নি 'পূর্ব্বয়া' প্রথমের দ্বারা অগ্নির্দ্দেবেদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা 'নিবিদা কব্যতা' গুণিনিষ্ঠগুণাভিধানলক্ষণ স্তুতিকারী 'আয়োঃ' মনুর সম্বন্ধীয় উক্‌থের দ্বারা স্তূয়মান সেই অগ্নি, মনুগণের সম্বন্ধীয় এই 'প্রজা অজনয়ৎ' প্রজা উৎপন্ন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ মনু কর্ত্তৃক স্তুত

অজনয়ৎ। উৎপাদয়ৎ। মনুনা ভূতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অজনয়দিত্যর্থঃ। তথা বিবস্বতা বিবাসনবতা বিশেষেণাচ্ছাদয়তা চক্ষসাখ্যেন তেজসা দ্যাং দ্যুলোকমপশ্চান্তরিক্ষং চ ব্যাপ্নোতীতি শেষঃ। অন্যৎ সমানং॥

কব্যতা। কুশব্দে। অচো যদিতি ভাবে যৎ। কব্যং কবনং স্তুতিং করোতি। তৎ করোতীতি ণিচ্। তদন্তাৎ ক্বিপ্। বহুলমন্যত্রাপি সংজ্ঞাচ্ছন্দসোরিতি ণিলুক্। ততস্তুক্। ধাতুস্বরেণাদ্যোদাত্তত্বং। আয়োঃ। ইণ্ গতৌ। ছন্দসীণ ইত্যুণ্ প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—৯৬সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে সাধারণতঃ পুরাবৃত্তের সম্বন্ধ প্রখ্যাত হইয়া থাকে। সে পক্ষে নিম্নলিখিত কয়েকটী বাক্যাংশের ও পদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী প্রথম পদ—'নিবিদা' এবং প্রথম বাক্যাংশ—'পূর্ব্বয়া নিবিদা কব্যতা।' ইহা হইতে ভাব আসিতে পারে,—বেদ-মন্ত্রই যে উপাসনার আদিভূত মন্ত্র, তাহা নহে; বেদেরও পূর্ব্বে উপাসনার মন্ত্র বা বাক্য বা স্তুতি ছিল; তাহার নাম—'নিবিদ।' সৃষ্টির আদিভূত যে মনু, তিনি সেই নিবিদ-রূপ স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ, দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী দ্বিতীয় পদ—'আয়োঃ'। ঐ পদে আদি মনুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। যদিও চতুর্দ্দশ মনুর নামের মধ্যে আয়ুঃ নামক মনুর নাম দৃষ্ট হয় না; কিন্তু অন্যান্তরে আয়ুঃ নামেও এক মনুর পরিকল্পনা দেখা যায়। তৃতীয় পদ—'মনূনাং'। এই পদে সাধারণ ভাবে বিভিন্ন যুগের মনুগণের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। চতুর্থ পদ—'বিবস্বতা।' এই পদ বর্ত্তমান মন্বন্তরের মনুর

হইয়া তিনি মানবী সকল প্রজা উৎপন্ন করিয়াছিলেন; এবং 'বিবস্বতা' বিবাসনবিশিষ্ট বিশেষ-রূপে আচ্ছাদিত 'চক্ষসা' আখ্যায় তেজের দ্বারা 'দ্যাং' দ্যুলোককে 'অপশ্চ' এবং অন্তরিক্ষকে ব্যাপ্ত করেন ইত্যাদি। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্ববৎ।

'কব্যতা।' কু-ধাতু শব্দার্থক। 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে যৎ'। কব্যকে কবনকে স্তুতিকে করে—এই বাক্যে, তাহা করে এই অর্থে ণিচ্। তদন্ত-হেতু ক্বিপ্। 'বহুলং অন্যত্রাপি সংজ্ঞাচ্ছন্দসোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। তাহাতে তুক্। ধাতুস্বরের দ্বারা আদ্যোদাত্তত্ব। আয়োঃ। ইণ্ ধাতু গত্যর্থক। 'ছন্দসীণঃ' ইত্যাদি সূত্রে উণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৯৬সূ—২ঋ)॥

• • •

প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এইরূপে বুঝিতে পারি, পুরাণের উপাখ্যানাদির সাহচর্য্য রাখিয়া এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, পুরাবৃত্তের প্রতি লক্ষ্য আসে; মনে হয়, এই মন্ত্রে দূর অতীতের পূর্ব্বের কথা স্মরণ করান হইয়াছে।

মন্ত্রের ইংরাজী ও বাঙ্গালা যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহার সর্ব্বত্রই প্রোক্ত ভাবেরই বিকাশ দেখি। পূর্ব্বে মনুাদির সময়ে যে ভাবে অগ্নি উৎপন্ন করা হইত এবং যে স্তুতি উচ্চারিত হইত, এখানে তৎপ্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে—ইহাই ব্যাখ্যাকারগণের সিদ্ধান্ত। মন্ত্রের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই সে ভাব বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "By the ancient Nivid, by Ayu's wisdom he has procreated these children of men. With his irradiating look (he has procreated) the Sky and the Waters. The gods have held Agni as the giver of wealth."

(২) "তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে (তুষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজ দ্বারা আকাশ ও অন্তরিক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।"

এবম্প্রকার প্রচলিত অর্থসমূহ হইতে যে ভাব গ্রহণ করা যায়, উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে আমরা যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। আমাদিগের ব্যাখ্যা-পক্ষে এক মাত্র 'পূর্ব্বয়া' পদের মর্ম্মানুধাবন করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসিবে। 'পূর্ব্ব' শব্দ-বিশিষ্ট পদের মর্ম্মার্থ পূর্ব্বেও আমরা বিভিন্ন স্থানে ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছি। ঐ পদে 'নিত্যকাল' অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। কাল অনন্ত। তাহার আদিও নাই, শেষও নাই। সুতরাং যে কালেই যিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনিই বলিতে পারেন—পূর্ব্বে। তাহাতে নিত্যত্বেরই ভাব আসিয়া থাকে। 'নিবিদা কব্যতা' পদদ্বয়ে ভাষ্যের মর্ম্মানুসরণে সাধু উপাসকের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'নিবিৎ' শব্দ নিরুক্তে বাঙ্‌নামের মধ্যে পঠিত হয়। তদনুসারে বেদবাণীই ঐ পদের দ্যোতক। তাহাতে 'নিবিদা কব্যতা' পদদ্বয়ে বেদবাণী উচ্চারণকারী অর্থাৎ বেদানুসারী সাধক অর্থই সিদ্ধ হয়। ভাব এই যে, সাধুগণ কর্তৃক—বেদানুসারী কর্তৃক জ্ঞান-দেবতা নিত্যকাল সম্পূজিত ও অনুসৃত হইয়া আসিতেছেন। মর্ম্ম এই যে, সাধুগণ নিত্যকাল

জ্ঞানের অনুসারী আছেন। একেত্রে কালাকালের সম্বন্ধ-স্বীকারের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রটীকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহাতে প্রথম অংশে "সঃ নিবিদা কব্যতা পূর্ব্বয়া" এই চারি পদের সহিত "সম্পূজিতঃ বা অনুসৃতঃ ভবতি' ইত্যাদি বাক্য সংযোজনা করিতে হইয়াছে। ঐ অংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—যাঁহারা 'নিবিৎ', যাঁহারা বেদ-মন্ত্রেই স্তুতি পরায়ণ, সেই 'নিবিদা কব্যতা' অর্থাৎ তাঁহাদিগের দ্বারা জ্ঞান সদা সম্পূজিত হয়েন ;—তাঁহারা স্বতঃই জ্ঞানের অনুসারী থাকেন।

দ্বিতীয় অংশের 'আয়োঃ' পদে আমরা মনুষ্যের আদিভূত কোনও পুরুষ-বিশেষের সহিত অর্থাৎ মহর্ষি 'মনুর' সহিত সম্বন্ধ লক্ষ্য করি নাই। যিনি আয়ুঃ-স্বরূপ, যিনি প্রাণ-স্বরূপ, আমরা মনে করি, ঐ পদে তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য আছে। পরন্তু, ঐ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি স্বীকার না করিয়া, ঐ পদটী যে পঞ্চম্যন্ত, তাহাই আমরা নির্দ্দেশ করি। আর, সেই দৃষ্টিতেই ঐ পদের প্রতিবাক্য আমরা "সর্ব্বেষাং আয়ুস্থানীয়াৎ ভগবতঃ" পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনূনাং' পদেও আমরা মনু মহর্ষিগণের সম্বন্ধ দেখি না ; ঐ পদে 'মনুষ্যগণের হিত-সাধনের জন্য' অর্থেই আমরা সঙ্গতি অনুভব করি। 'ইমাঃ প্রজাঃ' পদদ্বয়ে দৃশ্যমান প্রকৃতি-পুঞ্জকে লক্ষ্য করে। এইরূপে "আয়োঃ মনূনাং ইমাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ" বাক্যাংশের মর্ম্মার্থ দাঁড়াইয়াছে,—'জ্ঞানদেবতাই সকলের আয়ুঃস্থানীয় ভগবান্ হইতে মনুষ্যগণের হিতসাধনের জন্য প্রকৃতিপুঞ্জকে উৎপন্ন করিয়াছেন।'

এখানে ত্রিবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে,—তিনটী বিষয় ভাবিবার ও বুঝিবার আছে। জ্ঞানদেবতা বা জ্ঞান কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবেন? আর, ভগবান্ হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাতেই বা জ্ঞানের কার্য্যকারিতা কি প্রকারে সম্ভবপর? অপিচ, মনুষ্যের হিতসাধনে যে প্রকৃতিপুঞ্জের সৃষ্টি, তাহাই বা কি প্রকারে স্বীকার করি? প্রশ্ন বড়ই গুরুতর। এ সকল প্রশ্নের উত্তর অল্প কথায় ব্যক্ত করা সম্ভবপর নহে। তবে স্থূলতঃ এই মাত্র বলি,—(১) কর্ম্মই সৃষ্টির মূল, (২) জ্ঞানে সৃষ্টি উদ্ভাসিত, (৩) স্রষ্টাই সৃষ্টি-রূপে বিদ্যমান। এই তিনটী বিষয়

বোধগম্য হইলে, আপনিই প্রশ্নের সমাধান হইয়া আসিবে। অন্যত্র এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন। এখানে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন উপলক্ষে একদেশ-মাত্র প্রদর্শন করিলাম।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের 'বিবস্বতা' পদে কতকটা ভাবেরই অনুসরণে 'অজ্ঞানতা-নাশকেন' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। জ্ঞানই যে অজ্ঞানতা-নাশকারী দিব্য-দৃষ্টি প্রদান করিয়া স্বর্গকে এবং সত্ত্বভাবকে অধিগত করেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। 'দ্যাং' ও 'অপঃ' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবনেই এই ভাব অধিগত হইবে। মন্ত্রের শেষ চরণের মর্ম্ম প্রথম ঋকেই ব্যক্ত হইয়াছে ॥ (১ম—৯৬সূ—২ঋ) ॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষণ্নবতিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তমীড়ত প্রথমং যজ্ঞসাধং বিশ

আরীরাহুতমৃঞ্জসানং।

ঊর্জ্জঃ পুত্রং ভরতং সৃপ্রদানুং দেবা

অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ঈড়ত। প্রথমং। যজ্ঞঽসাধং। বিশঃ।

আরীঃ। আঽহুতং। ঋঞ্জসানং।

ঊর্জ্জঃ। পুত্রং। ভরতং। সৃপ্রঽদানুং। দেবাঃ।

অগ্নিং। ধারয়ন্। দ্রবিণঃঽদাং ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং 'বিশঃ আয়ীঃ' (সর্ব্বথা বিচঞ্চলাঃ, বিশ্বব্যাপকাৎ জ্ঞানদেবাৎ ভগবতঃ বা বিপথগামিন্যঃ ইত্যর্থঃ); অতঃ যদি শ্রেয়াংসি অভিলষথ তর্হি 'যজ্ঞসাধং' (সৎকর্ম্মসম্পাদকং) 'আহুতং' (আহ্বানার্হং, সর্ব্বথা অনুসরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঋঞ্জসানং' (স্তোত্রৈঃ প্রসাধ্যমানং, সর্ব্বথা স্তবনীয়ং ইত্যর্থঃ) 'ঊর্জ্জঃ পুত্রং' (সৎকর্ম্মণঃ সমুৎপন্নং) 'ভরতং' (ভর্ত্তারং, সদ্ভাবপোষকং ইত্যর্থঃ) 'সৃপ্রদানুং' (অবিচ্ছেদেন ধনদাতারং) 'তং' (জ্ঞানদেবং) 'প্রথমং' (আদৌ, একান্তেন ইত্যর্থঃ) 'ঈড়ত' (পূজয়ত, অনুসরত); অস্মাকং চঞ্চলং চিত্তং একান্তেন জ্ঞানানুসারিণং ভবতু, তৎকর্ম্মণ্যেব অস্মাকং শ্রেয়াংসি তিষ্ঠন্তে—ইতি ভাবঃ; 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতাঃ, দেবভাবাঃ) 'দ্রবিণদাং' (পরমধন-প্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি); দেবভাবৈঃ সহ জ্ঞানং অবিচলিতং তিষ্ঠতি—ইতি ভাবঃ। (১ম ৯৬স্ ৩ঋ ॥

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা সর্ব্বথা বিচঞ্চল অর্থাৎ বিশ্বব্যাপক জ্ঞানদেবতা হইতে সদাই বিপথগামী আছ; অতঃপর (যদি শ্রেয়ঃ-সমূহের অভিলাষ কর) সৎকর্ম্মসম্পাদক, সর্ব্বথা অনুসরণীয়, সর্ব্বথা স্তবনীয়, সৎকর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন, সদ্ভাব-পোষক, অবিচ্ছেদে ধনপ্রদাতা, সেই জ্ঞানদেবতাকে একান্তে পূজা কর—তাঁহার অনুসরণ কর; (ভাব এই যে,—আমাদিগের চঞ্চল চিত্ত একান্তে জ্ঞানানুসারী হউক; সেই কর্ম্মেই আমাদিগের শ্রেয়ঃসমূহ বিদ্যমান আছে); দীপ্তিদানাদি গুণবিশিষ্ট (দেবভাবসকল) পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানদেবতাকে ধারণ করিয়া আছেন—পোষণ করিতেছেন; (ভাব এই যে,—দেবভাবসমূহের সহিত জ্ঞান অবিচলিত অবস্থিত থাকেন।) ॥ (ম—৯৬সূ—৩ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বিশঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ। আয়ীরগ্নিং স্বামিনং গচ্ছন্ত্যো যূয়ং তমগ্নিমীড়ত। স্তুধ্বং। কীদৃশং। প্রথমং। সর্ব্বেষু দেবেষু মুখ্যং। যজ্ঞসাধং। যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'বিশঃ' সকল মনুষ্যগণ! 'আয়ীঃ' স্বামী অগ্নির নিকট গমনকারী তোমরা 'তং' সেই অগ্নিকে 'ঈড়ত' স্তব কর; কীদৃশ (অগ্নিকে)? 'প্রথমং' সকল দেবগণের মধ্যে মুখ্য, 'যজ্ঞসাধং' যজ্ঞের দর্শপূর্ণমাসাদির সাধক নিষ্পাদক, 'আহুতং' হবিঃসমূহের

সাধকং নিষ্পাদকং। আহুতং। হবির্ভিস্তর্পিতং। ঋঞ্জসানং। স্তোত্রৈঃ প্রসাধ্যমানং। ঊর্জোঽন্নস্য পুত্রং। ভুক্তেনান্নেন জাঠরাগ্নের্বর্দ্ধনাদগ্নেরন্নপুত্রত্বং। ভরতং। হবিষো ভর্ত্তারং। যদ্বা প্রাণরূপেণ সর্ব্বাসাং প্রজানাং ভর্ত্তারং। শ্রূয়তে চ। ষদেহ বা এষ প্রাণো ভূত্বা প্রজা বিভর্ত্তি তস্মাদেষ ভরত ইতি। সৃপ্রদানুং। সর্পণশীলদানযুক্তং। অবিচ্ছেদেন ধনানি প্রযচ্ছন্তমিত্যর্থঃ। দেবা ইত্যাদি গতং॥

ঈড়ত। ঈড় স্তুতৌ। লোটি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুগভাবঃ। যজ্ঞসাধং। যজ্ঞং সাধয়তীতি যজ্ঞসাৎ। সাধয়তেঃ ক্বিপ্। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। আরীঃ। ঋ গতৌ। ঋচিসৃত্রীত্যাদিনা। পা০ ৩।১।২১১। যঙ্। যঙোঽচি চেতি চ শব্দেন বহুলগ্রহণাৎ নৈমিত্তিকো লুক্। প্রত্যয়লক্ষণেন দ্বির্ভাবঃ। উরদত্ত্বহলাদিশেষৌ। রুগ্রিকৌ চ লুকীতি রুক্। যঙ্লুগন্তাদৌণাদিকঃ। কিপ্রত্যয়ঃ। যণাদেশে রোরীতি রেফলোপঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্যেতি দীর্ঘত্বং। কৃদিকারাদক্তিন ইতি ঙীষ্। জসি বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘত্বং। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। ঋঞ্জসানং। ঋঞ্জতিঃ প্রসাধনকর্ম্মা। ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিদিতি কর্ম্মণ্যসানচ্। ভরতং। ভৃঞ্ ভরণে। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনাতচ্। সৃপ্রদানুং। সৃপ্লৃ গতৌ। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। সৃপ্রো দানুর্দানং যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—৯৬সূ—৩ঋ)॥

দ্বারা তর্পিত, 'ঋঞ্জসানং' স্তোত্রসমূহের দ্বারা প্রসাধ্যমান, 'ঊর্জঃ' অন্নের 'পুত্রং' জাঠরাগ্নি বর্দ্ধনের জন্য অগ্নির পুত্রত্ব, 'ভরতং' হবির ভর্ত্তা অথবা প্রাণরূপে সকল প্রজা-সমূহের ভরণকারী; এ বিষয়ে শ্রুতি আছে,—'ষদেহ বা এষ প্রাণো ভূত্বা প্রজা বিভর্ত্তি তস্মাদেষ ভরত ইতি'; 'সৃপ্রদানুং' সর্পণশীলদানযুক্ত অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ধনসমূহ প্রদানকারী। 'দেবাঃ' ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ঈড়ত। ঈড় ধাতু স্তুত্যর্থক। লোটের ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপের অভাব। যজ্ঞসাধং। যজ্ঞকে সাধন করে—এই অর্থে যজ্ঞসাৎ পদ হয়। 'সাধয়তি'-তে ক্বিপ্। 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। আরীঃ। ঋ-ধাতু গত্যর্থক। 'ঋচিসৃত্রীত্যাদিনা' সূত্রে (পা০ ৩।১২।১১) যঙ্-প্রত্যয়। 'যঙোঽচি চ' ইত্যাদি সূত্রে চ-শব্দের দ্বারা বহুল গ্রহণহেতু নৈমিত্তিক লোপ। প্রত্যয়-লক্ষণের দ্বারা দ্বির্ভাব। উরদত্ত ও হলাদি-শেষ। 'রুগ্রিকৌ চ লুকি' ইত্যাদি সূত্রে রুক্। যঙ্লুগন্ত-হেতু ঔণাদিক কি-প্রত্যয়। 'যণাদেশ রোঃ' ইত্যাদি সূত্রে রেফের লোপ। 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। 'কৃদিকারাদক্তিনঃ' ইত্যাদি নিয়মে ঙীষ্। জসে 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। ঋঞ্জসানং। 'ঋঞ্জতিঃ' পদে প্রসাধন-কর্ম্ম বুঝায়। 'ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মণি বাচ্যে সানচ্। ভরতং। ভৃঞ্ ধাতু ভরণার্থক। 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদি সূত্রের অতচ্। সৃপ্রদানুং। সৃপ্লৃ ধাতু গত্যর্থক। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা রক্। সৃপ্রো দানুর্দানং যস্য—এই বাক্যে বহুব্রীহি-সমাসে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর॥ (১ম—৯৬সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (১০৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ • §:——

এই ঋকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমস্যা-মূলক বাক্যাংশ—'বিশঃ আরীঃ।' সুতরাং ঐ পদদ্বয়ের অর্থ-উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে নানা প্রকার বিচার-বিতর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার 'বিশঃ' পদকে সম্বোধনের বহু বচনের পদ-মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। তদনুসারে ঐ পদের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে মনুষ্যগণ!' তাঁহার মতে 'আরীঃ' পদে 'প্রভু অগ্নির অভিমুখে গমনশীল' অর্থ হয়। তদনুসারে 'বিশঃ আরীঃ' পদদ্বয় হইতে ভাব দাঁড়াইয়াছে—'হে মনুষ্যগণ! অগ্নির অভিমুখে গমনশীল হইয়া'। ভাষ্যের অনুসারী অনুবাদ সমূহ ঐ অর্থেরই পোষক হইয়া আছে।

ভাষ্যানুসারী একটী বঙ্গানুবাদ এইরূপ প্রচলিত আছে। যথা,—

"হে মনুষ্যগণ! স্বামী (অগ্নির) নিকট যাইয়া সকলে তাঁহার স্তুতি কর; (তিনি দেবগণের) মধ্যে মুখ্য যজ্ঞের সাধনকর্ত্তা, (হব্য দ্বারা) আহূত এবং স্তোত্র দ্বারা তুষ্ট হয়েন; তিনি অন্নের পুত্র প্রজাদিগের ভরণকারী এবং দানশীল। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে দূতরূপে নিযুক্ত করিয়াছেন।"

কিন্তু পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের অনুবাদে আর এক প্রকার ভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা 'আরীঃ' পদে প্রাচীন আর্য্য-জাতির সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে, কাহারও বা মতে, 'বিশঃ আরীঃ' দুইটী পদই এক যোগে সম্বোধনের বহুবচনের পদ; কাহারও বা মতে, ঐ দুইটী পদ প্রথমার বহুবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। * এইরূপ 'ভরতং' পদ-সম্বন্ধেও

---

* গ্রিফিথ্স্ সাহেব প্রথমোক্ত মতের পোষক। তিনি মন্ত্রের প্রথম চরণটীর অনুবাদ এইরূপ করিয়া গিয়াছেন,—

"Praise him, ye Aryan folk, as chief performer of sacrifice adored and ever toiling, &c.

কিন্তু ঐ প্রথম চরণই ওল্ডেনবর্গের অনুবাদে এইরূপ প্রকাশ পাইয়াছে,—

"The Aryan class magnified him as the first performer of sacrifices as receiving offers, as striving forward, &c.'

যাহা হউক, 'আরীঃ' পদ যে আর্য্যগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত, ইহাই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন।

মতান্তর দেখা যায়। অগ্নি ভারতের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া 'ভরত' নামে অভিহিত হয়েন, ইহাও আবার কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত। * কিন্তু তদ্দ্বারা যে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। টীকাকারদের মতঃকি এই,—ভারতবাসীই প্রথমে অগ্নির ব্যবহারের বিষয় আবিষ্কার করেন? অথবা, জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি প্রথমে ভারতবর্ষেই হইয়াছিল— তাঁহাদিগের ব্যাখ্যা হইতে ইহাই আমরা সিদ্ধান্ত করিব?

যাহা হউক, আমরা বলি, মন্ত্রটী মনুষ্যগণকে বা আর্য্যজাতিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চারিত হয় নাই; মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধন মূলক। প্রার্থনাকারী সাধক এই মন্ত্রে আপনার চিত্তবৃত্তিসমূহকে আহ্বান করিয়া জ্ঞানানুসারী হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তার পর, 'বিশঃ আরীঃ' পদদ্বয়ের ভাব আমরা 'সর্ব্বথা বিচঞ্চল' বলিয়া নির্দ্দেশ করি। আমাদিগের চিত্তবৃত্তিসমূহ যে সর্ব্বথা বিচঞ্চল, ঐ পদে তাহাই বলা হইয়াছে। সে পক্ষে 'বিশঃ' পদটীকে প্রথমার বহুবচনান্ত মনে না করিয়া আমরা পঞ্চমীর একবচনের পদ বলিয়া মনে করি। তাহাতে অর্থ হয়—'বিশঃ' বিশ হইতে 'আরীঃ' গতিশীল। বিশ-শব্দের এক অর্থ ব্যাপক। জ্ঞান-রূপে ভগবান্ যে বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এখানে বিশ-শব্দের তাহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে, তাঁহা হইতে যাহা 'আরীঃ' গমনশীল চঞ্চল, 'বিশঃ আরীঃ' পদদ্বয়ে তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। তদর্থে এখানকার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া আমাদিগের চিত্ত স্বতঃই অন্যপথে প্রধাবিত হইয়া থাকে। সেই চিত্তকে কেন্দ্রীভূত-লক্ষ্য-বিশিষ্ট করার জন্যই এখানে সাধকের সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে।

অন্যান্য অংশের অর্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞান-পক্ষে সেই বিশেষণগুলি যে যথা প্রযুক্ত, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে নাই। 'ভরতং' প্রভৃতি পদে আমরা ভাবেরই

---

* এ সম্বন্ধে ওল্ডেনবর্গের টিপ্পনী; যথা.—"Agni seems to be called Bharat as belonging to the people of Bharats. Comp. H. O., 'Buddha, seine Leben, seine Lehre, seine Gemeinde.' More usually Agni is designated as Bharata."

অনুসরণ করিয়াছি। ঊর্জ্জঃ পুত্রং' সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রের "সহসা জায়মানঃ" পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবনেই তাহা বোধগম্য হইবে। "দেবাঃ অগ্নিং" বাক্যাংশের ব্যাখ্যা এই সূক্তের প্রথম ঋকেই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—৯৬সূ—৩ঋ)॥

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষন্নবতিতমং সূক্তং।। চতুর্থী ঋক্।)

স মাতরিশ্বা পুরুবারপুষ্টির্ব্বিদদ্গাতুং

তনয়ায় স্বর্ব্বিৎ।

বিশাং গোপা জনিতা রোদস্যোর্দ্দেবা

অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। মাতরিশ্বা। পুরুবারঽপুষ্টিঃ। বিদৎ। গাতুং।

তনয়ায়। স্বঃঽবিৎ।

বিশাং। গোপাঃ। জনিতা। রোদস্যোঃ। দেবাঃ।

অগ্নিং। ধারয়ন্। দ্রবিণঃঽদাং ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুবারপুষ্টিঃ' (সর্বৈঃ বরণীয়াং পুষ্টিং প্রদাতা, সর্ব্বথা শ্রীবৃদ্ধিসাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'সর্ব্বিৎ' (স্বর্গস্য লম্ভয়িতা প্রাপয়িতা) 'বিশাং গোপা' (সর্ব্বেষাং লোকানাং রক্ষকঃ) 'রোদস্যোঃ জনিতা' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ উৎপাদয়িতা, কর্ম্মানুসারেণ প্রাণিভ্যঃ দ্যুলোক-ভূলোক-বিধায়কঃ ইতি ভাবঃ) 'সঃ' (প্রখ্যাতঃ, লোকহিতসাধকঃ) 'মাতরিশ্বা' (সর্ব্বজ্ঞানাধারঃ, আদিজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'তনয়ায়' (অস্মৈ পুত্রায়, মহ্যং বংশপরম্পরায়ৈ ইত্যর্থঃ) 'গাতুং' (গমনমার্গং, সৎকর্ম্মণঃ পন্থানং ইত্যর্থঃ) 'বিদৎ' (লম্ভয়তু, প্রদর্শয়তু ইত্যর্থঃ); জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া অহং সৎপথে সৎকর্ম্মণি নিয়োজিত ভবেম—ইতি ভাবঃ; 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণাঃ, দেবভাবাঃ) 'দ্রবিণোদাং' (পরমধনপ্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি পোষয়ন্তি); দেবভাবপ্রভাবেণ হৃদি জ্ঞানং সর্ব্বতোভাবেন অবিচলিতং তিষ্ঠতি—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। (১ম—৯৬সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সকলের বরণীয় পুষ্টি-প্রদাতা অর্থাৎ সর্ব্বথা শ্রীবৃদ্ধি-সাধক, স্বর্গের প্রাপয়িতা, সকল লোকের রক্ষক, দ্যাবাপৃথিবীর উৎপাদয়িতা অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে প্রাণিগণের জন্য দ্যুলোকের ও ভূলোকের বিধায়ক, প্রখ্যাত লোকহিতসাধক, সেই সকল জ্ঞানের আধার (আদি-জ্ঞান), এই তনয়কে অর্থাৎ আমাকে বংশপরম্পরায় গমন-মার্গ অর্থাৎ সৎকর্ম্মের পথ প্রাপ্ত করুন—দেখাইয়া দিউন; (ভাব এই যে, জ্ঞানদেবতার কৃপায় আমি যেন সৎপথে সৎকর্ম্মে নিয়োজিত থাকি); দীপ্তিদানাদিগুণ-সমূহ (দেবভাবসকল) পরমধন-প্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) ধারণ করিয়া আছেন—পোষণ করিয়া থাকেন; (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—দেবভাবসমূহের প্রভাবে জ্ঞানদেবতা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ে অবিচলিত অবস্থিতি করেন।)॥ (১ম—৯৬সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সোঽস্মিত্তনয়ায়াস্মদীয়ায় পুত্রায় গাতুমনুষ্ঠানমার্গং বিদৎ। লম্ভয়তু। কীদৃশঃ। মাতরিশ্বা। মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মাতর্যন্তরিক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ। পুরুবারপুষ্টিঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' সেই অগ্নি 'তনয়ায়' আমাদিগের পুত্রের জন্য 'গাতুং' অনুষ্ঠান-মার্গকে 'বিদৎ' লাভ করাইয়া দিউন। কীদৃশ (অগ্নি)? 'মাতরিশ্বা' মাতাতে সকলের নির্ম্মাতা

পুরুভিঃ বহুভির্ধারা বরণীয়া পুষ্টিরভিবৃদ্ধির্যস্য স তথোক্তঃ। স্বর্বিৎ স্বঃ স্বর্গস্য যাগদ্বারেণ লম্ভয়িতা। বিশাং সর্ব্বাসাং প্রজানাং গোপা গোপায়িতা রক্ষিতা। রোদস্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোর্জনিতা জনয়িতোৎপাদয়িতা। দেবা ইত্যাদি গতং॥

মাতরিশ্বা। শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদৌ মাতৃশব্দোপপদাৎ শ্বস প্রাণন ইত্যস্মাৎ কনিন্-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। বিদৎ। বিদ্লৃ লাভে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাচ্ছান্দসো লুঙ্। লৃদিত্বাৎ চ্লেরঙাদেশঃ। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। জনিতা। জনিতা মন্ত্রে। পা০ ৬।৪।৫৩। ইতি তৃচি ণিলোপো নিপাত্যতে॥ (১ম—৯৬সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (১০৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

- ——• × •——-

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'তনয়ং' পদ উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভাবের দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তার পর 'বিদৎ' ক্রিয়ার প্রতিবাক্য উপলক্ষেও মন্ত্রে ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপ 'মাতরিশ্বা' পদ উপলক্ষেও ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। ঐ তিনটী পদের অর্থ বিভিন্নতা উপলক্ষে মন্ত্রটী কোন্ দৃষ্টিতে কিরূপ ভাবের প্রকাশক হইয়াছে, তাহার প্রদর্শন জন্য নিম্নে দুই প্রকারের দুইটী (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী) প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাবা-পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখাইয়া দিন।" ইত্যাদি।

(2) "He, Matarisvan, the lord of bountiful prosperity, has found a path for (his ? offspring, he who has found the sun, the shepherd of the clans, the begetter of the two worlds."

অন্তরিক্ষে 'শ্বসন' বর্ত্তমান 'পুরুবারপুষ্টিঃ' পুরুগণের বহুগণের বার বরণীয় পুষ্টির অভিবৃদ্ধি যাহার তথাকথিত তিনি 'স্বর্ব্বিৎ' স্বরের স্বর্গের যাগদ্বারের দ্বারা লম্ভয়িতা 'বিশাং' সকল প্রজাসমূহের 'গোপাঃ' গোপায়িতা রক্ষিতা 'রোদস্যোঃ' দ্যাবাপৃথিবীর জনিতা উৎপাদয়িতা। 'দেবাঃ' ইত্যাদি অংশ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মাতরিশ্বা। 'শ্বন্নুক্ষন্' ইত্যাদিতে মাতৃ-শব্দ উপপদ-হেতু শ্বস ধাতু প্রাণন অর্থ-নিবন্ধন কনিন্-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনসিদ্ধ। বিদৎ। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। উহাতে অন্তর্ভাবিত ণার্থ হেতু ছান্দসে লুঙ্। লৃদিত্ব-হেতু চ্লেরঙ্ আদেশ। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। জনিতা। 'জনিতা মন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪।৫৩) তৃচে ণি-লোপ নিপাতনে সিদ্ধ। (১ম - ৯৬সূ - ৪ঋ)॥

উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটী অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুসারী। উহাতে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে (সংশয়ের চিহ্ন সহ) মাতরিশ্বা যেন তাঁহার সন্তান-সন্ততির জন্য পথ দেখিতে পাইয়াছেন—এইরূপ ভাব পরিব্যক্ত। তার পর মন্ত্রে আছে "স্বর্বিদং বিশাং গোপাঃ"। ইংরাজী ব্যাখ্যায় তাহা হইতে সূর্য্যকে সেই দলের 'মেষ-পালক' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। একদিকে 'জনিতা রোদস্যোঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে 'সূর্য্য দুই পৃথিবীর জনয়িতা' বলিয়াও বিঘোষিত হইয়াছেন; অন্যদিকে তিনি আবার 'মেষপালক' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই প্রকার ব্যাখ্যা পাঠ করিলে বৈদেশিকগণ, বৈদেশিকগণই বা বলি কেন—দেশেরও ধুরন্ধরগণ, বেদকে যে অসভ্য সমাজের বিচ্ছিন্ন অর্দ্ধস্ফুট বাক্য বলিয়া অথবা 'কৃষকের গান' বলিয়া মনে করিবেন,—তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

যাহা হউক, অতঃপর আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এ পক্ষে 'মাতরিশ্বা' এবং 'তনয়ং' এই দুইটী পদের মর্ম্মার্থ অনুধাবন করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসে। ঐ দুই পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা নানা স্থানে আলোচনা করিয়াছি। যে খানেই 'মাতরিশ্বা' পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইখানেই ঐ পদে আদি-জ্ঞানকে বা জ্ঞানাধারকে লক্ষ্য করা গিয়াছে। আর সেই অর্থেই সর্ব্বত্র সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। এইরূপ, 'তনয়' বা তদর্থ-জ্ঞাপক 'তোকং' প্রভৃতি পদ যেখানে দেখিয়াছি, সেখানেই প্রার্থনাকারীর আপনার ও তাহার বংশ-পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য দেখা গিয়াছে। নিজকে এবং বংশ-পরম্পরা সকলকেই ভগবানের বা দেবতার তনয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। জগদীশ্বরকে এবং দেবদেবীগণকে আমরা পুরুষানুক্রমে পিতামাতা বলিয়া আহ্বান করিয়া আসিতেছি। পিতা পিতামহ পুত্র পৌত্র—কে না দেব-দেবীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া পিতৃমাতৃ-সম্বোধনে তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন ? এখানে সেই দৃষ্টিতেই 'তনয়ং' পদের সার্থকতা দেখি। এইরূপে 'মাতরিশ্বা' ও 'তনয়ং পদ-দ্বয়ের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে আর কোনই অন্তরায় উপস্থিত হয় না। তখন এক একটী বিশেষণের ভাব জলবৎ তরল সরল হইয়া আসে।

এই মন্ত্রের আর একটী সমস্যামূলক বাক্যাংশ—'রোদস্যোঃ জনিত্রা'। এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের অন্তর্গত "ইমাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ" বাক্যাংশ সম্বন্ধে যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছি, এখানেও সেই ভাবেরই আভাস দেখা যায়। জ্ঞানদেবতাই যে সৃষ্টিমূলে বিদ্যমান, জ্ঞান-দেবতাই যে সৃষ্টির সহিত ওতঃপ্রোতঃ সম্বন্ধিত, একটু অভিনিবেশের দ্বারাই তাহা অধিগত হয়। যিনি আদিজ্ঞান, সকলই যে তাঁহা হইতে উৎপন্ন, ইহার কি আর বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়? এই সকল বিষয় আলোচনায় বুঝিতে পারি,—এই মন্ত্রে সাধক আপনাকে সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, আপনি জ্ঞানানুসারী হইতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন। (ম—৯৬সূ—৭ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষণ্নবতিতমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

নক্তোষাসা বর্ণমামেম্যানে ধাপয়েতে

শিশুমেকং সমীচী।

দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তর্ব্বিভাতি দেবা

অগ্নিং ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নক্তোষাসা। বর্ণং। আমেম্যানে। ইত্যাহমেম্যানে। ধাপয়েতে ইতি।

শিশুং। একং। সমীচী ইতি সংইচী।

দ্যাবাক্ষামা। রুক্মঃ। অন্তঃ। বি। ভাতি। দেবাঃ।

অগ্নিং। ধারয়ন্। দ্রবিণঃদাং।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'নক্তোষসা' (রাত্রিরহশ্চ, অহোরাত্রিরূপং ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞানং ইতি ভাবঃ) 'বর্ণং আমেম্যানে' (পরস্পরবিপরীতপ্রকৃতিবিশিষ্টে সত্যৌ, বিভিন্নভাবেন ক্রিয়াপরং সৎ অপি ইত্যর্থঃ) 'সমীচী' (সংশ্লিষ্টে, সমলক্ষ্যযুক্তং ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'একং' (একপ্রাণং, একাত্মানু-রাগিণং) 'শিশুং' (শিশুবং আশ্রয়ার্থিনং একান্তেন নির্ভরপরায়ণং ইত্যর্থঃ জনং) 'ধাপয়েতে' (পোষয়েতে, পালয়ন্তি ইত্যর্থঃ) ; অয়ং তাৎপর্য্যঃ ব্যক্তা অব্যক্তা চ বিবিধভাবেন জ্ঞানস্য ক্রিয়া সম্পাদিতা সতী অপি তয়োঃ কার্য্যকারিতা অভিন্না,—জ্ঞানস্য অনয়োঃ দ্বয়োঃ অবস্থয়োঃ এব অনুসারী জনঃ পরমং মঙ্গলং লভতে । 'রুক্মঃ' (রোচমানঃ, স্বপ্রকাশঃ সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'দ্যাবাক্ষামা' (দ্যাবাপৃথিব্যোঃ) 'অন্তঃ' (মধ্যে) 'বিভাতি' (বিশেষেণ প্রকাশতে) ; দৃষ্টাদৃষ্টবিবিধভাবেন জ্ঞানস্য ক্রিয়া সর্ব্বত্র অব্যাহতা অস্তি—ইতি ভাবঃ । 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণাঃ, দেবভাবাঃ) 'দ্রবিণোদাং' (পরমধনপ্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি) ; দেবভাবপ্রভাবৈঃ জ্ঞানং হৃদি সর্ব্বথা অবিচলিতং তিষ্ঠতি—ইতি ভাবঃ । (১ম—৯৬সূ—৫ঋ) ॥

. . .

বঙ্গানুবাদ ।

রাত্রি ও দিবস অর্থাৎ অহোরাত্রি-রূপ ব্যক্তাব্যক্ত জ্ঞান, পরস্পর বিপরীত প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও, বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াপর থাকিয়াও, সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ সমান লক্ষ্যযুক্ত হইয়া, এক-প্রাণ একাত্মানুরাগী শিশুকে অর্থাৎ শিশুবৎ আশ্রয়ার্থী একান্তে নির্ভরপরায়ণ জনকে, পোষণ করেন—পালন করেন ; (তাৎপর্য্য এই যে,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুই ভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও, তাহাদের উভয়ের কার্য্যকারিতা অভিন্ন,—জ্ঞানের এই দুই অবস্থারই অনুসারী জন পরম মঙ্গল লাভ করেন) । রোচমান স্বপ্রকাশ সেই জ্ঞানদেবতা দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিশেষ প্রকারেই বিভাত আছেন ; (ভাব এই যে, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট দুই ভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সর্ব্বত্র অব্যাহত রহিয়াছে) । দীপ্তিদানাদিগুণসমূহ (দেবভাবনিবহ) পরমধন প্রদাতা জ্ঞানাগ্নিকে ধারণ করিয়া আছেন—পোষণ করিতেছেন ; (তাৎপর্য্য এই যে,—দেবভাবসমূহের প্রভাবেই জ্ঞানদেবতা সর্ব্বথা অবিচলিতভাবে হৃদয়ে অবস্থিতি করেন ।) ॥ (১ম—৯৬সূ—৫ঋ) ॥

. . .

সায়ণ-ভাষ্যং।

নক্তোষাসা রাত্রিরহশ্চ বর্ণং স্বকীয়ং স্বরূপমামেম্যানে পরস্পরং পুনঃপুনর্হিংসত্যৌ সমীচী সঙ্গতে সংশ্লিষ্টে। এবম্ভূতে অহোরাত্রিযামে একং শিশুমহ্নঃপুত্রমগ্নিং ধাপয়েতে। হবীংষি পায়য়েতে। রুক্মো রোচমানঃ সোঽগ্নির্দ্যাবাক্ষামা দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তর্মধ্যে বিভাতি। বিশেষেণ প্রকাশতে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

নক্তোষাসা। নক্তেতি রাত্রিনাম। নক্তোষাশ্চ নক্তোষসা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। অন্যেষামপীতি সাংহিতিকমুপধাদীর্ঘত্বম্। দেবতা দ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। আমেম্যানে। মীঙ্ হিংসায়াং। অস্মাদ্যঙ্লুগন্তাদ্ব্যত্যয়েন শানচ্। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। এরনেকাচ ইতি যণ্। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধাপয়েতে। ধেট্ পানে। অস্মাণ্ণ্যন্তান্নিগরণচলনেতি প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্য পাদিষু ধেট উপসংখ্যানমিতি বচনাৎ ন পাদম্যাঙ্ যম। পা০ ১।৩।৮৯। ইতি প্রতিষেধঃ। অদুপদেশাৎ লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ণিচ এব স্বরঃ শিষ্যতে। পাদাদিত্বান্নিঘাতাভাবঃ। সমীচী। সংপূর্ব্বাদঞ্চতেঃ ঋত্বিগিত্যাদিনা কিন্। অনিদিতামিতি ন লোপঃ। সমঃ সমীতি সম্যাদেশঃ। অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানমিতি ঙীপ্। অচ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নক্তোষসা' রাত্রি ও দিবস 'বর্ণং' আপনার রূপকে 'আমেম্যানে' পরস্পর পুনঃপুনঃ হিংসা করিয়া 'সমীচী' সঙ্গত সংশ্লিষ্ট। এবম্ভূত অহোরাত্রি উভয়ে এক শিশুকে অহের পুত্র অগ্নিকে 'ধাপয়েতে' হবিঃসমূহকে পান করায়; 'রুক্মঃ' রোচমান সেই অগ্নি 'দ্যাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিবীর 'অন্তঃ' মধ্যে 'বিভাতি' বিশেষ প্রকারে প্রকাশিত হয়েন। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ॥

নক্তোষসা। নক্ত এই পদ রাত্রিনামবাচক। নক্তা ও উষা এই বাক্যে নক্তোষসা পদ হয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। 'অন্যেষামপি' ইত্যাদি সূত্রে সাংহিতিক উপধার দীর্ঘত্ব। 'দেবতা দ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বোত্তর পদদ্বয়ের যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্ব। আমেম্যানে। মীঙ্ ধাতুতে হিংসা অর্থ বুঝায়। তাহাতে যঙ্লুগন্ত-হেতু ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্। 'অদাদিবচ্চ' ইত্যাদি বচন-হেতু শপের লোপ। 'এরনেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে যণ্। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। ধাপয়েতে। ধেট্ ধাতু পানার্থক। তাহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'নিগরণ-চলন' ইত্যাদি সূত্র-প্রাপ্ত পরস্মৈপদের 'পাদিষু ধেট উপসংখ্যানং' ইত্যাদি বচন-হেতু 'ন পাদম্যাঙ্ যম' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ১।৩।৮৯) প্রতিষেধ। অদুপদেশ হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ণিচ-এরই স্বর অবশিষ্ট আছে। পাদাদিত্ব-হেতু নিঘাতের অভাব। সমীচী। সম্পূর্ব্ব হেতু 'অঞ্চতি'র (অঞ্চ ধাতুর) 'ঋত্বিক্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কিন্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। 'সমঃ সমি' ইত্যাদি সূত্রে সম্যাদেশ। 'অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং' ইত্যাদি নিয়মে ঙীপ্। 'অচঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ।

ইত্যাকারলোপঃ। চাবিতি দীর্ঘত্বম্। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ ঙীপ উদাত্তত্বম্। পদকারস্ত স্বরমতিপ্রায়ঃ। উদ ঈদিতি বিধীয়মানমীবং সম উত্তরস্যাপাকত্বেণাত্যয়েন ভবতীতি। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বম্। স্যাবাক্ষামা দিবো স্যাবেতি স্যাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা ডাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বম্। (১ম ৯৬সূ ৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে তৃতীয়ো বর্গঃ ॥ ১।৭।৩ ॥

• • •

পঞ্চম (১০৬০) ঋকের বিশদার্থ।

— :x • x: —

এই ঋকের প্রথম চরণটী বিশেষরূপ জটিলতা-পূর্ণ। সুতরাং এই চরণের অর্থ নিষ্কাশনে নানা প্রকার কল্পনা-জল্পনার সমাবেশ দেখা যায়। অপিচ, এক চরণের যে ব্যাখ্যাই যিনি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাতেই টীকা-টিপ্পনী আবশ্যক হইয়াছে।

মূলে আছে—'নক্তোষাসা' পদ। তাহাতে সকল ব্যাখ্যাকারই রাত্রির ও উষার সম্বন্ধ দেখিয়াছেন। ঐ পদে দিবস ও রাত্রি অর্থই অধ্যাহৃত আছে। তার পর দেখি—'বর্ণং আমেম্যানে' পদদ্বয়। উহার অর্থ—একে অন্যের বর্ণকে বা রূপকে হিংসা করেন। এইরূপ 'নক্তোষাসা বর্ণং আমেম্যানে' পদ-ত্রিতয়ের ভাব দাঁড়াইয়াছে—'রাত্রি ও ও উষা পরস্পরের রূপকে হিংসা করেন।' কিন্তু সে কিরূপ, কেহই তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই ঐ 'নক্তোষাসা' পদের আর একটী নির্দ্দেশক পদ আছে—'সমীচী'। তাহার প্রচলিত অর্থ—সঙ্গত হইয়া মিলিত হইয়া। অবশেষে বলা হইয়াছে—তাঁহারা কি করেন। 'একং শিশুং নাপয়েতে' বাক্যাংশে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে

'চৌ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। উদাত্তানিবৃত্তি স্বরের দ্বারা ঙীপ উদাত্ত। পদকারের কিন্তু এইরূপ অভিপ্রায়। 'উদ ঈৎ' ইত্যাদি সূত্রে বিধীয়মান ঈৎের সম উত্তরেরও অকাতর ব্যত্যয়ের দ্বারা সাধিত হয়-ইত্যাদি। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্ব-সবর্ণের দীর্ঘত্ব। স্যাবাক্ষামা। 'দিবো স্যাব' ইত্যাদি সূত্রে স্যাদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীতে ডা-আদেশ। 'দেবতা দ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বোত্তর পদদ্বয়ের যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম-৯৬সূ ৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের তৃতীয় বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৭।৩ ॥

• • •

একটী শিশুকে পান করান। কি পান করান? তদুপলক্ষে হবিরাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। এই প্রকারে এই মন্ত্রাংশের যে অর্থ এখন প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

(১) "রাত্রি ও দিবস পরস্পরের বর্ণ পরস্পরে পুনঃ পুনঃ বিনাশ করিয়াও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টিদান করে।

(2) "Night and Dawn, who constantly dostroy each others appearenee, suckle one young calf unitedly."

ভাষ্যের ভাব বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি 'একং শিশুং' পদদ্বয়ে 'অহ্নের পুত্র অগ্নি' অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য এই যে, যজ্ঞাগ্নি যে রাত্রিতে ও দিবসে উভয় কালেই প্রজ্বালিত থাকে, হবিরাদি প্রাপ্ত হয়—এই ভাবই এখানে ব্যক্ত আছে। সাধারণ অগ্নি-পক্ষে অর্থ নিষ্পন্ন করিতে গেলে, ঐ ভাব পরিগ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এখন, আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু পরিচয় দেওয়া যাউক। 'নক্তোষসা' পদ পূর্ব্বেও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেখানেও ঐ পদে যে অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি, এখানেও আমরা সেই অর্থই সমীচীন বলিয়া বুঝিতেছি। প্রকাশ ও অপ্রকাশ, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, দুই ভাবে এ সংসারে জ্ঞানের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। রাত্রির ও উষার উপমায় রূপকে এখানে জ্ঞানের সেই দুই মূর্ত্তির বিষয় প্রখ্যাত রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। 'বর্ণং আমেম্যানে' পদদ্বয়ে, ব্যক্ত ও অব্যক্ত—প্রকাশ ও অপ্রকাশ—জ্ঞানের এই যে দুই রূপ, তাহাদিগের সেই বিভিন্নতার বিষয় সংসূচিত হইয়াছে, তাহারা যে দুই দিকে দুই ভিন্ন গতিতে ক্রিয়াশীল, এখানে তাহাই দ্যোতিত দেখি। তার পর আছে—'সমীচী' পদ। ঐ পদের তাৎপর্য্য এই যে, ব্যক্তাব্যক্তভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া বিভিন্ন পথে সাধিত হইলেও, উহার লক্ষ্য কিন্তু অভিন্ন ফল উভয়ত্রই সমান। এখন দেখুন—'একং শিশুং' পদদ্বয়ে কি ভাব প্রাপ্ত হই। আমরা বলি, ঐ দুই পদে শিশুর ন্যায় একান্তানুরাগী জ্ঞানপিপাসু জনকে লক্ষ্য করিতেছে। যিনি একান্ত জ্ঞানানুসন্ধায়ী, যিনি সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া আছেন, ঐ দুই পদ সেইরূপ সাধকেরই নির্দ্দেশক। এইরূপে রূপক ভাঙ্গিয়া, জটিল ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ আমরা নির্দ্দেশ করি,—ব্যক্ত ও অব্যক্ত দুইভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পাদিত হইলেও, তাহার কার্য্যকারিতার ভিন্নতা

নাই; জ্ঞানের কার্য্য সর্ব্বত্রই সমফলপ্রদ; জ্ঞানের অনুসারী জন জ্ঞানের ব্যক্তাব্যক্ত দুই অবস্থাতেই শুভফল লাভ করিয়া থাকেন। *

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দুইটী অংশ পরিদৃষ্ট হয়। উহার দ্বিতীয় অংশের, "দেবাঃ অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং" বাক্যাংশের ভাব পূর্ব্বেই (এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রেই) প্রকাশ করিয়াছি। তবে দ্বিতীয় চরণটীর অন্তর্গত "রুক্মঃ" পদে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'সুবর্ণ' প্রতিশাকা গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে "দ্যাবাক্ষামা রুক্মো অন্তঃ বিভাতি" বাক্যাংশে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'একখণ্ড স্বর্ণ স্বর্গের ও পৃথিবীর মধ্যে ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছে।' এইরূপে ঐ অংশের নিম্ন মত দুই প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে—দেখিতে পাই।

(1) "The piece of gold shines between beaven and earth."

(২ "সেই দীপ্তিমান অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করে।"

জ্বলন্ত অগ্নিকে লক্ষ্য করিয়াই যদি মন্ত্রটী প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই একখণ্ড স্বর্ণই বা কি—আর আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে অগ্নি প্রভা বিস্তার করিতেছে তাহাই বা কি? যে পথেই অগ্রসর হউন, একটা রূপক স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু জ্ঞান-পক্ষে অর্থ পরিকল্পনা করিলেই সুসঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎপক্ষেই রূপক ভাঙ্গিয়া, আমরা ভাব পরিগ্রহণ করি এই যে, এখানকার অর্থ এই বলিয়া নির্দ্দেশ করি যে, এখানে বলা হইয়াছে, 'জ্ঞানের বিভা দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ত্র আলোকিত করিয়া আছে; দৃষ্টাদৃষ্ট দুই ভাবে জ্ঞানের ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমভাবে সম্পন্ন হইতেছে; জ্ঞানানুসারী জন তাহা স্বতঃই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।' (১ম—৯৬সূ—৫ম)॥

---

* পূর্ব্ব ঋকের 'মাতরিশ্বা' পদ উপলক্ষে ৬০ম সূক্তের প্রথম মন্ত্রের পাদ-টীকায় ও ব্যাখ্যায় এবং এই ঋকের 'সক্তোষসা' পদ উপলক্ষে ১৩শ সূক্তের সপ্তম ঋকের ব্যাখ্যায় আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, এক্ষেত্রেও তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কেহ কেহ আবার 'মাতরিশ্বা' পদে পৃথিবীতে 'প্রথম অগ্নির আনয়নকর্ত্তা' অর্থ পরিকল্পনা করেন। সে মতে যে ব্যক্তিবিশেষ অগ্নিকে পৃথিবীতে আনয়ন করেন, তাঁহারই কথা এখানে লিখিত আছে সিদ্ধান্তিত হয়।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষণ্ণবতিতমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

রায়ো বুধ্নঃ সঙ্গমনো বসূনাং যজ্ঞস্য

কেতুর্মন্মসাধনো বেঃ।

অমৃতত্বং রক্ষমাণাস এনং দেবা অগ্নিং

ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

রায়ঃ। বুধ্নঃ। সম্‌ঽগমনঃ। বসূনাং। যজ্ঞস্য।

কেতুঃ। মন্মঽসাধনঃ। বেরিতি বেঃ।

অমৃতঽত্বং। রক্ষমাণাসঃ। এনং। দেবাঃ। অগ্নিং।

ধারয়ন্। দ্রবিণঃঽদাং ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

সঃ অগ্নিদেবঃ 'রায়ঃ' (পরমধনস্য) 'বুধ্নঃ' (মূলভূতঃ মূলস্বরূপঃ বা) ভবতি ইতি শেষঃ ; সঃ দেবঃ এব 'বসূনাং' (আশ্রয়স্থানানাং, ধর্মার্থকামমোক্ষরূপাণাং চতুর্ব্বর্গাণাং) 'সঙ্গমনঃ' (দাতা, প্রাপয়িতা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; সঃ দেবঃ এব 'যজ্ঞস্য' (সৎকর্মণঃ) 'কেতুঃ' (প্রজ্ঞাপকঃ নির্দ্দেশকঃ বা) ভবতি ইতি শেষঃ ; সঃ দেবঃ এব 'বেঃ' (আত্মানমভিগচ্ছতঃ পুরুষস্য, ভগবন্তং প্রাপ্তুমভিলাষিণঃ জনস্য ইত্যর্থঃ) 'মন্মসাধনঃ' (অভীষ্টসাধকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ। 'অমৃতত্বং রক্ষমাণাসঃ' (অমরত্বং বিধারকাঃ) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণাঃ,

দেবতাবাঃ) 'এনং' (শ্রেষ্ঠং, হিতসাধকং) 'দ্রবিণোদাং' (পরমধনপ্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং, জ্ঞানদেবং) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি)। জ্ঞানং হি সর্ব্বমঙ্গলবিধায়কং, দেবভাবেন তৎ জ্ঞানং অধিগম্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৬সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই জ্ঞানদেবতা পরম ধনের মূলভূত বা মূলস্বরূপ হয়েন; সেই দেবতাই আশ্রয়স্থানসমূহের দাতা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের প্রাপয়িতা হয়েন; সেই দেবতাই আত্মার প্রতি গমনশীল পুরুষের অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির অভিলাষী জনের অভীষ্টসাধক হয়েন। অমরত্ব-বিধায়ক দেবগণ (দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহ বা দেবভাবনিবহ) এই হিতসাধক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) ধারণ করেন—পোষণ করেন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানই সকল মঙ্গলের বিধায়ক, দেবভাবের দ্বারা সেই জ্ঞান অধিগত হয়।)॥ (১ম—৯৬সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যোঽগ্নিঃ রায়ো ধনস্য বুধ্নো মূলভূতঃ। আহুতিদ্বারা সর্ব্বেষাং ধনানাং কারণত্বাৎ। বসূনাং নিবাসহেতুনাং ধনানাং সঙ্গমনঃ সঙ্গময়িতা। স্তোতৄণাং প্রাপয়িতা। যজ্ঞস্য দর্শপূর্ণমাসাদেঃ কেতুঃ কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা। যেয়াত্মানমভিগচ্ছতঃ পুরুষস্য মন্মসাধনো মননীয়স্যাভিলষিতস্য সাধয়িতা। অমৃতত্বং স্বকীয়ামরণত্বং রক্ষমাণাসঃ পালয়ন্তো দেবা এনং ধনস্য দাতারমগ্নিং ধারয়ন্তি।

রায়ঃ। ঊর্ড্দমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। সঙ্গমনঃ। নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ। বেঃ। বী গত্যাদিষু। অস্মাদৌণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। টিলোপশ্চ॥ (১ম—৯৬সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যে অগ্নি 'রায়ঃ' ধনের 'বুধ্নঃ' মূলভূত। আহুতি দ্বারা সকল ধনসমূহের কারণ-হেতু। 'বসূনাং' নিবাস-হেতু ধনসমূহের 'সঙ্গমনঃ' সঙ্গময়িতা স্তোতৃগণের প্রাপয়িতা 'যজ্ঞস্য' দর্শপূর্ণমাসাদির 'কেতুঃ' কেতয়িতা জ্ঞাপয়িতা। 'বেঃ' আত্মার প্রতি গমনশীল পুরুষের 'মন্মসাধনঃ' মননীয়ের অভিলষিতের সাধয়িতা। 'অমৃতত্বং' স্বকীয় অমরণত্ব 'রক্ষমাণাসঃ' পালনকারী দেবগণ 'এনং' ধনের দাতা অগ্নিকে ধারণ করেন।

রায়ঃ। 'ঊর্ড্দং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। সঙ্গমনঃ। নন্দ্যাদিলক্ষণ ল্যুঃ। বেঃ। বী-ধাতু গত্যাদি বুঝায়। উহাতে ঔণাদিক ই-প্রত্যয় এবং টি-লোপ॥ (১ম—৯৬সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (১০৬১) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাদিতে 'ধ্রুবার' ধারা একটু পরিবর্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বের পাঁচটী মন্ত্রে "দেবাঃ অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং" বাক্যাংশেই অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। এই মন্ত্রটীতে কিন্তু তাহার সহিত 'অমৃতত্বং রক্ষমাণাসঃ' পদদ্বয় সংযুক্ত হইয়াছে। 'রক্ষমাণাসঃ' পদটীকে বহুবচনের পদ-রূপে গ্রহণ করা হয় বলিয়াই ঐ পদ 'দেবাঃ' পদের দ্যোতক হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদটীকে এক বচনের পদ বলিয়া স্বীকার করিলে, ধ্রুবার কোন-রূপ পরিবর্তন করার আবশ্যক হইত না। তাহা হইলে "অমৃতত্বং রক্ষমাণাসঃ" পদদ্বয় পূর্ব্বের সহিতই সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞানাগ্নির আর এক মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত;—জ্ঞানদেবতা যে অমরত্বের রক্ষক, তদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইত। যাহা হউক, যখন 'রক্ষমাণাসঃ' পদে বহুবচন সিদ্ধ হয়, তখন ঐ পদকে 'দেবাঃ' পদের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়াই স্বীকার করা গেল। তাহাতে দেবগণ (দীপ্তিদানাদি গুণবিশিষ্ট বা দেবভাবসমূহ) যে অমরত্ব-বিধায়ক, তাহাই প্রকাশ পাইল।

এই মন্ত্রের 'বেঃ' পদের অর্থ-বিষয়ে একটু মতান্তর দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই ঐ পদকে প্রথমার একবচনের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং তাঁহারা ঐ পদে 'পাখী' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে, 'মন্মসাধনঃ' ও 'বেঃ' এই দুইটী পদ অগ্নির দুই স্বতন্ত্র বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়াছে। * আমরা কিন্তু এ পক্ষে ভাষ্যের মতেরই অনুসরণ করি; ঐ পদকে ষষ্ঠীর পদ স্বীকার করিলেই বেশ সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার ভাব দাঁড়ায়,—'মানুষের জ্ঞান যখন আত্মার প্রতি ভগবানের প্রতি চালিত হয়, তখন সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে।' ফলতঃ, জ্ঞানই যে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গসাধনের মূল, জ্ঞানের সাহায্যেই যে ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল সুখ-সম্পৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়, মন্ত্রে তাহাই প্রখ্যাত হইয়াছে। (১ম—৯৬সূ—৬ঋ)॥

---

* ঐ দুই পদের ইংরাজী অনুবাদে ওল্ডেনবর্গ লিখিয়া গিয়াছেন,—"The fulfiller of thought, the bird." টিপ্পনীতে জানাইয়াছেন, "I prefer with Ludwig to take veh as a nominative (Comp. Lanman, Noun-Inflection, 475) instead of a genitive."

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষণ্ণবতিতমং সূক্তং।। সপ্তমী ঋক্।)

নূ চ পুরা চ সদনং রয়ীণাং জাতস্য

চ জায়মানস্য চ ক্ষাং।

সতশ্চ গোপাং ভবতশ্চ ভূরের্দ্দেবা অগ্নিং

ধারয়ন্দ্রবিণোদাং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নু। চ। পুরা। চ। সদনং। রয়ীণাং। জাতস্য।

চ। জায়মানস্য। চ। ক্ষাং।

সতঃ। চ। গোপাং। ভবতঃ। চ। ভূরেঃ। দেবাঃ। অগ্নিং।

ধারয়ন্। দ্রবিণঃদাং ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নূচ পুরা চ' (বর্ত্তমানে অতীতে চ সর্ব্বকালে ইত্যর্থঃ) 'রয়ীণাং' (ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণাং সর্ব্ববিধানাং ধনানাং) 'সদনং' (আবাসস্থানং, আশ্রয়ভূতং) 'চ' (তথা) 'জাতস্য জায়মানস্য চ' (উৎপন্নস্য উৎপদ্যমানস্য চ) 'ক্ষাং' (নিবাসয়িতারং আশ্রয়-দাতারং ইত্যর্থঃ) 'চ' (তথা) 'সতঃ' (সর্ব্বত্রবিদ্যমানস্য ভাবস্য, নিত্যস্য ইত্যর্থঃ) 'ভবতঃ চ' (সত্তাবং প্রাপ্নুবতঃ চ, যদ্বা—ভবিষ্যদ্ভাবস্য) 'ভূরেঃ' (অসংখ্যাতস্য বহুস্য) 'গোপাং' (গোপায়িতারং, রক্ষিতারং) 'দ্রবিণোদাং' (ধনদ্রব্যপ্রদাতারং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানাগ্নিং,

জ্ঞানদেবং) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণাঃ, দেবভাবাঃ) 'ধারয়ন্' (ধারয়ন্তি, পোষয়ন্তি); সর্ব্বকালে সকললোকানাং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধিকারকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গপ্রদং জ্ঞানদেবং সাধবঃ সৎকর্ম্মণা সদগুণপ্রভাবেণ বা লভন্তে—ইতি তাৎপর্য্যং। (১ম—৯৬সূ—৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বর্ত্তমানে ও অতীতে সর্ব্বকালে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ সর্ববিধ ধনের আবাসস্থান এবং উৎপন্নের ও উৎপদ্যমানের নিবাসয়িতা অর্থাৎ আশ্রয়-দাতা এবং সতের অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান স্বভাবের অর্থাৎ নিত্যের ও সদ্ভাব-প্রাপ্তের (অথবা ভবিষ্যজাতব্যের) এবং অসংখ্য অন্নের রক্ষক সকল ধনপ্রদাতা, জ্ঞানাগ্নিকে (জ্ঞানদেবতাকে) দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ অর্থাৎ দেবভাবসমূহ) ধারণ করিয়া আছেন—পোষণ করিতেছেন। (ভাব এই যে,—সর্ব্বকালে সকল লোকের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধিকারক ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গপ্রদ জ্ঞানদেবতাকে সাধুগণ সৎকর্ম্মের দ্বারা বা সদগুণ-প্রভাবে লাভ করেন।)॥ (১ম—৯৬সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

নূ চেতি নিপাতসমুদায় অদ্যেত্যস্যার্থে। নূ চিদিতি নিপাতঃ পুরাণনবয়োর্নূ চ। নি০ ৪।১৭। ইতি যাস্কঃ। নূ চাস্মিন্ কালে পুরা চ রয়ীণাং সর্ব্বেষাং ধনানাং সদনমা-বাসস্থানং জাতস্যোৎপন্নস্য কার্য্যজাতস্য জায়মানস্যোৎপদ্যমানস্য চ ক্ষাং নিবাসয়িতারং। সতশ্চ সর্ব্বত্রবিদ্যমানস্বভাবস্য নিত্যস্য চাকাশাদের্ভবতশ্চ সদ্ভাবং প্রাপ্নুবতো ভূরের-সংখ্যাতস্যান্নস্য চ ভূতজাতস্য গোপাং গোপায়িতারং রক্ষিতারং দ্রবিণোদাং ধনপ্রদং। এবংগুণবিশিষ্টমগ্নিং দেবা ধারয়ন্। হবির্ব্বোঢ়ৃত্বেন ধারয়ন্তি।

নূচ। ঋচি তুনুঘেতি দীর্ঘঃ। রয়ীণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। ক্ষাং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নূচ' নিপাতসমুদায়। অদ্য—এই অর্থে 'নূচ' ইত্যাদি নিপাত। যাস্ক নিরুক্তে (নি০ ৪।১৭০) আছে,—'পুরাণনবয়োর্নূ চ' ইত্যাদি। 'নূচ' অদ্য এই কালে 'পুরা চ' এবং পুরাকালে 'রয়ীণাং' সকল ধনসমূহের 'সদনং' আবাসস্থানকে 'চ' এবং 'জাতস্য' উৎপন্নের কার্য্যজাতের 'চ' ও 'জায়মানস্য' উৎপদ্যমানের 'ক্ষাং' নিবাসয়িতাকে 'চ' এবং 'সতঃ' সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভাবের নিত্যের আকাশাদির 'চ' ও 'ভবতঃ' সদ্ভাবকে প্রাপ্তজনের 'ভূরেঃ' অসংখ্যাত অন্নের ভূতজাতের 'গোপাং' গোপায়িতাকে রক্ষিতাকে 'দ্রবিণোদাং' ধনপ্রদকে—এইরূপ গুণবিশিষ্ট 'অগ্নিং' অগ্নিকে 'দেবাঃ' দেবগণ 'ধারয়ন' হবিঃ বহনের জন্য ধারণ করেন।

নূচ। 'ঋচি তুনু ঘ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। রয়ীণাং। 'নামন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে

ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। অস্মাণ্ণিচ্। বৃদ্ধ্যায়াদেশৌ। ণ্যন্তাৎ ক্বিপ্। ণেরনিটীতি ণিলোপঃ। বেরপৃক্তলোপাদ্বলিলোপো বলীয়ানিতি পূর্ব্বং লোপো ব্যোর্ব্বলীতি ব লোপঃ। ন চ ণিলোপস্য স্থানিবত্বং। ন পদান্তদ্বির্ব্বচনবরেয়লোপেতি প্রতিষেধাৎ। যদ্বা ক্ষৈ ক্ষয়ে। অস্মাৎ ক্বিপ্। আদেচ ইত্যাত্বং। সতঃ। অস্তেঃ শতর্য্যদাদিত্বাৎ শপো লুক্। শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—৯৬সূ—৭ঋ)॥

সপ্তম (১০৬২) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকে 'ধ্রুবার' অন্তর্গত 'দেবাঃ' পদের নূতন বিশেষণ (অমৃতত্বং রক্ষমাণাসঃ) দেখিয়াছিলাম। এ ঋকে সেই ধ্রুবার অন্তর্গত 'অগ্নিং' পদের দ্যোতক অপরাপর পদাবলি দৃষ্ট হয়। তাহাতে মন্ত্রের দুইটী চরণ একত্র গ্রথিত হইয়া মন্ত্রার্থের প্রকাশক হইয়াছে।

সেই যে 'অগ্নিং', তাহা কেমন? না—সকল কালেই "রয়ীণাং সদনং"; অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ সকল ধনের আশ্রয়-স্থল। আর কেমন? না—"জাতস্য জায়মানস্য চ ক্ষাং"; অর্থাৎ, উৎপন্ন ও উৎপাদ্যমান সকলের নিবাসয়িতা আশ্রয়প্রদাতা রক্ষাকারী। আর তিনি কেমন? না—"সতঃ চ গোপাং"; অর্থাৎ, যাহা সৎ নিত্যস্বরূপ, তাহার রক্ষক; এবং অসংখ্য যাহা উৎপন্ন হইতেছে, তাহারও রক্ষাকর্ত্তা। ভাব এই যে,—মানুষের মধ্যে যাহাতে সত্তের প্রভাব বিদ্যমান থাকে, মানুষ যাহাতে সৎ বা সত্যপর হয়, তৎপক্ষে তাঁহার প্রচেষ্টা দেখা যায়; তাঁহার সাহায্যে সকলেই সৎ হউক, নিত্যত্ব লাভ করুক, কর্ম্মফেরে জন্ম-

---

সাদের উদাত্তত্ব। ক্ষাং ক্ষি-ধাতু নিবাস ও গতি অর্থ প্রকাশ করে। তাহাতে ণিচ্। বৃদ্ধি ও আয়াদেশ। ণ্যন্ত হেতু ক্বিপ্। 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। বেঃ। 'বেরপৃক্ত' লোপ-হেতু 'বলিলোপো বলীয়ান্' ইত্যাদি নিয়মে 'পূর্ব্বং লোপো ব্যোর্ব্বলি' ইত্যাদি সূত্রে ব-লোপ, এবং ণি-লোপের স্থানিবত্ব হয় নাই; 'ন পদান্তদ্বির্ব্বচনবরেয়লোপ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ-হেতু। অথবা ক্ষৈ ধাতু ক্ষয়ার্থক। তাহাতে ক্বিপ্-প্রত্যয়। 'আদেচ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। সতঃ। 'অস্তির' (অস্ ধাতুর) শতৃতে অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার লোপ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—৯৬সূ—৭ঋ)।

জরা-মরণের পথে গতাগতি করিতে বাধ্য না হইয়া অমরত্বের অধিকারী হউক,—ইহাই তাঁহার লক্ষ্য। এইরূপ, যে অসংখ্য প্রাণী নিত্য উদ্ভূত হইতেছে, তাহারাও যাহাতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়, এ পক্ষেও তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। পরন্তু তিনি যেমন সকল প্রকার ধনের অধিপতি (রয়ীণাং সদনং) তেমনই তিনি সেই সকল ধন বিতরণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া আছেন (দ্রবিণোদাং)।

এমন যে অগ্নি, তাঁহাকে (অগ্নিং) দেবগণ (দেবাঃ) ধারণ করেন—পোষণ করেন (ধারয়ন্)। বলা বাহুল্য, অগ্নির পূর্ব্বোক্ত বিশেষণ-সমূহের বিষয় বিবেচনা করিলে, এই অগ্নি যে প্রজ্বলিত অনল নহে, তাহা আপনিই বোধগম্য হইবে। পক্ষান্তরে অগ্নি বলিতে জ্ঞানাগ্নি বা জ্ঞান-দেবতা অর্থ গ্রহণ করিলে সকল ভাবেই সঙ্গতি থাকিবে ;—জ্ঞানের প্রভাবে যে ঐ সকল কার্য্য স্বতঃই সম্পাদিত হয়, তাহা বুঝিতে আর কোনই সংশয় আসিবে না। এই দৃষ্টিতেই আমরা মন্ত্রার্থে সঙ্গতি দেখি। ঐ সকল বিশেষণ জ্ঞান-সম্বন্ধেই যথা-প্রযুক্ত। জ্ঞানই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের আবাস-স্থান, জ্ঞানই সকল কালে সকলকে সত্যের পথ প্রদর্শন করে, জ্ঞানের প্রভাবেই উৎপন্ন ও উৎপদ্যমান প্রাণিগণ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। সূক্তের সূচনায় এ বিষয়ে আমরা যে আভাস দিয়াছি, এখানে তাহারই সার্থকতা দেখা যায়। জ্ঞানের মহিমা এইরূপে পরিকীর্ত্তিত হওয়ার পর, পরবর্ত্তী পদে তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা জানান হইয়াছে, তাহাও এই মন্ত্রার্থের পোষক।

এমন যে জ্ঞান, দেবভাবের দ্বারা, সত্যের অনুসারিতার ফলে, সৎকর্ম্মের প্রভাবে, তাহা অধিগত হয়। "দেবাঃ অগ্নিং ধারয়ন্ দ্রবিণোদাং" বাক্যাংশে সেই ভাবই প্রাপ্ত হই। উহার মর্ম্ম অর্থাৎ এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'যে জ্ঞান ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের মূলাধার, সেই জ্ঞানকে যদি লাভ করিতে চাও, সৎকর্ম্ম-সাধনে আত্মনিয়োগ কর ; তাহাতেই জ্ঞানী হইতে পারিবে, পরমার্থ প্রাপ্ত হইবে।' এই মন্ত্র, কেবল এই মন্ত্র বলি কেন—এই সূক্তের সকল মন্ত্রই, এই শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। (১ম—৯৬সূ—৭ম)॥

—— • ——

'দ্রবিণোদাঃ' (পরমধনপ্রদাতা স জ্ঞানদেবঃ) 'দীর্ঘমায়ুঃ' (দীর্ঘজীবনং—সৎকর্ম্মসাধনোপযোগিনং ইতি যাবৎ) 'রাসতে' (প্রযচ্ছতু)। জ্ঞানদেবতায়াঃ অনুকম্পয়া অস্মাকং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ব্বর্গফলানাং প্রাপ্তি ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৬সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা জঙ্গম প্রাণিজাতের উপভোগ্য বা উপযোগী ধনের বা বলের অংশ অর্থাৎ ধন বা বল আমাদিগকে প্রদান করুন; আর, সেই পরমধনপ্রদাতা জ্ঞানদেবতা সম্ভজনীয় স্থাবর-রূপ ধনের অংশ অর্থাৎ স্থাবর-রূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন; অপিচ, পরমধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুতা অভীষ্টপ্রদা শক্তি আমাদিগকে প্রদান করুন; এবং পরমধনপ্রদাতা সেই জ্ঞানদেবতা সৎকর্ম্মসাধনোপযোগী দীর্ঘজীবন আমাদিগকে প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায় আমাদিগের ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল-সমূহের প্রাপ্তি হউক।)॥ (১ম—৯৬সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

দ্রবিণোদা দ্রবিণস্য ধনস্য বলস্য বা দাতাগ্নিস্তুরস্য ত্বরমাণস্য চলতো জঙ্গমস্য দ্রবিণসো বলস্য ধনস্য বৈকদেশং প্রযংসৎ। অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু। তথা দ্রবিণোদাঃ সনরস্য সননীয়স্য সম্ভজনীয়স্য স্থাবররূপস্য ধনস্যৈকদেশং প্রযচ্ছতু। অপি চ দ্রবিণোদা বীরবতীং বীরৈঃ পুত্রাদিভির্যুক্তামিষমন্নং নোঽস্মভ্যং প্রযচ্ছতু। তথা দ্রবিণোদা দীর্ঘমায়ুরস্মভ্যং রাসতে। প্রযচ্ছতু॥

তুরস্য। তুর ত্বরণে। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। সনরস্য। বন ষণ সম্ভক্তৌ। ঔণাদিকশ্চ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দ্রবিণোদাঃ' দ্রবিণের ধনের অথবা বলের দাতা অগ্নি 'তুরস্য' ত্বরমাণের চলনশীলের জঙ্গমের 'দ্রবিণসঃ' ধনের বা বলের এক দেশকে 'প্রযংসৎ' আমাদিগকে প্রদান করুন; আর 'দ্রবিণোদাঃ' ধনের বা বলের দাতা 'সনরস্য' সননীয়ের সম্ভজনীয়ের স্থাবররূপের ধনের একদেশকে প্রদান করুন; অপিচ, 'দ্রবিণোদাঃ' ধনের বা বলের দাতা 'বীরবতীং' বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত 'ইষং' অন্নকে 'নঃ' আমাদিগের জন্য প্রদান করুন; আর 'দ্রবিণোদাঃ' ধনের বা বলের দাতা 'দীর্ঘমায়ুঃ' দীর্ঘ আয়ুকে আমাদিগের জন্য 'রাসতে' প্রদান করুন)

তুরস্য। তুর ধাতু ত্বরণার্থক। ইগুপধলক্ষণ কঃ। সনরস্য। ষণ ধাতু সম্ভক্তি

উ০ ২।৪। ইত্যসন্‌প্রত্যয়ঃ। যংসৎ। যম উপরমে। লেট্যাড়াগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্‌। রাসতে। রা দানে। পূর্ব্ববল্লেটি সিপ্‌। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদম্‌॥ (১ম—১৬৮—৮ম)॥

•.•

অষ্টম (১০৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে দেবতাবাচক বা দেবতার মাহাত্ম্যখ্যাপক চারিটী 'দ্রবিণোদাঃ' পদ আছে; এবং 'প্রযংসৎ' ও 'রাসতে' এই দুইটী ক্রিয়া-পদ দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে 'ইষং' ও 'আয়ুঃ' এই দুই কর্ম্মপদ আছে বটে; কিন্তু প্রথম চরণে ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত 'তুরস্য দ্রবিণসঃ' এবং 'সনরস্য' পদ উপলক্ষ করিয়া কর্ম্মপদের অধ্যাহার আবশ্যক দেখি। তাহাতে 'তুরস্য দ্রবিণসঃ' পদদ্বয়ে জঙ্গম-সম্বন্ধীয় বা জঙ্গমের উপযোগী ধনের বা শক্তির কামনা প্রকাশ পায়, এবং 'সনরস্য' পদ উপলক্ষে স্থাবর-সম্বন্ধীয় ধনের বা শক্তির আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। যিনি দ্রবিণোদা দেবতা, যিনি পরম ধন প্রদান করেন, তিনি আমাদিগকে সকল প্রকার ধনের অধিকারী করুন,—প্রথম চরণের প্রার্থনায় ইহাই মর্ম্মার্থ। 'তুরস্য দ্রবিণসঃ' ও 'সনরস্য'—এই দুই প্রকার ধনের প্রার্থনাতেই ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ সর্ব্বপ্রকার ধনের কামনাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় চরণের 'বীরবতীং ইষং' বলিতে 'পুত্রপৌত্রাদিযুত অন্ন' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি, এখানে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুক্ত অভীষ্টপ্রদ শক্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। বীর-শব্দের ব্যবহার-স্থলে ভাষ্যকার সর্ব্বত্রই 'পুত্রাদি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপর ঐ শব্দে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের ভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। নিগূঢ় অর্থে 'ইষং' পদে অভীষ্টবর্ষণ অর্থের সঙ্গতি নানা স্থানে দৃষ্ট হইয়াছে। এখানেও সে অর্থে, সমীচীনতা দেখা যায়। ফলতঃ, বিভিন্ন দৃষ্টিতে, পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত অন্ন এবং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যোপেত অভীষ্টপ্রদ শক্তি—এই দুই অর্থই

অর্থ প্রকাশ করে। 'কৃষ্যাদয়শ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৫।৪) অসন্‌-প্রত্যয়। যংসৎ। যম ধাতু উপরমার্থক। লেটে অট্‌ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্‌। রাসতে। রা ধাতু দানার্থক। পূর্ব্ববৎ লেটে সিপ্‌। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। ৮।

এখানে গ্রহণ করিতে পারি। 'দীর্ঘং আয়ুঃ' পদদ্বয়ে সাধারণভাবে দীর্ঘজীবনের আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু তাৎপর্য্যার্থে সৎকর্ম্মশীল আয়ুর কামনা পরিব্যক্ত দেখি। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে জ্ঞান-দেবতার নিকট স্থাবর-জঙ্গমের সম্বন্ধীয় সকল প্রকার ধন বা শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং সৎকর্ম্মসাধনের উপযোগী সামর্থ্য ও অভীষ্টফল লাভের উপযোগী শক্তির সাধনা করা হইয়াছে। (.ম—৯৬সূ—৮ঋ)।

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। ষন্নবতিতমং-সূক্তম্। নবমী ঋক্।)

এবা নো অগ্নে সমিধা বৃধানো রেবৎ পাবক

শ্রবসে বি ভাহি।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৯ ॥

•.•

অথ পদ-পাঠঃ।

এব। নঃ। অগ্নে। সংইধা। বৃধানঃ। রেবৎ। পাবক।

শ্রবসে। বি। ভাহি।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাম্। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ৯ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পাবক' (পবিত্রতাসাধক, পরিত্রাণকারক) 'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'সমিধা' (অস্মাভিঃ প্রদত্তয়া পূজয়া, অস্মাকং অনুসারিতয়া ইত্যর্থঃ) 'এব' (এবং, এবম্প্রকারেণ, সর্ব্বতোভাবেন ইত্যর্থঃ) 'বৃধানঃ' (অস্মাসু বর্দ্ধমানঃ সন্, বৃদ্ধিং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'রেবৎ' (পরমধনদানায়, পরমার্থপ্রাপণরূপায় ইত্যর্থঃ) 'শ্রবসে' (মঙ্গলসাধনায়) 'বি ভাহি' (বিশেষেণ দীপ্যস্ব, অস্মান্ উদ্বোধয় ইত্যর্থঃ); 'তৎ' (তস্মাৎ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহভাবাপন্নঃ দেবঃ) 'পৃথিবী' (প্রথিতা ভূদেবতা, আশ্রয়স্থানদাতা দেবঃ ইত্যর্থঃ) 'উত' (তথা) 'দ্যৌঃ' (স্বর্গস্থানীয়ঃ সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—জ্ঞানদেব অস্মভ্যং পরমধনং সত্ত্বং দদাতু; তেন সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা অস্মাসু চিরং বিরাজন্তু। (১ম—৯৬সূ—৯ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

পবিত্রতাসাধক পরিত্রাণকারক হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের প্রদত্ত পূজার দ্বারা অর্থাৎ আমাদিগের অনুসারিতার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মধ্যে বর্দ্ধমান থাকিয়া, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমাদিগের পরমার্থ-প্রাপ্তি-রূপ মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে বিশেষপ্রকারে দীপ্ত হউন—আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন। তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্র-দেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণ-দেব, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেব, স্যন্দনশীল স্নেহভাবাপন্ন সিন্ধু-দেব, আশ্রয়স্থান-প্রদাতা পৃথিবী-দেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বস্বরূপ দ্যু-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাদিগকে পরম ধন, সত্ত্বকে প্রদান করুন; তদ্দ্বারা সকল দেবগণ অর্থাৎ সকল দেবভাব সমূহ আমাদিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে চিরকাল বিরাজ করুন।)॥ (১ম—৯৬সূ—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

ব্যাখ্যাতেয়ং পূর্ব্বসূক্তে। অক্ষরার্থস্তু শোধকাগ্নে। এবমস্মাভির্দত্তেন সমিদাদিদ্রব্যেণ বৃধানো বর্দ্ধমানঃ সন্ নোঽস্মাকং ধনযুক্তায়ান্নায় বিশেষেণ প্রকাশস্ব। অস্মাকং তদন্নং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্ব সূক্তে এই ঋক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু অক্ষরার্থ—হে শোধক অগ্নিদেব! এইরূপে আমাদিগের প্রদত্ত সমিধাদি দ্রব্যের দ্বারা 'বৃধানঃ' বর্দ্ধমান হইয়া 'নঃ' আমাদিগের ধনযুক্ত অন্নের নিমিত্ত বিশেষভাবে প্রকাশিত হউন। আমাদিগের সেই

মিত্রাদয়ো মামহন্তাম্। পূজয়ন্তাম্। রক্ষিতারঃ। তথা সিন্ধুঃ দেবতা দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ মামহন্তাম্॥ (১ম—৯৬সূ—৯ঋ.)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে চতুর্থো বর্গঃ। ১।৭।৪॥

* • *

নবম (১০৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকটী পঞ্চনবতিতম সূক্তের একাদশ ঋকের অনুবৃত্তি মাত্র। সুতরাং এই ঋকের ব্যাখ্যাদির পুনরায় আলোচনার আবশ্যক নাই। তবে এই মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত আছে, তাহার দুইটী আদর্শ এখানে প্রকাশ করিতেছি। যথা,—

(১) "হে পবিত্রকারী অগ্নি! তুমি ইন্ধনযোগে প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে অন্ন ও ধন-দানার্থ আলো বিস্তার কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথ্বী ও দ্যু আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

(২) "Thus, O Agni, being strenglhened by fuel shine thou to us with wealth-giving shine, O purifier, for the sake of glory. May Mitra and Varuna grant us this, may Aditi, Sindhu, the Earth, and the Sky."

বলা বাহুল্য, জ্বলন্ত অগ্নি ভিন্ন অন্য ভাব কেহই গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা পক্ষে নিশ্চয়ই তাহাতে বিঘ্ন ঘটে।

জ্ঞান বা জ্ঞানদেবতা-পক্ষে মন্ত্রের অর্থসঙ্গতি যে ভাবে রক্ষিত হয়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে। পরন্তু একই মন্ত্র বিভিন্ন যজ্ঞকর্ম্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যজ্ঞবিশেষে এক মন্ত্রের সহিত অন্য মন্ত্রের সংযোগও ঘটিয়া থাকে। এই মন্ত্রটী তাহারই দৃষ্টান্ত মাত্র। এই মন্ত্রের শেষ-চরণটী ধ্রুবা-রূপে অনেক সূক্তেরই শেষ-মন্ত্রের সহিত প্রযুক্ত দেখা যায়। এই ধ্রুবার বিষয় পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। এখানে প্রথম চরণটীও পূর্ব্ব সূক্তের একাদশ ঋকের সহিত অভিন্ন হইয়া আছে। অন্যান্য বিষয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের বিশদার্থ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে। (১ম—৯৬সূ—৯ঋ)।

আমাকে মিত্রাদি দেবগণ 'মামহন্তাং' পূজা করুন অর্থাৎ রক্ষা করুন; এবং 'সিন্ধুঃ' অপ্‌ দেবতা ও দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে রক্ষা করুন। (১ম—৯৬সূ—৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্থ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৪॥

* • *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—:•:—

প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।
প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চমো বর্গঃ।

• • •

সপ্তনবতিতমং-সূক্তম্।

—:•:—

এই সূক্তটী শোকাপনোদন-কার্য্যে শান্তি-কর্ম্মে প্রযুক্ত হয়। অগ্নিদেবতার সম্বোধনে সূক্তের মন্ত্রাষ্টক নিবদ্ধ আছে। শুদ্ধসত্ত্ব শুচিগুণক অগ্নি বা শুদ্ধ অগ্নি এই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া উক্ত হয়েন। শোকনাশকতা-বিষয়ে এই সূক্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে। তাহা সূক্তানুক্রমণিকাতে বিবৃত হইয়াছে।

সূক্তটী গায়ত্রী ছন্দে গ্রথিত। কিন্তু ইহার প্রতি মন্ত্রের শেষ চরণের কথা অভিন্ন। সে কথা এই—"অপ নঃ শোশুচৎ অঘম্।" অর্থাৎ,—'আমাদিগের পাপ শোক প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হউক।'

এই সূক্তের আটটি মন্ত্রের সকল মন্ত্রের শেষেই কথায় এই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। পাপ শোক প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হউক—ইহাই এই সূক্তের প্রার্থনা।

পাপই শোকের ও তাপের কারণ। আবার অজ্ঞানতাই পাপের হেতুভূত। প্রার্থনা—সেই পাপ শোক প্রাপ্ত হউক; অর্থাৎ, আমার নিকট আসিয়া লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হউক।

জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা ছিন্ন হয়;—পাপমূল উৎখাত হইয়া যায়। সুতরাং প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছে,—'আমাতে জ্ঞানোদয় হউক; তাহার ফলে অজ্ঞানতা দূরে যাউক; অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলেই আমার পাপ ধ্বংস হইবে। সুতরাং আমার আর শোকের কারণ কিছুই থাকিবে না।' আমরা মনে করি, এই সূক্তের বক্ষ্যমাণ কয়েকটীর প্রার্থনায় ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। এতদৃষ্টিতে জ্ঞানদেবতার সম্বোধনেই মন্ত্রের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। অগ্নি-দৃষ্টিতে যে অর্থ প্রচলিত আছে, ব্যাখ্যা-সূত্রে এবং তাহার অনুশীলনে তাহার আভাস প্রাপ্ত হইবেন।

—•—

সপ্তনবতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

অপ ন ইত্যষ্টর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং গায়ত্রম্। শুচিগুণকোঽগ্নিঃ শুদ্ধোঽগ্নির্ব্বা দেবতা। তথা চানুক্রান্তম্। অপ নোঽষ্টৌ শুচয়ে গায়ত্রমিতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। অত্রেদমাখ্যানম্। দীর্ঘজিহ্বো নাম রাক্ষসী সর্ব্বাণ্যজ্ঞান্যবাধে। তাং হন্তমিন্দ্রোঽশক্তঃ সন্ সর্ব্বস্য মিত্রভূতং কুৎসমব্রবীদেষা ত্বয়া হন্তব্যেতি। সচাবধীৎ। তং বাগভ্যবদৎ অনুচিতমিদং ত্বয়া চরিতং যত্ত্বং সর্ব্বেষাং মিত্রভূতঃ সন্ ক্রূরমকার্ষীরিতি। তমৃষিং শোকঃ প্রাপ্নোৎ। স ঋষিরনেন সূক্তেনাগ্নিং স্তুত্বা শোকমপাগময়ৎ। তথা চ তাণ্ডকম্। দীর্ঘজিহ্বী নাম রাক্ষসী যজ্ঞানবলিহন্ত্যচরৎ। তামিন্দ্রঃ কয়া চ মায়য়া হন্তং নাশং নৎ। অথ হ সুমিত্রঃ কৎসঃ কল্যাণ আস। তমব্রবীদিত্যাদি। তস্মাদেতৎ সূক্তং শুগপনয়নায় বিনিযোজ্যঃ। অতএব হি সূত্রকারেণ ত্রয়খাজেন্ দশমেঽহনি কর্ত্তব্যে শান্তিকর্ম্মণি যজুর্ব্বেদে পঠিতমেৎ সূক্তং বিনিযুজ্যতে। নব চ ক্রব্যাহুতীরপ নঃ শোশুচদঘমিতি।

• • •

সপ্তনবতিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'অপ নঃ' এই আটটি ঋক্-বিশিষ্ট চতুর্থ সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। গায়ত্রী ছন্দ। শুচিগুণক অগ্নি অথবা শুদ্ধ অগ্নি দেবতা। তদ্বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'অপ নোঽষ্টৌ শুচয়ে গায়ত্রং' ইতি। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটা আখ্যান আছে;—দীর্ঘজিহ্বী নাম্নী এক রাক্ষসী সকল যজ্ঞকর্ম্মে বাধা দিত; তাহাকে হনন করিতে অশক্ত হইয়া ইন্দ্র সকলের মিত্রভূত কুৎসকে বলিয়াছিলেন,—'এই রাক্ষসী আপনার বধ্য।' তিনি (কুৎস) তাহাকে বধ করেন। 'তাঁহাকে বাক্য বলিয়াছিল'—'আপনার পক্ষে এরূপ আচরণ অনুচিত; যেহেতু আপনি সকলের মিত্রভূত হইয়া এরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিয়াছেন। ইহাতে সেই ঋষি শোকপ্রাপ্ত হয়েন। অতঃপর সেই ঋষি এই সূক্তের দ্বারা অগ্নিকে স্তব করিয়া শোক অপগত করিয়াছিলেন। এ বিষয় তাণ্ডকে এইরূপ উক্ত আছে,—"দীর্ঘজিহ্বী নাম রাক্ষসী যজ্ঞানবলিহন্ত্যচরৎ তামিন্দ্রঃ কয়া চ মায়য়া হন্তং নাশং নৎ। অথ হ সুমিত্রঃ কুৎসঃ কল্যাণ আস তমব্রবীৎ।" ইত্যাদি। সেই হেতু এই সূক্ত শোক অপনয়নের জন্য বিনিযুক্ত হয়। অতএব সূত্রকার ত্রয়খাজের দ্বারা দশম দিবসে কর্ত্তব্য শান্তিকর্ম্মে যজুর্ব্বেদ-পঠিত এই সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। যথা,—"নব চ ক্রব্যাহুতীরপ নঃ শোশুচদঘম্।" ইত্যাদি। তাহারই প্রথমা ঋক কথিত হইতেছে।

• • •

প্রথমে মণ্ডলে সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। অষ্টর্চস্যাস্য শুচিরগ্নির্বা দেবতা।

কুৎস ঋষিঃ। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

শান্তিকর্মণি চ বিনিযুজ্যতে।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্।

অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ১ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্। অগ্নে। শুশুগ্ধি। আ। রয়িম্।

অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্। ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু, নাশপ্রাপ্তং ভবতু); অপিচ, 'রয়িং' (পরমার্থরূপং ধনং) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন) 'শুশুগ্ধি' (প্রকাশয়, অস্মভ্যং প্রযচ্ছ—ইতি ভাবঃ) হে দেব। 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ নাশপ্রাপ্তং ভবতু)। জ্ঞানপ্রভাবেণ অস্মাকং পাপং বিনশ্যতু, অস্মাসু পরমং ধনং বিরাজতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—৭অ—৯১সূ—১৭)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক; অপিচ, পরমার্থ-রূপ ধনকে সর্ব্বতোভাবে আপনি আমাদিগের জন্য প্রকাশ করুন—আমাদিগকে প্রদান করুন। হে দেব! আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া নাশপ্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই

যে,—জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক, আমাদিগের মধ্যে পরম ধন বিরাজ করুক।)॥ ১ম—৭অ—৯৭সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে। নোঽস্মাকমঘং পাপমপশোশুচৎ। অস্মত্তো নির্গত্যাস্মদীয়ং শত্রুং শোচয়তু। যদ্বা অস্মদীয়ং পাপং শোশুচৎ। শোকগ্রস্তং সদ্বিনশ্যতু। অপি চাস্মাকং রয়িং ধনমা সমন্তাচ্ছুশুগ্ধি। প্রকাশয়। উক্তার্থমপি বাক্যমাদরাতিশয়দ্যোতনায় পুনঃ পঠ্যতে। অঘমস্মাকমঘং বিনশ্যত্বিতি॥

শোশুচৎ। শুচ শোকে। অস্মাদ্যঙ্‌লুগন্তাল্লেট্যডাগমঃ। অদাদিবচ্চেতি বচনাচ্ছপো লুক্। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বম্। অঘং শোশুচদ্রয়িং শুশুগ্ধি চেতি চার্থপ্রতীতেশ্চাদিলোপে বিভাষেতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। শুশুগ্ধি। শুচ দীপ্তৌ। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ। চোঃ কুরিতি কুত্বম্॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (১০৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রটী সরল প্রার্থনা-মূলক। জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের পাপ সর্ব্বথা নাশ প্রাপ্ত হউক এবং আমরা যেন পরম ধনের অধিকারী হই,—ইহাই প্রার্থনার তাৎপর্য্যার্থ। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অপ শোশুচৎ' ক্রিয়া-পদের

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে'! 'নঃ' আমাদিগের 'অঘং' পাপ 'অপশোশুচৎ' আমাদিগের নিকট হইতে নির্গত করিয়া আমাদিগের শত্রুকে শোকগ্রস্ত করুন; অথবা আমাদিগের পাপ 'শোশুচৎ' শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক; অপিচ, আমাদিগের 'রয়িং' ধনকে 'আ' সর্ব্বতোভাবে 'শুশুগ্ধি' প্রকাশ করুন; উক্ত অর্থক বাক্য আদরাতিশয় প্রকাশের জন্য পুনরায় পঠিত হইতেছে; অতএব আমাদিগের পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হউক—ইত্যাদি।

শোশুচৎ। শুচ-ধাতু শোকার্থক। উহাতে যঙ্‌লুগন্তহেতু লেটে অট্ আগম। 'অদাদিবচ্চ' ইত্যাদি বচন-হেতু শপের লোপ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। অঘং। 'অঘং শোশুচদ্রয়িং শুশুগ্ধি চ' ইত্যাদিতে চার্থ প্রতীত হওয়ায়, 'চাদি লোপে বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিবাদ। শুশুগ্ধি। শুচ ধাতু দীপ্তি অর্থক। লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লু। 'হুঝল্‌ভ্যো হের্ধিঃ' এবং 'চোঃ কুঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব হইয়াছে। (১ম—৭অ—৯৭সূ—১ঋ)।

• • •

মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। উহার অর্থ 'শোক প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হউক।' ভাব এই যে,—আমরা যেন কদাচ পাপের সেবা না করি, কখনও যেন পাপকে প্রশ্রয় না দিই, আমাদিগের নিকটে আসিয়া সে যেন সদাই শোকপ্রাপ্ত সন্তপ্ত উৎপীড়িত হয়।

অজ্ঞানতাই পাপের মূল। জ্ঞানদেবতার নিকট তাই প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'হৃদয়ে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানতা যেন দূরীভূত হয়। পাপ যেন কোনরূপে আমাদিগের মধ্যে আর আশ্রয় লইতে না পারে।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই কামনা। * (১ম—৭অ—৯৭সূ—১ঋ)।

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং-সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক।)

সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২ ॥

• . •

অথ পদ-পাঠঃ।

সুক্ষেত্রিয়া। সুগাতুয়া। বসুয়া। চ। যজামহে।
অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্ ॥ ২ ॥

---

* কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, এখানে অনন্ত অগ্নির প্রতিই লক্ষ্য আছে। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসেরা ভয়ে পলায়ন করে—এখানে যেন সেই ভাব প্রকাশমান। ওল্ডেনবর্গ 'অঘ' শব্দে 'পাপ' অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহার টিপ্পনীতে প্রকাশ,—"Lanman (Sanskrit Reader, p 363) translates ; 'Driving away with flames our sin.' But Agha is not exactly sin." তিনি তাই মন্ত্রটীর অনুবাদ করিয়াছেন,—"Driving away evil with thy light, Agni, shine upon us with wealth—driving away evil with thy light. কিন্তু ঠিক তাহারই অনুসরণে 'অপ নঃ শোশুচদঘম্' বাক্যাংশের উৎকলন অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন,—"May our sin be repented of."

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব! 'সুক্ষেত্রিয়া' (শোভনক্ষেত্রেচ্ছয়া, স্বর্গাদিকং প্রাপ্তিকামনয়া), তথা 'সুগাতুয়া' (শোভনমার্গেচ্ছয়া, সৎপথি গমনাকাঙ্ক্ষয়া) 'চ' (তথা), 'বসূয়া' (পরম-ধনেচ্ছয়া, যথা—মোক্ষরূপাশ্রয়লাভকামনয়া) ত্বাং 'যজামহে' (পূজয়ামঃ, অনুসরামঃ); তেন 'নঃ' (অস্মাকং)' অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু, নাশপ্রাপ্তং ভবতু)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া জ্ঞানানুসারিতয়া ইত্যর্থঃ বয়ং সৎপথানুবর্ত্তিনঃ সন্তঃ পরমং পদং প্রাপ্নুয়াম ইতি ভাবঃ। (১ম—৭অ—১৭সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! শোভন ক্ষেত্রের ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ স্বর্গাদির কামনা করিয়া, শোভন পথের ইচ্ছা করিয়া অর্থাৎ সৎপথে গমন আকাঙ্ক্ষায় এবং পরম ধনের ইচ্ছা করিয়া অথবা মোক্ষরূপ আশ্রয় লাভ কামনায়, আপনাকে আমরা পূজা করি—যেন অনুসরণ করি; তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় অর্থাৎ জ্ঞানানুসারিতার ফলে আমরা সৎপথানুবর্ত্তী হইয়া যেন পরম পদ প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—৭অ—৯ সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুক্ষেত্রিয়া শোভনক্ষেত্রেচ্ছয়া সুগাতুয়া শোভনমার্গেচ্ছয়া বসূয়া চ ধনেচ্ছয়া নিমিত্তভূতয়া চ যজামহে। অগ্নিং হবির্ভিঃ পূজয়ামহে। যদ্বা সুক্ষেত্রিয়া দেবযজনলক্ষণশোভনদেশ-সম্বন্ধিনা হবিষাগ্নিং যজামহে। নোঽস্মাকমঘমপশোশুচৎ। বিনশ্যতু।

সুক্ষেত্রিয়া। শোভনং ক্ষেত্রং সুক্ষেত্রম্। তদিচ্ছা সুক্ষেত্রিয়া। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ন ছন্দস্যপুত্রস্যেতীত্বদীর্ঘয়োর্নিষেধঃ। ক্যচোহনেনেষম্। ক্যজন্তাৎ অ-প্রত্যয়াদিতি ভাবে অকার-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সুক্ষেত্রিয়া' শোভন ক্ষেত্রের ইচ্ছা দ্বারা, 'সুগাতুয়া' শোভন মার্গের ইচ্ছা দ্বারা, 'বসূয়া চ' এবং ধনেচ্ছার দ্বারা নিমিত্তভূত হইয়া, 'যজামহে' অগ্নিকে হবিঃসমূহের দ্বারা আমরা পূজা করি; অথবা, 'সুক্ষেত্রিয়া' দেবযজনলক্ষণশোভনদেশসম্বন্ধীয় হবিঃ দ্বারা 'অগ্নিং যজামহে' অগ্নিকে যজনা করি; 'নঃ' আমাদিগের 'অঘং' পাপ 'অপশোশুচৎ' বিনাশ প্রাপ্ত হউক।

সুক্ষেত্রিয়া। শোভনক্ষেত্র—সুক্ষেত্র, তদ্বিষয়ক ইচ্ছা—সুক্ষেত্রিয়া। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্। 'ন ছন্দস্যপুত্রস্য' ইত্যাদি সূত্রে ঈত্বের, দীর্ঘের নিষেধ। [illegible]

প্রত্যয়ঃ। তত্প্রাপ্। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্। এবমুত্তরত্রাপি। যদ্বা শোভনক্ষেত্রমস্যাস্তীতি সুক্ষেত্রিয়া। ইয়াডিয়াজীকারাণামুপসংখ্যানমিতি তৃতীয়ায়া ডিয়াজাদেশঃ॥ ২॥

দ্বিতীয় (১০৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রার্থনার মধ্যে একটু আত্মোদ্বোধনার ভাব আছে। সুক্ষেত্র লাভের জন্য, সৎপথ প্রাপ্তির জন্য এবং সুষ্ঠু ধনের বা স্থানের অধিকারী হইবার জন্য, আমরা যেন জ্ঞানের অনুসারী হই। সে আত্মোদ্বোধনার ইহাই লক্ষ্যস্থল। উপসংহারে এবার প্রার্থনায় পূর্ব্ববৎ পাপকে বিদূরণের কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে 'সুক্ষেত্রিয়া' 'সুগাতুয়া' এবং 'বসূয়া' পদত্রয়ের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। ঐ তিন পদে ত্রিবিধ সামগ্রীর নির্দ্দেশ আছে। 'সুক্ষেত্র' বলিতে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। সাধারণ দৃষ্টিতে, ঐ পদে, অগ্নির বা জ্বলন্ত অনলের নিকট প্রার্থনায়, একটু জমী-জমা প্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পায়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বুঝা যায়,—এখানে স্বর্গাদি সুষ্ঠু স্থান-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ, 'সুগাতুয়া' পদে সাধারণ দৃষ্টিতে ভাল একটা রাস্তার বা পথের কামনা প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে সৎপথের সৎকর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। 'বসূয়া' পদে 'বসু' শব্দে ধন বুঝায় এবং স্থান বুঝায়। সুক্ষেত্র পদ পূর্ব্বে আছে বলিয়া এখানে ঐ পদে ধনের কামনাই প্রকাশ পায়। পরন্তু ঐ পদে চিরনিবাস-স্থানের কামনাও মনে জাগিয়া থাকে। প্রথমোক্ত অর্থই সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদে) জ্ঞানস্ত, অগ্নি সম্বন্ধেই তাই সাধারণতঃ লিখিত হয়,—

"উত্তম শস্যক্ষেত্র, প্রশস্ত সুগম পথ, এবং ধনার্থী হইয়া আমরা তোমার উপাসনা করি; আমাদিগকে পাপ হইতে ত্রাণ কর।"

"Longing for rich fields, for a free path, and for wealth we sacrifice—driving away evils with thy light."

'সুগাং সুপুথ, ইত্যাদি অর্থে তৃতীয়ার লোপ। পরবর্তী পদও এইভাবে সিদ্ধ হইবে। অথবা, শোভনক্ষেত্র উহার আছে—এই অর্থে সুক্ষেত্রিয়া পদ হয়। 'ইয়াডিয়াজীকারাণাম্ উপসংখ্যানম্' ইত্যাদি অর্থে তৃতীয়ার ডিয়াজাদেশ। (১ম—৭অ—৫ব—২ঋ)।

কিন্তু সে ক্ষেত্র যে অন্যরূপ ক্ষেত্র, সে গাতু বা পথ যে অন্য প্রকার পথ, সে বসু যে অন্যরূপ বসু, তাহা কেহ মনে করেন নাই। (১ম—৯৭সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং-সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

প্র যদ্ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

প্র। যৎ। ভন্দিষ্ঠঃ। এষাং। প্র। অস্মাকাসঃ। চ। সূরয়ঃ।
অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্ ॥ ৩ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেব। 'যৎ' (যস্মাৎ অস্মাকং পাপনাশায় ইত্যর্থঃ) 'এষাং' (লোকানাং, অস্মাকং মধ্যে ইত্যর্থঃ) 'ভন্দিষ্ঠঃ' (স্তোতৃতমঃ, শ্রেষ্ঠঃ সাধকঃ ইত্যর্থঃ) 'প্র' প্রাদুর্ভবতি, প্রকর্ষেণ আবির্ভবতি) 'চ' (এবং) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) অস্মাকাসঃ' অস্মাকং সম্বন্ধিনঃ—ভূত্বা ইতি যাবৎ, অস্মাকং হিতসাধনায় ইতি ভাবঃ) 'প্র' (প্রাদুর্ভবন্তু, প্রকর্ষেণ আবির্ভবন্তু); হে দেব। তেন 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকপ্রাপ্তং সৎ বিনশ্যতু, বিনাশপ্রাপ্তং ভবতু)। ইহজগতি সাধকসমাগমং যথা ত্রাণকারকস্য দেবস্য আবির্ভাবঃ ভবতু; জ্ঞানিনঃ অস্মাকং উপদেশকাঃ ভবন্তু; তেন পাপং দূরীভবতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১অ—৯৭সূ—৩ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেব! যেহেতু অর্থাৎ আমাদিগের পাপনাশের জন্য লোকগণের অর্থাৎ আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধক প্রাদুর্ভূত হউন; এবং জ্ঞানিগণ আমাদিগের সম্বন্ধীয় হইয়া অর্থাৎ আমাদিগের হিতসাধনের জন্য প্রাদুর্ভূত

হউন; দেব! তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে—ইহজগতে সাধক-সমাগম অর্থাৎ ত্রাণ-কারক দেবতার আবির্ভাব হউক, জ্ঞানিগণ আমাদিগের উপদেষ্টা হউন, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ দূরীভূত হউক।)॥ (১ম—৯৭সূ—৩ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদ্ যদেষাং স্তোতৄণাং মধ্যেঽয়ং কুৎসঃ প্রতমিষ্ঠঃ প্রকর্ষেণ স্তোতৃতমঃ। এবমস্মাকমপ্যে-ঽস্মাকীনাঃ সূরয়ঃ স্তোতারশ্চ প্রকর্ষেণ স্তোতৃতমা ভবন্তি। অন্যৎ সমানং।

প্রতমিষ্ঠঃ। তমতিঃ স্তুতিকর্মা। তদি কল্যাণে সুখে চেতি তু ধাতুঃ। অস্মাত্তৃজন্তাত্ তুশ্ছন্দসীতীষ্ঠন্। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপঃ। অস্মাকাসঃ। অস্মাকং সম্বন্ধিনোঽস্মাকাঃ তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকাবিত্যস্মাকাদেশঃ। ছান্দসোঽনক্-প্রত্যয়স্য লোপঃ। সংজ্ঞাপূর্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ বৃদ্ধ্যভাবঃ। আজ্জসেরসুক্। হ্রাসিবদাদেশেঽপি মকারাৎ পরস্যাকারস্যো-দাত্তত্বং। যদ্বা ষষ্ঠীবহুবচনেঽস্মাকং শব্দস্য মধ্যোদাত্তত্ব দৃষ্টত্বাৎ স এবাচার্যেণাতিদিশ্যতে ॥ ৩ ॥

• . •

তৃতীয় (১০৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

—•:○:•—

এই মন্ত্রের কয়েকটী পদ বিশেষ সমস্যামূলক। তজ্জন্য মন্ত্রার্থ বিষম বিপরীত ভাবের প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রথম 'যৎ' পদ। ঐ পদ ভাষ্যকার উপমার্থক বলিয়া গ্রহণ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যৎ' যখন 'এষাং' স্তোতৃগণের মধ্যে এই কুৎস 'প্রতমিষ্ঠঃ' প্রকর্ষের দ্বারা স্তোতৃতম এইরূপ 'অস্মাকাসঃ' আমাদিগের 'সূরয়ঃ চ' স্তোতৃগণও 'প্র' প্রকর্ষের দ্বারা স্তোতৃতম হয়েন; অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

প্রতমিষ্ঠঃ। তমতিঃ পদে স্তুতিকর্ম্ম বুঝায়। তদি-ধাতুতে কল্যাণ ও সুখ বুঝায়। উহা তু ধাতু। তাহাতে তৃজন্ত-হেতু 'তুশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' ইত্যাদি সূত্রে তৃ-লোপ। অস্মাকাসঃ। আমাদিগের সম্বন্ধীয় এই অর্থে অস্মাকাঃ পদ হয়। তাহাতে 'অণি' এবং 'যুষ্মাকাস্মাকৌ' ইত্যাদি নিয়মে অস্মাক আদেশ। ছান্দসে অনক্-প্রত্যয়ের লোপ। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। 'আজ্জসেরসুক্' ইত্যাদি সূত্রে অসুক্-প্রত্যয়। হ্রাসিবৎ আদেশেও ম-কার-হেতু পরের অকারের উদাত্তত্ব। অথবা ষষ্ঠীর বহুবচনে অস্মাকং শব্দের মধ্যোদাত্তের দৃষ্টত্ব-হেতু তাহা আচার্য্যের দ্বারা অতিদিষ্ট হইয়াছে। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৩ঋ)।

• . •

করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যাতেও সেই মতই অনুসৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় 'মন্দিষ্ঠঃ' পদ। ঐ পদের অর্থ—স্তোতৃতম, শ্রেষ্ঠ স্তবকারী বা উপাসক। কিন্তু ঐ পদ কুৎস ঋষি-সম্বন্ধে বসিয়াছে বলিয়া তাহাকার নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণও সেই মতই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তৃতীয় পদ—'এষাম্'। ঐ পদ স্তোতৃগণের সম্বন্ধে বসিয়াছে—ইহাই ভাষ্যের নির্দ্দেশ। তার পর 'অস্মাকাসঃ সূরয়ঃ' পদদ্বয়ে 'আমাদিগের স্তোতৃগণ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—

(১) "এই স্তোতৃদিগের মধ্যে কুৎস যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা সেইরূপ আমাদিগের স্তোতৃগণও উৎকৃষ্ট; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।"

(২) "Best praiser of all these be he; foremost our chiefs who sacrifice.
May his light chase our sin away."

এইরূপে 'মন্দিষ্ঠঃ' পদে কুৎস ঋষির সম্বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে; এবং 'সূরয়ঃ' পদে স্তোতৃগণ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা কিন্তু ঐ দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করি না। আমরা 'যৎ'পদে 'যস্মাৎ' প্রতিবাক্যে 'যে হেতু' 'মনুষ্যের হিতসাধনে' অথবা 'যখন' অর্থ গ্রহণ করি। 'মন্দিষ্ঠঃ' পদে 'শ্রেষ্ঠ উপাসক' অর্থ হইতে ভগবানের অবতার গ্রহণের ভাব পরিকল্পিত হইতে পারে। 'এষাং' পদে 'এই লোকগণের মধ্যে' 'মনুষ্যগণের মধ্যে' ভাব প্রাপ্ত হই। 'প্র' পদে 'প্রাদুর্ভূত হয়েন' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এতদনুসারে "যৎ মন্দিষ্ঠঃ এষাং প্র" বাক্যাংশে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'যখন বা যে কারণে মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপাসক সাধক বা অবতার আবির্ভূত হয়েন।' পাপের ভারে ধরণী ভারাক্রান্ত হইলে, সেই পাপ-ভার অপনোদনের জন্য ভগবান অবতার-রূপে সংসারে অবতীর্ণ হয়েন,—সংসারের পাপ-ভার অপসারণ করেন। আমরা মনে করি, ঐ বাক্যাংশে যেন সেই ইঙ্গিত রহিয়াছে। সে যেমন হয়, প্রার্থনার ভাব এই যে, আমাদিগের সম্বন্ধেও যেন সেইরূপ হয়; অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সাধুগণ আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের পাপ-তাপ বিদূরণ করুন। এ পক্ষে 'চ' পদে 'তথা বা 'সেইরূপ' অর্থ গ্রহণ করা যায়; এবং 'সূরয়ঃ' পদের যাহা প্রসিদ্ধ প্রচলিত অর্থ

তাহাতেই সঙ্গতি দেখিতে পাই। 'সূরয়ঃ' পদে 'জ্ঞানিগণ' অর্থ গ্রহণ করিলে, সে পক্ষে উপমার ভাবও বেশ পরিস্ফুট হয়।

সংসার পাপে পূর্ণ হইলে করুণানিধান ভগবান্ সে পাপ নাশ করেন। অবতার-রূপে ভগবানের মর্ত্যে আবির্ভাবের ইহাই এক কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই স্মৃতি মনোমধ্যে জাগরূক করিয়া, প্রার্থনা-কারী এখানে যেন প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে জ্ঞানদেব। আমরা পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর আপনি বিরূপ থাকিবেন না। অজ্ঞানতাই আমাদিগের সেই পাপের মূলীভূত। আপনি করুণা প্রকাশ করুন; সংসারে জ্ঞানের আলোক বিস্তৃত হউক; জ্ঞানিগণ আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হউন; আর, তাহার ফলে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূরে যাউক,—পাপতমঃ নাশ-প্রাপ্ত হউক।' এই মন্ত্রের প্রার্থনার অভ্যন্তরে এইরূপ ভাবই প্রচ্ছন্ন আছে,—ইহাই আমরা নির্দ্দেশ করি। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৩ঋ)॥

—:•:—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং-সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

প্র যত্তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্।

[১৭৩]

অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৪ ॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

প্র। যৎ। তে। অগ্নে। সূরয়ঃ। জায়েমহি। প্র। তে। বয়ম্।

অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্ ॥ ৪ ॥

• • •

মন্ত্রার্থানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব) 'যৎ' (যস্মাৎ, ভবদনুকম্পায়া ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ) 'সূরয়ঃ' (জ্ঞানিনঃ) 'প্র' ('প্রজায়ন্তে' প্রাদুর্ভবন্তি), তথা 'বয়ং' (উপাসকাঃ বয়ং) 'তে' (তব সম্বন্ধিনঃ সন্তঃ) 'প্র জায়েমহি' (প্রকর্ষযুক্তাঃ ভবেম, প্রকৃষ্টং পদং লভেম), তেন হে দেব। 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু)। জ্ঞানদেবস্য কৃপয়া জ্ঞানানুসারিতয়া বা বয়ং জ্ঞানবন্তঃ সন্তঃ পাপবিদূরণায় সমর্থাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৪ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! যেহেতু আপনার অনুকম্পায় আপনার সম্বন্ধীয় জ্ঞানিগণ প্রাদুর্ভূত হয়েন, সেইরূপ উপাসক আমরা আপনার সম্বন্ধযুত হইয়া যেন প্রকর্ষযুক্ত হই—যেন প্রকৃষ্ট পদ লাভ করি; তদ্দ্বারা হে দেব! আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার কৃপায় জ্ঞানানুসারিতার দ্বারা আমরা যেন জ্ঞানবান্ হইয়া পাপ-বিদূরণে সমর্থ হই।)॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৪ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে যস্মাৎ তে তব সূরয়ঃ স্তোতারঃ প্রজায়ন্তে। পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ বহুবিধা ভবন্তি। ততো বয়ং চ তে তব স্তোতারঃ সন্তঃ প্রজায়েমহি। পুত্রপৌত্রাদিভিরূপেতা ভবেম॥
জায়েমহি। প্রার্থনায়াং লিঙ্। জ্ঞাজনোর্জেতি জাদেশঃ। অদুপদেশাল্লসার্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে শ্যনো নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বম্॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৪ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'অগ্নে'। 'যৎ' যেহেতু 'তে' আপনার 'সূরয়ঃ' স্তোতৃগণ 'প্র' (প্রজায়ন্তে) পুত্রপৌত্রাদি-রূপে বহুবিধ হয়েন, সেই হেতু 'বয়ং চ' আমরাও 'তে' আপনার স্তোতৃগণ হইয়া 'প্রজায়েমহি' যেন পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হই।
জায়েমহি। প্রার্থনাতে লিঙ্। স্থানে 'জ্ঞাজনোর্জা' ইত্যাদি সূত্রে জা আদেশ। অদুপদেশ-হেতু ল-সার্বধাতুক অনুদাত্তে শ্যনের নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্ত। (১ম—৯৭সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (১০৬৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'জায়েমহি' ক্রিয়া-পদ উপলক্ষে, ব্যাখ্যাদিতে 'সূরয়ঃ' পদের অর্থ পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং 'প্র জায়েমহি' পদে পুত্র পৌত্রাদি প্রজার উৎপত্তি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'হে অগ্নি! যেন আপনার কৃপায় আমরা পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করি।' এই দৃষ্টিতে কল্পনার সাহায্যে মন্ত্রের অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে,—'হে অগ্নি! তোমার স্তোতৃগণ যেমন পুত্র-পৌত্রাদিবিশিষ্ট হন, আমরাও যেন তদ্রূপ হইতে পারি।' প্রার্থনা-পক্ষে এই অর্থ বা এই ভাব যে গ্রহণ করা যায় না, তাহা অবশ্য আমরা মনে করি না। তবে মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির প্রকৃত অর্থ পরিগ্রহণ করিলে, মন্ত্রার্থ অন্য পথেই প্রধাবিত হয়। আমাদিগের অর্থ সেই পথেরই অনুসারী হইয়াছে।

'সূরয়ঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানিগণ অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেই সঙ্গতি বোধ। জ্ঞানদেবতার অনুকম্পায়, জ্ঞান-প্রভাবে, সংসারে যে জ্ঞানিগণের প্রাদুর্ভাব ঘটে, আমাদিগের ন্যায় এই অকর্ম্মণ্য অজ্ঞ মনুষ্যই যে জ্ঞান-সাহায্যে জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য হয়েন, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রের প্রথমাংশে, "প্র যৎ তে অগ্নে সূরয়ঃ" বাক্যাংশে, আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই প্রকাশিত।

এই দৃষ্টিতেই বুঝি,—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ, "জায়েমহি প্র তে বয়ং" অংশ প্রার্থনামূলক। আমরা যেন জ্ঞানী হইতে পারি—এখানে সেই প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্ঞানী হইতে পারিলে, জ্ঞানদেবতার অনুকম্পা-লাভে সমর্থ হইলে, পাপ ও পাপমূল অজ্ঞানতা নাশপ্রাপ্ত হয়। এ বিষয় পুনঃপুনঃ খ্যাপন করা গিয়াছে। বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'হে জ্ঞানদেব! এই মানুষই যখন আপনার কৃপায় জ্ঞানবান্ হয়, তখন আমরা যেন আপনার কৃপায় জ্ঞানী হইতে পারি—জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের পাপকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হই।' (১ম—৭অ—৯৭সূ—৪ঋ)।

পঞ্চমী ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।

প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৫ ॥

* * *

অথ পদ-পাঠঃ।

প্র। যৎ। অগ্নেঃ। সহস্বতঃ। বিশ্বতঃ। যন্তি। ভানবঃ।
অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্ ॥ ৫ ॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যস্মাৎ) 'সহস্বতঃ' (সহনশীলস্য, রিপূন্ অভিভবতঃ, অজ্ঞানতানাশকস্য ইত্যর্থঃ) 'অগ্নেঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'ভানবঃ' (দীপ্তয়ঃ) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতঃ, সর্ব্বস্মাৎ প্রদেশাৎ, সর্ব্বপ্রকারেণ ইত্যর্থঃ) 'প্র যন্তি' (প্রকর্ষেণ উদ্গচ্ছন্তি, লোকান্ ঊর্দ্ধগামিনঃ কুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ); অতঃ হে জ্ঞানদেব! অস্মান্ তদ্দীপ্তিসংযুক্তান্ কুরু ইতি শেষঃ; তেন 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু)। জ্ঞানপ্রভাঃ অস্মান্ ঊর্দ্ধগামিনঃ কুর্ব্বন্তু, তেন চ অস্মাকং পাপং বিনশ্যতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—৭অ—৯১সূ—৫ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যেহেতু সহনশীল শত্রুগণকে অভিভবকারী অর্থাৎ অজ্ঞানতানাশক জ্ঞানদেবতার দীপ্তিসমূহ সর্ব্বতঃ সকল দিক হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রকর্ষের দ্বারা ঊর্দ্ধগামী হয় অর্থাৎ মনুষ্যগণকে ঊর্দ্ধগামী করে; অতএব, হে জ্ঞানদেব, আমাদিগকে সেই দীপ্তিসংযুক্ত করুন, তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে—জ্ঞানপ্রভা-সকল আমাদিগকে ঊর্দ্ধগামী করুক, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ সর্ব্বথা নাশপ্রাপ্ত হউক।)। (১ম—৭অ—৯১সূ—৫ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

সহস্বতঃ সহনবতঃ শত্রুনভিভবতোঽগ্নের্ভানবো দীপ্তয়ো বিশ্বতঃ সর্বতঃ সর্ব্বস্মাদপি প্রদেশাৎ প্রযন্তি। প্রকর্ষেণোদগচ্ছন্তি। যদ্যস্মাদেবং তস্মাত্তেনাগ্নিতেজসাস্মাকমঘং নশ্যতু। যন্তি। ইণো যণ্। পা০ ৬।৪।৮১। ইতি যণাদেশঃ॥ (১ম—৭ম—১১২—৫৫)।

• • •

পঞ্চম (১০৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে 'যৎ' পদের সহিত একটী 'তৎ' পদের আকাঙ্ক্ষা দৃষ্ট হয়। তাহা অধ্যাহার না করিলে, ভাবার্থ অপরিস্ফুট থাকিয়া যায়। কেন-না, যদি এই মন্ত্রের পদাবলির অনুসরণে অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়—'যেহেতু অগ্নির শত্রুনাশক দীপ্তিসমূহ চারিদিক হইতে ঊর্দ্ধগামী হয়, আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হউক।' ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু বক্তব্য বাদ থাকিয়া যায়। এখানে হয় বলিতে হয়,—'সেই হেতু আমরা অগ্নি প্রজ্বালিত করি বা যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দিই।' অথবা, আমাদিগের দৃষ্টিতে স্বীকার করিতে হয়, এখানে প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'অতএব হে জ্ঞানদেব! আমাদিগকে সেইরূপ দীপ্তি-সম্পন্ন করুন।' আমরা মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় তাই "অত হে জ্ঞানদেব অস্মান্ তদ্দীপ্তিসম্পন্নান্ কুরু" ইত্যাদি বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছি। তাহাতেই সুষ্ঠু সঙ্গত অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ্ঞানের এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম—অজ্ঞানতার বা অজ্ঞানতা-সহচর রিপুগণের বিনাশ-সাধন; জ্ঞানের আর এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম—মনুষ্যগণের ঊর্দ্ধগতি-বিধান। 'অগ্নেঃ' পদের সহিত 'সহস্বতঃ' বিশেষণের সংযোগে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সহস্বতঃ' সহনবান্ শত্রুদিগকে অভিভবকারী 'অগ্নেঃ' অগ্নির 'ভানবঃ' দীপ্তিসকল 'বিশ্বতঃ' সর্বতঃ সকল প্রদেশ হইতে 'প্র যন্তি' প্রকর্ষের দ্বারা গমন করিতেছে; 'যৎ' যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু অগ্নির তেজের দ্বারা আমাদিগের 'অঘং' পাপ নাশপ্রাপ্ত হউক। যন্তি। 'ইণো যণ্' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪।৮১) যণাদেশ। (১ম—৭ম—১১২—৫৫)।

প্রথমোক্ত ভাব প্রকাশ পাইতেছে; আর, ঐ চরণের "ভানবঃ প্র যন্তি" বাক্যাংশে জ্ঞানের প্রভায় যে ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়, তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। উভয়ত্রই জ্ঞানাগ্নির সাধারণ বা স্বাভাবিক শক্তির বিষয় প্রখ্যাত দেখি। সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত হয় এই যে,—'আমরা যেন সেই জ্ঞানের অনুকম্পা লাভ করি, জ্ঞানপ্রভাবে আমাদিগের রিপুগণ যেন বিমর্দ্দিত হয় এবং আমরা যেন ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হই।' উপসংহারে সেই একই প্রার্থনা,—'পাপ আমার নিকট হইতে বিড়ম্বিত শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক, অর্থাৎ পাপ যেন আমাকে কদাচ আর স্পর্শ করিতে না পারে।' (১ম—৭অ—৯৭সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি।

অপ নঃ শোশুচদঘম্॥ ৬॥

অথ পদ-পাঠঃ।

ত্বম্। হি। বিশ্বতঃমুখ। বিশ্বতঃ। পরিভূঃ। অসি।

অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতোমুখ' (সর্ব্বপ্রবৃত্তিসম্পন্ন হে জ্ঞানদেব) 'ত্বং' 'হি' (ত্বমেব) 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বস্মাৎ দিগ্‌ভাগাৎ) 'পরিভূঃ' (রক্ষকঃ) 'অসি' (ভবসি); অতঃ অস্মান্ রক্ষ; তেন 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—জ্ঞানদেব হে সর্ব্বতঃ লোকানাং রক্ষকঃ; সঃ দেবঃ অস্মান্ রক্ষতু, অস্মাকং পাপং দূরীকরোতু চ। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বত্রেদৃষ্টিসম্পন্ন হে জ্ঞানদেব! আপনিই সকল দিক হইতে রক্ষক হয়েন; অতএব আমাদিগকে রক্ষা করুন; তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতাই সর্ব্বতোভাবে লোকগণের রক্ষক হয়েন; সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং আমাদিগের পাপকে দূর করুন)॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে অগ্নে ত্বং হি ত্বং খলু বিশ্বতোমুখঃ সর্ব্বতোজ্বালঃ। তব মুখস্থানীয়ানাং জ্বালানাং ন কুত্রাপি প্রতিহতিরস্তি। অতো হে বিশ্বতোমুখাগ্নে বিশ্বতঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাদপ্যুপদ্রব-জাতাৎ পরিভূরসি। অস্মাকং পরিগ্রহীতা ভব। রক্ষকো ভবেত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানম্। ৬।

• • •

ষষ্ঠ (১০৭০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের 'বিশ্বতোমুখ' পদ উপলক্ষে অগ্নির জ্বালামালা যে সকল দিকে বিস্তৃত হয়, এই ভাব সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। তার পর 'অসি' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যে লটের স্থলে লোটের পদ 'ভব' পরিগৃহীত হইয়াছে। এই প্রকারে মন্ত্রে একটী প্রার্থনা দাঁড়াইয়াছে,—'হে সর্ব্বদিকে জ্বালাময় মুখ অগ্নি। আপনি আমাদিগের রক্ষক হউন।' আমরাও ঐ ভাবই গ্রহণ করিয়াছি বটে; তবে আমরা "ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি" পদে জ্ঞানাগ্নির মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। আমাদিগের মতে, প্রার্থনার ভাব প্রচ্ছন্ন আছে। তাই আমরা 'অসি' পদের প্রতিবাক্যে 'ভবসি' পদ গ্রহণ পূর্ব্বক 'অস্মান্ রক্ষ'

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অগ্নে! 'ত্বং হি' আপনিই বিশ্বতোমুখ সর্ব্বতোজ্বাল। আপনার মুখস্থানীয় জ্বালা-সমূহের কোথাও প্রতিহতি নাই। অতএব হে বিশ্বতোমুখ অগ্নে! 'বিশ্বতঃ' সর্ব্বতঃ সকল প্রকারের উপদ্রবজাত হইতে 'পরিভূরসি' আমাদিগের পরিগ্রহীতা হয়েন, পরিগ্রহীতা হউন অর্থাৎ রক্ষক হউন। অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৬ঋ)।

• • •

পদদ্বয় মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় অধ্যাহার করিয়াছি। যাহা হউক, ভাব-পক্ষে তাহাতে কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই।

জ্ঞানের দৃষ্টি সর্ব্বতোমুখী; জ্ঞান সকলেরই রক্ষক হয়েন; জ্ঞানের প্রভাবে আমাদিগের অজ্ঞানতা দূরে যাউক—পাপ বিনষ্ট হউক। এইরূপ ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশমান। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। সপ্তমী ঋক্।)

দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়।
অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৭ ॥

অথ পদ-পাঠঃ।

দ্বিষঃ। নঃ। বিশ্বতঃঽমুখ। অতি। নাবাঽইব পারয়।
অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিশ্বতোমুখ' (সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বত্রদৃষ্টিসম্পন্ন হে ভগবন্) 'নাবেব' (তরণী যথা সমুদ্রপারং নয়তি তদ্বৎ) ত্বং 'দ্বিষঃ' (শত্রুকবলাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'পারয়' (পরিত্রায়স্ব), তেন 'নঃ' (অস্মাকং). 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকগ্রস্তং সৎ বিনশ্যতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে সর্ব্বদর্শিন্। অস্মান্ রিপুসংসর্গাৎ উদ্ধারয়, অস্মাকং পাপং নাশয়, তথা অস্মাকং কর্ম্মণি বিশুদ্ধিতাং আনয়। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বতোমুখ সর্ব্বত্রদৃষ্টিসম্পন্ন হে ভগবন্! তরণী যেমন সমুদ্র-পারে লইয়া যায়, সেইরূপ আপনি শত্রুকবল হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; তাহাতে আমাদিগের পাপ শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হউক।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে সর্ব্বদর্শিন্! আমাদিগকে রিপুসংসর্গ হইতে উদ্ধার করুন; আমাদিগের পাপ নাশ করুন; এবং আমাদিগের কর্ম্মে বিশুদ্ধিতা আনয়ন করুন।) ॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৭ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে বিশ্বতোমুখ সর্ব্বতোমুখাগ্নে নাবেব নাবা নদীমিব দ্বিষঃ শত্রূনস্মানতি পারয়। অতিক্রম্য শত্রুরহিতং প্রদেশং প্রাপয় ॥

নাবা ইব। নাবেকা চ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। পারয়। পার তীর কর্ম্মসমাপ্তৌ ॥ ৭ ॥

• • •

সপ্তম (১০৭১) ঋকের বিশদার্থ।

——§॥০◡০॥§——

এই ঋকটীতে দেবতার মাহাত্ম্যের বিষয় বড় সুন্দর পরিবর্ণিত রহিয়াছে।

বলা হইয়াছে,—তিনি বিশ্বতোমুখ। সকল দিকেই তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে। প্রার্থনা জানান হইয়াছে—নৌকা যেমন নদী পারে লয়, তিনি সেইরূপ পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।

এই দৃষ্টিতে এই ঋক্‌টীতে সাধারণ ভাবে ভগবানকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহাতে এই ঋকে যেন বলা হইয়াছে,—তিনি ভিন্ন কে আর পরিত্রাণকারী আছেন! তিনি ভিন্ন কে আর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত অধমকে পরিত্রাণ করিবেন। যিনি বিশ্বতোমুখ —সকল দিকেই যাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে; তিনিই একমাত্র পরিত্রাতা— তিনিই একমাত্র উদ্ধারকর্তা; তাঁহাকেই তাই আহ্বান করিতেছে।

সম্মুখে বিশাল সমুদ্র। পারের কোনই উপায় নাই। পশ্চাতে পাপ রূপ শত্রু লেলিহান জিহ্বায় গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'বিশ্বতোমুখ' সর্ব্বতোমুখ অগ্নে। 'নাবেব' নাবা নদীর ন্যায় 'দ্বিষঃ' শত্রুগণকে 'নঃ' আমাদিগকে 'অতি পারয়' অতিক্রম করাইয়া শত্রুরহিত প্রদেশকে প্রাপ্ত করুন।

নাবা ইব। 'নাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। পারয়। পার ও তীর পদে কর্ম্মসমাপ্তি অর্থ বুঝায়। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৭ঋ)।

• • •

উপায় কি? কে রক্ষা করিবে? নিরুপায় হইয়া তাই প্রার্থনা জানান হইল,—"দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়।"

কিন্তু পার কিরূপে হইবে? পারের কর্তা যিনি, তিনি পার করিবেন বটে! কিন্তু পারের স্বরূপ কি? সে তো এ সাধারণ সমুদ্র নয়! সাধারণ তরণীর দ্বারাও তো সে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই! সুতরাং আবার জানান হইল,—"অপ নঃ শোশুচদঘম্।" অঘকে অর্থাৎ পাপকে শুচি করিয়া দিউন, পাপের কলঙ্ককে অপসারিত করুন।

পাপই হইল—শত্রু; পাপে বিশুদ্ধিতা-সাধনই হইল—সিন্ধু উত্তীর্ণ হওয়া। যিনি সর্ব্বতোমুখ, সে বিশুদ্ধিতা-সম্পাদনে তিনিই সামর্থ্যবান। তাঁহার দৃষ্টিতে পতিত হইতে পারিলেই, তাঁহার করুণা-কণা লাভ করিতে সমর্থ হইলেই, শত্রুর ভীতি অপহৃত হয়,—সংসার-সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। বিশুদ্ধিতাই শত্রু-জয়, বিশুদ্ধিতাই পার-প্রাপ্তি। পরিত্রাণকামীর প্রার্থনা তাই,—

"দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্।"

এই ঋকের এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ ঋকের সম্বোধনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও আর অগ্নি-সম্বোধন রাখেন নাই। তাঁহারা এই ঋকের এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের যেরূপ ভাবে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ভগবানের সম্বোধনেই মন্ত্রের প্রযুক্তি পরিকল্পিত দেখি। অন্ততঃ ব্যাখ্যাকারের অজ্ঞাতসারেই ব্যাখ্যার মধ্যে যেন সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। যথা,—

"For thou indeed (O god) whose face is turned everywhere, encompassed (the world) everywhere— driving away evils with all thy light.

Do thou carry us,. as with a boat, across hostile powers, (O god) whose face is turned everywhere— driving away evils with thy light."

যাহা হউক, পূর্ণ জ্ঞানই যে ব্রহ্ম, জ্ঞানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই যে সেই পুরুষে উপনীত হওয়া যায়, এ সকল মন্ত্রের বিশ্লেষণে সেই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—৭অ—৯৭সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। সপ্তনবতিতমং সূক্তম্। অষ্টমী ঋক্।)

স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে।

অপ নঃ শোশুচদঘম্॥ ৮॥

• • •

অথ পদ-পাঠঃ।

সঃ। নঃ। সিন্ধুম্ইব। নাবয়া। অতি। পর্ষ। স্বস্তয়ে।

অপ। নঃ। শোশুচৎ। অঘম্।

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ হিতসাধকঃ সঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'স্বস্তয়ে' (কল্যাণসাধনায়) 'নাবয়া' (তরণ্যা) 'সিন্ধুমিব' (সমুদ্রপারং প্রাপ্তিবৎ) 'অতিপর্ষ' (শত্রূন্ অতিক্রাম্য অস্মান্ পালয়); তেন 'নঃ' (অস্মাকং) 'অঘং' (পাপং) 'অপ শোশুচৎ' (শোকপ্রাপ্তং সৎ বিনশ্যতু)। তরণী যথা নদীপারং সমুদ্রপারং বা নয়তি তদ্বৎ হে জ্ঞানদেব অস্মান্ পাপাৎ পরিত্রাহি—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ হিতসাধক সেই আপনি, আমাদিগের কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত তরণীর দ্বারা সমুদ্রপার-প্রাপ্তির ন্যায়, শত্রুদিগকে অতিক্রম করাইয়া আমাদিগকে পালন করুন; তদ্দ্বারা আমাদিগের পাপ শোকপ্রাপ্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—তরণী যেমন নদীপারে বা সমুদ্রপারে লইয়া যায়, তদ্বৎ হে জ্ঞানদেব, আমাদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

পূর্বোক্ত এবার্থঃ। পুনরপি বাঢ্যার্থং প্রার্থ্যতে। হে অগ্নে স ত্বং নোঽস্মান্নাবয়া সিন্ধুমিব নদীমিব স্বস্তয়ে ক্ষেমার্থমতিপর্ষ। শত্রূনতিক্রম্য পালয়। শত্রুরহিতং প্রদেশ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পূর্বোক্তই অর্থ। পুনরায় বাঢ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। হে অগ্নে! 'সঃ' সেই আপনি 'নঃ' আমাদিগকে 'নাবয়া' নাবা সিন্ধুর ন্যায় নদীর ন্যায় 'স্বস্তয়ে' ক্ষেমার্থ 'অতিপর্ষ' শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া পালন করুন, অর্থাৎ শত্রুরহিত প্রদেশকে

অস্মাকং প্রাপয়েত্যর্থঃ। ত্বৎপ্রসাদাদস্মাকমঘং পাপং চাপ শোশুচৎ। অস্মত্তোঽপক্রম্যাস্মচ্ছত্রুঃ শোকোযুক্তো ভবতু॥

সায়ণ। আঙ্ যাজয়ারায়ুপসংখ্যানমিতি তৃতীয়ায়া অযায়াদেশঃ। উপোত্তমং রিতি। পা০ ৬।১।২১৩। ইত্যাকারস্য উদাত্তত্বম্। পর্ষ। পৃ পালনপূরণয়োঃ। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লোরভাবঃ। সিব্বহুলং লেটীতি বহুলবচনাৎ সিপ্। গুণঃ। দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ ইতি দীর্ঘত্বম্॥ (১ম—৭ম—৯৭সূ—৮ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে পঞ্চমো বর্গঃ॥ ১।৭।৫॥

অষ্টম (১০৭২) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়ই এই ঋকেও পাপের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া, আমরা নিরন্তর হাবুডুবু খাইতেছি। পাপের প্রলোভন অহর্নিশ আমাদিগকে বিভ্রান্ত বিপথগামী করিতেছে। কি প্রকারে উদ্ধার পাইব? উদ্ধারের একমাত্র উপায়—জ্ঞানদেবতার সহায়তা-লাভ। হৃদয়ে যদি জ্ঞানালোক বিচ্ছুরিত হয়, অন্ধ আঁখি দৃষ্টিশক্তি পাইয়া যায়। তখন আর পাপের প্রলোভনে ভুলিয়া বিপথগামী হইতে হয় না। অজ্ঞানতা-দূরীকরণে জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষা তাই সর্ব্বত্র প্রকাশমান। পাপের আবর্ত্তে, অজ্ঞানতার আঁধারে, উত্তরণ করিবার ক্ষমতা—জ্ঞানদেবতার। তাই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে দেব! আমার মঙ্গল-বিধান করুন; এ দুস্তর সংসার-সাগর হইতে আমায় পরিত্রাণ করুন। জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে আমি যেন পাপের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার পাই, পরমগতি লাভ করি।' (১ম—৯৭সূ—৮ঋ)।

আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; এবং আপনার প্রসাদে 'নঃ' আমাদিগের 'অঘং' পাপ 'অপ শোশুচৎ' শোকগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হউক; এবং আমাদিগ হইতে উপক্রান্ত হইয়া আমাদিগের শত্রু শোকগ্রস্ত হউক।

সায়ণ। 'আঙ্যাজয়ারামুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ায় অযাঃ আদেশ। 'উপোত্তমং রিতি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।১।১২৩) অকারের উদাত্তত্ব। পর্ষ। পৃ-ধাতু পালন ও পূরণার্থক। লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের শ্লুর অভাব। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে বহুবচন-হেতু সিপ্। গুণ। 'দ্ব্যচোঽতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব॥ (১ম—৭অ—৯৭সূ—৮ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চম বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৫।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টনবতিতমং সূক্তম্। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ষষ্ঠো বর্গঃ।

অষ্টনবতিতমং সূক্তম্।

এই সূক্তে মাত্র তিনটী ঋক্ আছে। ঋক্-তিনটী অগ্নিদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং উপাসনামূলক।

ব্যাখ্যাদিতে প্রথম মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইতঃ' পদ উপলক্ষে মন্ত্র-কয়েকটীর ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থের প্রকাশক হইয়া পড়িয়াছে। ঐ 'ইতঃ' পদের সহিত 'জাতঃ' পদের সম্বন্ধ দেখিয়া, দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নির বিষয় এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে—এইরূপ কল্পনা করা হয়। তাহাতে মন্ত্র-তিনটীতে পরস্পর-বিরোধী বিসদৃশ অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রথম ঋকে বলা হইল, দুইটী কাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি উৎপন্ন হন, তিনি বিশ্ব দর্শন করেন। তার পর, দ্বিতীয় ঋকে প্রকাশ পাইতেছে,—তিনি আকাশে সূর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, পৃথিবীতে গার্হপত্য অগ্নিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং সমস্ত শস্যের মধ্যে বীজরূপে বা প্রাণরূপে নিহিত আছেন। কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি যে এতাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হয়েন, তাহা কল্পনায় আনা যায় না। সে অগ্নির উপাসনায় সে অগ্নি যে কোনও সাড়া প্রদান করেন, কদাচ তাহা মনে করিতে পারি না।

যাহা হউক, অগ্নি-সম্বোধনে যে এ অগ্নির অতীত সামগ্রীকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই মনে হয়; পরন্তু বেদে অগ্নি বলিয়া সম্বোধন যেখানেই দেখি, তাহাতে জ্ঞানাগ্নি ভিন্ন অন্য কিছুই প্রতীত হয় না। আমরা তাহাই নির্দেশ করি। সেই যুক্তিতেই সমর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা তদনুসরণেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছি।

অষ্টনবতিতমসূক্তানুক্রমণিকা।

বৈশ্বানরস্যেতি তৃচং পঞ্চমং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভম্। বৈশ্বানরগুণকোঽগ্নিঃ তদ্বাগ্নির্বা দেবতা। তথা চানুক্রান্তম্। বৈশ্বানরস্য তৃচং বৈশ্বানরীয়মিতি। ব্যূহস্য চতুর্থেঽহন্যাগ্নি-মারুত ইদং সূক্তং বৈশ্বানরীয়নিবিদ্ধানম্। ব্যূহশ্ছেদিতি খণ্ডে সূত্রিতম্। বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম ইতি নীং ব্যত্কাঃ। আ০ ৮।৮। ইতি।

প্রথমমণ্ডলস্য অষ্টনবতিতমং সূক্তম্। বৈশ্বানরগুণকোঽগ্নিঃ তদ্বোঽগ্নির্বাণ দেবতা।
ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। ব্যূহস্য চতুর্থেঽহনি অগ্নিমারুতে নিবিদ্ধানম্।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। অষ্টনবতিতমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভিশ্রীঃ।
ইতো জাতো বিশ্বমিদং বি চষ্টে বৈশ্বানরো
যতেত সূর্য্যেণ ॥ ১ ॥

অথ পদ-পাঠঃ।

বৈশ্বানরস্য। সুঽমতৌ। স্যাম। রাজা। হি। কম্। ভুবনানাম্। অভিঽশ্রীঃ।
ইতঃ। জাতঃ। বিশ্বম্। ইদম্। বি। চষ্টে। বৈশ্বানরঃ।
যততে। সূর্য্যেণ ॥ ১ ॥

অষ্টনবতিতম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বৈশ্বানরস্য' ইত্যাদি তৃচ পঞ্চম সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। বৈশ্বানরগুণক অগ্নি বা তদ্বাগ্নি দেবতা। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—"বৈশ্বানরস্য তৃচং বৈশ্বানরীয়ং" ইত্যাদি। ব্যূহের চতুর্থ দিবসে অগ্নিমারুত-যাগে এই সূক্ত বৈশ্বানরীয় নিবিদ্ধান হয়। 'ব্যূহশ্ছেদিতি খণ্ডে' সূত্রিত আছে,—'বৈশ্বানরস্য সুমতৌ ক নীং ব্যত্কাঃ' (আ০ ৮।৮) ইত্যাদি।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৈশ্বানরস্য' (বিশ্বেষাং লোকানাং নেতৃস্থানীয়স্য জ্ঞানদেবস্য ইত্যর্থঃ) 'সুমতৌ' (অনুগ্রহাত্মিকায়াং বুদ্ধৌ, জ্ঞানসহযোগাৎ সুবুদ্ধিপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ ইতি ভাবঃ) 'স্যাম' (ভবেম, বয়ং তিষ্ঠেম ইত্যর্থঃ); সর্ব্বেষাং নেতৃস্থানীয়ঃ জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ সুবুদ্ধি-সম্পন্নান্ করোতু—ইতি প্রার্থনা; 'হি কং' (সঃ হি) 'ভুবনানাং' (সর্ব্বলোকানাং) 'অভিশ্রীঃ' (শ্রেয়ঃসাধকঃ) 'রাজা' (অধিপতিঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; রাজা যথা লোকানাং পালকঃ রক্ষকঃ চ ভবতি, জ্ঞানদেবঃ তথৎ সর্ব্বান্ পালয়তি রক্ষতি চ—ইতি ভাবঃ। 'ইতঃ জাতঃ' (অস্মাকং হৃদয়াৎ উৎপন্নঃ সন্ সঃ) 'ইদং বিশ্বং' (নিখিলং জগৎ) 'বিচষ্টে' (বিশেষেণ পশ্যতি); অস্মত্তোৎপন্নং জ্ঞানং জগদ্ব্যাপারপর্য্যবেক্ষণ-সমর্থং ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'বৈশ্বানরঃ' (বিশ্বেষাং নেতৃস্থানীয়ঃ জ্ঞানদেবঃ) 'সূর্য্যেণ' (পরমজ্ঞানাধারেণ সহ) 'যততে' (গচ্ছতি, মিলিতঃ ভবতি, অস্মাকং মিলনসাধনং করোতি ইত্যর্থঃ); জ্ঞানপ্রভাবেণ বয়ং পরমং পদং প্রাপ্নুমঃ—ইতি ভাবঃ। (১অ—১৮সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের জনসমূহের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেবতার অনুগ্রহাত্মিকা বুদ্ধিতে অর্থাৎ জ্ঞানসহযোগে সুবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, আমরা যেন অবস্থান করি; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে সুবুদ্ধিসম্পন্ন করুন); তিনিই ভুবনসমূহের সর্ব্বলোকের শ্রেয়ঃসাধক রাজা হয়েন; (ভাব এই যে,—রাজা যেমন লোকসমূহের পালক ও রক্ষক হয়েন, জ্ঞানদেবতা সেইরূপ সকলকে পালন করেন ও রক্ষা করেন); আমাদিগের হৃদয় হইতে উৎপন্ন হইয়া, তিনি নিখিল জগৎ বিশেষভাবে দর্শন করেন; (ভাব এই যে,—আমাদিগ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই জগদ্ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন); বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানদেব পরম-জ্ঞানাধারের সহিত গমন করেন—মিলিত হয়েন, অর্থাৎ আমাদিগের মিলন-সাধন করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রভাবে আমরা পরম পদ প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—৭অ—৯৮সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

বৈশ্বানরস্য বিশ্বেষাং নরাণাং লোকান্তরনেতৃত্বেন সাক্ষিত্বেন বা সর্ব্বহিতৈষিণোঽগ্নেঃ সুমতৌ শোভনমননবত্যামনুগ্রাহিকায়াং বুদ্ধৌ স্যাম। অনুগ্রাহ্যেণ বর্ত্তমানা ভবেম।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৈশ্বানরস্য' বিশ্বের সকল-মনুষ্যের লোকান্তরনেতৃত্বের দ্বারা অথবা সাক্ষিত্বের দ্বারা সর্ব্বহিতৈষী অগ্নির 'সুমতৌ' শোভন অনুগ্রাহিকা বুদ্ধিতে 'স্যাম' অনুগ্রাহ্যের

হি কমিত্যেতদ্বি শব্দার্থে। স হি বৈশ্বানরোঽভিশ্রীরভিশ্রয়ণীয় আভিমুখ্যেন সেবিতব্যঃ সন্ ভুবনানাং সর্বেষাং ভূতজাতানাং রাজা স্বামী ভবতি। যো বৈশ্বানরোঽগ্নিরিতোঽ-স্মাদরণিদ্বয়াজ্জাতঃ জাতমাত্র এবেদং বিশ্বং সর্বং জগদ্বিচষ্টে। বিশেষেণ পশ্যতি। প্রাতরুদ্যতা সূর্যেণ চ যততে সং যততে সংগচ্ছতে উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনুসমারোহতীতি তৈত্তিরীয়কম্। যদ্বা পার্থিবস্যাগ্নেস্তেজাংস্যূর্ধ্বগচ্ছন্তি। সূর্যকিরণাশ্চাধোমুখং প্রসরন্তি। তয়োঃ সঙ্গমনং দৃষ্ট্বা বৈশ্বানরো যততে সূর্যেণেত্যভিপ্রেয়তে। তথা চ যাস্কঃ। অমুতোঽমুষ্য রশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভবন্তীতোঽস্যার্চিষস্তয়োর্ভাসোঃ সংসঙ্গং দৃষ্ট্বৈবমবক্ষ্যৎ। নি০ ৭।২৩। ইতি। এবং ভূতস্য মহানুভাবস্য বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যামেতি সম্বন্ধঃ॥

বৈশ্বানরস্য। বিশ্বেষাং নরাণাং সম্বন্ধী। নরে সংজ্ঞায়ামিতি পূর্বপদস্য দীর্ঘত্বম্। তস্যেদমিত্যণ্। সুমতৌ। শোভনা মতিঃ সুমতিঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরে প্রাপ্তে মন্ক্তিন্নিত্যাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। ননু তত্রকারকাদিত্যনুবৃত্তের্গতেরুত্তরস্য ক্তিনো ন প্রাপ্নোতি। এবং তর্হি মতির্মননম্। ভাবে ক্তিন্। শোভনং মননং যস্যাং বুদ্ধৌ সা সুমতিঃ। নঞ্সুভ্যাং ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বম্। চষ্টে। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং

দ্বারা যেন বর্তমান থাকি; 'হি কং' এই দুই পদ হি শব্দার্থে; সেই বৈশ্বানর 'অভিশ্রীঃ' অভিশ্রয়ণীয় আভিমুখ্যে সেবিতব্য হইয়া 'ভুবনানাং' সকল ভূতজাতের 'রাজা' স্বামী হয়েন। যে বৈশ্বানর অগ্নি 'ইতঃ' এই অরণিদ্বয় হইতে 'জাতঃ' জাত মাত্রই 'বিশ্বং ইদং' সকল জগৎকে 'বিচষ্টে' বিশেষ প্রকারে দর্শন করেন। এ বিষয়ে তৈত্তিরীয়কে (তৈ০ ব্রা০ ২।১।২) এইরূপ উক্ত আছে,—"প্রাতরুদ্যতা সূর্যেণ চ যততে সংযততে সংগচ্ছতে উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনু সমারোহতি" ইত্যাদি। অথবা, পার্থিব অগ্নির তেজঃসমূহ ঊর্ধ্বগমন করে এবং সূর্যকিরণসমূহ অধোমুখে প্রসারিত হয়; তদুভয়ের সঙ্গম দেখিয়া 'বৈশ্বানর যততে সূর্যেণ' বৈশ্বানর সূর্যের সহিত গমন করেন। ঋষি ইহা বলেন। এ বিষয়ে যাস্কের উক্তি,—"অমুতোঽমুষ্য রশ্ময়ঃ প্রাদুর্ভবন্তীতোঽস্যার্চিষস্তয়োর্ভাসোঃ সংসঙ্গং দৃষ্ট্বৈবমবক্ষৎ" (নি০ ৭।২৩) ইত্যাদি। এবম্ভূত মহানুভব বৈশ্বানরের সুমতিতে অবস্থিতি করি—এইরূপ পূর্বের সহিত সম্বন্ধ॥

বৈশ্বানরস্য। বিশ্বের নরগণের সহিত সম্বন্ধ—এই বাক্যে ঐ পদ হয়। 'নরে সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। 'তস্যেদং' ইত্যাদি সূত্রে অণ্। সুমতৌ। শোভনা মতি—সুমতিঃ; 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বর-প্রাপ্তিতে 'মন্ ক্তিন্' ইত্যাদির দ্বারা উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। যদি বলা হয়—তাহাতে কারক-হেতু অনুবৃত্তিতে গতির (সম ধাতুর) উত্তরের ক্তিনের প্রাপ্তি হয় না; তাহা হইলে বলা যায়, মননার্থক মতি ভাবে ক্তিন্ প্রত্যয়; সে পক্ষে ব্যাসবাক্য হয়—শোভন মনন যে বুদ্ধিতে, তাহাই সুমতি। 'নঞ্সুভ্যাম্' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের অন্তোদাত্তত্ব। চষ্টে। চক্ষিঙ্ ধাতু ব্যক্ত (প্রকাশের) বাচক। এখানে ঐ পদে দর্শন-

যাতি। অয়ং পশ্যতি কর্ম্ম চ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। স্কোঃ সংযোগাদ্ রিতি ক্লোপঃ। যততে। যতী প্রযত্নে। (১ম ৯৮সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (১০৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

—§:○:§—

এই সূক্তের সূচনায় আমরা যাহা খ্যাপন করিয়াছি, এই ঋকের ব্যাখ্যা-মুখে তাহা লক্ষ্য করা যায়। ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রের দুইটী চরণকে আমরা চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছি; এবং উহার প্রত্যেক অংশেরই ভাব আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে বৈশ্বানর শব্দে যে অগ্নি অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে। প্রথমতঃ 'বৈশ্বানরস্য সুমতৌ' পদদ্বয়েই উপলব্ধি হয় যে, অগ্নি-সম্বন্ধে এখানে কিছুই বলা হয় নাই। কেন-না, অগ্নির আবার সুমতি কি? তাহাতে 'স্যাম' অর্থাৎ আমরা যেন অবস্থিত করি—এরূপ বাক্যেই বা মর্ম্মার্থ কি প্রাপ্ত হওয়া যায়? আমরা তাই সিদ্ধান্ত করি, "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম" বাক্যাংশের মর্ম্ম এই যে,—'আমরা যেন জ্ঞানদেবতার বা জ্ঞানের সাহায্যে সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন হই।' জ্ঞানই মানুষকে সুমতি প্রদান করে। সেই সুমতি-প্রাপ্তির কামনাই এখানে প্রকাশমান্।

দ্বিতীয় অংশের 'অভিশ্রীঃ' পদে অভিবৃদ্ধির বা শ্রেয়ঃসাধনের ভাব আসে। এ পক্ষেও জ্ঞানই যে শ্রেয়ঃসাধক, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এখানে সকলেই 'ভবতি' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়াছেন। 'ভবতি' বা 'ভবতু' উভয়বিধ ক্রিয়াপদের যে কোনও পদ এখানে গ্রহণ করা যায়। এ পক্ষে, 'ভবতি' ক্রিয়াপদ-পরিগ্রহণে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, 'ভবতু' ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলে, প্রার্থনার ভাব পরিব্যক্ত হয়। তিনি আমাদিগের প্রতিপালক শ্রেয়ঃসাধক অধিপতি হয়েন অথবা তিনি আমাদিগের প্রতিপালক শ্রেয়ঃসাধক অধিপতি হউন,—এই মন্ত্রাংশে এই দ্বিবিধ ভাবই গ্রহণ করিতে পারি। বলা বাহুল্য, এই অংশের 'হি কং' পদদ্বয়ের অর্থ-সম্বন্ধে ভাষ্যেরই অনুসরণ করা হইয়াছে তাহাই

কর্ম্ম বুঝাইতেছে। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক-লোপ। যততে। যতী প্রযত্ন অর্থ বুঝায়। (১ম—৯৮সূ—১ঋ)।

• • •

যুক্তিযুক্ত। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণে, জ্ঞানদেবতার কৃপায় সদ্বুদ্ধি ও রক্ষাপ্রাপ্তির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই মনে করা যায়।

দ্বিতীয় চরণটীর অন্তর্গত 'ইতঃ জাতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ উপলক্ষেই যত কিছু গণ্ডগোল দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ঐ দুই পদে 'অরণিকাষ্ঠদ্বয় হইতে উৎপন্ন' অর্থ যে কেন গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তাহার কারণ অনুধাবন করা যায় না। 'ইতঃ' অর্থাৎ 'এই হইতে'। তাহাতে 'আমাদিগের মধ্য হইতে' 'আমাদিগের হৃদয় হইতে' ইত্যাদি অর্থেই সঙ্গতি দেখি। মন্ত্রের যে সকল ইংরাজি অনুবাদ দেখা যায়, তাহার মধ্যে ঐ অংশের ভাব বিশেষ প্রস্ফুট করা হয় নাই। তাহাতে 'এই হইতে উৎপন্ন হইয়া' এই পর্য্যন্ত মাত্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। দুই প্রকারে দুইটী ব্যাখ্যা; যথা,—

1. "May we dwell in the favour of (Agni) Vaisvanara. He indeed is a king, leading all beings to gloriousness. As soon as born from here he looks over this whole world. Vaisvanara unites with the Sun."

২। "যিনি ত্রিভুবনের উপাস্য দেবতা, আমরা যেন সেই বৈশ্বানরের (অগ্নির) উপাসনা করি। ইনি অরণিদ্বয়ে উৎপন্ন হইয়াই এই বিশাল বিশ্ব নিরীক্ষণ করেন, এবং সূর্য্যের সহিত একত্র মিলিত হইয়া যাত্রা করেন।"

যাহা হউক, "ইদং বিশ্বং বিচষ্টে" বাক্যাংশের ভাব এই যে, তিনি এই বিশাল বিশ্বের তত্ত্ব অবগত হয়েন। বলা বাহুল্য, সাধারণ অগ্নির কার্য্য ইহা নহে;—জ্ঞানেরই ইহা কার্য্য। আমাদিগেরই মধ্যে—এই অকিঞ্চন-গণেরই মধ্যে—জ্ঞান উৎপন্ন হন; অথচ, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমরা জগদ্ব্যাপার আয়ত্ত করিতে সমর্থ হই। মন্ত্রের তৃতীয় অংশে, দ্বিতীয় চরণের "ইতঃ জাতঃ ইদং বিশ্বং বিচষ্টে" বাক্যাংশে, এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। তার পর, "বৈশ্বানরঃ সূর্য্যেণ যততে" বাক্যাংশে 'অগ্নি সূর্য্যের সহিত চলেন' এবম্বিধ অর্থের কোনই তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। 'সূর্য্যেণ' পদে, আমরা মনে করি, এখানে জ্ঞানাধারের সম্বন্ধ দ্যোতনা করিতেছে। তদনুসারে ঐ মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে, এই জ্ঞান দ্বারাই—আমাদিগের হৃদয়ে উৎপন্ন জ্ঞান হইতেই—আমরা জ্ঞানাধারে পরমজ্ঞানে উপনীত হইয়া থাকি। (১ম—৯৮সূ—১ঋ)।

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

চাতুর্মাস্যেষ্বাগ্রয়ণ্যাং বৈশ্বানরপার্জন্যা। তত্রাং বৈশ্বানরস্য হবিষঃ পৃষ্টো দিবীতি যাজ্যা। চাতুর্মাস্যানীতি খণ্ডে সূত্রিতং। পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পর্জন্যায় প্রগায়ত। আ০ ২। ৫। ইতি। তামেতাং দ্বিতীয়ামৃচমাহ।

• • •

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টনবতিতমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পৃষ্টো
বিশ্বা ওষধীরা বিবেশ।
বৈশ্বানরঃ সহসা পৃষ্টো অগ্নিঃ স নো
দিবা স রিষঃ পাতু নক্তং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

পৃষ্টঃ। দিবি। পৃষ্টঃ। অগ্নিঃ। পৃথিব্যাং। পৃষ্টঃ।
বিশ্বাঃ। ওষধীঃ। আ। বিবেশ।
বৈশ্বানরঃ। সহসা। পৃষ্টঃ। অগ্নিঃ। সঃ। নঃ।
দিবা। সঃ। রিষঃ। পাতু। নক্তং ॥ ২ ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

চাতুর্মাস্যের অন্তর্গত আগ্রয়ণীয় বৈশ্বানরপার্জন্যা। তাহাতে বৈশ্বানরের হবিঃকর্মে 'পৃষ্টো দিবি' ইত্যাদি ঋক্ যাজ্যা। 'চাতুর্মাস্যানীতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্রিত আছে,— "পৃষ্টো দিবি পৃষ্টো অগ্নিঃ পৃথিব্যাং পর্জন্যায় প্রগায়ত" ইত্যাদি। তাহাই এই দ্বিতীয় ঋক্।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ, জ্ঞানদেবঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বনিলয়ে স্বর্গে) 'পৃষ্টঃ' (সংস্পৃষ্টঃ সংলিপ্তঃ বিদ্যতে) তথা 'পৃথিব্যাং' (ভূলোকে অপি) 'পৃষ্টঃ' (সংস্পৃষ্টঃ বিদ্যতে) বিশেষতঃ 'বিশ্বাঃ' (সর্ব্বাঃ) 'ওষধীঃ' (ফলপাকান্তাঃ ওষধীঃ ইব কর্ম্মফলাবসানকারকাঃ সত্ত্বীঃ ইতি ভাবঃ) 'পৃষ্টঃ' (সংস্পৃষ্টঃ সন্) 'আবিবেশ' (তেষাং পাকার্থং লোকানাং উদ্ধারার্থং বা অত্রঃ তিষ্ঠতি); 'সঃ' (জনহিতসাধকঃ) বৈশ্বানরঃ' (বিশ্বেষাং লোকানাং নেতৃ-স্থানীয়ঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানাগ্নিঃ জ্ঞানদেবঃ) 'সহসা পৃষ্টঃ' (সর্ব্বপ্রকারেণ বলেন সংস্পৃষ্টঃ সংযুক্তঃ বিদ্যতে); 'সঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'দিবা' (অহ্নি) তথা 'নক্তং' (রাত্রৌ) 'রিষঃ' (হিংসকাৎ শত্রোঃ) 'পাতু' (রক্ষতু)। অয়ং ভাবঃ - জ্ঞানদেবতায়াঃ প্রভাবঃ দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র বিদ্যমানঃ, সত্ত্বতো সঃ দেবঃ চিরসত্ত্বযুক্তঃ, সদৈব সঃ দেব অস্মান্ পরিত্রায়তু। (১ম -৯৮সূ ২ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবতা) দ্যুলোকে অর্থাৎ সত্ত্বনিলয় স্বর্গে সংস্পৃষ্ট সংলিপ্ত বিদ্যমান আছেন,—এবং পৃথিবীতেও সংস্পৃষ্ট সংলিপ্ত বিদ্যমান আছেন, বিশেষতঃ সকল ওষধিকে অর্থাৎ ফলপাকান্ত ওষধীর ন্যায় কর্ম্মফলের অবসানকারক সত্ত্বভাবসমূহে সংস্পৃষ্ট হইয়া তাহাদের পাকার্থ অর্থাৎ মনুষ্যগণের উদ্ধারার্থ বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই জনহিতসাধক সকল লোকের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানাগ্নি (জ্ঞানদেবতা) সকল প্রকার শক্তিসংযুক্ত হইয়া বিদ্যমান আছেন; সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে দিবা-রাত্রি সকল কালে হিংসক শত্রু হইতে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতার প্রভাব দ্যুলোকে ভূলোকে সর্ব্বত্র বিদ্যমান; সত্ত্বভাবে সেই দেবতা চির-সত্ত্বযুত, সদাকাল সেই দেবতা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)। (১ম—৯৮সূ—২ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

অয়ং বৈশ্বানরোঽগ্নির্দিবি দ্যুলোকে আদিত্যাত্মনা পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টঃ। যদ্বা নিষিক্তো নিহিতো বর্ত্ততে। তথা পৃথিব্যাং ভূমৌ গার্হপত্যাদিরূপেণ পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টো নিহিতো বা।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই বৈশ্বানর 'অগ্নি' অগ্নি 'দিবি' দ্যুলোকে আদিত্যাত্মার দ্বারা 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্ট অথবা নিষিক্ত নিহিত বর্ত্তমান আছেন, এবং 'পৃথিব্যাং' ভূমিতে গার্হপত্যাদি রূপে

তথা বিশ্বাঃ সর্বা ওষধীঃ পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টঃ সোঽগ্নিরাবিবেশ। পাকার্থমন্তঃ প্রবিষ্টবান্। অন্তঃপ্রবিষ্টেন পার্থিবেনাগ্নিনা হি সর্বা ওষধয়ঃ পচ্যন্তে। সহসা পরেষামসাধারণেন বলেন পৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টো বৈশ্বানরো সোঽস্মান্ দিবাহ্নি রিষো হিংসকাৎ শত্রোঃ পাতু। রক্ষতু। তথা স বৈশ্বানরো নক্তং রাত্রাবপ্যস্মান্ হিংসকাৎ পাতু॥

পৃষ্টঃ স্পৃশ সংস্পর্শনে। ছান্দসঃ সকারলোপঃ। যদ্বা পৃষু সেচনে। নিষ্ঠায়াং যস্য বিভাষেতীট্ প্রতিষেধঃ। দিবি। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পৃথিব্যাং। উদাত্তযণঃ ইতি বিভক্তিরুদাত্তা। রিষঃ। রিষ হিংসায়াং। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি পঞ্চম্যা উদাত্তত্বং। (১ম—৯৮সূ—২ঋ)।

* • *

দ্বিতীয় (১০৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের ব্যাখ্যাদিতে বিভিন্ন ভাব প্রকাশমান দেখি। কিন্তু যে ভাবেই যিনি ব্যাখ্যা করুন, সকল ভাবের মধ্য হইতেই অগ্নির অতীত সামগ্রীর প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। এ পক্ষে 'অগ্নিঃ' আর 'পৃষ্টঃ' এই দুই পদের মর্ম্ম অনুধাবন করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হইয়া আসিবে। 'পৃষ্টঃ' পদের প্রতিবাক্যে ভাষ্যে 'সংস্পৃষ্টঃ' পদ গৃহীত হইয়াছে। কোথায় কোথায় তিনি সংস্পৃষ্ট, 'দিবি' 'পৃথিব্যাং' 'ওষধীঃ' 'সহসা' প্রভৃতি পদে তাহা প্রকাশ পাইতেছে। তদনুসারে সাধারণ ভাবে মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করা হয়—'অগ্নি দ্যুলোকে সংস্পৃষ্ট আছেন, ভূলোকে সংস্পৃষ্ট আছেন, ওষধিতে সংস্পৃষ্ট হইয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়া আছেন, এবং বলের সহিত

দ্বারা 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্ট অথবা সিক্ত; এবং 'বিশ্বাঃ' সকল 'ওষধীঃ' ওষধিগণকে 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্ট সেই অগ্নি 'আবিবেশ' পাকার্থ অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; অন্তঃপ্রবিষ্ট পার্থিব অগ্নির দ্বারাই সকল ওষধি পরিপক্ব হয়; 'সহসা' অপরের সাধারণ বলের দ্বারা 'পৃষ্টঃ' সংস্পৃষ্টঃ 'বৈশ্বানরঃ' বৈশ্বানর 'সঃ' আমাদিগকে 'দিবা' দিবসে 'রিষঃ' হিংসাকারী শত্রু হইতে 'পাতু' রক্ষা করুন; এবং সেই বৈশ্বানর 'নক্তং' রাত্রিতেও আমাদিগকে হিংসক হইতে রক্ষা করুন।

পৃষ্টঃ। স্পৃশ ধাতু সংস্পর্শন অর্থ বুঝায়। ছান্দস সকারলোপ। অথবা পৃষু ধাতু সেচনার্থক। 'নিষ্ঠাতে যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। দিবি। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্ত। পৃথিব্যাং। 'উদাত্ত যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তি উদাত্ত। রিষঃ। রিষ ধাতু হিংসা অর্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে পঞ্চমীতে উদাত্ত। (১ম-৯৮সূ ২ঋ)।

* • *

সংস্পৃষ্ট হইয়া আছেন। এতত্র যে অগ্নি, প্রার্থনা,—'তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগকে হিংসাকারী শত্রুর কবল হইতে উদ্ধার করুন।' ইহাই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ।

কিন্তু এই প্রকার অর্থের মধ্যে কয়েকটী বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিবার আছে। যদি অগ্নি বলিতে সংসারের সকলের প্রাণভূত অগ্নি অর্থ গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাতে সকল প্রকার ভাবেই সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় কিন্তু সাধারণ অনল অর্থ গ্রহণ করিলে, কোনও পক্ষেই ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। যদি এই অগ্নিই লক্ষ্যস্থল হয়, ওষধির মধ্যে ইহার বিদ্যমানতা কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইবে? স্বর্গেই বা ইহার বিদ্যমানতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে? এখানে আরও একটী বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। স্বর্গে ও পৃথিবীতে অগ্নির সংস্পৃষ্টতায় বা ব্যাপ্তির বিষয় খ্যাপন করিয়া, পুনরায় আবার "ওষধীঃ পৃষ্টঃ আবিবেশ" এরূপ বাক্যের প্রয়োগ করা কেন হইল? তার পর, শত্রু হইতে দিন রাত্রি সদাকাল অগ্নি যে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন, তাহারই বা তাৎপর্য্য কি?

এই সকল বিষয় বিচার-পূর্ব্বক আমরা নির্দ্দেশ করি, এখানে 'দিবি', 'পৃথিব্যাং', 'ওষধীঃ' ও 'সহসা'—এই পদ-চতুষ্টয়ের সহিত অগ্নির সম্বন্ধ-সূচনায় অগ্নির চতুর্ব্বিধ অবস্থার বা মাহাত্ম্যের বিষয় প্রকাশ করা হইয়াছে, এবং পরিশেষে সেই সকল-মাহাত্ম্যোপেত অগ্নির (জ্ঞানাগ্নির) সহায়তায় সদাকাল রিপুগণের কবল হইতে আত্মরক্ষা-লাভের কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। অতঃপর সেই অগ্নির সেই চতুর্ব্বিধ অবস্থায় অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ ভাবে অবস্থানের তত্ত্ব-কথা বুঝিবার পক্ষে একটু চেষ্টা করা যাইতেছে। স্বর্গে, মর্ত্ত্যে বা শক্তির সহিত জ্ঞান যে সর্ব্বতোভাবে বিজড়িত হইয়া আছে, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। জ্ঞানের ক্রিয়া অধিক ঐ তিন ক্ষেত্রেই প্রকাশমান দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যার বিষয়—"ওষধীঃ পৃষ্টঃ আবিবেশ"। এত বাক্যের এত প্রাণিপর্য্যায় থাকিতে ওষধি-সকলের সহিতই বা অগ্নির অথবা জ্ঞানের সম্বন্ধ কেন খ্যাপন করা হয়? এরূপ ব্যবহার পূর্ব্বেও বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহার একস্থানে (ষষ্ঠ অধ্যায়ের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের ষষ্ঠ ঋক্) আমরা যে সিদ্ধান্ত

প্রকাশ করিয়াছি, এখানে তাহারই অনুস্মরণ আবশ্যক মনে করি। "ওষধীঃ পৃষ্টঃ আবিবেশ" বাক্যাংশকে এখানে একটী রূপক উপমা বলিয়া মনে করিতে হইবে। ফল পাকিলে, ফল প্রদান করিয়া, ওষধিগণ শুকাইয়া যায়—লয়প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা সৎকর্মকারী, তাঁহাদিগের সেই অবস্থা। কর্মফল পরিপক্ক হইলে, সে কর্মফল ভগবানে সমর্পিত হইলে, সৎকর্মকারী পরাগতি মুক্তি লাভ করেন। সেই দৃষ্টিতে 'ওষধীঃ' পদে 'ফলপাকান্ত ওষধির ন্যায় আমাদিগের কর্মফলাবসানকারী সদ্বৃত্তিসমূহ' অর্থ পরিগ্রহণ করি।

মনুষ্য তো নিমিত্ত মাত্র। তাহার কর্মফলই তাহার জনয়িতা। আবার সদসৎবৃত্তির উপরই কর্মাকর্মের ফলাফল নির্ভর করিতেছে। সুতরাং মনুষ্য বলিতে তাহার কর্ম্মে বা কর্মমূল সদসৎবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে সেই দৃষ্টিতেই 'ওষধীঃ' পদে মনুষ্যের কর্মফলাবসান-কারক সদ্বৃত্তিসমূহকে নির্দেশ করিয়াছি। ওষধীরও নিজের যেমন কোনও কৃতিত্ব নাই, পরন্তু তাহার অন্তর্নিহিত অগ্নি বা তেজ বা শক্তি যেমন তাহাকে ফল-পরিপাকের অবস্থায় লইয়া যায়,—মানুষের সম্বন্ধেও সেই কথা। অন্তর্নিহিত সদ্বৃত্তিই মনুষ্যকে সেই পরিপাকের অবস্থায় লইয়া যায়। সেই দৃষ্টিতেই রূপক-উপমার মর্ম অনুধাবন করিতে পারি।

এই সকল বিষয় আলোচনায় বুঝিতে পারি, ঐ মন্ত্রাংশের ভাব এই যে,—স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং সকল শক্তির সহিত জ্ঞান ব্যাপিয়া আছেন বটে; কিন্তু মানুষের পরিত্রাণসাধক সদ্বৃত্তিসমূহের অভ্যন্তরে বিশেষ-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; অর্থাৎ, যেখানেই সদ্বৃত্তির ক্রিয়া, সেইখানেই জ্ঞানের পূর্ণ-বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। এ পক্ষের উপদেশ এই যে,—'আমরা যদি সদ্বৃত্তিসম্পন্ন সুতরাং সৎকর্মপরায়ণ হই, জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে আপনিই অবস্থিত রহিবেন।' এইরূপ একটী রূপক স্বীকার ভিন্ন, ওষধি-সমূহের মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়া আছেন—এরূপ বাক্যের কোনই তাৎপর্য্য গ্রহণ করা যায় না। এইরূপে এই মন্ত্রে আত্ম-মাহাত্ম্য প্রকাশপূর্বক জ্ঞানের সহায়তায় আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—৯০সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টনবতিতমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

বৈশ্বানর তব তৎ সত্যমস্ত্বস্মান্রায়ো

মঘবানঃ সচন্তাং।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বৈশ্বানর। তব। তৎ। সত্যং। অস্তু। অস্মান্। রায়ঃ।

মঘহবানঃ। সচন্তাং।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ। ৩।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৈশ্বানর' (বিশ্বেষাং নেতৃস্থানীয় হে দেব) 'তব তৎ' (ত্বদীয়ং তৎ, অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং কর্ম) 'সত্যং' (অবিতথং, সৎ ইত্যর্থঃ) 'অস্তু' (ভবতু); জ্ঞানপ্রভাবেণ বয়ং সত্যং প্রাপ্নুয়াম—সৎকর্ম্মসম্পাদনায় সমর্থাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ; তথা 'অস্মান্' (উপাসকান্) 'মঘবানঃ রায়ঃ' (ঐশ্বর্য্যযুক্তং পরমং ধনং, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফলং ইত্যর্থঃ) 'সচন্তাং' (সেবন্তাং); হে দেব! ত্বৎসম্বন্ধিনা কর্ম্মশক্তিপ্রভাবেণ বয়ং চতুর্ব্বর্গফলং প্রাপ্নুয়াম—ইত্যেবং প্রার্থনা; 'তৎ' (তস্মাৎ, তব প্রভাবেণ ইত্যর্থঃ)

'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ অদিতিদেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহভাবাপন্নঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবী' (প্রথিতা ভূ-দেবতা, আশ্রয়স্থানদা পৃথ্বীদেবতা ইত্যর্থঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (স্বর্গস্থানীয়ঃ সত্ত্বরূপঃ দ্যুঃ-দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); অস্মাকং জ্ঞানপ্রভাবেণ সর্ব্বে দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—৯৮সূ—৩ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

বিশ্বের নেতৃস্থানীয় হে দেব! আমাদিগের দ্বারা ক্রিয়মাণ আপনার কর্ম্ম অবিতথ অর্থাৎ সৎ হউক; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞান-প্রভাবে আমরা যেন সত্ত্বকে প্রাপ্ত হই—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে সমর্থ থাকি); এবং মঘবান রায় অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গফল আমাদিগকে সেবা করুক; (প্রার্থনা এই যে,—হে দেব! আপনার কর্ম্ম-শক্তির প্রভাবে আমরা যেন চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্ত হই); তাহাতে (আপনার প্রভাবে) মিত্রস্থানীয় মিত্র-দেবতা, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতা, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্যন্দনশীল স্নেহভাবাপন্ন সিন্ধুদেবতা, আশ্রয়স্থানদাত্রী পৃথ্বীদেবতা এবং স্বর্গস্থানীয় সত্ত্বরূপ দ্যুঃদেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের জ্ঞানপ্রভাবে সকল দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—৯৮সূ—৩ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বৈশ্বানর তব তৎ ত্বদীয়ং অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম সত্যমস্তু। অবিতথফলং ভবতু। ততোঽস্মান্ মঘবানো মঘবন্তো ধনবন্তো রায়ো ধনসম্পত্তিপ্রদাঃ পুত্রাঃ সচন্তাং। সেবন্তাং। এবং যদস্মাভিঃ প্রার্থিতং তোহস্মদীয়ং তৎ মিত্রোঽহরভিমানী দেবো বরুণো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৈশ্বানর তব তৎ' হে বৈশ্বানর আপনার সেই আমাদিগের কর্ত্তৃক ক্রিয়মাণ কর্ম্ম 'সত্যমস্তু' অবিতথফল হউক; তাহাতে 'অস্মান্' আমাদিগকে 'মঘবানঃ' ধনবিশিষ্ট 'রায়ঃ' ধনসম্পত্তিপ্রদ পুত্রসকল 'সচন্তাং' সেবা করুক; এইরূপ আমাদিগের কর্ত্তৃক যাহা প্রার্থিত, আমাদিগকে তাহা 'মিত্রঃ' অহরভিমানী দেব 'বরুণঃ' রাত্র্যভিমানী দেব

রাজ্যাভিমানী। অদিতিরদীনা দেবমাতা সিন্ধুঃ স্যন্দনশীলোদকাভিমানী দেবঃ। উতশব্দঃ সমুচ্চয়ে। এতে সর্ব্বে মিত্রাদয়ো মামহন্তাং। পূজয়ন্তাং পালয়ন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ষষ্ঠো বর্গঃ ॥ ১।৭।৬ ॥

* * *

তৃতীয় (১০৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রথম চরণে দুইটী অংশ আছে। কিন্তু ঐ দুই অংশেরই অর্থ-বিষয়ে ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে মতান্তর দেখিতে পাই। সে মতান্তরের কারণ,—প্রথম অংশের অন্তর্গত 'সত্যং' পদ এবং দ্বিতীয় অংশের অন্তর্গত "মঘবানঃ রায়ঃ" পদদ্বয়। 'সত্যং' পদে কেহ বা 'সফলতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা 'সত্য' অর্থেই সার্থকতা দেখিয়াছেন। 'তৎ' পদ কাহারও মতে 'যজ্ঞ' শব্দের দ্যোতক; কেহ বা তৎ-পদকে ঐ পদের প্রকৃতিগত প্রহেলিকারই অন্তর্ভুক্ত রাখিয়াছেন। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রথম অংশের "বৈশ্বানর তব তৎ সত্যং অস্তু" বাক্যাংশের এক অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে বৈশ্বানর আপনার যজ্ঞ সফল হউক'; কেহ বা অর্থ করিয়াছেন—'আপনার সম্বন্ধে ইহাই সত্য হউক'। তার পর, "মঘবানঃ রায়ঃ সচন্তাং" বাক্যাংশের ক্রিয়াপদকে বহুবচনের পদ-মধ্যে গণ্য করিয়া, 'মঘবানঃ' এবং 'রায়ঃ' পদের প্রতিবাক্যে বহুবচনের পদ গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে 'মঘবানঃ' পদের প্রতিবাক্যে 'মঘবন্তঃ ধনবন্তঃ' পদ পরিকল্পিত হইয়াছে; অর্থ দাঁড়াইয়াছে—ধনশালিগণ। এইরূপে 'রায়ঃ' পদে 'পুত্রগণ' অর্থ অঙ্গীকার করা হইয়াছে। যাহা হউক, ঐ দুই মন্ত্রাংশের যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যে সকল টীকা-টিপ্পনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করি। ইংরাজী ও বাঙ্গালা দুই প্রকারের দুইটি অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত

'অদিতিঃ' অদীনা দেবমাতা 'সিন্ধুঃ' স্যন্দনশীলোদকাভিমানী দেব। 'উত' শব্দ সমুচ্চয়ার্থে এই সকল মিত্রাদির দেবতা 'মমহন্তাং' পূজা করুন অর্থাৎ পালন করুন (১ম ৯৮—৩ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ষষ্ঠ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৬।

* * *

করিতেছি। তদ্দ্বারাই, অর্থগত ও ভাবগত পার্থক্য কিরূপে সংসূচিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বোধগম্য হইবে। যথ,—

1. "Be this thy truth, Vaisvanara to us-ward:
let wealth in rich abundance gather round us."

(২) "হে দেব বৈশ্বানর! তোমার উদ্দেশে যে যজ্ঞ করা হইল তাহা সিদ্ধ হউক; আমাদিগকে যেন ধনশালী এবং ধনতুল্য প্রিয় সন্তানেরা প্রতিপালন করে।"

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ও ভাবের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে প্রথমে প্রথমাংশের বিষয়ে, "তব তৎ সত্যং অস্তু" বাক্যাংশের মর্ম্ম-সম্বন্ধে, আলোচনা করিতেছি। আমরা বলি, 'তব তৎ' পদদ্বয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মকে, আমাদিগের অনুষ্ঠিত নিত্যানুষ্ঠিত সৎকর্ম্মকে, নির্দ্দেশ করিতেছে; এবং 'সত্যং অস্তু' পদদ্বয়ে, সেই কর্ম্ম 'সত্য হউক—অবিতথ হউক—অবিচলিত হউক',—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। তাহারই তাৎপর্য্য এই যে,—'আমরা যেন সত্যকে প্রাপ্ত হই, আমরা যেন সৎকর্ম্মসম্পাদনে সামর্থ্য-লাভ করি।' জ্ঞানই মানুষকে সৎকর্ম্ম সম্পাদনে সামর্থ্য প্রদান করে। তাই জ্ঞানদেবতার নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

তার পর, দেখুন,—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে—"অস্মান্ মঘবানঃ রায়ঃ সচন্তাং" বাক্যাংশে—কি ভাব ব্যক্ত করিতেছে। আমরা বলি, 'মঘবানঃ' ও 'রায়ঃ' পদের বচন-ব্যত্যয় স্বীকার না করিয়া, ঐ দুই পদকে প্রথমার একবচনের পদ-মধ্যে গণনা করিয়া লইয়া 'সচন্তাং' পদের প্রতিবাক্যে একবচনের 'সেবতাং' পদ গ্রহণ করাই সঙ্গত। তাহাতে 'মঘবানঃ রায়ঃ' আমাদিগকে সেবা করুক, অর্থাৎ আমরা যেন 'মঘবান রায়ের' অধিকারী হই—এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন, বুঝা যাউক—

* এইরূপ অর্থ-বিষয়ে যে সকল টিপ্পনী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী (রমেশ চন্দ্রের টিপ্পনী) এই: "মূলে 'অস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং' আছে। শব্দের অর্থ এইরূপ 'আমাদিগকে ধনবান ধন সেবা করুক।' কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন—'যেন ধনবান ও ধনের ন্যায় প্রিয় পুত্রগণ আমাদিগকে সেবা করে।' ইত্যাদি। ঐ অংশের রমেশ বাবুর অনুবাদ "আমরা যেন বহু মূল্য ধন প্রাপ্ত হই।" উইলসন কৃত অনুবাদ,— "May treasures wait upon us."

"মঘবানঃ রায়ঃ' বলিতে কি ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি? 'রায়ঃ' পদে পরমার্থ-রূপ ধনকে বুঝাইয়া থাকে। 'মঘবানঃ' পদে ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে ঐ দুই পদে 'ঐশ্বর্য্যযুক্ত পরমার্থ-রূপ ধন' অর্থ দ্যোতনা করে। কিন্তু সে কি প্রকার? এক দিকে ইহলোকের উপভোগ্য ঐশ্বর্য্য, অন্য দিকে পরলোকের অনুসেব্য পরম পদার্থ—এই দুই-ই উহার অন্তর্ভুক্ত হয় না কি! আমরা তাই ঐ দুই পদে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গ ধনকে নির্দ্দেশ করি। তদনুসারে ঐ অংশের প্রার্থনায় প্রকাশ,—'হে জ্ঞানদেব! আপনার কৃপায় অর্থাৎ জ্ঞানবান্ হইয়া আমরা যেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের অধিকারী হই।'

মিত্রাদি দেবগণের নিকট করুণাপ্রার্থনামূলক মন্ত্রের শেষ চরণের [প্রার্থনার] অর্থ-বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তে আলোচনা করা গিয়াছে। এখানে আর তাহার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। (১ম—৯৮সূ—৩ঋ)।

—•—

একোনশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

জাতবেদস ইত্যেকর্চং ষষ্ঠং সূক্তং মরীচিপুত্রস্য কশ্যপস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভং। জাতবেদোগুণকোঽগ্নিঃ শুদ্ধোঽগ্নির্বা দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। জাতবেদস একা জাতবেদস্যং এতদাদীন্যেক ভূয়াংসি সূক্তসহস্রমেতত্ কশ্যপার্ষমিতি। অহর্গণেষু দ্বিতীয়াদিষহঃস্বাগ্নিমারুতে জাতবেদস্য নিবিদ্ধানাৎ পূর্ব্বমেষা শংসনীয়া। সূত্রিতঞ্চ। জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাগ্নিমারুতে জাতবেদস্যানাং। আ০ ৭।১। ইতি।

* * *

একোনশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

'জাতবেদসে' ইত্যাদি একটী ঋক্‌বিশিষ্ট ষষ্ঠ সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। মরীচিপুত্র কশ্যপ—ঋষি। ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। জাতবেদোগুণক অগ্নি বা শুদ্ধ অগ্নি দেবতা। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'জাতবেদস এক জাতবেদস্যং এতদাদীন্যেক ভূয়াংসি সূক্ত-সহস্রমেতত্ কশ্যপার্ষং' ইত্যাদি। অহর্গণবিষয়ে দ্বিতীয়াদিদিবসসমূহে আগ্নিমারুতশাস্ত্রে জাতবেদস নিবিদ্ধানহেতু পূর্ব্বে এই ঋকে শংসনীয়। সূত্রিত আছে,—'জাতবেদসে সুনবাম সোমমিত্যাগ্নিমারুতে জাতবেদস্যানাং' (আ০ ৭।১) ইত্যাদি।

* * *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— : § ◡ • ◠ § : ——

প্রথমং মণ্ডলং। একোনশততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। সপ্তমো বর্গঃ।

* * *

একোনশততমং সূক্তং।

— : ০ : ——

এই সূক্তে মাত্র একটী ঋক্ আছে। কিন্তু ঋক্টি অতি প্রয়োজনীয়। ব্রাহ্মণ মাত্রকেই প্রতিদিন সন্ধ্যার মন্ত্রে এই ঋক্ আবৃত্তি করিতে হয়।

কিন্তু ঋক্টি যে বিকৃত বিসদৃশ ভাবের প্রকাশক হইয়া আছে, তাহাতে লজ্জা আসে—মস্তক অবনত হয়। ঋকের মধ্যে একটী 'সোমং' পদ আছে। তাহাতে 'সোমলতার রস' অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহার সহিত 'সুনবাম' পদের অর্থসঙ্গতি রক্ষা করিতে গিয়া, সোমরস মাদক-দ্রব্য অভিষব করার প্রসঙ্গ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দেবতা 'জাতবেদ'। তাঁহার উদ্দেশে আমরা যেন সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করি—ইহাই এখানকার তাৎপর্য্যার্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। "জাতবেদসে সুনবাম সোমং" বাক্যাংশে যেন বলা হইতেছে—'জাতবেদ দেবতার (অনল অগ্নির অথবা উক্ত নামধেয় ঋষির) উদ্দেশে আমরা সোমরস প্রস্তুতের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।' অর্থাৎ, সেই প্রলোভন দেখাইয়া আমরা দেবতাকে যেন বলিতেছি, 'হে দেব! এই তো আপনার জন্য সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি। আসুন আপনি তাহা পান করুন, আর আমাদিগের শত্রুগণকে ভস্ম করিয়া ফেলুন।'

এই কি বেদমন্ত্র? এই কি আমাদিগের প্রার্থনা? আর, এই কি আমরা আমাদিগের ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রে জপ করিয়া থাকি?

অন্যে যাহা বলেন, বলুন। আমরা কদাচ মন্ত্রের এই কদর্থ গ্রহণ করি না। আমরা বলি, নিত্য সত্য সনাতন বেদমন্ত্র দেবতাকে সোমরস মাদকদ্রব্য পান করাইবার জন্য কখনও শিক্ষা দিতেছে না। আর, তাহা কখনই আমাদিগের জপমন্ত্র হইতে পারে না।

তবে কি? আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও তাহার বঙ্গানুবাদে এবং মন্ত্রার্থ আলোচনায় (বিশদার্থে) সেই তত্ত্বই প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। পরবর্ত্তী অংশে তাহা লক্ষ্য করিলে, যথা-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

প্রথমমণ্ডলস্য একোনশততমং সূক্তং। জাতবেদোগুণকোঽগ্নিঃ ঋষিঃ কশ্যপো মারীচঃ। জাতবেদোঽগ্নির্দেবতা।
ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্। জাতবেদসনিবিদ্ধানাং শংসনীয়া।

* * *

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একোনশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো

নি দহাতি বেদঃ।

স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব

সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

জাতঽবেদসে। সুনবাম। সোমম্। অরাতিঽযতঃ।

নি। দহাতি। বেদঃ।

সঃ। নঃ। পর্ষৎ। অতি। দুঃঽগানি। বিশ্বা। নাবাঽইব।

সিন্ধুং। দুঃঽইতা। অতি। অগ্নিঃ॥ ১॥

* * *

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতবেদসে' (সর্ব্বভূতং বেদিত্রে, সকলজ্ঞাননিলয়ায় জ্ঞানদেবায়, যদ্বা নিখিলজ্ঞান-লাভায় ইত্যর্থঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'সুনবাম' (উদ্বুদ্ধং করবাম, বয়ং সত্ত্বভাবস্য সদা প্রবুদ্ধাঃ ভবেম); 'বেদঃ' (জ্ঞানং এব) 'অরাতীয়তঃ' (শত্রোঃ শত্রুবৃত্তং, রিপু-পরিচালিতং কর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'নি দহাতি' (নিতরাং নিঃশেষেণ বা ভস্মীকরোতি); যদ্বা সঃ দেবঃ 'অরাতীয়তঃ' (শত্রুবৎ আচরণশীলং) 'বেদঃ' (ধনং) 'নি দহাতি' (নিরন্তরং ভস্মীকরোতু); 'সঃ' (সর্ব্বথা হিতসাধকঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি, সর্ব্বাণি) 'দুর্গাণি' (দুঃসহানি দুঃখানি, দুঃসহনীয়ানি দুঃখানি ইত্যর্থঃ) 'নাবেব সিন্ধুং' (তরণী যথা সিন্ধুং নদীং বা পারং করোতি তদ্বৎ) 'অতি পর্ষৎ' (সর্ব্বতোভাবেন অস্মান্ পরিত্রায়তু), তথা 'দুরিতা' (দুরিতানি, দুঃখহেতুভূতানি পাপানি, দুঃখনিমিত্তভূতানি পাপানি ইত্যর্থঃ) 'অতি' (অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন পারয়তু, উত্তরয়তু)। অয়ং ভাবঃ - জ্ঞানলাভায় বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম; তেন জ্ঞানদেবঃ অস্মান্ সকলদুঃখমূলীভূতাৎ পাপাৎ পরিত্রায়তু; নৌসাহায্যেন যথা বয়ং নদীপারং প্রাপ্নুমঃ, সৎকর্ম্মসাহায্যেন সজ্জ্ঞানসঞ্চয়েন তদ্বৎ সকলদুঃখমূলীভূতাৎ পাপাৎ পরিত্রাণং লভেম। (১ম—৯৯সূ—১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

সর্ব্বভূতজ্ঞ সকলজ্ঞানের নিলয় জ্ঞানদেবতার উদ্দেশ্যে, অথবা নিখিল জ্ঞানলাভের জন্য, আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে উদ্বুদ্ধ করি—হৃদয়ে যেন সত্ত্বভাবের সঞ্চারে সদা প্রবুদ্ধ হই। জ্ঞানই শত্রুর শত্রুবৃত্ত রিপু-পরিচালিত কর্ম্মকে সর্ব্বদা নিঃশেষে ভস্মীভূত করেন; অথবা, সেই দেবতা শত্রুবৎ আচরণশীল ধনকে নিরন্তর ভস্মীভূত করুন। সেই জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে সকলপ্রকার দুঃসহ দুঃখ হইতে, তরণী যেমন সিন্ধুপারে বা নদীপারে লইয়া যায় সেইরূপ, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন; এবং দুঃখহেতুভূত পাপসমূহ হইতে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে উত্তরণ করুন। (ভাব এই যে,—জ্ঞানলাভের জন্য আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; তদ্দ্বারা জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে সকল দুঃখমূলীভূত পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; নৌসাহায্যে আমরা যেমন নদীপার প্রাপ্ত হই, সৎকর্ম্ম-সাহায্যে সৎ-জ্ঞান-সঞ্চয়ের দ্বারা সেইরূপ সকল দুঃখমূলীভূত পাপ হইতে আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি। (১ম—৯৯সূ—১ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

জাতবেদসে জাতানামুৎপন্নানাং সর্ব্বেষাং বেদিত্রে। যদ্বা জাতৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ জ্ঞায়মানায় জাতধনায় জাতপ্রজ্ঞায় বাগ্নয়ে সুতারূপং সোমং সুনবাম। অভিষুণবাম। জাতবেদো গুণকমগ্নিং যষ্টুং সোমাভিষবং করবামেত্যর্থঃ। সোঽগ্নিররাতীয়তোঽরাতিং শত্রুমিবাস্মানাচরতঃ শত্রোর্ব্বেদো ধনং নিদহাতি। নিতরাং দহতু ভস্মীকরোতু। অপিচ সোঽগ্নির্নোঽস্মান্ বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি দুর্গাণি দুর্গমনানি ভোক্তুমশক্যানি দুঃখান্যতিপর্ষৎ। অতিপারয়তু। অতিক্রম্য দুঃখরহিতং সুখং প্রাপয়তু। তত্র দৃষ্টান্তঃ। নাবেব সিন্ধুং। যথা কশ্চিৎ কর্ণধারো গ্রাহাদিভির্দুষ্টসত্ত্বৈরাকুলিতাং নদীং নাবা তারয়তি তদ্বৎ। তথা দুরিতা দুরিতানি দুঃখহেতুভূতানি পাপান্যস্মানগ্নিরতি পারয়তু। দুঃখনিমিত্তাৎ পাপাদস্মানুত্তারয়ত্বিত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং। জাতবেদাঃ কস্মাৎ জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনঃ জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানো যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি হি ব্রাহ্মণমিত্যাদি। নি০ ৭।১৯।

জাতবেদসে। জাতানি বেত্তীতি জাতবেদাঃ। গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদ-প্রকৃতি-স্বরত্বং চেতি বচনাৎ কারকপূর্ব্বপদস্যাসুন্নন্তস্য পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ। অরাতীয়তঃ। ন বিদ্যতে রাতির্দানং যস্যেত্যরাতিঃ শত্রুঃ। তমিবাত্মানাচরতি। উপমানাদাচারে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'জাতবেদসে' জাতগণের উৎপত্তিমানগণের সকলের বেদিতার জন্য অথবা জাত সকল প্রাণিগণের দ্বারা জ্ঞায়মান জাতধনের জন্য অথবা জাতপ্রজ্ঞ অগ্নির জন্য সতারূপ সোমকে 'সুনবাম' অভিষুত করি; অর্থাৎ জাতবেদগুণক অগ্নিকে যজনা করিবার জন্য সোমাভিষব করি। সেই অগ্নি 'অরাতীয়তঃ' শত্রুর ন্যায় আমাদিগের প্রতি আচরণশীল শত্রুর 'বেদঃ' ধনকে 'নিদহাতি' নিরন্তর দহন করুন—ভস্মীভূত করুন। অপিচ, 'সঃ' সেই অগ্নি 'নঃ' আমাদিগকে 'বিশ্ব' (বিশ্বানি) সকল 'দুর্গাণি' দুর্গম ভোগ করিতে অশক্য দুঃখসমূহকে 'অতি পর্ষৎ' অতিপার করুন—অতিক্রম করাইয়া দুঃখরহিত সুখকে প্রাপ্ত করুন। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,—'নাবেব সিন্ধুং' যেমন কোনও কর্ণধার গ্রাহাদিসমূহের দ্বারা—দুষ্টসত্ত্বসমূহের দ্বারা—আকুলিত জনগণকে নৌকার সাহায্যে নদী পার করেন, সেইরূপ। আর, 'দুরিতা' (দুরিতানি) দুঃখহেতুভূত পাপসমূহকে আমাদিগ হইতে অগ্নি অতিপার করুন অর্থাৎ দুঃখনিমিত্ত-হেতু পাপ হইতেও আমাদিগকে উত্তরণ করুন। এ বিষয়ে নিরুক্ত,—'জাতবেদাঃ কস্মাজ্জাতানি বেদ জাতানি বৈনং বিদুর্জাতে জাতে বিদ্যত ইতি বা জাতবিত্তো বা জাতধনো জাতবিদ্যো বা জাতপ্রজ্ঞানো যত্তজ্জাতঃ পশূনবিন্দতেতি তজ্জাতবেদসো জাতবেদস্ত্বমিতি হি ব্রাহ্মণং" (নি০ ৭ ১৯) ইত্যাদি।

জাতবেদসে। জাতসমূহকে জানেন—এই অর্থে জাতবেদাঃ পদ হয়। 'গতিকারকয়োরপি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চ' ইত্যাদি বচন-হেতু কারকপূর্ব্বপদত্বঃ বিদ ধাতুতে অসুন-প্রত্যয়। পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর। অরাতীয়তঃ। উঁহাতে রাতি অর্থাৎ দান বিদ্যমান নাই—এই অর্থে অরাতি পদে শত্রুকে বুঝায়। তাহার ন্যায় আমাদিগের প্রতি আচরণ করে—এই

পা০ ৩।১।১০। ইত্যুপমানভূতাৎ কর্মণঃ ক্যচ্। ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। শতুরনুম ইতি শস উদাত্তত্বং। দহাতি। দহ ভস্মীকরণে। লেটাডাগমঃ। বিন্দতে লভতে ইতি বেদো ধনং। বিদ্লৃ লাভে। ঔণাদিকঃ কর্ম্মণ্যসুন্। পর্ষৎ। পৄ পালনপূরণয়োঃ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লেটাডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। দুর্গাণি। দুঃখেন গম্যন্ত এষ্বিতি সুদুরোরধিকরণে ইতি গমের্ডঃ। (১ম ৯৯-১ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে সপ্তমো বর্গঃ। ১।৭।৭।

প্রথম (১০৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের যে বিসদৃশ অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, সূক্তের সূচনাতেই তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এখানে প্রচলিত অনুবাদের আদর্শ প্রকাশ করিয়া বক্তব্য খ্যাপন করিতেছি। মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ;—

Let us press Soma for Jatavedas. May he burn down the property of the niggard. May he, Agni, bring us across all troubles, across all difficulties, as across a stream with a boat.

এই অনুবাদের টিপ্পনীতে স্পষ্টতঃ সোমরস মাদকদ্রব্য পানের উল্লেখ আছে; বলা হইয়াছে—'অগ্নি অন্যান্য স্থলে যে সোমরস পান করিতেছেন দেখিতে পাই, তাহার সর্ব্বত্রই ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া সোমপান করিয়াছেন; এখানেই কেবল দেখি, তাঁহার একার সোম-পানের বিষয় লিখিত হইয়াছে।' বিদেশী বিধর্ম্মীর দৃষ্টিতে এ ভাব ব্যক্ত

অর্থে 'উপমানাদ আচারে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।১।১০) উপমানভূত-হেতু কর্ম্মণিবাচ্যে ক্যচ্ প্রত্যয়। ক্যজন্ত-হেতু লটে শতৃ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে শসের উদাত্তত্ব। দহাতি। দহ ধাতু ভস্মীকরণ অর্থ বুঝায়। লেটে অট্ আগম। বেদঃ। বিন্দমান থাকে—প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই অর্থে বেদঃ পদে ধন বুঝায়। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। ঔণাদিক। কর্ম্মণিবাচ্যে অসুন্-প্রত্যয়। পর্ষৎ। পৄ ধাতু পালন ও পূরণ অর্থ প্রকাশ করে। তাহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু লেটে অট্ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। দুর্গাণি। দুঃখের দ্বারা এই সকলে গমন করা হয়,—এই অর্থে ঐ পদ হয়। 'সুদুরোরধিকরণে' ইত্যাদি সূত্রে গম ধাতুতে ড-প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—৯৯ সূ ১ঋ)।

ইতি প্রথম অষ্টকে সপ্তম অধ্যায়ে সপ্তম বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৭।

হওয়া অসম্ভব নহে * কিন্তু আমাদিগের দেশের প্রচলিত ব্যাখ্যাতেও—এমন কি সায়ণের ভাষ্যেও, "লতারূপং সোমং" প্রভৃতি বাক্যে—ঐ ভাবেরই প্রকাশ দেখি। দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে প্রচলিত একটী বঙ্গানুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেই বা কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, বুঝিয়া দেখুন।

"আইস আমরা সর্ব্বজ্ঞগামী মতাম অগ্নির উদ্দেশে সোমরস অভিষব করি। আমাদিগের প্রতিকূলাচারী দস্যুদিগকে তিনি দগ্ধ করিবেন। যদ্রূপ নৌকাযোগে নদী পার করাইয়া দেয়, তদ্রূপ অগ্নিও আমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে এবং সর্ব্ববিধ অধর্ম্ম হইতে উত্তীর্ণ করাইয়া দিবেন"

সকলকেই একই ভাবের ভাবুক দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বলি, এই মন্ত্রের অর্থে সম্পূর্ণ অন্য ভাবের দ্যোতনা আছে তৎপক্ষে এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদ অনুশীলনযোগ্য।

প্রথমে প্রথম চরণের প্রথম অংশটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক। ঐ অংশের প্রথম আলোচ্য—'জাতবেদসে' পদ। নিরুক্ত অনুসারে এবং ব্যুৎপত্তিগত অর্থ-ক্রমে ঐ পদে সকল জ্ঞানের আধার জ্ঞানদেবতাকে নির্দ্দেশ করে। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ঐ পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। প্রথমতঃ, ঐ পদের অর্থে 'সকল জ্ঞানাধারের জন্য অর্থাৎ সেই নিখিল জ্ঞাননিলয়ের জন্য' অর্থ আসিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পদে 'সকল জ্ঞান লাভের জন্য এই ভাবও গ্রহণ করিতে পারি' ঐ দুই অর্থেরই নিগূঢ় লক্ষ্য যে অভিন্ন, তাহা বলাই বাহুল্য। তার পর, আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'সোমং'. ঐ পদের বিষয় আমরা সহস্রবার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি: ঐ পদে যে সত্ত্বভাবকে নির্দ্দেশ করে, সদ্‌গুণাবলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে, বেদের প্রায় সর্ব্বত্রই যে সেই অর্থেই ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করি। তার পর, তৃতীয় আলোচ্য পদ—'সুনবাম'। কেন ঐ পদে সোমলতার রস অভিষব করার ভাব গ্রহণ করিব? 'সু' সংযোগ ঘটিয়াছে বলিয়াই সোমলতার সম্বন্ধ আসিয়া পড়িবে? কখনই তাহা মনে করিতে পারি না। আমরা বলি, এখানে

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সোম-শব্দকে কি দৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং এখানকার ভাব কিরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন, নিম্নলিখিত মন্তব্যে তাহা লক্ষ্য করুন;—'This is one of the very rare passages in which Agni standing alone and not accompanied by Indra ar the Maruts &c. is mentioned as drinking Soma." ইত্যাদি।

সুষ্ঠুভাবে নবীকরণে উদ্বুদ্ধকরণে সঙ্কল্প প্রকাশ পাইতেছে। ভাব এই যে,—'আমরা যেন আমাদিগকে সুষ্ঠু নবীন জীবন প্রদান করিতে সমর্থ হই।' এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, "জাতবেদসে সুনবাম সোমং" বাক্যাংশে অর্থ হয় এই যে, ভাব পাই এই যে,—'জ্ঞানদেবতার উদ্দেশে, জ্ঞান লাভের জন্য, আমরা যেন আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে উদ্বুদ্ধ জাগ্রৎ করিতে পারি।' সত্ত্বভাবের সহিত, সৎকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সত্ত্বভাবের সঞ্চয়, সৎকর্ম্মের সাধনা—আমাদিগের পুরুষকার-সাপেক্ষ—আমাদিগের আত্ম-আয়ত্তাধীন। এই মন্ত্রাংশে তাহাই সৎসাধনে সঙ্কল্প প্রকাশ পাইয়াছে। উপাসক এই মন্ত্রাংশে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছেন,—'আমি আমার মধ্যে সত্ত্বভাবকে জাগাইব, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সত্ত্বসঞ্চয় করিব; উদ্দেশ্য—জ্ঞান-লাভ।'

এইবার দেখুন—মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে "অরাতীয়তঃ নিদহাতি বেদঃ" অংশে কি ভাব প্রকাশমান রহিয়াছে! ঐ মন্ত্রাংশে আমরা স্বতন্ত্র দুই প্রকার অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভাষ্যাদির ভাবে এখানকার প্রার্থনা—'শত্রুর ধনকে অগ্নি ভস্মীভূত করুন।' আমরা কিন্তু অন্যরূপ অর্থের পরিকল্পনা করি। প্রথমতঃ, 'বেদঃ' পদকে 'জ্ঞান' অর্থে প্রথমার এক বচনের পদ-রূপে আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে 'নিদহাতি' ক্রিয়ার লট্-রূপ পরিবর্ত্তনের কোনই আবশ্যক হয় নাই; এবং ঐ মন্ত্রাংশ দেবতার মাহাত্ম্য-প্রকাশক বলিয়াই প্রতীত হইয়াছে। ভাব পাইতেছি,—'জ্ঞানদেবতাই শত্রুর সম্বন্ধযুত কর্ম্মকে অর্থাৎ পাপের কর্ম্মকে অজ্ঞানের কর্ম্মকে ভস্মীভূত করেন। ইহা জ্ঞানের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—নিত্যসত্যতত্ত্ব।' তবে এ পক্ষে 'অরাতীয়তঃ' এই ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদের আকাঙ্ক্ষা-মূলক 'কর্ম্ম' পদকে অধ্যাহার করার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু তাহা স্বাভাবিক। তার পর, দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যায় আমরা 'বেদঃ' পদে ভাষ্যেরই অনুসরণে 'ধনং' প্রতিবাক্যই গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এ পক্ষে 'অরাতীয়তঃ' পদে 'শত্রুবৎ আচরণশীল' অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। ভাষ্যেরও প্রতিবাক্যে প্রথমতঃ ঐ ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু শেষে সে ভাব উল্টাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ইহাতে ভাব পাই এই যে,—'যে ধন শত্রুবৎ আচরণশীল অর্থাৎ যে ধনের সাহায্যে আমরা নানাপ্রকার পাপানুষ্ঠানে রত থাকি,

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

---:§:---

প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টমাদারভ্য একাদশপর্য্যন্তং চত্বারঃ বর্গাঃ।

শততমং সূক্তং।

এই সূক্তে উনিশটী ঋক্ আছে। কিন্তু সূক্তের ঋষি পাঁচ জন। পাশ্চাত্য-মতে কথিত হয়, বৃষাগির ঋষির ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামে পাঁচ পুত্র; তাঁহারাই এই সূক্তের মন্ত্র-কয়েকটীর রচয়িতা। এ পক্ষের একটী বিশিষ্ট প্রমাণ,—এই সূক্তের সপ্তদশী ঋক্; যেহেতু, ঐ ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—"হে কামবর্ষী ইন্দ্র! বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা তোমার প্রীতিহেতু এই তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে।" কিন্তু আমাদিগের মত অন্যরূপ; তদনুসারে মন্ত্রের অর্থও ভিন্ন প্রকার। আমাদিগের নির্দ্দেশ এই যে, তাঁহাদিগের নিকট এক সময়ে এই মন্ত্র-কয়েকটী প্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁহারা তাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামে পরিচিত হয়েন।

এই সূক্তের ঋক্গুলির মধ্যে সন্ধান করিলে পুরাবৃত্তের বিবিধ তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সূক্তের চতুর্থ ঋকে "অঙ্গিরোভিঃ অঙ্গিরস্তমঃ" পদদ্বয় আছে। তাহা উপলক্ষে অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের সহিত এই সূক্তের সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়। পঞ্চম ঋকে একটি 'রুদ্রেভিঃ' পদ আছে। তাহা হইতে মরুদ্গণকে রুদ্রের পুত্র-রূপে প্রখ্যাত করা হইয়া থাকে। ষষ্ঠ ঋকের সঙ্গে একটা উপাখ্যানের সমাবেশ দেখি। প্রকাশ এই যে,—ঐ ঋকের দ্বারা ঋজ্রাশ্বাদি ঋষিগণ আপনাদিগের অপহৃত গাভীগণের সন্ধানের জন্য ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিলেন। নবম ঋকে ইন্দ্রের রথের চক্রের প্রসঙ্গে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যায় না। আবার সপ্তম ঋকে প্রকাশ, তিনি সকলের কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর। ষোড়শ ঋকে প্রকাশ, তিনি রোহিতবাহিত রথে আসিয়া রাজর্ষি ঋজ্রাশ্বকে ধন প্রদান করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যায় একটী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ের বর্ণনা দেখা যায়; তাহাতে মনে হয়,—কোনও পাশ্চাত্য-জাতি যেন এ দেশে আসিয়া এ দেশের এক পক্ষের সহিত যোগদান

করিয়া অপর পক্ষকে সংহার করিতেছেন এবং তাহাদিগের সম্পত্তি আপনারা বন্টন করিয়া লইতেছেন। সে ব্যাখ্যা এইরূপ; যথা,—

"তিনি (ইন্দ্র) অনেকের দ্বারা আহুত হইয়া এবং গমনশীল (মরুদগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্র দ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন; শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন।"

এইরূপ বিবিধ প্রহেলিকাপূর্ণ উপাখ্যানে এই সূক্তের ব্যাখ্যা পরিপূর্ণ। তাহা হইতে সত্যতত্ত্ব নিষ্কাশন করা বড়ই কঠিন। যাহা হউক, এক একটী ঋকের ব্যাখ্যার সময় এ সকল বিষয়ে যাহা কিছু তত্ত্বকথা প্রাপ্ত হওয়া যায়, আলোচনা করা হইবে।

—— * ——

প্রথমমণ্ডলস্য শততমে সূক্তে প্রথমা ঋক্। ইন্দ্রো দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।
দাশরাত্রস্য ষষ্ঠেহহনি মরুত্বতীয়ে ইদং সূক্তং বিনিযোজ্যং।

* * *

প্রথম ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

স যো বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকা মহো
দিবঃ পৃথিব্যাশ্চ সম্রাট্।
সতীনসত্বা হব্যো ভরেষু মরুত্বান্নো
ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১ ॥

* * *

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। যঃ। বৃষা। বৃষ্ণ্যেভিঃ। সংহওকাঃ। মহঃ।
দিবঃ। পৃথিব্যাঃ। চ। সংহরাট্।
সতীনহসত্বা। হব্যঃ। ভরেষু। মরুত্বান্। নঃ।
ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী। ১।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'বৃষা' (কামাভিবর্ষকঃ, অভীষ্টপূরকঃ, যদ্বা—দুঃখং, দুঃখস্য বা ইতি ভাবঃ) 'বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকাঃ' (বীর্য্যৈঃ সম্যক্ সমবেতঃ, শক্তিসমন্বিতঃ শক্তিপ্রদাতা ইত্যর্থঃ, যদ্বা—করুণাবর্ষণৈঃ নাশাভিধায়কঃ সমন্বিতা, দুঃখবিদূরকঃ ইত্যর্থঃ) 'মহঃ' (মহতঃ, শ্রেষ্ঠস্য) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য, সর্ব্বলোকস্য স্বর্গস্য) 'চ' (তথা) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূলোকস্য, ইহলোকস্য) 'সম্রাট্' (অধীশ্বরঃ, পালকঃ রক্ষকঃ চ ইত্যর্থঃ) 'সতীনসত্বা' (সদ্ভাবসঞ্চারক) 'ভরেষু' (সংগ্রামেষু, রিপুভিঃ সহ যুদ্ধেষু) 'হব্যঃ' (আহ্বাতব্যঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যস্য অধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ যুক্তঃ সন, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অস্মাকং বিবেকোদয়েন সহ অভীষ্টপূরকঃ সৎকর্ম্মসাধনশক্তিপ্রদাতা দেবঃ অস্মান্ রক্ষতু সৎপথি পরিচালয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম ১০০সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা অভীষ্টপূরক, শক্তিসমন্বিত শক্তিপ্রদাতা (অথবা—করুণা-বর্ষণের দ্বারা দুঃখকে নাশকারক অর্থাৎ দুঃখবিদূরক), শ্রেষ্ঠ দ্যুলোকের এবং ভূলোকের অধীশ্বর, সদ্ভাবসঞ্চারক, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আহ্বাতব্য, সেই প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের বিবেকোদয়ের সহিত অভীষ্টপূরক সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিপ্রদাতা দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন—সৎপথে পরিচালিত করুন।)। (১ম—১০০সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

য ইন্দ্রো বৃষা কামানাং বর্ষিতা বৃষ্ণ্যেভির্বৃষ্ণিভিঃ স্বৈর্বীর্য্যৈঃ সমোকাঃ সম্যক্ সমবেতঃ সঙ্গতঃ। মহো মহতো দিবো দ্যুলোকস্য পৃথিব্যাঃ প্রথিতায়া ভূমেশ্চ সম্রাডীশ্বরঃ। সতীনসত্বা। সতীনমিত্যুদকনাম। উদকস্য সত্বা সাদয়িতা গময়িতা। ভরেষু সংগ্রামেষু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' ইন্দ্র 'বৃষা' কামসমূহের বর্ষিতা 'বৃষ্ণ্যেভিঃ' বৃষ্ণি হইয়া বীর্য্যের দ্বারা 'সমোকাঃ' সম্যক্ সমবেত সঙ্গত 'মহঃ' মহৎ 'দিবঃ' দ্যুলোকের 'চ' এবং 'পৃথিব্যাঃ' প্রথিত ভূমির 'সম্রাট্' ঈশ্বর 'সতীনসত্বা' (সতীনং এই পদ উদক-নাম বাচক) উদকের সত্বা সাদয়িতা গময়িতা 'ভরেষু' সংগ্রামসমূহে 'হব্যঃ' সকল স্তোতৃগণের দ্বারা আহ্বাতব্য

হব্যঃ সর্বৈঃ স্তোতৃভিরাহ্বাতব্যঃ। এবম্ভূতো মরুত্বান্ মরুদ্ভির্যুক্তঃ স ইন্দ্রো নোঽস্মাকং ঊতী উতয়ে রক্ষণায় ভবতু।

বৃষ্ণ্যেভিঃ। বৃষন্‌শব্দাৎ ভবে ছন্দসীতি যৎ। অল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। যে চাভাব কর্মণোরিতি প্রকৃতিভাবস্তু যাতায়েন ন ভবতি। মহঃ। মহ পূজায়াং। ক্বিপ্। যদ্বা মহচ্ছব্দেঽন্ত্যলোপঃ। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং সম্রাট্। মো রাজি সমঃ ক্বাবিতি রাজতৌ ক্বিপ্যুত্তরপদে সমো মকারস্য মকারাদেশঃ। মকারস্য চ মকারবচনমনুস্বারবাধনার্থং। সতীনসত্বা। ষদ্‌লৃ বিশরণগত্যবসাদনেষু। মেঘেষু নিষীদতীতি সতীনং বৃষ্ট্যুদকং। ঔণাদিক ঈন্‌প্রত্যয়স্তকারান্তাদেশশ্চ। যদ্বা সতী মাধ্যমিকা বাক্। সা ইনা ঈশ্বরা যস্য তৎ সতীনং। যাতায়েন পূর্বপদস্বরঃ। তৎ সত্বা। সদেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ প্রে ঈরসদোস্তুট্ চেত্যৌণাদিকো বনিপ্ তুডাগমশ্চ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্বপদান্তোদাত্তত্বং। মরুত্বান্। ঝয় ইতি মতুপো বত্বং। ঊতী। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থ্যাঃ পূর্বসবর্ণদীর্ঘঃ। (১ম ১০০সূ -১ঋ)।

প্রথম (১০৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§:◌•◌:§—

এই ঋকের প্রার্থনা-বিষয়ে বিশেষ কোনও মতান্তর ঘটে নাই। তবে মরুদ্গণ সম্বন্ধে রূপক ভাঙিয়া যে ভাব আমরা পূর্বাপর গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহাতেই সঙ্গতি দেখিতেছি অপিচ, 'সতীনসত্বা'

এবম্ভূত 'মরুত্বান' মরুদ্গণ কর্তৃক যুক্ত 'সঃ ইন্দ্রঃ' সেই ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের 'ঊতী' ঊতির জন্য রক্ষণের জন্য 'ভবতু' হউন।

বৃষ্ণ্যেভিঃ। বৃষন্‌শব্দ হেতু 'ভবে ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে যৎ প্রত্যয়। 'অল্লোপোঽনঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকার লোপ। 'যে চাভাব কর্মণোঃ'। ইত্যাদি সূত্রে কিন্তু প্রকৃতি ভাব যাতায়ের দ্বারা হয় না। মহঃ। মহ ধাতু পূজার্থক। তাহাতে 'ক্বিপ'। অথবা মহৎ শব্দে অন্ত্য-শব্দলোপ। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। সম্রাট। 'মো রাজি সমঃ ক্বৌ' ইত্যাদি সূত্রে রাজত-পদের ক্বিপ অন্তে উত্তরপদে সমঃ। মকারের মকারাদেশ। 'মকারস্য চ মকারবচনং' অনুস্বার বাধনের জন্য। সতীনসত্বা। ষদ্‌লৃ ধাতু বিশরণ গতি অবসাদন অর্থ বুঝায়। মেঘসমূহের মধ্যে নিষীদিত থাকায় সং বৃষ্টির জল পতিত হয় না। ঔণাদিক ঈন্-প্রত্যয় এবং তকারান্ত আদেশ। অথবা সতী পদে মাধ্যমিকা বাক বুঝায়—'সা ইনা ঈশ্বরা যস্য তৎ'—এই ব্যাসবাক্যে 'সতীনং' পদ হয়। যাতায়ের দ্বারা পূর্বপদস্বরের অভাব। তাহাতে সত্বা। সদ্ ধাতুর অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থহেতু 'প্রে ঈরসদো তুট্ চ' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রে বনিপ-প্রত্যয় এবং তুডাগম। মরুদ্বৃধাদিত্বহেতু পূর্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। মরুত্বান্। 'ঝয়ঃ' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের বত্ব। ঊতী। 'ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্তিন উদাত্তত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থীতে পূর্ব-সবর্ণ দীর্ঘ। (১ম - ১০০সূ ১ঋ)।

পদে আমরা বৃষ্টির 'জলের বর্ষক' এই ভাব গ্রহণ না করিয়া 'সন্তাপ-সঞ্চারক' অর্থই সঙ্গতি দেখি। 'ভরেষু' পদে এখানে যে 'সংগ্রামসমূহে' অর্থ গৃহীত হইতেছে, তদ্দারা রিপুশত্রুগণের সহিত সংগ্রাম অর্থই প্রতিপন্ন হয়। তার পর, "বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকাঃ" বাক্যাংশে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রথমতঃ 'বৃষা' ও 'বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকাঃ' দুইটী স্বতন্ত্র বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। তাহাতে ইন্দ্রদেব যে 'বৃষা', কামসমূহের বর্ষিতা অর্থাৎ অভীষ্টপূরক, তাহা বোধগম্য হয়; এবং তিনি যে 'বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকাঃ', সকল প্রকার বীর্য্যের দ্বারা সমবেত অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান, তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে দৃষ্টিতে, তিনি অভীষ্ট-পূরণকারী এবং সকল প্রকার শক্তিদাতা। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার অর্থে, 'বৃষা বৃষ্ণ্যেভিঃ সমোকাঃ' পদত্রয়কে তাঁহার একটী বিশেষণ মধ্যে গণ্য করিতে পারি। 'বৃষা' পদে 'দুঃখ' এবং 'বৃষ্ণ্যেভিঃ' পদে 'অভীষ্টবর্ষণের দ্বারা বা আকাঙ্ক্ষিত ধনদানের দ্বারা' এবং "সমোকাঃ" পদে 'সাম্যবিধায়ক পরিবৃদ্ধিনিবারক' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদনুসারে ঐ পদত্রয়ে ভাব পাই এই যে, সেই দেবতা আপনার করুণ-বর্ষণের দ্বারা মানুষের দুঃখকে দূরীভূত করেন; অর্থাৎ, তিনি দুঃখদূরীকরণে সমর্থ, তাঁহার বীর্য্যের দ্বারা (বৃষ্ণ্যেভিঃ) দুঃখ দূরীভূত হয়। মন্ত্রের অধিকাংশ পদই ইন্দ্রদেবতার মহিমাখ্যাপক। মাত্র "মরুত্বান্ নঃ ভবতু ইন্দ্রঃ ঊতী" এই পদ-কয়েকটী প্রার্থনা-জ্ঞাপক। এই কয়েকটী পদ, এই সূক্তের অধিকাংশ মন্ত্রে ধ্রুবার ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। সূক্তের অধিকাংশ মন্ত্রেরই প্রার্থনা—'মরুদ্গণের সহিত আসিয়া ইন্দ্রদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রের কোথাও সোমলতার বা সোমরসের নামগন্ধ নাই। কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার এখানে সোমলতার রসের প্রসঙ্গ আনিয়া মন্ত্রার্থে বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। দেখুন—একটী ইংরাজী অনুবাদ।

"May that Indra who possesses an abode in common with other powerful gods, who is the supreme lord of the vast heaven and earth, who holds a power which is real and who is worthy of oblations when the Soma juice is prepared, come hither, attended by the Maruts. with succurs for us."

বুঝুন ইংরাজী—এই ব্যাখ্যাটিতে কোন্ পদে কি অর্থ আসিয়া পড়িয়াছে! যাহা হউক, এই মন্ত্রে বিবিধগুণশক্তিসমন্বিত ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা জানান হইয়াছে,—'ইন্দ্রদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন সৎপথে পরিচালিত হই, বিবেকের ক্রিয়া যেন আমাদিগের মধ্যে প্রস্ফুট হয়, আর তাহার ফলে আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই।' ইহাই এই মন্ত্রের কামনার বিষয়। (১ম—১০০সূ—১ঋ)।

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যস্যানাপ্তঃ সূর্যস্যেব যামো ভরেভরে

বৃত্রহা শুষ্মো অস্তি।

বৃষন্তমঃ সখিভিঃ স্বেভিরেবৈর্মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ২ ॥

* • *

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্য। অনাপ্তঃ। সূর্যস্যঽইব। যামঃ। ভরেঽভরে।

বৃত্রঽহা। শুষ্মঃ। অস্তি।

বৃষন্ঽতমঃ। সখিঽভিঃ। স্বেভিঃ। এবৈঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'যামঃ' (গতিঃ, প্রভাবঃ ইত্যর্থঃ) 'সূর্য্যস্যেব' (দিবাকরস্য কিরণঃ যথা তদ্বৎ, যদ্বা আলোধারস্য প্রভাবঃ যথা তদ্বৎ) 'অনাপ্তঃ' (অনাধৃষ্যঃ, অন্যৈঃ অপ্রাপ্তঃ, অন্যে কুত্রাপি ন বিদ্যতে ইতি ভাবঃ); সঃ ইন্দ্রদেবঃ 'ভরেভরে' (সর্ব্বেষু সংগ্রামেষু রিপুভিঃ সহ চিরবিদ্যমানেষু দ্বন্দ্বেষু) 'বৃত্রহা' (অজ্ঞানতানাশকঃ) 'শুষ্মঃ' (রিপূণাং পাপপ্রবৃত্তীনাং বা শোষকঃ) 'অস্তি' (ভবতি); 'বৃষন্তমঃ' (শ্রেষ্ঠকামনাপূরকঃ সঃ দেবঃ) 'স্বেভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ, আত্মসম্বন্ধযুতৈঃ) 'এবৈঃ' (গমনশীলৈঃ, সর্ব্বত্র সর্ব্বেষাং হৃদি ক্রীড়াপরৈঃ) 'সখিভিঃ' (অন্তরঙ্গৈঃ সদ্ভাবনিবহৈঃ সহ) আগচ্ছতু অস্মান্ প্রাপয়তু বা ইতি শেষঃ; তথা 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধারঃ সঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—সূর্য্যকিরণবৎ প্রচণ্ডঃ প্রভাবঃ যথা কুত্রাপি নাস্তি, ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য শক্তিঃ তদ্বৎ অপ্রতিমা; সঃ দেবঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিঃ সহ অস্মান্ রক্ষতু, রিপূণাং কবলেভ্যঃ পরিত্রায়তু। (১ম—১০০সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের গতি অর্থাৎ প্রভাব দিবাকরের কিরণ যেরূপ সেইরূপ অনাধৃষ্য অর্থাৎ অন্যে কোথাও বিদ্যমান নাই; সেই ইন্দ্রদেব, সকল সংগ্রামে অর্থাৎ রিপুগণের সহিত চিরবিদ্যমান দ্বন্দ্বযুদ্ধে, অজ্ঞানতার নাশক রিপুগণের বা পাপ-প্রবৃত্তিসকলের শোষক হয়েন; শ্রেষ্ঠ কামনা-পূরক সেই দেবতা, তাঁহার আত্মসম্বন্ধযুত, সর্ব্বত্র সকলের হৃদয়ে ক্রীড়াপর, অন্তরঙ্গ সদ্ভাবনিবহের সহিত আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; এবং বলৈশ্বর্য্যের আধার সেই ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (ভাব এই যে,—সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রচণ্ড প্রভাব যেমন কোথাও নাই, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শক্তি সেইরূপ অপ্রতিম; সেই দেবতা সকল শক্তির সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন—রিপুগণের কবল হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ করুন।)। (১ম—১০০সূ—২ঋ)।

• • •

গ্রহণ করিলেও স্বচ্ছ অর্থ পাইতে পারি। তার পর, দ্বিতীয় আলোচ্য পদ 'সূর্য্যস্যেব' উপমা। উহার সাধারণ অর্থ—'সূর্য্যের ন্যায়'। তাহা হইতে কেহ বা 'সূর্য্যের গতির ন্যায়' এবং কেহ বা 'সূর্য্যের পথের ন্যায়' ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা বলি, 'সূর্য্যস্যেব' পদে 'সূর্য্যের কিরণের ন্যায়' বা 'সূর্য্যের প্রভাবের ন্যায়' অর্থই সঙ্গত হয়। সূর্য্য—কিরণের জন্য আলোকের জন্য প্রভাবের জন্যই প্রখ্যাত। তাঁহার পথ বা গতি অতি প্রচ্ছন্ন। সুতরাং যাহা সাধারণতঃ প্রকাশমান, সেই উপমাই এখানে লক্ষ্য করি। 'অনাপ্তঃ' পদে অন্য কর্তৃক অপ্রাপ্ত, অন্য কর্তৃক অনাধৃষ্য, অন্য কোথায়ও বিদ্যমান নাই,—এবম্বিধ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশে, "যস্য বামঃ সূর্য্যস্যেব অনাপ্তঃ" বাক্যাংশে, 'সূর্য্যের গতির বা পথের ন্যায় যাঁহার গতি বা পথ অন্য কর্তৃক অপ্রাপ্ত'—এরূপ অর্থ না হইয়া, অর্থ সিদ্ধ হয়,—'সূর্য্যের ন্যায় কিরণ প্রভা বা প্রভাব যেমন অন্যে দৃষ্ট হয় না, ইন্দ্রদেব সেইরূপ প্রভাবান্বিত বা শক্তিসমন্বিত।'

এইরূপ, ঐ চরণের দ্বিতীয় অংশের তিনটী পদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'ভরেভরে' পদে, আমরা নির্দ্দেশ করি, রিপুগণের সহিত সংগ্রামকে লক্ষ্য করিতেছে। 'বৃত্রহা' পদে হস্তপদাদিযুক্ত বৃত্রাসুর নামক কোনও অসুরের হননকারী বলিয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। অজ্ঞানতা-রূপ অসুরই যে বৃত্র-শব্দের দ্যোতক, তাহা আমরা পূর্ব্বাপর খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'শুষ্মঃ' পদের অর্থ এখানে সকল ব্যাখ্যাকারকেই পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ পদ সকলেই অসুর অর্থে অসুর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। এখানে প্রায় সকলকেই শোষক অর্থে দেবতা-সম্বন্ধে ঐ পদ গ্রহণ করিতে দেখিতেছি। আমরাও তাহাই বলি। ঐ পদে 'রিপুগণের বা পাপপ্রবৃত্তিসমূহের বিমর্দ্দক' অর্থে সঙ্গতি আসে।' অসুর-সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া এখানে ঐ পদ দেবতারই নির্দ্দেশক হইয়াছে। এইরূপে, 'যিনি যুদ্ধসমূহে বৃত্রাসুরের হননকারী শত্রুশোষক হয়েন'—এই অর্থের পরিবর্ত্তে, আমাদিগের অর্থ দাঁড়াইতেছে,—'যিনি রিপুগণের সহিত সংগ্রামে অজ্ঞানতা-নাশক ও পাপপ্রবৃত্তিসমূহের বিমর্দ্দক হয়েন।'

দুঃখের বিষয়, এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার সোম-রসের সম্বন্ধ টানিয়া আনিয়াছেন। এই মন্ত্রেরও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"May that Indra whose course is resistless as that of the sun, the slayer of Vritra, is (fill with) Vigour whenever the Soma juice is expressed. and who, with his friend, is most powerful, come hirther, attended by the Maruts, by his paths with succours for us."

বুঝিয়া দেখুন দেখি,—কোথা হইতে সোমরস আসিয়া উপস্থিত হইল। 'ভরেভরে শুষ্ম' পদদ্বয়ই কি সোমরসের প্রবর্তক হইল? সোমরস মাদকদ্রব্য পানে উদ্দীপনার সঞ্চারে ইন্দ্র যে বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন—এই কি প্রতিপন্ন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে, "বৃষন্তমঃ স্বেভিঃ এবৈঃ সখিভিঃ" পদ-চতুষ্টয় গ্রহণপূর্ব্বক উহার সমাপ্তিসূচক 'আগচ্ছতু বা অস্মান্ প্রাপয়তু' পদ আমরা গ্রহণ করি। ব্যাখ্যা সরল করিবার উদ্দেশ্য এবং প্রার্থনার ভাব প্রতি মন্ত্রেই অপরিবর্ত্তিত রাখিবার জন্য, আমরা ঐরূপ বিভাগের নির্দ্দেশ করিয়াছি। নচেৎ, দ্বিতীয় চরণটী এক সঙ্গে অন্বয় করিয়া ব্যাখ্যা করিলেও একই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যাইত। তাহাতে অন্বয় দাঁড়াইত,—

'বৃষন্তমঃ' (শ্রেষ্ঠকামনাপূরকঃ) 'ইন্দ্রঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'স্বেভিঃ' (আত্মীয়ৈঃ, আত্মসম্বন্ধযুতৈঃ) 'এবৈঃ' (সর্বত্র সঞ্চরণশীল ক্রিয়াপরৈঃ) 'সখিভিঃ' (অন্তরঙ্গস্থানীয়ৈঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)।

এ দৃষ্টিতে 'এবৈঃ' 'সখিভিঃ' প্রভৃতি পদ 'মরুত্বান্' পদের বিশেষণ মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, দুই কারণে, দ্বিতীয় চরণটীকে আমরা দ্বিবিধ ভাবের প্রকাশক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। 'সখিভিঃ' পদে ভগবানের অন্তরঙ্গ জ্ঞানিবর্গকে বুঝাইতে পারে। 'এবৈঃ' এবং 'স্বেভিঃ' তাহারই বিশেষণ বা নির্দ্দেশক। তাহাতে ঐ প্রথম অংশের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'ভগবানের সখিস্বরূপ অন্তরঙ্গস্থানীয় জ্ঞানিবর্গ আমাতে সম্মিলিত হউক।' সে পক্ষে দ্বিতীয়

অংশের প্রার্থনা তাহারই পোষক হইয়া দাঁড়ায়। উহাতে ভাব পাওয়া যায়,—'হৃদয়ে বিবেকাদয়ের সহিত সেই দেবতা আমাতে আবির্ভূত হইয়া আমায় রক্ষা করুন।' ঐরূপ দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণের আর এক কারণ, বৈয়াকরণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে 'মরুত্বান' পদের বিশেষণ-রূপে 'এবৈঃ' 'স্বোভিঃ' 'সখিভিঃ' প্রভৃতি তৃতীয়ার বহুবচনান্ত পদের সংযোগ পরিকল্পনা না করাই সঙ্গত। ধ্রুবা-রূপে ঐ অংশ যেমন সকল মন্ত্রেই সংযোজিত আছে, এখানেও তাহাই থাকা যুক্তিযুক্ত। (১ম—১০০সূ—২ঋ)।

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

দিবো ন যস্য রেতসো দুঘানাঃ পন্থাসো

যন্তি শবসাপরীতাঃ।

তরদ্দ্বেষাঃ সাসহিঃ পৌংস্যেভির্মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

দিবঃ। ন। যস্য। রেতসঃ। দুঘানাঃ। পন্থাসঃ।

যন্তি। শবসা। অপরিহৃতাঃ।

তরৎদ্বেষাঃ। সসহিঃ। পৌংস্যেভিঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী। ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'শুষ্মাসঃ' (রশ্ময়ঃ—লোকানাং সৎপথি নিয়ন্তারঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ ন' (সূর্য্যাঃ ইব, যথা—দ্যুলোকঃ ইব, সূর্য্যঃ দ্যুলোকঃ বা যথা ভূম্যাঃ বাষ্পং গৃহীত্বা বৃষ্ট্যুদকং সঞ্চারয়ন্তি তদ্বৎ) 'রেতসঃ দুঘানাঃ' (সত্ত্বভাবান্ দুহন্তঃ উৎপাদয়ন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'শবসা অপরীতাঃ' (রিপূণাং বলেন অনভিভূতাঃ) 'যন্তি' (গচ্ছন্তি, লোকেষু ক্রিয়াশীলাঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); সূর্য্যকিরণাঃ যথা অগাধেন বাষ্পং গৃহীত্বা বৃষ্ট্যুদকং উৎপাদয়ন্তি, ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য সৎপথি নিয়ন্তারঃ রশ্ময়ঃ তদ্বৎ হৃদি সত্ত্বসমাবেশং কুর্ব্বন্তি ইতি ভাবঃ; 'তরদ্দ্বেষাঃ' (জিতশত্রুঃ, রিপুবিমর্দ্দকঃ সঃ দেবঃ) 'পৌংস্যেভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ বলপ্রয়োগৈঃ) 'সসহিঃ' (অস্মাকং রিপূণাং অভিভবিতা) ভবতু ইতি শেষঃ; তথা 'ইন্দ্রঃ' (সঃ ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) মরুত্বান্ (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু); রিপুবিমর্দ্দকঃ সঃ দেবঃ রিপুনাশায় অস্মান্ বিবেকসম্পন্নান্ করোতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—৩ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবের (মনুষ্যগণকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপযোগী) রশ্মিসমূহ, সূর্য্যের ন্যায় দ্যুলোকের ন্যায় অর্থাৎ সূর্য্য বা দ্যুলোক যেমন ভূমি হইতে বাষ্প গ্রহণ করিয়া বৃষ্টির জল সঞ্চয় করেন সেইরূপ, সত্ত্বভাবসমূহকে দোহন করিয়া—উৎপাদন করিয়া, রিপুগণের বলের দ্বারা অনভিভূত থাকিয়া, মনুষ্যের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েন; (ভাব এই যে,—সূর্য্যকিরণসকল যেমন অবাধে বাষ্প গ্রহণ করিয়া বৃষ্টির জলকে উৎপাদন করে, ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সৎপথে নিয়মনকারী রশ্মিসমূহ সেইরূপ হৃদয়ে সত্ত্বসমাবেশ করিয়া থাকে); জিতশত্রু রিপুবিমর্দ্দক সেই দেবতা, আপন শক্তি-প্রয়োগের দ্বারা, আমাদিগের রিপুগণের অভিভবিতা হউন; এবং সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেক-রূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন; (ভাব এই যে,—রিপুবিমর্দ্দক সেই দেবতা রিপুনাশের নিমিত্ত আমাদিগকে বিবেকসম্পন্ন করুন।)। (১ম—১০০সূ—৩ঋ)।

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং ।

যস্যেন্দ্রস্য পত্মানো রশ্ময়ো রেতসো বৃষ্ট্যুদকানি দুধানা দুহন্তঃ প্রবর্ষন্তো যন্তি নির্গচ্ছন্তি। দ্যুলোকাদিন্তস্ততঃ প্রসরন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। দিবো ন। যথা দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য কিরণা বৃষ্টিং কুর্ব্বন্তো নভঃস্থলান্নির্গচ্ছন্তি তদ্বৎ। কীদৃশা রশ্ময়ঃ। শবসা বলেন সহিতাঃ। অপরীতাঃ। পরৈরনভিগতাঃ। দুষ্প্রাপা ইত্যর্থঃ। সোঽয়মিন্দ্রস্তরদ্দ্বেষা দ্বেষাংসি শত্রূন্ তরন্। জিতশত্রুক ইত্যর্থঃ। পৌংস্যেভির্ব্বলৈঃ সাসহিঃ শত্রূণামভিভবিতা এবংভূতো মরুত্বানিন্দ্রো নোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু ॥

রেতসঃ। রেত ইত্যুদকনাম। রীয়তে গচ্ছতীতি রেতঃ। রী গতিরেষণয়োঃ। স্রুরীভ্যাং তুট্ চেত্যসুন্ তুডাগমশ্চ। শসো ব্যত্যয়েন ঙসাদেশঃ। দুধানাঃ। দুহ প্রপূরণে। কর্ত্তরি লট্ শানচ্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। ব্যত্যয়েন ধত্বং। বৃষাদেরাকৃতিগণত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। পত্মানঃ। পতন্তীতি পত্মানো রশ্ময়ঃ। পতেশ্চ চেতীমনিপ্রত্যয়ঃ। থকারান্তাদেশশ্চ। জসি পথিমথ্যৃভুক্ষামাদিতি ব্যত্যয়েনাত্বং। আত্মনেয়সুক্। যদ্বা পত্মান ইত্যত্র বর্ণব্যাপত্ত্যা মকারস্য সকারঃ। পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থান ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। সাসহিঃ। ষহ — অভিভবে। উৎসর্গশ্ছন্দসীতি বচনাদাদৃগমহন ইতি কিপ্রত্যয়ঃ। লিড্বদ্ভাবাদ্দ্বির্ব্বচনং ॥ (১ম—১০০সূ—৩ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'যস্য' ইন্দ্রের 'পত্মানঃ' রশ্মিসমূহ 'রেতসঃ' বৃষ্টির উদকসমূহকে 'দুধানাঃ' দোহন করিয়া প্রবর্ষণ করিয়া 'যন্তি' নির্গত হয়, দ্যুলোকাদি হইতে প্রসারিত হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত,— 'দিবঃ ন'; যেমন দ্যোতমান সূর্য্যের কিরণসমূহ বৃষ্টি (উৎপন্ন) করিয়া নভঃস্থল হইতে নির্গমন করে, তদ্বৎ। কীদৃশ রশ্মিসমূহ? 'শবসা' বলের সহিত 'অপরীতাঃ' শত্রুদিগকে অপরের দ্বারা অনভিভবিত অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। সেই এই ইন্দ্র 'তরদ্দ্বেষাঃ' হিংসা-সকলকে উত্তরণকারী অর্থ জিতশত্রুক 'পৌংস্যেভিঃ' বলসমূহের দ্বারা 'সাসহিঃ' শত্রুগণের অভিভবিতা এবম্ভূত 'মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ' মরুদ্গণসহযুক্ত ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন।

রেতসঃ। রেতঃ এই পদ উদক নাম বাচক। রীয়ত হয়—গমন করে—এই অর্থে রেতঃ পদ হয়। রী-ধাতু গতি ও রেষণ অর্থ প্রকাশ করে। 'স্রুরীভ্যাং তুট্ চ' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয় এবং তুডাগম। শসের ব্যত্যয়ের দ্বারা ঙসের আদেশ। দুধানাঃ। দুহ-ধাতু প্রপূরণ অর্থ বাচক। কর্ত্তৃবাচ্যে লট্ শানচ্। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। ব্যত্যয়ের দ্বারা ধত্ব। বৃষাদির আকৃতিগণত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। পত্মানঃ। উহারা পতিত হয়—এই বাক্যে পত্মানঃ পদে রশ্মিসমূহকে বুঝায়। 'পতেশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ইমনি-প্রত্যয় এবং থকারান্তাদেশ। জস্ বিভক্তিতে 'পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ' ইত্যাদি সূত্রে ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্ব। 'আত্মনেয়সুক্' ইত্যাদি সূত্রে অসুক-প্রত্যয়। অথবা পত্মানঃ পদে এখানে বর্ণ-ব্যাপত্তির দ্বারা ম-কারের স্থানে স-কার হইয়াছে। 'পথিমথোঃ সর্ব্বনামস্থানে' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। সাসহিঃ। ষহ ধাতু অভিভবার্থক। 'উৎসর্গশ্ছন্দসি' ইত্যাদি বচন-হেতু 'আদৃগমহনঃ' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। লিট্-বদ্ ভাব-হেতু দ্বিবচন। (১ম—১০০সূ—৩ঋ) ॥

তৃতীয় (১০৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

পূর্ব্ব ঋকের 'যামঃ' পদ যেরূপ সংশয় আনয়ন করিয়াছে, এই ঋকের 'পন্থাসঃ' পদ সেইরূপ সংশয়ের প্রবর্ত্তক। যাহা হউক, ভাষ্যকার এখানে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'রশ্ময়ঃ' পদ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা তাঁহারই অনুবর্ত্তন করি। তবে সে রশ্মিসমূহ যে কি প্রকার, তাহা একটু নির্দ্দেশ করিবার আকাঙ্ক্ষা রাখি। আমরা মনে করি, মনুষ্যগণকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিবার যে শক্তি বা আলোক, এখানে 'পন্থাসঃ' পদে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। সে কেমন? 'দিবঃ ন' উপমায় তাহাই ব্যক্ত হইতেছে। 'রেতসঃ দুধানাঃ' পদদ্বয়ে তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে। 'দিবঃ ন' পদে, 'দ্যুলোকের ন্যায়', 'সূর্য্যের ন্যায়', 'আকাশের ন্যায়' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করা যায়। 'রেতসঃ দুধানাঃ' পদদ্বয়ে 'জল দোহন করা' অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হয়। কিন্তু ঐ দুই পদে আমরা 'সত্ত্বভাব দোহন বা উৎপাদন' করার ভাব গ্রহণ করি। এইরূপে "পন্থাসঃ দিবঃ ন রেতসঃ দুধানাঃ" পদ-কয়েকটীতে সাধারণতঃ অর্থ গ্রহণ করা হয়,—'সূর্য্যের কিরণের ন্যায় তাঁহার রশ্মিসমূহ জলসমূহকে দোহন করে।' এ পক্ষে আমাদিগের ভাব এই যে,—'সূর্য্য বা আকাশ যেমন বাষ্পসমূহ গ্রহণ-পূর্ব্বক বৃষ্টির জল প্রদান করেন, সেই দেবতার রশ্মিসমূহ অর্থাৎ মনুষ্যগণকে সৎপথে পরিচালিত করিবার শক্তিসমূহ সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে।' আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই এ ভাব পরিস্ফুট করার পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি। অধিক আলোচনা বাহুল্য মাত্র। 'শবসা অপরীতাঃ' পদদ্বয়ে তাঁহার সে শক্তি যে শত্রু কর্ত্তৃক কখনও অভিভূত হয় না, তাহাই প্রকাশ পায়।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীকে আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। পক্ষান্তরে ঐ চরণটীকে এক সঙ্গে অন্বয় করিয়াও অর্থ গ্রহণ করা যায়। তাহাতে 'তরদ্দ্বেষাঃ' এবং 'পৌংস্যেভিঃ সাসহিঃ' বিশেষণ দুটীকে ধ্রুবার অন্তর্গত 'ইন্দ্রঃ' পদের সহিত অন্বিত করার আবশ্যক হয়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় আমরা কিন্তু ধ্রুবার বাক্য অটুট রাখিয়া "তরদ্দ্বেষাঃ পৌংস্যেভিঃ সাসহিঃ" পদত্রয়ের মধ্যে এক অভিনব প্রার্থনায়

ভাব বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে করি। সেই দেবতা তাঁহার আত্মশক্তি-প্রয়োগের দ্বারা আমাদিগের রিপুগণের অভিভবিতা হউন,—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। দেবতার বিশেষণ না হইয়া ঐ অংশ প্রার্থনা-মূলক হউক,—ইহাই আমাদিগের অভিমত। তবে ঐ অংশ 'ইন্দ্রঃ' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য হইলেও চলিতে পারে। ধ্রুবার অর্থ যথাপূর্ব্ব গ্রহণ করিতে হইবে। (১ম—১০০সূ—৩ঋ)॥

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

সো অঙ্গিরোভিরঙ্গিরস্তমো ভূদ্বৃষা বৃষভিঃ

সখিভিঃ সখা সন্।

ঋগ্মিভির্ঋগ্মী গাতুভির্জ্যেষ্ঠো মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। অঙ্গিরঃভিঃ। অঙ্গিরঃতমঃ। ভূৎ। বৃষা। বৃষভিঃ।

সখিভিঃ। সখা। সন্।

ঋগ্মিভিঃ। ঋগ্মী। গাতুভিঃ। জ্যেষ্ঠঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতীঃ॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অঙ্গিরোভিঃ' (জ্ঞানিভ্যঃ) 'অঙ্গিরস্তমঃ' (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ) 'ভূৎ' (ভবতি); যদ্বা—'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অঙ্গিরোভিঃ' (পরমজ্ঞানিভিঃ) 'অঙ্গিরস্তমঃ' (জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ) 'ভূৎ' (কথিতঃ ভবতি); 'বৃষভিঃ' (অভীষ্টবর্ষণৈঃ) 'বৃষা' (অভীষ্টবর্ষকঃ, ইষ্টসাধকঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'সখিভিঃ' (অন্তরঙ্গৈঃ গুণৈঃ) 'সখা' (সুহৃৎ) 'সন্' (ভূত্বা) 'ঋগ্মিভিঃ' (অর্চ্চকৈঃ উপাসকৈঃ) 'ঋগ্মী' (অর্চ্চনীয়ঃ) তথা 'গাতুভিঃ' (স্তোতব্যেভ্যঃ, যদ্বা—স্তোতৃভিঃ) 'জ্যেষ্ঠঃ' (প্রধানস্থানীয়ঃ, যদ্বা—প্রধানস্তবনীয়ঃ) ভবতি বা কথিতঃ ভবতি ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রঃ' (সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চির-প্রবৃত্তঃ অস্তু)। অস্যাং ঋচি ইন্দ্রদেবস্য মাহাত্ম্যং প্রাধান্যং চ খ্যাপয়িত্বা সাধকস্য আত্মরক্ষায়াঃ কামনা প্রকাশ্যতে—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০০সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব পরমজ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানী হয়েন; অথবা, পরমজ্ঞানিগণ কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন; অভীষ্ট-বর্ষণের দ্বারা অভীষ্টবর্ষক অর্থাৎ ইষ্টসাধক এবং অন্তরঙ্গগুণসমূহের দ্বারা সখা (সুহৃৎ) হইয়া, তিনি উপাসকগণের দ্বারা অর্চ্চনীয় এবং স্তোতব্যগণের মধ্যে প্রধান স্থানীয় হয়েন; অথবা, স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক প্রধানস্তবনীয় কথিত হয়েন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (এই ঋকে ইন্দ্রদেবের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য খ্যাপনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে।)॥ (১ম—১০০সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রোঽঙ্গিরোভিঃ। অঙ্গন্তি গচ্ছন্তীত্যঙ্গিরসো গন্তারঃ। তেভ্যোঽপ্যঙ্গিরস্তমোঽভূৎ। অতিশয়েন গন্তা ভবতি। বৃষভিরন্যৈঃ বর্ষিতৃভ্যোঽপ্যতিশয়েন বর্ষিতা। সখিভিঃ সমান-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' ইন্দ্র 'অঙ্গিরোভিঃ' অঙ্গন করে গমন করে এই অর্থে অঙ্গিরসঃ পদে গন্তৃগণ অর্থ হয়। তাঁহাদিগের মধ্যেও 'অঙ্গিরস্তমঃ' অতিশয়রূপে গন্তা হয়েন; 'বৃষভিঃ বৃষা' বর্ষিতৃগণের মধ্যেও অতিশয়রূপে বর্ষিতা, 'সখিভিঃ' সমানাখ্যান মিত্রভূতগণের মধ্যেও

খ্যানেভ্যো মিত্রভূতেভ্যোঽপি সখাতিশয়েন হিতকারী। এবম্ভূতঃ সন্ ঋগ্মিভিরর্চ্চ-র্চ্চনীয়েভ্যোঽপি ঋগ্মার্চ্চনীয়ো ভবতি। গাতুভির্গাতব্যেভ্যঃ স্তোতব্যেভ্যোঽপি জ্যেষ্ঠোঽতি-শয়েন স্তোতব্যঃ। এবং গুণবিশিষ্টো মরুত্বানিন্দ্রো রক্ষণায় ভবতু॥

অঙ্গিরোভিঃ। অগিরগিলগিগত্যর্থাঃ। অঙ্গিরা অপ্সরাঃ। উ০ ৪।২৩৫।২৩৬। ইত্যৌণাদি-কোঽসুন্ প্রত্যয়ো নিপাত্যতে। ইদমাদিষু সর্ব্বত্র শঙ্খ্যর্থে তৃতীয়া। ঋগ্মিভিঃ। ঋচ স্তুতৌ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে কিপ্। মত্বর্থীয়ো মিনিঃ। পদত্বাৎ কুত্বং জশ্ত্বং চ। গাতুভিঃ। গা স্তুতৌ। কমিমনিজনীত্যাদিনা কর্ম্মণি তুপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১০০সূ—৪ঋ)॥

চতুর্থ (১০৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে প্রধানতঃ দুইটী বিষয় আমাদিগের লক্ষ্য করিবার আছে।

প্রথমতঃ, এই মন্ত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'অঙ্গিরোভিঃ' ও 'অঙ্গিরস্তমঃ' পদদ্বয়। ঐ দুই পদের অঙ্গিরস-শব্দ উপলক্ষে সাধারণতঃ অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের সহিত সম্বন্ধ পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ভাষ্যকার পূর্ব্বে 'অঙ্গিরস্' শব্দের সম্বন্ধযুত পদসমূহে অঙ্গিরা ঋষির সম্বন্ধই খ্যাপন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, তিনি অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন—শব্দগত অর্থেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। অতএব, মন্ত্রটীর ভাষ্যানুগত অর্থসমূহে অঙ্গিরা ঋষির সংশ্রব স্বীকার করা হয় নাই। তবে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অনেকেই ঋষির প্রসঙ্গই অব্যাহত রাখিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর অঙ্গিরস্ শব্দে 'জ্ঞানী'

'সখা' অতিশয়রূপে হিতকারী। এবম্ভূত 'সন্' হইয়া 'ঋগ্মিভিঃ' অর্চ্চনীয়গণের মধ্যেও 'ঋগ্মী' অর্চ্চনীয় হয়েন; 'গাতুভিঃ' গাতব্যগণের মধ্যে স্তোতব্যগণের মধ্যেও 'জ্যেষ্ঠঃ' অতিশয়রূপে স্তোতব্য। এইরূপ গুণবিশিষ্ট 'মরুত্বান্ ইন্দ্রঃ' মরুদ্গণসমন্বিত ইন্দ্র রক্ষণের নিমিত্ত 'ভবতু' হউন।

অঙ্গিরোভিঃ। অগি রগি ও লগি ধাতু গত্যর্থক। 'অঙ্গিরা অপ্সরাঃ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ৪।২৩৫ ২৩৬) ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়। নিপাতন সিদ্ধ। এই (অঙ্গিরোভিঃ) হইতে সর্ব্বত্র (যুবভিঃ সখিভিঃ প্রভৃতি পদে) চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া। ঋগ্মিভিঃ। ঋচ-ধাতু স্তুত্যর্থক। সম্পদাদিলক্ষণে ভাবে কিপ্। মত্বর্থীয় মিনিঃ। পদত্ব-হেতু কুত্ব ও জশ্ত্ব। গাতুভিঃ। গা-ধাতু স্তুত্যর্থক। কমিমনিজনি ইত্যাদি কর্ম্মণি-বাচ্যে তু-প্রত্যয়। (১ম—১০০সূ—৪ঋ)॥

অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি; এখানেও আমরা সেই অর্থেই সঙ্গতি দেখিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, এই মন্ত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'অঙ্গিরোভিঃ' "বৃষভিঃ" 'সখিভিঃ' 'ঋগ্মিভিঃ' ও 'গাতুভিঃ' পদপঞ্চকের বিভক্তি-ব্যত্যয়। ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই যে,—ঐ পাঁচটী পদে চতুর্থীর অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই ঐ মতের অনুসরণ করিয়াছেন। তাহাতে যে সঙ্গত অর্থ হয় না, তাহা আমরা বলি না। তবে আমাদিগের মত এই যে, বিভক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিলেও অর্থসঙ্গতি পক্ষে কোনরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয় না। বিভক্তি-ব্যত্যয় স্বীকারে 'অঙ্গিরোভিঃ অঙ্গিরস্তমঃ' পদদ্বয়ের অর্থ গ্রহণ করা হয়—'তিনি অঙ্গিরোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা'। ভাষ্যের ভাব,—'তিনি গতিশীলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠগতিবিশিষ্ট।' ভাষ্যের বিপরীত মতাবলম্বিগণের অর্থ—'তিনি অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' এ পক্ষে ইন্দ্রকে অঙ্গিরোবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। যাহা হউক, আমরা এখানে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। আমাদিগের প্রথম অর্থ—'তিনি পরমজ্ঞানিগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানী।' দ্বিতীয় অর্থ,—'পরম জ্ঞানিগণ কর্তৃক তিনি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া কথিত হয়েন।' এই দ্বিতীয় প্রকারের অর্থে বিভক্তি-ব্যত্যয়-স্বীকারের কোনই আবশ্যক হয় না। 'বৃষভিঃ বৃষা' পদদ্বয়েরও বিভক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া আমরা ভাব পাইতে পারি, তিনি যে 'বৃষা' অর্থাৎ পরম অভীষ্টপূরক, তাঁহার অভীষ্টবর্ষণ-রূপ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা (বৃষভিঃ) তাহা অবগত হওয়া যায়। 'সখিভিঃ সখা' পদদ্বয়েও, ঐরূপ বিভক্তি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, আমরা দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। প্রথম ভাব—আপন সখিত্বের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক যে সুহৃদ্ভাব আছে তদ্দ্বারা, তিনি সকলেরই সখা বা সুহৃৎ হয়েন। দেবতা যে স্বতঃই মনুষ্যের সুহৃৎ ও সখা, তিনি যে সুহৃদের সখার ন্যায় সর্ব্বদা মনুষ্যের হিতসাধনে প্রবৃত্ত, এ দৃষ্টিতে সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, এখানে 'সখিভিঃ' পদ মনুষ্যসম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। তাহার ভাব,—তাঁহার প্রতি সখিত্বের অর্থাৎ সখ্যের দ্বারা মনুষ্য তাঁহাকে সখা-রূপে পাইতে পারে। এইরূপ 'ঋগ্মিভিঃ ঋগ্মী' এবং 'গাতুভিঃ জ্যেষ্ঠঃ' বাক্যাংশ-দ্বয়েরও

তৃতীয়া বিভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণেই তাহা বোধগম্য হইবে।

প্রার্থনা-পক্ষে মন্ত্রে আপনাদিগের রক্ষার প্রার্থনাই প্রকাশ পাইয়াছে। বিবেকোদয়ে পরমৈশ্বর্য্যশালী ইন্দ্রদেবতার কৃপায় পরিত্রাণ লাভ হউক—ইহাই আকাঙ্ক্ষা। (১ম—১০০সূ—৪ঋ)॥

— • —

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

স সূনুভির্ন রুদ্রেভির্ঋভ্বা নৃষাহ্যে
সাসহ্বাঁ অমিত্রান্।
সনীড়েভিঃ শ্রবস্যানি তূর্ব্বন্মরুত্বান্নো
ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। সূনুঽভিঃ। নঃ। রুদ্রেভিঃ। ঋভ্বা। নৃঽসহ্যে।
সসহ্বান্। অমিত্রান্।
সঽনীড়েভিঃ। শ্রবস্যানি। তূর্ব্বন্। মরুত্বান্। নঃ।
ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সূনুভিঃ ন রুদ্রেভিঃ' (রুদ্রপ্রতিমৈঃ কঠোরভাবাপন্নৈঃ বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'ঋভ্বা' (মহান্) 'সঃ' (ইন্দ্রদেবঃ) 'নৃষাহ্যে' (নরৈঃ নিত্যসহনীয়ে সংগ্রামে, সর্ব্বদা ক্লেশপ্রদে রিপুসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'অমিত্রান্' (শত্রূন্, রিপূন্) 'সাসহ্বান্' (বিমর্দ্দয়তি); 'সনীড়েভিঃ' (সমাননিলয়ৈঃ, অবিচ্ছিন্নসম্বন্ধযুতৈঃ বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) সঃ 'শ্রবস্যানি' (সুমঙ্গলানি) 'তূর্ব্বন্' (ব্যাপয়ন্, প্রযচ্ছন্, প্রযচ্ছতু ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রঃ' (সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—বয়ং যৎ নিত্যং রিপুকবলপতিতাঃ সন্তঃ দুঃখং প্রাপ্নুমঃ, অস্মাসু বিবেকোদয়েন তদ্দুঃখং দূরী ভবতু; বিবেকদেবতয়া সহ ঐশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু। (১ম—১০০সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রুদ্রপ্রতিম কঠোরভাবাপন্ন বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, মহান্ সেই ইন্দ্রদেব, মনুষ্যগণ কর্তৃক নিত্যসহনীয় সংগ্রামে অর্থাৎ সর্ব্বদা ক্লেশপ্রদ রিপুসংগ্রামে, শত্রুগণকে (রিপুগণকে) বিমর্দ্দন করেন; সমাননিলয় অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধযুক্ত বিবেকরূপী দেবগণের সহিত তিনি সুমঙ্গলসমূহকে প্রদান করুন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত আগমন করুন। (ভাব এই যে,—আমরা যে নিত্য রিপুগণের কবলে পতিত হইয়া কষ্ট পাইতেছি, আমাদিগের মধ্যে বিবেকোদয়ে সে কষ্ট দূর হউক; সকল ঐশ্বর্য্যাধিপতি সেই ইন্দ্রদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সূনুভির্ন পুত্রৈরিব রুদ্রেভী রুদ্রপুত্রৈর্ম্মরুদ্ভির্যুক্ত ঋভ্বা মহান্। এবম্ভূতঃ স ইন্দ্রো নৃষাহ্যে নৃভিঃ পুরুষৈঃ সোঢ়ব্যে সংগ্রামেঽমিত্রান্ শত্রূন্ সাসহ্বানভিভূতবান্। অপি চ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সূনভির্ন' পুত্রগণের ন্যায় 'রুদ্রেভিঃ' রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ কর্তৃক যুক্ত 'ঋভ্বা' মহান্ 'সঃ' ইন্দ্র 'নৃষাহ্যে' নরগণ পুরুষগণ কর্তৃক সোঢ়ব্য সংগ্রামে 'অমিত্রান্' শত্রুগণকে 'সাসহ্বান্' অভিভূত করিয়াছিলেন; অপিচ 'সনীড়েভিঃ' সমাননিলয় মরুদ্গণের সহিত

সনীড়েভিঃ সমাননিলয়ৈর্মরুদ্ভিঃ সহ শ্রবস্যানি। শ্রব ইত্যন্ননাম। তদ্ধেতুভূতান্যুদকানি তূর্ব্বন মেঘাৎ প্রচ্যাবয়ন্ মরুত্বানিন্দ্রোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু॥

নৃষাহ্যে। ষহ মর্ষণে। সহিসহোশ্চে'ত কর্ম্মণি যৎ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং ধাত্বকারস্য দীর্ঘত্বং। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সসহ্বান। ষহ অভিভবে। লিটঃ ক্বসুঃ। অভ্যাসদীর্ঘত্বং ছান্দসং। অমিত্রান্। মিত্রাণ্যেষু ন সন্তীত্যমিত্রাঃ। নঞোজরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। সনীড়েভিঃ। সমানং নীড়ং যেষাং তে সনীড়াঃ। সমানস্য চ্ছন্দসীতি সভাবঃ॥ (১ম—১০০সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমেঽষ্টমো বর্গঃ॥ ১।৭।৮॥

• • •

পঞ্চম (১০০।৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সমস্যামূলক বাক্যাংশ—"সূনুভিঃ ন রুদ্রেভিঃ" উপমা। ঐ উপমা উপলক্ষে 'রুদ্রপুত্র মরুদ্গণের ন্যায়' অর্থ সাধারণতঃ প্রচারিত হয়। কিন্তু এই উপমারই অনুরূপ 'রুদ্রস্য সূনুঃ' বাক্যাংশ পূর্ব্বে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং বিভিন্ন স্থানে ঐরূপ ভাব প্রকাশক পদাবলি দেখিয়াছি। তাহার সকল স্থলেই ঐরূপ বাক্যাংশে মরুদ্গণকে বুঝাইয়াছে বটে; কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই ভাব-পক্ষে রুদ্র-প্রতিম রুদ্রপ্রকৃতি কঠোরস্বভাবসম্পন্ন অর্থই প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং বিবেকরূপী দেবগণের সম্বন্ধেই ঐরূপ পদের বা বাক্যাংশের প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এখানেও সেই অর্থে সেই ভাবেই যৌক্তিকতা দেখি। বিবেকরূপী দেবগণ মনুষ্যের নিকট সাধারণতঃ রৌদ্রভাবাপন্ন, তাঁহারা

'শ্রবস্যানি' শ্রবঃ এই পদ অন্ননাম বাচক তদ্ধেতুভূত উদকসমূহকে 'তূর্ব্বন' মেঘ হইতে প্রচ্যাবন (নির্গমন) করাইয়া মরুত্বান্ ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন।

নৃষাহ্যে। ষহ ধাতু মর্ষণার্থক। 'সহিসহোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে ধাতুর অকারের দীর্ঘত্ব। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্বে, কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। সসহ্বান্। ষহ ধাতু অভিভবার্থক। লিটে ক্বসুঃ-প্রত্যয়। ছান্দসে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। অমিত্রান্। মিত্রগণ ইহাদিগের মধ্যে থাকে না—এই অর্থে অমিত্রাঃ পদ হয়। 'নঞোজরমরমিত্রমৃতাঃ' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব। সনীড়েভিঃ। সমান নীড় যাহাদিগের তাহারা সনীড়াঃ। 'সমানস্য চ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে স-ভাব॥ ৫॥

ইতি প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৮॥

• • •

যে ভীতি-প্রদর্শনে মনুষ্যগণকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করেন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হয়। অপকর্ম্ম করিবার সময় বিবেকের তাড়নায় মানুষ ভয় পাইয়া থাকে; তাই তাহারা পাপকর্ম্মে প্রতিনিবৃত্ত হয়। সেই দৃষ্টিতেই ঐরূপ উপমার সার্থকতা দেখা যায়। 'নৃষাহ্যে' পদে নিত্য-সহনীয় সংগ্রাম অর্থাৎ রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম নিয়ত মানুষের মধ্যে চলিয়াছে, তাহাকেই বুঝাইতেছি। 'সসহ্বান্' পদে 'সদা বিমর্দ্দন করিতেছেন' এইরূপ ভাব আমরা গ্রহণ করি। এখানে ক্রিয়ায় বর্ত্তমানের বা চির-বিদ্যমানতার ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অমিত্রান্' পদে 'রিপুশত্রুগণ' অর্থ আসে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণের অর্থ হয়,—'মহান্ সেই ইন্দ্রদেবতা কঠোর-স্বভাব বিবেকরূপী দেবতার সহিত আবির্ভূত হইয়া মানুষের নিত্যসংগ্রামে তাহাদিগের রিপুগণকে বিমর্দ্দন করেন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী, 'তূর্ব্বন্' পদে অসমাপিকা ক্রিয়ার ভাব প্রকাশে, একই বাক্য-রূপে অম্বিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এ পক্ষে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ধ্রুবার ব্যাক্যাংশকে যথাপূর্ব্ব স্বতন্ত্র রাখিতে গেলে, 'তূর্ব্বন্' পদে সমাপিকা ক্রিয়ার ভাব গ্রহণ করিতে হয়। সে দৃষ্টিতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'প্রযচ্ছতু' ক্রিয়াপদ গ্রহণ করি। অন্যথায়, 'ব্যাপয়ন্ প্রযচ্ছন্' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেও চলিতে পারে। তার পর, 'শ্রবস্যানি' পদে অন্নসমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া 'বৃষ্টির উদক বর্ষণ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু 'শ্রবস্' শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা মঙ্গল অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। এখানেও 'শ্রবস্যানি' পদে আমরা তাই 'সুমঙ্গলানি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করি। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে, সেই দেবতা বিবেকের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে সুমঙ্গল প্রদান করুন। অন্যথায়, সমস্ত চরণটীর এক সঙ্গে অর্থ করিলে ভাব হয় এই যে,—সেই দেবতা বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে সুমঙ্গল প্রদান-পূর্ব্বক আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউন।' মন্ত্রের যে মুখ্য তাৎপর্য্য, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই প্রতীত হইবে। (১ম—১০০সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

স মন্যুমীঃ সমদনস্য কর্ত্তাস্মাকেভির্নৃভিঃ

সূর্য্যং সনৎ।

অস্মিন্নহন্ৎসৎপতিঃ পুরুহূতো মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। মন্যুऽমীঃ। সऽমদনস্য। কর্ত্তা। অস্মাকেভিঃ। নৃऽভিঃ।

সূর্য্যং। সনৎ।

অস্মিন্। অহন্। সৎऽপতিঃ। পুরুऽহূতঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মন্যুমীঃ' (শত্রোর্হিংসকঃ, রিপুবিমর্দ্দকঃ) 'সমদনস্য কর্ত্তা' (সংগ্রামস্য নেতা, রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে প্রবর্ত্তয়িতা ইত্যর্থঃ) 'সৎপতিঃ' (সাধূনাং পালকঃ) 'পুরুহূতঃ' (সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতঃ, সর্ব্বেষাং পূজ্যঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ দেবঃ) 'অস্মিন্ অহন্' (অস্মিন্ দিবসে, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ' (অস্মৎ সম্বন্ধিভিঃ শ্রেষ্ঠজনৈঃ, অস্মদ্ধ্যানগতেভ্যঃ সৎকর্ম্মপরায়ণেভ্যঃ শ্রেষ্ঠজনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অস্মৎসদৃশেভ্যঃ বিমূঢ়েভ্যঃ জনেভ্যঃ ইতি ভাবঃ) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানাধারং, শ্রেষ্ঠজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'সনৎ' (সম্ভোজয়তু,

সম্ভোজয়তি, প্রদদাতি ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতিঃ স ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। সঃ দেবঃ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ জনান্ রক্ষতি; অস্মান্ কৃপয়া রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শত্রুহিংসাকারী রিপুবিমর্দ্দক, সংগ্রামের নেতা অর্থাৎ রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্তয়িতা, সাধুগণের পালক, সকলের পূজ্য, সেই প্রসিদ্ধ দেবতা, এই দিবসে অর্থাৎ নিত্যকাল, আমাদিগের মধ্যগত সৎকর্ম্ম-পরায়ণ শ্রেষ্ঠজনগণের জন্য অথবা আমাদিগের ন্যায় বিমূঢ় জনগণের জন্য, জ্ঞানধারাকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানকে, সম্ভোগ করান অর্থাৎ প্রদান করেন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (ভাব এই যে,—সেই দেবতা সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আমাদিগকে কৃপা করিয়া তিনি রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

শত্রুভিরপহৃতাসু গোষু তৈঃ সহ যুদ্ধার্থং বিনির্গতা ঋজ্রাশ্বাদয়োঽনেন সূক্তেনেন্দ্রমস্তুবন্। স ইন্দ্রো মন্যুমীঃ। মন্যোঃ কোপস্য নির্ম্মাতা। যদ্বা অভিগন্তমানস্য শত্রোর্হিংসকঃ। অপিচ সমদনস্য সংগ্রামস্য কর্ত্তা। সৎপতিঃ সতাং পালয়িতা। পুরুহূতো বহুভির্যজমানৈ-রাহূতঃ। এবং গুণবিশিষ্টঃ স অস্মিন্নহন্। অস্মিন্ দিবসেঽস্মাকেভিরস্মাকৈরস্মদীয়ৈর্নৃভিঃ পুরুষৈঃ সূর্য্যং সূর্য্যপ্রকাশং সনৎ। সম্ভক্তং করোতু। শত্রুপুরুষৈস্তু দৃষ্টিনিরোধক-মন্ধকারং সংযোজয়তু। স চ মরুত্বানিন্দ্রোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

শত্রুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গো-সমূহের জন্য তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ বিনির্গত ঋজ্রাশ্বাদি এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। 'সঃ' ইন্দ্র 'মন্যুমীঃ' মন্যুর কোপের নির্ম্মাতা অথবা অভিগম্যমানের শত্রুর হিংসক, অপিচ 'সমদনস্য' সংগ্রামের 'কর্ত্তা' কর্ত্তা 'সৎপতিঃ' সৎসমূহের পালয়িতা 'পুরুহূতঃ' বহু যজমানগণ কর্ত্তৃক আহূত, এবং গুণবিশিষ্ট তিনি 'অস্মিন্নহন্' এই দিবসে 'অস্মাকেভিঃ' আমাদিগের দ্বারা আমাদিগের সম্বন্ধীয় 'নৃভিঃ' পুরুষগণের দ্বারা 'সূর্য্যং' সূর্য্যের প্রকাশকে 'সনৎ' সম্ভক্ত করুন, শত্রুপুরুষগণের দ্বারা দৃষ্টিনিরোধক অন্ধকারকে সংযোজন করুন, এবং সেই মরুত্বান্ ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন।

মন্যুমীঃ। মন্যুং মিনাতীতি মন্যুমীঃ। মীঞ্ হিংসায়াং। ক্বিপ্। সমদনস্য। সহ মাদ্যন্ত্যাস্মিন্নিতি সমদনঃ সংগ্রামঃ। মদী হর্ষে। অধিকরণে ল্যুট্। সহস্য সঃ সংজ্ঞায়াং। পা০ ৬।৩।৭৮। ইতি সভাবঃ। অস্মাকেভিঃ। তস্মিন্নণি চ যুষ্মাকাস্মাকাবিত্যণাস্মচ্ছব্দস্যাস্মাকাদেশঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদ্ বৃদ্ধ্যভাবঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। স্বরস্ব প্রাম্মাকাসশ্চ স্বরয়ঃ। ঋ০ ১।৯৭।৩। ইত্যত্রোক্তঃ। সমষণ সন্তক্তৌ। লেটাডাগমঃ। অহন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। সৎপতিঃ। পত্যাবৈশ্বর্য্যে ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১০০সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (১০৮২) ঋকের বিশদার্থ।

——:§ • §:——

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে একটি উপাখ্যানের সমাবেশ দেখি। সূক্তের সূচনায় তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। উপাখ্যানটী এই যে,—শত্রুগণ ঋষিদিগের গাভীসমূহ অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং অন্ধকার গুহায় লুকাইয়া রাখে। বৃষাগির ঋষির ঋজ্রাশ্বাদি পুত্রগণ এই ঋকে তাই ইন্দ্রের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকার উপস্থিত হইলে, সূর্য্যকে অর্থাৎ আলোকের প্রকাশ পাইবার জন্যই যেন তাঁহাদিগের প্রথম প্রার্থনা প্রকাশ পায়।

তাঁহাদিগের সেই প্রার্থনার প্রধান বাক্যাংশ,—"অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ সূর্য্যং সনৎ অস্মিন্ অহন্।" এই বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থ এই যে,—'আমাদিগের পুরুষগণ সূর্য্যের প্রকাশকে সম্ভোগ করুন।' অর্থাৎ, তাঁহারা

মন্যুমীঃ। মন্যুকে হিংসা করে এই অর্থে মন্যুমীঃ। মীঞ্ ধাতুতে হিংসা অর্থে ক্বিপ্। সমদনস্য। সহমাদ্যন্ত্যস্মিন্—ইহাতে মত্ততা সহযুক্ত থাকে—এই অর্থে, সমদনঃ পদে সংগ্রাম বুঝায়। মদী ধাতু হর্ষ অর্থক। অধিকরণে ল্যুট্। 'সহস্য সঃ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৩।৭৮) স ভাব। অস্মাকেভিঃ। অণি এবং 'যুষ্মাকাস্মাকৌ' ইত্যাদি সূত্রে অণ্-প্রত্যয়। অস্মৎ শব্দের স্থানে অস্মাক আদেশ। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিসে ঐস-ভাব। 'স্বরস্ব প্রাম্মাকাসশ্চ স্বরয়ঃ' (ঋ০ ১।৯৭।৩) এইরূপ এখানে উক্ত হয়। সনৎ। ষমষণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থ প্রকাশ করে। লেটে অট্ আগম। অহন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। সৎপতিঃ। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ ৬॥

• • •

সূর্য্যের মুখকে দেখিতে পাউন। গাভী অপহৃত হইলে, গুহার মধ্যে অন্ধকারে তাহারা লুকায়িত থাকিলে, আলোক সাহায্যে যেন গাভীগণকে দেখিতে পান—এ দৃষ্টিতে এই মাত্র এখানকার প্রার্থনা। কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রই বা যে কে, আর সূর্য্যই বা যে কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তাই ঐ অংশের ভাব বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্নরূপ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কয়েকটী আদর্শ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে। যথা,—

(১) "ইন্দ্র শত্রুদিগের চক্ষু অন্ধকার করিয়া আমাদিগকে প্রশান্ত সূর্য্যালোক দান করুন।"

(২) "ইন্দ্র আমাদিগের লোকদিগকে অদ্য সূর্য্যের আলোক ভোগ করিতে দেন।"

(3) "May he this day gain with our men the sunlight." *

(4) "He did trace out the Sun along with our heroes."

উপরি-উদ্ধৃত চারি জন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা হইতে চারি প্রকার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ঐ এক এক প্রকার ব্যাখ্যায় দেশ কাল পাত্র এবং উপাস্য ও উপাসক সম্বন্ধে নানারূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। ইহা হইতে কেহ বা আর্য্যগণের উত্তরমেরু-বাসের প্রসঙ্গ কল্পনা করিয়া আনেন। কেহ বা রাত্রিতে অন্ধকারের মধ্যে যুদ্ধ

---

* এই মন্ত্রের 'সূর্য্যং সনৎ' এবং পূর্ব্বমন্ত্রের 'রুদ্রাসঃ' পদ উপলক্ষে পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ যে ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার নিদর্শন-স্বরূপ গ্রিফিথের ব্যাখ্যার একটী পাদ-টীকা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"Rudras : the Martuts, sons of Rudra the chief Storm-God. They are the close comrades, or faithful companions of Indra, who regards them not as his equals but as his children.

The Sunlight : the hymn is addressed to Indra for aid in an approaching battle. Sayan says that the Varshagiras pray that they may have daylight and that their enemies may fight in the dark."

হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করেন। কেহ বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হইতে বৃষ্টিপতনে সূর্য্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি দেখেন।

যাহা হউক, আমরা মর্ম্মার্থে কি ভাবের সঙ্গতি দেখিতেছি, তাহারই একটু পরিচয় প্রদানের চেষ্টা পাইতেছি। এপক্ষে "সূর্য্যং সনৎ" আর "অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ" বাক্যাংশ-দ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন বিশেষ প্রয়োজন। 'সূর্য্যং' পদে জ্ঞানধারকে বা পরমজ্ঞানকে বুঝায়। সে প্রয়োগ পূর্ব্বে বহুত্র পাইয়াছি। 'সনৎ' পদে লোটের বা লটের দুই প্রকার প্রতিবাক্য গ্রহণ করা যায়। তদনুসারে 'অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ' পদদ্বয়েও দ্বিবিধ ভাব পরিগ্রহণীয়। 'সনৎ' পদে লোটের প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে 'অস্মকেভিঃ নৃভিঃ' পদদ্বয়ের অর্থে 'এই সামান্য মনুষ্য আমাদিগের দ্বারা' বা 'এই অকিঞ্চন আমাদিগকে' এতদ্রূপ ভাব গ্রহণ করার আবশ্যক হয়। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশও প্রার্থনা-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। অন্যথায়, 'সনৎ' পদে লটের বিভক্তিযুক্ত প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে, মন্ত্রাংশকে ভগবানের মহিমা-খ্যাপক বলিয়া মনে করা যায়। তাহাতে 'অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ' পদদ্বয়ে 'আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা নেতা শ্রেষ্ঠপুরুষ বা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ইত্যাদি গ্রহণীয় হয়। এই দুই প্রকার দৃষ্টিতেই আমরা 'সনৎ' ক্রিয়া-পদের প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এক দৃষ্টিতে ভাব এই যে,—'সেই দেবতা এই অকিঞ্চন সামান্য মনুষ্য আমাদিগকে পরম জ্ঞান প্রদান করুন।' অন্য দৃষ্টিতে অর্থ প্রাপ্ত হই,—'সেই দেবতা আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠজনগণকে সাধকগণকে পরমজ্ঞান প্রদান করেন—জ্ঞানাধারের সান্নিধ্যে লইয়া যান।' ফলতঃ, এখানে গাভী অপহরণের প্রসঙ্গের বা উপাখ্যানের কোনই সম্বন্ধ দেখা যায় না। মন্ত্র নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রখ্যাপন করিতেছে। 'অস্মিন্ অহন্' পদদ্বয়ে 'নিত্যকাল' অর্থ সূচনা করে। যে কালেই যিনি যখন এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, তিনিই বলিতে পারিবেন—'অস্মিন্ অহনি'; অর্থাৎ,—'হে ভগবন্! এখনও আমায় করুনা করুন।' মন্ত্রের অন্যান্য অংশের অর্থ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রস্ফুট দেখিবেন। ধ্রুবার ভাবে আত্মরক্ষার প্রার্থনাই যথাপূর্ব্ব অক্ষুণ্ণ আছে। (১ম—১০০সূ—৩ঋ)।

— • —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তমূতয়ো রণয়ঞ্ছূরসাতৌ তং ক্ষেমস্য

ক্ষিতয়ঃ কৃণ্বত ত্রাং।

স বিশ্বস্য করুণস্যেশ একো মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। ঊতয়ঃ। রণয়ন্। শূরসাতৌ। তং। ক্ষেমস্য।

ক্ষিতয়ঃ। কৃণ্বত। ত্রাং।

সঃ। বিশ্বস্য। করুণস্য। ঈশে। একঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ঃ' (রক্ষকাঃ পরিত্রাণকারকাঃ সৎকর্ম্মনিবহাঃ বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ বা) 'শূরসাতৌ' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে, বিষমে রিপুসমরে ইত্যর্থঃ) 'তং' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্য অধিপতিং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'রণয়ন্' (রময়ন্তি, উদ্বোধয়ন্তি—হৃদি ইতি যাবৎ); তথা 'ক্ষিতয়ঃ' (শ্রেষ্ঠজনাঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'তং' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতিং ইন্দ্রদেবং) 'ক্ষেমস্য' (কল্যাণস্য, শুভস্য) 'ত্রাং' (রক্ষাকর্ত্তারং) 'কৃণ্বতঃ' (কুর্ব্বন্তি); 'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য) 'করুণস্য' (অভিমতফলসাধকস্য কর্ম্মণঃ) 'একঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) 'ঈশে' (ঈষ্টে, রক্ষাকর্ত্তা ভবতি ইতি ভাবঃ); 'ইন্দ্রঃ'

(বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—বিবেকেন সদ্গুণেন বা পরিচালিতেষু অস্মাসু হৃদয়েষু বলৈশ্বর্য্যস্য অধিপতেঃ আবির্ভাবঃ ভবতি; সাধবঃ নিতরাং তং দেবং হৃদি উদ্বোধয়ন্তি; তেন রিপবঃ বিমর্দ্দিতাঃ ভবন্তি; সঃ দেবঃ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ-৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রক্ষক পরিত্রাণকারকারক সৎকর্ম্মনিবহ অথবা বিবেকরূপী দেবগণ, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে—বিষম রিপুসমরে, সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে, হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করেন; শ্রেষ্ঠজন সাধুগণ, সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রদেবকে আপনাদিগের কল্যাণের মঙ্গলের রক্ষাকর্ত্তা করেন; সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সকল অভিমতফলসাধক কর্ম্মের অদ্বিতীয় ঈশ্বর বা রক্ষাকর্ত্তা হয়েন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—বিবেকের দ্বারা অথবা সদ্গুণের দ্বারা পরিচালিত আমাদিগের হৃদয়ের মধ্যে বলৈশ্বর্য্যের অধিপতির আবির্ভাব হয়; সাধুগণ নিয়ত সেই দেবতাকে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করেন; তদ্দ্বারা রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয়; প্রার্থনা—সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তমিন্দ্রং শূরসাতৌ শূরৈর্বীরপুরুষৈঃ সম্ভজনীয়ে সংগ্রাম উতয়ো গন্তারো মরুতো রণয়ন্। রময়ন্তি। যথা প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্বেত্যেবং রূপং শব্দমিন্দ্রমুদ্দিশ্য কুর্ব্বন্তি। অপিচ ক্ষিতয়ো মনুষ্যাস্তমিন্দ্রং ক্ষেমস্য রক্ষণীয়স্য সর্ব্বস্য ধনস্য ত্রাং ত্রাতারং কুর্ব্বত।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'তং' ইন্দ্রকে 'শূরসাতৌ' শূরগণের বীরপুরুষগণের দ্বারা সম্ভজনীয় সংগ্রামে 'উতয়ঃ' গন্তৃগণ মরুদ্গণ 'রণয়ন্' আনন্দিত করেন; অথবা 'প্রহর ভগবো জহি বীরয়স্ব' ইত্যাদি-রূপ শব্দ ইন্দ্রের উদ্দেশে উচ্চারণ করেন; অপিচ, 'ক্ষিতয়ঃ' মনুষ্যগণ 'তং' সেই ইন্দ্রকে 'ক্ষেমস্য' রক্ষণীয়ের সকল ধনের 'ত্রাং' ত্রাতা 'কুর্ব্বত' করেন। দেবতাদের

তুর্বিতি। সেনত্বাস্তাদস্ত কোহভিশস্য ইতি চেৎ উচ্যতে। স... ইন্দ্রো বিশস্ত সর্বস্য করুণস্তাভিমতফলনিষ্পাদনরূপস্য কর্মণ একোঽসহায় এবেশে। ঈষ্টে। অন্যৎ পূর্ববৎ॥

উতয়ঃ। অবতের্গত্যর্থাৎ কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি কর্ত্তরি ক্তিন্। তিতুত্রেতীট্ প্রতিষেধঃ। জ্বরত্বরেত্যাদিনা বকারলোপোপধায়াশ্চ উঠ্। উতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং। যদ্বা কর্ত্তরি ক্তিচ্। রণয়ন্। রমতের্হেতুমণ্ণিজন্তাবর্ত্তমানে ছান্দসে লঙ্। অত্ত্যাবিকারশ্ছান্দসঃ। যদ্বা রণ শব্দার্থঃ। অস্মাণ্ণিজন্তাৎ পূর্ববল্লঙ্। ত্রাং। ত্রৈঙ্ পালনে। ত্রায়ত ইতি ত্রাং। ক্বিপ্ চেতি চ শব্দেন দৃশি গ্রহণানুকর্ষণাদ্বিরূপপদাদপি ক্বিপ্। করুণস্য। ডুকৃঞ্ করণে। কৄবৃদৄদারিভ্য উনন্নিতি ভাবে উনন্। ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াদ্যুদাত্তত্বং। ঈশে। ঈশ ঐশ্বর্য্যে। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি ত-লোপঃ॥ ৭॥

• . •

সপ্তম (১০৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

——•:§○§:•——

মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির অনুসরণে সাধারণতঃ মনে হয়, এখানে এই মন্ত্রে যেন কোনও এক বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্রের বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা হইতে আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধ-ব্যাপারই এখানকার বর্ণনার বিষয়ীভূত বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব অন্য প্রকার।

আদেশ-হেতু 'অস্য কোহভিশস্যঃ' ইত্যাদি বাক্য উচ্চারিত হয়। সেই ইন্দ্র 'বিশস্য' সকল 'করুণস্য' অভিমত-ফল-নিষ্পাদন-রূপ কর্ম্মের 'একঃ' অসহায় (অদ্বিতীয়) 'ঈশে' ইষ্টসাধক (ঈশ্বর) হয়েন। অন্যাংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

উতয়ঃ। অবতিঃ পদ গত্যর্থ-হেতু ল্যুট করিয়া 'বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিন। 'তিতুত্রেতি' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ; এবং 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্রে বকারের উপধায় উঠ্। 'উতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন্ উদাত্তত্ব; অথবা কর্ত্তৃবাচ্যে ক্তিচ্। রণয়ন। 'রমতির' স্থলে 'হেতুমণ্ণিজন্ত'-হেতু বর্ত্তমানে ছান্দসে লঙ্ এবং ছান্দসে অত্ত্যাবিকার। অথবা রণ-ধাতু শব্দার্থক। তাহাতে ণিজন্ত-হেতু পূর্ব্ববৎ লঙ্। ত্রাং। ত্রৈঙ্ ধাতু পালনার্থক। ত্রাণ করে—এই অর্থে ত্রাং পদ হয়। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে চ-শব্দের দ্বারা 'দৃশি গ্রহণানুকর্ষণাদ্বিরূপপদ'-হেতু ক্বিপ্। করুণস্য।' ডুকৃঞ্ ধাতু করণার্থক। 'কৄবৃদৄদারিভ্য উনন্' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে উনন্-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। ঈশে। ঈশ ধাতু ঐশ্বর্য্য অর্থে। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে ত-লোপ। (১ম—১০০সূ—৭ঋ)॥

• . •

বলিয়াছি তো,—যদি সংগ্রাম বলিয়াই মনে করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অহরহঃ আমাদিগের মধ্যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে সংগ্রাম চলিয়াছে, এখানে সেই বিষয়েই লক্ষ্য আছে; রিপুগণের সহিত নিত্য-দ্বন্দ্বের কাহিনীই এই সকল মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় কি ভাবে মন্ত্রার্থ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, তাহা অনুধাবন করিলে, আমাদিগের পরিগৃহীত সে ভাব একটু স্পষ্টীকৃত হইবে। সুতরাং মন্ত্রার্থ আলোচনার পূর্ব্বে দুই প্রকারের দুইটী ব্যাখ্যা প্রথমতঃ প্রকটন করিতেছি।

(১) "তাঁহার সাহায্যকারী মরুদ্গণ যুদ্ধস্থলে গর্জ্জন করত ইন্দ্রকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেন, তিনি মানবগণের ধনরক্ষক ও কর্ম্মফলদাতা বিধাতা, ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের রক্ষাকরণার্থ মনোযোগী হউন।"

(2) "His energy cheered him up in battles where heroes strive for spoils. Men have made him the guardian of their welfare. He rules singly over all pious deeds. May (therefore) that Indra come hither, attended by the Maruts, with succours for us."

প্রথম প্রকারের অর্থ ভাষ্যেরই অনুসারী। এখানে 'উতয়ঃ' পদে মরুদ্গণ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে ঐ পদে শক্তি (energy) প্রতিবাক্য পরিগৃহীত হইতে দেখিতেছি। তবে দুই প্রকার অর্থেই সাধারণ সংগ্রামের বিষয়ই প্রখ্যাপিত হইয়াছে। হৃদয়-ক্ষেত্রে আবহমান কাল ধরিয়া যে সংগ্রাম চলিয়াছে, সেই সংগ্রামের সহিত যে এখানে কোনও সম্বন্ধ আছে, সে পক্ষে কোনও ব্যাখ্যাকারেরই দৃষ্টি সঞ্চালিত দেখা যায় না। সুতরাং 'রণয়ন্' পদের প্রতিবাক্যে যুদ্ধে উৎসাহ-প্রদান বা প্রবৃত্তি-আনয়ন প্রভৃতি ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ 'ক্ষিতয়ঃ' পদের প্রতিবাক্যেও 'সাধারণ মনুষ্যগণ' অর্থ গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বাপর যে দৃষ্টিতে যে ভাব পরিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহাতেই অর্থ সঙ্গতি দেখিতেছি। সে পক্ষে ভাষ্যের ভাব যে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে। তবে তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই বুঝা যাইবে।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাই আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের

পূর্ণ প্রকাশক হইয়া আছে। তথাপি তদ্বিষয়ে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে প্রধান আলোচ্য—'ঊতয়ঃ' পদ। ঊতি-ধাতুর রক্ষা অর্থই প্রসিদ্ধ। সায়ণ এখানে 'গমন' অর্থ গ্রহণ-পূর্ব্বক 'ঊতয়ঃ' পদের মরুদ্গণ প্রতিবাক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ পদে রক্ষকগণ পরিত্রাণকারিগণ অর্থাৎ সৎকর্ম্মনিবহ অর্থ আসে, এবং তাহা হইতে ভাবে বিবেকরূপী দেবগণের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। 'শূরসাতৌ' পদে রিপুগণের সহিত সংগ্রাম অর্থ গ্রহণ করি। 'রণয়ন্' পদে 'হৃদয়ে উদ্বোধন করেন'—ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে "ঊতয়ঃ শূরসাতৌ তং রণয়ন্" বাক্যাংশের তাৎপর্য্যার্থ হয়,—'আমাদিগের পরিত্রাণকারী সৎকর্ম্মসমূহ বা বিবেক, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে, রিপু-সমরে, সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রদেবতাকে আমাদিগের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করেন।' অর্থাৎ,—যে শক্তি রিপুগণকে বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ, সৎকর্ম্মের দ্বারা বা বিবেকের দ্বারা সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে জাগ্রৎ হইয়া উঠে।

এ ক্ষেত্রে অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের 'ক্ষিতয়ঃ' পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয় বলিয়া মনে করি। ঐ পদে সাধারণ মনুষ্যগণকে বুঝায় না। 'ক্ষি' ধাতু ক্ষয়ার্থক। পাপক্ষয়ে যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহাই ক্ষিতি-পদের এক ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ। সেই দৃষ্টিতেই 'ক্ষিতয়ঃ' পদে সাধারণ মনুষ্যগণকে না বুঝাইয়া সাধুগণকে বুঝাইতেছে বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এ বিষয় অন্যত্র আমরা বিশদ আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ, যাঁহারা সাধু, পাপক্ষয়ে যাঁহারা ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারাই সেই দেবতাকে আপনাদিগের কল্যাণের রক্ষাকর্ত্তা (ক্ষেমস্য গোং) করিয়া রাখিয়াছেন; অর্থাৎ,—সাধুগণ সকল কর্ম্মেই দেবতার প্রতি নির্ভরপরায়ণ আছেন, তাঁহাদিগের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা পুরুষকার অপেক্ষা দেবতার সহায়তাই প্রধান বলিয়া জ্ঞান করেন। বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই দেবতাও নিয়ত সাধুগণের কল্যাণকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সেই যে দেবতা, ধ্রুবায় প্রকাশ, তিনি আমাদিগের রক্ষক হউন। ইহাই এই মন্ত্রের উপসংহারের প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—৭ঋ)।

———

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

তমপ্সন্ত শবস উৎসবেষু নরো

নরমবসে তং ধনায়।

সো অন্ধে চিত্তমসি জ্যোতির্ব্বিদন্মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী॥ ৮॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। অপ্সন্ত। শবসঃ। উৎ-সবেষু। নরঃ।

নরং। অবসে। তং। ধনায়।

সঃ। অন্ধে। চিৎ। তমসি। জ্যোতিঃ। বিদৎ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী॥ ৮॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (নেতৃস্থানীয়াঃ সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'শবসঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যাৎ — সবলিষু ইতি যাবৎ) 'উৎসবেষু' (সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেষু, যথা — রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু) 'তং' (শ্রেষ্ঠং) 'নরং' (নেতৃস্থানীয়ং দেবং) 'অপ্সন্ত' (উপাসয়ন্তি, পূজয়ন্তি), তথা 'অবসে' (রক্ষণনিমিত্ত-ভূতায়, উদ্ধারপ্রাপকায় ইত্যর্থঃ) 'ধনায়' (পরমার্থরূপায় ধনায়) 'তং' (শ্রেষ্ঠং দেবং) অর্চ্চয়ন্তি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (দেবঃ) 'অন্ধে চিৎ তমসি' (দৃষ্টিপ্রতিরোধকে অন্ধকারে অপি, বিষয়ে অজ্ঞানান্ধকারে অপি) 'জ্যোতিঃ' (জ্ঞানকিরণং) 'বিদৎ' (লম্ভয়তি);

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—সাধবঃ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচতুর্ব্বর্গসাধনায় দেবতায়াঃ অনুসারিণঃ সন্তি ; ততঃ তে পরাগতিং লভন্তে। (১ম—১০০সূ—৮ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

নেতৃস্থানীয় সাধুগণ, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-সমূহে (অথবা—রিপুগণের সহিত সংগ্রাম-সমূহে) সেই শ্রেষ্ঠ নেতৃস্থানীয় দেবতাকে উপাসনা করেন ; এবং রক্ষণনিমিত্তভূত অর্থাৎ উদ্ধারসাধক পরমার্থ-রূপ ধনের নিমিত্ত সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাকে অর্চ্চনা করেন ; সেই দেবতা, দৃষ্টিপ্রতিরোধক অন্ধকারেও অর্থাৎ বিষম অজ্ঞানান্ধকারেও জ্ঞান-কিরণ লাভ করান ; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—সাধুগণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ-সাধনের নিমিত্ত সর্ব্বদা দেবতার অনুসারী আছেন ; তদ্দ্বারাই তাঁহারা পরাগতি প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—১০০সূ—৮ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

নরো নেতারঃ যোদ্ধারঃ শবসো বলস্য সম্বন্ধিষূৎসবেষু সংগ্রামেষু নরং জয়স্য নেতারং তমিন্দ্রমগ্মন্। আপ্নুবন্তি। কিমর্থং। অবসে। অন্নার্থং রক্ষণার্থং বা। তথা ধনায়। ধনার্থং চ তমিন্দ্রং প্রাপ্নুবন্তি। তস্মাৎ স ইন্দ্রস্তমসি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধকেঽন্ধে চিৎ আধ্যানরহিতে চিত্তব্যামোহকরেঽপি সংগ্রামে জ্যোতির্ব্বিজয়লক্ষণং প্রকাশং বিদৎ। লম্ভয়তি। তস্মাৎ তমেব প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অন্যৎ সমানং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরঃ' নেতৃগণ যোদ্ধৃগণ 'শবসঃ' বলের সম্বন্ধীয় 'উৎসবেষু' সংগ্রামসমূহে 'নরং' জয়ের নেতা 'তং' ইন্দ্রকে 'অগ্মন্' প্রাপ্ত হয়েন (উপাসনা করেন)। কি জন্য ? 'অবসে' অন্নার্থ অথবা রক্ষার্থ ; এবং 'ধনায়' ধনার্থ সেই ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হন (উপাসনা করেন)। সেই হেতু 'সঃ' ইন্দ্র 'তমসি' দৃষ্টিপ্রতিবন্ধক 'অন্ধে চিৎ' আধ্যানরহিত চিত্তবিমোহক সংগ্রামেও 'জ্যোতিঃ' বিজয়লক্ষণ প্রকাশকে 'বিদৎ' লাভ করান ; সেই হেতু তিনিই প্রাপ্ত হয়েন (উপাসিত হয়েন)। অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

অপাম্। অপ্‌-শব্দো। ষষ্ঠি-বহুবচনেনাম্‌কে পদং ব্যত্যয়েন ক্ত-প্রত্যয়ঃ। ব্যত্যয়েন ধাতোর্হ্রস্বঃ। বিদৎ। বিদ্‌লৃ লাভে। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্তমানে ছান্দসো লুঙ্। লৃদিত্বাচ্চ্লেরঙাদেশঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ॥ (১ম—১০০সূ—৮ঋ)।

• • •

অষ্টম (১০৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'নরঃ' এবং 'নরং' পদ-দ্বয়ের ভাব-পার্থক্য অনুভাবনীয়। 'উৎসবেষু' পদেও দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। 'অবসে' এবং 'ধনায়' পদদ্বয়ে সাধারণ দৃষ্টিতে 'অন্নের জন্য' ও 'ধনের জন্য' কামনাই প্রকাশ পায় বটে; কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, ঐ দুই পদে ধর্মার্থকামমোক্ষ-চতুর্বর্গের প্রার্থনাই প্রকাশমান। "অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতিঃ" বাক্যাংশে অন্ধকারের মধ্যে আলোক-জ্যোতিঃ লাভের কামনার ন্যায়, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়ে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রাপ্তির ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ ও ভাব আমাদিগের মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যে অর্থ সাধারণতঃ প্রচলিত দেখা যায়, তাহারও একটু পরিচয় গ্রহণ করুন। দুইটী ব্যাখ্যা; যথা,—

(১) "নেতাগণ সংগ্রামে রক্ষিত ও ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিজয়-শ্রীসম্পন্ন ইন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে, ইন্দ্র চিত্তসম্মোহকর সংগ্রামে বিজয়-রূপ আলো দান করেন, ইন্দ্র মরুদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা-করণার্থ মনোযোগী হউন।"

(2) "To him the Hero, on high days of prowess, heroes for help and booty shall betake them.

He hath found light even in the blinding darkness. May Indra, girt by Maruts, be our succour."

অপাম্। অপ্‌-শব্দ ষষ্ঠ্যর্থক। নটের ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। ব্যত্যয়ের দ্বারা ক্ত-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা ধাতুর হ্রস্ব। বিদৎ। বিদ্‌লৃ ধাতু লাভার্থক। 'ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্তমানে ছান্দসে লুঙ্। লৃদিৎ-হেতু চ্লেরঙ্‌ আদেশ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রের অটের অভাব। (১ম—১০০সূ—৮ঋ)।

• • •

সাধারণতঃ একটা লৌকিক যুদ্ধের বর্ণনাই এই সকল অর্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে মানুষে মানুষে যুদ্ধের প্রসঙ্গই এ সকল ক্ষেত্রে উক্ত আছে প্রতিপন্ন হয়। যাহা হউক, সকল প্রকার অর্থ ও ভাব আলোচনা করিয়া, যাহাতে সঙ্গতি বোধ হয়, তাহাই গ্রহণ করিবেন। বেদ-মন্ত্রে বিভিন্ন চিত্তক্ষেত্রে বিভিন্ন চিত্রই প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বলিয়াছি তো—ইহাই বেদ-মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। (১ম—১০০সূ—৮ঋ)।

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

স সব্যেন যমতি ব্রাধতশ্চিৎ স দক্ষিণে

সংগৃভীতা কৃতানি।

স কীরিণা চিৎ সনিতা ধনানি মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। সব্যেন। যমতি। ব্রাধতঃ। চিৎ। সঃ। দক্ষিণে।

সংঽগৃভীতা। কৃতানি।

সঃ। কীরিণা। চিৎ। সনিতা। ধনানি। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ৯ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (দেবঃ) 'সব্যেন' (প্রতিকূলাচরণেন) 'ত্রাধতঃ' (সৎকর্ম্মপ্রতিবন্ধকান্) 'যমতি' (নিয়ময়তি, শাসয়তি ইতি ভাবঃ); 'চিৎ' (তথা) 'সঃ' (দেবঃ) 'কৃতানি' (সৎকর্ম্মাণি, সৎকর্ম্মসাধকানি অনুষ্ঠানানি) 'দক্ষিণে' (আনুকূল্যে, সহায়তাং কৃত্বা ইতি ভাবঃ) 'সংগৃভীতা' (সংগৃহ্লাতি, সম্পাদয়তি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (দেবঃ) 'কীরিণা চিৎ' (পূজিতঃ অনুসৃতঃ সন্) 'ধনানি' (পরমার্থরূপাণি বিত্তানি) 'সনিতা' (প্রদানশীলঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) ভবতু (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—সঃ দেব অসৎকর্ম্মকারিণাং বিমর্দ্দকঃ তথা সৎকর্ম্মকারিণাং রক্ষকঃ ভবতি; প্রার্থনা—অস্মত্যং সঃ নিত্যকালং রক্ষতু। (১ম—১০০সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতা প্রতিকূল আচরণের দ্বারা সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধকদিগকে নিয়মন করেন অর্থাৎ শাসন করেন; এবং সেই দেবতা সৎকর্ম্মসমূহকে—সৎকর্ম্মসাধক অনুষ্ঠানসকলকে অনুকূলে অর্থাৎ সহায়তা করিয়া সম্পাদিত করেন; সেই দেবতা, পূজিত অনুসৃত হইয়া, পরমার্থ-রূপ ধনসমূহকে প্রদানশীল হয়েন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণ-সহ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—সেই দেবতা অসৎকর্ম্মকারিগণের বিমর্দ্দক এবং সৎকর্ম্মকারিগণের রক্ষক হয়েন; প্রার্থনা—আমাদিগকে তিনি নিত্যকাল রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—৯ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রঃ সব্যেন বামহস্তেনৈকহস্তেন ত্রাধতশ্চিৎ হিংসতো মহতঃ শত্রূনপি যমতি। নিয়ময়তি। তথা স ইন্দ্রো দক্ষিণে দক্ষিণপার্শ্বস্থেন হস্তেনৈকেন যজমানৈঃ কৃতানি হবীংষি সংগৃভীতা। সংগৃহ্লাতি। অপিচ স ইন্দ্রঃ কীরিণা চিৎ কীর্ত্তয়িত্রা স্তোত্রা চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' ইন্দ্র 'সব্যেন' বামহস্তের দ্বারা এক হস্তের দ্বারা 'ত্রাধতশ্চিৎ' হিংসাকারী মহৎ শত্রুকেও 'যমতি' নিয়মিত করেন; আর 'সঃ' ইন্দ্র 'দক্ষিণে' দক্ষিণপার্শ্বস্থিত হস্তের একের দ্বারা যজমানগণের 'কৃতানি' হবিঃসমূহ 'সংগৃভীতা' (সংগৃহীতা) সংগ্রহণ করেন; অপিচ, 'সঃ' ইন্দ্র 'কীরিণা চিৎ' কীর্ত্তনকারী স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া-

দশমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। দশমী ঋক্‌।)

স গ্রামেভিঃ সনিতা স রথেভির্বিদে

বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভির্ন্বদ্য।

স পৌংস্যেভিরভিভূরশস্তীর্মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। গ্রামেভিঃ। সনিতা। সঃ। রথেভিঃ। বিদে।

বিশ্বাভিঃ। কৃষ্টিঽভিঃ। নু। অদ্য।

সঃ। পৌংস্যেভিঃ। অভিঽভূঃ। অশস্তীঃ। মরুত্বান্‌। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ১০ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (ভগবান্‌ ইন্দ্রদেবঃ) 'গ্রামেভিঃ' (সাধারণৈঃ লোকৈঃ অস্মদীয়ৈঃ বা—কর্ম্মভিঃ ইতি যাবৎ যদ্বা—সাধারণেভ্যঃ লোকেভ্যঃ অস্মভ্যং ইত্যর্থঃ) 'সনিতা' (শুভফলপ্রদাতা) ভবতু ইতি শেষঃ; 'সঃ' (দেবঃ) 'বিশ্বাভিঃ' (সর্ব্বৈঃ) 'কৃষ্টিভিঃ' (সাধকৈঃ) তেষাং 'রথেভিঃ' (কর্ম্মরূপৈঃ যানৈঃ, যদ্বা—তেষাং হৃদ্রূপে রথে অধিষ্ঠিতৈঃ) 'অদ্য নু' (নিত্যকালং ক্ষিপ্রং, অবিচ্ছেদেন ইত্যর্থঃ) 'বিদে' (তেষাং সাধকানাং পরিজ্ঞাতঃ ভবতি, তেভ্যঃ শুভফলং প্রদদাতি ইতি ভাবঃ); 'সঃ' (দেবঃ) 'পৌংস্যেভিঃ' (স্বকীয়ৈঃ শক্তিপ্রয়োগৈঃ)

'অশস্তীঃ' (অশংসনীয়ান্ শত্রূন্, সদৈব অশান্তিপ্রদান্ রিপূন্) 'অভিভূঃ' (অভিভবন্ বর্ত্ততে); 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্ত)। অয়ং ভাবঃ- সাধকানাং হৃদভ্যন্তরে যঃ দেবঃ সদা ক্রিয়াশীলঃ ভবতি, তথা স্বয়মেব যঃ সদৈব শত্রূন্ হিনস্তি, সঃ দেবঃ কৃপয়া অস্মভ্যং শুভফলং দদাতু—অস্মান্ সৎকর্ম্মপরায়ণান্ চ করোতু। (১ম-১০০সূ-১০ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, সাধারণ জনগণের অর্থাৎ আমাদিগের কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা, অথবা সাধারণ মনুষ্যগণের জন্য অর্থাৎ আমাদিগের জন্য, শুভফলপ্রদাতা হউন; সেই দেবতা সকল সাধকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের কর্ম্ম-রূপ যানের দ্বারা অথবা তাঁহাদিগের হৃদয়-রূপ রথে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, নিত্যকাল অবিচ্ছেদে তাঁহাদিগের পরিজ্ঞাত আছেন—তাঁহাদিগকে শুভ-ফল প্রদান করিতেছেন; সেই দেবতা, আপনার শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা, অসংশসনীয় শত্রুগণকে—সদাকাল অশান্তিপ্রদ রিপুগণকে অভিভূত করিয়া বিদ্যমান আছেন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত, অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (ভাব এই যে,—সাধকগণের হৃদভ্যন্তরে যে দেবতা সদা-ক্রিয়াশীল আছেন, এবং আপনিই যিনি সদাকাল শত্রুগণকে হনন করিতেছেন, সেই দেবতা কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুভফল প্রদান করুন এবং আমাদিগকে নিত্যকাল সৎকর্ম্মপরায়ণ রাখুন।)॥ (১ম—১০০সূ—১০ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রো গ্রামেভির্মরুৎসঙ্ঘৈঃ সহ সনিতা ফলানাং প্রদাতা ভবতি। স চাস্মিন্নহনি নু ক্ষিপ্রং বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভিঃ সর্ব্বৈর্মনুষ্যৈঃ রথেভিরিন্দ্র সম্বন্ধিভী রথৈঃ করণভূতৈর্জ্ঞায়তে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' ইন্দ্র 'গ্রামেভিঃ' মরুৎসঙ্ঘের সহিত 'সনিতা' ফলসমূহের প্রদাতা হয়েন; 'সঃ' এবং তিনি 'অহ্ন' এই দিবসে 'নু' ক্ষিপ্র 'বিশ্বাভিঃ কৃষ্টিভিঃ' সকল মনুষ্য কর্ত্তৃক 'রথেভিঃ' ইন্দ্রের সম্বন্ধীয় রথের করণভূতের দ্বারা 'বিদে' জ্ঞাত হয়েন; অপিচ, 'সঃ'

বিজ্ঞায়তে। অপিচ স ইন্দ্রঃ পৌংস্যেভিঃ স্বকীয়ৈর্বলৈরশস্তীরশংসনীয়ান্ শত্রূনভিভূঃ। অভিভবন সর্ত্তে। মরুত্বান্ স ইন্দ্রো নোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু॥

গ্রামেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। গ্রামাদীনাং চ। ফি° ২।২৫। ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। বিদে। বিদ জ্ঞানে। কর্ম্মণি লট্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। লোপস্ত আত্মনেপদেম্বিতি ত-লোপঃ॥ (১ম—১০০সূ—১০ঋ।)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে নবমো বর্গঃ॥ ১।৭।৯॥

• • •

দশম (১০৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:§•§:——

আমাদিগের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'গ্রামেভিঃ' 'কৃষ্টিভিঃ' এবং 'অস্য নু' পদ-কয়েকটীর অর্থ ভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইয়াছে। সুতরাং ভাষ্যের এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাব সম্পূর্ণ অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যা-পক্ষে যে কতটা পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে এই মন্ত্রের দুই প্রকার প্রচলিত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

(১) "তিনি সহায় (মরুৎগণের) সহিত ধন দান করেন; তিনি অদ্য সকল মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার রথ দ্বারা পরিচিত হইতেছেন; তিনি নিজ বল দ্বারা অংশনীয় শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।"

(2) "With hosts on foot and cars he winneth treasures: well is he known this day by all the people.
With manly might he conquereth those who hate him. May Indra, girt by Maruts, be our succour."

ইন্দ্র 'পৌংস্যেভিঃ' আপনার বলসমূহের দ্বারা 'অশস্তীঃ' অশংসনীয় শত্রুগণকে 'অভিভূঃ' অভিভব করিয়া বিদ্যমান রহেন; 'মরুত্বান্' মরুদ্গণ-সহ সেই 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন।

গ্রামেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিসে ঐস-ভাব। 'গ্রামাদীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে (ফি° ২।২৫) আদ্যুদাত্তত্ব। বিদে। বিদ-ধাতু জ্ঞানার্থক। কর্ম্মণি-বাচ্যে লট্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে ত-লোপ। (১ম—১০০সূ—১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের নবম বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৯॥

• • •

উদ্ধৃত দুইটী ব্যাখ্যায় পরস্পর বিপরীত দুইরূপ ভাব প্রকাশমান আছে দেখিতে পাইবেন। প্রথম ব্যাখ্যায় ধন-দানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত; দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় ধন লুণ্ঠনের বিষয় প্রখ্যাপিত। বেদের ব্যাখ্যায় এইরূপ বিপরীত ভাবেরই দ্যোতনা প্রায়ই দেখিতে পাই। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

'গ্রামেভিঃ' পদে ভাষ্যে 'মরুদ্গণের সহিত' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'গ্রামবাসিগণের সাধারণ মনুষ্যগণের অর্থাৎ আমাদিগের ন্যায় জনসাধারণের দ্বারা বা জন্য' এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দৃষ্টিতে "সঃ গ্রামেভিঃ সনিতা" বাক্যাংশে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'সেই দেবতা এই অভাজন আমাদিগের জন্যও শুভফল দাতা হউন।' আমরা জন-সাধারণ, তাঁহার পূজা-পদ্ধতি কিছুই জানি না, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত নহি; ভরসা মাত্র—তাঁহার করুণা। প্রার্থনা—কৃপা করিয়া তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। মন্ত্রের প্রথমাংশের ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় অংশের 'কৃষ্টিভিঃ' পদে যে আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণকে বুঝায়, তাহা আমরা পূর্ব্বাপর খ্যাপন করিয়া আসিয়াছি। এখানেও ঐ পদে যে সাধারণ মনুষ্যগণকে বা কৃষকগণকে বুঝাইতেছে না, তাহাই আমরা নির্দ্দেশ করি। আমাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, 'গ্রামেভিঃ' পদ সাধারণ মনুষ্য সম্পর্কে এবং 'কৃষ্টিভিঃ' পদ সাধকগণ সম্পর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'রথেভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্মরূপ যান' অর্থ অথবা 'হৃদয়-রূপ' রথ অর্থই গ্রহণ করি। রথ-শব্দমূলক পদের ভাব সর্ব্বত্রই ঐরূপ প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে। 'অস্ত' পদে যে নিত্যকাল অর্থে সঙ্গতি দেখি, তাহাও পুনঃপুনঃ প্রখ্যাত হইয়াছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের এই দ্বিতীয় অংশে সাধকগণ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের কর্ম্মের মধ্য দিয়া অথবা সাধারণের হৃদয়ে দেবতা কিরূপভাবে পরিস্ফুট হয়েন, দেবতার সহিত কেমন ভাবে তাঁহাদিগের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সাধিত হয়, তাহাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে দেবতাকর্ত্তৃক অপকর্ম্মকারীর নিগ্রহের বিষয় এবং শেষের প্রার্থনার বাক্যাংশে যথাপূর্ব্ব আত্মরক্ষার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০০সূ—১০ঋ)।

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

স জামিভির্যৎ সমজাতি মীল্হেঽজামিভির্বা

পুরুহূত এবৈঃ।

অপাং তোকস্য তনয়স্য জেষে মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১১ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। জামিঽভিঃ। যৎ। সংঽঅজাতি। মীল্হে। অজামিঽভিঃ। বা।

পুরুঽহূতঃ এবৈঃ।

অপাং। তোকস্য। তনয়স্য। জেষে। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ১১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুহূতঃ' (বহুভিঃ আহূতঃ, সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতঃ) 'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'যৎ' (যদা) 'মীল্হে' (সংগ্রামে, রিপুভিঃ সহ নিত্যসঙ্ঘটিতে যুদ্ধে ইত্যর্থঃ) 'এবৈঃ' (গমনশীলৈঃ, ক্রিয়াপরৈঃ) 'জামিভিঃ' (বন্ধুভিঃ, মিত্রশক্তিনিবহৈঃ, সদ্ভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমজাতি' (সজ্জতে, সম্মিলিতঃ ভবতি), 'বা' (অথবা) 'অজামিভিঃ' (শত্রুভিঃ, শত্রুশক্তিনিবহৈঃ, অসদ্ভাবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'সমজাতি' (সজ্জতে, সংঘর্ষপরঃ ভবতি); তদা সঃ 'তোকস্য তনয়স্য' (এতস্য পুত্রপৌত্রাদিকস্য, বংশপরম্পরক্রমেণ অস্মাকং ইত্যর্থঃ)

'অপাং' (সত্ত্বভাবানাং) 'তোকে' (তৎপ্রাপ্তয়ে, লাভায়—হেতুভূতঃ ইতি যাবৎ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ দেবশক্তিভিঃ সহ সম্মিলিতৌ সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্তৌ বা সদসদ্ভাবৌ যথাক্রমেণ শুভফলপ্রদায়কৌ ভবতঃ; অতঃ দেবশক্তেঃ আদর্শঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—১১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বহুজন কর্তৃক আহূত সকলের সম্পূজিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, যখন রিপুগণের সহিত নিত্য-সঙ্ঘটিত যুদ্ধে গমনশীল ক্রিয়াপর মিত্রশক্তি-নিবহের অর্থাৎ সত্ত্বভাবসমূহের সহিত সম্মিলিত হয়েন; অথবা, যখন শত্রুশক্তিনিবহের অর্থাৎ অসদ্ভাবসমূহের সহিত সঙ্ঘর্ষপর হয়েন; তখন তিনি, এই পুত্রপৌত্রাদিগণের অর্থাৎ বংশপরম্পরাক্রমে আমাদিগের, সত্ত্বভাবসমূহপ্রাপ্তির হেতুভূত হয়েন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণ সহ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—দেবশক্তিসমূহের সহিত সম্মিলিত বা সঙ্ঘর্ষপ্রাপ্ত হইলে, সদসদ্ভাব যথাক্রমে শুভফলপ্রদায়ক হয়; অতএব প্রার্থনা—দেবশক্তির আদর্শ সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরুহূতো বহুভির্যজমানৈরাহূতঃ স ইন্দ্রো মীঢ়ে সংগ্রামে। মীঢ়মিতি ধননাম। তদ্ধেতুত্বাৎ সংগ্রামোঽপি মীঢ়শব্দেনোচ্যতে। জামিভির্বন্ধুভিরজামিভির্বা বান্ধবরহিতৈ-র্বৈতৈ র্যুদ্ধার্থং মরুদ্ভিঃ সহ যদ্ যদা সমজাতি সংগচ্ছতে। তেষামুত্তরবিধানামপামিন্দ্রং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পুরুহূতঃ' বহু যজমানগণ কর্তৃক আহূত 'সঃ' ইন্দ্র 'মীঢ়ে' সংগ্রামে। মীঢ় এই পদ ধন নাম বাচক; সেই হেতু সংগ্রামও মীঢ় শব্দের দ্বারা কথিত হয়। 'জামিভিঃ' বন্ধুগণ কর্তৃক 'অজামিভিঃ বা' অথবা বান্ধবরহিত 'এতৈঃ' যুদ্ধার্থ মরুদ্গণ সহ 'যৎ' যখন 'সমজাতি' সম্যক্ গমন করেন, তাঁহাদিগের উভয়বিধ 'অপাং' অপ্‌সমূহের

প্রাপ্নুবতাং পুরুষাণাং তোকস্য পুত্রস্য তনয়স্য তৎপুত্রস্য চ জেষে জয়প্রাপ্তয়ে স ইন্দ্রো ভবতি। কিন্তু বক্তব্যমস্মাকং স্তোতৃতমানাং জয়ো ভবতীতি। অন্যৎ সমানং॥

সসবাতি। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ। লেট্যড়াগমঃ। জেষে। জি জয়ে। ঔণাদিকঃ স-প্রত্যয়ঃ। চতুর্থ্যর্থে সপ্তমী। যদ্বা জেষৃ ণেষৃ প্রেষৃ গতৌ। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০০সূ—১১ঋ)।

• • •

একাদশ (১০৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

—§•:•×•:•§—

এই মন্ত্রের পদবিন্যাস বিশেষ সমস্যামূলক। মন্ত্রের প্রায় প্রত্যেক পদ এবং প্রত্যেক বাক্যাংশ বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়ীভূত।

প্রথম চরণের অন্তর্গত 'মীহ্লে' 'এবৈঃ' 'জামিভিঃ' 'অজামিভিঃ' বিশেষতঃ 'সসবাতি' ক্রিয়া পদটীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আবশ্যক। তাহাতেই মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া যাইবে। ভাষ্যকার কহিয়াছেন,—'মীহ্লং' পদে 'ধন' বুঝায়, এবং 'ধন-নিমিত্ত সংগ্রামে' প্রতিবাক্যই 'মীহ্লে' পদের দ্যোতক। এ অর্থে আমরা অন্য মত করি না। তবে 'মীহ্ল' বা 'মীড়্হ' সাধারণ ধন নহে; পরমার্থ-রূপ ধনই ঐ পদের লক্ষ্য। ধাত্বর্থ-ক্রমে ঐ ভাব প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, পরম ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত যে সংগ্রাম, 'মীহ্লে' পদে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে সংগ্রাম বাহিরের সংগ্রাম নহে;—মানুষে মানুষে যুদ্ধব্যাপার নহে। যে নিত্য-ধন হারা হইয়া মানুষ অহর্নিশ যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, এ সংগ্রাম—

(কর্ত্তা) ইন্দ্রকে প্রাপ্ত পুরুষগণের 'তোকস্য' পুত্রের 'তনয়স্য' এবং তৎপুত্রের 'জেষে' জয়প্রাপ্তির নিমিত্ত সেই ইন্দ্র আছেন। বক্তব্য এই যে, আমাদিগের স্তোতৃতমগণের জয় হয়। অন্য অংশের অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়।

সসবাতি। অজ-ধাতু গতি ও ক্ষেপণ অর্থ বুঝায়। লেটে অট্ আগম। জেষে। জি-ধাতু জয়ার্থক। ঔণাদিক স-প্রত্যয়। চতুর্থীর অর্থে সপ্তমী। অথবা জেষৃ ণেষৃ প্রেষৃ ধাতু গত্যর্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তিঃ উদাত্ত। (১ম—১০০সূ—১১ঋ)।

• • •

সেই ধন লাভের জন্যই। হৃদয়ের মধ্যে সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠার জন্য এই সংগ্রাম চলিতেছে। মীহ্লে পদের তাহাই লক্ষ্য। সেই সংগ্রামের নিগূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইলেই 'জামিভিঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম স্বতঃই অধিগত হইবে। 'এবৈঃ' পদে 'গতিশীল' অর্থাৎ 'ক্রিয়াশীল' অর্থে সঙ্গতি দেখি। ঐ পদের ভাষ্যানুগত অর্থ—মরুদ্গণ। সে দৃষ্টিতে বিবেকরূপী দেবগণ অর্থও গ্রহণ করিতে পারি। কেন-না, সে সংগ্রামে তাঁহারাই ক্রিয়াশীল থাকেন। 'জামিভিঃ' পদে 'মিত্রশক্তিসমূহের সহিত' অর্থ আসিয়া থাকে। সত্ত্বভাবই যে দেবতার মিত্রশক্তি, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। 'অজামিভিঃ' পদে অসদ্ভাব-সমূহকে অর্থাৎ দেবভাবের বিরোধী ক্রিয়া-পরম্পরাকে নির্দ্দেশ করে। 'সমজাতি' ক্রিয়াপদকে 'বা' পদের সংযোজনে দুই বার গ্রহণ-পূর্ব্বক দুই অংশে দ্বিবিধ ভাবের প্রকাশক বলিয়া আমরা খ্যাপন করিয়াছি। 'সমজাতি' পদে ভাষ্যে 'সঙ্গচ্ছতে' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। সে সঙ্গমন, মিত্র-পক্ষে ও শত্রু-পক্ষে যে পরস্পর বিপরীত ভাবের দ্যোতনা করে, তাহা বলাই বাহুল্য। দেবতার ক্রিয়া মিত্রশক্তির প্রতি এক প্রকার, আর শত্রুশক্তির প্রতি আর এক প্রকার। দেবতা, মিত্রশক্তির অর্থাৎ সত্ত্বভাবাদির সংবর্দ্ধক; এবং দেবতা, শত্রুশক্তির অর্থাৎ অসদ্ভাবাদির সংহারক। আমরা তাই মনে করি, 'সমজাতি' ক্রিয়াপদ 'জামিভিঃ' পক্ষে এক ভাবের দ্যোতনা করিতেছে, এবং 'অজামিভিঃ' পক্ষে অন্য ভাবের প্রকাশক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রূপে এই মন্ত্রের প্রথম চরণে আমরা অর্থ গ্রহণ করি এই যে,—'বহুজনের পূজনীয় সকলের অনুসরণীয় সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব যখন হৃদয়ে নিত্যসংঘটিত যুদ্ধে (রিপুসমরে) সত্ত্ব-ভাবকে জাগ্রৎ করিয়া তোলেন এবং অসদ্ভাবকে নাশ করিয়া ফেলেন।' তখন, কি হয়? দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। অন্ততঃ আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যায় তাহাই বোধগম্য হইবে। কিন্তু সে বিষয় বুঝাইবার পূর্ব্বে, প্রচলিত ব্যাখ্যাদির একটু আভাস দেওয়া আবশ্যক বোধ করি।

দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে চারিটী পদ আছে। ঐ চারিটী পদই বিষম প্রহেলিকা-পূর্ণ। প্রথম—'অপাম্' পদ। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—'জলসমূহের।' 'তোকস্য' পদের অর্থ—'পুত্রের'; 'তনয়স্য' পদেরও

অর্থ—'পুত্রের'। কিন্তু ঐ দুই পদ ('তোকস্য তনয়স্য' পদদ্বয়) এক সঙ্গে থাকায় পুত্রের ও পৌত্রের অর্থ গ্রহণ করা হয়। 'জেষে' পদে ভাষ্যের অর্থ—জয়-প্রাপ্তির জন্য হয়েন'। এই উপলক্ষে কষ্টকল্পনার সাহায্যে একটা ভাব গ্রহণ করা হইয়াছে,—'ইন্দ্রকে প্রাপ্ত অর্থাৎ ইন্দ্রের উপাসক পুরুষদিগকে তিনি জল প্রদান করেন এবং তাহাদের পুত্রপৌত্রাদিকেও জল দেন।' এ যেন মরুভূমির বর্ণনা। জলের অভাবে মানুষ যেন 'ত্রাহি' ডাক ডাকিতেছে। আর ইন্দ্র যেন তাহাদিগকে একটু একটু জল দান করিতেছেন। কেহ বা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা ইহার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন। দুই প্রকারের দুইটা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার সহিত সায়ণের ভাষ্য মিলাইয়া দেখিবেন। ভাব-পার্থক্য কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, সহজেই তাহা বুঝা যাইবে। যথা,—

(১) "তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া বন্ধুদিগের (সহিত মিলিত হইয়া) অথবা যাহারা বন্ধু নহে তাহাদিগের সহিতই সংগ্রামে গমন করেন এবং সেই শরণাগত পুরুষদিগের ও তাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।"

(2) "When in his ways with kinsmen or with strangers he speedeth to the fight, invoked of many,

For gain of waters, and of sons and grandsons, may Indra, girt by Maruts be our succour."

বৃষ্টির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বা নৈসর্গিক দ্বন্দ্বের বিষয় পরিবর্ণিত রহিয়াছে অথবা আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধব্যাপার বিবৃত হইয়াছে,—এবম্প্রকার বিবিধ ভাবই এই মন্ত্রার্থে গৃহীত হয়। কিন্তু আমাদিগের মত এই যে, "তোকস্য তনয়স্য অপাং জেষে" বাক্যাংশে, দেবতার করুণায় হৃদয়ের অসদ্ভাব বিমর্দ্দিত হইলে, আমরা যে বংশ-পরম্পরায় সত্ত্বভাবের অধিকারী হইতে পারি, তাহাই ঐ মন্ত্রাংশে প্রকাশ পাইয়াছে। তেমন যে দেবতা, যিনি অসদ্ভাবকে দূর করিয়া হৃদয়ে সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠা করেন—তিনি, আমাদিগকে রক্ষা করুন। উপসংহারে যথাপূর্ব্ব এই ভাবই পরিব্যক্ত। (১ম—১০০সূ—১১ঋ)।

দ্বাদশী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । শততমং সূক্তং । দ্বাদশী ঋক্ ।)

স বজ্রভৃদ্দস্যুহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ

শতনীথ ঋভ্বা ।

চম্রীষো ন শবসা পাঞ্চজন্যো মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

সঃ । বজ্রঽভৃৎ । দস্যুঽহা । ভীমঃ । উগ্রঃ । সহস্রঽচেতাঃ ।

শতঽনীথঃ । ঋভ্বা ।

চম্রীষঃ । ন । শবসা । পাঞ্চঽজন্যঃ । মরুত্বান্ । নঃ ।

ভবতু । ইন্দ্রঃ । ঊতী ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'সঃ' (ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বজ্রভৃৎ' (বজ্রধারী) 'দস্যুহা' (রিপূণাং পাপিনাং বা হননকারী) 'ভীমঃ' (আতঙ্কঙ্করঃ) 'উগ্রঃ' (প্রচণ্ডতেজাঃ) তথা চ 'সহস্রচেতাঃ' (সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বজনসদৃষ্টিসম্পন্নঃ) 'শতনীথঃ' (অশেষদানশীলঃ) 'ঋভ্বা' (মহান্, মহত্ত্বসম্পন্নঃ) 'শবসা পাঞ্চজন্যঃ' (বলেন বিশেষাং লোকসমূহানাং রক্ষকঃ, সর্ব্বেষাং অতিক্রমকারী সন্ অপি) 'চম্রীষঃ নঃ' (ক্ষুদ্রজনঃ ইব, ক্ষুদ্রজনে অপি নিবাসপরঃ) ভবতি ইতি শেষঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ

দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। দেবতায়াঃ কঠোরকোমলভাবস্য তথা রুদ্রশান্তমূর্ত্তেঃ পরিচয়ঃ অস্যাং ঋচি বিদ্যতে ; পাপিনাং দণ্ডবিধানায় তথা পুণ্যাত্মনাং রক্ষণায় দেবতা যুগপৎ প্রবৃত্তা অস্তি ; প্রার্থনা—দেবতা অস্মান্ রক্ষতু। (১ম—১০০সূ—১২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—বজ্রধারী, রিপুগণের অর্থাৎ পাপিগণের হননকারী, অতি ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ডতেজা, অথচ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বত্র সম দৃষ্টিসম্পন্ন, অশেষদানশীল, মহত্বসম্পন্ন, শক্তিতে বিশ্বের লোকসঙ্ঘের সমকক্ষ বা অতিক্রমকারী হইয়াও ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবাসপর হয়েন ; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চির-প্রবৃত্ত রহুন। (দেবতায় কোমল-কঠোর ভাবের এবং রুদ্রশান্ত মূর্ত্তির পরিচয় এই ঋকে প্রকাশমান রহিয়াছে ; পাপিগণের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত এবং পুণ্যাত্মাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত দেবতা যুগপৎ প্রবৃত্ত আছেন ; প্রার্থনা,—দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।)। (১ম—১০০সূ—১২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রো বজ্রভৃৎ অন্যৈর্ভর্ত্তুমশক্যস্য বজ্রস্য ভর্ত্তা। দস্যুহা দস্যূনামুপক্ষয়িতৄণামসুরাণাং হন্তা। ভীমঃ সর্ব্বেষাং ভয়হেতুঃ। উগ্র উদ্গূর্ণতেজাঃ। সহস্রচেতা বহুবিধজ্ঞানঃ। সর্ব্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ। শতনীথঃ। বহুভক্তির্বহুবিধপ্রাপণো বা। ঋভ্বা। উরু ভাসমানো মহান্বা। চস্ত্রীষো ন। চস্বাং চমসে বসাস্তমানঃ স্থিতঃ সোম ইব শবসা বলেন পাঞ্চজন্যঃ। গন্ধর্ব্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ। নিষাদপঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা বা। তেষু রক্ষকত্বেন ভবঃ। এবম্ভূতঃ স মরুত্বানিন্দ্রো নোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সঃ' ইন্দ্র 'বজ্রভৃৎ' অপর কর্তৃক ভরণ করিতে অশক্য বজ্রের ভর্ত্তা 'দস্যুহা' দস্যুগণের উপক্ষয়িতা অসুরগণের হন্তা 'ভীমঃ' সকলের ভয়হেতু 'উগ্রঃ' উদ্গূর্ণতেজ 'সহস্রচেতাঃ' বহুবিধ জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ 'শতনীথঃ' বহুভক্তি অথবা বহুবিধপ্রাপণ 'ঋভ্বা' উরু ভাসমান অথবা মহান্ 'চস্ত্রীষঃ ন' চস্বায় চমসে আপনি অবস্থিত রস সোমের ন্যায় 'শবসা' বলের দ্বারা 'পাঞ্চজন্যঃ' গন্ধর্ব্বগণ অপ্সরোগণ দেবগণ অসুরগণ রাক্ষসগণ এই পঞ্চ জনগণ অথবা নিষাদগণ পঞ্চম এবং চতুর্ব্বর্ণ তাহাদিগের রক্ষকত্বের দ্বারা উৎপন্ন ; এবম্ভূত সেই মরুত্বান্ ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন॥

দস্যুহা। বহুলং ছন্দসীতি হন্তেঃ কিপ্। ভীমঃ। ঞিভী ভয়ে। ভীমাদয়োঽপাদানে ইত্যপাদানে ভিয়ঃ যুগেতি মক্। শতনীথঃ। ণীঞ্ প্রাপণে। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্নিতি কৃথন্প্রত্যয়ঃ। চত্রীবঃ। ইবগতৌ। চবামিত্যুক্তি গচ্ছতীতি চত্রীবঃ। ইগুপধলক্ষণে কপ্রত্যয়ঃ। সর্বব্যাপত্ত্যা রেফো দীর্ঘশ্চ। যদা চযেরৌণাদিক ঈবন্‌প্রত্যয়ঃ। পূর্ববদ্রেফঃ। পাকজন্তঃ। ভবার্থে বহির্দেবপঞ্চজনেভ্যশ্চেতি বক্তব্যাং। পা০ ৪।৩।৫৮।৩। ইতি ঞ্যপ্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১০০সূ—১২ঋ)॥

• . •

দ্বাদশ (১০৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

——•:§⊃§:•——

এই মন্ত্রের দুইটী চরণ একই বাক্য মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহাতে দ্বিতীয় চরণের ক্রিয়ার অন্তর্গত 'ইন্দ্রঃ' পদের বিশেষণ-মধ্যে প্রথম চরণটী সম্পূর্ণ এবং দ্বিতীয় চরণের অর্দ্ধাংশের পদাবলি গ্রহণ করা যায়। সে ভাবেও মন্ত্রের অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু ক্রিয়ার বাক্যাংশ যথাপূর্ব্ব অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া অর্থ গ্রহণেও অর্থসঙ্গতি দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে "শবসা পাকজন্তঃ" বাক্যাংশের পর একটী 'ভবতি' ক্রিয়াপদ গ্রহণ করিলেই ভাব পরিস্ফুট হইয়া আসে। আমরা শেষোক্ত-রূপ অন্বয়েই অর্থগ্রহণে প্রয়াস পাইয়াছি।

মন্ত্রে দেবতার বিশেষণ-রূপে পরস্পর-বিপরীত ভাব-প্রকাশক কয়েকটী পদ আছে। তাহা হইতে দেবতা পাপীর প্রতি ও পুণ্যবানের প্রতি যুগপৎ কিরূপ মূর্ত্তিতে প্রকাশমান আছেন, তাহাই বোধগম্য হয়। এই দৃষ্টিতে দেবতার বিশেষণগুলিকে দুই অংশে বিভক্ত করা

দস্যুহা। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে হন্ ধাতুতে কিপ্। ভীমঃ। ঞিভী ধাতু ভয়ার্থক। 'ভীমাদয়োঽপাদানে ভিয়ঃ সুক্ বা' ইত্যাদি সূত্রে মক্। শতনীথঃ। ণীঞ্ ধাতু প্রাপণার্থক। 'হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কৃথন্' ইত্যাদি সূত্রে কৃথন্-প্রত্যয়। চত্রীবঃ। ইব ধাতু গত্যর্থক। চবাতে ইহ্ন করে গমন করে—এই অর্থে চত্রীবঃ পদ হয়। ইগুপধলক্ষণ ক-প্রত্যয়। সর্ব-ব্যাপত্তি-হেতু রেফ ও দীর্ঘ। অথবা চযি ধাতুতে ঔণাদিক ঈবন্-প্রত্যয়। পূর্ব্ববৎ রেফ। পাকজন্তঃ। হওয়া অর্থে 'বহির্দেবপঞ্চজনেভ্যশ্চেতি বক্তব্যাং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৪।৩।৫৮।৩) ঞ্য-প্রত্যয়। ঞিৎ-হেতু আদ্যদাত্ত। (১ম—১০০সূ—১২ঋ)॥

• . •

যায়। তাহার এক অংশে—"বজ্রভৃৎ দস্যুহা ভীমঃ উগ্রঃ" প্রভৃতি পদে পাপকর্ম্মকারীর সম্বন্ধে দেবতার কঠোরতার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে; এবং অপর অংশে—"সহস্রচেতাঃ শতনীথঃ ঋভ্বা শবসা পাঞ্চজন্যঃ চত্রীষঃ ন" প্রভৃতি পদে, বাক্যাংশে ও উপমায়, পুণ্যকর্ম্মের প্রতি—পুণ্যবান্ সাধুর প্রতি দেবতার করুণার নিদর্শন দেখা যায়। ঐ সকল পদের মর্ম্মার্থ আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। তবে তাহারই মধ্যে দুই একটা কথা এখানে একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক মনে করি। দেবতা যে সাধুগণের প্রতি পুণ্যাত্মগণের প্রতি অশেষকৃপাপরায়ণ আছেন, 'শতনীথঃ' ও 'ঋভ্বা' পদদ্বয়ে তাহাই উপলব্ধ হয়। তিনি সত্ত্বপ্রকাশে অশেষ প্রকারে দানশীল হইয়া আছেন। ঐ দুই পদে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। যাহা হউক, এখন বিতর্কের বিষয় দাঁড়াইয়াছে—"শবসা পাঞ্চজন্যঃ" এবং "চত্রীষঃ ন" বাক্যাংশদ্বয় উপলক্ষ। 'চত্রীশঃ ন' উপমা হইতে 'সোমরসের ন্যায়' এবং 'শবসা পাঞ্চজন্যঃ' হইতে 'বলের দ্বারা পাঁচটী জাতির রক্ষক' ইত্যাদি রূপ অর্থ প্রচলিত দেখিতে পাই। বলা বাহুল্য, সোমরস-জ্ঞাপক কোনও পদ এখানে নাই। কিন্তু 'চত্রীষঃ ন' উপমা হইতে সোমরস আকৃষ্ট হইয়াছে। 'পাঞ্চজন্যঃ' হইতে যে পাঁচটী জাতির বিষয় কল্পনা করা হয়, ভাষ্যেই তাহার পরিচয় পাইবেন। ঐ 'চত্রীষঃ ন' উপমা এবং 'পাঞ্চজন্যঃ' 'পঞ্চজাতি' প্রভৃতি পদ পূর্ব্বেও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সেখানে বুঝিয়াছি, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র হৃদয়কে বুঝাইতে 'চত্রীষঃ ন' উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে। যে হৃদয় চমসের ন্যায় হইয়া আছে, সর্ব্বদাই দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা সম্প্রদান করিতেছে, অর্থাৎ যে হৃদয় সদা সত্ত্বভাবে পূর্ণ রহিয়াছে, 'চত্রীষঃ ন' উপমায় সেই 'হৃদয়ের ন্যায়' অর্থ আসে। দেবতার বিশাল বিরাট্ দেহ, তখন যেন ক্ষুদ্র সেই হৃদয়টীর ন্যায় হইয়া, তাহারই মধ্যে বিরাজমান থাকে,—হৃদয়ের ক্ষুদ্রত্বে দেবতার বিশালত্ব যেন লীন হইয়া যায়। 'শবসা পাঞ্চজন্যঃ' পদদ্বয়ে, দেবতা যে শক্তিতে সমগ্র বিশ্বের সকল লোকসঙ্ঘের অতীত হইয়া আছেন, তিনি যে সর্ব্বাপেক্ষা বিরাট্ মহৎ ও বিশাল, সেই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পাঞ্চজন্যঃ' পদে পঞ্চজাতির অতীত অর্থাৎ বিশ্বেরসমগ্র লোকসঙ্ঘের অতীত—এইরূপ অর্থ আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে (১ম—৮৯সূ—১ঋ)

উননবতিতম সূক্তের দশম ঋকে 'পঞ্চজনাঃ' পদ-সম্বন্ধে এবং সপ্তম সূক্তের নবম ঋকে 'পঞ্চক্ষিতিঃ' পদ উপলক্ষে আমরা যাহা আলোচনা করিয়াছি, 'পাঞ্চজন্যঃ' পদ-সম্বন্ধে এখানে সেই ভাবই অনুসরণীয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে তাৎপর্য্যার্থ প্রাপ্ত হই,—'পাপীর পক্ষে কঠোর, পুণ্যাত্মার পক্ষে করুণাশীল, সেই ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম হইয়াও সাধকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে অতি ক্ষুদ্রের ন্যায় অবস্থিতি করেন।' মন্ত্রের উপসংহারের প্রার্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকেরই অনুরূপ বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রার্থনা,—সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (১ম—১০০সূ—১২)।

—— • ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

তস্য বজ্রঃ ক্রন্দতি স্মৎ স্বর্ষা দিবো ন
ত্বেষো রবথঃ শিমীবান্।
তং সচন্তে সনয়স্তং ধনানি মরুত্বান্নো
ভবত্বিন্দ্র ঊতী॥ ১৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তস্য। বজ্রঃ। ক্রন্দতি। স্মৎ। স্বঃ৲সাঃ। দিবঃ। ন।
ত্বেষঃ। রবথঃ। শিমী৲বান্।
তং। সচন্তে। সনয়ঃ। তং। ধনানি। মরুত্বান্। নঃ।
ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী॥ ১৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তস্য' (দেবস্য) 'বজ্রঃ' (কুলিশঃ, শত্রুনাশকঃ আয়ুধঃ) 'স্মৎ' (ভৃশং, বিষমং) 'ক্রন্দতি' (শত্রূন্ রোদয়তি, শত্রূন্ বিমর্দ্দয়তি ইতি ভাবঃ, যদ্বা অয়ং ভাবঃ—সাধূনাং সমীপে রোদতি প্রতিহতঃ ভবতি পরন্তু তেষাং হিতসাধনায় প্রবৃত্তঃ অস্তি ইতি ভাবঃ); 'শিমীবান্' (লোকানুগ্রাহকেণ কর্ম্মণা যুক্তঃ সঃ দেবঃ) 'স্বর্ষাঃ' (সদ্ভাববর্ষকঃ, সত্ত্বভাবপ্রদাতা ইত্যর্থঃ) 'দিবঃ ন ত্বেষঃ রবথঃ' (সূর্য্যঃ যথা কিরণং বর্ষতি তদ্বৎ লোকান্ সত্ত্বভাবং প্রদদাতি ইতি ভাবঃ); 'সনয়ঃ' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপস্য ধনস্য দানানি, দাতৃত্বশক্তয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'তং' (দেবং) 'সচন্তে' (সেবন্তে, তস্যৈব অনুগতাঃ সন্তি ইত্যর্থঃ) তথা 'ধনানি' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি সর্ব্বাণি ধনানি) 'তং' (দেবং সচন্তে, তদীয়ানি আয়ত্তাধীনানি তিষ্ঠন্তে ইত্যর্থঃ); 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। যুগপৎ দণ্ডপ্রদস্য তথা করুণাবিতরকস্য ভগবতঃ কর্ম্ম অস্মাং ঋচি প্রকাশ্যতে; সঃ দেবঃ পাপান্ জিঘাংসতি, পুণ্যান্ চ পরিপোষয়তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০০সূ—১৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই দেবতার শত্রুনাশক আয়ুধ, শত্রুগণকে বিষম ক্রন্দন করায়—বিমর্দ্দিত করে; (অথবা, ভাব এই যে, সাধুগণের নিকট গিয়া ক্রন্দন করে—প্রতিহত হয়, পরন্তু তাঁহাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত রহে); লোকানুগ্রাহক কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত সেই দেবতা, সদ্ভাববর্ষক সত্ত্বভাব-প্রদাতা হয়েন;—সূর্য্য যেমন কিরণ বর্ষণ করেন, সেইরূপ তিনি মনুষ্যগণকে সত্ত্বভাব প্রদান করেন; ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনের দান অর্থাৎ দাতৃত্ব-শক্তি তাঁহাকে সেবা করিতেছে, অর্থাৎ তাঁহারই অনুগত হইয়া আছে; এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধনসমূহ তাঁহাকেই সেবা করিতেছে অর্থাৎ তাঁহারই আয়ত্তাধীন রহিয়াছে; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত হউন। (ভাব এই যে,—যুগপৎ দণ্ডপ্রদায়ক এবং করুণা-বিতরক ভগবানের কর্ম্ম এই ঋকে প্রকাশ পাইতেছে; সেই দেবতা পাপসমূহকে হনন করিতেছেন এবং পুণ্যসমূহকে পরিপোষণ করিতেছেন।)॥ (১ম—১০০সূ—১৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

তস্যেন্দ্রস্য বজ্রঃ কুলিশঃ স্মৎ শোভনং ক্রন্দতি। শত্রূণাক্রন্দয়তি। রোদয়তীত্যর্থঃ। য ইন্দ্রঃ স্বর্ষাঃ শোভনস্য উদকস্য দাতা। দিবো ন দিবঃ সম্বন্ধী সূর্য্য ইব ত্বেষো দীপ্তঃ। ঋবথঃ শব্দস্য গর্জ্জনলক্ষণস্য কর্ত্তা। শিমীবান্। শিমীতি কর্ম্মনাম। লোকানুগ্রাহকেণ কর্ম্মণা যুক্তঃ। তমিন্দ্রং সনয়ো ধনস্য দানানি সচন্তে সেবন্তে। তথা তং ধনানি চ সেবন্তে। স মরুত্বানিন্দ্রো নোঽস্মাকং রক্ষণায় ভবতু॥

ক্রন্দতি। কদি ক্রদি ক্লদি আহ্বানে রোদনে চ। ছন্দস্যুভয়থেতি শপ আর্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণের-নিটীতি ণি-লোপঃ। স্বর্ষাঃ। সুপূর্ব্বাদর্ত্তের্বিচ্। সুষ্ঠু ঋচ্ছতি গচ্ছতীতি স্বরুদকং। তৎ সনোতীতি স্বর্ষাঃ। ষণু দানে। জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। সনোতেরন ইতি ষত্বং। ত্বেষঃ। ত্বিষ দীপ্তৌ। পচাদ্যচ্। ঋবথঃ। রু শব্দে। শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবিপ্রাণিভ্যোঽথ ইত্যথপ্রত্যয়ঃ। গুণাবাদেশৌ। সনয়ঃ। সনতের্ঔণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। (১ম—১০০সূ—১৩ঋ)॥

ত্রয়োদশ (১০৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অংশে "তস্য বজ্রঃ স্মৎ ক্রন্দতি" পদচতুষ্টয় পরিগৃহীত। ঐ অংশে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার 'ক্রন্দতি' ক্রিয়ার রূপ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'তস্য' ইন্দ্রের 'বজ্রঃ' কুলিশ 'স্মৎ' দারুণ 'ক্রন্দতি' শত্রুগণকে ক্রন্দন করায় অর্থাৎ রোদন করায়; যে ইন্দ্র 'স্বর্ষাঃ' শোভন উদকের দাতা 'দিবঃ ন' দ্যুলোক-সম্বন্ধীয় সূর্য্যের ন্যায় 'ত্বেষঃ' (ত্বিষঃ) দীপ্ত 'ঋবথঃ' গর্জ্জন-লক্ষণ শব্দের কর্ত্তা 'শিমীবান্' (শিমি এই শব্দ কর্ম্ম নাম বাচক) লোকানুগ্রাহক কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত 'তং' সেই ইন্দ্রকে 'সনয়ঃ' ধনের দানসমূহ 'সচন্তে' সেবা করেন; সেই মরুত্বান্ ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত হউন।

ক্রন্দতি। কদি ক্রদি ক্লদি ধাতু আহ্বান ও রোদন অর্থ বুঝায়। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে শপে আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদি সূত্রে ণি-লোপ। স্বর্ষাঃ। সু-পূর্ব্ব-হেতু 'অর্ত্তির' (ঋ-ধাতুতে) বিচ্-প্রত্যয়। সুষ্ঠু গমন করে—এই অর্থে 'স্বঃ' পদে উদক বুঝায়। তাহা সনিত হয়—এই অর্থে স্বর্ষাঃ পদ হইয়া থাকে। ষণু ধাতু দানার্থক। 'জনসনখনক্রমগমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিট্-প্রত্যয়। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিতি' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'সনোতেরনঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। ত্বেষঃ। ত্বিষ-ধাতু দীপ্তি অর্থক। পচাদি অচ্। ঋবথঃ। রু-ধাতু শব্দার্থক। 'শীঙ্শপিরুগমিবঞ্চিজীবি-প্রাণিভ্যোঽথঃ' ইত্যাদি সূত্রে অথ-প্রত্যয়। গুণের আদেশ। সনয়ঃ। 'সনোতি'র ভাবে ঔণাদিক ই-প্রত্যয়। (১ম—১০০সূ—১৩ঋ)।

পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া নিজস্ব 'ক্রন্দয়তি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, ইন্দ্রের বজ্র শত্রুগণকে ক্রন্দন করায়। কিন্তু এখানে 'ক্রন্দতি' ক্রিয়ার রূপ অপরিবর্ত্তিত রাখিয়াও শুদ্ধ ভাব গ্রহণ করা যায়। তাহাতে, শত্রু-পক্ষে প্রযুক্ত না হইয়া, পাপের সম্বন্ধে প্রযুক্ত না হইয়া, ঐ পদ মিত্রসম্বন্ধে পুণ্যবান্-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। সে পক্ষে ভাবার্থ হয় এই যে,—'তাঁহার বজ্র পুণ্যাত্মগণের নিকট গিয়া ক্রন্দন করে অর্থাৎ প্রতিহত হয়;—অথবা, তাঁহাদিগের সেবায় প্রবৃত্ত হয়।' ফলতঃ, ঐ পদচতুষ্টয়ে দুই প্রকার অর্থই গ্রহণ করা যায়, ঐ পদ-চতুষ্টয়ে দুইরূপ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি। সে বজ্র পাপীর দণ্ডদাতা এবং পুণ্যাত্মার রক্ষক—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশে আমরা "শিমীবান্ স্বর্ধাঃ দিবঃ ন ত্বেষঃ রবথঃ" এই পদ-কয়েকটী গ্রহণ করিয়াছি। এতদন্তর্গত 'শিমীবান্' ও 'স্বর্ধাঃ' পদদ্বয় দেবতার দ্যোতক। দেবতা যে 'লোকানুগ্রাহক কর্ম্মের দ্বারা যুক্ত' এবং 'সদ্ভাব-বর্দ্ধক' ঐ দুই পদে তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়। 'রবথঃ' পদে যে দৃষ্টিতে ভাষ্যকার গর্জ্জন অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতেই বর্ষণের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই দৃষ্টিতে, "দিবঃ ন ত্বেষঃ রবথঃ" উপমায় সূর্য্য যেমন কিরণ বর্ষণ করেন, দেবতা সেইরূপ সত্ত্বভাব বিতরণ করেন—এইরূপ অর্থ আসিয়া থাকে।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে "সনয়ঃ তং সচন্তে ধনানি তং" পদ-কয়েকটী হইতে সেই দেবতা যেন চতুর্ব্বর্গ-ফল দানের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন এবং তাঁহাতে যেন সকল ধন কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে—এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সনয়ঃ' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল যেমন তাঁহাকে সেবা করে, তাঁহার অনুগত করায়ত্ত হইয়া আছে; সেইরূপ 'ধনানি' ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ধনসকলও তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত আছে, তাঁহার অনুগত করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে। তিনি যেমন সকল ধনেরই অধিকারী, তেমনই তিনি আবার সকল ধনের দাতৃত্বশক্তিসম্পন্ন। তাঁহাতে এই দুই ভাবই বিদ্যমান। চতুর্থ অংশে যথাপূর্ব্ব সেই দেবতার নিকট রক্ষা-প্রাপ্তির প্রার্থনা করা হইয়াছে। (১ম—১০০সূ—১০ঋ)।

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

যস্যাজস্রং শবসা মানমুক্থং পরিভুজদ্রোদসী

বিশ্বতঃ সীং।

স পারিষৎ ক্রতুভির্ম্মন্দসানো মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যস্য। অজস্রং। শবসা। মানং। উক্থং। পরিঽভুজৎ। রোদসী ইতি।

বিশ্বতঃ। সীং।

সঃ। পারিষৎ। ক্রতুঽভিঃ। মন্দসানঃ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতী ॥ ১৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (দেবস্য) 'শবসা' (বলেন, প্রভাবেণ, শক্তেঃ ইত্যর্থঃ) 'মানং' (প্রমাণত্বং, শ্রেষ্ঠত্বং) 'অজস্রং' (অশেষং, অতুলনীয়ং) 'উক্থং' (প্রশংসনীয়ং) ভবতি, যঃ দেবঃ 'বিশ্বতঃ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সীং' (নিরন্তরং) 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) 'পরিভুজৎ' (পরিপালয়তি, পরিরক্ষতি), 'সঃ' (দেবঃ) 'ক্রতুভিঃ' (অস্মদনুষ্ঠিতৈঃ সৎকর্ম্মভিঃ)

'মন্দসানঃ' (প্রীতঃ সন্) 'পারিষৎ' (অস্মান্ দুরিতাৎ পারয়তু); 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়)' ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—দেবস্য প্রভাবঃ অতুলনীয়ঃ; তৎপ্রভাবেণ দ্যাবাপৃথিব্যৌ পরিচালিতে ভবতঃ; সঃ দেবঃ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—১৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতার শক্তির প্রাধান্য অশেষ প্রশংসনীয় (অতুলনীয়); যে দেবতা সর্ব্বতোভাবে নিরন্তর দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচালন পরিরক্ষণ করিতেছেন; সেই দেবতা আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে দুরিত হইতে (পাপ হইতে) পার করুন; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—দেবতার প্রভাব অতুলনীয়, সেই প্রভাবের দ্বারা দ্যুলোক ভূলোক পরিচালিত হয়; প্রার্থনা—সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০০সূ—১৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যস্যেন্দ্রস্যোকৃথং প্রশস্যং শবসা মানং বলেন সর্ব্বস্য পরিচ্ছেদকং সর্ব্বেষাং বলস্যোপমানভূতং বা রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিশ্বতঃ সীমজস্রমনবরতং পরিভুজৎ পরিতঃ সর্ব্বতো ভুনক্তি পালয়তি। স ইন্দ্রঃ ক্রতুভিরস্মাভিঃ কৃতৈর্যাগৈর্ম্মন্দসানো মোদমানঃ সন্ পারিষৎ। অস্মান্ দুরিতাৎ পারয়তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যস্য' ইন্দ্রের 'উকৃথং' প্রশংসনীয় 'শবসা মানং' বলের দ্বারা সকলের পরিচ্ছেদক অথবা সকলের বলের উপমানভূত 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিবীকে 'বিশ্বতঃ সীং অজস্রং' অনবরত 'পরিভুজৎ' পরিতঃ সর্ব্বতঃ ভোজন করায় পালন করে; 'সঃ' সেই ইন্দ্র 'ক্রতুভিঃ' আমাদিগের কর্ত্তৃক কৃত যাগসমূহের দ্বারা 'মন্দসানঃ' মোদমান হইয়া 'পারিষৎ' আমাদিগকে দুরিত (পাপ) হইতে পার করুন।

উক্থং। বচ পরিভাষণে। পাতৃতুদিবচীত্যাদিনা কর্ম্মণি থক্। বচিস্বপীত্যাদিনা সংপ্রসারণং। পরিভুজং। ভুজঃ পালনাভ্যবহারয়োঃ। লেটোডাগমঃ। বাত্যয়েন শঃ। পারিষৎ। পারতীর কর্ম্মসমাপ্তৌ। লেটোডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। তস্যার্দ্ধ-ধাতুকত্বাদিট্। ব্যত্যয়েন ণি-লোপঃ। মন্দসানঃ। মদিস্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিদিত্য সানচ্ প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১০০সূ—১৪ঋ)॥

চতুর্দ্দশ (১০৯০) ঋকের বিশদার্থ।

——:§•§:——

আমাদিগের দৃষ্টিতে এবং অপরাপর ব্যাখ্যাকারগণের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থের যে পার্থক্য লক্ষিত হইবে, মন্ত্রান্তর্গত 'মানং' পদ তাহার প্রধান কারণ। ভাষ্যের অনুসরণে ঐ পদে 'পরিমাণ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোনও ভাব যে পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। তবে তাহা হইতে যে অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়, তাহার একটী আদর্শ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;—

"(সকল বলের) পরিমাণস্বরূপ যাঁহার বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করিতেছে তিনি আমাদিগের যজ্ঞ দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে (পাপ) হইতে পার করাইয়া দিউন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।"

বলা বাহুল্য, এই প্রকার ব্যাখ্যায় 'উক্থং' 'অক্রং' প্রভৃতি পদের অর্থ বাদ থাকিয়া যায়। দুই একটী ইংরাজী অনুবাদে কিন্তু পদ-কয়েকটীর

উক্থং। বচ-ধাতু পরিভাষণ অর্থক। 'পাতৃতুদিবচি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কর্ম্মণি বাচ্যে থক্-প্রত্যয়। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ। পরিভুজং। ভুজ ধাতু পালন ও অভ্যবহার অর্থ প্রকাশ করে। লেটে অট্ আগম। ব্যত্যয়ের দ্বারা শ-প্রত্যয়। পরিষৎ। পার ও তীর ধাতু কর্ম্মসমাপ্তি অর্থ প্রকাশ করে। লেটে অট্ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। তাহার আর্দ্ধধাতুকত্বহেতু ব্যত্যয়ের দ্বারা ণি-লোপ। মন্দসানঃ। মদি-ধাতু স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি ও গতি অর্থ প্রকাশ করে। 'ঋঞ্জিবৃধিমন্দিসহিভ্যঃ কিৎ' ইত্যাদি সূত্রে অ। সানচ্-প্রত্যয়॥ ১৪॥

অর্থ একরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা দেখিতে পাই। তাহারও একটী আদর্শ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। যথা,—

> "Whose home eternal through his strength surrounds him on every side, his laud, the earth and heaven.
>
> May he, delighted with our service, save us. May Indra, girt by Maruts, be our succour." *

আমরা কিন্তু অত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি না। বিশেষতঃ সাদাসিধা পদ-কয়েকটীর সাদাসিধা ভাব গ্রহণ করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। আমরা বলি, 'মানং' পদে এখানে 'প্রাধান্য শ্রেষ্ঠত্ব' অর্থ দ্যোতনা করে। 'শবসা' পদে, 'তাঁহার শক্তির দ্বারা' 'তাঁহার প্রভাবের দ্বারা' এই অর্থ প্রাপ্ত হই। তাহা হইতেই 'শবসা মানং' পদদ্বয়ে তাঁহার 'প্রভাবের বা শক্তির প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব' অর্থ সংসূচনা করে। সে প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব কেমন, 'অজস্রং' ও 'উক্থং' পদদ্বয়ে, আমরা মনে করি, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। এই দৃষ্টিতেই, একটী 'ভবতি' ক্রিয়াপদ গ্রহণ-পূর্ব্বক, 'যস্য শবসা মানং অজস্রং উক্থং' পদ-কয়েকটীকে আমরা এক-বাক্য মধ্যে গণ্য করিয়াছি। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সেই প্রভাবের শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় প্রশংসনীয়।' তার পর, আমরা "বিশ্বতঃ সীং রোদসী পরিভুজৎ" বাক্যাংশকে এক অন্বয়-ভুক্ত রাখিয়াছি। ঐ অংশের কর্তৃপদ—'যঃ দেবঃ' পরিকল্পনা করা যায়। তাহাতে দেবতা যে দ্যুলোককে ও ভূলোককে পরিচালিত করিতেছেন— রক্ষা করিতেছেন, মাহাত্ম্য-ব্যাপক এই অর্থ আসিয়া থাকে। মন্ত্রের তৃতীয় অংশ ও চতুর্থ অংশ প্রার্থনা-মূলক। সেই অশেষশক্তিশালী, দ্যুলোকের ও ভূলোকের পরিচালক দেবতা, আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত করিয়া, পাপ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন,—"সঃ ক্রতুভিঃ মন্দসানঃ পারিষৎ" বাক্যাংশে এই ভাব প্রকাশ পায়। উপসংহার অংশে, ধ্রুবার ভাব যথাপূর্ব্ব অপরিবর্ত্তিত আছে। (১ম—১০০সূ—১৪ঋ)।

---

* এই ব্যাখ্যাকার পাদ-টীকার মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন; লিখিয়াছেন,— "The Earth and Heaven, his dwelling-place, are his everlasting song of praise because they have been established and regulated by him. This is Ludwig's explanation of this obscure verse."

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

ন যস্য দেবা দেবতা ন মর্ত্তা আপশ্চন

শবসো অন্তমাপুঃ।

স প্ররিক্বা ত্বক্ষসা ক্ষ্মো দিবশ্চ মরুত্বান্নো

ভবত্বিন্দ্র ঊতী॥ ১৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ন। যস্য। দেবাঃ। দেবতা। ন। মর্ত্তাঃ। আপঃ। চন।

শবসঃ। অন্তং। আপুঃ।

সঃ। প্ররিক্বা। ত্বক্ষসা। ক্ষ্মঃ। দিবঃ। চ। মরুত্বান্। নঃ।

ভবতু। ইন্দ্রঃ। ঊতীঃ॥ ১৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (প্রসিদ্ধস্য) 'দেবতা' (দেবস্য) 'শবসঃ' (বলস্য) 'অন্তং' (অবসানং, সীমাং) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণাঃ) 'ন আপুঃ' (ন প্রাপ্নুবন্তি বিজানন্তি বা) তথা 'মর্ত্তাঃ' (মনুষ্যাঃ) 'ন' (ন প্রাপ্নুবন্তি বিজানন্তি বা) 'চ' (তথা) 'আপঃ' (সত্তাবাদয়ঃ) 'ন' (ন প্রাপ্নুবন্তি বিজানন্তি বা), 'সঃ' (দেবঃ ইন্দ্রঃ) 'ত্বক্ষসা' (শত্রূণাং তনূকর্ত্রা, শত্রুক্ষয়কারিণা আত্মীয়েন বলেন, রিপুবিমর্দ্দকেন সামর্থ্যেন ইত্যর্থঃ) 'ক্ষ্মঃ' (পৃথিব্যাঃ) 'চ' (তথা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য) 'প্ররিক্বা' (প্রকর্ষেণ রেচকঃ, প্রকৃষ্টঃ শাসকঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি

দেবঃ ; 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'মরুত্বান্' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ ইত্যর্থঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ঊতী' (রক্ষণায়) 'ভবতু' (চিরপ্রবৃত্তঃ অস্তু)। অয়ং ভাবঃ—ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য প্রভাবস্য অন্তং নাস্তি ; দ্যুলোকস্য ভূলোকস্য পরিচালকঃ সঃ দেবঃ অস্মান্ রক্ষতু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—১৫ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

যে প্রসিদ্ধ দেবতার বলের অন্ত (সীমা) দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ প্রাপ্ত নহে বা পরিজ্ঞাত নহে, মর্ত্ত্যগণ প্রাপ্ত নহে বা পরিজ্ঞাত নহে এবং সত্ত্বভাবসমূহ প্রাপ্ত নহে বা পরিজ্ঞাত নহে ; সেই ইন্দ্রদেবতা শত্রুজয়কারী রিপুবিমর্দ্দক আপনার শক্তির দ্বারা পৃথিবীর ও দ্যুলোকের প্রকৃষ্ট শাসনকর্ত্তা হইয়া আছেন ; বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব, মরুদ্গণের সহিত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত, আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত চিরপ্রবৃত্ত রহুন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রভাবের পরিসীমা নাই ; দ্যুলোকের ও ভূলোকের পরিচালক সেই দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।) ॥ (১ম—১০০সূ —১৫ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবতা দেবস্য দানাদিগুণযুক্তস্য যস্যেন্দ্রস্য শবসো বলস্যান্তমবসানং দেবা বস্বাদ্যা দেবগণা নাপুঃ। নানশিরে। তথা মর্ত্তা মনুষ্যা আপশ্চনাপোঽপি ন প্রাপুঃ। স তাদৃশ ইন্দ্রস্ত্বক্ষসা শত্রূণাং তনূকর্ত্রাত্মীয়েন বলেন ক্ষ্মঃ পৃথিব্যা দিবশ্চ স্বর্গস্য চ প্ররিক্বা প্রকর্ষেণ রেচকো ভবতি। লোকদ্বয়াদপ্যস্য বলমতিরিচ্যত ইত্যর্থঃ। মরুদ্ভির্যুক্তঃ স ইন্দ্রো নোঽস্মাকমূতী উতয়ে রক্ষণায় ভবতু॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবতা' দেবের দানাদিগুণযুক্তের 'যস্য' ইন্দ্রের 'শবসঃ' বলের 'অন্তং' অবসানকে 'দেবাঃ' বসু প্রভৃতি দেবগণসকল 'নাপুঃ' প্রাপ্ত হয় নাই এবং 'মর্ত্তাঃ' মনুষ্যগণ 'আপশ্চন' এবং আপও (জলও) প্রাপ্ত হয় নাই ; 'সঃ' তাদৃশ ইন্দ্র 'ত্বক্ষসা' শত্রুগণের তনূকর্ত্তা আত্মীয় বলের দ্বারা 'ক্ষ্মঃ' পৃথিবীর 'দিবশ্চ' এবং স্বর্গের 'প্ররিক্বা' প্রকর্ষের দ্বারা রেচক হয়েন ; লোকদ্বয় হইতেও উঁহার বল অতিরিক্ত হয়—ইহাই অর্থ। মরুদ্গণ সহ যুক্ত সেই 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের 'ঊতী' (উতয়ে) রক্ষণের নিমিত্ত 'ভবতু' হউন।

দেবতা। দেব এব দেবতা। দেবাত্তলিতি স্বার্থে তল্। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক্। মর্ত্তাঃ। মৃঙ্ প্রাণত্যাগে। অসিহসীত্যাদিনা তন্প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। প্ররিক্বা। রিচির্ বিরেচনে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি ক্বনিপ্। অন্ত্যবিকারশ্ছান্দসঃ। স্তক্ষনা। তক্ষ্, ত্বক্ষ্, তনূকরণে। অস্থন। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। ক্ষঃ। ক্ষেতি পৃথিবীনাম। আতো ধাতোরিত্যত্রাত ইতি যোগবিভাগাদিষ্টসিদ্ধিরিত্যভিধানাৎ গুণি ভসংজ্ঞায়ামাকার-লোপঃ। যদ্বা ক্ষায়ী বিধূননে। অস্মাৎ ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। বেরপৃক্তলোপাৎ পূর্ব্বং বলিলোপঃ। অস্যৎ সমানং। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং ॥ ১৫ ॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে দশমো বর্গঃ ॥ ১।৭।১০ ॥

• • •

পঞ্চদশ (১০০১) ঋকের বিশদার্থ।

—•:§○§:•— —

দেবশক্তি অতুলনীয়। সে শক্তির সীমা নির্দ্ধারণে কেহই সমর্থ নহে। সে শক্তি উল্লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতাও কাহারও নাই। সে শক্তির শত্রুনাশকারী প্রভাব দ্যুলোককে ও ভূলোককে শাসনাধীনে রাখিয়াছে—পরিচালন করিতেছে। কি দ্যুলোকে কি ভূলোকে, দেব-শক্তির নিকট পাপের প্রাধান্য সর্ব্বত্রই পর্য্যুদস্ত। তেমন যে দেবশক্তি ইন্দ্রদেব, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদিগের মধ্যে বিবেকোদয়ে সেই শক্তির বিকাশ হউক। ইহাই এই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ।

দেবতা। 'দেব এব' দেবই দেবতা। 'দেবাত্তল্' ইত্যাদি সূত্রে স্বার্থে তল্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর লোপ। মর্ত্তাঃ। মৃঙ্-ধাতু প্রাণত্যাগ অর্থ বুঝায়। 'অসি হসি' ইত্যাদি সূত্রে তন্-প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। প্ররিক্বা। রিচির্ ধাতু বিরেচন অর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে ক্বনিপ্। অন্ত্যবিকার ছান্দসে। স্তক্ষনা। তক্ষ্, ত্বক্ষ্, ধাতু তনূকরণ অর্থ বুঝায়। অস্থন্-প্রত্যয়। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। ক্ষঃ। ক্ষা এই শব্দ পৃথিবী নাম বাচক। 'আতো ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে এখানে 'আতঃ' এই যোগ-বিভাগ-হেতু 'ইষ্টসিদ্ধিঃ' ইত্যাদি অভিধান-বশতঃ গুণে 'ভসংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে আকার-লোপ। অথবা, ক্ষায়ী ধাতু বিধূনন অর্থক। তাহাতে 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। বেরপৃক্তের লোপ-হেতু পূর্ব্ব বলি-লোপ। অস্যাংশ পূর্ব্বের ন্যায়। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—১০০স্থ—১৫ঋ) ॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দশম বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৭।১০ ॥

• • •

কোন্ পদের কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণে ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া-যায়, তাহা একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। প্রথম চরণে একটী ক্রিয়া পদ আছে—'আপুঃ'। উহা অতীতকালের বহুবচনের পদ। উহার সহিত 'ন' সংযোগ হেতু উহার অর্থ হয়—'পাইয়াছিল না' বা 'ব্যাপ্ত হইয়াছিল না।' কি পাইয়াছিল না এবং কাহারা পাইয়াছিল না—যথাক্রমে তাহারই দ্যোতক—'শবসঃ অন্তং' এবং 'দেবাঃ' 'মর্ত্তাঃ' ও 'আপঃ' পদ-ত্রয়। পায় নাই অথবা ব্যাপ্ত হইতে বা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে নাই—তাঁহার "শবসঃ অন্তং" অর্থাৎ শক্তির সীমা। দেবগণ—দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ (দেবাঃ) তাহা পারেন নাই, মনুষ্যগণ—মনুষ্যের শক্তি বা সামর্থ্য (মর্ত্তাঃ) তাহা পারেন নাই, এবং সত্ত্বভাবসমূহও (আপঃ) তাহা পারেন নাই। ফলতঃ, দেবশক্তি যে অলঙ্ঘনীয়, প্রথম চরণে এই ভাবই প্রকাশ পায়। ক্রিয়ার প্রতিবাক্যে বর্ত্তমান কালের ভাবই দ্যোতনা করে। 'দেবতা' পদটীর বিভক্তি-বিষয়ে ভাষ্যের মতই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু ঐ পদকে বহুবচনান্ত 'দেবতাঃ' পদ বলিয়া স্বীকার করিলেও অর্থসঙ্গতি যে হইত না, তাহা নহে। সে পক্ষে 'দেবাঃ' ও 'দেবতাঃ' পদদ্বয়কে দুই বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক বলিয়া মনে করার আবশ্যক হইত। 'আপঃ' পদে জলসমূহ অর্থে কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। দেবতার ও মনুষ্যের পর্য্যায়ের মধ্যে জলসমূহের উল্লেখে সঙ্গতি থাকে না। তাহা বিবেচনা করিলেও, ঐ তিন পদে তিন রূপ ভাবকে বা শক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝা যাইবে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের শেষাংশে ধ্রুবার ভাব যথাপূর্ব্ব অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া, "সঃ ত্বক্ষসা ক্ষ্মঃ দিবঃ চ প্ররিক্তা" বাক্যাংশের সহিত একটী 'ভবতি' ক্রিয়া-পদের অধ্যাহার আবশ্যক মনে করিয়াছি। ঐ অংশের ভাব এই যে,—সেই দেবতা, শত্রুকে দমন করিয়া পাপকে বিমর্দ্দন করিয়া, দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে আপনার প্রাধান্য বিস্তৃত করিয়া আছেন। দ্যুলোকের ও ভূলোকের তিনি 'প্ররিক্তা' অর্থাৎ 'প্রকর্ষের দ্বারা রেচক' (ভাষ্যেরই অর্থ) হয়েন—বলিতে, পাপের বিমর্দ্দনে সকলকেই তিনি নিয়ন্ত্রিত রাখিয়াছেন—এবম্বিধ ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ত্বক্ষসা' পদের 'তনূকরণের দ্বারা' অর্থ হইতে খোদাই করিয়া সকলকে সমান করিয়া

জানিয়াছেন—এইরূপ অর্থ আসে। ফলতঃ, সকল শক্তির আধার, সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ যে দেবশক্তি, সেই শক্তি আমাদিগকে রক্ষা করুন;—ইহাই প্রার্থনা। (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)।

— • —

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

রোহিচ্ছ্যাবা সুমদংশুর্ললামীর্দ্যুক্ষা রায় ঋজ্রাশ্বস্য।

বৃষণ্বন্তং বিভ্রতী ধূর্ষু রথং মন্দ্রা চিকেত

নাহুষীষু বিক্ষু ॥ ১৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

রোহিৎ। শ্যাবা। সুমৎঽঅংশুঃ। ললামীঃ। দ্যুক্ষা। রায়ে। ঋজ্রঽঅশ্বস্য।

বৃষণ্ঽবন্তং। বিভ্রতী। ধূঃঽসু। রথং। মন্দ্রা। চিকেত।

নাহুষীষু। বিক্ষু ॥ ১৬ ॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋজ্রাশ্বস্য' (সরলজ্ঞানকিরণসম্পন্নস্য জনস্য) 'রায়ে' (পরমার্থপ্রাপণায়) 'বৃষণ্বন্তং' (ধনবর্ষিণং, অভীষ্টপ্রদং ইত্যর্থঃ) 'রথং' (কর্মরূপং যানং) 'বিভ্রতী' (দধতী) 'রোহিচ্ছ্যাবা' (জ্ঞানভক্তিরূপা বাহিকা) 'সুমদংশুঃ' (স্বতঃদীপ্তিসম্পন্না) 'ললামীঃ' (শোভনশীলা) সতী 'দ্যুক্ষা' (স্বর্গাভিমুখিনী) তিষ্ঠতি ইতি শেষঃ; 'মন্দ্রা' (আনন্দপ্রদা বাহিকা) 'ধূর্ষু' (যুগলবদ্ধিষু বহনপ্রদেশেষু, কর্মসু যুক্তা সতী ইত্যর্থঃ) 'নাহুষীষু

বিক্ষু' (অজ্ঞানতাচ্ছন্নেষু মনুষ্যেষু) 'চিকেত' (জায়তে, জ্ঞানদায়িকা ভবতি ইতি ভাবঃ)। সরলজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ জ্ঞানভক্তিসহায়েন পরমং পদং প্রাপ্নোতি; তদ্দৃষ্টান্তঃ এব লোকশিক্ষাপ্রদঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম -১০০সূ—১৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সরল জ্ঞানসম্পন্ন জনের পরমার্থ-ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত, ধনবর্ষী অভীষ্ট-সাধক কর্ম্ম-রূপ যানকে বহন করিয়া, জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহক, দীপ্তি-সম্পন্ন শোভনশীল হইয়া, স্বর্গাভিমুখে অবস্থিতি করে; সকলের আনন্দপ্রদ সেই বাহক, বহন-প্রদেশসমূহে অর্থাৎ সকল কর্ম্ম-রূপ রথে যুক্ত থাকিয়া, অজ্ঞানতাচ্ছন্ন মনুষ্যসমূহে জ্ঞানদায়ক হয়। (ভাব এই যে,—সরলজ্ঞানসম্পন্ন জন, জ্ঞানভক্তি-সহায়ে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন; সেই দৃষ্টান্তই লোকশিক্ষাপ্রদ হয়।)॥ (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

রোহিৎ রোহিতবর্ণা শ্যাবা শ্যামবর্ণা। উভয়োঃ পার্শ্বয়োরুভয়বিধবর্ণযুক্তেত্যর্থঃ। সুমদংশুঃ। সুমৎ স্বতঃপ্রাংশুঃ। উক্তঞ্চ যাস্কেন। সুমৎ স্বয়মিত্যর্থঃ। নি০ ৬।২২। ইতি। অতিদীর্ঘাবয়বা। ললামীঃ পুংস্কবতী অশ্বভূষণযুক্তা বা। দ্যুক্ষা দিবি দ্যুলোকে কৃতনিবাসা ঋজ্রাশ্বস্যৈতৎসংজ্ঞস্য রাজর্ষে রায়ে ধনার্থং বৃষণ্বন্তং বৃষ্ণা সেক্ত্রেন্দ্রেণ যুক্তং রথং ধূর্ষু যুগসম্বন্ধিষু বহনপ্রদেশেষু বিভ্রতী বহন্তী মন্দ্রা সর্বেষামাহ্লাদকর্যশ্বপংক্তি-র্নাহুষীষু। নহুষা মনুষ্যাঃ। তৎসম্বন্ধিনীষু সেনালক্ষণাসু প্রজাসু চিকেত। জ্ঞায়তে। ঈদৃশ্যাশ্বপংক্ত্যাযুক্ত ইন্দ্রঃ সংগ্রামেষনুগ্রাহকতয়া প্রাদুর্ভবতীত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রোহিৎ' রোহিতবর্ণ 'শ্যাবা' শ্যামবর্ণ অর্থাৎ উভয় পার্শ্বদেশে উভয়বিধ বর্ণযুক্ত 'সুমদংশুঃ' সুমৎ স্বতঃ প্রাংশু। এ বিষয়ে যাস্ক কর্ত্তৃক উক্ত আছে,—'সুমৎ স্বয়ং ইত্যর্থঃ' (নি০ ৬।২২) ইতি। অতিদীর্ঘাবয়ব। 'ললামীঃ' পুংস্কবতী অথবা অশ্বভূষণযুক্ত। 'দ্যুক্ষা' দ্যুলোকে কৃতনিবাস 'ঋজ্রাশ্বস্য' এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষির 'রায়ে' ধনার্থ 'বৃষণ্বন্তং' বৃষ্ণা সেক্তা ইন্দ্রের দ্বারা যুক্ত 'রথং' রথকে 'ধূর্ষুঃ' যুগসম্বন্ধী বহনপ্রদেশসমূহে 'বিভ্রতী' বহনকারী 'মন্দ্রা' সকলের আহ্লাদকর অশ্বপংক্তি 'নাহুষীষু' নহুষগণ তৎসম্বন্ধীয় 'বিক্ষু' সেনালক্ষণ প্রজাসমূহে 'চিকেত' জ্ঞাত- হয়েন; ঈদৃশ অশ্বপংক্তিযুক্ত ইন্দ্র সংগ্রামসমূহে অনুগ্রাহকতার দ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়েন—ইহাই অর্থ।

ললামীঃ। ললামশব্দাচ্ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয় ঈকারঃ। অন্তোদাত্তত্বাৎ সুলোপাভাবঃ। দ্যুক্ষা। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ ঔণাদিকো উপ্রত্যয়ঃ। ততষ্টাপ্। ঋজ্রাশ্বস্য। ঋজ গতিস্থানার্জনোপার্জনেষু। ঋজ্রেন্দ্রেত্যাদিনা রক্প্রত্যয়ান্তো নিপাতিতঃ। ঋজ্রা গতিমন্তোঽশ্বা যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বৃষণ্বতং। অনো নুডিতি মতুপো নুট্। চিকেত। কিত জ্ঞানে। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি বর্ত্তমানে কর্ম্মণি লিট্। ব্যত্যয়েন তিপ্। (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)।

ষোড়শ (১০৯২) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋক্‌টী বড়ই জটিল। ইহার অর্থ-নিষ্কাশন বিশেষ সমস্যা-সঙ্কুল। এই ঋকের ভাষ্যের ভাবও সম্যক বোধগম্য হয় না; ইহার যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাও প্রহেলিকা-পূর্ণ। যাহা হউক, ঋকের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার সহায়তার জন্য, এই ঋকের দুই প্রকার দুইটী প্রচলিত অর্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "দীর্ঘাবয়ব অলঙ্কারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব নামক রাজর্ষিকে ধন প্রদানের জন্য অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের যুক্ত রথ সম্মুখভাগে ধারণ করিয়া হর্ষযুক্ত মনুষ্য সেনার পরিচিত হইতেছে।"

(2) "The red and tawny mare, blaze marked, high standing celestial who, to bring Rijrasva riches,
Drew at the pole the chariot yoked with stallions, joyous, among the hosts of men was noted."

ললামীঃ। ললাম-শব্দ-হেতু 'ছন্দসীব নিপৌ' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ঈকার। অন্তোদাত্ত-হেতু সু-লোপের অভাব। দ্যুক্ষা। ক্ষি-ধাতুতে নিবাস ও গতি অর্থ বুঝায়। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। তাহাতে টাপ্। ঋজ্রাশ্বস্য। ঋজ-ধাতু গতি স্থান অর্জ্জন উপার্জ্জন অর্থ বুঝায়। 'ঋজ্রেন্দ্র' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা রক্-প্রত্যয়ান্ত নিপাতন-সিদ্ধ। ঋজ্রাঃ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট অশ্বাঃ অশ্বগণ যাহার;—এই বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বৃষণ্বন্তং। 'অনো নুট্' ইত্যাদি সূত্রে মতুপে নুট্। চিকেত। কিত ধাতু জ্ঞানার্থক। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানে কর্ম্মণি বাচ্যে লিট্। ব্যত্যয়ের দ্বারা তিপ্। (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)।

জানি না—কেহ কোনরূপ ভাব-পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন কি না? লাল রঙের ও কালো রঙের দুইটী ঘোটক, তাহারা আবার আকাশবাসী। কিছু ভাব উপলব্ধ হইল কি? রূপক স্বীকার ভিন্ন এখানে কোনও ভাবই গ্রহণ করা যায় না। এইরূপ 'বৃষণ্বন্তং রথং' বলিতেই বা কি অর্থ আসিতে পারে? তার পর, দেখুন—'ঋজ্রাশ্বস্য'; আর দেখুন—'নাহুষীষু।' এখানে কি ঋষিবিশেষের নামের সহিত এবং নহুষ-বংশীয়গণের সহিত কোনও সম্বন্ধ আছে? 'নাহুষীষু বিক্ষু' বলিতেই বা কি বুঝা যায়? এইরূপে দেখিতে পাই, এই মন্ত্রের প্রতি পদবিন্যাস প্রহেলিকাময় এবং প্রত্যেক ব্যাখ্যা অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

যাহা হউক, এই বিষম রূপক-বন্ধন ভেদ করিয়া, এই মন্ত্রে আমরা কি সদর্থ পাইতে পারি, তাহা একটু অনুসন্ধান করা যাইতেছে। প্রথমতঃ 'ঋজ্রাশ্বস্য' পদ। আমরা বলি,—ঐ পদে ঋষি-বিশেষকে বুঝাইতেছে না;—ঐ পদে সরলজ্ঞানকিরণসম্পন্ন সাধককে নির্দ্দেশ করিতেছে। ঋজু সরল হইয়াছে অশ্ব জ্ঞানকিরণ যাঁহার—এইরূপ বাক্যে ঋজ্রাশ্ব-শব্দে 'সরলজ্ঞানসম্পন্ন জন' অর্থ আসিবে। দ্বিতীয় 'রায়ে' পদ। ঐ পদে 'পরমার্থ-রূপ ধন প্রদানের জন্য' অর্থ প্রাপ্ত হই। চতুর্থ 'বৃষণ্বন্তং রথং' পদদ্বয়। ঐ দুই পদে 'ধনবর্ষী অভীষ্টপদ কর্ম্ম-রূপ যান' অর্থ আসে। যে কর্ম্মে অভীষ্ট পূরণ হয়, সেই কর্ম্মই ঐ দুই পদের নির্দ্দেশক। পঞ্চমতঃ 'বিভ্রতী' পদ। ঐ পদে যে বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাকে নির্দ্দেশ করে। সে কিরূপ? ষষ্ঠতঃ 'রোহিচ্ছ্যাবা' পদে তাহা জানিতে পারিতেছি। 'রোহিচ্ছ্যাবা'—সরল জ্ঞানসম্পন্ন জনের অর্থাৎ সাধকের পরমধন প্রাপ্তির জন্য তাঁহার অভীষ্টপূরক কর্ম্মরূপ যানকে বহন করে। সে 'রোহিচ্ছ্যাবা'—কেমন? 'সুমদংশুঃ' 'ললামীঃ' ও 'দ্যুক্ষা' পদত্রয় তাহাই খ্যাপন করিতেছে। ঐ পদত্রয় সপ্তমতঃ বিচার্য্য। 'রোহিতঃ হরিতঃ' এই পদদ্বয়ের যুগ্ম-ব্যবহার আমরা বহুস্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে (১ম—৯৪সূ—১০ঋ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ঐ দুই পদে ভাব-পক্ষে যে 'জ্ঞানভক্তি' অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহাই বুঝিতে পারিয়াছি। এখানে 'রোহিচ্ছ্যাবা' পদে সেই ভাবই দ্যোতনা করিতেছে। সরলজ্ঞানী সাধুর পরমার্থপ্রাপক অভীষ্টবর্ষক যে কর্ম্মরূপ যান, তাহার সহিত স্বতঃই

জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকের সংযোগ হয়। সে জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহক যে স্বতঃদীপ্তিসম্পন্ন, শোভনশীল এবং স্বর্গাভিমুখী, তাহা আর বুঝাইবার আবশ্যক করে না। ফলতঃ, ঋজ্রাশ্ব রাজর্ষিকে ধন-প্রদানের জন্য লাল রঙের ও কালো রঙের ঘোটকে বাহিত 'সেচক' রথ অথবা ইন্দ্রের রথ যে আসিয়াছিল—এরূপ অর্থের পরিবর্তে, এই মন্ত্রের ভাবার্থ প্রাপ্ত হই এই যে,—'সরলজ্ঞান সাধুর পরমার্থপ্রাপ্তির জন্য তাঁহার অভীষ্টপূরক কর্ম্ম-রূপ যানে স্বতঃই জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহক সংযোজিত হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন।'

এখন অবশিষ্ট রহিল—"মন্দ্রা ধুর্ষু নাহুষীষু বিক্ষু চিকেত" পদ-কয়েকটী। আমরা ব্যাখ্যা উপলক্ষে ঐ পদ-কয়েকটীকে মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ মধ্যে গণ্য করিয়াছি। 'মন্দ্রা' পদ 'আনন্দপ্রদা বাহিকা' প্রভৃতিবাক্যে সেই জ্ঞানভক্তিকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। 'ধুর্ষু' পদে 'বহনপ্রদেশসমূহে' অর্থ আসে। কিন্তু বহনপ্রদেশসমূহ—সে কি প্রকার? তাহার স্বরূপ কি? তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে, কর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য আসে। তাহা হইতেই 'জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহকদ্বয় কর্ম্মসকলে যুক্ত হইলে' এইরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'নাহুষীষু বিক্ষু' পদদ্বয়ে 'অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনুষ্যসমূহে' এইরূপ অর্থ আসিয়া থাকে। নহুষ-শব্দে যে 'অজ্ঞান সাধারণ মনুষ্য' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে (১ম—৩১সূ—১১ঋ) আলোচনা করিয়াছি। এখানে ঐ পদ 'বিক্ষু' পদের দ্যোতক হইয়া 'অজ্ঞানতা-আচ্ছন্ন' অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে ঐ মন্ত্রাংশে ভাব প্রাপ্ত হই,—'আনন্দদায়িকা সেই বাহিকা অর্থাৎ জ্ঞানভক্তি যখন কর্ম্মসমূহে যুক্ত হয়, তখন অজ্ঞান মনুষ্য-সমূহেও তাহা 'চিকেত' জ্ঞানপ্রদ হয়। জ্ঞানভক্তি-সংযুত কর্ম্ম যাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকে তো তাহা প্রজ্ঞানসম্পন্ন করে,—পরম পদের অধিকারী করিয়াই তোলে; পরন্তু সেই কর্ম্ম লোক-সমাজেরও শিক্ষক হয়, সাধারণ মনুষ্যগণকেও সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, এবং তাহাতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্য পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। এই সকল ভাবই এই মন্ত্র হইতে নিষ্কাশন করা যায়। (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)।

—•—

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

এতত্ত্যত্ত ইন্দ্র বৃষ্ণ উক্থং বার্ষাগিরা

অভি গৃণন্তি রাধঃ।

ঋজ্রাশ্বঃ প্রষ্টিভিরম্বরীষঃ সহদেবো

ভয়মানঃ সুরাধাঃ॥ ১৭॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

এতৎ। ত্যৎ। তে। ইন্দ্র। বৃষ্ণে। উক্থং। বার্ষাগিরাঃ।

অভি। গৃণন্তি। রাধঃ।

ঋজ্রঽঅশ্বঃ। প্রষ্টিঽভিঃ। অম্বরীষঃ। সহঽদেবঃ।

ভয়মানঃ। সুঽরাধাঃ॥ ১৭॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'বৃষ্ণে' (কামাভিবর্ষকস্য, অভীষ্টপূরকস্য) 'তে' (তব) 'ত্যৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'রায়ঃ' (পরমার্থপ্রদং) 'এতৎ' (বক্ষ্যমাণং) 'উক্থং' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'বার্ষগিরাঃ' (অভীষ্টপূরকস্য তব স্তোত্রপরায়ণাঃ, সাধবঃ ইত্যর্থঃ) 'অভি গৃণন্তি' (যাং উদ্দিশ্য উচ্চারয়ন্তি, বদন্তি ইত্যর্থঃ); 'ঋজ্রাশ্বঃ' (সরলজ্ঞান-কিরণসম্পন্নঃ জনঃ) 'অম্বরীষঃ' (অনুতপ্তঃ পরিত্রাণাকামী জনঃ) 'সহদেবঃ' (দেবতাবেন

সংকর্ম্মণা বা সহ নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্টঃ সৎকর্ম্মপরায়ণঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'ভয়মানঃ' (পাপকর্ম্মণি সদাভয়শীলঃ জনঃ) তথা 'সুরাধাঃ' (সুষ্ঠু উপাসনাপরায়ণঃ জনঃ) এবংবিধাঃ সাধবঃ সর্ব্বৈব 'প্রীতিভিঃ' (একান্তেন) ষাং স্তুবন্তি ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—যেষু সত্ত্বভাবস্য সমাবেশং অস্তি, তে সর্ব্বেঽপি বলৈশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য শরণাগতাঃ সন্তি। (১ম—১০০সূ—১৭ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! কামাভিবর্ষক আপনার শ্রেষ্ঠ পরমার্থপ্রদ এই স্তোত্র (বেদমন্ত্র), অভীষ্টপূরক আপনার স্তোত্রপরায়ণ সাধুগণ, আপনাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারণ করেন—স্তব করেন; সরলজ্ঞানকিরণসম্পন্ন জন, অনুতপ্ত পরিত্রাণকামী জন, দেবভাবের বা সৎকর্ম্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থাৎ সৎকর্ম্মপরায়ণ জন, পাপকর্ম্মে সদা ভয়শীল জন, এবং সুষ্ঠু উপাসনা-পরায়ণ জন,—এবম্বিধ সাধুগণ সকলেই একান্তে আপনার স্তব করেন। (ভাব এই যে,—যাঁহাদিগের মধ্যে একটু সত্ত্বভাবের সমাবেশ আছে, তাঁহারা সকলেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের শরণাগত আছেন।)॥ (১ম—১০০সূ—১৭ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র বৃষ্ণঃ কামানাং বর্ষিতুস্তে তব ত্যত্তদেতদুক্থ্যং স্তোত্রং রাধঃ সংরাধকং ত্বৎপ্রীতিহেতুং বার্ষাগিরা বৃষাগিরো রাজ্ঞঃ পুত্রা ঋজ্রাশ্বাদয়োঽভি গৃণন্তি। আভিমুখ্যেন বদন্তি। বার্ষাগিরা ইত্যোতবিবৃণোতি। ঋজ্রাশ্ব এতৎ সংজ্ঞো রাজর্ষিঃ প্রষ্টিভিঃ পার্শ্বস্থৈরন্যৈর্ঋষিভিঃ সহেন্দ্রমস্তৌৎ। কে তে পার্শ্বস্থাঃ। অম্বরীষাদয়শ্চত্বারো রাজর্ষয়ঃ।
বার্ষাগিরাঃ। তস্যাপত্যমিত্যণ্ প্রত্যয়ঃ। গৃণন্তি। গৄ শব্দে। প্বাদীনাং হ্রস্ব ইতি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র'! 'বৃষ্ণে' বৃষ্ণের কামসমূহের বর্ষিতা 'তে' তোমার 'ত্যৎ' সেই 'এতৎ' এই 'রাধঃ' সংরাধক আপনার প্রীতিহেতুক 'উক্থ্যং' স্তোত্রকে 'বার্ষাগিরাঃ' বৃষাগির রাজার পুত্রগণ ঋজ্রাশ্বাদি 'অভি গৃণন্তি' আভিমুখ্যে বলিতেছেন· বার্ষাগিরগণ বিবৃত করিতেছেন। 'ঋজ্রাশ্বঃ' এতৎ সংজ্ঞক রাজর্ষি 'প্রষ্টিভিঃ' পার্শ্বস্থ অপরাপর ঋষিগণের সহিত ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। পার্শ্বস্থ (সে ঋষিগণ) কাহারা? অম্বরীষাদি চারি জন্ রাজর্ষি।

হ্রস্বত্বং। রাধঃ। রাধ সাধ সংসিদ্ধৌ। রাধ্নোতি সমৃদ্ধো ভবত্যানেনেতি রাধঃ। করণেঽসুন্। ঋজ্রাশ্বঃ। ঋজ্রা গতিমন্তোঽশ্বা যস্য স তথোক্তঃ। অম্বরীষঃ। অবি শব্দে। ঔণাদিকোঽরীষন্প্রত্যয়ঃ। উ॰ ৪।২৯। সহদেবঃ। দেবৈঃ সহ বর্ত্তত ইতি সহদেবঃ। বোপসর্জনস্যেতি বিকল্পনাৎ সভাবাভাবঃ। ভয়মানঃ। ঞিভী ভয়ে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাদ্ব্যত্যয়েন শানচ্। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লোরভাবঃ। অভ্যুপদেশাল্লসার্ব্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ এব শিষ্যতে। সুরাধাঃ। রাধঃ ইতি ধননাম। শোভনং রাধো যস্য। সোর্ম্মনসী অলোমোষসী ইত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০০সূ—১৭ঋ)॥

সপ্তদশ (১০৯৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'বার্ষগিরাঃ' এবং 'ঋজ্রাশ্বঃ' 'অম্বরীষঃ' 'সহদেবঃ' 'ভয়মান' ও 'সুরাধাঃ' এই পাঁচটী পদের উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করিয়া আছে। বৃষাগির ঋষির অপত্যগণ এই অর্থে 'বার্ষগিরাঃ" পদ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে—ইহাই সাধারণতঃ সিদ্ধান্তিত হয়। তাহার পর নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে,—সেই ঋষিরই পাঁচটী পুত্রের নাম—ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান (ভযমান) ও সুরাধা। বৃষাগির ঋষির সেই পুত্রগণ এই সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্র দেবতার স্তব করিয়াছিলেন। এই মন্ত্রার্থে তাহাই বিঘোষিত হইয়া থাকে। এক দৃষ্টিতে এইরূপ অর্থ

বার্ষগিরাঃ। তাঁহার অপত্য—এই অর্থে অণ্-প্রত্যয়। গৃণন্তি। গৃ-ধাতুতে শব্দ বুঝায়। 'সৃপীনাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। রাধঃ। রাধ ও সাধ ধাতু সংসিদ্ধি অর্থ বুঝায়। উহার দ্বারা রাধ্নোতি সমৃদ্ধ হয়-এই অর্থে রাধঃ পদ হয়। করণে অসুন্-প্রত্যয়। ঋজ্রাশ্বঃ। ঋজ্রাঃ অর্থাৎ গতিবিশিষ্ট অশ্ব যাঁহার তিনি। অম্বরীষঃ। অবি ধাতু শব্দার্থক। ঔণাদিকোঽরীষন্-প্রত্যয় (উ॰ ৪.২৯)। সহদেবঃ। দেবগণের সহিত বর্ত্তমান আছেন—এই বাক্যে ঐ পদ হয়; অথবা, 'বোপসর্জ্জনস্য' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্পন-হেতু স-ভাবের অভাব। ভয়মানঃ। ঞিভী ধাতু ভয়ার্থক। উহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু ব্যত্যয়ের দ্বারা শানচ্। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপে শ্লোর অভাব। অভ্যুপদেশ-হেতু ল-সার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্বে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। সুরাধাঃ। রাধঃ এই পদ ধননামবাচক। শোভন হইয়াছে রাধঃ যাহার—এই বাক্যে ঐ পদ হয়। 'সোর্ম্মনসী অলোমোষসী' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব হইয়াছে। (১ম—১০০সূ—১৭ঋ)॥

যে গ্রহণ করা যায় না, তাহা আমরা বলিতেছি না। তাহাতে, বৃষাগির ঋষির পুত্র ঋজ্রাশ্বাদি পাঁচ ভ্রাতায় মিলিয়া এই সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন এবং ঋকবায় তাঁহাদিগেরই নাম আছে,—এইরূপ পরিকল্পিত হয়।

কিন্তু আমরা সে দৃষ্টিতে অর্থ পরিগ্রহণ করি না। আমরা বলি, 'বার্ষগিরাঃ' পদের অর্থ অন্যরূপ। 'ঋজ্রাশ্বঃ' প্রভৃতি পদেও ঋষি-বিশেষের নাম না বুঝাইয়া অন্য ভাব প্রকাশ করিতেছে। বৃষার অর্থাৎ অভীষ্ট-বর্ষক ভগবানের প্রতি যাঁহাদিগের গির অর্থাৎ স্তোত্র সর্ব্বদা উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহারাই 'বার্ষগিরাঃ'। অভীষ্টপূরক যে ভগবান্, তাঁহারই স্তোত্রপরায়ণ সাধকগণ—এইরূপ অর্থ ঐ পদে আসিয়া থাকে। এইরূপে, 'ঋজ্রাশ্বঃ' 'অম্বরীষঃ' 'সহদেবঃ' 'ভয়মানঃ' 'সুরাধাঃ' পদ-পাঁচটীতে যথাক্রমে সরল জ্ঞানসম্পন্ন জনকে, অনুতপ্ত পরিত্রাণকামী জনকে, সৎকর্ম্মের সহিত নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট জনকে, পাপকর্ম্মে সদা ভয়শীল জনকে এবং সুষ্ঠু উপাসনাপরায়ণ জনকে বুঝাইয়া থাকে। 'ঋজ্রাশ্বঃ' পদের বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে আলোচনা করিয়াছি। শব্দ-মূলক 'অবি'-ধাতু হইতে 'অম্বরীষঃ' পদ ব্যুৎপন্ন হয়। 'ইষঃ' অর্থাৎ ইষ্টলাভের জন্য যাঁহার বাক্য বা প্রার্থনা উচ্চারিত হয়, অপকর্ম্মের জন্য যিনি অনুতাপ প্রকাশ করেন, এইরূপে তিনিই ঐ পদের দ্যোতক হয়েন। দেবতার বা দেবভাবের সহিত বর্ত্তমান অর্থাৎ সর্ব্বদা সৎকর্ম্মপরায়ণ,—এই ভাব 'সহদেবঃ' পদে গ্রহণ করিতে পারি। "ভয়মান" পদে পাপকর্ম্মে যিনি ভয় পান, পাপকর্ম্মে যিনি বিরত আছেন,—এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরাধনামূলক 'রাধস্'-শব্দের সহিত সু-পদের সংযোগে ভগবানের উপাসনাপরায়ণ জনকে বুঝায়। ঐ সকল সাধুপুরুষগণ, একান্তে সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন—অনুসরণ করেন; সেইরূপ সৎলোকের মধ্যেই দেবশক্তি প্রস্ফুট হইয়া উঠে,—ক্রিয়া প্রকাশ করে। আমরা মনে করি, এই নিত্যসত্যতত্ত্বই এখানে এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের উপদেশ—'সৎ হও, দেবতার অনুসরণে দেব-ভাবের উদ্বোধনায় চেষ্টা কর। তদ্দ্বারা তোমার মধ্যে দেবশক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পাপকে বিদূরিত করিবে।' (১ম—১০০সূ—১৬ঋ)।

—•—

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। শততমং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।).

দস্যূঞ্ছিম্যূঁশ্চ পুরুহূত এবৈর্হত্বা পৃথিব্যাং

শর্ব্বা নি বর্হীৎ।

সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্য্যং

সনদপঃ সুবজ্রঃ ॥ ১৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দস্যূন্। শিম্যূন্। চ। পুরুঽহূতঃ। এবৈঃ। হত্বা। পৃথিব্যাং।

শর্ব্বা। নি। বর্হীৎ।

সনৎ। ক্ষেত্রং। সখিঽভিঃ। শিত্ন্যেভিঃ। সনৎ। সূর্য্যং।

সনৎ। অপঃ। সুঽবজ্রঃ ॥ ১৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পুরুহূতঃ' (বহুভিঃ স্তুতঃ, সর্ব্বৈঃ সম্পূজিতঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'এবৈঃ' (গমনশীলৈঃ, ক্রিয়াপরৈঃ, সৎকর্ম্মশীলৈঃ লোকৈঃ যুক্তঃ সন্, যদ্বা—বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিত্বা ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (ভূমৌ বর্ত্তমানান্, ইহলোকে অবস্থিতান্ ক্রিয়মাণান্ বা) 'দস্যূন্ শিম্যূন্ চ' (বহিঃশত্রূন্ অন্তঃশত্রূন্ চ) 'শর্ব্বা' (হিংসকেন বজ্রেণ) 'হত্বা' (বিনাশয়িত্বা) 'নিবর্হীৎ' (বিদূরয়তি, তান্ উন্মূলয়তি ইতি ভাবঃ); 'সুবজ্রঃ' (সুষ্ঠু আয়ুধধারী সঃ দেবঃ) 'শ্বিত্ন্যেভিঃ' (শ্বেতবর্ণৈঃ, অপাপবিদ্ধৈঃ, নিষ্কলঙ্কৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সখিভিঃ' (অনুচরৈঃ

গুণনিবহৈঃ) 'ক্ষেত্রং' (পৃথ্বীতলং, মদীয়সম্বন্ধযুতং লোকানাং হৃদয়ং ইত্যর্থঃ) 'সনৎ' (সম্ভোজয়তি, সম্ভুক্তং করোতি, তত্র বিরাজতি ইতি ভাবঃ), তথা 'সূর্য্যং' (পরমং জ্ঞানং) 'সনৎ' (সম্ভোজয়তি, প্রাপয়তি ইত্যর্থঃ) তথা 'অপঃ' (সত্ত্বভাবং) 'সনৎ' (সম্ভোজয়তি, প্রদদাতি ইতি ভাবঃ)। অয়ং ভাবঃ—সাধুষু আবির্ভূতঃ সন্ সঃ দেবঃ আত্মীয়েন প্রভাবেণ বহিঃশত্রূন্ অন্তঃশত্রূন সর্ব্বান্ বিমর্দ্দয়তি তথা ইহসংসারে জ্ঞানস্য সত্ত্বভাবস্য চ প্রতিষ্ঠাং করোতি। (১ম—১০০সূ—১৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বহুজনের স্তুত সকলের সম্পূজিত ইন্দ্রদেব, সৎকর্ম্মশীল লোকগণের সহিত মিলিত হইয়া (অথবা বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া), ইহলোক অবস্থিত বা ক্রিয়মাণ বহিঃশত্রুগণকে ও অন্তঃশত্রুগণকে হিংসক বজ্রের দ্বারা বিনাশ করিয়া বিদূরিত করেন—তাহাদিগকে উন্মূলিত করেন; সুবজ্র (সুষ্ঠু আয়ুধধারী) সেই দেবতা, অনাবিল নিষ্কলঙ্ক অন্তরঙ্গ গুণনিবহের সহিত পৃথ্বীতলকে অর্থাৎ তাঁহার সম্বন্ধযুত লোকগণের হৃদয়কে সম্ভোগ করেন—সেখানে বিরাজমান থাকেন; এবং পরম জ্ঞানকে সম্ভোগ করান—প্রাপ্ত করান; এবং সত্ত্বভাবকে সম্ভোগ করান—প্রদান করেন। (ভাব এই যে,—সাধুগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সেই দেবতা আপনার প্রভাবে বহিঃশত্রু অন্তঃশত্রু সকল প্রকার শত্রুকে বিমর্দ্দিত করেন, এবং সংসারে জ্ঞানের ও সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন।)॥ (১ম—১০০সূ—১৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরুহূতো বহুভির্যজমানৈরাহূতঃ ইন্দ্রঃ এতৈর্গমনশীলৈর্মরুদ্ভির্যুক্তঃ সন্ পৃথিব্যাং ভূমৌ বর্ত্তমানান্দস্যূনুপক্ষয়িতৄঞ্ছত্রূন্ শিম্যূংশ্চ শময়িতৄন্বধকারিণো রাক্ষসাদীংশ্চ হত্বা প্রহৃত্য তদনন্তরং শর্দ্ধা হিংসকেন বজ্রেণ নিবর্হীৎ। অবধীৎ। নিবর্হয়তি বধকর্ম্মা। এবং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পুরুহূতঃ' বহু যজমানগণ কর্তৃক আহূত ইন্দ্র 'এতৈঃ' গমনশীল মরুদ্গণ কর্তৃক যুক্ত হইয়া 'পৃথিব্যাং' ভূমিতে বর্ত্তমান 'দস্যূন্' উপক্ষয়কারী শত্রুগণকে 'শিম্যূংশ্চ', এবং শময়িতা বধকারী রাক্ষসাদিকে 'হত্বা' প্রহরণ করিয়া তাহার পর 'শর্দ্ধা' হিংসক বজ্রের দ্বারা 'নিবর্হীৎ' বধ করিয়াছিলেন। নিবর্হয়তি পদে বধকর্ম্ম

শত্রূনিরস্য শ্বিত্ন্যেভিঃ শ্বেতবর্ণৈরলঙ্কারেণ দীপ্তাঙ্গৈঃ সখিভির্মিত্রভূতৈর্মরুদ্ভিঃ সহ ক্ষেত্রং শত্রূণাং স্বভূতাং ভূমিং সনৎ। সমভাক্ষীৎ। তথা বৃত্রেণ তিরোহিতং সূর্য্যং তস্য বৃত্রস্য হননেন সনৎ। অভজত। প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ। তথা সুবজ্রঃ শোভনবজ্রযুক্ত ইন্দ্রো বৃত্রেণ নিরুদ্ধা আপো বৃষ্ট্যুদকানি সনৎ। সমভজৎ॥

দস্যূন্। দসু উপক্ষয়ে। যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ। বৃষাদিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। শিম্যূন্। শম উপশমে। শময়তি সর্ব্বং তিরস্করোতীতি রাক্ষসাদিঃ শিম্যুঃ। ঔণাদিকো যুন্প্রত্যয়ঃ। বর্ণব্যাপত্ত্যাকারস্যেত্বং। শর্ব্বা। শৄ হিংসায়াং। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি বনিপ্। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। সনৎ। বনষণ সংভক্তৌ। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপীত্যডভাবঃ। শ্বিত্ন্যেভিঃ। শ্বিতা বর্ণে। ঔণাদিকো নক্ প্রত্যয়ঃ। শ্বিত্নং শুক্লবর্ণমর্হন্তীতি শ্বিত্ন্যাঃ। ছন্দসি চেতি যঃ। সুবজ্রঃ। আদ্যুদাত্তং দ্ব্যচ্ছন্দসীত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০০সূ—১৮ঋ)॥

• • •

অষ্টাদশ (১০৯৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে যে ভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পায়, সূক্তের সূচনায় তাহার আভাস দিয়াছি। সে দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের কোনও এক সময়ের বৈদেশিক আক্রমণের বিবরণ যেন এখানে লিপিবদ্ধ

বুঝায়। এইরূপে শত্রুদিগকে নিরসন করিয়া 'শ্বিত্ন্যেভিঃ' শ্বেতবর্ণ অলঙ্কারে দীপ্তাঙ্গ 'সখিভিঃ' মিত্রভূত মরুদ্গণের সহিত 'ক্ষেত্রং' শত্রুগণের স্বভূত ভূমিকে 'সনৎ' সম্যক্ ভাগ বা অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন; এবং বৃত্রের দ্বারা তিরোহিত 'সূর্য্যং' সূর্য্যকে সেই বৃত্রের হননের দ্বারা 'সনৎ' ভজনা করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর, 'সুবজ্রঃ' শোভনবজ্রযুক্ত ইন্দ্র বৃত্রের দ্বারা নিরুদ্ধ 'আপঃ' বৃষ্টির উদকসমূহকে 'সনৎ' সম্যক্ ভজনা করিয়াছিলেন—প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দস্যূন্। দসু ধাতু উপক্ষয়ার্থক। 'যজিমনিশুন্ধিদসিজনিভ্যো যুঃ' ইত্যাদি সূত্রে বৃষাদিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। শিম্যূন্। শম ধাতু উপরমার্থক। শময়তি অর্থাৎ সকলকে তিরস্কার করে—এই অর্থে রাক্ষসাদি শিম্যু (শব্দের বাচ্য)। ঔণাদিক যুন্-প্রত্যয়। বর্ণ-ব্যাপত্তিতে অকারের এত্ব। শর্ব্বা। শৄ-ধাতু হিংসা অর্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার ডা-আদেশ। সনৎ। বন ও ষণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থ প্রকাশ করে। লঙে 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রে অটের অভাব। শ্বিত্ন্যেভিঃ। শ্বিতা ধাতু বর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। ঔণাদিক নক্-প্রত্যয়। শ্বিত্নকে শুক্লবর্ণকে অর্হণ করে—এই বাক্যে শ্বিত্ন্যাঃ পদ হয়। 'ছন্দসি চ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। সুবজ্রঃ। আদ্যুদাত্তঃ। 'দ্ব্যচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—১০০সূ—১৮ঋ)।

রহিয়াছে মনে হইবে। যেন ভারতবর্ষীয় কোনও এক জাতির আহ্বানে, পাশ্চাত্য কোনও এক শ্বেতজাতি এদেশ জয় করিতে আসিয়াছিলেন, এবং প্রতিপক্ষগণকে পরাভূত করিয়া দেশটাকে আপনাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইয়াছিলেন। এ দৃষ্টিতে আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে; মুসলমান নৃপতিগণ কর্তৃক ভারতবর্ষে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার বিষয়ও মনে আসিতে পারে; আবার সেদিন শ্বেতদ্বীপ হইতে ইংরেজ-জাতি আসিয়া যে ভারতবর্ষকে অধিকার করেন, কল্পনার সাহায্যে তাহারও সহিত এই ঋঙ্মন্ত্রের সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়। সূক্তের সূচনায় এই মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। আরও একটী ঐরূপ অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"ইন্দ্র বহু উপাসক কর্তৃক আহূত ও সর্ব্বতোগামী মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া শত্রু (অনার্য্য) ও রাক্ষসগণকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছেন, পরে শ্বেতবর্ণ মিত্র (আর্য্য) গণের সহিত ক্ষেত্র বিভাগ করিয়াছেন; রমণীয় বজ্রপাণি ইন্দ্র সূর্য্য ও জলরাশি প্রাপ্ত হইলেন।"

মন্ত্রের এই অর্থ অনেকটা ভাষ্যেরই অনুসারী। তবে এই ব্যাখ্যায়, দেখিতে পাই, স্পষ্টতঃই আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধের বিষয় খ্যাপন করা হইয়াছে। যাহা হউক, কোনও ব্যাখ্যারই শেষাংশের ভাবের সহিত প্রথমাংশের ভাবের কোনরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। দৃষ্টান্ত-ক্ষেত্রে একটী ইংরাজী অনুবাদও উদ্ধৃত করিতেছি। দেখুন— তাহাতেও ঐ একই সমস্যা বিদ্যমান রহিয়াছে।

"He, much invoked, hath slain. Dasyus and Simyus, after his wont, and laid them low with arrows. The mighty Thunderer with his fair-complexioned friend won the land, the sunlight and the waters."

এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখন, আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহারই একটু বিশ্লেষণ করিতেছি। যৌক্তিকতার বিষয় তাহাতে বোধগম্য হওয়ার সম্ভাবনা। এ পক্ষে 'এবৈঃ' পদের মর্ম্মানুধাবন বিশেষ প্রয়োজন। ঐ পদে 'গমনশীল' প্রতিবাক্য হইতে 'মরুদ্গণ' অর্থ ভাষ্যকার গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী অনুবাদে মরুদ্গণের নামোল্লেখ নাই; তবে তাঁহার সহচর বুঝায়, এই ভাবের

বাক্যাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় 'এবৈঃ' পদে 'যথারীতি যথানিয়মে' ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। * কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'সৎপথে গমনশীল সৎকর্ম্মে রত' ইত্যাদি ভাব আসে। তাহা হইতেই বিবেকরূপী দেবগণের সহিত ঐ পদের সম্বন্ধ খ্যাপন করা যায়। পূর্ব্বেও (একাদশ ঋকে) এ বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইরূপে বুঝিতে পারি, 'এবৈঃ' পদে 'বিবেকরূপী দেবগণের সহিত' অথবা 'সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণের সহিত' অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেক সাধুগণের মধ্যেই বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল; সুতরাং 'এবৈঃ' পদে ঐ ভাব গ্রহণ করিতে পারি।

দেবতা বা ভগবান যে সংসারে পাপকে বিমর্দ্দিত করেন, সে—সেই সাধুগণের সহিত মিলিত হইয়া অথবা আমাদিগের বিবেকের সহিত মিলিত হইয়া। 'পুরুহূতঃ এবৈঃ' পদদ্বয়ে আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করি। ঐ দুই পদের মর্ম্ম—'সকলের পূজনীয় দেবতা সাধুগণের সহিত বা আমাদিগের বিবেকের সহিত মিলিত হইয়া'। তাঁহারা কি করেন? "পৃথিব্যাং দস্যূন্ শিম্যূন্ চ শর্ব্বা হত্বা নিবর্হীৎ" বাক্যাংশে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার আবার, 'শিম্যূন্' পদে শিম্যু নামধেয় দস্যু-জাতিবিশেষকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, 'দস্যূন্' ও 'শিম্যূন্' পদদ্বয়ে আমরা 'বহিঃশত্রু' ও 'অন্তঃশত্রু' দ্বিবিধ শত্রু অর্থ গ্রহণ করি। 'শর্ব্বা' পদে 'তাহাদের নাশক বা হিংসক অস্ত্রের দ্বারা' অর্থ আসে। সত্ত্বভাব বা সৎকর্ম্মই সেই সকল শত্রুর নাশকারী, এখানে সেই ভাব পরিগ্রহণীয়। "হত্বা নিবর্হীৎ" পদদ্বয়ে 'বিনাশ করিয়া উন্মূলিত করেন'—এইরূপ ভাব পাওয়া যায়। বিবেকের সহিত যখন বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই দেবতার সংযোগ সাধিত হয়, তখন কোনও শত্রুই তিষ্ঠিতে পারে না। পক্ষান্তরে, সাধুগণের মধ্যে যখন দেবশক্তির ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তখনও আর পাপ রিপুগণ মস্তক উত্তোলন করিতে পারে না। আমরা বলি, মন্ত্রের প্রথম চরণে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রকাশ পাইয়াছে।

* উদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদে 'এবৈঃ' পদের প্রতিবাক্যে "after his wont" বাক্যাংশ প্রযুক্ত; আর একটী ইংরাজী অনুবাদে "in due course" পদাবলী দেখা যায়। এইরূপ বিভিন্ন ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

এখন মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটীর মর্ম্মার্থ অনুধাবন পক্ষে চেষ্টা পাইতেছি। এই চরণে তিনটী 'সনৎ' ক্রিয়াপদ থাকায়, চরণটী সাধারণতঃ তিন অংশে বিভক্ত হয়। কিন্তু ঐ তিন অংশেরই সহিত "শ্বিত্ন্যেভিঃ সখিভিঃ" পদদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করা যায়। দেবতা যে 'সুবজ্রঃ' অভিধায়ে অভিহিত হইয়াছেন, তাহাতেও একটা সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। তাঁহার বজ্র বা শাসনদণ্ড সৎপথে সু-ভাব বা সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্ত হয়, ইহাই ঐ পদের মর্ম্মার্থ। তার পর, সেই যে 'সুবজ্রঃ' দেবতা, এখানে তাহার ত্রিবিধ কর্ম্মের দ্যোতনা দেখি। সে কর্ম্মত্রয়—'ক্ষেত্রং সনৎ', 'সূর্য্যং সনৎ' এবং 'অপঃ সনৎ'। আমরা বলি, 'ক্ষেত্রং' পদে এখানে 'সাধুগণের হৃদয়কে' বুঝাইতেছে, 'সূর্য্যং' পদে 'পরম জ্ঞানাধারের' প্রতি লক্ষ্য আসিতেছে, 'অপঃ' পদে যথাপূর্ব্ব 'শুদ্ধসত্ত্বভাবকে' নির্দ্দেশ করিতেছে। 'সনৎ' ক্রিয়াপদও তদনুসারে উপযোগী ভাবের প্রকাশক হইয়া আছে। সেই দেবতা, "শ্বিত্ন্যেভিঃ সখিভিঃ" অর্থাৎ আপনার 'অনাবিল নিষ্কলঙ্ক পাপরহিত সখিত্বের দ্বারা'—আপনার অন্তরঙ্গ গুণনিবহের দ্বারা; "ক্ষেত্রং" অর্থাৎ সাধুগণের হৃদয়কে "সনৎ" অর্থাৎ উপভোগ করেন—সাধুগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন; আর, সেই দেবতা, সেই অন্তরঙ্গ গুণনিবহের দ্বারা, পরমজ্ঞানাধারকে (সূর্য্যং) প্রাপ্ত করেন; আর সেই দেবতা, সেই অন্তরঙ্গ গুণনিবহের দ্বারা, সত্ত্বভাবকে (অপঃ) হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলেন। এই তিন ভাবই এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু ঐ তিন ভাবের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে, "শ্বিত্ন্যেভিঃ সখিভিঃ" পদদ্বয় সম্বন্ধে আরও একটু সূক্ষ্ম তত্ত্ব অধিগত হইতে পারে। দেবতার সহিত সখিত্ব-সম্বন্ধ-সূচক অনাবিল নিষ্কলঙ্ক গুণনিবহ—মানুষের মধ্যে প্রস্ফুট হইলেই যে ঐ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, সে দৃষ্টিতে তাহাই প্রতিপন্ন হয়। দেবতার সখিত্ব—সে আর অন্য কিছুই নহে; হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশই দেবতার সখিত্ব-সাধক। তাহাতেই দেবতা আসিয়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারি, মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'হৃদয়কে দেবভাবে পূর্ণ কর, সৎকর্ম্মসাধনে উদ্বুদ্ধ হও, [illegible] হইবে।' ইহাই এই মন্ত্রাংশের শিক্ষা। (১ম—১০০সূ—১৮ঋ)।

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। শততমং সূক্তম্। একোনবিংশী ঋক্।)

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ
সনুয়াম বাজম্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ
পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ১৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

বিশ্বাহা। ইন্দ্রঃ। অধিঽবক্তা। নঃ। অস্তু। অপরিঽহ্বৃতাঃ।
সনুয়াম। বাজম্।
তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাম্। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।
পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ১৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বিশ্বহা' (সদাকালং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অধিবক্তা' (পক্ষপাতবচনযুক্তঃ, আশীর্ব্বাদকঃ, মঙ্গলাভিলাষী ইতি ভাবঃ) 'অস্তু' (ভবতু); বয়ং চ 'অপরিহ্বৃতাঃ' (অকুটিলগতয়ঃ, সরলসৎপথাবলম্বিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (সৎকর্ম্ম) 'সনুয়াম' (সম্ভজামহে); 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ

সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বী-দেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু)। অয়ং ভাবঃ—দেবশক্তিঃ অস্মাকং মঙ্গলপ্রদা ভবতু; তেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনঃ ভবেম, রক্ষাং চ প্রাপ্নুমঃ। (১ম—১০০সূ—১৯ঋ)॥

* * *

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান ইন্দ্রদেব—সদাকাল আমাদিগের আশীর্ব্বাদক মঙ্গলাভিলাষী হউন; এবং আমরা অকুটিলগতি সরল সৎ-পথাবলম্বী হইয়া যেন সৎকর্ম্ম সম্ভজনা করি; তাহাতে, সেই কর্ম্মের দ্বারা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেবতা, স্যন্দনশীল অর্থাৎ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—দেবশক্তি আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন; তদ্দ্বারা আমরা যেন সৎ-পথাবলম্বী হই, এবং রক্ষা প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—১০০সূ—১৯ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

বিশ্বাহা সর্ব্বকাল নোঽস্মাকমিন্দ্রোঽধিবক্তাস্তু। অধিবচনং পক্ষপাতেন বচনম্। যথোক্তং ব্রাহ্মণায়াধিব্রূয়াদিতি। সর্ব্বদাস্মাকমিন্দ্রঃ পক্ষপাতবচনযুক্তো ভবতু। বয়ং চাপরিহ্বৃতা অকুটিলগতয়ঃ সন্তো বাজং হবির্লক্ষণমন্নং সনুয়াম। সম্ভজামহে। যদনেন সূক্তেনাস্মাভিঃ প্রার্থিতং তন্মিত্রাদয়ো মমহন্তাম্। পূজিতং কুর্ব্বন্তু॥

বিশ্বাহা। বিশ্বান্যহানি বিশ্বাহানি। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। উপধাদীর্ঘত্বং নলোপঃ। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বম। অপরিহ্বৃতাঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্বাহা' সর্ব্বকাল 'নঃ' আমাদিগের 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্রদেব 'অধিবক্তাস্তু' অধিবক্তা হউন। অধিবচন পক্ষপাতের দ্বারা বচন। 'যথোক্তং ব্রাহ্মণায়াধিব্রূয়াৎ' ইত্যাদি। সর্ব্বদা ইন্দ্র আমাদিগের পক্ষপাতবচনযুক্ত হউন। এবং আমরা 'অপরিহ্বৃতাঃ' অকুটিলগতি হইয়া 'বাজং' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'সনুয়াম' সম্ভজনা করি। যেহেতু এই সূক্তের দ্বারা আমাদিগের কর্তৃক প্রার্থিত তাহাকে মিত্রাদি দেবতাগণ 'মমহন্তাং' পূজিত করুন॥

বিশ্বাহা। বিশ্বানি অহানি—এই বাক্যে বিশ্বাহানি পদ হয়। অত্যন্তসংযোগে দ্বিতীয়া। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে 'শি'র লোপ। উপধার দীর্ঘত্ব। ন-লোপ। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। অপরিহ্বৃতাঃ। হ্বৃ-ধাতু কৌটিল্য অর্থ

হু কৌটিল্যে। নিষ্ঠায়ামপরিহ্বৃতাশ্চ। পা০ ৭।২।৩২। ইতি নিপাতনাৎ হুভাবা-ভাবঃ। অব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। সনুয়াম। বণু দানে। লিঙি তনাদিত্বাদুপ্রত্যয়ঃ। বন বণ সংভক্তাবিত্যস্মাদ্ বা ব্যত্যয়েনো প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১০০সূ—১৯ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একাদশো বর্গঃ। ১।৭,১১।

* • *

ঊনবিংশ (১০০১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকের প্রথম চরণে দ্বিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—"ইন্দ্রঃ বিশ্বাহা অধিবক্তা অস্তু।" ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব নিত্যকাল আমাদিগের 'অধিবক্তা' অর্থাৎ পক্ষপাতবচনযুক্ত আশীর্ব্বাদক বা মঙ্গলাভিলাষী হউন,—দেবশক্তি আমাদিগের মঙ্গল-সাধন করুন। দ্বিতীয় প্রার্থনা,—"অপরিহ্বৃতাঃ বাজং সনুয়াম।" ভাব এই যে,—'আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সৎপথে সরলভাবে অগ্রসর হই,—কুটিলতা যেন কখনও আমাদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না।' সৎপথে সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলে, দেবতা সর্ব্বদা মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার (ধ্রুবার) ভাব পুর্ব্বপুর্ব্ব সূক্তের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এখানে পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে প্রথম চরণের নূতন ভাবের সহিত এখানে দেবগণের প্রার্থনামূলক ঐ চরণ বিন্যস্ত হওয়ায়, এখানে এই এক অভিনব মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি যে,—'আমরা যদি সরলভাবে সৎপথে প্রবৃত্ত থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বদেবগণ সকল দেবভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন—পরম পদে পৌঁছাইয়া দেন।' ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—১০০সূ—১৯ঋ)॥

প্রকাশ করে। 'নিষ্ঠায়াং অপরিহ্বৃতাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৭।২।৩২) নিপাতন-হেতু হু-ভাবের অভাব। অব্যয়পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। সনুয়াম। বণু-ধাতু দানার্থক। লিঙে তনাদিত্ব-হেতু উ-প্রত্যয়। বন ও বণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থ বুঝায়। তাহাতে ব্যত্যয়ের দ্বারা উ-প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—১০০সূ—১৯ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।১১।

* • *

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ।
প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়। দ্বাদশাৎ আরভ্য ত্রয়োদশপর্য্যন্তং ত্রিবর্গাঃ।

একাধিকশততমং সূক্তম্।

এই সূক্তে এগারটী ঋক্ আছে। সূক্তটী ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধীয়। এই সূক্তের প্রথম সাতটী ঋকের শেষ পদে একটী ধ্রুবা আছে—'মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।' উহার ভাব এই যে,—'মরুদ্গণের সহযুক্ত ইন্দ্রদেবকে আমাদিগের সখ্যতার জন্য আহ্বান করিতেছি।' চাই ইন্দ্রদেবতাকে—চাই মরুদ্গণকে। উভয়ের সংযোগ সাধিত হউক, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা সাধিত হউক,—ইহাই প্রার্থনার অভিপ্রায়। বলা বাহুল্য, এই দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিলেই ঐ দুই দেবতার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়।

এই সূক্তের শেষ ঋকের সঙ্গে, পূর্ব্বের দুইটী সূক্তের অনুরূপ, "তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ" এই ধ্রুবা দৃষ্ট হয়। তাহার মর্ম্ম পূর্ব্বেই বিশ্লেষণ করা গিয়াছে।

এই সূক্তে যে সকল সমস্যামূলক পদ বা বাক্যাংশ আছে, তাহার মধ্যে 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদটী উপলক্ষে, কৃষ্ণের গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে ইন্দ্র হনন করিয়াছিলেন—এইরূপ একটা ভাব গ্রহণ করা হয়। সায়ণ বলেন—ঐ কৃষ্ণ এক জন অসুর ছিল। এইরূপ, 'ঋজিশ্বনা' পদ উপলক্ষে তন্নামক রাজার এবং 'শম্বরঃ' 'পিপ্রুঃ' 'শুষ্ণং' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে ঐ সকল অসুরের সম্বন্ধ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

যাহা হউক, ব্যাখ্যাদি দৃষ্টে ইন্দ্রের স্বরূপ বিষয়ে কোনই অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উপায় নাই। কোনও মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ, তিনি ঋষিগণ কর্তৃক অপহৃত গাভী সকলের সন্ধানের জন্য ছুটিয়াছেন। আবার কোনও ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—তিনি সকল জীবের অধিপতি। কোনও ঋকের ব্যাখ্যায় আবার সোমরস পানের নিমিত্ত ইন্দ্রকে আহ্বান করা হইয়াছে, এবং তাঁহার অশ্বগণকে পর্য্যাপ্ত হৃষ্ট করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে। কোথাও বা কুশাসনে আসিয়া বসিবার জন্যও তাঁহাকে অনুরোধ দেখি; কোথাও আবার, মেঘাধিপতিরূপে বৃষ্টি-বর্ষণেও তাঁহার কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে। ঐ সকল ঋকের ব্যাখ্যায়

এইরূপ বিভিন্ন বিপরীত মতসমূহ প্রকাশমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল সংশয়-সমস্যা ভেদ করিয়া এই সূক্তে কি সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সুতরাং দেখা যাউক, সে পক্ষে কতটুকু কি সত্যতত্ত্ব নিষ্কাশন করা যাইতে পারে।

—— • ——

একাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

প্র মন্দিন ইত্যেকাদশর্চমষ্টমং সূক্তমাঙ্গিরসস্য কুৎসস্যার্ষম্। অষ্টম্যাদ্যাশ্চতস্রস্ত্রিষ্টুভঃ শিষ্টাঃ সপ্ত জগত্যঃ। ইন্দ্রো দেবতা। তথা চানুক্রান্তম্। প্র মন্দিন একাদশ কুৎস আদ্যা গর্ভস্রাবিণ্যুপনিষৎ চতুস্ত্রিষ্টুবন্তমিতি॥ দশরাত্রস্য নবমেঽহনি মরুত্বতীয় এতৎ সূক্তম্। বিশ্বজিত ইতি খণ্ডে সূত্রিতম্। প্র মন্দিন ইমা উ ত্বেতি মরুত্বতীয়ম্। আ০ ৮।৭। ইতি।

তত্র প্রথমামৃচমাহ।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য একাধিকশততমং সূক্তম্। কুৎসার্ষম্। ইন্দ্রোদেবতা।
দশরাত্রস্য নবমেঽহনি মরুত্বতীয়ে বিনিযুক্তম্।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। প্রথমা ঋক্।)

প্র মন্দিনে পিতুমদর্চতা বচো যঃ
কৃষ্ণগর্ভা নিরহন্নৃজিশ্বনা।
অবস্যবো বৃষণং বজ্রদক্ষিণং মরুত্বন্তং
সখ্যায় হবামহে॥ ১॥

একাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'প্র মন্দিনে' ইত্যাদি একাদশ ঋক্-বিশিষ্ট অষ্টম সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। আঙ্গিরস কুৎস ঋষি। অষ্টম হইতে চারিটী ঋক্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দে গ্রথিত। অবশিষ্ট সাতটী ঋকের ছন্দঃ জগতী। ইন্দ্র দেবতা। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'প্র মন্দিন একাদশ কুৎস আদ্যা গর্ভস্রাবিণ্যুপনিষৎ চতুস্ত্রিষ্টুবন্তমিতি।' দশরাত্রের নবম দিবসে মরুত্বতীয় এই সূক্ত বিনিযোজ্য। 'বিশ্বজিত ইতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্রিত আছে,—'প্র মন্দিন ইমা উ ত্বেতি মরুত্বতীয়ং' (আ০ ৮।৭) ইতি॥ তাহার প্রথম ঋক্ কথিত হইতেছে।

পদ-বিশ্লেষণম্।

প্র। মন্দিনে। পিতুঽমৎ। অর্চ্চত। বচঃ। যঃ।
কৃষ্ণঽগর্ভাঃ। নিঃঽঅহন্। ঋজিশ্বনা।
অবস্যবঃ। বৃষণম্। বজ্রঽদক্ষিণম্। মরুত্বন্তম্।
সখ্যায়ঃ। হবামহে ॥ ১ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ, ভগবান্ ইতি ভাবঃ) 'ঋজিশ্বনা' (সরলপথাবলম্বিনা, সন্মার্গানুসারিণা সাধুনা সহ, সাধুহৃদয়ে আবির্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' (অজ্ঞানতায়াঃ উৎপাদয়িত্রীঃ মূলীভূতাঃ বা—অসৎপ্রবৃত্তীন্ ইত্যর্থঃ) 'নিরহন্' (নিতরাং হন্তি, বিনশ্যতি); হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! যূয়ং তস্মৈ 'মন্দিনে' (স্তুতিমতে, স্তোতব্যায় দেবায়) 'পিতুমৎ' (শ্রেষ্ঠং) 'বচঃ' (স্তোত্রং, বেদমন্ত্রং) 'প্র অর্চ্চত' (প্রকর্ষেণ উচ্চারয়ত, সৎকর্ম্মণা সহ অনুধ্যানং কুরুত ইতি ভাবঃ); 'অবস্যবঃ' (আত্মরক্ষাভিলাষিণঃ সন্তঃ বয়ং) 'বৃষণং' (অভীষ্টবর্ষকং, কামনাপূরকং) 'বজ্রদক্ষিণং' (আনুকূল্যে বজ্রধারিণং, অস্মাকং হিতসাধনায়-রিপুবিমর্দ্দকং আয়ুধসম্পন্নং) 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সহ মিলিতং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হবামহে' (আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—দেবশক্তিঃ অসৎপ্রবৃত্তিনাশিকা তথা সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধিকা; অতঃ তস্যা শক্তেঃ অনুসরণং অবশ্যকর্ত্তব্যম্। (১ম—১০১সূ—১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা সরলপথাবলম্বী সন্মার্গানুসারী সাধুজনের দ্বারা অর্থাৎ সাধু-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, অজ্ঞানতার উৎপাদক বা মূলীভূত অসৎপ্রবৃত্তি-সমূহকে নিরন্তর নাশ করিতেছেন; হে আমার চিত্তবৃত্তিনিবহ! তোমরা সেই স্তোতব্য দেবতার উদ্দেশে শ্রেষ্ঠস্তোত্রকে (বেদমন্ত্রকে) প্রকর্ষের সহিত উচ্চারণ কর অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনার সহিত অনুধ্যান কর; আত্ম-রক্ষাভিলাষী হইয়া আমরা, অভীষ্টপূরক, আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত

রিপুবিমর্দ্দক আয়ুধধারী, বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত, সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—দেবশক্তি অসৎপ্রবৃত্তির নাশক ও সর্ব্বথা শ্রেয়ঃসাধক; সুতরাং সেই শক্তির অনুসরণ অবশ্যকর্ত্তব্য।)॥ (১ম—১০১—১ঋ) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ঋত্বিজঃ। মন্দিনে স্তুতিমতে স্তোতব্যায়েন্দ্রায় পিতুমদ্বচো হবির্লক্ষণেনান্নেনোপেতং স্তুতিলক্ষণং বচনং প্রার্চ্চত। প্রকর্ষেণোচ্চারয়ত। য ইন্দ্র ঋজিশ্বনৈতৎসংজ্ঞকেন রাজ্ঞা সখ্যা সহিতঃ সন্ কৃষ্ণগর্ভাঃ। কৃষ্ণোনাম কশ্চিদসুরঃ তেন নিষিক্তগর্ভাস্তদীয়াঃ ভার্য্যাঃ। নিরহন্। অবধীৎ। কৃষ্ণমসুরং হত্বা পুত্রাণামপ্যনুৎপত্ত্যর্থং গর্ভিণীস্তস্য ভার্য্যা অপ্যবধী-দিত্যর্থঃ। অবস্যবো রক্ষণেচ্ছবো বয়ং বৃষণং কামানাং বর্ষিতারং বজ্রদক্ষিণং বজ্রযুক্তেন দক্ষিণহস্তেনোপেতং তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায় সখ্যুঃ কর্ম্মণে হবামহে। আহ্বয়ামহে।

মন্দিনে। মদি স্তুতিমোদমদস্বপ্নকান্তিগতিষু। ঔণাদিক ইনিপ্রত্যয়ঃ। তদুক্তং যাস্কেন। মন্দী মন্দতেঃ স্তুতিকর্ম্মণ ইতি (নি০ ৪।২৪)। পিতুমৎ। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বম্। কৃষ্ণগর্ভাঃ। কৃষ্ণেন নিষিক্তা গর্ভা যাসু তাস্তথোক্তাঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিতি উত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্। অবস্যবঃ। অবেরৌণাদিকো ভাবেঽসুন্। অব ইচ্ছত্য-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিক্-গণ। 'মন্দিনে' স্তুতিমান্ স্তোতব্য ইন্দ্রের নিমিত্ত 'পিতুমৎ' হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা উপেত 'বচঃ' স্তুতিলক্ষণ বচনকে 'প্রার্চ্চত' প্রকর্ষের দ্বারা উচ্চারণ কর; 'যঃ' ইন্দ্র 'ঋজিশ্বনা' এতৎসংজ্ঞক রাজার সখ্যের সহিত হইয়া, 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' কৃষ্ণনামক কোনও অসুর তদ্দ্বারা নিষিক্ত-গর্ভ তাহার ভার্য্যাগণকে 'নিরহন্' বধ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া, পুত্রগণের অনুৎপত্তির নিমিত্ত তাহার গর্ভিণী ভার্য্যাগণকেও বধ করিয়াছিলেন। 'অবস্যবঃ' রক্ষণেচ্ছাকারী আমরা 'বৃষণং' কামসমূহের বর্ষিতা 'বজ্রদক্ষিণং' বজ্রযুক্ত দক্ষিণহস্তোপেত সেই 'মরুত্বন্তং' মরুদ্গণসংযুক্ত ইন্দ্রকে 'সখ্যায়' সখ্য কর্ম্মের নিমিত্ত 'হবামহে' আহ্বান করি।

মন্দিনে। মদি ধাতু স্তুতি মোদ মদ স্বপ্ন কান্তি ও গতি অর্থ প্রকাশ করে। ঔণাদিক ইনি-প্রত্যয়। এ বিষয় যাস্ক কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত আছে,—'মন্দী মন্দতেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ' (নি০ ৪।২৪) ইতি। পিতুমৎ। 'হ্রস্ব নুড্‌ভ্যাং মতুপ্' ইত্যাদি সূত্রে মতুপে উদাত্তত্ব। কৃষ্ণগর্ভাঃ। কৃষ্ণের দ্বারা নিষিক্ত গর্ভ যাহাতে, সেই স্ত্রীগণ। 'পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। অবস্যবঃ। অব-ধাতুতে ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়। অব ইচ্ছা করে—এই অর্থে অবস্যতি পদ হয়। 'সুপ

বর্ত্তি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। বৃষণম্। বাবপূর্ব্বস্য নিগম ইতি বিকল্পনাদুপধাদীর্ঘাভাবঃ। সখ্যায়। সখ্যুঃ কর্ম্ম সখ্যম্। সখ্যুর্য ইতি য-প্রত্যয়ঃ। হবামহে। হ্বেঞো লটি বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণম্॥ (১ম—১০১সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (১০১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ নিষ্কাশন পক্ষে যে কয়েকটী সমস্যা উপস্থিত হয়, 'অর্চ্চত' ক্রিয়া-পদ তাহার অন্যতম। লোটের বহু বচনের ঐ ক্রিয়া-পদ উপলক্ষে নির্দ্ধারণ করা হয়, ঋত্বিক্-গণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। যজমান বা পুরোহিত কেহ যেন তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—'হে ঋত্বিক্-গণ! তোমরা ইন্দ্রের স্তব কর।' কিন্তু আমাদিগের মত এই যে,—এখানে সাধক আপনার চিত্তবৃত্তিনিবহকে সম্বোধন করিয়া দেবতার উপাসনায় উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সমস্যামূলক পদদ্বয়—'ঋজিশ্বনা' ও 'কৃষ্ণ-গর্ভাঃ।' ঐ দুই পদের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'ঋজিশ্বনা' একজন রাজার নাম; এবং 'কৃষ্ণ' নামক একজন অসুর ছিল; তৎকর্তৃক তাহার যে ভার্য্যাদিগের গর্ভোৎপত্তি হইয়াছিল, সেই ভার্য্যারাই 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' অভিধায়ে অভিহিত হয়। 'নিরহন্' ক্রিয়া-পদের অর্থ—'হনন করিয়াছিলেন।' এইরূপে "যঃ কৃষ্ণগর্ভাঃ নিরহন্ ঋজিশ্বনা" বাক্যাংশে নির্দ্দেশ করা হয়,—'যিনি অর্থাৎ যে ইন্দ্র ঋজিশ্বন রাজার পক্ষাবলম্বন-পূর্ব্বক কৃষ্ণাসুরের গর্ভবতী পত্নীগণকে হনন করিয়াছিলেন।' ব্যাখ্যাদিতে এইরূপে ইন্দ্রদেবের চরিত্রে ঘোর কলঙ্ক কালিমা লেপন করা হয়; এবং তজ্জন্য বিধর্ম্মী বিজাতির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইতে দেখি।

আত্মনঃ ক্যচ' ইত্যাদি নিয়মে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। বৃষণম্। 'বাবপূর্ব্বস্য নিগমে' ইত্যাদি সূত্রে বিকল্পন-হেতু দীর্ঘের অভাব। সখ্যায়। সখির কর্ম্ম সখ্যুঃ। 'সখ্যুর্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। হবামহে। 'হ্বেঞো লটি বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ॥ (১ম—১০১সূ—১ঋ)॥

• • •

মন্ত্রের প্রথম চরণ যেরূপ দেবতার কলঙ্ক খ্যাপক হইয়া আছে, সেই দৃষ্টিতে দ্বিতীয় চরণটীর অর্থ পরিগ্রহণ করিলে 'সোণায় সোহাগা' সংযোগ হয়। কিন্তু সে দৃষ্টিতে আর প্রয়োজন নাই। মোটামুটি ঐ চরণের প্রচলিত অর্থ এই যে, সেই দেবতা দক্ষিণ হস্তে বজ্র ধারণ করিয়া আছেন; প্রার্থনা—মরুদ্গণের সহিত মিলিত হইয়া আসিয়া তিনি আমাদিগের সখার ন্যায় বিরাজ করুন, আমাদিগের প্রদত্ত সোমরস-পানে প্রবৃত্ত হউন। যে সকল ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তৎসমুদায়ের মর্ম্ম পরিগ্রহে এইরূপ ভাবেরই অধ্যাস হয়।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় কিন্তু ভাবার্থ সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত। আমরা মন্ত্রের সম্বোধন-বিষয়ে যে ভিন্ন মতের পোষণ করি, তাহা পূর্ব্বেই খ্যাপন করিয়াছি। পরন্তু 'ঋজিশ্বনা' এবং 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদদ্বয়ের অর্থও আমাদিগের মতে অন্যরূপ। 'ঋজিশ্বনা' পদ পূর্ব্বেও বিভিন্ন স্থানে (১ম—৫০সূ—৴ঋ প্রভৃতিতে) প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ পদে সরলগতি সন্মার্গাবলম্বী সাধুকে নির্দ্দেশ করে। 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদে, অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারের গর্ভকে বা আশ্রয়-স্থানকে অর্থাৎ মূলকে বা উৎপত্তিস্থলকে বুঝায়। তদনুসারে "যঃ কৃষ্ণগর্ভাঃ নিরহন্ ঋজিশ্বনা" বাক্যাংশে অর্থ প্রাপ্ত হই,—"সেই দেবতা, যিনি সাধুগণের সহায় হইয়া অথবা সাধুগণের দ্বারা পাপের মূলকে অর্থাৎ অজ্ঞানতার আধারকে বা উৎপত্তি-ক্ষেত্রকে বিনাশ করেন।' সেই দেবতার উপাসনার জন্য আত্মোদ্বোধনাই এই মন্ত্রের প্রথম চরণে প্রকাশ পাইয়াছে। 'পিতুমৎ বচঃ' পদদ্বয়ে শ্রেষ্ঠ স্তোত্র বেদমন্ত্র ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'বজ্রদক্ষিণং' পদ উপলক্ষে দেবতাকে মনুষ্য-পর্য্যায় মধ্যে গণ্য করা হয়, এবং তাঁহার হস্ত-পদাদিরও পরিকল্পনা দেখা যায়। কিন্তু ঐ পদে আমরা 'আনুকূল্যে' অর্থাৎ 'উপাসকের সাধকের সহায়তার জন্য বজ্রধারণ' অর্থ গ্রহণ করি। পাপকে দূর করিবার জন্য, পুণ্যাত্মাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য, দেবতায় কঠোরতা প্রকাশ পায়। ইহাই এখানকার ভাবার্থ। 'সখ্যায়' পদে, সখিত্বের জন্য অর্থাৎ দেবতার মিলন-সাধনের উপযোগী সত্ত্বভাব হৃদয়ে সঞ্চয় করিবার অভিপ্রায়ে,—এইরূপ ভাব আসে। 'অবস্যবঃ' পদে, আপনার রক্ষার কামনা

করিলে অর্থাৎ উদ্ধারের আশা পোষণ করিলে'—অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে উপাসক হৃদয়ে দেবভাব সঞ্চয়ের জন্য সঙ্কল্প করিতেছেন। যাহাতে দেবতার সখিত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যাহাতে দেবতার সহিত মিলনের আশা করা যায়, আমি যেন সেই কার্য্যে জীবন নিয়োগ করিতে পারি। ইহাই সেই সঙ্কল্প॥ (১ম—১০১সূ—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যো ব্যংসং জাহৃষাণেন মন্যুনা যঃ শম্বরং

যো অহন্ পিপ্রুমব্রতম্।

ইন্দ্রো যঃ শুষ্ণমশুষং ন্যাবৃণঙ্মরুত্বন্তং

সখ্যায় হবামহে॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। বিঽঅংসম্। জহৃষাণেন। মন্যুনা। যঃ। শম্বরম্।

যঃ। অহন্। পিপ্রুম্। অব্রতম্।

ইন্দ্রঃ। যঃ। শুষ্ণম্। অশুষম্। নি। অবৃণক্। মরুত্বন্তম্।

সখ্যায়। হবামহে॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋজিশ্বা' (যুগপৎ ভীষণেন আনন্দপ্রদেন) 'মন্যুনা' (ক্রোধেন) 'যঃ' (দেবঃ) 'ব্যংসং' (প্রতারকং রিপুং) 'অহন্' (হন্তি, বিনশ্যতি); তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'শম্বরং' (অশনিরূপং গতিশীলং ক্রিয়াপরং বা পাপং) হন্তি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'অব্রতং (অকর্ম্মকারকং) 'পিপ্রুং' (শত্রুং, রিপুং) হন্তি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ যঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অশুষং' (শোষকরহিতং, প্রচণ্ড-প্রভাবসম্পন্নং) 'শুষ্ণং' (সর্ব্বস্য জগতঃ শোষকং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'ন্যবৃণক্' (ন্যবর্জ্জয়ৎ, সমূলং বিনশ্যতি, উন্মূলয়তি); 'মরুত্বন্তং (মরুদ্ভিঃ সহযুক্তং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হবামহে' (আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—বিভিন্নরূপেণ ক্রিয়াপরান্ রিপূন্ দমনায় বিবেকসহযুতং তং বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং পূজয়াম। (১ম—১০১সূ—২ঋ)॥

* • *

বঙ্গানুবাদ।

যুগপৎ ভীষণ ও আনন্দপ্রদ ক্রোধের দ্বারা, যে দেবতা, প্রতারক রিপুকে বিনাশ করেন; এবং যে দেবতা, অশনির ন্যায় গতিশীল বা ক্রিয়া-পর পাপকে বিনাশ করেন; এবং যে দেবতা, অকর্ম্মকারক রিপুকে হনন করেন; এবং বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে ভগবান ইন্দ্রদেব, প্রচণ্ডপ্রভাব-সম্পন্ন সকল জগতের শোষক কর্ম্মকে সমূলে উৎপাটন করেন; মরুদ্গণ-সহযুক্ত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত, সেই দেবতাকে সখিত্বলাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি। (ভাব এই যে,—বিভিন্নরূপে ক্রিয়াপরায়ণ রিপুগণকে দমনের নিমিত্ত, বিবেকসহযুত সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতিকে আমরা যেন পূজা করি।)॥ (১ম—১০১সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

য ইন্দ্রো ঋজিশ্বানেন প্রবৃদ্ধেন মন্যুনা ক্রোধেন ব্যংসং বিগতভুজং বৃত্রমহন্। অবধীৎ। অপিচ য ইন্দ্রঃ শম্বরমেতৎ সংজ্ঞকমসুরং চাবধীৎ। তথাব্রতং ব্রতস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' ইন্দ্র 'ঋজিশ্বানেন' প্রবৃদ্ধ 'মন্যুনা' ক্রোধের দ্বারা 'ব্যংসং' বিগতভুজ বৃত্রকে 'অহন্' বধ করিয়াছিলেন; অপিচ, 'যঃ' ইন্দ্র 'শম্বরং' এতৎসংজ্ঞক অসুরকেও বধ

ব্রতাদেঃ কর্ম্মণো বিরোধিনং পিপ্রুমেতৎ সংজ্ঞংচাসুরং য ইন্দ্রোহবধীৎ। কিঞ্চ য ইন্দ্রোহশুষং শোষণরহিতং শুষ্ণং সর্ব্বস্য জগতঃ শোষকমেতৎ সংজ্ঞমসুরং ন্যবৃণক্। ন্যবর্জ্জয়ৎ। সমূলং হতবানিত্যর্থঃ। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায়াহ্বয়ামহে॥

ব্যংসম্। বিগতোহংসো যস্মাৎ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। যণ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বম্। জঙ্ঘনেন। হন তুষ্টৌ। অত্র বৃদ্ধ্যর্থঃ। ছন্দসি লিট্। লিটঃ কানজ্বেতি তস্য কানজাদেশঃ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়ামভ্যাসস্য দীর্ঘত্বম্। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বম্। অশুষম্। শুষ শোষণে। ইগুপধলক্ষণঃ কঃ। শুষাঃ শোষকা ন সন্ত্যস্যেত্যশুষঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বম্। অবৃণক্। বৃজী বর্জ্জনে। রৌধাদিকঃ॥ (১ম—১০১সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (১০১৭) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই ঋকের অন্তর্গত 'ব্যংসং' 'শম্বরং' 'পিপ্রুং' 'শুষ্ণং' এই চারিটী পদে চারি জন অসুরের বা চারি জন অনার্য্য দস্যুর নাম সাধারণতঃ পরিকল্পিত হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্র ঐ চারি জন অসুরকে হনন করিয়াছিলেন—ইহাই প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম। ভাষ্যকার 'ব্যংসং' পদে বিগতভুজ সুতরাং বৃত্রাসুর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাব এই যে, ঐ অসুরের দুইখানি হাত আগে কাটা যায়, তার পর ইন্দ্র তাহাকে হনন করেন। এইরূপ, শম্বর,

---

করিয়াছিলেন; এবং 'অব্রতং' ব্রতের যাগাদিকর্ম্মের বিরোধী 'পিপ্রুং' এতৎসংজ্ঞক অসুরকে 'যঃ' ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন; আরও 'যঃ ইন্দ্রঃ' যে ইন্দ্র 'অশুষং' শোষক-রহিত 'শুষ্ণং' সকল জগতের শোষক এতৎসংজ্ঞক অসুরকে 'ন্যবৃণক্' নিবর্জ্জন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সমূলে নিহত করিয়াছিলেন; সেই 'মরুত্বন্তং' মরুদগণ সংযুত ইন্দ্রকে 'সখ্যায়' সখ্যের নিমিত্ত আহ্বান করি॥

ব্যংসম্। বিগত অংস যাহা হইতে। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। যণে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পরস্তের অনুদাত্তত্বের স্বরিতত্ব। জঙ্ঘনেন। হন-ধাতু তুষ্টি-অর্থক। এখানে বৃদ্ধি অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ছান্দসে লিট্। 'লিটঃ কানজ্বা' ইত্যাদি সূত্রে তাহার কানজাদেশ। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। চিত্-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। অশুষং। শুষ্ ধাতু শোষণার্থক। ইগুপধলক্ষণ ক-প্রত্যয়। শুষাঃ শোষকগণ উহার নাই—এই বাক্যে অশুষঃ পদ হয়। 'পরাদিশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। অবৃণক্। বৃজ্ ধাতু বর্জ্জনার্থক। রুধাদি-গণীয়। (১ম—১০১সূ—২ঋ)॥

• • •

পিপ্রু বা শুষ্ণ পদে, ভাষ্যের মতে, ঐরূপ নামধেয় অসুরদিগকেই বুঝাইয়া থাকে, এবং তাহা হইতে আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের যুদ্ধ-ব্যাপার এই মন্ত্রে বর্ণিত আছে বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়। পূর্ব্ব মন্ত্রের 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' পদ, এইরূপ চিন্তার পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রকাশ করে। কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগণ অনার্য্য জাতি বলিয়া অভিহিত হয়। সুতরাং তাঁহাদিগের জননীরাই 'কৃষ্ণগর্ভাঃ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। এই সকল অসুরেরা সেই জাতীয় অসুরেরই সন্তান-সন্ততি। ইহাই এক পক্ষের সিদ্ধান্ত।

যাহা হউক, আমরা সে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করি নাই। আমাদিগের মতে 'ব্যংসং' 'পিপ্রুং' 'শম্বরং' 'শুষ্ণং' এই চারি পদের নিগূঢ় এক অর্থ আছে। অজ্ঞানতা বা পাপ সংসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিচরণ করে। ঐ সকল পদে তাহারই এক এক অবস্থার বা ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। এই সকল পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বিশেষ আলোচনা অনাবশ্যক মনে করি। ধাতুগত ও শব্দ-গত ভাবের অনুসরণে ঐ সকল পদের অর্থ নিষ্কাশন করিতে হইবে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এই ঋকের অন্তর্গত 'জহৃষাণেন' পদে আমরা দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করি। ভাষ্যের ব্যুৎপত্তি অনুসারেই সেই দ্বিবিধ ভাব নির্দ্দেশ করা যায়। ভাষ্যের মতে, তুষ্টি-অর্থবাচক হৃষ্-ধাতু এখানে প্রবৃদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত। কিন্তু আমরা বলি, একের (সাধুর) পক্ষে তুষ্টি-সাধনের ভাব এবং অপরের (অসাধুর বা পাপের) পক্ষে ক্রোধের প্রবৃদ্ধির ভাব ঐ পদে কল্পনা করা যায়। সাধুরপ্রতি দেবতার করুণা-প্রকাশ এবং অসাধুর প্রতি নির্দ্দয়-ব্যবহার যুগপৎ এই দুই ভাব ঐ পদে প্রকাশ করিতেছে, ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

উপসংহারে ধ্রুবার ভাব সর্ব্বত্রই অভিন্ন। দেবতার যাহাতে সখিত্ব জন্মে, দেবতার যাহা আকাঙ্ক্ষণীয়, আমাতে যেন সেই ভাবের সমাবেশ হয়, আমি যেন দেবভাবে বিভূষিত হইয়া দেবতার সখ্য লাভ করি,—বিবেক আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হউক, বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি দেবতা আমাতে অধিষ্ঠিত হউন,—এবম্বিধ প্রার্থনার ভাবই এখানকার তাৎ-পর্য্যার্থে প্রকাশ পাইতেছে। (১ম—১০১সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। তৃতীয়া ঋক্।)

যস্য দ্যাবাপৃথিবী পৌংস্যং মহদ্যস্য ব্রতে

বরুণো যস্য সূর্য্যঃ।

যস্যেন্দ্রস্য সিন্ধবঃ সশ্চতি ব্রতং

মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

যস্য। দ্যাবাপৃথিবী ইতি। পৌংস্যম্। মহৎ। যস্য। ব্রতে।

বরুণঃ। যস্য। সূর্য্যঃ।

যস্য। ইন্দ্রস্য। সিন্ধবঃ। সশ্চতি। ব্রতম্।

মরুত্বন্তম্। সখ্যায়। হবামহে॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যস্য' (দেবস্য) 'মহৎ' (বিপুলং) 'পৌংস্যং' (বলং, প্রাধান্যং) 'দ্যাবাপৃথিবী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকৌ) অনুবর্ত্তেতে ইতি শেষঃ; 'যস্য' (দেবস্য) 'ব্রতে' (নিয়মনে, কর্ম্মণি) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ, যথা—জলাধিপতিঃ দেবঃ) নিযুক্তঃ অস্তি, তথা 'যস্য' (দেবস্য) ব্রতে 'সূর্য্যঃ' (জ্ঞানদেবঃ, যথা—দিবাকরঃ) নিযুক্তঃ অস্তি; তথা 'যস্য' (প্রসিদ্ধস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যস্য অধিপতেঃ ইন্দ্রদেবস্য)

'ব্রতং' (কর্ম) 'সিন্ধবঃ' (নদ্যঃ, সমুদ্রাঃ বা) 'সশ্চতি' (সম্পাদয়ন্তি) ; 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সহযুক্তং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং) 'সখ্যায়' (সখিত্ব-লাভায়) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—দেবশক্তিপ্রভাবেণ কৃৎস্নং জগৎ পরিচালিতং অস্তি ; দেবারাধনয়া দেবশক্তিসঞ্চারায় বয়ং সদৈব বিনিযুক্তাঃ ভবেম। (১ম—১০১সূ—৩ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতার বিপুল প্রভাবকে, দ্যুলোক ও ভূলোক অনুসরণ করিতেছে ; যে দেবতার নিয়মনে বা কর্ম্মে, বরুণদেব নিযুক্ত রহিয়াছেন ; যে দেবতার ব্রতে, সূর্য্যদেব নিযুক্ত আছেন ; এবং প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে ইন্দ্রদেবের কর্ম্মকে, নদীসকল বা সমুদ্রসকল সম্পাদন করিতেছে ; মরুদ্গণ-সহযুক্ত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—দেবশক্তির প্রভাবে সমগ্র জগৎ পরিচালিত হইতেছে ; দেবারাধনায় দেবশক্তি সঞ্চারের নিমিত্ত আমরা যেন সদাকাল বিনিযুক্ত থাকি।)॥ (১ম—১০১সূ—৩ঋ)।

* . *

সায়ণ-ভাষ্যম্।

যস্যেন্দ্রস্য মহদ্বিপুলং পৌংস্যং বলং দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যাবনু বর্ত্তেতে। যস্যেন্দ্রস্য ব্রতে নিয়মনরূপে কর্ম্মণি বরুণো বর্ত্ততে। বরুণোঽপীন্দ্রস্য নিয়মনং নাতিক্রামতীত্যর্থঃ। অপিচ সূর্য্যোঽপি যস্যেন্দ্রস্য ব্রতে বর্ত্ততে। তথা যস্যেন্দ্রস্য ব্রতং কর্ম সিন্ধবো নদ্যঃ সশ্চতি। বচনব্যত্যয়ঃ। গচ্ছন্তি। সশ্চতির্গতিকর্ম্মা (নি০ ৩।৯)। ইন্দ্রেণানুশিষ্টাঃ প্রবহন্তীত্যর্থঃ। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায়াহ্বয়ামহে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যস্য' ইন্দ্রের 'মহৎ' বিপুল 'পৌংস্যং' বলকে 'দ্যাবাপৃথিবী' দ্যুলোক ও ভূলোক অনুবর্ত্তন করেন ; 'যস্য' ইন্দ্রের 'ব্রতে' নিয়ম-রূপ কর্ম্মে 'বরুণঃ' বরুণদেব বর্ত্তন করেন অর্থাৎ বরুণও যে ইন্দ্রের নিয়মন অতিক্রম করিতে পারেন না ; অপিচ, 'সূর্য্যঃ' সূর্য্যও 'যস্য' ইন্দ্রের ব্রতে বর্ত্তন করেন ; এবং 'যস্য ইন্দ্রস্য' যে ইন্দ্রের 'ব্রতং' কর্ম্মে 'সিন্ধবঃ' নদীসকল 'সশ্চতি' (বচন-ব্যত্যয়) গমন করে ; নিরুক্ত (নি০ ৩.৯) আছে,—'সশ্চতির্গতিকর্ম্মা' ; অর্থাৎ, ইন্দ্রের অনুশাসনে প্রবাহিত হয় ; সেই মরুত্বান্ ইন্দ্রকে সখ্যের জন্য আহ্বান করিতেছি।

দ্যাবাপৃথিবী। দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ। দিবো দ্যাবেতি দ্যাবাদেশঃ। স চাদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। পৃথিবীশব্দো ঙীষ্প্রত্যয়ান্তোঽন্তোদাত্তঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণ দীর্ঘঃ। (১ম—১০১সূ—৩ঋ)।

• • •

তৃতীয় (১০৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:•:—

এই ঋকে, কেবল এই ঋকেই বা বলি কেন—এই সূক্তের প্রায় সকল ঋকেই, ইন্দ্রদেব অভিধায়ে যেন জগৎপাতার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। এই সকল ঋকের মর্ম্ম অনুধাবন-পক্ষে, দেবতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যক ;—দেবতার ব্যষ্টিভাবের ও সমষ্টিভাবের স্বরূপতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—ইন্দ্রদেবের মহতী শক্তিতে দ্যুলোক ও ভূলোক নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, বরুণদেব তাঁহার নিয়ম মান্য করিতেছেন, সূর্য্য তাঁহার নিয়মনে চালিত হইতেছেন, সিন্ধুসকল তাঁহারই কার্য্যসম্পাদন করিতেছেন। যাঁহার মহিমা এই ভাবে প্রকাশ পাইতেছে; তিনি যে দেবতা অভিধায়ে অর্চ্চিত মনুষ্য ছিলেন এবং অনার্য্য দস্যুদিগকে হনন করিবার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আর মনে স্থান পায় না। এখানেই তত্ত্বকথার আলোচনার আবশ্যক হয়। এখানেই ভাব-রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি আসে।

আমাদিগের মত এই যে,—ইন্দ্র রূপ দেবশক্তি এখানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, সকল বল ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে আসিয়া মিশিয়াছে; এবং সেই ভাবে তাঁহাতে ভগবত্ত্ব-আরোপে এই মন্ত্রে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানান হইতেছে। নাম লইয়া কিছু আসে যায় না; যে শক্তির বা প্রভাবের

দ্যাবাপৃথিবী। 'দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ' (দ্যু ও পৃথিবী) এই বাক্যে দ্যাবাপৃথিব্যৌ পদ হয়। 'দিবো দ্যাবা' ইত্যাদি নিয়মে দ্যাবাদেশ। উহা আদ্যুদাত্ত নিপাতনসিদ্ধ। পৃথিবী শব্দ ঙীষ্‌ প্রত্যয়ান্ত অন্তোদাত্ত। 'দেবতা দ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয়পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। (১ম—১০১সূ—৩ঋ)।

• • •

সহিত ঐ নাম সংযুক্ত, সেই শক্তি বা প্রভাবই এখানকার লক্ষ্যস্থল। সেই শক্তি আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়া-পরায়ণ হউক ; সেই শক্তিকে বা প্রভাবকে আমরা যেন আমাদিগের সখিত্বে আবদ্ধ করিতে পারি ;—এইরূপ প্রার্থনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০১সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। চতুর্থী ঋক্।)

যো অশ্বানাং যো গবাং গোপতির্ব্বশী য

আরিতঃ কর্ম্মণিকর্ম্মণি স্থিরঃ।

বীলোশ্চিদিন্দ্রো যো অসুন্বতো বধো

মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে॥ ৪॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। অশ্বানাম্। যঃ। গবাম্। গোঽপতিঃ। বশী। যঃ।

আরিতঃ। কর্ম্মণিঽকর্ম্মণি। স্থিরঃ।

বীলোঃ। চিৎ। ইন্দ্রঃ। যঃ। অসুন্বতঃ। বধঃ।

মরুত্বন্তম্। সখ্যায়। হবামহে॥ ৪॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'অশ্বানাং' (জ্ঞানকিরণানং উৎপাদকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'গবাং' (নিখিলজ্ঞানানাং) 'বশী' (বশকারকঃ, আয়ত্তসাধকঃ বা) 'গোপতিঃ' (জ্ঞানাধিপতিঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'কর্ম্মণিকর্ম্মণি' (সর্ব্বেষু কর্ম্মসু) 'স্থিরঃ' (নৈশ্চল্যেনাবস্থিতিমানঃ, অবিচলিতঃ) 'আরিতঃ' (প্রাপ্তঃ, দৃষ্টিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'বীলোশ্চিৎ' (অতিদৃঢ়স্যাপি) 'অসুন্বতঃ' (সৎকর্ম্মাবিরহিতস্য, অপকর্ম্মকারিণঃ জনস্য) 'বধঃ' (দণ্ডদাতা, বধকর্ত্তা) ভবতি ইতি শেষঃ; 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সহ, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং ইন্দ্রদেবং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানপ্রদাতারং জ্ঞানাধিপতিং সর্ব্বস্য কর্ম্মণঃ দ্রষ্টারং অকর্ম্মকারিণাং নাশকং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং সখ্যায় বয়ং নিত্যং পূজয়াম। (১ম—১০১সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা জ্ঞানকিরণসমূহের উৎপাদক হয়েন, এবং যে দেবতা নিখিলজ্ঞাননিবহের বশকর্ত্তা বা আয়ত্তসাধক জ্ঞানাধিপতি হয়েন, এবং যে দেবতা সকল কর্ম্মসমূহে অবিচলিত দৃষ্টিসম্পন্ন আছেন; এবং বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে প্রসিদ্ধ ইন্দ্রদেবতা, অতিদৃঢ় অপকর্ম্মকারীরও দণ্ডদাতা বধকর্ত্তা হয়েন; মরুদ্গণ-সহ অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত সেই ইন্দ্রদেবতাকে সখিত্বলাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—জ্ঞানপ্রদাতা জ্ঞানাধিপতি সকল কর্ম্মের দ্রষ্টা অপকর্ম্মকারিগণের সংহারকর্ত্তা ভগবান ইন্দ্রদেবকে সখিত্বের জন্য আমরা যেন সদাকাল পূজা করি।)॥ (১ম—১০১সূ—৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

য ইন্দ্রোঽশ্বানাং পতিরধিপতিঃ। তথা য ইন্দ্রো গোপতিঃ। ন কেবলমেকস্যা গোঃ কিন্তু সর্ব্বাসামিত্যাহ গবামিতি। সর্ব্বাসাং গবামধিপতিঃ ভবতি। বশী। অপরাধীনঃ। স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ। অপিচ য ইন্দ্রঃ কর্ম্মণিকর্ম্মণি সর্ব্বেষু কর্ম্মসু স্থিরো

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' ইন্দ্র 'অশ্বানাং' (পতিঃ) অধিপতি এবং 'যঃ' 'ইন্দ্র' 'গোপতিঃ' গোপতি। কেবল একটী গাভীর পতি নহেন, কিন্তু সকলের,—'গবাং' এই পদে ইহাই বলা হইয়াছে। সকল গাভীসমূহের অধিপতি হয়েন। 'বশী' অপরাধীন অর্থাৎ স্বতন্ত্র। অপিচ, 'যঃ' ইন্দ্র 'কর্ম্মণি

দৈশ্চ শত্রোন অবতিষ্ঠমান আশ্রিতঃ স্তুতিভিঃ প্রভৃতঃ প্রাপ্তো ন ভবতি। আশ্রিতঃ প্রভৃতঃ স্তোমানিতি নিরুক্তম্। নি০ ৫।১৫। যশ্চেন্দ্রোঽসুষ্বতঃ সুষ্বতাং যাগানুষ্ঠাতৄণাং বিরোধিনো বিলোপিচ্চিৎ দৃঢ়স্যাপি শত্রোর্বধঃ হন্তা। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায়াহ্বয়ামহে॥

গবাম্। ন গোশ্বন্‌ৎসাববর্ণেতি বিভক্তেরুদাত্তত্বস্য প্রতিষেধঃ। গোপতিঃ। পত্যা বৈশ্বর্য্য ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্ আশ্রিতঃ। শ্রি গতৌ। অস্মাদ্রক্তার্থে নিষ্ঠা। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বাৎ পুগাগমাভাবঃ। যদ্বা স্থূচিন্হন্ত্রিমুত্ত্র্যচার্ব্যাশূর্ণোতীনামিতি বিহিতস্য যঙো যঙোঽচি চেত্যত্র চশব্দেন বহুলগ্রহণানুকর্ষণাদনৈমিত্তিকে লুকি প্রত্যয়লক্ষণেন সন্ যঙোরিতি শ্রি ইত্যেতস্য দ্বির্ব্বচন উরদত্বহলাদিশেষয়োঃ সতো রুগ্রিকৌ চ লুকীতি রুক্। ততো নিষ্ঠায়াং ছান্দস ইডাগমঃ। ঋকারস্য যণাদেশঃ। রো রীত্যভ্যাসরেফ-লোপঃ। ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণ ইতি দীর্ঘত্বম্। বধঃ। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুবচনাৎ হনশ্চ বধ ইতি কর্ত্তর্যপ্ বধাদেশশ্চ। স চাদন্তঃ। অতো লোপ উদাত্ত-নিবৃত্তিস্বরেণ প্রত্যয়স্যোদাত্তত্বম্॥ (১ম—১০১সূ—৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (১০৯৯) ঋকের বিশদার্থ।

—— • ——

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এই ঋকে যে ভাব অধিগত হইবে, পূর্ব্ব ঋকের বিশদার্থ-প্রসঙ্গেই তাহা বিবৃত রহিয়াছে। এখানেও ইন্দ্রদেবে ভগবত্ত্বের আরোপ রহিয়াছে—মনে করিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—নামে তিনি

কর্ম্মাণ' সকল কর্ম্মসমূহে 'স্থিরঃ' দৈশ্চল্যের দ্বারা অবতিষ্ঠমান 'আশ্রিতঃ' স্তুতিসমূহের দ্বারা প্রভৃত প্রাপ্ত হয়েন না। নিরুক্তে আছে,—'আশ্রিতঃ প্রভৃতঃ স্তোমান্' (নি০ ৫।১৫) ইতি। 'যঃ' ইন্দ্র 'অসুষ্বতঃ' সুষ্বতদিগের যাগানুষ্ঠাতৃগণের 'বিরোধী 'বিলোপিচ্চিৎ' দৃঢ় শত্রুরও 'বধঃ' হন্তা। সেই মরুত্বান ইন্দ্রকে সখ্যের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি।

গবাম্। ন গোশ্বন্‌ৎসাববর্ণ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্বের প্রতিষেধ। গোপতিঃ। 'পত্যাবৈশ্বর্য্যে' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। আশ্রিতঃ। শ্রি ধাতু গত্যর্থক। উহাতে শ্যক্ত-হেতু নিষ্ঠা-প্রত্যয়। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু পুগাভাব। অথবা, 'স্থূচিন্হন্ত্রিমুত্ত্র্যচার্ব্যাশূর্ণোতীনাং' ইত্যাদি বিহিতের যঙঃ-প্রত্যয়। 'যঙোঽচি চ' ইত্যাদি সূত্রে চ-শব্দের দ্বারা বহুলগ্রহণানুকর্ষণ-হেতু নৈমিত্তকে লুক-প্রত্যয় লক্ষণের দ্বারা, 'সন্যঙোরিতি শ্রিঃ' ইত্যাদি সূত্রে উহার দ্বির্ব্বচনে 'উরদত্বহলাদিশেষয়োঃ' হওয়ায়, 'রুগ্রিকৌ চ লুকি' ইত্যাদি সূত্রে রুক্-প্রত্যয়। অতঃপর 'নিষ্ঠায়াং ছান্দস ইট্' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ আগম। ঋকারের যণাদেশ। 'রোরি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের রেফ-লোপ। 'ঢ্রলোপে পূর্ব্বস্য দীর্ঘোঽণ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। বধঃ। 'কৃত্যল্যুটো বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে বহু-বচন-হেতু 'হনশ্চবধঃ' ইত্যাদি নিয়মে কর্ত্তৃবাচ্যে অপ্-প্রত্যয় এবং বধাদেশঃ। উহা অদন্ত। অতো লোপে উদাত্তনিবৃত্তি স্বরের দ্বারা প্রত্যয়ের উদাত্তত্ব। (১ম—১০১সূ—৪ঋ)।

ইন্দ্র বটেন; কিন্তু সকল শক্তি ও সকল ঐশ্বর্য্য তাঁহাতে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। সেই দৃষ্টিতেই তাঁহাকে আহ্বান করা হইতেছে। যেন বলা হইতেছে,—'ইন্দ্র-রূপে হে ভগবন্, আমাদিগের মধ্যে আসিয়া আবির্ভূত হউন।'

একটী সাধারণ দৃষ্টান্তে বিষয়টী বিবৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি। মনে করুন,—আমায় কেহ গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন; গুরু বলিয়া আমার পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন। কিন্তু দেখুন, আমার নমস্কারের বা অর্চ্চনার মন্ত্রে কি ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে! গৃহীত-মন্ত্র শিষ্য ভূলুণ্ঠিত হইয়া যে মন্ত্রে আমায় প্রণাম করিতেছেন, তাহা এই,—

"নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥
নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বাজ্ঞানতমোভেদভানবে চিদ্ঘনায় তে॥
স্বতন্ত্রায় দয়াক্লৃপ্তবিগ্রহায় শিবাত্মনে। পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে॥
বিবেকিনাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্শিনাম্। প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়ামৃত্যুমহাপাশাদ্ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥"

এইরূপ 'অখণ্ডমণ্ডলাকারং' ইত্যাদি মন্ত্রেও গুরু-প্রণাম বিহিত আছে। দেখিলে মনে হয়,—যেন পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করা হইতেছে। গুরু-গীতায় গুরুর যে সকল লক্ষণ ও নাম আছে, তাহাতে গুরু ও পরমেশ্বরে অভিন্ন বলিয়াই মনে হইবে।

কিন্তু ইহাতে কি বলিবেন! বলিবেন কি—আমিই ব্রহ্ম হইয়াছি!

বুঝিয়া দেখুন—এ সকলের মূল লক্ষ্য কি। এতদ্দ্বারা আমরা কি কোনও অসংসয়িত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না?

এ সকল ক্ষেত্রে একটীকে অবলম্বন করিয়া অপরটীকে পাইবার প্রয়াস বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। আমায় 'অখণ্ডমণ্ডলাকার' বলায় আমি কখনই অখণ্ডমণ্ডলাকার হই না; অথবা, আমাকে বিমুক্ত বা শিব বলিলেও আমি কখনই তাহা নহি।

তবে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করাই—এখানকার লক্ষ্য। যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, যাঁহাকে আদর্শ বলিয়া মনে হয়, আমার নিজের অপেক্ষা তাঁহাতে ভগবদ্বিভূতি অধিকমাত্রায় ক্রিয়াশীল আছে—ইহা মনে করা স্বাভাবিক। জ্ঞানীর নিকটই জ্ঞানলাভ হয়, দীপ হইতেই দীপ প্রজ্বালিত হইয়া থাকে, জলাশয়

হইতেই জল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, আমার নিকট যিনি জ্ঞানী আমার পক্ষে যিনি দীপস্বরূপ, আমার সমক্ষে যিনি প্রশান্ত সরোবর, আমার অজ্ঞানতার আঁধার দূর করিবার জন্য, আমার অন্ধকারময় গন্তব্য পথে আলোকবর্ত্তিকা ধরিবার জন্য, আমার পিপাসার্ত্ত শুষ্ককণ্ঠে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধবারি প্রদানের নিমিত্ত, আমি তাঁহারই দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকি। তার পর, ক্রমে তাঁহার দ্বারাই তাঁহার নিকট সন্ধান পাইয়াই, আমি অনন্ত জ্ঞানের অনন্ত আলোকের অনন্ত মহাসমুদ্রের নিকট পৌঁছিবার আশা রাখি।

এই দৃষ্টিতেই, যে অবলম্বনের দ্বারা মূল-ক্ষেত্রে উপনীত হওয়া যায়, তাহাতেও মূল-ক্ষেত্রত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে। বলিতে গেলে, এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলার প্রয়োজন হয়। এ প্রসঙ্গে বহু তত্ত্ব-কথার আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু সে স্থান ও ক্ষেত্র এখানে নহে। সুতরাং এখানে এই মাত্র বলিয়া উপসংহার করিতে চাই যে,—ইন্দ্রদেবে ভগবত্ত্ব আরোপ-পূর্ব্বকই এই সকল মন্ত্রের অর্থ অধ্যাহার করিতে হইবে।

যাহা হউক, এখন মন্ত্রটীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কোন্ পদে কি ভাব গ্রহণ করা যায়, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। মন্ত্রে চারিটী 'যঃ' পদ আছে। তদ্দ্বারা দেবতার চতুর্ব্বিধ মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে; এবং তদনুসারে ক্রিয়াপদ প্রভৃতির অধ্যাহার আবশ্যক হইয়াছে। যেখানে যেখানে 'যঃ' পদ আছে, আমরা মনে করি, সেই সেই স্থানে এক একটা বিভাগ পরিকল্পনা করা যায়। এতদনুসারে প্রথম চরণটীতে তিনটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়; "যঃ অশ্বানাং" পদদ্বয়কে একটী ভাবের প্রকাশক বলিয়া মনে করি; "যঃ গবাং গোপতিঃ বশী" বাক্যাংশে আর একটী ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—সিদ্ধান্তিত হয়; এবং "যঃ আরিতঃ কর্ম্মণি-কর্ম্মণি স্থিরঃ" বাক্যাংশে অন্য একবিধ ভাবের দ্যোতনা করিতেছে—মনে করা যায়। এইরূপ, দ্বিতীয় চরণটীর দুই অংশের প্রথম অংশ, "বীলোশ্চিৎ ইন্দ্রঃ যঃ অসুন্বতঃ বধঃ" বাক্যাংশ, প্রথম চরণের তিন অংশের ন্যায় দেবতার মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক; এবং শেষাংশ, "মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে" পদত্রয়, প্রার্থনামূলক।

এখন, মন্ত্রের দুইটী চরণের পাঁচটী বিভাগের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যায় কি পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহাই বিবেচনার বিষয়। মূলে আছে—'অশ্বানাম্।' উহার চলিত অর্থ, সাধারণ দৃষ্টিতে, অশ্বদিগের। সুতরাং 'যঃ অশ্বানাং' পদদ্বয়ে "যিনি অশ্বদিগের" এই মাত্র অর্থ হয়। কিন্তু তাহাতে কোনই ভাবার্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং ব্যাখ্যাকারগণ, আপনাদিগের কল্পনা অনুসারে, উহার সহিত একটী 'পতিঃ' পদ অধ্যাহার করিয়া, 'যঃ অশ্বানাং' পদদ্বয়ে 'তিনি অশ্ব সমূহের পতি' এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা অশ্ব-শব্দমূলক পদে ব্যাপকজ্ঞানরশ্মি অর্থ গ্রহণ করি। এ বিষয়ের আলোচনা বহুস্থানে করা গিয়াছে। সেই দৃষ্টিতে, ঐ দুই পদের সহিত আমরা 'উৎপাদক' পদের সংযোগে সমীচীনতা দেখিয়াছি। তাহাতে ঐ দুই পদে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'যে দেবতা জ্ঞানরশ্মির উৎপাদক।' তাহাতে, যে দেবশক্তির প্রভাবে আমরা জ্ঞান-লাভে সমর্থ হই, ঐ দুই পদে সেই দেবশক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। এইরূপ, "যঃ গবাং বশী গোপতিঃ" বাক্যাংশকে আমরা একবাক্য মধ্যে গণ্য করিয়া 'যিনি সকল জ্ঞানের একছত্র অধিকারী জ্ঞানাধিপতি' ভাব গ্রহণ করি। গো-শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। কোথাও বা গো-শব্দে পৃথিবী অর্থও যোজনা করিয়াছে, দেখিয়াছি। যাহা হউক, প্রথম চরণের পূর্ব্বোক্ত দুইটী অংশে, দেবতা যে জ্ঞানদাতা এবং দেবতা যে জ্ঞানাধার—তাঁহার এই দুই প্রকার স্বভাবের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

প্রথম চরণের তৃতীয় অংশে, "যঃ কর্ম্মণিকর্ম্মণি স্থিরঃ আরিতঃ" বাক্যাংশে, সেই দেবতা যিনি আমাদিগের সকল কর্ম্মে সমভাবে দৃষ্টিসম্পন্ন রহিয়াছেন, তাহাই বুঝা যায়। এখানে 'আরিতঃ' পদের অর্থের বিষয় অনুধাবনীয়। গত্যর্থক ঋ ধাতু হইতে ঐ পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকারে ঐ পদের ভাষ্যে 'প্রাপ্তঃ' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। সকল কর্ম্মকে তিনি প্রাপ্ত হন—এতদ্বাক্যেই তাঁহার দৃষ্টির অগোচর কিছুই থাকে না,—এই ভাব আসিয়া থাকে। দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে তিনি যে অপকর্ম্ম-কারীর দণ্ডবিধায়ক, এই ভাব প্রাপ্ত হই; প্রার্থনা,—তেমন যে

দেবতা, সেই দেবতা, আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন; আমাদিগের হৃদয়ে বিবেকোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হউক; আমরা যেন বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রদেবতার মধ্য দিয়া ভগবানে মিলিত হইতে পারি। এবম্বিধ ভাবপরম্পরাই এই মন্ত্রার্থে অধিগত হয়। (১ম—১০১সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। পঞ্চমী ঋক্।)

যো বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতস্পতির্যো

ব্রহ্মণে প্রথমো গা অবিন্দৎ।

ইন্দ্রো যো দস্যূঁরধরাঁ অবাতিরন্মরুত্বন্তং

সখ্যায় হবামহে ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। বিশ্বস্য। জগতঃ। প্রাণতঃ। পতিঃ। যঃ।

ব্রহ্মণে। প্রথমঃ। গাঃ। অবিন্দৎ।

ইন্দ্রঃ। যঃ। দস্যূন্। অধরান্। অবহঅতিরৎ। মরুত্বন্তম্।

সখ্যায়। হবামহে ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'বিশ্বস্য' (সর্ব্বস্য, নিখিলস্য) 'জগতঃ' (ব্রহ্মাণ্ডস্য) 'প্রাণতঃ' (প্রাণিজাতস্য) 'পতিঃ' (পালকঃ, রক্ষকঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; তথা 'যঃ' (দেবঃ) 'ব্রহ্মণে' (ব্রহ্মপরায়ণায় সাধকায় ইত্যর্থঃ) 'প্রথমঃ' (অগ্রবর্ত্তী সন্, স্বতঃপ্রবৃত্তঃ সন্ ইতি ভাবঃ) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণানি) 'অবিন্দৎ' (প্রাপয়তি, প্রযচ্ছতি ইতি ভাবঃ); তথা 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান ইন্দ্রদেবঃ) 'অধরান্' (নিকৃষ্টান্, অপ্রত্যক্ষীভূতান্ ইতি ভাবঃ) 'দস্যূন্' (রিপূন্, পাপপ্রবৃত্তীন্ ইতি ভাবঃ) 'অবাতিরৎ' (বিনাশয়তি); 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সংযুতং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম)। অয়ং ভাবঃ-প্রাণিনাং পালকং সাধুনাং জ্ঞানপ্রদং রিপূণাং বিমর্দ্দকং বিবেকসহযুতং তং দেবং বয়ং সদৈব পূজয়াম। (১ম—১০১সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণিজাতের পালক রক্ষক হয়েন; এবং যে দেবতা ব্রহ্মপরায়ণের অর্থাৎ সাধকের নিমিত্ত অগ্রবর্ত্তী হইয়া—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, জ্ঞানকিরণসমূহ প্রদান করেন; এবং যে প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান ইন্দ্রদেবতা, নিকৃষ্ট অপ্রত্যক্ষীভূত রিপুগণকে অর্থাৎ পাপপ্রবৃত্তিসমূহকে নাশ করেন; মরুদ্গণ-সহযুত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—প্রাণিগণের পালক, সাধুগণের জ্ঞানপ্রদাতা, রিপুগণের বিমর্দ্দক, বিবেকসহযুত সেই দেবতাকে আমরা যেন সদাকাল পূজা করি)॥ (১ম—১০১সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

য ইন্দ্রো বিশ্বস্য জগতো গচ্ছতঃ প্রাণতঃ প্রশ্বসতঃ প্রাণিজাতস্য পতিঃ স্বামী যশ্চ ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণজাতিভ্যোঽঙ্গিরোভ্যঃ প্রথমোঽন্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বভাবী সন্ পণিভিরপহৃতা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' ইন্দ্র 'বিশ্বস্য জগতঃ' গমনশীলের 'প্রাণতঃ' প্রশ্বাসকারী প্রাণিজগতের 'পতিঃ' স্বামী 'যঃ' এবং যিনি 'ব্রহ্মণে' ব্রাহ্মণজাতিগণের জন্য অঙ্গিরোগণের জন্য 'প্রথমঃ' অন্য দেবগণের পূর্ব্বভাবী হইয়া পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত গাভীসমূহকে 'অবিন্দৎ'

গা অবিন্দৎ। অলভত। অন্যেভ্যো দেবেভ্যঃ পূর্ব্বমেব তৈরসুরৈর্যুদ্ধা গাঃ স্বয়মলভতেত্যর্থঃ। অপি চ ইন্দ্রো দস্যূনুপক্ষপয়িতৃনসুরানধরান্নিকৃষ্টান কৃত্বাবাতিরৎ। অবধীৎ। অবতিরতির্বধকর্ম্মা (নি° ৩৯)। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায়াহ্বয়ামহে॥

জগতঃ। গম্লৃ সৃপ্লৃ গতৌ। বর্ত্তমানে পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চেত্যতিপ্রত্যয়ান্তো নিপাতিতো জগচ্ছব্দ আদ্যুদাত্তঃ। প্রাণতঃ। শ্বস প্রাণনে। অনচ। অস্মাল্লটঃ শতৃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। শতুরনুম ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। ষষ্ঠ্যাঃ পতিপুত্রেতি বিসর্জনীয়স্য সত্বম্॥ (১ম—১০১সূ—৫ঋ)॥

• • •

পঞ্চম (১১০০) ঋকের বিশদার্থ।

——:•:——

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, প্রথমে তাহার দুই একটী আদর্শ দেখাইতেছি। তাহার পর, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, তাহা খ্যাপন করা যাইতেছে। মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যা; যথা,—

(১) "যিনি গমনশীল ও নিশ্বাসযুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদিগের জন্য (পণি দ্বারা অপহৃত) গো সকলের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে নিকৃষ্ট করিয়া বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।"

(2) "He who is Lord of all the world that moves and breathes, who for the Brahman first before all found the Cows; Indra who cast the Dasyus down beneath his feet,—him girt by Maruts we invoke to be our Friend."

লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অন্যান্য দেবগণের পূর্ব্বে সেই অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বয়ং গাভীগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অপিচ, 'যঃ' ইন্দ্র 'দস্যূন্' উপক্ষয়িতা অসুরগণকে 'অধরান্' নিকৃষ্ট করিয়া 'অবাতিরৎ' বধ করিয়াছিলেন। নিরুক্ত-মতে অবতিঃ পদে অতিবধকর্ম্ম বুঝায়; 'অবতিরতিবধকর্ম্মা' (নি° ৩.৯)। সেই মরুত্বান্ ইন্দ্রকে সখিত্বের নিমিত্ত আহ্বান করি॥

জগতঃ। গম্লৃ সৃপ্লৃ ধাতু গতি অর্থ বুঝায়। বর্ত্তমানে 'পৃষদ্বৃহন্মহজ্জগচ্ছতৃবচ্চ' নিয়মে ঐ সকল শব্দ অতি-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। জগৎ শব্দ আদ্যুদাত্তত্ব। প্রাণতঃ। শ্বস ধাতু প্রাণনার্থক। এবং অন। উহাতে লটে শতৃ-প্রত্যয়। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। 'ষষ্ঠ্যা পতি-পুত্র' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্জনীয়ের সত্ব। (১ম—১০১সূ—৫ঋ)॥

• • •

তিনি হইলেন—জগতের সকল জীবের অধিপতি; কিন্তু উদ্ধার করিতে গেলেন—দস্যুগণ কর্তৃক অপহৃত কয়েকটী গাভী! আর, সেই জন্যই তাঁহার বিজয়দুন্দুভি-নিনাদে বেদের অঙ্গ পরিপূর্ণ হইল! এই হইল—বেদ! এই হইল—বেদের ব্যাখ্যা! আর এই বেদকেই আমরা মস্তকে ধারণ করি! পাশ্চাত্য-জাতি যে বেদকে আদিম অসভ্য জাতির অসম্বদ্ধ অস্ফুট বাক্য বলিয়া ঘোষণা করিবেন, অথবা অপর কেহ যে উহাকে 'চাষার গান' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া যাইবেন; দোষ—তাঁহাদিগের কিছুই নাই! দোষ—সকলই আমাদিগের অদৃষ্টের! আমরাই বেদকে এইরূপ কলুষ-কলঙ্ক-লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছি; তাই এরূপ ঘটিতেছে!

যাউক। বৃথা ক্ষোভ প্রকাশে প্রয়োজন নাই। এখনও যদি কিছু সত্যতত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে পারা যায়, তৎপক্ষে চেষ্টা পাওয়াই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি।

এই সূক্তের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও দেবতায় ভগবত্ত্ব আরোপিত দেখি। তিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণিজাতের অধিপতি পালক ও রক্ষক। অথচ, সত্য সত্য যিনি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মপরায়ণ সাধক তাঁহার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ অগ্রগামী হইয়া তাঁহার উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ জ্ঞান-কিরণ-সমূহকে প্রদান করেন। সকলেরই তিনি রক্ষক বটেন; সকলেরই প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি আছে সত্য; কিন্তু তথাপি যাঁহারা সাধু সৎকর্ম্মপরায়ণ, তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার করুণার ধারা সর্ব্বাগ্রে বর্ষিত হইয়া থাকে। সাধুর হৃদয়ে তিনি জ্ঞানের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত করেন; তাহার ফলে, রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয়, পাপ-প্রবৃত্তিসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মন্ত্রের মধ্যে তিনটী 'যঃ' পদ আছে। তদুপলক্ষে দেবতার ত্রিবিধ মাহাত্ম্য-তত্ত্ব প্রখ্যাত হইয়াছে। মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশে, "যঃ বিশ্বস্য জগতঃ প্রাণতঃ পতিঃ" বাক্যাংশে, তিনি যে সর্ব্ব জগতের সকলের অধিপতি, তাঁহারই অনুশাসনে যে বিশ্ব পরিচালিত হইতেছে, তিনিই যে জগৎকে ও প্রাণিগণকে রক্ষা করিতেছেন—এই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। ঐ চরণের দ্বিতীয় অংশে, "যঃ ব্রহ্মণে প্রথম গাঃ অবিন্দৎ" পদ-পঙ্ক্তিকে, তিনি যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মপর সাধুকে জ্ঞানদান

করিতেছেন, এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি। এই অংশের 'ব্রহ্মণে' ও 'গাঃ' পদদ্বয় সমস্যামূলক। ব্রহ্মণে পদে কেহ বা ব্রাহ্মণকে এবং ভাষ্যকার 'ব্রাহ্মণজাতি-সকলকে বা অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'গাঃ' পদে সকলেই 'গাভীগণকে' নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, ব্রাহ্মণগণকে তিনিই প্রথম গাভী দান করেন—ইহাই ঐ অংশের চলিত কলিত অর্থ। কিন্তু আমরা বলি, 'ব্রহ্মণে' পদে এখানে এই সাধারণ ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইতেছে না এবং 'গাঃ' পদেরও গাভীগণ অর্থ এখানে সঙ্গত হয় না। যিনি বিশ্বের অধিপতি বিশ্বেশ্বর, তিনি ব্রাহ্মণকে কয়েকটা গাভী প্রদান করিলেন, তাহাই কি হইল—তাঁহার বেদবেদ্য কাজ! যাহা হউক, এখানকার মর্ম্ম এই যে,—সাধুপথ অবলম্বন করিলে, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিলে, ভগবান আপনিই আসিয়া মানুষকে জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তোলেন।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশে, দ্বিতীয় চরণের প্রথম বিভাগে, "যঃ অধরান্ দস্যূন্ অবাতিরৎ" বাক্যাংশে, তিনি যে দস্যুগণকে নিকৃষ্ট করিয়া হনন করেন—এইরূপ অর্থ প্রচলিত দেখি। কিন্তু আমরা বলি, 'অধরান্' পদ 'দস্যূন্' পদের বিশেষণ; এবং 'দস্যূন্' পদে রিপুগণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই দৃষ্টিতে 'অধরান্' পদে দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করা যায়। প্রথমতঃ, রিপুগণের নিকৃষ্ট কার্য্যকে অর্থাৎ নিকৃষ্টকার্য্যসম্পন্ন রিপুগণকে ঐ পদে বুঝাইতে পারে। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে—রিপুগণের আবার নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ভেদ আছে না কি? আছে বৈ কি! রিপুগণও সময়ে সময়ে সৎকর্ম্মে সহায় হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত,—লোভরূপ রিপু যখন সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে ভগবৎ-কার্য্যে নিযুক্ত হয় অর্থাৎ মানুষকে যখন সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে লোভপরায়ণ দেখি, তখনই রিপুর কার্য্য উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করা যায়; কিন্তু সেই লোভ-রিপু আবার যখন পরস্বাপহরণ প্রভৃতিতে মানুষকে নিযুক্ত করে, অপকর্ম্ম-করণে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে তখন লোভের কার্য্যকে নিকৃষ্ট কার্য্য বলা যায়। এইরূপ প্রত্যেক রিপুর কার্য্যাকার্য্যে প্রকৃষ্টত্বের ও নিকৃষ্টত্বের আরোপ করিতে পারি। এই দৃষ্টিতে অর্থ পাই, নিকৃষ্টকার্য্যকারী যে রিপুগণ, সেই দেবতা তাহাদিগের সংহারসাধন করেন। ঐ মন্ত্রাংশে

এই এক ভাব প্রাপ্ত হই। আর এক ভাব 'অধরান্' পদের অন্য অর্থ পরিকল্পনায় গ্রহণ করিতে পারি। সে অর্থ—সেই দস্যুগণ অ-ধর অর্থাৎ অদৃশ্য। তাহারা অদৃশ্য থাকিয়া কার্য্য করে, তাই তাহাদিগকে 'অধরান্' বলা যায়। এইরূপ বিচারে, এখানে মানুষ-দস্যুর কল্পনা একেবারে উড়িয়া যায়। সে দস্যুগণ দেহধারী নহে; তাহাদিগকে দৃশ্যতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহারা অদৃশ্য থাকিয়া কার্য্য করে। এই দৃষ্টিতে, কামক্রোধাদি রিপুগণই যে এখানকার লক্ষ্যস্থল, তাহা স্পষ্টতঃই প্রতীত হইবে।

মন্ত্রের উপসংহারের প্রার্থনা যথাপূর্ব্ব অপরিবর্ত্তিতই আছে। আমার মধ্যে বিবেকোদয় হউক; ভগবান্ আমাতে সম্মিলিত হউন; তাঁহার সখিত্বের উপযোগী গুণগ্রামে আমার হৃদয়-বিভূষিত হউক; ভগবান্ আমায় কৃপা করুন। ইহাই মন্ত্রের মুখ্য প্রার্থনা। (১ম—১০১সূ—৫ঋ)॥

—•—

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলম্। একাধিকশততমং সূক্তম্। ষষ্ঠী ঋক্।)

যঃ শূরেভির্হব্যো যশ্চ ভীরুভির্যো ধাবদ্ভির্হূয়তে

যশ্চ জিগ্যুভিঃ।

ইন্দ্রং যং বিশ্বা ভুবনাভি সন্দধুর্মরুত্বন্তং

সখ্যায় হবামহে ॥ ৬ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণম্।

যঃ। শূরেভিঃ। হব্যঃ। যঃ। চ। ভীরুঽভিঃ। যঃ। ধাবৎঽভিঃ। হূয়তে।
যঃ। চ। জিগ্যুঽভিঃ।
ইন্দ্রম্। যম্। বিশ্বা। ভুবনা। অভি। সম্ঽদধুঃ। মরুত্বন্তম্।
সখ্যায়। হবামহে ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (দেবঃ) 'শূরেভিঃ' (শৌর্য্যোপেতৈঃ পুরুষৈঃ) 'হব্যঃ' (আহ্বাতব্যঃ, পূজ্যঃ) ভবতি ইতি শেষঃ, 'চ' (এবং) 'যঃ' (দেবঃ) 'ভীরুভিঃ' (ভয়ভীতৈঃ জনৈঃ অপি) আহ্বাতব্যঃ পূজ্যঃ বা ভবতি ইতি শেষঃ; অপিচ 'যঃ' (দেবঃ) 'ধাবদ্ভিঃ' (পরাজয়েন পলায়মানৈঃ, শত্রুনা আক্রান্তৈঃ জনৈঃ) 'হূয়তে' (রক্ষার্থং আহূয়তে), 'চ' (তথা) 'যঃ' (দেবঃ) 'জিগ্যুভিঃ' (প্রাপ্তজয়ৈঃ জনৈঃ অপি) আহূয়তে ইতি শেষঃ; তথা 'যং ইন্দ্রং' (প্রসিদ্ধং বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'বিশ্বা ভুবনা' (সর্ব্বাণি ভূতজাতানি, বিশ্বসংসারঃ ইত্যর্থঃ) 'অভি সন্দধুঃ' (আভিমুখ্যেন স্থাপয়ন্তি—স্বেষু কার্য্যেষু ইতি যাবৎ) 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্ভিঃ সহযুতং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ মিলিতং তং দেবং ইত্যর্থঃ) 'সখ্যায়' (সখিত্বলাভায়) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়াম, অনুসরণং করবাম ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—জেতৃবিজেতৃভিঃ তথা ধনিদরিদ্রৈঃ সম্পূজিতং তং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং বিবেকসহযুতেন মনসা বয়ং নিত্যকালং পূজয়াম—ইতি সঙ্কল্পঃ। (১ম—১০১সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যে দেবতা শৌর্য্যসম্পন্ন পুরুষগণ কর্ত্তৃক আহূত হয়েন, এবং যে দেবতা ভয়ভীত জনগণ কর্ত্তৃকও আহূত হয়েন; অপিচ, যে দেবতা শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত জনের রক্ষার নিমিত্ত আহূত হয়েন, এবং যে দেবতা জয়প্রাপ্ত জন কর্ত্তৃকও আহূত হয়েন; আর, প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে ভগবান ইন্দ্রদেবকে সকল ভূতজাত অর্থাৎ বিশ্বসংসার আপনাদিগের সকল কর্ম্মের মধ্যে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত রাখেন; মরুদ্গণ-সহযুত অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত মিলিত সেই দেবতাকে সখিত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন আহ্বান করি—যেন অনুসরণ করি। (ভাব এই যে,—জেতা

ও বিজেতা-গণ কর্তৃক এবং ধনবান ও দরিদ্র-গণ কর্তৃক সম্পূজিত সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে বিবেক-সহযুত মনের দ্বারা আমরা নিত্যকাল যেন পূজা করি—ইহাই সঙ্কল্প।)॥ (১ম—১০১সূ—৬ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যঃ ইন্দ্রঃ শূরেভিঃ শৌর্য্যোপেতৈঃ পুরুষৈর্হবো যোদ্ধুমাহ্বাতব্যঃ যশ্চ ভীরুভির্ভয়শীলৈঃ কাতরৈঃ পুরুষৈঃ সহায়ার্থমাহ্বাতব্যঃ। অপিচ স ইন্দ্রো ধাবদ্ভিঃ পরাজয়েন পলায়মানৈর্হূয়তে রক্ষার্থমাহূয়তে। যশ্চ জিগ্যুভিঃ প্রাপ্তজয়ৈরপ্যাহূয়তে। যং চেন্দ্রং বিশ্বা ভুবনা সর্ব্বাণি ভূতজাতানি স্বেষু স্বেষু কার্য্যেষ্বভিসন্দধুঃ। আভিমুখ্যেন স্থাপয়ন্তি। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায়াহ্বয়ামহে॥

শূরেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। হব্যঃ। হ্বয়তেরচোযদিতি যৎ। হ্বে ইত্যনুবৃত্তৌ বহুলং ছন্দসীতি সংপ্রসারণং। গুণঃ। গুণে ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈবেত্যবাদেশঃ। ভীরুভিঃ। ভিয়ঃ ক্রুক্লুকনৌ। উ০ ২।৩২। ইতি ক্রুপ্রত্যয়ঃ। ধাবদ্ভিঃ। সৃ গতৌ। সর্ত্তেবেগিতায়াং শাপ পাধেত্যাদিনা ধাবাদেশঃ। শপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং। শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। জিগ্যুভিঃ। জি জয়ে। লিটঃ ক্বসুঃ। দ্বিবচনে সন্

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যঃ' ইন্দ্র 'শূরেভিঃ' শৌর্য্যোপেত পুরুষগণ কর্তৃক 'হব্যঃ' যুদ্ধ করিতে আহ্বাতব্য, 'যশ্চ ভীরুভিঃ' এবং যিনি ভয়শীল কাতর পুরুষগণ কর্তৃক সহায়ার্থ আহ্বাতব্য; অপিচ 'যঃ' ইন্দ্র 'ধাবদ্ভিঃ' পরাজয়ে পলায়মানগণ কর্তৃক 'হূয়তে' রক্ষার্থ আহূত হয়েন; 'যশ্চ' এবং যিনি 'জিগ্যুভিঃ' প্রাপ্তজয় জনগণ কর্তৃক আহূত হয়েন; 'যং' এবং যে 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'বিশ্বা ভুবনা' সকল ভূতজাত আপনাদিগের স্ব স্ব কর্ম্মসমূহে 'অভিসন্দধুঃ' অভিমুখে স্থাপন করেন; সেই মরুদ্গণ-সহযুত ইন্দ্রকে সখ্যের নিমিত্ত আমরা আহ্বান করিতেছি।

শূরেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিস-স্থানে ঐস-ভাব। হব্যঃ। 'হ্বয়তে'র স্থলে 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়। 'হ্বে' ইত্যাদি অনুবৃত্তিতে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি অনুবৃত্তিতে সম্প্রসারণ। তাহার গুণ। 'ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' ইত্যাদি নিয়মে অবাদেশ। ভীরুভিঃ। 'ভিয়ঃ ক্রুক্লুকনৌ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ২।৩২) ক্রু-প্রত্যয়। ধাবদ্ভিঃ। সৃ-ধাতু গত্যর্থক। 'সর্ত্তের্বেগিতায়াং' ইত্যাদিতে শপ্; তাহাতে 'পাঘ্রেত্যাদিনা' সূত্রে ধাব আদেশ। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। 'শতুশ্চ লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ' ইত্যাদি নিয়মে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। জিগ্যুভিঃ। জি-ধাতু জয়ার্থক। লিটে ক্বসু-প্রত্যয়। দ্বিবচনে 'সন্ লিটোর্জ্জেঃ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাস-হেতু উত্তরের জ-কারের

লিটোর্জেরিত্যভ্যাসাদুত্তরস্য অকারস্য কুত্বং। তিঙ্স্বপয়াদিষ্বেন উভাবলোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণম্। ছান্দসোহভ্যাসলোপঃ॥ (১ম—১০১সূ—৬ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে দ্বাদশো বর্গঃ॥ ১।৭।১২॥

• • •

ষষ্ঠ (১।১০১) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যের সহিত আমাদিগের ঐকমত্য দৃষ্ট হইবে। 'মরুত্বন্তং' প্রভৃতি পদের মর্ম্মার্থ বিষয়ে যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হইবে, তদ্বিষয় পূর্ব্বেই আলোচনা করা গিয়াছে।

যে দেবতা বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি, সংসারের কে না কোন্ কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করেন? বলের ও ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী কে নহেন? সেই বলৈশ্বর্য্য যেখানে কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে; কি শূর, কি ভীরু, কি শত্রুগণ কর্তৃক আক্রান্ত জন, কি জয়যুক্ত জন, সকলেই তাঁহার অনুসরণ করেন। এ মন্ত্রের সঙ্কল্প এই যে,—আমরা যেন সেই দেবতার অনুসরণ করি, আমরা যেন বলৈশ্বর্য্যের সঞ্চয়ে নিয়ত উদ্বুদ্ধ থাকি। এই ভাব এই লক্ষ্যেই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০১সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

রুদ্রাণামেতি প্রদিশা বিচক্ষণো রুদ্রেভির্যোষা

তনুতে পৃথু জ্রয়ঃ।

ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চ্চতি শ্রুতং মরুত্বন্তং

সখ্যায় হবামহে॥ ৭॥

কুত্ব। তিঙ্গে অয়স্মাদিষ্বের দ্বারা উভ-হেতু 'বলোঃ সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। ছান্দসে অভ্যাস-লোপ॥ (১ম—১০১সূ—৬ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

রুদ্রাণাং। এতি। প্রঽদিশা। বিঽচক্ষণঃ। রুদ্রেভিঃ। যোষা।

তনুতে পৃথু। জ্রয়ঃ।

ইন্দ্রং। মনীষা। অভি। অর্চতি। শ্রুতং। মরুত্বন্তং।

সখ্যায়। হবামহে ॥ ৭ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিচক্ষণঃ' (জ্ঞানী, প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) 'রুদ্রাণাং' (ভীষণানাং পরীক্ষাণাং, যদ্বা—বিবেকরূপিণাং দেবানাং) 'প্রদিশা' (সুফলপ্রদানেন) 'এতি' (ঊর্দ্ধং গচ্ছতি, পরমং পদং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); তথা 'রুদ্রেভিঃ' (কঠোরাভিঃ পরীক্ষাভিঃ, যদ্বা—বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ—প্রদত্তং ইতি যাবৎ) 'যোষা' (উপদেশং ইতি ভাবঃ) 'পৃথু' (বিস্তীর্ণং, প্রগাঢ়ং) 'জ্রয়ঃ' (বেগং, প্রভাবং) 'তনুতে' (বিস্তারয়তি); জ্ঞানিষু ক্রিয়মাণঃ বিবেকস্য প্রভাবঃ লোকানাং পরিত্রাণকারণং ভবতি ইতি ভাবঃ; 'শ্রুতং' (প্রখ্যাতং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং যং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'মনীষা' (প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) 'অভ্যর্চতি' (আভিমুখ্যেন স্তৌতি, অনুসরতি ইত্যর্থঃ), 'মরুত্বন্তং' (মরুদ্গণসহযুক্তং, বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সাম্মিলিতং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং তং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'হবামহে' (বয়ং আহ্বয়ামহে)। তাৎপর্য্যার্থঃ—জ্ঞানিনঃ বিবেকানুসারিতয়া বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ভগবন্তং আরাধয়ন্তি; অতঃ বয়ং তং দেবং অনুসরণং করিষ্যাম। (১ম—১০১সূ—৭ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানী প্রজ্ঞানসম্পন্ন জন, ভীষণ পরীক্ষাসমূহের অথবা বিবেকরূপী দেবগণের সুফল-প্রদানের দ্বারা, ঊর্দ্ধে গমন করেন অর্থাৎ পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং কঠোর পরীক্ষাসমূহের দ্বারা অথবা বিবেকরূপী দেবগণের দ্বারা প্রদত্ত উপদেশ, বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় প্রভাবকে বিস্তার করে; (ভাব এই যে, জ্ঞানিগণের মধ্যে ক্রিয়মাণ বিবেকের প্রভাব লোকসমূহের পরিত্রাণ-কারণ হয়); প্রখ্যাত বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন স্তুতি করেন অর্থাৎ অনুসরণ করেন, মরুদ্গণ-সহযুক্ত

অর্থাৎ বিবেকরূপী দেবগণের সহিত সম্মিলিত সেই ভগবান্ ইন্দ্র-দেবকে আমরা আহ্বান করিতেছি। (তাৎপর্য্যার্থ,—জ্ঞানিগণ বিবেকানু-সারিতার দ্বারা বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবানকে আরাধনা করেন ; অতএব, আমরা সেই দেবতার অনুসরণ করিব।)॥ (১ম—১০১সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিচক্ষণঃ সূর্য্যাত্মনা প্রকাশমান ইন্দ্রো রুদ্রপুত্রাণামধ্যাত্মং প্রাণরূপেণ বর্ত্তমানানাং মরুতাং যদ্বা রোদয়িতৄণাং প্রাণানাং। প্রাণা হি শরীরান্নির্গতাঃ সন্তো বন্ধুজনান্ রোদয়ন্তি। প্রদিশা প্রদেশনেন মনুষ্যেভ্যঃ প্রদানেন সহৈতি। অন্তরিক্ষে গচ্ছতি। তথা চাম্নায়তে। যোঽসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাং ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতীতি। অপিচ রুদ্রেভিরভিভূতং বর্ত্তমানৈঃ রুদ্রপুত্রৈর্মরুদ্ভির্ঘোষা মাধ্যমিকা বাক্ পৃথু বিস্তীর্ণং ধ্রয়ো বেগং তনুতে বিস্তারয়তি। প্রসঙ্গাদত্র মরুতাং স্তুতিঃ। তৈর্মরুদ্ভিঃ সহ বর্ত্তমানং শ্রুতং প্রখ্যাতং সূর্য্যাত্মানমিন্দ্রং মনীষা স্তুতিলক্ষণা বাক্ অভ্যর্চ্চতি। আভিমুখ্যেন স্তৌতি। তং মরুত্বন্তমিন্দ্রং সখ্যায় হবামহে॥

প্রদিশা। দিশ অতিসর্জ্জনে। সম্পদাদি লক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। ধ্রয়ঃ। ধ্রিঙ্ অভিভবে। ধ্রীয়তেঽভিভূয়তেঽনেনেতি ধ্রয়ো বেগঃ। করণেঽসুন্। মনীষা। ঈষা অক্ষাদিত্বাৎ প্রকৃতিভাবঃ॥ (১ম—১০১সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিচক্ষণঃ' সূর্য্যাত্মার দ্বারা প্রকাশমান ইন্দ্র 'রুদ্রাণাং' রুদ্রপুত্রগণের অধ্যাত্ম-প্রাণরূপে বিদ্যমান মরুদ্গণের অথবা রোদয়িতৃ প্রাণসমূহের। প্রাণসকল শরীর হইতে নির্গত হইয়া বন্ধুজনগণকে রোদন করায়। 'প্রদিশা' প্রদেশনের মনুষ্যগণকে প্রদানের সহিত 'এতি' অন্তরিক্ষে গমন করে। এইরূপ আম্নাত আছে,—'যোঽসৌ তপন্নুদেতি স সর্ব্বেষাম্ ভূতানাং প্রাণানাদায়োদেতি' (তৈ০ আ০ ১) ইতি। অপিচ, 'রুদ্রেভিঃ' অভিভূত বর্ত্তমান রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ কর্ত্তৃক 'ঘোষা' মাধ্যমিকা বাক 'পৃথু' বিস্তীর্ণ 'ধ্রয়ঃ' বেগকে 'তনুতে' বিস্তার করে। প্রসঙ্গক্রমে এখানে মরুদ্গণের স্তুতি। সেই মরুদ্গণের সহিত বর্ত্তমান 'শ্রুতং' প্রখ্যাত সূর্য্যাত্মা 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'মনীষা' স্তুতি লক্ষণ বাক্য 'অভ্যর্চ্চতি' আভিমুখ্যে স্তব করে। সেই মরুদ্গণ-সহযুক্ত ইন্দ্রকে আমরা সখিত্বের নিমিত্ত আহ্বান করি।

প্রদিশা। দিশ ধাতু অতিসর্জ্জন অর্থ প্রকাশ করে। সম্পদাদি লক্ষণে ভাবে ক্বিপ। ধ্রয়ঃ। ধি ধ্রি ধাতু অভিভব অর্থ প্রকাশ করে। উহার দ্বারা ধ্রিয়তে অর্থাৎ অভিভূত হয়—এই অর্থে ধ্রয়ঃ পদে বেগ বুঝায়। করণে অসুন্-প্রত্যয়। মনীষা। ঈষা শব্দ অক্ষাদিত্ব-হেতু প্রকৃতিভাব। (১ম—১০১সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১১০২) ঋকের বিশদার্থ

—০:০—০:০—

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ হইতে সম্পূর্ণ নূতন ভাবের প্রকাশক হইয়াছে। কি সূত্রে, কোন্ পদের কিরূপ অর্থ পরি-গ্রহণে, এই ভাব-ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিবার পক্ষে ভাষ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ তুলনায় আলোচনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ভাষ্যের ভাব ভাষ্যের বঙ্গানুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যাও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা ;—

(১ "(সূর্য্যরূপ) আলোকময় ইন্দ্র (সকল ভূতের প্রাণস্বরূপ) রুদ্রদিগকে গ্রহণ করিয়া উদিত হয়েন, এবং সে রুদ্রদিগের দ্বারা বাক্য বেগযুক্ত হইয়া বিস্তারিত হয়। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতিলক্ষণ বাক্য পূজা করে। তাঁহাকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।"

(2) "Refulgent in the Rudra's region he proceeds, and with the Rudras through the wide speeds the Dame.

The hymn of praise extolls Indra the far-renowned : him girt by Maruts we invoke to be our Friend."

দুই প্রকার ব্যাখ্যায় একটু পার্থক্য লক্ষিত হইবে। বঙ্গানুবাদটী ভাষ্যেরই অনুসারী ; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটী একটু স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। যাহা হউক, এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রত্যেক পদ অনুশীলন-সাপেক্ষ। মন্ত্রে আছে—'বিচক্ষণঃ' পদ। উহা হইতে ভাষ্যে সূর্য্যরূপ ইন্দ্রকে কল্পনা করা হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ প্রায় তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে জ্ঞানীকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনকে বুঝাইতেছে। 'রুদ্রাণাং' পদে 'রুদ্রপুত্র মরুদ্গণ' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কেহ বা 'রুদ্রগণের' অর্থই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে ভীষণ পরীক্ষাসমূহের বিষয় দ্যোতনা করিতেছে। পক্ষান্তরে ঐ পদে 'মরুদ্গণ' অর্থ হইতে বিবেকরূপী দেবগণকে নির্দ্দেশ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত

পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা গিয়াছে। 'প্রদিশা' পদে 'প্রদানের দ্বারা' অর্থ হইতেই 'সুফল-প্রদানের দ্বারা' ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবেকের অনুশাসনে অথবা ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া মানুষ যে সুফল প্রাপ্ত হয়, এখানে তাহাই পরিব্যক্ত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। 'এতি' পদে ঊর্দ্ধগমন হইতে পরম-পদ প্রাপ্তির ভাব আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম অংশে, "বিচক্ষণঃ রুদ্রাণাং প্রদিশা এতি" পদ-চতুষ্টয়ে, ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—জ্ঞানী জন ভীষণ পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া বিবেকরূপী দেবগণের কৃপায় পরম পদ লাভ করেন। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশে, "রুদ্রেভিঃ যোষা পৃথু জ্রয়ঃ তনুতে" পদ-কয়েকটীতে, ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'কঠোর পরীক্ষাসমূহের দ্বারা অথবা বিবেকানুশাসনে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হই, তদ্দ্বারা আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় দেখিতে পাই।' এই অংশের অন্তর্গত 'যোষা' পদ বিবিধ ভাব প্রকাশ করে। ভাষ্যের অনুসরণেই ঐ পদে উপদেশ-বাক্য অর্থ প্রাপ্ত হই। অপিচ 'যোষা' পদে সহধর্ম্মিণী অর্থ গ্রহণ করিলেও ঐ ভাবই আসিতে পারে। বিবেকের সহধর্ম্মিণী সদুপদেশরূপ বাক্য সংসারে যে প্রভাব বিস্তার করে, তদ্দ্বারা যে শুভ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সে দৃষ্টিতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'মনীষা' পদ আলোচনা বিষয়ীভূত। ঐ পদে ভাষ্যে 'স্তুতিলক্ষণ বাক্য' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে প্রজ্ঞাকে বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন জনকে বুঝাইতেছে বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করি। প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাসম্পন্ন জন যে সেই প্রখ্যাত বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে পূজা করিয়া থাকেন—সেই দেবতার অনুসারী আছেন; "শ্রুতং ইন্দ্রং মনীষা অভ্যর্চ্চতি" বাক্যাংশে সেই ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে ভগবানের প্রভাবের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং উহার শেষাংশে ভগবদনুসরণে সঙ্কল্পের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই বোধগম্য হইবে। (১ম—১০১সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যদ্বা মরুত্বঃ পরমে সধস্থে যদ্বাবমে

বৃজনে মাদয়াসে।

অত আয়াহ্যধ্বরং নো অচ্ছা ত্বায়া

হবিশ্চকৃমা সত্যরাধঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। বা। মরুত্বঃ। পরমে। সধঽস্থে। যৎ। বা। অবমে।

বৃজনে। মাদয়াসে।

অতঃ। আ। যাহি। অধ্বরং। নঃ। অচ্ছ। ত্বাঽয়া।

হবিঃ। চকৃম। সত্যঽরাধঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুত্বঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সংযুত হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যদ্বা' (যদি বা) 'পরমে' (উৎকৃষ্টে, শ্রেষ্ঠে) 'সধস্থে' (সহস্থানে, গৃহে) অধিতিষ্ঠসি ইতি শেষঃ, 'যদ্বা' (যদি বা) 'অবমে' (অর্ব্বাচীনে, নবীনে) 'বৃজনে' (গৃহে) 'মাদয়াসে' (তৃপ্তঃ বর্ত্তসে); 'অতঃ' (অতঃপরং, অনুকম্পাপ্রদর্শনপূর্ব্বকং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অধ্বরং' (যজ্ঞং, কর্ম্মানুষ্ঠানং) 'অচ্ছ' (আভিমুখ্যেন) 'আয়াহি' (আগচ্ছ); 'সত্যরাধঃ' (হে সত্যধন, হে সৎস্বরূপ) 'ত্বায়া' (ত্বৎকামনয়া) 'হবিশ্চকৃম' (বয়ং ত্বাং পূজয়াম ইতি ভাবঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে ভগবন্! স্বর্গে বা মর্ত্তে যস্মিন্ আনন্দময়ে স্থানে ত্বং তিষ্ঠসি, অস্মাকং কর্ম্মণি তব সম্বন্ধঃ অক্ষুণ্ণঃ ভবতু। (১ম—১০১সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী দেবগণ সংযুক্ত হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! যদি বা আপনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠান করেন, যদি বা আপনি নবীনগৃহে সতৃপ্ত বিদ্যমান রহেন; অতঃপর অনুকম্পাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান-অভিমুখে আগমন করুন। হে সত্যধন (সৎস্বরূপ)! আপনাকে কামনা করিয়া আমরা আপনাকে পূজা করিতেছি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে যে আনন্দময় স্থানেই আপনি অবস্থান করুন, আমাদিগের কর্ম্মে আপনার সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ হউক।)॥ (১ম—১০১সূ—৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মরুত্বঃ! মরুদ্ভির্যুক্তেন্দ্র পরম উৎকৃষ্টে সধস্থে সহস্থানে গৃহে যদ্বা যদি বা মাদয়াসে তৃপ্তো বর্ত্তসে। যদ্বা যদি বাবমে অর্ব্বাচীনে বৃজনে। বৃজ্যতে রিক্তী-ক্রিয়তেঽস্মিন্ধনমিতি বৃজনং গৃহং। তস্মিন্মাদয়াসে। অতোঽস্মাদুভয়বিধাৎ স্থানান্নোঽ-স্মাকং অধ্বরং যজ্ঞমচ্ছাভিমুখ্যেনায়াহি। আগচ্ছ। হে সত্যরাধঃ সত্যধন ত্বায়া ত্বৎকামনয়া বয়ং হবিশ্চকৃম। কৃতবন্তঃ॥

মরুত্বঃ। মতুবসো রুরিতি সংবুদ্ধৌ নকারস্য রুত্বং। সধস্থে। সুপি স্থ ইতি কপ্রত্যয়ঃ। সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসীতি সহস্য সাধাদেশঃ। মাদয়াসে। মদ তৃপ্তিযোগে। চুরাদিরাত্মনেপদী। লেটোঽডাগমঃ। ত্বায়া। ত্বামাত্মন ইচ্ছতি। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মরুত্বঃ' মরুদ্গণ কর্ত্তৃক যুক্ত ইন্দ্র! 'পরমে' উৎকৃষ্ট 'সধস্থে' সহস্থানে গৃহে 'যদ্বা' যদি বা 'মাদয়াসে' তৃপ্ত বর্ত্তমান হয়েন, 'যদ্বা' যদি বা 'অবমে' অর্ব্বাচীন 'বৃজনে'। বৃজ্যতে অর্থাৎ শূন্য করে উহাতে ধন—এই অর্থে বৃজনং পদে গৃহ বুঝায়; তাহাতে। গৃহে 'মাদয়াসে' তৃপ্ত বর্ত্তমান হয়েন। 'অতঃ' এই উভয়বিধ স্থান হইতে 'নঃ' আমাদিগের 'অধ্বরং' যজ্ঞের 'অচ্ছা' অভিমুখে 'আয়াহি' আগমন করুন। হে 'সত্যরাধঃ' সত্যধন! 'ত্বায়া' আপনাকে কামনার দ্বারা আমরা 'হবিশ্চকৃমঃ' হবিঃ প্রদান করিতেছি।

মরুত্বঃ। 'মতুবসো রুঃ' ইত্যাদি সূত্রে সম্বুদ্ধ নকারের রুত্ব হইয়াছে। সধস্থে। 'সুপি স্থঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক-প্রত্যয়। 'সধমাদস্থয়োশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সহের স্থানে সাধ আদেশ। মাদয়াসে। মদ ধাতু তৃপ্তি-যোগ অর্থ বুঝায়। চুরাদিগণীয়। আত্মনেপদী। লেটে অট্ আগম। ত্বায়া। তোমাকে আপনি ইচ্ছা করে—এই অর্থে—'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'প্রত্যয়োত্তরপদশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ম-পর্য্যন্তের ত্ব আদেশ।

প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতি মপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। বাত্তয়েন দকারস্তাবং। অপ্রত্যয়াদিত্যাকারপ্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্॥ (১ম—১০১সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (১১০৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'হে ভগবন্! স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে যেখানে যে উৎকৃষ্টস্থানেই আপনি অবস্থিত করুন না কেন, আমাদিগের কর্ম্ম আপনার সহিত সম্বন্ধযুত হউক; অর্থাৎ, আমরা যেন এমন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, যে কর্ম্ম আপনাকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে সমর্থ হয়।'

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'পরমে সধস্থে' এবং 'অবমে বৃজনে' পদকয়েকটীর বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। আমরা মনে করি, ঐ দুই বাক্যাংশে যথাক্রমে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ স্থানের বিষয় এবং মর্ত্ত্যের অভিনব স্থানের প্রসঙ্গ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবান্ বা দেবগণ স্বর্গে যে নিত্য-বিরাজিত আছেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। পরন্তু এই মর্ত্ত্যভূমেও অভিনব স্থানসমূহে তাঁহাদিগের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয়। যে কর্ম্ম অভিনব, যে কর্ম্ম চিরনূতন, তাহাকেই তাঁহার কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইরূপে বুঝা যায়, যেখানে সত্ত্বভাব বিদ্যমান আছে, যেখানে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলিয়াছে, যেখানে অভিনব সৎকর্ম্ম-সংযোগ ঘটিয়াছে, সেখানেই ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন—অধিষ্ঠিত থাকিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন—আনন্দ বিলাইতেছেন।

আমরা সৎকর্ম্মবিমুখ, পাপানুষ্ঠান-রত; তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন—আমাদিগের কর্ম্মকে সত্ত্বভাবযুত করিয়া লউন। এবম্বিধ প্রার্থনা-পরম্পরাই এ মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। অন্যান্য পদের মর্ম্মার্থ ভাষ্যের অনুবাদে এবং আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় বোধগম্য হইবে। (১ম—১০১সূ—৮ঋ)।

বাত্তয়ের দ্বারা দ-কারের আত্ব। 'অপ্রত্যয়াৎ' ইত্যাদি সূত্রে অকার-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার লোপ। (১ম—১০১সূ—৮ঋ)॥

• • •

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

ত্বায়েন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ ত্বায়া

হবিশ্চকৃমা ব্রহ্মবাহঃ।

অধা নিযুত্বঃ সগণো মরুদ্ভিরস্মিন্যজ্ঞে

বর্হিষি মাদয়স্ব ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাঽয়া। ইন্দ্র। সোমং। সুসুম। সুঽদক্ষ। ত্বাঽয়া।

হবিঃ। চকৃম। ব্রহ্মঽবাহঃ।

অধ। নিযুত্বঃ। সহগণঃ। মরুৎঽভিঃ। অস্মিন্। যজ্ঞে।

বর্হিষি। মাদয়স্ব ॥ ৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদক্ষ' (শোভনকর্ম্মকারক) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ত্বায়া' (ত্বৎকামনয়া) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং) 'সুষুম' (বয়ং উদ্বোধয়াম—হৃদি ইতি যাবৎ); 'ব্রহ্মবাহঃ' (স্তোত্রেণ উপাসনয়া ইত্যর্থঃ প্রাপ্য হে ভগবন্) 'ত্বায়া' (ত্বৎকামনয়া) 'হবিঃ' (ত্বদুদ্দেশ্যে বিহিতং কর্ম্ম) 'চকৃম' (করবাম, যেন কর্ত্তুং শক্নুম ইতি ভাবঃ); 'নিযুত্বঃ' (হে জ্ঞানদ) 'অধ' (অনন্তরং) 'অস্মিন্ যজ্ঞে' (নিত্যক্রিয়মাণে কর্ম্মণি) 'মরুদ্ভিঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ) 'সগণঃ' (গণসহিতঃ সন্, সঙ্ঘসম্মিলিতঃ সন) 'বর্হিষি' (হৃদ্রূপে আস্তীর্ণে দর্ভে, অস্মাকং হৃদি ইতি যাবৎ) অবস্থিতপূর্ব্বকং 'মাদয়স্ব' (তৃপ্তঃ ভব, অস্মান্ পরিতৃপ্তান্ কুরু ইত্যর্থঃ)।

প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—ভগবতঃ কৃপয়া অস্মাসু শুদ্ধসত্ত্বং সঞ্চারিতং ভবতু। ভগবদুদ্দেশ্যে অস্মাকং কর্ম্মাণি বিহিতানি ভবন্তু, তথা দেবভাবেন বয়ং তৃপ্তাঃ ভবেম। (১ম—১০১সূ—৯ঋ)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভনকর্ম্মকারক হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে কামনা করিয়া আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি; স্তোত্রের অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা প্রাপ্য হে ভগবন্, আপনাকে কামনা করিয়া, আমরা যেন আপনার উদ্দেশ্যে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই; হে জ্ঞানদ! অনন্তর নিত্যক্রিয়মাণ কর্ম্মে বিবেকরূপী দেবগণের দ্বারা সত্ত্বসম্মিলিত হইয়া হৃদয়রূপ আস্তীর্ণ দর্ভে (আমাদিগের হৃদয়ে) অবস্থিতি-পূর্ব্বক তৃপ্ত হউন, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় আমাদিগের মধ্যে শুদ্ধসত্ত্ব সঞ্চারিত হউক, ভগবদুদ্দেশ্যে আমাদিগের কর্ম্মসমূহ বিহিত হউক, এবং দেবভাবের দ্বারা আমরা যেন তৃপ্ত হই।)॥ (১ম—১০.সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সুদক্ষ শোভনবলেন্দ্র ত্বায়া ত্বৎকামনয়া সোমং সুষুম। অভিষুতসোমা বয়ং। হে ব্রহ্মবাহঃ। ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণোহ্যমান প্রাপ্যমাণেন্দ্র ত্বায়া ত্বৎকামনয়া হবনীয়ে পুরোডাশলক্ষণং হবিশ্চকৃম। কৃতবন্তঃ। হে নিযুত্বঃ! নিযুতোঽশ্বাঃ তদ্বানিন্দ্র। অথ অথানন্তরং মরুদ্ভিঃ সপ্তগণরূপৈরেতৎসংজ্ঞৈর্দেবৈঃ সগণো গণসহিতঃ সন্নস্মিন্বর্ত্তমানে যজ্ঞে বর্হিষ্যাস্তীর্ণে দর্ভে উপাবশ্য মাদয়স্ব। তৃপ্তো ভব।

সুষুম। ষুঞ্ অভিষবে। লিটি ক্রাদিনিয়মপ্রাপ্তস্যেটোঽনিত্যমাগমশাসনমিতি বচনাদ ভাবঃ॥ (১ম—১০১সূ ৯ঋ)॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'সুদক্ষ' শোভনবল 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'ত্বায়া' আপনাকে কামনার দ্বারা 'সোমং, সুষুম' সোমকে আমরা অভিষুত করিয়াছি। হে 'ব্রহ্মবাহঃ' ব্রহ্ম-মন্ত্ররূপ স্তোত্রের দ্বারা বহমান প্রাপ্যমাণ ইন্দ্র! 'ত্বায়া' আপনাকে কামনার দ্বারা হবনীয় পুরোডাশলক্ষণ 'হবিশ্চকৃম' হবিঃ প্রদান করিয়াছি। হে 'নিযুত্বঃ' নিযুত-অশ্ব তদ্বৎ ইন্দ্র! 'অথ' (অথ) অনন্তর 'মরুদ্ভিঃ' সপ্তগণরূপের দ্বারা এতৎসংজ্ঞক দেবসমূহের দ্বারা 'স গণঃ' গণসহিত হইয়া 'অস্মিন্' বর্ত্তমান 'যজ্ঞে' 'বর্হিষি' যজ্ঞে আস্তীর্ণ দর্ভে উপবেশন করিয়া 'মাদয়স্ব' তৃপ্ত হউন।

সুষুম। ষুঞ্ ধাতু অভিষব অর্থ প্রকাশ করে। লিটে ক্রাদি-নিয়ম প্রাপ্তের ইটের, 'অনিত্যমাগমশাসনং' ইত্যাদি বচন-হেতু অভাব। (১ম—১০১সূ—৯ঋ)॥

• • •

নবম (১১০৪) ঋকের বিশদার্থ।

—•: × :•—

এই ঋকের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। বিভিন্ন পদের অর্থ-পরিগ্রহণ অনুসারে ভাবের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে। মন্ত্রে 'সোমং সুষুম' পদদ্বয় আছে। ঐ দুই পদ উপলক্ষে, সোমরস মাদকদ্রব্য 'অভিষুত' প্রস্তুত করা হয়—এই ভাব প্রধানতঃ পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'সোম' শব্দে যে সত্ত্বভাবকে বুঝায়, এ বিষয় আমরা পুনঃপুনঃ নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। 'সুষুম' পদ ষুঞ্ বা ষুঙ্ ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ঐ দুই ধাতুর এক অর্থে মোচনের ভাব প্রকাশ পায়। তদনুসারে ঐ পদে বন্ধনমোচনের জন্য উদ্বোধনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। দেবতাকে কামনা করিয়া যাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব আপনিই জাগিয়া উঠে। এখানে দেবতাকে সম্বোধন করিয়া প্রার্থনাকারী আপনাকে সত্ত্বভাবান্বিত করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। "ত্বায়েন্দ্র সোমং সুষুমা সুদক্ষ" বাক্যাংশে আমরা এই ভাবই গ্রহণ করি। প্রচলিত অর্থ—'হে শোভনবল ইন্দ্র! তোমাকে কামনা করিয়া আমরা সোমরস মাদকদ্রব্য প্রস্তুত করিতেছি।' কিন্তু আমাদিগের অর্থ হইল,—'হে শোভনকর্ম্মকারক ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আপনাকে কামনা করিয়া আমরা যেন হৃদয়ে সত্ত্বভাবকে জাগরিত করিতে পারি।'

এইরূপ মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের "ব্রহ্মবাহঃ ত্বয়া হবিঃ চকৃম" বাক্যাংশেও আমরা প্রার্থনার ভাব গ্রহণ করি। ভগবানের উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান—কামনাই এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। 'চকৃম' ক্রিয়াপদে, আমরা মনে করি, বর্ত্তমানকালের ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে সাধারণতঃ যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইন্দ্রদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক যেন বলা হইতেছে,—'হে দেব! আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ মরুদ্গণসহ আগমন করিয়া কুশাসনে উপবেশনপূর্ব্বক সোমপান করুন।' কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের ভাব অন্যরূপ। আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে দেবতার সম্বন্ধ সংসূচিত হউক, কর্ম্ম-মধ্যে দেবতা বা দেবভাব বিরাজমান রহুন। আমরা মন্ত্রাংশে এই

ভাবই গ্রহণ করি। মন্ত্রে একটি পদ আছে—'নিযুত্বঃ'। ঐ পদে অশ্ব-সহযুক্ত অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে জ্ঞান-সহযুক্ত অর্থাৎ জ্ঞান-প্রদ ভাব আসে। দেবতা জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন। অশ্বের সহিত বা পশুবিশেষের সহিত তাঁহাদিগের সম্বন্ধ পরিকল্পনা বিড়ম্বনা মাত্র। 'অস্মিন্ যজ্ঞে' পদে নিত্য-অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে বুঝায়। 'মরুদ্ভিঃ' পদে বিবেকরূপী দেবগণের সহিত অর্থ আসে। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই দৃষ্ট হইবে। 'বহিষি' ও 'মাদয়স্ব' পদদ্বয়ের বিষয়ও এ পক্ষে অনুভাবনীয়। (১ম—১০১সূ—৯ঋ)।

—:•:—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

মাদয়স্ব হরিভির্যে ত ইন্দ্র বিষ্যস্ব
শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে।
আ ত্বা সুশিপ্র হরয়ো বহন্তূশন্ হব্যানি
প্রতি নো জুষস্ব ॥ ১০ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

মাদয়স্ব। হরিহভিঃ। যে। তে। ইন্দ্র। বি। স্যস্ব।
শিপ্রে ইতি। বি। সৃজস্ব। ধেনে ইতি।
আ। ত্বা। সুহশিপ্র। হরয়ঃ। বহন্তু। উশন্। হব্যানি।
প্রতি। নঃ। জুষস্ব ॥ ১০ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যে' (প্রসিদ্ধাঃ হরয়ঃ জ্ঞানকিরণাঃ ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব অঙ্গীভূতাঃ) তৈঃ 'হরিভিঃ' (জ্ঞানকিরণৈঃ) 'মাদয়স্ব' (অস্মান্ পরিতৃপ্তান্ কুরু) ; তথা 'শিপ্রে' (জ্যোতিষি, তস্মিন্ জ্ঞানকিরণনিবহে ইত্যর্থঃ) 'বিষ্যস্ব' (অস্মান্ স্থাপয় সম্মিলয় বা) ; তথা চ 'ধেনে' (বাক্‌রূপে মন্ত্রে, ভগবদুপাসনায়াঃ ইতি ভাবঃ) 'বি সৃজস্ব' (বিস্তারয়, অস্মান্ বিনিবিষ্টান্ কুরু ইত্যর্থঃ) ; 'সুশিপ্র' (হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন শোভনজ্ঞানপ্রদ বা) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হরয়ঃ' (অস্মাকং জ্ঞানসমূহাঃ) 'আবহন্তু' (অস্মাকং কর্ম্মসু অস্মাসু বা আনয়ন্তু) ; তথা 'উশন্' (ত্বং অপি অস্মান্ কাময়মানঃ সন্) 'নঃ' (অস্মাকং) 'হব্যানি' (হবীংষি, কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'প্রতি জুষস্ব' (প্রত্যেকং সেবস্ব, প্রতিগৃহ্লীষ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ কুরু, অস্মাকং কর্ম্মভিঃ সহ মিলিতং চ ভব, তেন চ বয়ং যৎ উদ্ধারং প্রাপ্নুয়াম তৎ বিধেহি। (১ম—১০১সূ—১০ঋ)॥

• •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রসিদ্ধ যে হরিগণ (জ্ঞানকিরণসমূহ) আপনার অঙ্গীভূত, সেই জ্ঞানকিরণসমূহের দ্বারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন ; এবং সেই জ্ঞানকিরণনিবহে আমাদিগকে স্থাপিত বা সম্মিলিত করুন ; হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন (অথবা শোভনজ্ঞানপ্রদ)! আপনাকে আমাদিগের জ্ঞানসমূহ আমাদিগের কর্ম্মসমূহে (আমাদিগের মধ্যে) আনয়ন করুক ; এবং আপনিও আমাদিগকে কাময়মান হইয়া আমাদিগের হব্যসমূহ অর্থাৎ কর্ম্মসকল প্রত্যেকটী গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে প্রজ্ঞান-সম্পন্ন করুন, এবং আমাদিগের কর্ম্মসমূহের সহিত মিলিত হউন ; এবং তদ্দ্বারা আমরা যেন উদ্ধার প্রাপ্ত হই, তাহা বিহিত করুন।)॥ (১ম—১০১সূ—১০ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র হরিভিরশ্বৈঃ সহ মাদয়স্ব। তৃপ্তো ভব। যে তে তব স্বভূতাঃ। তদর্থং শিপ্রে হনূসংহতে বিষ্যস্ব। সোমপানার্থং বিযুক্তে কুরু। তথা ধেনে পানসাধন-ভূতে জিহ্বে-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'হরিভিঃ' অশ্বসমূহের সহিত 'মাদয়স্ব' তৃপ্ত হউন ; 'যে তে' যাহারা আপনার স্বভূত তাহাদিগের জন্য 'শিপ্রে' হনূসংহতিতে 'বিষ্যস্ব' সোমপানার্থ বিযুক্ত করুন ; এবং 'ধেনে' পানসাধনভূত জিহ্বাতে প্রতিজিহ্বাতে 'বিসৃজস্ব' সোমপানার্থে

প্রজিহ্বিকে বিসৃজস্ব। সোমপানার্থং বিশ্লিষ্টে কুরু। হে সুশিপ্র! শিপ্রে হনূ নাসিকে বা। শোভনশিপ্রেন্দ্র ত্বা ত্বাং হরয়োঽশ্বা আবহন্তু। অস্মদীয়ং যজ্ঞং প্রাপয়ন্তু। ত্বং চোশন্ অস্মান্ কাময়মানো নোঽস্মাকং হব্যানি হবীংষি প্রতিজুষস্ব প্রত্যেকং সেবস্ব। মোদাসিষ্ঠাঃ।

বিসৃষ্ব। ষোহন্ত কর্ম্মণি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। ওতঃ শ্যনীত্যোকারলোপঃ। উপসর্গাৎ সুনোতীতি ষত্বং॥ (১ম—১০১—১০ঋ)॥

•
•   •

দশম (১১০৫) ঋকের বিশদার্থ।

—০:•—•:০—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'হরিভিঃ শিপ্রে ধেনে' প্রভৃতি পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত দেখি। 'হরিভিঃ' পদে ঘোটক-সমূহের সহিত সম্মিলিত অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে; 'শিপ্রে পদে 'হনু' (চোয়াল) অর্থ গৃহীত হইতে দেখি; 'ধেনে' পদে জিহ্বা ও উপজিহ্বা অর্থ ব্যাখ্যাদিতে চলিয়া আসিয়াছে।

এই প্রকারে এই মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে তাহার দুইটী আদর্শ (একটি ইংরাজি ও একটি বাঙ্গলা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;—

(১) "হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণের সহিত হৃষ্ট হও; তোমার শিপ্র দুইটি খোল, (সোম-পানার্থ) তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা খোল। হে সুশিপ্র! তোমাকে অশ্বগণ এখানে আনয়ন করুক, তুমি আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর।"

(2) "Rejoice thee with thine own Bay Steeds, O Indra, unclose thy jaws and let thy lips be open.

Thou with the fair cheek, let thy Bay Steeds bring thee: gracious to us, be pleased with our oblations."

এই সকল ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র। ইন্দ্র আসিয়া মুখ-ব্যাদান করুন; তাঁহার মুখে সোমরস মাদকদ্রব্য ঢালিয়া দেওয়া যাইবে; তাহা

বিশ্লিষ্ট করুন; হে 'সুশিপ্র'! শিপ্র পদে হনুকে বা নাসিকাকে বুঝায় (নি• ৬।১৭)। শোভনশিপ্র ইন্দ্র! 'ত্বা' আপনাকে 'হরয়ঃ' অশ্বসমূহ 'আবহন্তু' আমাদিগের যজ্ঞকে প্রাপ্ত করুক; এবং 'উশন্' আমাদিগকে কাময়মান আপনি 'নঃ' আমাদিগের 'হব্যানি' হবিঃসমূহকে 'প্রতি জুষস্ব' প্রত্যেককে সেবা করুন; উদাসীন থাকিবেন না।

বিসৃষ্ব। ষোহন্ত ধাতু ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদী। দিবাদিত্ব-হেতু শ্যন্। 'ওতঃ শ্যনি' ইত্যাদি সূত্রে ওকার-লোপ। উপসর্গ-হেতু 'সুনোতি' পদে ষত্ব হইয়াছে॥ ১০॥

পান করিয়া তিনি এবং তাঁহার ঘোটক-গণ পরিতৃপ্ত হউন। ইহাই হইল—বেদ-মন্ত্র।

যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে; যৌক্তিকতা স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে। সে পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত প্রত্যেক পদের মর্ম্মানুশীলন আবশ্যক। 'হরিভিঃ' পদে জ্ঞানকিরণসমূহ অর্থে সঙ্গতি দেখি। এ বিষয় পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়াছি। 'শিপ্রে' পদে, জ্যোতির মধ্যে—জ্ঞানকিরণনিবহে অর্থই সঙ্গত হয়। পূর্ব্বে (১ম—৮১সূ—৮ঋ প্রভৃতিতে) এ বিষয় আলোচনা করা গিয়াছে। 'ধেনে' পদে ভাষ্যাদিতে পান-সাধন-রূপ জিহ্বা উপজিহ্বা অর্থ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নিরুক্ত প্রভৃতির অনুশীলনে আমরা নির্দ্দেশ করি, ঐ পদে বাক্য-রূপ মন্ত্রকে অর্থাৎ ভগবানের উপাসনাকে বুঝাইয়া থাকে। নিরুক্তে 'অথ বাঙ্নামানি' পর্য্যায়ে 'ধেনা' শব্দ পরিদৃষ্ট হয়। তাহা হইতে বাঙ্রূপ মন্ত্রের ভাব আসিয়া থাকে। এইরূপে 'ধেনে বিসৃজস্ব' বাক্যাংশে, 'আপনি জিহ্বা উপজিহ্বা বিস্তার করুন' এবম্বিধ প্রার্থনার পরিবর্ত্তে, 'ভগবানের উপাসনায় আমাদিগকে বিনিবিষ্ট করুন'—এই ভাব প্রাপ্ত হই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'সুশিপ্র' সম্বোধন-পদ উপলক্ষে 'হে সুন্দর হনু-বিশিষ্ট বা সুন্দর নাসিকা-বিশিষ্ট' অর্থ গৃহীত হইয়া আসিতেছে। * কিন্তু ঐ পদের প্রকৃত মর্ম্ম—'হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন অথবা হে শ্রেষ্ঠজ্ঞানপ্রদ'। "সুশিপ্র ত্বা হরয়ঃ আহ্বয়ন্তু" বাক্যাংশে আমরা তাই এই প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'শ্রেষ্ঠজ্ঞানসম্পন্ন বা হে জ্ঞানপ্রদ দেব! আমাদিগের জ্ঞানসমূহ আপনাকে আমাদিগের কর্ম্মের মধ্যে আনয়ন করুক।' এ পক্ষে "উশন্ নঃ হব্যানি প্রতিজুষস্ব" বাক্যাংশে সমীচীন ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্ম আপনাকেই কামনা করিয়া প্রবর্ত্তিত হউক। ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, এই মন্ত্রে সম্পূর্ণ নূতন ভাব প্রাপ্ত

---

* একটি ইংরাজি অনুবাদে দোষ 'সুশিপ্র' পদের প্রতিবাক্যে "Wearer of a lovely crown" পদাবলী গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'শিপ্রে' ও 'ধেনে' পদদ্বয় উপলক্ষে সেই পূর্ব্বভাবই রহিয়া গিয়াছে। ঐ অংশের অনুবাদে লিখিত হইয়াছে,— "Open thy lips, move thy jaws."

হই। মন্ত্রের প্রার্থনা দাঁড়ায়—'হে ভগবন্! আপনার অঙ্গীভূত যে জ্ঞান-কিরণসমূহ, তদ্দ্বারা আপনি আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন।' কোথায় প্রচলিত অর্থের ভাব ছিল—'তোমার ঘোটকগণের সহিত আসিয়া সোমরস মাদক-দ্রব্য পানে মত্ততা-জনিত তোমার আনন্দের সঞ্চার হউক'; কোথায় এখন ভাবার্থ দাঁড়াইল;—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন।' এইরূপ প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশের যে অর্থ ছিল, তাহাও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া এখন ভাবার্থ দাঁড়াইল,—'হে ভগবন্! আমাদিগকে জ্ঞানের মধ্যে স্থাপন করুন, আপনার উপাসনায় বিনিবিষ্ট রাখুন।' (১ম—১০১সূ—১০ঋ)॥

—•—

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

মরুৎস্তোত্রস্য বৃজনস্য গোপা

বয়মিন্দ্রেণ সনুয়াম বাজং।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ

সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মরুৎ২স্তোত্রস্য। বৃজনস্য। গোপাঃ। বয়ং।

ইন্দ্রেণ। সনুয়াম। বাজং।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ।

সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মরুৎস্তোত্রস্য' (বিবেকরূপৈঃ দেবৈঃ সহ স্তুতস্য, বিবেকোদয়েন সম্পূজিতস্য) 'বৃজনস্য' (রিপুবিমর্দ্দকস্য—দেবস্য) 'গোপাঃ' (রক্ষণীয়াঃ, রক্ষাপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'ইন্দ্রেণ' (বলৈশ্বর্য্যস্য অধিপতিনা ইন্দ্রদেবেন) 'বাজং' (যজ্ঞং, সৎকর্ম্ম, যদ্বা—পুষ্টিং) 'সনুয়াম' (লভেমহি, প্রাপ্নুয়াম); বলৈশ্বর্য্যাধিপতেঃ কৃপয়া শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুমঃ—ইতি ভাবঃ ; 'তৎ' (তেন কর্ম্মণা) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ দেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ দেবঃ) 'অদিতি' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহভাবাপন্নঃ দেবঃ) 'পৃথিবী' (প্রথিতা ভূদেবতা, আশ্রয়স্থানদাতা দেবঃ) 'উত' (তথা) 'দ্যৌঃ' (স্বর্গস্থানীয়ঃ সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু ইতি ভাবঃ। (১১শ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বিবেকরূপী দেবগণের সহিত স্তুত অর্থাৎ বিবেকোদয়ে সম্পূজিত, রিপু-বিমর্দ্দক দেবতার রক্ষা প্রাপ্ত হইলে, আমরা সৎকর্ম্ম অথবা পুষ্টি লাভ করি; (ভাব এই যে,—বলৈশ্বর্য্যের অধিপতির অনুকম্পায় আমরা শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হই); সেই কর্ম্মের দ্বারা মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্ট-বর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহ-ভাবাপন্ন সিন্ধুদেবতা, আশ্রয়-স্থান-প্রদাতা পৃথিবীদেবতা এবং সত্ত্বস্বরূপ দ্যুদেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (ভাব এই যে,—সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন।) ॥ (১ম—১০১সূ—১১শা) ।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

মরুৎস্তোত্রসা মরুদ্ভিঃ সহ স্তোত্রং যস্য স মরুৎস্তোত্রঃ। তস্য বৃজনস্য শত্রূণাং ছেত্তুরিন্দ্রস্য সম্বন্ধিনো গোপাঃ গোপায়নীয়াঃ রক্ষণীয়া বয়ং তেনেন্দ্রেণ বাজমন্নং সনুয়াম। লভেমহি। যদেতদস্মাভিঃ প্রার্থিতং সোঽস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ো দ্যাবাপৃথিব্যৌ চ মামহন্তাং। পূজিতং কুর্ব্বন্তু।

বৃজনস্য। বৃজী বর্জ্জনে। কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্‌ভ্যঃ ক্যুরিতি ক্যুপ্রত্যয়ঃ ॥ ১১ ॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ত্রয়োদশ বর্গঃ ॥ ১।৭।১৩ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মরুৎস্তোত্রস্য' মরুদ্গণ সহ স্তোত্র যাঁহার তিনি মরুৎস্তোত্র—তাঁহার, 'বৃজনস্য' শত্রুগণের ছেত্তা ইন্দ্রের সম্বন্ধীয় 'গোপাঃ' গোপায়নীয় রক্ষণীয় 'বয়ং' আমরা, সেই 'ইন্দ্রেণ' ইন্দ্রের দ্বারা 'বাজং' অন্নকে 'সনুয়াম' লাভ করি ; যেহেতু ইহাই আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রার্থিত, অতএব 'নঃ' আমাদিগের তাহা মিত্রাদি দ্যাবাপৃথিবী 'মমহন্তাং' পূজিত করুন।

বৃজনস্য। বৃজী ধাতু বর্জ্জনার্থক। 'কৃপৃবৃজিমন্দিনিধাঞ্‌ভ্যঃ ক্যুঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্যু-প্রত্যয় ॥ (১ম—১০১সূ—১১) ॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৭।১৩ ॥

একাদশ (১১০৬) ঋকের বিশদার্থ

—•‡§×§‡• —

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'মরুৎস্তোত্রস্য' এবং 'বৃজনস্য' পদদ্বয়ের বিষয় প্রথম আলোচনা করা আবশ্যক।

এই দুই পদ-সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন-রূপ কল্পনা-জল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 'মরুৎস্তোত্রস্য' পদে ভাষ্যকার যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে 'মরুদ্গণ এবং ইন্দ্রদেব একই স্তোত্রে স্তুত হয়েন'—এইরূপ ভাব আসিয়া থাকে। যাঁহারা ভাষ্যের অনুসারী হইয়া অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা ঐ পদের প্রতিবাক্যে "যাঁহার স্তোত্র মরুৎগণের সহিত এক" এইরূপ পদাবলীই নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অপরাপর কয়েকটী ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেখিতে পাই। দুই প্রকারের দুইটী ইংরাজী অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা ভাব-পার্থক্য বেশ বোধগম্য হইবে। যথা;—

(1) "Guards of the camp * whose praisers are the Maruts, may we through Indra get ourselves the booty.

This prayer of ours may Varun grant, and Mitra, and Aditi and Sindhu, Earth and Heaven."

(2) "(Indra) is the protector of the place where the hymn of the Maruts is sung. Through Indra shall we acquire might. May Mitra and Varuna give their approval to this our prayer and so also may Aditi, the Ocean, the Earth and Heaven."

---

* এই ইংরাজী অনুবাদকারী 'মরুৎস্তোত্রস্য' 'বৃজনস্য' পদদ্বয়ের অর্থ বড়ই সংশয়মূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "Guards of the camp" বাক্যাংশে অনুবাদক (গ্রিফিথ্ সাহেব) টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন,—"May we who are the guardians of the camp or new settlement, praised and favoured by the Maruts, win the spoil." এখানে আর্য্যগণের ভারতাগমনের কল্পনা ব্যাখ্যাকারের মনে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অনার্য্যগণের অধিকৃত স্থান জয় করিয়া তাহার রক্ষা-কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী ছিলেন, লক্ষ্য তাঁহাদিগের প্রতি আসিয়া থাকে। মরুদ্গণ কর্তৃক রক্ষিত তাঁহারা যেন অধিকৃত স্থানে প্রহরা-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এতদর্থে এই ভাবই আসিয়া থাকে।

যাহা হউক, আমাদিগের অর্থ যে ভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে দেবতার কার্য্য এবং দেবভাবের প্রাধান্যই সংসূচিত হইয়াছে। দেবতা কখন সম্পূজিত হয়েন? দেবভাব কখন হৃদয়ে বিকাশপ্রাপ্ত হয়? মন্ত্রের প্রথম চরণে, আমরা মনে করি, সেই তত্ত্বই প্রকটিত আছে। সে পক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণের মর্ম্মার্থ হয় এই যে,—হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইলে, দেবতা স্বতঃই সম্পূজিত হইয়া থাকেন। 'মরুৎস্তোত্রস্য' পদে আমরা সেই ভাবই গ্রহণ করি। হৃদয়ে বিবেকের উদয় হইলে দেবতা যে আমাদিগের রক্ষক হয়েন, তাহা বলাই বাহুল্য। বিবেকোদয়ে দেবতার অনুকম্পা-প্রাপ্তির ভাব 'মরুৎস্তোত্রস্য গোপাঃ' বাক্যাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বৃজনস্য' পদে শত্রুর ক্ষেপ্তা অর্থাৎ শত্রুনাশক রিপুবিমর্দ্দক ভাব প্রকাশমান। এইরূপে বিবেকোদয়ে দেবতার রক্ষা এবং অনুকম্পা প্রাপ্ত হইলে, আমরা সৎকর্ম্মশীল হইতে পারি—শ্রেয়ঃ লাভ করি। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই নিত্যসত্য তত্ত্বই প্রখ্যাত রহিয়াছে। এ পক্ষে 'বাজং' পদে সৎকর্ম্ম অথবা পুষ্টিমূলীভূত অন্ন অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'সনুয়াম' পদে পুষ্টিলাভ অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখি। দেবতার সম্ভজনাই পুষ্টির মূলীভূত।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম পূর্ব্বসূক্তের শেষ ঋক্ প্রভৃতিতে বিবৃত হইয়াছে। তাহার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। (১ম—১০১সূ—১১ঋ)।

দ্ব্যধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

ইমাং ত ইত্যেকাদশর্চ্চং নবমং সূক্তং কুৎসস্যার্ষমৈন্দ্রং। অন্ত্যা ত্রিষ্টুপ্ শিষ্টা দশ জগত্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। ইমাং তেহন্ত্যাত্রিষ্টুবিতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ।

দ্ব্যধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ইমাং তে' ইত্যাদি একাদশ ঋক্-বিশিষ্ট নবম সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ইন্দ্র দেবতা। অন্ত্য ঋক্‌টি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ-বিশিষ্ট; এবং অবশিষ্ট দশটি ঋক্ জগতী ছন্দে গ্রথিত। এই বিষয়ে এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে,—"ইমাং তেহন্ত্যা ত্রিষ্টুপ্" ইত্যাদি। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়। চতুর্দ্দশঃ পঞ্চদশশ্চ দ্বৌ বর্গৌ।

দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের মধ্যে ইন্দ্রদেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপক একাদশ-সংখ্যক ঋক্ আছে। সেই সকল ঋকের যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিপরীত ভাবের দ্যোতনা দেখা যায়। তদ্দ্বারা তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়াও মনে হয়; আবার মনুষ্যের অতীত বস্তু বলিয়াও প্রতীতি জন্মে। রথে আরোহণ-পূর্ব্বক তিনি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করেন, রথে আরোহণ করিয়া আগমন-পূর্ব্বক তিনি ধন বিতরণ করেন (তৃতীয় ও পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থ দেখুন),—এবম্প্রকার অর্থে মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলিয়াই তাঁহার প্রতি ধারণা আসে। পক্ষান্তরে, আকাশ পৃথিবী অন্তরিক্ষ তাঁহার বপু ধারণ করিয়া আছে, তিনি সকল জ্ঞানের আধার এবং সকল শক্তি তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে,—এবম্বিধ ব্যাখ্যা-পরম্পরা হইতে তাঁহাকে আর মনুষ্য বলিয়া মনে করা যায় না (দ্বিতীয় ষষ্ঠ ও অষ্টম প্রভৃতি ঋকের ব্যাখ্যায় এবম্প্রকার ভাবই প্রকাশমান দেখি)। এই সূক্তের মধ্যে "সপ্ত নদ্যঃ". 'ত্রিবিষ্টিধাতু' এবং 'তিস্রঃ ভূমীঃ' প্রভৃতি পদে নানা সমস্যার সূচনা করিয়াছে। 'সপ্ত নদ্যঃ' প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ সপ্তনদীসঙ্কুল প্রদেশে আর্য্যগণের প্রথম আগমনের বিষয় খ্যাপন করেন। তাহাতে ইন্দ্রাদিতে মনুষ্য-পরিকল্পনাই প্রকাশ পায়। কিন্তু 'তিস্রঃ ভূমীঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে তাঁহারা ভূলোক দ্যুলোক ও স্বর্গলোক অর্থ গ্রহণ করেন; এবং তাহাতে ইন্দ্রাদি দেবতায় মনুষ্য-কল্পনা পর্য্যুদস্ত হয়। যাহা হউক, মন্ত্র সকলের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে এতদ্বিষয়ের আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম মণ্ডলস্য দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। ইন্দ্রদেবতা। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইমাং তে ধিয়ং প্র ভরে মহো মহীমস্য

স্তোত্রে ধিষণা যত্ত আনজে।

তমুৎসবে চ প্রসবে চ সাসহিমিন্দ্রং

দেবাসঃ শবসামদন্নু ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইমাং। তে। ধিয়ং। প্র। ভরে। মহঃ। মহীং। অস্য।

স্তোত্রে। ধিষণা। যৎ। তে। আনজে।

তং। উৎ-সবে। চ। প্র-সবে। চ। সসহিং। ইন্দ্রং।

দেবাসঃ। শবসা। অমদন্। অনু ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'মহঃ' (মহতঃ, মহত্ত্বসম্পন্নস্য) 'তে' (তব—উদ্দেশ্যে ইতি যাবৎ) 'ইমাং' (শ্রেষ্ঠাং—বেদমন্ত্ররূপাং; যদ্বা—প্রসিদ্ধং') 'মহীং' (মহতীং, যদ্বা—শ্রেষ্ঠং) 'ধিয়ং' (স্তুতিং, যদ্বা—বিবেকানুসৃতং সদনুষ্ঠানং) 'প্রভরে' (প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামি, উচ্চারয়ামি ইত্যর্থঃ; যদ্বা—প্রকর্ষেণ সম্পাদয়িতুং সমর্থঃ ভবেয়ং); 'যৎ' (যস্মাৎ, যদ্বা—যেন) 'অস্য' (স্তোতুঃ মম) 'স্তোত্রে' (স্তবে, সৎকর্ম্মসাধনেন ইত্যর্থঃ) 'তে' (তব) 'ধিষণা' (বুদ্ধিঃ, আসক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'আনজে' (সংশ্লিষ্টা অস্তি ভবতু বা); সৎকর্ম্মণা সহ ভগবান্ চিরসম্বন্ধযুক্তঃ, অতঃ অহং সৎকর্ম্মসম্পাদনায় চিরপ্রবৃত্তঃ ভবেয়ং— ইতি ভাবঃ। 'উৎসবে চ' (অস্মাকং অভিবৃদ্ধ্যর্থং, আনন্দপ্রাপ্তয়ে) 'প্রসবে চ'

(তথা অস্মাসু সম্ভাবোপজনায়, সত্ত্বসঞ্চারায় বা) 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ ইত্যর্থঃ) 'শবসা' (বলেন—সদ্গুণরূপেণ হস্ত যাবৎ) 'সাসহিং' (শত্রূণাং অভিভবিতারং, রিপুবিমর্দ্দকং) 'তং' (প্রসিদ্ধং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অনু অমদন্' (যথাক্রমেণ অস্মভ্যং প্রাপয়ন্তি প্রাপয়ন্তু বা, যদ্বা—অস্মাকং কর্ম্মাণি তাং হর্ষং প্রদদতি প্রদদন্তু বা); অস্মাকং সদ্গুণনিবহাঃ দেবভাবাঃ বা অস্মাসু সত্ত্বং বলবীর্য্যং চ প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১০২সূ—১ঋ)॥

•.•

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! মহৎ আপনার উদ্দেশ্যে বেদমন্ত্র-রূপ এই শ্রেষ্ঠ স্তোত্রকে প্রকর্ষের সহিত সম্পাদন করিতেছি—উচ্চারণ করিতেছি; অথবা, মহত্ত্বসম্পন্ন আপনার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, বিবেকানুসৃত সৎকর্ম্মানুষ্ঠানকে যেন প্রকর্ষের সহিত সম্পাদন করিতে সমর্থ হই; যেহেতু (অথবা—যদ্দ্বারা) এই স্তোতা আমার স্তুতিতে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-সাধনের দ্বারা আপনার বুদ্ধি অর্থাৎ আসক্তি সংশ্লিষ্ট হয় (অথবা—হউক); (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের সহিত ভগবান চিরসম্বন্ধযুক্ত; অতএব, আমি যেন সৎকর্ম্মসাধনে চিরপ্রবৃত্ত হই)। আমাদিগের অভিবৃদ্ধির বা আনন্দ-প্রাপ্তির জন্য এবং আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব উপজনের বা সত্ত্ব-সঞ্চয়ের নিমিত্ত দেবগণ অর্থাৎ দেবভাবসমূহ, সদ্গুণ-রূপ শক্তির দ্বারা শত্রুগণের অভিভবিতা রিপুবিমর্দ্দক সেই প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে যথাক্রমে আমাদিগকে প্রাপ্ত করেন (অথবা প্রাপ্ত করুন), অথবা—আমাদিগের কর্ম্মসমূহের তাঁহাকে হর্ষ প্রদান করে বা করুক। (ভাব এই যে,—আমাদিগের সদ্গুণনিবহ অথবা দেবভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বকে এবং বলবীর্য্যকে প্রতিষ্ঠাপিত করে।)॥ (১ম—১০২সূ—১ঋ)॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র মহো মহতস্তে তবেমামিদানীং ক্রিয়মাণাং মহীং মহতীং অত্যন্তোৎকৃষ্টাং ধিয়ং স্তুতিং প্রভরে। প্রকর্ষেণ সম্পাদয়ামি। তে তব ধিষণা ত্বদীয়া বুদ্ধিরস্ত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'মহঃ' মহৎ 'তে' আপনার 'ইমাং' ইদানীং ক্রিয়মাণা 'মহীং' মহতী অত্যন্ত উৎকৃষ্টা 'ধিয়ং' স্তুতিকে 'প্রভরে' প্রকর্ষের দ্বারা সম্পাদন করিতেছি; 'তে' আপনার 'ধিষণা'

মমস্তোতুঃ স্তোত্রে স্তুতৌ যত্তস্মাদানজে। অক্তা সংশ্লিষ্টাসীৎ। তস্মাৎ তব প্রিয়াং স্তুতিং করোমীত্যর্থঃ। উত্তরোঽর্দ্ধর্চ্চঃ পরোক্ষকৃতঃ। সাসহিং শত্রূণামভিভবিতারং পূর্ব্বোক্তং তমিন্দ্রং দেবাসঃ কর্ম্মসু দীব্যন্ত ঋত্বিজঃ শবসা স্তুতিভিঃ কীর্ত্তনবলেনাম্বমদন্। অনুক্রমেণ হর্ষং প্রাপয়ন্। কিমর্থং। উৎসবে চ। উৎসবার্থং অভিবৃদ্ধ্যর্থং। প্রসবে চ। ধনানাং বৃষ্ট্যুদকানাং বোৎপত্ত্যর্থং চ॥

আনজে। অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষণকান্তিগতিষু। অস্মাৎ কর্ম্মণি লিট্। দ্বির্বচনহলাদিশেষৌ। অত আদেরিত্যভ্যাসস্যাত্বং। তস্মান্নুড্‌দ্বিহল ইতি নুট্। ব্যত্যয়েনোপধানকারলোপঃ। উৎসবে প্রসবে। ষূ প্রেরণে। ঋদোরবিতি ভাবেঽপ্। নিমিত্তাৎ কর্ম্মসংযোগে। ॥পা০ ২।৩।৩৬।৩। ইতি সপ্তমী। থাথাদিসোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সাসহিং। ষহ অভিভবে। আদৃগমহন ইত্যত্রোৎসর্গশ্ছন্দসীতি বচনাৎ কিপ্রত্যয়ঃ। লিড্‌বদ্ভাবাদ্দ্বির্বচনং। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং অভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং। অমদন্। মদী হর্ষে। হেতুমতি ণিচ্। মদী হর্ষগ্লেপনয়োরিতি ঘটাদিষু পাঠান্মিতাং হ্রস্ব ইতি হ্রস্বত্বং। ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বাণ্ণেরনিটীতি ণিলোপঃ॥ (১ম—১০২সূ—১ঋ)॥

• . •

আপনার সম্বন্ধীয় বুদ্ধি 'অস্য' এই স্তোতা আমার 'স্তোত্রে' স্তুতিতে 'যৎ' যেহেতু 'আনজে' অক্ত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন; সেই হেতু আপনার প্রিয়া স্তুতি করিতেছি—ইহাই অর্থ। শেষের অর্দ্ধাংশ ঋক্ পরোক্ষকৃত। 'সাসহিং' শত্রুগণের অভিভবিতা পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রকে 'দেবাসঃ' কর্ম্মসমূহে দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্-গণ 'শবসা' স্তুতিসমূহের দ্বারা কীর্ত্তিত বলে (শক্তিতে) 'অম্বমদন্' অনুক্রমে হর্ষ প্রাপ্ত করিয়াছিলেন। কি জন্য? 'উৎসবে চ' উৎসবের জন্য অভিবৃদ্ধির জন্য এবং 'প্রসবে চ' ধনসমূহের অথবা বৃষ্টির জলের উৎপত্তির জন্য॥

আনজে। অঞ্জ্ ধাতু ব্যক্তি ম্রক্ষণ কান্তি ও গতি অর্থ বুঝায়। তাহাতে কর্ম্মণিবাচ্যে লিট্। দ্বিবচন ও হলাদিশেষ। 'অত আদেঃ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের আত্ব। 'তস্মান্নুড্‌দ্বিহলঃ' ইত্যাদি সূত্রে-নুট্ প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা উপধা নকারের লোপ। উৎসবে প্রসবে। ষূ-ধাতু প্রেরণার্থক। 'ঋদোরপ্' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অপ্। 'নিমিত্তাৎ কর্ম্মসংযোগে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ২।৩।৩৬।৩) সপ্তমী। 'থাথা' প্রভৃতিতে উত্তর পদের অন্তোদাত্তত্ব। সাসহিং। ষহ ধাতু অভিভব অর্থক। 'আদৃগমহনঃ' ইত্যাদি সূত্রে এখানে 'উৎসর্গঃ ছন্দসি' ইত্যাদি বচন-হেতু কি-প্রত্যয়। লিট্‌বৎ ভাব-হেতু দ্বিবচন। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' এই সূত্রে সংহিতাতে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। অমদন্। মদী ধাতু হর্ষ অর্থ প্রকাশক। 'হেতুমতি' ইত্যাদি সূত্রে ণিচ্। মদী হর্ষ গ্লেপন ইত্যাদি অর্থে ঘটাদি-সমূহের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, 'মিতাং হ্রস্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে ণপের আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু 'ণেরনিটি' ইত্যাদিসূত্রে ণি-লোপ। (১ম—১০২সূ—১ঋ)।

• . •

প্রথম (১১০৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'ধিয়ং' পদ দ্বিবিধ ভাবের দ্যোতনা করে। পূর্ব্বে ঐ 'ধিয়ং' পদ বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সকল স্থলে ঐ পদে 'বিবেকানুসৃত সৎকর্ম্মকে' লক্ষ্য করে বুঝিয়াছি। এখানেও সেই অর্থেই সঙ্গতি দেখা যায়। তার পর 'প্রভরে' ও 'আনজে' ক্রিয়া-পদদ্বয়ের ভাব-পরিগ্রহণ-বিষয়ে আমরা একটু মতান্তর পোষণ করি। 'প্রভরে' পদ এক দৃষ্টিতে বিধিলঙের ভাব প্রকাশ করিতেছে মনে করা যায়। 'ধিয়ং' পদে ভাষ্যানুসারী 'স্তুতি' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'প্রভরে' পদে 'প্রকর্ষের সহিত উচ্চারণ করি' অর্থ আসে। মন্ত্র প্রকর্ষের সহিত উচ্চারণ করা হয় বলিতে, সৎকর্ম্মের সহিত উহার সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ, কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করা নহে; তাহার অনুষ্ঠান বা তদুপযোগী কর্ম্ম সমাধানের ভাবও উহা হইতে প্রাপ্ত হই। পক্ষান্তরে 'ধিয়ং' পদে 'বিবেকানুসৃত সদনুষ্ঠান' অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহা সম্পাদনে যেন সামর্থ্য আসে—এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। আমরা দুই ভাবের দুই প্রকার অর্থই প্রকাশ করিতেছি। 'আনজে' ক্রিয়াপদে এক দৃষ্টিতে নিত্য-সত্যতত্ত্ব প্রকটিত; অন্য দৃষ্টিতে ঐ পদে প্রার্থনার ভাব বিজ্ঞাপিত। ফলতঃ, মন্ত্রের প্রথম চরণের মর্ম্ম এই যে,—আমি যেন এমন কর্ম্ম করিতে সমর্থ হই, যাহাতে দেবতা আমার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটির 'দেবাসঃ' পদ উপলক্ষে ভাবের নানা-রূপ বিভিন্নতা দেখা যায়। ভাষ্যকার ঐ পদে 'দীপ্তিমান্ ঋত্বিক্-গণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা ঐ পদে দেবগণকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'দেবগণ' বা 'দেবভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করি। 'প্রসবে চ' পদ উপলক্ষে কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার সোমরস উৎপন্নের (প্রসবের) ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ পদে 'ধন প্রসবের বা বৃষ্টির জল বৃদ্ধির' ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে সদ্ভাব উপজনের ভাব আসিতেছে। তদনুসারে 'উৎসবে চ প্রসবে চ' বাক্যাংশে 'অভিবৃদ্ধির জন্য এবং সদ্ভাব-বৃদ্ধির জন্য' অর্থ আসে। 'শবসা' পদের অর্থ—'বলের দ্বারা'। তাহাতে কেহ বা 'স্তুতিরূপ বল' অর্থ

গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা সোমলতা-পেষণে প্রস্তর-সঞ্চালন-রূপ বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'সদ্‌গুণ-রূপ বলের দ্বারা' অর্থই সঙ্গত হয়। এইরূপ 'অনু অমদন্' ক্রিয়াপদে আমরা লটের বা লোটের ভাব গ্রহণ করিতে পারি। প্রধানতঃ সকলেই 'অমদন্' পদে অতীতকালের সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভাবসঙ্গতি— লটের বা লোটের প্রতিবাক্যেই অব্যাহত থাকে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রাংশের মর্ম্মার্থ হয়,—'আমাদিগের সদ্‌গুণসমূহ আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাবকে এবং বলবীর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে অথবা প্রতিষ্ঠিত করুক।' (১ম—১০২সূ—১ঋ)॥

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অস্য শ্রবো নদ্যঃ সপ্ত বিভ্রতি দ্যাবাক্ষামা

পৃথিবী দর্শতং বপুঃ।

অস্মে সূর্য্যাচন্দ্রমসাভিচক্ষে শ্রদ্ধে কমিন্দ্র

চরতো বিতর্তুরং ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অস্য। শ্রবঃ। নদ্যঃ। সপ্ত। বিভ্রতি। দ্যাবাক্ষামা।

পৃথিবী। দর্শতং। বপুঃ।

অস্মে ইতি। সূর্য্যাচন্দ্রমসা। অভিচক্ষে। শ্রদ্ধে।

কম্। ইন্দ্র। চরতঃ। বিতর্তুরং ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অস্য' (ভগবতঃ) 'শ্রবঃ' (যশঃ, কীর্ত্তিং, মহিমানং) 'সপ্ত' (সপ্তলোকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) 'নদ্যঃ' (সত্ত্বভাবসমূহঃ) 'বিভ্রতি' (ধারয়ন্তি, প্রকটয়ন্তি); 'পৃথিবী' (প্রথিতে, বিস্তৃতে, অনন্তে ইত্যর্থঃ, যদ্বা—অন্তরিক্ষলোকঃ চ) 'দ্যাবাক্ষামা' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) অস্য 'দর্শতং' (দর্শনীয়ং, প্রকাশমানং ইত্যর্থঃ) 'বপুঃ' (রূপং) ধারয়তঃ, প্রকটয়তঃ, যদ্বা—ধারয়ন্তি প্রকটয়ন্তি বা ইতি শেষঃ; সত্ত্বভাবেন সহ ভগবন্মাহাত্ম্যং সর্ব্বত্র প্রকটিতং অস্তি—ইতি ভাবঃ। 'ইন্দ্র' (হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অস্মে' (অস্মাকং) 'অভিচক্ষে' (দ্রষ্টব্যানাং পদার্থানাং আভিমুখ্যেন স্বাং সত্ত্বভাবং বা প্রকাশনার্থং) 'শ্রদ্ধে কং' (তথা শ্রদ্ধাবর্দ্ধনার্থং, তৎপ্রতি অস্মাকং আসক্তিসঞ্চারার্থং) 'সূর্য্যাচন্দ্রমসা' (সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ, দিবারাত্রি সর্ব্বকালং ইত্যর্থঃ) 'বিতর্তুরং' (যথাক্রমেণ, পর্য্যায়ক্রমেণ) 'চরতঃ' (বর্ত্তেতে, বর্ত্ততাং ইত্যর্থঃ, ক্রিয়াপরঃ ভবতু ইতি ভাবঃ); ভগবৎকৃপয়া সদৈব সত্ত্বভাবং প্রতি অস্মাকং আসক্তিঃ সঞ্জাতা ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০২সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবানের যশঃ কীর্ত্তিকে অথবা মাহাত্ম্যকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্ত্বভাবনিচয় ধারণ করিয়া আছে—প্রকটন করিতেছে; প্রথিত বিস্তৃত অনন্ত দ্যুলোক-ভূলোক (অথবা দ্যুলোক-ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোক) তাঁহার দর্শনীয় অর্থাৎ প্রকাশমান রূপকে ধারণ করিয়া বা প্রকটন করিয়া রহিয়াছে; (ভাব এই যে,—সত্ত্বভাবের সহিত ভগবন্মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র প্রকটিত রহিয়াছে); বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের দ্রষ্টব্য পদার্থসমূহের অভিমুখে আপনাকে বা সত্ত্বভাবকে প্রকাশের জন্য এবং তৎপ্রতি আমাদিগের আসক্তি-সঞ্চারের নিমিত্ত সূর্য্য ও চন্দ্র অর্থাৎ দিবারাত্রি সর্ব্বকাল যথাক্রমে ক্রিয়াপর রহুন; (ভাব এই যে,—ভগবানের কৃপায় সর্ব্বকালে সত্ত্বভাবের প্রতি আমাদিগের আসক্তি সঞ্জাত হউক।)॥ (১ম—১০২সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্যেন্দ্রস্য শ্রবো যশঃ কীর্ত্তিং সপ্ত। ইমং মে গঙ্গে ইত্যস্যামৃচি প্রাধান্যেন প্রতিপাদিতা গঙ্গাদ্যাঃ সপ্ত-সংখ্যাকা নদ্যো বিভ্রতি। ধারয়ন্তি। বৃত্রবধেন ইন্দ্রস্য বহুভিঃ

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অস্য' ইন্দ্রের 'শ্রবঃ' যশকে কীর্ত্তিকে 'সপ্ত'—"ইমং মে গঙ্গা" ইত্যাদি এই মন্ত্রে প্রাধান্যের দ্বারা প্রতিপাদিত গঙ্গা প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক নদী 'বিভ্রতি' ধারণ করেন; বৃত্রহননের

প্রদাতৃত্বং তৎ প্রভূতজলোপেতা নদ্যঃ প্রকটয়ন্তীত্যর্থঃ। অপি চ ক্ষাবাক্ষামা দ্যাবাপৃথিব্যৌ। পৃথিবীত্যন্তরিক্ষনাম। অন্তরিক্ষং চাস্য সূর্য্যাত্মনা বর্ত্তমানস্যেন্দ্রস্য দর্শতং সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দর্শনীয়ং বপুঃ। রূপনামৈতৎ। প্রকাশাত্মকং রূপং ধারয়তি। কিঞ্চ হে ইন্দ্র! অস্মে অস্মাকমভিচক্ষে দ্রষ্টব্যানাং পদার্থানাং আভিমুখ্যেন প্রকাশনার্থং শ্রদ্ধেকং শ্রদ্ধার্থং। চক্ষুষা দৃষ্টে হি বস্তুনীদং সত্যমিতি শ্রদ্ধোৎপদ্যতে। কমিত্যেতৎ পাদপূরণং। তদুভয়ার্থং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিতর্তুরং পরস্পরব্যতিহারেণ ত্বরণং পুনঃ পুনর্গমনং যথা ভবতি তথা চরতঃ। বর্ত্তেতে। ত্বমেব তদ্রূপঃ সম্বর্ত্তস ইত্যর্থঃ॥

অস্য। উদ্‌ঘৃদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ক্ষাবাক্ষামা। দ্যৌশ্চ ক্ষামা চ। দিবো দ্যাবেতি দ্যাবাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্ডাদেশঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। দর্শতং। ভৃমৃদৃশীত্যাদিনা অতচ্। সূর্য্যাচন্দ্রমসা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাশ্চ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেতি পূর্ব্বপদস্যানঙাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। চন্দ্রমস্‌শব্দো দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরেণ মধ্যোদাত্তঃ। অতো দেবতা দ্বন্দ্বে চেতি প্রাপ্তস্যোভয়পদপ্রকৃতিস্বরস্য নোত্তরপদেঽনুদাত্তাদাবপৃথিবীত্যাদি প্রতিষেধঃ। অভিচক্ষে। চক্ষেঃ প্রকাশনার্থত্বাৎ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। তাদর্থ্যে চতুর্থী শ্রদ্ধে। দৃশি গ্রহণাদ্দধাতের্ভাবে বিচ্। চতুর্থ্যেক-

---

দ্বারা ইন্দ্রের যে বৃষ্টির প্রদাতৃত্ব, তাহাতে প্রভূতজলোপেত নদীসকল প্রকটিত হয়—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'ক্ষাবাক্ষামা' দ্যাবাপৃথিবী 'পৃথিবী' (এই পদ অন্তরিক্ষনাম বাচক) এবং অন্তরিক্ষ এই সূর্য্যাত্মার দ্বারা বর্ত্তমান ইন্দ্রের 'দর্শতং' সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক দর্শনীয় 'বপুঃ' (এই পদ রূপ-নাম বাচক) প্রকাশাত্মক রূপকে ধারণ করে। কিন্তু হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'অস্মে' আমাদিগের 'অভিচক্ষে' দ্রষ্টব্য পদার্থসমূহের আভিমুখ্যে প্রকাশনার্থ 'শ্রদ্ধেকং' শ্রদ্ধার্থ (বস্তুসমূহ চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয় ইহাই সত্য—এই অর্থে শ্রদ্ধা পদ ব্যুৎপন্ন হয়; 'কং' এই পদ পাদপূরণে প্রযুক্ত) এই উভয় অর্থে 'সূর্য্যাচন্দ্রমসা' (সূর্যাচন্দ্রমসৌ) সূর্য্য ও চন্দ্র 'বিতর্তুরং' পরস্পর ব্যতিহারের দ্বারা ত্বরণ পুনঃপুনঃ গমন যেরূপে হয় সেইরূপে 'চরতঃ' বর্ত্তমান আছেন; আপনিও সেইরূপ হইয়া বিদ্যমান রহেন—ইহাই অর্থ।

অস্য। 'উদ্‌ঘৃদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ক্ষাবাক্ষামা। দ্যৌ ও ক্ষামা এই বাক্যে ঐ পদ ব্যুৎপন্ন। 'দিবো দ্যাবা' ইত্যাদি নিয়মে দ্যাবাদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির ডা আদেশ। 'দেবতা দ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। দর্শতং' 'ভৃমৃদৃশি' ইত্যাদিতে অতচ্-প্রত্যয়। সূর্য্যাচন্দ্রমসা। সূর্য্য ও চন্দ্রমা—এই বাক্যে ব্যুৎপন্ন। 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের আনঙ্ আদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। চন্দ্রমস্-শব্দ দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরের দ্বারা মধ্যোদাত্ত। অতঃপর 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি প্রাপ্ত উভয় পদের প্রকৃতিস্বরের 'নোত্তরপদেঽনুদাত্তো দ্যাবাপৃথিবী' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ। অভিচক্ষেঃ। 'চক্ষেঃ' প্রকাশনার্থ-হেতু সম্পদাদিলক্ষণ-ভাবে ক্বিপ্-প্রত্যয়। তাদর্থে চতুর্থী। শ্রদ্ধে। দৃশি গ্রহণ-হেতু দধাতির (ধা ধাতু) ভাবে বিচ্-প্রত্যয়।

বচন আতো ধাতোরিত্যাকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বিভর্ত্তুরং। তরপের্থত্বনুগন্তাবৌণাদিকঃ কুরচ্। বহুলং ছন্দসাতুত্বং॥ (১ম—১০২স্—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (১১০৮) ঋকের বিশদার্থ।

—০: × :০—

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবের প্রকাশক হইয়া পড়িয়াছে। 'সপ্ত' ও 'নদ্যঃ' পদদ্বয়ই সেই ভাব-পরিবর্ত্তনের হেতুভূত। ঐ দুই পদে সাতটি নদীর পরিকল্পনা করিয়া, গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি সাতটি নদীর সমীপবর্ত্তী প্রদেশকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে। তাহাতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন-পূর্ব্বক ঐ সপ্তনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে প্রথমে অবস্থান করিয়াছিলেন, এইরূপ নির্দ্দেশ করা হয়। এতদনুসারে ইন্দ্র-নামক নৃপতির যশঃ বা কীর্ত্তি যেন সেই সপ্তনদীবিশিষ্ট প্রদেশে পরিকীর্ত্তিত হইত—এইরূপ অর্থই প্রধানতঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশ, "অস্য শ্রবঃ সপ্ত নদ্যঃ বিভ্রতি" বাক্যাংশে এইরূপে ইন্দ্রের যশঃ বা কীর্ত্তি ঐ নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ চরণেরই পরবর্ত্তী অংশের ব্যাখ্যাদিতে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। এই অংশে "দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী দর্শতং বপুঃ" পদ-কয়েকটীতে নির্দ্দেশ করা হয় যে, সেই ইন্দ্রের বপু দ্যুলোকে ভূলোকে এবং অন্তরিক্ষলোকে প্রকটিত বা পরিধৃত রহিয়াছে। এতদ্দ্বারা এই দুই পরস্পর-বিপরীত ভাব-প্রকাশক অর্থ হইতে ইন্দ্রদেবের স্বরূপ-সম্বন্ধে কোনরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় কি?

এই প্রকারে দ্বিতীয় চরণটির ভাবও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া আছে। আমরা মন্ত্রটির দুই প্রকারের দুইটি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারা কি ভাব গ্রহণ করা যায়, সুধীগণ বিচার করিয়া দেখুন। যথা;—

(১) "সপ্ত নদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, আকাশ, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতেছে, হে ইন্দ্র! সূর্য্য ও চন্দ্র আমাদিগের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বিচরণ করিতেছে।"

চতুর্থীর একবচনে 'আতো ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকার-লোপ। উদাত্ত-নিবৃত্তি স্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। বিভর্ত্তুরং। 'তরপ'র যত্বনুগন্ত-হেতু ঔণাদিক কুরচ্ প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। (১ম—১০২সূ—২ঋ)॥

(2) "The seven Rivers * bear his glory far and wide, and heaven and sky and earth display his comely form. The Sun and Moon, in change, alternate run their course, that we, O Indra, may behold and may have faith."

এতদ্বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। এখন, আমরা যে পদে যে অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা অনুধাবন করিলেই সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্বে বহু স্থলে 'সপ্ত' ও 'নদ্যঃ' পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই সকল স্থলে 'সপ্ত' পদে 'সপ্তলোকে অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে' এবং 'নদ্যঃ' পদে 'সত্ত্বভাবনিবহ' অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়াছি। সেই অর্থ গ্রহণ করিলে, কুত্রাপি ভাবের অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে না। সত্ত্বভাবনিবহই ভগবানের মহিমাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রকটন করে;—সত্ত্বভাবের দ্বারাই তাঁহার যশঃ কীর্ত্তি নিত্য ধারণ করিয়া আছে। "অস্য শ্রবঃ সপ্ত নদ্যঃ বিভ্রতি" বাক্যাংশে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে। ঐ চরণের দ্বিতীয় অংশে, "পৃথিবী দ্যাবাক্ষামা বপুঃ" বাক্যাংশে, ভগবানেরই প্রত্যক্ষ-রূপ প্রকটিত। তিনি যে অনন্তলোক ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন—আপনার দর্শনীয় মনোহর রূপ প্রদর্শন করাইতেছেন, এই অংশে তাহাই বিবৃত দেখি। এইরূপে বুঝিতে পারি, প্রথম চরণে বলা হইয়াছে,—সংসারের সত্ত্বভাবসমূহ যাঁহার মহিমা প্রকাশ করিতেছে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার রূপ প্রকটন করিয়া রহিয়াছে, তাঁহারই বিষয় ঐ অংশে প্রখ্যাত আছে।

অতঃপর দ্বিতীয় চরণের পদ-কয়েকটীর মর্ম্মানুধাবন পক্ষে চেষ্টা পাইতেছি। এই অংশের প্রায় কোনও পদেরই অর্থান্তর গ্রহণ করি নাই। এই অংশের প্রায় প্রতি পদেরই ভাষ্যানুসারী অর্থেই ভাব-সঙ্গতি রহিয়া

* ব্যাখ্যাকার "The Seven Rivers" অর্থ উপলক্ষে লিখিয়া গিয়াছেন,—"The chief rivers in the neighbourhood of the earliest Aryan settlements." সেই সাতটি নদীর নাম লইয়াও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়। ম্যাক্সমূলারের মতে, সেই সাতটি নদী "The Indus, the five rivers of the Punjab (Vitasta, Asikni, Parushni, Bipasi, Sutudri) and the Saraswati." ল্যাসেনের এবং লুড্‌উইগের মতে সরস্বতীর স্থানে কুভা নদী নির্দ্দিষ্ট হয়। এইরূপ নানা জনের নানা প্রকার কল্পনা দেখিতে পাওয়া যায়।

গিয়াছে। তবে মাত্র ক্রিয়াপদে লিঙের বা লোটের প্রতিবাক্য গ্রহণ-পক্ষেই আমরা প্রলুব্ধ হইয়াছি। 'সূর্য্যাচন্দ্রমসা' পদে দিবারাত্রি সকল কালে জ্ঞানের প্রভাবকে লক্ষ্য করিতেছি। আমাদিগের দ্রষ্টব্য সকল পদার্থের মধ্যে দেবতা বিরাজমান আছেন, তাহা যেন আমরা বুঝিতে পারি; আর, তাহা বুঝিয়া, আমরা যেন সংসারের সকল সামগ্রীর প্রকাশের সহিত ভগবদ্ভাব লক্ষ্য-পূর্ব্বক তৎপ্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতে পারি। দ্বিতীয় চরণে এইরূপ আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশমান রহিয়াছে। অন্যান্য বিষয় আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে উপলব্ধ হইবে। (১ম—১০২সূ—২ঋ)।

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তং স্মা রথং মঘবন্ প্রাব সাতয়ে জৈত্রং যং

তে অনুমদাম সঙ্গমে।

আজা ন ইন্দ্র মনসা পুরুষ্টুত ত্বায়দ্ভ্যো

মঘবঞ্ছর্ম্ম যচ্ছ নঃ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তং। স্ম। রথং। মঘ৲বন্। প্র। অব। সাতয়ে। জৈত্রং। যং।

তে। অনু৲মদাম। সং৲গমে।

আজা। নঃ। ইন্দ্র। মনসা। পুরু৲স্তুত। ত্বায়ৎ৲ভ্যঃ।

মঘ৲বন্। শর্ম্ম। যচ্ছ। নঃ॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন) 'সাতয়ে' (অস্মাকং রক্ষার্থং, পরমধনপ্রদানায়) 'তং' (প্রসিদ্ধং, শ্রেষ্ঠং) 'রথং স্ম' (উদ্ধারোপায়রূপং কর্ম্ম এব) 'প্রাব' (প্রেরয়, অস্মান্ শিক্ষয়) ; 'যং' (প্রসিদ্ধং, শ্রেষ্ঠং) 'জৈত্রং' (উদ্ধারোপায়রূপং কর্ম্ম) 'তে' (তব) 'সঙ্গমে' (সম্মিলনে—প্রাপ্তে সতি ইতি যাবৎ) 'অনু মদাম' (বয়ং আনন্দং লভামহে ইতি ভাবঃ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্ ! অস্মান্ তৎকর্ম্মসমন্বিতান্ কুরু, যেন কর্ম্মণা তব সান্নিধ্যং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ বয়ং পরমানন্দং লভামহে ; 'আজা' (সংগ্রামে, রিপুভিঃ সহ যুদ্ধে) 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনসা' (অন্তরেণ সহ, বিপদি একান্তেন ইত্যর্থঃ) 'পুরুষ্টুত' (বহুশঃ স্তুত) 'মঘবন' (পরমধনসম্পন্ন) 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব !) 'ত্বায়দ্ভ্যঃ' (ত্বাং কাময়মানেভ্যঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শর্ম্ম' (সুখং, শ্রেয়ঃ) 'যচ্ছ' (দেহি) ; হে ভগবন্ ! বিষমে রিপু-সংগ্রামে পতিতাঃ সন্তঃ বয়ং ত্বাং আহ্বয়াম, অস্মান্ রক্ষ—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১০২সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ! আমাদিগের রক্ষার জন্য, অথবা আমাদিগকে পরমধনপ্রদানের নিমিত্ত, সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উদ্ধারোপায়-রূপ কর্ম্মকে প্রেরণ করুন—আমাদিগকে শিক্ষা দেন ;—যে প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ উদ্ধার-উপায়-রূপ কর্ম্ম আপনার সম্মিলন প্রাপ্ত হইলে আমরা আনন্দ লাভ করি ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্ ! আমাদিগকে সেই কর্ম্মসমন্বিত করুন—যে কর্ম্মের দ্বারা আপনার সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করি) ; রিপুগণসহ সংগ্রামে অন্তরের দ্বারা অর্থাৎ বিপদে একান্তভাবে বহুপ্রকারে স্তুত পরমধনসম্পন্ন হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! আপনাকে কাময়মান আমাদিগকে শ্রেয়ঃ প্রদান করুন ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—বিষম রিপুসংগ্রামে পতিত হইয়া আমরা আপনাকে আহ্বান করিতেছি, আমাদিগকে রক্ষা করুন)॥ (১ম—১০২—৩ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র সাতয়েঽস্মাকং ধনলাভায় তং স্ম তমেব রথং প্রাব। প্রেরয় বর্ত্তয়। নোঽস্মাকং মনসা বুদ্ধ্যা পুরুষ্টুত বহুশঃ স্তুতেন্দ্র তে তব স্বভূতং জৈত্রং জয়শীলং যং রথং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র 'সাতয়ে, আমাদিগের ধন-লাভের নিমিত্ত 'তং স্ম' আপনি 'রথং' রথকে 'প্রাব' প্রেরণ করুন—বর্ত্তন করুন ; 'নঃ' আমাদিগের 'মনসা' বুদ্ধির

সঙ্গমে শত্রুভিঃ সহ সঙ্গমে আজৌ যুদ্ধে সত্যানুমদাম। অনুক্রমেণ স্তুমঃ। অপিচ হে মঘবন্ ত্বায়ন্ত্যস্ত্বাং কাময়মানেভ্যো নোঽস্মভ্যং শর্ম্ম সুখং যচ্ছ। দেহি॥

অব। অবরক্ষণগতিকান্তীত্যুক্তত্বাদবতিরত্র গত্যর্থঃ। সঙ্গমে। গ্রহবৃদূনিশ্চিগমশ্চেতি কর্ম্মণ্যপ্। ধাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। আজৌ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা ডাদেশঃ। ত্বায়ন্তঃ। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চেতিমপর্য্যন্তস্য ত্বাদেশঃ। ব্যত্যয়েন দকারস্যাত্বং। ক্যজন্তাল্লটঃ শতৃ। অদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে সতি ক্যচা সহৈকাদেশ উদাত্তেনেতি ভস্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—১০২সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (১১০৯) ঋকের বিশদার্থ।

—ঃ×•×ঃ—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথং' পদের অর্থ উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের ভাব একটু স্বতন্ত্র মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আছে। 'রথ' বলিতে সাধারণ রথ (যান) অর্থই গৃহীত হইয়া আসিতেছে, এবং তাহাতে দেবতা হস্তপদাদি-বিশিষ্ট বলিয়াই পরিকল্পিত হইয়া থাকেন। এতদনুসারে মন্ত্রের ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে ইন্দ্র! যে রথে আরোহণ করিয়া আপনি শত্রুজয়ী হইয়াছেন, সেই রথে করিয়া আমাদিগের জন্য ধনরত্ন-সমূহ আনয়ন করুন।' এরূপ ব্যাখ্যায় 'জৈত্রং' পদ রথেরই বিশেষণ মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু দেবতাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি; সুতরাং আমাদিগের দৃষ্টিতে রথও অন্যপ্রকার। দেবতা অশরীরী; তাঁহাদিগের আগমন-উপযোগী যান-বাহনও তদনুসারী। আমরা তাই নির্দ্দেশ করি,

---

'পুরুষ্টুত' বহু প্রকারে স্তুত হে ইন্দ্র 'তে' আপনার স্বভূত 'জৈত্রং' জয়শীল 'যং' যে রথকে 'সঙ্গমে' শত্রুগণের সহিত সঙ্গমে 'আজৌ' যুদ্ধ উপস্থিত হইলে 'অনুমদাম' আমরা অনুক্রমে আপনার স্তব করি; অপিচ 'মঘবন্' হে ধনবন্ 'ত্বায়ন্তঃ' আপনাকে কাময়মান 'নঃ' আমাদিগের জন্য 'শর্ম্ম' সুখকে 'প্রযচ্ছ' প্রদান করুন॥

অব। অব-রক্ষণ-গতি-কান্তি ইত্যাদি উক্তি-হেতু অব-ধাতু এখানে গত্যর্থক। সঙ্গমে। 'গ্রহবৃদূনিশ্চিগমশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মণি অপ্-প্রত্যয়। 'থাথাদিনা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর পদের অন্তোদাত্তত্ব। আজৌ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীতে ডা-আদেশ। ত্বায়ন্তঃ। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ। 'প্রত্যয়োত্তরপদয়োশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ম-পর্য্যন্তের ত্বা-আদেশ। ব্যত্যয়ের দ্বারা দ-কারের আত্ব। ক্যজন্ত-হেতু লটের স্থলে শতৃ-প্রত্যয়। অদুপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুক অনুদাত্তত্ব হওয়ায় 'ক্যচাসহৈকাদেশ উদাত্তেন' ইত্যাদি সূত্রে তাহার উদাত্তত্ব। (১ম—১০২সূ—৩ঋ)॥

'রথং' পদে কর্ম্মকে লক্ষ্য করে, এবং 'জৈত্রং' পদে 'জয়শীল' বা 'শ্রেষ্ঠ' ভাব প্রকাশ পায়। যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, রিপুগণের বিমর্দ্দক, সত্ত্বভাবের প্রতিষ্ঠাপক, 'যং জৈত্রং রথং' বাক্যাংশে তাহারই প্রতি দৃষ্টি আসে। মানুষের তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারাই দেবতা মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, এবং হৃদয়ে দেবতার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই এখানে প্রখ্যাত রহিয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! আমাতে সৎ-কর্ম্মের বিকাশ করিয়া আপনি তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন, আমার ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ সাধিত হউক।' (১ম—১০২সূ—৩খ)॥

— • —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বয়ং জয়েম ত্বয়া যুজা বৃতমস্মাকমংশমুদবা
ভরেভরে।
অস্মভ্যমিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি প্র
শত্রূণাং মঘবন্বৃষ্ণ্যা রুজ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বয়ং। জয়েম। ত্বয়া। যুজা। বৃতং। অস্মাকং। অংশং। উৎ। অব। ভরেঽভরে।
অস্মভ্যং। ইন্দ্র। বরিবঃ। সুঽগং। কৃধি। প্র। শত্রূণাং।
মঘঽবন্। বৃষ্ণ্যা। রুজ ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'ত্বয়া যুজা' (ভবদীয়েন সহ সম্বন্ধযুতাঃ সন্তঃ) 'বয়ং' (স্তোতারঃ) 'জয়েম' (রিপুজয়িনঃ ভবেম); 'ভরেভরে' (রিপুণা সহ নিত্যসঙ্ঘটিতে সংগ্রামে) 'অস্মাকং বৃতং অংশং' (অস্মাকং বরণীয়ং শ্রেষ্ঠং গুণনিবহং) 'উদব' (উৎকর্ষেণ সহ রক্ষ); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'বরিবঃ' (পরমার্থরূপং শ্রেষ্ঠধনং) 'অস্মভ্যং সুগং' (অস্মাকং সুপ্রাপকং) 'কৃধি' (কুরু); তথা 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্!) 'শত্রূণাং' (রিপূণাং) 'বৃষ্ণ্যা' (বীর্য্যাণি) 'প্ররুজ' (প্রভঙ্গ্‌ধি, প্রকর্ষেণ নাশয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! রি পা সহ সংগ্রামে অস্মান্ জয়যুক্তান্ কুরু, তথা অস্মাকং সত্ত্বভাবান্ অবিকৃতান্ রক্ষ। (১ম—১০২সূ—৪ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আমরা যেন রিপুজয়ী হই; রিপুগণের সহিত নিত্যসঙ্ঘটিত সংগ্রামে আমাদিগের বরণীয় শ্রেষ্ঠ গুণনিবহকে উৎকর্ষের সহিত রক্ষা করুন; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! পরমার্থ-রূপ শ্রেষ্ঠ ধনকে আমাদিগের সুপ্রাপক করুন; এবং হে পরমধনশালিন্! রিপুগণের বীর্য্যসমূহকে আপনি সর্ব্বথা ভঙ্গ করুন—প্রকৃষ্ট-রূপে নাশ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন এবং আমাদিগের সত্ত্বভাবসমূহকে অবিকৃত রাখুন।)॥ (১ম—১০২সূ—৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যুজাস্মাভির্যুক্তেন সহায়ভূতেন ত্বয়া বৃতমাবৃণ্বন্তং শত্রুং বয়ং স্তোতারো জয়েম। অভিভবেম। অপি চ ভরেভরে সংগ্রামে সংগ্রামে অস্মাকমংশমস্মদীয়ং ভাগমুদব। শত্রুকৃতপীড়াপরিহারেণোৎকৃষ্টং রক্ষ। তথা হে ইন্দ্র বরিবো ধনমস্মভ্যং সুগং সুগমং সুপ্রাপং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'যুজা' আমাদিগের সহিত যুক্ত আমাদিগের সহায়ভূত 'ত্বয়া' আপনা কর্ত্তৃক 'বৃতং' আবৃণ্বন্ত শত্রুকে 'বয়ং' স্তুতিকারী আমরা 'জয়েম' অভিভব করিব; অপিচ 'ভরেভরে' সংগ্রামে সংগ্রামে 'অস্মাকমংশং' আমাদিগের ভাগ 'উদব' শত্রুকৃত পীড়া পরিহার করিয়া উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা করুন; এবং হে ইন্দ্র! 'বরিবঃ' ধনকে 'অস্মভ্যং সুগং' আমাদিগের সুগম সুপ্রাপ্য 'কৃধি' করুন; আর, হে 'মঘবন্' ধনবন্! 'শত্রূণাং'

রুধি রুজ। তথা হে মঘবন্ শত্রূণামস্মদুপদ্রবকারিণাং বৃষ্ণ্যা বৃষ্ণ্যানি বীর্য্যাণি প্ররুজ। প্রভঙ্গ্ধি। বাধস্বেত্যর্থঃ॥

বৃতং। বৃঞ্ বরণে ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ। তুগাগমঃ। সুগং। সুদুরোরধিকরণ ইতি গমের্ডপ্রত্যয়ঃ। রুধি। শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্য ইতি হের্ধিঃ। রুজ। রুজো ভঙ্গে। তৌদাদিকঃ॥ ৪॥

চতুর্থ (১১১০) ঋকের বিশদার্থ

ভাষ্যে এই ঋকের যে অর্থ প্রকটিত আছে, তাহাতেও ভাবের কোনও অসঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু প্রথম চরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, তাহাতে অন্যরূপ অর্থের উপযোগিতা দেখা যায়। সে দৃষ্টিতে 'বৃতং অংশং' পদদ্বয়ের অর্থ একটু স্বতন্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। রিপুগণের প্রাধান্যে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠভাব সত্ত্বভাব স্বতঃই লোপ পাইয়া থাকে। তাই এখানকার প্রার্থনা,—'রিপুসংগ্রামে আমরা যেন জয়যুক্ত হই, আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাব যেন অবিকৃত থাকে।' ফলতঃ, 'বৃতং' পদে 'জ্ঞানবারক শত্রু' অর্থও গ্রহণ করা যায়; আবার ঐ পদে বরেণ্য শ্রেষ্ঠ অর্থও দ্যোতনা করে। ভাষ্যে ঐ পদে অবরোধের আবরণের ভাব পরিগৃহীত; আমরা বরণার্থক 'বৃঞ্' ধাতুমূলক বলিয়া, ঐ পদে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহাতে ঐ পদ 'অংশং' পদের বিশেষণ-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ফলতঃ, হৃদয়ের মধ্যে রিপুগণের সহিত যে সংগ্রাম নিত্য চলিয়াছে, সেই সংগ্রামে কিসে জয়যুক্ত হইতে পারি, সেই সংগ্রামে কিসে আমাদিগের সত্ত্বভাব অক্ষুণ্ণ থাকে,—এই কামনাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে॥ (১ম—১০২সূ—৪ঋ)॥

আমাদিগের উপদ্রবকারিগণের 'বৃষ্ণ্যা' বৃষ্ণ্যসমূহ বীর্য্যসমূহ 'প্ররুজ' ভাঙ্গিয়া দিউন; বাধা প্রদান করুন—ইহাই অর্থ।

বৃতং। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থক। 'ক্বিপ্ চ' এই সূত্রানুসারে ক্বিপ্-প্রত্যয়। তুক আগম। সুগং। 'সুদুরোরধিকরণে' এই সূত্রানুসারে গম ধাতুর উত্তর ড-প্রত্যয়। রুধি। 'শ্রুশৃণুপৄকৃবৃভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে 'হি' স্থানে 'ধি' হইয়াছে। রুজ। রুজ ধাতু ভঙ্গ অর্থ প্রকাশ করে। তুদাদি গণীয়॥ (১ম ১০২সূ ৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

নানা হি ত্বা হবমানা জনা ইমে ধনানাং

ধর্ত্তরবসা বিপন্যবঃ।

অস্মাকং স্মা রথমা তিষ্ঠ সাতয়ে জৈত্রং

হীন্দ্র নিভৃতং মনস্তব ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নানা। হি। ত্বা। হবমানাঃ। জনাঃ। ইমে। ধনানাং।

ধর্ত্তঃ। অবসা। বিপন্যবঃ।

অস্মাকং। স্ম। রথং। আ। তিষ্ঠ। সাতয়ে। জৈত্রং।

হি। ইন্দ্র। নিঽভৃতং। মনঃ। তব ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ধনানাং 'ধর্ত্তঃ' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং চতুর্ব্বর্গাণাং ফলানাং ধারয়িতঃ হে ভগবন্) 'বিপন্যবঃ' (বিপদ্গ্রস্তাঃ, যথা—স্তোতারঃ) 'ইমে জনাঃ' (সর্ব্বে লোকাঃ) 'অবসা' (রক্ষা-প্রাপ্তিহেতুনা) 'নানা হি' (নানাপ্রকারেণ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'হবমানাঃ' (আহ্বয়ন্তি); হে ভগবন্! 'অস্মাকং সাতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণায়) 'রথং' (অস্মাকং হৃদি কর্ম্মণি বা) 'স্ম' (সর্ব্বতঃ) 'আ তিষ্ঠ' (অবস্থানং কুরু); 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'তব' (ত্বয়ি) 'নিভৃতং' (অব্যাকুলিতং, একান্তানুরক্তং) 'মনঃ' (চিত্তং) 'জৈত্রং হি' (নিশ্চিতং জয়শীলং

ভবতি)। অয়ং ভাবঃ—বিপদি সর্ব্বে লোকাঃ এব ভগবন্তং আহ্বয়ন্তি; কিন্তু যস্য চিত্তং সর্ব্বথা ভগবতি একান্তেন সন্ন্যস্তং স এব শ্রেয়ঃ লভতে। (১ম—১০২সূ—৫ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-ফলসমূহের ধারক হে ভগবন্! বিপদ্‌গ্রস্ত এই সকল লোক অথবা এই সকল স্তোতৃগণ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য নানা প্রকারে আপনাকে আহ্বান করিতেছে; হে ভগবন্! আমাদিগের রক্ষণের জন্য আমাদিগের হৃদয়ে বা কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে অবস্থিতি করুন; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনাতে একান্তানুরক্ত চিত্ত নিশ্চয়ই জয়শীল হয়। (ভাব এই যে,—বিপদে সকলেই ভগবানকে আহ্বান করেন; কিন্তু যাঁহার চিত্ত ভগবানে একান্তে সন্ন্যস্ত, তিনিই শ্রেয়ঃ লাভ করেন।)॥ (১ম—১০২সূ—৫ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে সনানাং ধর্ত্তঃ। গোহিরণ্যাদিরূপাণাং ধনানাং ধারয়িতরিন্দ্র। বিপন্যবঃ। স্তোতৃনামৈতৎ। স্তোতার ইমে জনা অবসা রক্ষণেন হেতুনা ত্বা হবমানাস্ত্বামাহ্বয়ন্তো নানা হি। বিভিন্নাঃ খলু। তেষাং মধ্যেঽস্মাকং স্মাস্মাকমেব সাতয়ে ধনদানায় রথমাতিষ্ঠ। আরোহ। হে ইন্দ্র নিভৃতমব্যাকুলং তব মনশ্চিত্তং জৈত্রং হি। জয়শীলং খলু। শত্রুজি-ত্বামস্ম্যং ধনং দাতুং সমর্থমিত্যর্থঃ॥

সাতয়ে। ষণু দানে। ক্তিনি জনসনখনাং সন্ঝলোরিত্যাত্বং॥ (১ম—১০২সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে চতুর্দ্দশো বর্গঃ॥ ১।৭।১৪॥

• . •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ধনানাং ধর্ত্তঃ' গোহিরণ্য প্রভৃতি দ্রব্যসমূহের ধারণকর্ত্তা ইন্দ্রদেব! 'বিপন্যবঃ' (এই শব্দ স্তোতৃগণ অর্থে ব্যবহৃত) স্তুতিকারী এই সকল জনগণকে 'অবসা' রক্ষণ হেতুর দ্বারা 'ত্বা হবমানাঃ' আপনাকে আহ্বানকারিগণ 'নানা হি' বিভিন্ন প্রকারের; তাহাদিগের মধ্যে 'অস্মাকং স্ম' আমাদিগেরই 'সাতয়ে' ধনলাভের নিমিত্ত 'রথমাতিষ্ঠ' রথে আরোহণ করুন। হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'নিভৃতং' অব্যাকুল আপনার 'মনঃ' চিত্ত 'জৈত্রং হি' জয়শীল শত্রুকে জয় করিয়া আমাদিগকে ধনদান করিতে সমর্থ—ইহাই অর্থ।

সাতয়ে। ষণু-ধাতু দানার্থক। ক্তিনে 'জনসনখনাং সন্ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব॥ ৫॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।১৪॥

• . •

পঞ্চম (১১১১) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার সামান্য একটু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। তদ্বিষয় অনুধাবন করিলে, মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহণ-সম্বন্ধে আর কোনই দ্বিধা উপস্থিত হইবে না।

মন্ত্রের অন্তর্গত কোন্ পদের কি প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরাই বা কি প্রকার অর্থ গ্রহণ করি, তাহার একটু আলোচনা করা যাইতেছে। তাহাতেই ভাব প্রস্ফুট হইবে। মন্ত্রে আছে—'বিপন্যবঃ' পদ। ঐ পদে সাধারণতঃ 'স্তোতৃগণ' অর্থ গৃহীত হয়। কিন্তু আমরা বলি, বিপদের মধ্যে পতিত হইয়া যাহারা ভগবানকে আহ্বান করিয়া থাকে, ঐ পদে সেই সকল জনগণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। পদের অর্থ—স্তোতৃগণ বটে; কিন্তু তাহাদিগের ঐ একটু বিশেষত্বের বিষয় মনে আসে। তার পর 'নানা হি' পদ-দ্বয়। ঐ পদদ্বয়ে 'স্তোতৃগণ যে বিভিন্ন প্রকারের' তাহা না বলিয়া, তাঁহারা যে 'বিভিন্ন প্রকারে উপাসনা করিয়া থাকেন' এইরূপ অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখি। 'হবমানাঃ' পদে 'আহ্বান করিয়া থাকেন' এইরূপ ভাব গ্রহণ করা যায়। 'অবসা' পদে 'রক্ষাপ্রাপ্তির নিমিত্ত' অর্থ সিদ্ধ হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'ইহসংসারে নানাপ্রকারে বিপদ-গ্রস্ত হইয়া নানা প্রকারে মনুষ্যগণ দেবতাকে আহ্বান করিয়া থাকে।' এতদ্দ্বারা সংসারীর সাধারণ অবস্থাই বিজ্ঞাপিত করিতেছে। দ্বিতীয় চরণটী, ব্যাখ্যা-উপলক্ষে দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ঐ চরণের প্রথম অংশের অন্তর্গত 'রথং' পদের প্রতি প্রথমে লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বাপর 'রথং' পদে যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এখানেও তাহাতেই সঙ্গতি দেখি। ঐ পদে 'কর্ম্ম' বা 'হৃদয়' অর্থ সিদ্ধ হয়। এখানে সপ্তমীর অর্থে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। এইরূপে 'অস্মাকং সাতয়ে রথং স্ম আতিষ্ঠ' বাক্যাংশে ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে ভগবন্! আমাদিগের রক্ষার জন্য আমাদিগের কর্ম্মের মধ্যে আপনি চির-বিদ্যমান্ রহুন।'

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশের 'ইন্দ্র ত্বা নিভৃতং মনঃ জৈত্রং হি'

পদ-কয়টীর মধ্যে 'ভব' পদটীর প্রতি প্রথম লক্ষ্য করা আবশ্যক। আমরা বলি, ঐ পদে ষষ্ঠীর স্থলে সপ্তমীর প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলে ভাবার্থ বেশ পরিস্ফুট হয়। তাহাতে দেবতার চিত্ত-সম্বন্ধে যে কিছু বলা হইয়াছে, তাহা না বুঝাইয়া উপাসকের চিত্তের বিষয়ই যে বলা হইতেছে —তাহাই বুঝা যাইবে। এইরূপে, ঐ অংশের প্রচলিত অর্থের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া, আমাদিগের ব্যাখ্যায় ভাব দাঁড়াইয়াছে, —'হে ভগবন্! আপনার প্রতি যাহার চিত্ত নিয়ত সন্ন্যস্ত আছে, তাহার শ্রেয়ঃ-লাভ অবশ্যম্ভাবী।' এ পক্ষে 'জৈত্রং হি' পদদ্বয়ের অর্থ —'নিশ্চয়ই জয়শীল হইবে।' (১ম—১০২সূ—৫ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

গোজিতা বাহূ অমিতক্রতুঃ সিমঃ

কর্ম্মন্কর্ম্মঞ্ছতমূতিঃ খজঙ্করঃ।

অকল্প ইন্দ্রঃ প্রতিমানমোজসাথা জনা

বি হ্বয়ন্তে সিষাসবঃ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

গোহজিতা। বাহূ ইতি। অমিতহক্রতুঃ। সিমঃ।

কর্ম্মন্হকর্ম্মন্। শতংহঊতিঃ। খজংহকরঃ।

অকল্পঃ। ইন্দ্রঃ। প্রতিহমানং। ওজসা। অথ। জনাঃ।

বি। হ্বয়ন্তে। সিসাসবঃ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বাহু' (ভগবৎসম্বন্ধিনৌ কর্ম্মভক্তিরূপৌ করৌ) 'গোজিতা' (জ্ঞানপ্রাপকৌ) ভবতঃ ইতি শেষঃ; ভগবতঃ সম্বন্ধিনা কর্ম্মণা তথা ভগবতি সমর্পিতয়া ভক্ত্যা নরঃ পরমজ্ঞানস্য অধিকারী ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'অমিতক্রতুঃ' (অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানঃ, তস্মিন্ জ্ঞানং কেন্দ্রীভূতং ইত্যর্থঃ) 'সিমঃ' (রিপূণাং প্রাধান্যবারকঃ বশকারকঃ ইত্যর্থঃ) 'কর্ম্মন্কর্ম্মন্' (প্রতিসৎকর্ম্মানুষ্ঠানে) 'শতমূতিঃ' (অশেষপ্রকারেণ রক্ষাকর্ত্তা) 'খজঙ্করঃ' (রিপুণা সহ সংগ্রামস্য নেতা) 'অকল্পঃ' (অদ্বিতীয়ঃ) তথা 'ওজসা প্রতিমানং' (বলেন তুলনারহিতঃ) ভবতি ইতি শেষঃ; 'অথ' (অস্মাৎ কারণাৎ) 'সিষাসবঃ' (শ্রেয়াভিলাষিণঃ) 'জনাঃ' (লোকাঃ) 'বিহ্বয়ন্তে' (বিশেষেণ তং আহ্বয়ন্তি—তং অনুসরন্তি ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—ভগবান্ সকলজ্ঞানগুণাধারঃ; ভগবতঃ কর্ম্মণা উপাসকাঃ তং লভন্তে; অতঃ বয়ং তৎকর্ম্মণি সদৈব প্রবৃত্তাঃ ভবেম। (১ম—১০২সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্ম্ম ও ভক্তি-রূপ বাহুদ্বয় জ্ঞান-প্রাপক হয়; (ভাব এই যে,—ভগবৎ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মের দ্বারা এবং ভগবানে সমর্পিত ভক্তির দ্বারা মানুষ পরম-জ্ঞানের অধিকারী হয়); বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব—অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান তাঁহাতে কেন্দ্রীভূত, রিপুগণের প্রাধান্যনিবারক অর্থাৎ বশকারক, প্রতি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে অশেষ প্রকারে রক্ষাকর্ত্তা, রিপুগণের সহিত সংগ্রামের নেতা, অদ্বিতীয়, এবং বলের দ্বারা তুলনারহিত হয়েন; এই কারণে শ্রেয়াভিলাষী জনগণ বিশেষ প্রকারে তাঁহাকে আহ্বান করেন—তাঁহার অনুসরণ করেন। (ভাব এই যে,—ভগবান্ সকল জ্ঞান গুণের আধার, ভগবানের কর্ম্মের দ্বারা উপাসকগণ তাঁহাকে লাভ করেন; অতএব, আমরা তাঁহার সম্বন্ধীয় কর্ম্মে যেন সদাকাল প্রবৃত্ত হই।)॥ (১ম—১০২সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তব বাহু হস্তৌ গোজিতা জয়েন গবাং লম্ভয়িতারৌ। ত্বং চামিতক্রতুঃ অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানঃ। সিমঃ শ্রেষ্ঠঃ। তথা চ শাট্যায়নকং। সিম ইতি বৈ শ্রেষ্ঠমাচক্ষত

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! আপনার 'বাহু' হস্তদ্বয় 'গোজিতা' জয়ের দ্বারা গোসমূহের লাভকারী; এবং আপনি 'অমিতক্রতুঃ' অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানসম্পন্ন 'সিমঃ' শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে শাট্যায়নকে উক্ত আছে,—'সিম ইতি বৈ শ্রেষ্ঠমাচক্ষত ইতি।' অথবা, 'সিমঃ' শত্রুগণের

ইতি। যথা সিমঃ শত্রূণাং বন্ধকঃ। কর্ম্মন্‌কর্ম্মন্‌ স্তোতৄণাং কর্ম্মণি কর্ম্মণ্যুপস্থিতে শতমূতিঃ চ বহুবিধরক্ষণোপেতঃ। খজঙ্করঃ। খজতি মথ্নাতি পুরুষানিতি খজঃ সংগ্রামঃ তস্য কর্ত্তা। অকল্পঃ। কল্পোনাস্ত্রেন রহিতঃ। স্বতন্ত্র ইত্যর্থঃ। ওজসা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং যদোজো বলমস্তি তেন সর্ব্বেণ প্রতিমানং প্রতিনিধিস্তেন মীয়মানঃ। যস্মাদেবং গুণবিশিষ্ট ইন্দ্রোঽস্মাতঃ কারণাৎ সিষাসবো ধনং লব্ধুকামা জনা বিহ্বয়ন্তে। বিবিধমাহ্বয়ন্তি॥

গোজিতা। গা জয়ত ইতি গোজিতৌ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। সিমঃ। ষিঞ্‌ বন্ধনে। অন্যাদোণাদিকো মক্‌। খজঙ্করঃ। খজ মন্থনে। পচাদ্যচ্‌। ক্ষেমপ্রিয়মদ্রেঽণ্‌ চ। পা০ ৩।২।৪৪। ইতি চশব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বাৎ খজশব্দোপপদাদপি করোতেঃ খচ্‌। অরুর্দ্বিষদজন্তস্য মুমিতি মুম্‌। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অকল্পঃ। নঞ্‌সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। সিষাসবঃ। ষণ ষণ সম্ভক্তৌ। সনি সনীবন্তর্দ্ধেতি বিকল্পনাদিড়ভাবঃ। জনসনখনাং সন্‌ঝলোরিত্যাত্বং। দ্বির্বচনাদি। সনাশংসভিক্ষ উরিত্যুপ্রত্যয়ঃ। সতি শিষ্টত্বাত্তস্যৈব স্বরঃ শিষ্যতে॥ (১ম—১০২স্—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (১১১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে প্রথম ও প্রধান সমস্যামূলক বাক্যাংশ—'গোজিতা বাহূ।' উহার সাধারণ অর্থ—'গাভী জয়কারী বাহুদ্বয়।' মন্ত্রান্তর্গত কোনও পদের সহিতই উহার সম্বন্ধ-রক্ষা করা যায় না। এ যেন একটা

বন্ধক 'কর্ম্মন্‌কর্ম্মন্‌' স্তোতৃগণের কর্ম্মে কর্ম্মে উপস্থিত থাকিয়া 'শতমূতিঃ' বহুবিধ রক্ষণবিশিষ্ট 'খজঙ্করঃ'। খজতি অর্থাৎ মন্থন করে পুরুষসমূহকে· এই অর্থে খজঃ পদে সংগ্রাম বুঝায়; তাহার কর্ত্তা। 'অকল্পঃ' কল্পের অস্ত্রের দ্বারা রহিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র 'ওজসা' সকল প্রাণিগণের যে ওজঃ বল আছে, সেই সকলের দ্বারা 'প্রতিমানং' প্রতিনিধিস্বের দ্বারা মীয়মান (শ্রেষ্ঠ), যেহেতু এইরূপ গুণবিশিষ্ট 'ইন্দ্রঃ অস' ইন্দ্র এই কারণে 'সিষাসবঃ' ধনকে লাভ করিবার ইচ্ছাকারী 'জনাঃ বিহ্বয়ন্তে' জনসমূহ বিবিধপ্রকারে তাঁহাকে আহ্বান করে।

গোজিতা। গাভী-সমূহকে জয় করেন—এই অর্থে গোজিতৌ পদ হয়। 'সুপাং সুলুক্‌' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থলে আকার হইয়াছে। সিমঃ। ষিঞ্‌ ধাতু বন্ধন-অর্থক। তাহাতে ঔণাদিক মক্‌-প্রত্যয়। খজঙ্করঃ। খজ ধাতু মন্থনার্থক। পচাদিতে অচ্‌-প্রত্যয়। 'ক্ষেম প্রিয় মদ্রেঽণ্‌ চ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।২।৪৪) চ-শব্দের অনুক্তসমুচ্চয়ার্থ-হেতু খজশব্দ-উপপদে-হেতুও করোতির স্থলে খচ্‌ হয়। 'অরুর্দ্বিষদজন্তস্য' ইত্যাদি সূত্রে মুম-প্রত্যয়। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। অকল্পঃ। 'নঞ্‌সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। সিষাসবঃ। বন ও ষণ ধাতু সম্ভক্তি অর্থক। সনে—'সনীবন্তর্দ্ধ' ইত্যাদি বিকল্পন-হেতু ইটের অভাব। 'জনসনখনাং সন্‌ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। দ্বির্বচনাদি। 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয় সতি-শিষ্ট-হেতু তাহারই স্বর অবশিষ্ট আছে। ৬॥

বিচ্ছিন্ন অস্ফুট বাক্যাংশ।—যেরূপ বাক্য বা ভাব দেখিয়া পাশ্চাত্য-মতাবলম্বীরা বেদকে অসভ্য আদিম সমাজের অস্ফুট বাক্য বলিয়া ঘোষণা করেন, এ যেন তাহারই একটা আদর্শ।

যাহা হউক, সহসা 'গোজিতা বাহু' বলিলে কি বুঝা যায়? প্রথমতঃ কাহার বাহুদ্বয়—এই একটা চিন্তা মনে আসে। তাহারই সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ভাষ্যকার সম্বোধ্য 'ইন্দ্র' পদ পরিকল্পনা করিয়া লইয়াছেন; এবং কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার 'তাঁহার' এই ভাবমূলক পদ অধ্যাহার করিয়া অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছেন। এইরূপে এই মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহার দুইটী আদর্শ (একটী ইংরাজী এবং একটী বাঙ্গালা অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

১। "তোমার বাহুদ্বয় গো জয় করিয়াছে; তোমার জ্ঞান অপরিমিত; তুমি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মে কর্ম্মে শত রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধকর্ত্তা, স্বতন্ত্র, এবং (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণস্বরূপ; এইজন্যই ধন-লাভার্থী লোকে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে।"

(2) "His arms win kine, his power is boundless, in each act best, with a hundred helps; waker of battles' din.

In Indra, none may rival him in mighty strength.
Hence eager for the spoil, the people call on him."

অনুবাদ-দুইটীর বিশ্লেষণ-বিবৃতি বাহুল্য মাত্র। কোন্ পদে কি ভাব পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, মন্ত্রের সহিত ঐ দুইটী অনুবাদের তুলনা করিলেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের (মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার ও বঙ্গানুবাদের) যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতেছি। দেবতা যুদ্ধ জয় করিয়া গাভী লাভ করিয়াছিলেন—"বাহু গোজিতা" পদদ্বয় উপলক্ষে এই অর্থ প্রচলিত। কিন্তু দেবতা কর্তৃক গাভী জয় করা—ইহার সার্থকতাই বা কি—ইহার মর্ম্মই বা কি? এইখানেই বুঝা আবশ্যক,—দেবতার স্বরূপ কি? এবং দেবতার বাহু বলিতে কি ভাব মনে আসে? তার পর, এখানে ঐ 'বাহু' পদ কাহার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত আছে? এক্ষেত্রে এই সকল বিষয় সর্ব্বথা অনুভাবনীয়। তাহা অনুভাবনায় আসিলেই

'গোজিতা' পদেরও মর্ম্ম আপনিই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বেদে গো-শব্দের ব্যবহারে প্রধানতঃ দুই প্রকার অর্থের বিশেষ সঙ্গতি দেখিয়াছি। এক অর্থে গো-শব্দে পৃথিবীকে বুঝাইয়াছে; অন্য অর্থে ঐ শব্দে জ্ঞান-কিরণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে ঐ দুই অর্থেই সামঞ্জস্য থাকে। এই দৃষ্টিতে বাহুদ্বয়কে 'পৃথিবজয়ী' বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায়; আবার এই 'গোজিতা' পদে 'জ্ঞানকিরণজয়কারী' 'জ্ঞানপ্রাপক' অর্থও সিদ্ধ হয়। যে বাহুদ্বয় পৃথিবী জয়ী, অথবা যে বাহুদ্বয় জ্ঞানপ্রাপক, জ্ঞানজেতা, জ্ঞানের অধিকারী, তাহার স্বরূপ বা লক্ষণ সন্ধান করিলেই মর্ম্মার্থ অধিগত হইতে পারে। সে বাহুদ্বয়ের স্বরূপ বা লক্ষণ কি? আমরা বলি, ভগবানের সম্বন্ধ-যুক্ততাই তাহার স্বরূপ বা লক্ষণ। এখন বুঝিয়া দেখা উচিত,—ভগবানের সহিত সে সম্বন্ধ কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভগবৎসম্বন্ধ—ভগবানের কর্ম্মে ও ভক্তি-মূলে প্রতিষ্ঠিত। এখানে 'বাহু' পদে তাই আমরা 'ভগবৎসম্বন্ধিনৌ কর্ম্মভক্তিরূপৌ করৌ' অর্থ সমীচীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ভগবদ্যুক্ত কর্ম্ম আর ভক্তি—এই দুই বাহু যে জ্ঞানকে জয় করিয়া অথবা পৃথিবীকে জয় করিয়া 'গোজিতা' হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এতদনুসারে এই মন্ত্রাংশের শিক্ষা এই যে,—ভগবানের প্রতি ভক্তি রাখিয়া তাঁহার কর্ম্ম সাধন করিয়া যাও,—জ্ঞানপ্রভা তোমাতে আপনিই উদ্ভাসিত হইবে;—তুমি পৃথিবী জয়ী হইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রটীকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। উহার প্রথম অংশে, ভগবানের কর্ম্মে ও ভক্তিতেই যে পরম জ্ঞান-লাভ করা যায়, জ্ঞানে জয়ী হওয়া যায়, পৃথিবীকে বা সংসারকে জয় করিতে পারা যায়, এই ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশ, "ইন্দ্রঃ অমিতক্রতুঃ সিমঃ কর্ম্মন্‌কর্ম্মন্ শতমূতিঃ খজঙ্করঃ অকল্পঃ ওজসা প্রতিমানং" পদ-সমূহ, ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপক। এই সকল পদের বিশ্লেষণ বাহুল্য মাত্র; প্রতি-বাক্যেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। উপসংহারে মন্ত্রের তৃতীয় অংশ, "অথ সিবাসবঃ জনাঃ বিহ্বয়ন্তে" বাক্যাংশ, মনুষ্যগণকে ভগবৎ-কর্ম্ম-সম্পাদনে ভক্তিমান্ হইয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে শিক্ষা দিতেছে। এইরূপে তিন তত্ত্ব তিন ভাব এই মন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—১০২সূ—৬ঋ)॥

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তদশং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

উত্তে শতান্মঘবন্নুচ্চ ভূয়স উৎসহস্রাদ্রিরিচে

কৃষ্টিষু শ্রবঃ।

অমাত্রং ত্বা ধিষণা তিত্বিষে মহ্যধা বৃত্রাণি

জিঘ্নসে পুরন্দর ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উৎ। তে। শতাৎ। মঘঽবন্। উৎ। চ। ভূয়সঃ। উৎ। সহস্রাৎ। রিরিচে।

কৃষ্টিষু। শ্রবঃ।

অমাত্রম্। ত্বা। ধিষণা। তিত্বিষে। মহী। অধ। বৃত্রাণি।

জিঘ্নসে। পুরম্ঽদর ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমৈশ্বর্যশালিন্) 'কৃষ্টিষু' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু সাধকেষু) 'তে' (তব) 'শ্রবঃ' (মহিমা, কীর্ত্তিঃ) 'শতাৎ' (শতপ্রকারাৎ ঐহিকাৎ মহিম্নঃ) 'উৎ রিরিচে' (উর্দ্ধং যাতি, শ্রেষ্ঠঃ ভবতি ইতি ভাবঃ), 'চ' (তথা) 'ভূয়সঃ' (বহুপরিমিতাৎ লৌকিকাৎ মহিম্নঃ) 'উৎ' (শ্রেষ্ঠঃ ভবতি, তথা 'সহস্রাৎ' (অশেষবিধাৎ ঐহিকামুষ্মিকাৎ মহিম্নঃ অপি) 'উৎ' (শ্রেষ্ঠঃ ভবতি); সাধকেষু ভগবন্মহিমা অশেষপ্রকারেণ বিরাজতি—ইতি ভাবঃ; হে ভগবন্! 'মহী' (মহতী) 'ধিষণা' (বুদ্ধিঃ, প্রজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'অমাত্রং' (পরিমাণরহিতং, অপরিমেয়ং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'তিত্বিষে' (দীপয়তি, প্রকাশয়তি, তৎসমর্থানঃ ভগবান্ ইত্যবগচ্ছতি

বিস্তারয়তি ইত্যর্থঃ); 'অধ' (অনন্তরং, ধিষণয়া তব প্রকাশনে সতি ইত্যর্থঃ) 'পুরন্দর' (রিপূণাং আশ্রয়স্থানভঙ্গকারিণ্ হে দেব!) ত্বং 'বৃত্রাণি' (অজ্ঞানতারূপান্ শত্রূন্ 'জিঘ্নসে' (বিনাশয়সি); দেবপ্রভাবঃ যদা বুদ্ধ্যা উদ্ভাসিত তদা অজ্ঞানতা অপসৃতাঃ ভবতি-ইতি ভাবঃ। (১ম ১০২সূ-৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমৈশ্বর্যশালিন্! আত্মোৎকর্ষসম্পন্ন সাধকগণের মধ্যে আপনার মহিমা শতপ্রকার ঐহিক মহিমা হইতে শ্রেষ্ঠ হয় এবং বহুপরিমিত লৌকিক মহিমা হইতে শ্রেষ্ঠ হয়, আর অশেষবিধ ঐহিক পারত্রিক মহিমা হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়; (ভাব এই যে,—সাধকগণের মধ্যে ভগবন্মহিমা অশেষপ্রকারে বিভাত হয়); হে ভগবন্! মহতী বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞান, পরিমাণরহিত অদ্বিতীয় আপনাকে প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনার সম্বন্ধীয় গুণসমূহকে ইহজগতে বিস্তার করে; অনন্তর অর্থাৎ ধিষণা দ্বারা আপনার প্রকাশ হইলে, রিপুগণের আশ্রয়স্থানভঙ্গকারিন্ হে দেব! আপনি অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুগণকে বিনাশ করেন; (ভাব এই যে,—দেবতার প্রভাব যখন বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হয়, অজ্ঞানতা তখন অপসৃত হইয়া থাকে।)॥ (১ম—১০২সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র কৃষ্টিষু স্তোতৃষু মনুষ্যেষু তে ত্বয়া দীয়মানং শ্রবো যদন্নমস্তি তৎ শতাৎ শতসংখ্যাকাৎ ধনাৎ উদ্রিরিচে উদ্রিক্তমধিকং ভবতি। অপিচ ভূয়সঃ শতসংখ্যাকাদপি বহুতরাদ্ধনাৎ উদ্রিরিচে অধিকং ভবতি। কিং বহুনা। সহস্রাৎ সহস্রসংখ্যাকাদপ্যুদ্রিরিচে অধিকং ভবতি। কিং বহুনা। সহস্রাৎ সহস্রসংখ্যাকাদপ্যুদ্রিরিচে ত্বয়া দত্তং তদন্নমক্ষয়-মিত্যর্থঃ। অপিচ অমাত্রং মাত্রয়া ইয়ত্তয়া রহিতং পরিগণিতুমশক্যঃ সর্বৈঃ গুণৈরধিকং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র! 'কৃষ্টিষু' স্তবকারী মনুষ্যসমূহে 'তে' আপনার দেয় 'শ্রবঃ' যে অন্ন আছে, তাহা 'শতাৎ' শতসংখ্যক ধন হইতে 'উদ্রিরিচে' উদ্রিক্ত অধিক হয়; অপিচ 'ভূয়সঃ' শতসংখ্যক এবং বহুতর ধন হইতে 'উদ্রিরিচে' অধিক হয়। অধিকো কি হয়? 'সহস্রাৎ সহস্রসংখ্যা হইতে উদ্রিক্ত হয়, আপনা কর্তৃক দত্ত সেই অন্ন অক্ষয় হয়—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'অমাত্রং' মাত্রার দ্বারা ইয়ত্তার দ্বারা রহিত, পরিগণনা করিতে অশক্ত, সকল গুণের দ্বারা অধিক, 'ত্বা' আপনাকে

ত্বাং মহী মহতী ধিষণা অস্মদীয়া স্তুতিলক্ষণা বাক্ ত্বিষিধে দীপয়তি। তৎসম্বন্ধিনো গুণান্ প্রকাশয়তি। হে পুরন্দর শত্রূণাং পুরাং দারয়িতরিন্দ্র অধ স্তুত্যনন্তরং বৃত্রাণি আবরকান্ শত্রূন্ জিঘ্নসে হংসি বিনাশয়সি।

বিবিচে। রিচির্ বিরেচনে। কর্মণি লিট্। ত্বিষিধে। ত্বিষ দীপ্তৌ। জিঘ্নসে হন্তের্লেটি ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। লেটোঽডাটাবিত্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। গমহনেত্যাদিনো-পধালোপঃ। স্থানিবদ্ভাবাদ্দ্বির্ব্বচনাদি। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বম্। পুরন্দর। পূঃ সর্ব্বয়োর্দ্দা-রিসহোরিতি (পা০ ৩।২।৪২) খচ্। খচি হ্রস্ব ইতি (পা০ ৬।৪।৯৪) হ্রস্বত্বম্। বাচংযমপুরন্দরৌ চেতি (পা০ ৬।৩।৬৯) নিপাতনাদম্॥ (১ম—১০২সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১১১৩) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আলোচ্য মন্ত্রটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহাতে প্রথমাংশের 'শ্রবঃ' এবং 'কৃষ্টিষু' পদদ্বয়ের অর্থ প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যকার 'শ্রবঃ' পদ উপলক্ষে 'অন্ন' অর্থেই সঙ্গতি পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং 'কৃষ্টিষু' পদের ব্যাখ্যায় এস্থলে 'স্তুতিকারী মনুষ্যসমূহে' প্রতিবাক্য সমীচীনতা দেখিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র তিনি 'কৃষ্টিষু' পদে সাধারণ 'মনুষ্য' অর্থই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশের ভাবসঙ্গতি 'ধিষণা' এবং 'বৃত্রাণি' পদদ্বয়ের উপরই নির্ভর করিতেছে। ভাষ্যকার 'ধিষণা' পদে 'স্তুতিলক্ষণ বাক্য'

'মহী' মহতী 'ধিষণা আমাদিগের স্তুতিরূপ বাক্য 'ত্বিষিধে' দীপ্ত করিতেছে; আপনার সম্বন্ধীয় গুণসমূহ প্রকাশ করিতেছে। হে 'পুরন্দর' শত্রুগণের আবাসস্থানকে বিদীর্ণকারী ইন্দ্র! 'অধ' স্তুতির অনন্তর 'বৃত্রাণি' আবরক শত্রুগণকে 'জিঘ্নসি' আপনি হনন করেন—বিনাশ করেন।

বিবিচে। রিচির্ ধাতু বিরেচনার্থক। কর্ম্মণিবাচ্যে লিট্। ত্বিষিধে। দীপ্তি অর্থে ত্বিষ ধাতু ব্যবহৃত। জিঘ্নসে। হন্ ধাতু লেটে ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ হইয়াছে। 'লেটোঽডাটৌ' এই সূত্রানুসারে অট্ আগম। 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে 'শপঃ' স্থানে 'শ্লুঃ' হইয়াছে। 'গমহন' ইত্যাদির দ্বারা উপধার লোপ। স্থানিবদ্ভাব-হেতু দ্বির্ব্বচনাদি। 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের এত্ব। পুরন্দর। 'পূঃ সর্ব্বয়োর্দ্দারিসহোঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।২।৪২) খচ্। 'খচি হ্রস্বঃ' (পা০ ৬।৪।৯৪) এই সূত্রানুসারে হ্রস্বত্ব। 'বাচংযমপুরন্দরৌ চ' প্রভৃতি সূত্রানুসারে (পা০ ৬।৩।৬৯) নিপাতনের দ্বারা অম্ হইয়াছে। (১ম-১০২সূ-৭ঋ)॥

• • •

এবং 'বৃত্রাণি' পদে 'আবরক শক্রগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকারগণ প্রায়শঃ ভাষ্যকারের মতেরই পরিপোষক। তবে দুই এক স্থলে মতান্তরও দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) হে মঘবন্! তুমি মনুষ্যদিগকে যে অন্ন দান কর তাহা শত হইতেও অধিক, অথবা তাহা হইতেও অধিক, অথবা সহস্র হইতেও অধিক। তুমি পরিমাণরহিত; আমাদিগের স্তুতিবাক্য তোমাকে দীপ্ত করিয়াছে। হে পুরন্দর, তুমি শক্রদিগকে হনন কর।"

(2) "Thy glory amongst Men, transcends, O Bounteous One, that of hundreds—aye, thousands. Our eminent prayer encouraged thee who art beyond measure. Hence dost thou, Demolisher of foes, slay the wicked."

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। আমরা মন্ত্রান্তর্গত পদগুলির কিরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদেই বোধগম্য হইবে। সকল পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অনাবশ্যক। তবে মন্ত্রের প্রথম চরণান্তর্গত 'শ্রবঃ' এবং 'কৃষ্টিষু' পদদ্বয় এবং দ্বিতীয় চরণান্তর্গত 'মিমণাঃ' এবং 'বৃত্রাণি' পদদ্বয়—আলোচনার বিষয়ীভূত। এই পদ-চতুষ্টয়ের ভাব-সঙ্গতি-সম্বন্ধে প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। সেই পার্থক্য অনুভূত হইলেই মন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট হইবে।

প্রথম চরণের "শ্রবঃ কৃষ্টিষু" পদের অর্থে ভাষ্যকার 'মনুষ্যসমূহকে দেয় অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা 'শ্রবঃ' পদে 'মহিমা কীর্ত্তিঃ বা' এবং 'কৃষ্টিষু' পদে 'আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেষু সাধকেষু' এইরূপ প্রতিবাক্য সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'কৃষ্টি' যাঁহারা, যাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে তাঁহারা, ভগবৎসমীপে ঐহিক সুখ-ভোগের উপকরণ অন্ন কামনা করেন না—তাঁহারা কেবল মাত্র আপনার সুখ-সম্পদের অভিলাষী নহেন। তাঁহারা সংসারের হিতের জন্য ভগবন্মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই আমরা 'কৃষ্টিষু' পদের সহিত সম্বন্ধযুত 'শ্রবঃ' পদে 'মহিমা বা কীর্ত্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থানুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'সাধকগণের অন্তরে ভগবন্মহিমা অশেষবিধপ্রকারে

উদ্ভাসিত হয়।' এইরূপে 'শ্রবঃ' এবং 'কৃষ্টিষু' পদদ্বয়ের প্রকৃত মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের অর্থ স্বতঃই প্রস্ফুট হইয়া আসে। আমরা 'ধিষণাঃ' পদের অর্থ গ্রহণ করিয়াছি,—'বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞানং' আর 'বৃত্রাণি' পদের প্রতিবাক্যে লিখিয়াছি 'অজ্ঞানতারূপান্ শত্রূন্'। আত্মোৎকর্ষসাধনকারী প্রজ্ঞান-সম্পন্ন সাধকগণের শত্রু কে? যাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কি বহিঃশত্রু কি অন্তঃশত্রু, কোন শত্রুই তাঁহাদিগের অপকার সাধন করিতে পারে না। সকল শত্রুই তাঁহাদিগের নিকট পরাভূত। ভগবানের কার্য্যে বাধা-প্রদানকারী অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু কখনই তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না। তাঁহারা ভগবানের কার্য্যে অচল অটল ভক্তি এবং বিশ্বাস রাখিয়া শত্রুকে প্রতিহত করেন। দুই প্রকারের দুইটি ব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। আর এক প্রকারের আর একটি ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

Thy glory, Maghavan, exceeds a hundred, yea,
more than a hundred, than a thousand mid the folk.
The great bowl hath inspirited thee boundlessly:
so mayst thou slay the Vritras, breaker down of forts! *

এই ব্যাখ্যার ভাব সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন। এখানে 'ধিষণা' পদে 'সোমরসের পাত্র' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই পান-পাত্র দেখিয়া দেবতার হৃদয়ে যেন অশেষ উৎসাহের সঞ্চার হয়; সেই উৎসাহে তিনি যেন বৃত্রাসুরকে হনন করেন—তাহার দুর্গভঙ্গকারী বলিয়া 'পুরন্দর' নামে অভিহিত হয়েন।

'ধিষণা'ই বা কি আর 'পুরন্দর'ই বা কি, এই দুই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইলেই মন্ত্রের মর্ম্ম পরিস্ফুট হইয়া আসে। বুদ্ধি বা প্রজ্ঞান অর্থেই ধিষণা-শব্দের প্রয়োগ বহুত্র পরিদৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহাতেই ভাবের সঙ্গতি দেখিতে

---

* এই ব্যাখ্যার পাদ-টীকায় ব্যাখ্যাকার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, এতৎপ্রসঙ্গে তাহাও উল্লেখ করা যাইতেছে। "The great bowl: the vessel containing the exhilarating Soma juice, or the mighty libation itself. The forts are the cloud-castles of the demons of the air which Indra destroys with his ligtning: 'the clouds whose moving turrets make the bastions of the storm,'—Shelley, Witch of Atlas." সোমরসের পাত্রের সহিত মেঘ-নিবাসগণের সম্বন্ধ কিরূপে রক্ষা করা যায়, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

পাইয়াছি। ধিষণা বা প্রজ্ঞানের দ্বারাই যে ভগবন্মহিমা প্রকাশ পায়, মানুষ ভগবানকে জানিতে পারে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তার পর, যিনি পুরন্দর অর্থাৎ যিনি রিপুগণের আশ্রয় স্থানকে ভঙ্গ করেন, তাঁহার দ্বারাই অজ্ঞানতা-রূপ শত্রু সংহার প্রাপ্ত হয়। রিপুগণের প্রাধান্য নাশ প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞানতা আপনিই অপসৃত হইয়া থাকে। রিপুর প্রাধান্যই অজ্ঞানতার মূল। সেই প্রাধান্য নাশের জন্যই তিনি পুরন্দর। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে এই মন্ত্রে ভগবানের মহিমার বিষয় এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের শ্রেয়োলাভের চিত্র উদ্ভাসিত হয়। (১ম—১০২সূ—৭ঋ) ॥

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

ত্রিবিষ্টিধাতু প্রতিমানমোজসস্তিস্রো

ভূমীর্নৃপতে ত্রীণি রোচনা।

অতীদং বিশ্বং ভুবনং ববক্ষিথাশত্রুরিন্দ্র

জনুষা সনাদসি ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্রিবিষ্টিঽধাতু। প্রতিঽমানম্। ওজসঃ। তিস্রঃ।

ভূমীঃ। নৃঽপতে। ত্রীণি। রোচনা।

অতি। ইদম্। বিশ্বম্। ভুবনম্। ববক্ষিথ। অশত্রুঃ। ইন্দ্র।

জনুষা। সনাৎ। অসি ॥ ৮ ॥

• • •

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নৃপতে' (হে লোকপালক) 'ত্রিবিষ্টিধাতু' (সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যং এব) তব 'ওজসঃ' (বলস্য, শক্তেঃ) 'প্রতিমানং' (প্রকাশরূপং, আদর্শং ইত্যর্থঃ) প্রকটয়তি ইতি শেষঃ; 'তিস্রঃ ভূমীঃ' (ত্রয়ঃ লোকাঃ, সকলানি ভুবনানি) তথা 'ত্রীণি রোচনা' (ত্রিলোকসম্বন্ধীনি, যদ্বা—সত্ত্বরজস্তমোবিভেদজ্ঞাপকানি প্রজ্ঞানানি) তৎ জ্ঞাপয়ন্তি ইতি শেষঃ; অয়ং সংসারঃ ভগবতঃ গুণমহিমানং প্রকাশয়তি। 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতি হে ভগবন ইন্দ্রদেব!) ত্বং 'ইদং' (বক্ষ্যমাণং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং) 'ভুবনং' (লোকং) 'অতি' (অতিশয়রূপেণ, সর্ব্বথা) 'ববক্ষিথ' (বোঢ়ুং রক্ষিতুং ইচ্ছসি); অতঃ 'সনাৎ' (চিরকালাৎ এব) 'অজুষা' (হৃদি তব উৎপত্তিক্রমেণ) ত্বং 'অশত্রুঃ' (শত্রুরহিতঃ, রিপুণা অনুপক্রান্তঃ ইত্যর্থঃ) 'অসি' (ভবসি); হৃদি দেবতাবোদয়েন সহ রিপুণাং প্রাধান্যং বিনশ্যতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০২সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে লোকপালক! সত্ত্বরজস্তমঃ ত্রিগুণের সাম্যই আপনার শক্তির প্রকাশ-রূপকে অর্থাৎ আদর্শকে প্রকটন করিয়া আছে; তিন লোক—সকল ভুবন এবং ত্রিলোক-সম্বন্ধীয় জ্ঞান-সমূহ অথবা সত্ত্বরজস্তমঃ বিভেদ-জ্ঞাপক প্রজ্ঞান-সমূহ তাহা জ্ঞাপন করিতেছে; (ভাব এই যে,—ইহসংসার ভগবানের গুণ-মহিমা প্রকাশ করিতেছে।) বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! বক্ষ্যমাণ সকল ভুবনকে আপনি সর্ব্বথা বহন করিতে—রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন; এই হেতু চিরকাল হইতেই হৃদয়ে আপনার উৎপত্তির সহিত আপনি শত্রুরহিত, অর্থাৎ রিপুগণ কর্তৃক অনুপক্রান্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—হৃদয়ে দেবভাব উদয়ের সহিত রিপুগণের প্রাধান্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।)॥ (১ম—১০২সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নৃপতে নৃণাং পালয়িতরিন্দ্র ত্বং ওজসঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বলস্য প্রতিমানং প্রতিনিধিরসি। কীদৃশং প্রতিমানং? ত্রিবিষ্টিধাতু। ধাতুশব্দো রজ্জুভাগবচনঃ। যথা ত্রিধাতু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'নৃপতে' নরগণের পালনকর্ত্তা ইন্দ্র! আপনি 'ওজসঃ' সকল প্রাণিগণের বলের 'প্রতিমানং' প্রতিনিধি হয়েন। কিরূপ প্রতিমান? 'ত্রিবিষ্টিধাতু'। ধাতু শব্দ রজ্জুভাগবাচক; যেমন,—'ত্রিধাতু পঞ্চধাতু বা গুণং করোতি' (বৌধায়ন সূত্র, প্রথম

শক্ধাতু বা স্তবং করোতীতি। যথা ত্রিবিষ্টিঃ ত্রিগুণিতারজ্জুর্দ্রঢ়ীয়সী এবমিন্দ্রোঽপি দৃঢ়তর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বং তিস্রো ভূমীঃ ত্রীন্ লোকান্ ত্রীণি রোচনা ত্রীণি তেজাংসি দিব্যাদিত্যাখ্যং অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতরূপং অগ্নিং পৃথিব্যামাহবনীয়াদিরূপেণ বর্ত্তমানং পার্থিবমগ্নিং এবং ত্রীন্ লোকান্ ত্রীণি তেজাংসি চ অতিবর্বক্ষিথ। অতিশয়েন বোঢ়ুম্ ইচ্ছসি। অপিচ ইদং বিশ্বং সর্ব্বং ভুবনং ভূতজাতং চ অতিবোঢ়ুমিচ্ছসি। সর্ব্বস্য জগতঃ পালনেন ত্বমেব সর্ব্বেষাং নির্ব্বাহকো ভবসীত্যর্থঃ। যস্মাত্ত্বং ইন্দ্র ত্বং সনাৎ চিরকালাদারভ্য জনুষা জন্মনা জন্মপ্রভৃতি অশত্রুঃ সপত্নরহিতোঽসি।

ত্রিবিষ্টিধাতু। ত্রিধাত্রিপ্রকারেণ বিষ্ট্যা প্রবেশনেন বিধীয়তে ক্রিয়ত ইতি ত্রিবিষ্টি-ধাতু ত্রিগুণিতারজ্জুঃ। বিশের্ভাবে ক্তিন্। ধাঞঃসিতনিগমিমসীত্যাদিনা কর্ম্মণি তুন্প্রত্যয়ঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্। অত্র দৃঢ়রজ্জুবাচকঃ শব্দস্তদ্গতং দার্ঢ্যং লক্ষয়িত্বা তদ্বতি প্রতি-মানে বর্ত্ততে। যথা মানবকেঽগ্নিশব্দঃ তিস্রঃ শসি ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়ামিতি স্রাদেশোঽন্তোদাত্তঃ। অচি র ঋত ইতি রেফাদেশে উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাদিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বম্। ববক্ষিথ বহ প্রাপণে। ইত্যাদিচ্ছা সনি চবকবষবানি। সস্তত ইতীবাভাবশ্ছান্দসঃ। ছান্দসে লিটি অমন্ত্রে ইতি নিষেধাদাম্প্রত্যয়াভাবঃ। জনুষা। জনেরুসিঃ। (১ম—২০২সূ—৮ঋ)।

• • •

অধ্যায়) ইতি। যেমন 'ত্রিবিষ্টি' ত্রিগুণিত রজ্জু দৃঢ়তর হয়, সেইরূপ ইন্দ্রও দৃঢ়তর—ইহাই অর্থ। আবার আপনি 'তিস্রঃ ভূমীঃ' তিন লোককে 'ত্রীণি রোচনা' তিন তেজকে, দ্যুলোকে আদিত্য নামে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ-রূপ অগ্নি পৃথিবীতে আহবনীয়াদিরূপে বর্তমান পার্থিব অগ্নি, এই তিন লোককে এবং তিন তেজকে 'অতি ববক্ষিথ' অতিশয়রূপে বহন করিতে ইচ্ছা করেন; অপিচ 'ইদং বিশ্বং' সকল বিশ্বকে 'ভুবনং' এবং ভূতসমূহকে অতিশয়রূপে বহন করিতে ইচ্ছা করেন। সকল জগতের পালনের দ্বারা আপনি সকলের নির্ব্বাহক হয়েন—ইহাই অর্থ। যেহেতু হে 'ইন্দ্র' আপনি 'সনাৎ' চিরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া 'জনুষা' জন্ম হইতে জন্ম প্রভৃতি 'অশত্রুঃ' সপত্নীরহিত হয়েন।

ত্রিবিষ্টিধাতু। 'ত্রিধা' তিনপ্রকারে 'বিষ্ট্যা' প্রবেশনের দ্বারা 'বিধীয়তে' করা হয়—এই অর্থে ত্রিবিষ্টিধাতু-পদে ত্রিগুণিত রজ্জুকে বুঝায়। বিশ-ধাতু ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'ধাঞঃসিতনিগমিমসি' ইত্যাদিতে কর্ম্মণিবাচ্যে তুন্-প্রত্যয়। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। এখানে দৃঢ়রজ্জুবাচক-শব্দ তদ্গত দার্ঢ্য লক্ষ্য করাইয়া তাহার গাত প্রতিমানে বিদ্যমান আছে। যেমন 'মানবকে' ব্রাহ্মণকুমারে অগ্নি-শব্দ। তিস্রঃ। শসে 'ত্রিচতুরোঃ স্ত্রিয়া' ইত্যাদি সূত্রে তিস্র আদেশ হয়; অন্তোদাত্ত। 'অচি র ঋতঃ' ইত্যাদি সূত্রে রেফ্ আদেশ। 'উদাত্তযণো হল্পূর্ব্বাৎ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। 'ববক্ষিথ'। বহ ধাতু প্রাপণার্থক। তাহাতে ইচ্ছা বুঝাইতে 'চবকবষব' প্রভৃতিতে 'সস্ততঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদেশের অভাব। ছান্দস। 'ছন্দসে লিটি অমন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে নিষেধ-হেতু আম্-প্রত্যয়ের অভাব। 'জনুষা' জনি ধাতুতে উসি-প্রত্যয়। (১ম—১০২সূ-৮ঋ)।

• • •

অষ্টম (১১১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

মন্ত্রান্তর্গত 'ত্রিবিষ্টিধাতু' পদ—মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ-নিষ্কাশনে বিষম সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। ভাষ্যকার ঐ পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—'ত্রিগুণিত রজ্জু যেমন দৃঢ়তর হয়, সেইরূপ।' তদনুসারে মন্ত্রের যে অর্থ দাঁড়াইয়াছে, ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে তাহা পরিস্ফুট নহে। নিম্নে একটী বাঙ্গালা ও দুইটী ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহাতে জটিলতা যেন সঞ্জীভূত হইয়া আছে। যথা,—

(১) "হে নরপালক! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ এবং এই বিশ্ব-ভুবন বহন করিতে অতিশয় সক্ষম, কেননা হে ইন্দ্র! তুমি বহুকাল হইতে, জন্ম অবধি শত্রুরহিত।"

(2) "Lord of men, the three Earths or the refulgent regions (of the Heaven)—such is the triple measurement of thy power. Thou hast grown beyond all this universe. Indra, from they birth, thou art from of old, without a foe."

(3) "Of thy great might there is a threefold counterpart, the three earths, Lord of men! and the three realms of light.

Above this whole world, Indra. thou hast waxen great without a foe art thou, by nature, from of old."

ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম এই যে,—'ত্রিগুণিত রজ্জু যেমন দৃঢ়তর হয়, সেইরূপ ইন্দ্রও দৃঢ়তর; অপিচ, সেই ইন্দ্র 'নরগণের পালনকর্ত্তা, সকল প্রাণিগণের বলের প্রতিনিধি হয়েন।'

এরূপ ব্যাখ্যা হইতে আমরা কি বুঝিব? ত্রিগুণিত রজ্জু যেমন দৃঢ় হয়, নরগণের পালন কর্ত্তা ইন্দ্র সেইরূপ দৃঢ়! আর, ঐটুকু দৃঢ়তা লইয়াই তিনি সকল প্রাণিগণের বলের প্রতিনিধি! এবম্বিধ অর্থের কোনই তাৎপর্য্য অনুভূত হয় না। দেবতার শক্তি ত্রিগুণিত রজ্জুর তুল্য—ইহাতে কি ভাব দ্যোতনা করে? এই প্রকার তুলনায়, দেবতার শক্তি বা মাহাত্ম্য কতটুকু সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যাহা হউক, আমরা কি ভাবে কিরূপ দৃষ্টিতে ঐ পদের অর্থ-গ্রহণ করি, তাহার

একটু আভাস দিতেছি। বেদে যেখানেই আমরা 'ত্রি' শব্দ পাইয়াছি; সেখানেই 'ত্রিলোক'—স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতাল—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অথবা 'ত্রিগুণ'—সত্ত্বরজস্তমঃ—এই অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়াছি। এস্থলেও 'ত্রিবিষ্টি-ধাতু' পদে সেই অর্থেরই সার্থকতা দেখা যায়। ঐ পদে তাই 'সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণ-সাম্যং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্য যাঁহাতে সাধিত হইয়াছে; সেই পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন দেবতাই সংসারের যাবতীয় প্রাণিগণের শক্তিসমূহের আশ্রয়স্বরূপ। সৃষ্টি তাঁহারই মহতী শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। তাঁহার সেই মহতী শক্তিরই প্রকাশক—'তিস্রঃ ভূমীঃ'—সকলভুবন এবং 'ত্রীণি রোচনা'—ত্রিলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান-সমূহ। 'রোচনা' পদে 'প্রকাশ' বা 'প্রজ্ঞান' অর্থে সঙ্গতি দেখা যায়। 'ত্রিলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান' ঐ পদের দ্যোতক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে এবং দ্বিতীয় চরণটিকে স্বতন্ত্র ভাবে রাখিয়া আমরা অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছি। তদনুসারে প্রথম চরণের ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করা আবশ্যক হইয়াছে। 'ববক্ষিথ' ক্রিয়াপদ দ্বিতীয় চরণের সহিতই সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। 'ইদং বিশ্বং ভুবনং' বলিলেই, তিনি সৃজন করিতে বা রক্ষা করিতে যাহা কিছু ইচ্ছা করেন, সকলই বুঝাইয়া যায়। সুতরাং 'তিস্রঃ ভূমিঃ' বা 'ত্রীণি রোচনা' বাক্যাংশদ্বয়ের সম্বন্ধ 'ববক্ষিথ' ক্রিয়ার সহিত টানিয়া আনার কোনই আবশ্যক দেখা যায় না। এই সকল কারণে, মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে দুই ভাগে এবং দ্বিতীয় চরণটীকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, আমরা অর্থ নিষ্কাশন করিয়াছি। সেই দেবতা যে সকল শক্তির আদর্শ, ত্রিভুবন এবং সকল জ্ঞান যে তাহা বিজ্ঞাপিত করিতেছে, মন্ত্রের প্রথম চরণের দুই অংশে এই তত্ত্ব অবগত হই। দ্বিতীয় চরণে তিনি যে সকল লোককে—বিশ্বসংসারকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা ইচ্ছুক রহিয়াছেন, তাহাই প্রকাশ পাইতেছে।

উপসংহারে মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের শেষ অংশ "সনাৎ জনুষা অশত্রুঃ অসি" বাক্যাংশে কি ভাব প্রকাশ পায়, তাহা অনুভাবনীয়। এই অংশের 'জনুষা' পদ উপলক্ষে দেবতা যেন মনুষ্যের ন্যায় কালবিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এইরূপ অর্থ প্রচলিত আছে। কিন্তু আমরা বলি, হৃদয়ে যে দেবভাবের উৎপত্তি হয়, তাহাই 'জনুষা' পদে ব্যক্ত করিতেছে।

'সনাৎ' পদে 'চিরকাল হইতেই' অর্থ প্রাপ্ত হ । এক দিকে 'চিরকাল হইতে', অন্য দিকে 'উৎপত্তিক্রমে',—এই দুই ভাব হইতেই দেবতার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। 'অশত্রুঃ' পদ তাঁহার শত্রুরহিত অবস্থাকে বা রিপুগণ কর্তৃক অনপক্রান্ত অধিষ্ঠানকে বুঝাইয়া থাকে। দেবভাব যখনই হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, সে এক চিরন্তন নিয়ম—রিপুগণ তখনই পর্য্যুদস্ত হয়; সুতরাং দেবতা নিরুপদ্রব রহেন। ফলতঃ, জন্মমাত্রই দেবতা যে শত্রুরহিত ছিলেন—এ অর্থের মর্ম্ম এই যে, যখনই হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়, তখনই কামাদি রিপুগণ প্রাধান্যপরিশূন্য সুতরাং দেবতা উপদ্রব রহিত হইয়া থাকেন। (১ম—১০২সূ—৮ঋ)॥

—•—

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

ত্বাং দেবেষু প্রথমং হবামহে ত্বং

বভূথ পৃতনাসু সাসহিঃ।

সেমন্নঃ কারুমুপমন্যুমুদ্ভিদমিন্দ্রঃ কৃণোতু

প্রসবে রথং পুরঃ॥ ৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বাং। দেবেষু। প্রথমং। হবামহে। ত্বং।

বভূথ। পৃতনাসু। সসহিঃ।

সঃ। ইমং। নঃ। কারুং। উপঽমন্যুং। উৎঽভিদং। ইন্দ্রঃ। কৃণোতু।

প্রঽসবে। রথং। পুরঃ॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'দেবেষু' (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহেষু) 'প্রথমং ত্বাং' (আদিরূপং ত্বাং, শ্রেষ্ঠং ত্বাং) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে, অনুসরণং কুর্য্যাম ইত্যর্থঃ); যতঃ 'পৃতনাসু' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু) 'ত্বং সাসহিঃ' (ত্বং শত্রূণাং অভিভবিতা বিমর্দ্দকঃ ভবসি); 'প্রসবে' (যুদ্ধোৎপত্তৌ, রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে উপস্থিতে সতি) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবন্ ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'ইমং রথং' (নিত্যকৃতং কর্ম্মরূপং যানং) 'পুরঃ' (অগ্রে, সর্ব্বকালে) 'কারুং' (প্রাধান্যযুতং কর্ত্তাস্বরূপং) 'উপমন্যুং' (শত্রুবিমর্দ্দনায় কোপনস্বভাবং) 'উদ্ভিদং' (শত্রূণাং উদ্ভেত্তারং উচ্ছেদকং) 'কৃণোতু' (করোতু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ ভবদীয়স্য অনুসারিণঃ কুরু, তেন অস্মাকং কর্ম্ম সদৈব রিপুবিমর্দ্দকং ভবতু। (১ম—১০২সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! দীপ্তিদানাদি-গুণসমূহের মধ্যে আদি-রূপ আপনাকে আমরা যেন অনুসরণ করি; যেহেতু রিপুগণের সহিত সংগ্রামসমূহে আপনি শত্রুগণের অভিভবিতা বিমর্দ্দক হয়েন। রিপুগণের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সেই প্রসিদ্ধ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগের নিত্যকৃত কর্ম্ম-রূপ যানকে, অগ্রে প্রধান্যযুক্ত কর্ত্তা-স্বরূপ, শত্রুবিমর্দ্দনের জন্য কোপন-স্বভাব, শত্রুগণের উদ্ভেত্তা উচ্ছেদক করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে আপনার অনুসারী করুন, তদ্দ্বারা আমাদিগের কর্ম্ম সদাকাল রিপুবিমর্দ্দক হউক।)॥ (১ম—১০২সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যম্।

হে ইন্দ্র দেবেষু প্রথমং শ্রেষ্ঠং ত্বাং হবামহে। যাগার্থমাহ্বয়ামহে। তথা ত্বং পৃতনাসু সংগ্রামেষু সাসহির্ব্বভূথ। শত্রূণামভিভবিতাসি। উত্তরার্দ্ধঃ পরোক্ষকৃতঃ। স ইন্দ্রো নোঽস্মাকং কারুং স্তুতীনাং কর্ত্তারমুপমন্যুমুপমন্তারং সর্ব্বজ্ঞমুদ্ভিদং শত্রূণামুদ্ভেত্তারমিমমেবং

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'দেবেষু' দেবগণের মধ্যে প্রথমং শ্রেষ্ঠ 'ত্বাং' আপনাকে 'হবামহে' আহ্বান করিতেছি। যাগার্থ আহ্বান করিতেছি। সেইজন্য 'ত্বং' আপনি 'পৃতনাসু' সংগ্রামে 'সাসহির্ব্বভূথ' শত্রুগণের অভিভবিতা হয়েন। উত্তরার্দ্ধ পরোক্ষকৃত। 'স ইন্দ্রঃ' সেই ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের 'কারুং' স্তুতিসমূহের কর্ত্তা 'উপমন্যুং' উপমন্তা সর্ব্বজ্ঞ 'উদ্ভিদং'

গুণবিশিষ্টং পুত্রং কৃণোতু। করোতু। অপিচ প্রসবে যুদ্ধোৎপত্তাবস্মদীয়ং রথং পুরোঽন্যেভ্যো রথেভ্যঃ পুরতো বর্ত্তমানং করোতু। যদ্বা কারুমিত্যাদীনি রথবিশেষণানি। কারুং যুদ্ধস্য কর্ত্তারমুপমস্যামুপগন্তেন প্রাপ্তেন মন্যুনা ক্রোধেন যুক্তমুদ্ভিদং মার্গেঽবস্থিতানাং বৃক্ষাদীনামুদ্ভেত্তারমতিশয়েন ভঙ্‌ক্তারং॥

বস্তুপ। বস্তুধাতত্বস্বগৃভ্যাসর্ত্তবেতি নিগম ইতি নিপাতনাদিডভাবঃ। সেমং। স ইমং। সোঽচিলোপে চেৎপাদপূরণমিতি সুলোপঃ। প্রসবে। ষূঙ্ প্রাণিপ্রসবে। অদোরপ্। ধাধাদিনোত্তরপদাদ্যোদাত্তত্বং॥ (১ম—১০২সূ—৯ঋ)॥

নবম (১১১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের যে সকল অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে ইন্দ্রদেবতাকে মনুষ্যপ্রকৃতি-সম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়, এবং অন্যান্য দেবগণও যে মনুষ্য ছিলেন—তাহাই বুঝা যায়। তার পর, কোনও নির্দ্দিষ্ট কালে কোনও নির্দ্দিষ্ট উপাসক কর্তৃক এই মন্ত্র যে রচিত বা উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই সকল অর্থে তাহাই মনে আসে।

একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; ভাবপ্রবাহ কোন্ পথে প্রধাবিত হইয়াছে, বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্র! আমাদিগের যুদ্ধযোগ্য তেজযুক্ত এবং বিভেদকারী রথকে সংগ্রামে (অন্য রথের) পুরোবর্ত্তী করিয়া দিন।"

(2) "We invocate thee first among the Deities: thou hast become a mighty Conqueror in fight.

May Indra fill with spirit this our singer's heart, and make our car impetuous, foremost in attack."

শত্রুগণের উচ্ছেত্তা এইরূপ গুণবিশিষ্ট পুত্র 'কৃণোতু' করুন। অপিচ, 'প্রসবে' যুদ্ধোৎপত্তিতে আমাদিগের 'রথং' রথকে 'পুরঃ' অন্য সকলের রথসমূহের অগ্রে বর্ত্তমান করুন। অথবা কারু-প্রভৃতি 'রথং' পদের বিশেষণ। 'কারুং' যুদ্ধের কর্ত্তা 'উপমস্যাং' উপগতের প্রাপ্তের দ্বারা মন্যুর ক্রোধের সহিত যুক্ত 'উদ্ভিদং' পথে অবস্থিত বৃক্ষসমূহের উচ্ছেত্তাকে—অতিশয়রূপে ভঙ্গকর্ত্তাকে।

বস্তুথ। 'বস্তুধাতত্বস্বগৃভ্য সর্ত্তবেতি নিগমে' এই সূত্রানুসারে নিপাতন-হেতু ইটের অভাব। সেমং। স ইমং। 'সোঽচিলোপে চেৎপাদপূরণং' ইত্যাদি সূত্রে সু-লোপ। প্রসবে। ষূঙ্ ধাতু প্রাণিপ্রসবার্থক। 'অদোরপ্' সূত্রানুসারে অপ্-প্রত্যয়। 'ধাধাদিনা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্ত্যোদাত্তত্ব। (১ম—১০২সূ—৯ঋ)॥

কোন্ পদে কি অর্থ গৃহীত হইয়া মন্ত্র পূর্ব্বোক্ত ভাবের দ্যোতক হইয়াছে, অপিচ কোন্ পদে কি অর্থ গ্রহণ করিলে মন্ত্র আমাদিগের পরিগৃহীত ভাবের সমর্থক হয়, এক্ষণে তাহাই একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথম—'দেবেষু প্রথমং' পদদ্বয়। ঐ পদে সাধারণতঃ 'দেবগণের মধ্যে প্রথম' এই অর্থ প্রচলিত দেখি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণের অগ্রে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সম্বন্ধে উপাখ্যানও আছে। কিন্তু ঐ দুই পদে আমরা সম্পূর্ণ অন্য ভাব গ্রহণ করি। 'দেব'-শব্দের প্রতিবাক্যে ভাষ্যেই বিভিন্ন স্থানে 'দীপ্তিদানাদি-গুণসম্পন্ন' অর্থ দৃষ্ট হইয়াছে। ফলতঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহই দেবতা নামে অভিহিত হয়। তার পর, 'প্রথমং' পদে 'আদিরূপ শ্রেষ্ঠ সনাতন নিত্য' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করিতে পারি। অনাদি অনন্ত পুরাণ-পুরুষই 'প্রথম' বলিয়া পরিচিত হয়েন। এই দৃষ্টিতে, 'দেবেষু প্রথমং' পদদ্বয়ে, যিনি দীপ্তিদানাদিসকল গুণের আদিভূত, নিত্যসত্য সনাতন, তাঁহাকেই বুঝাইয়া থাকে। 'হবামহে' পদে 'তাঁহাকে আহ্বান করি অর্থাৎ তাঁহার অনুসরণ করি' এই ভাব প্রাপ্ত হই। ঐ পদে এখানে কতকটা যেন সঙ্কল্পের অথবা কতকটা যেন প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'সাসহিঃ' পদে শত্রুবিমর্দ্দক অর্থাৎ শত্রু-পরাজয়কারী অর্থ আসে। এখানে বুঝিতে হইবে, শত্রুই বা কে—আর তাহার পরাজয়ই বা সাধিত হইবে কি প্রকারে? ব্যাখ্যাদিতে এবং বিভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতগণের গবেষণায় প্রকাশ,—শত্রু বলিতে অসুরগণকে বা অনার্য্যগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু আমরা বলি, এ শত্রু—সে শত্রু নহে; ইহারা অন্তঃশত্রু—কামক্রোধাদি রিপুগণ। অতঃপর আলোচ্য—'ইমং রথং' পদদ্বয়। ঐ পদদ্বয়ের প্রচলিত অর্থ—এই 'রথ বা যান'। যে রথে বা যে যানে মনুষ্যগণ আরোহণ করে বা সংবাহিত হয়,—এ পক্ষে সেই রথের বা যানের প্রতিই লক্ষ্য আসে। কিন্তু যখন দেবতার সহিত সেই রথের সম্বন্ধ, আরও যখন বুঝিতে পারি,—দেবতা অশরীরী সত্ত্বগুণাত্মক, তখন রথেরও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কোন্ রথে দেবতার গতাগতি হয়? সে কি আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ—সৎকর্ম্মসাধন-রূপ—রথ নহে?

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের নিত্যকৃত কর্ম্মকে রিপুগণের উচ্ছেদক এবং অগ্রগামী করুন।' রিপুগণের বিমর্দ্দক হইলেই কর্ম্ম ভগবানের প্রতি আগুয়ান হয়। এখানে, আমাদিগের কর্ম্ম যেন সেইরূপ আগুয়ান হইতে পারে—এইরূপ কামনাই প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০২সূ—৯ঋ)॥

—•—

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

ত্বং জিগেথ ন ধনা রুরোধিথার্ভেষ্বাজা

মঘবন্মহৎসু চ।

ত্বামুগ্রমবসে সংশিশীমস্যথা ন

ইন্দ্র হবনেষু চোদয় ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ত্বং। জিগেথ। ন। ধনা। রুরোধিথ। অর্ভেষু। আজা।

মঘঽবন্। মহৎসু। চ।

ত্বাং। উগ্রং। অবসে। সং। শিশীমসি। অথ। নঃ।

ইন্দ্রঃ। হবনেষু। চোদয় ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্) 'অর্ভেষু' (অল্পেষু) 'চ' (তথা) 'মহৎসু' (ভীষণেষু) 'আজৌ' (আজিষু, সংগ্রামেষু, রিপুভিঃ সহ দ্বন্দ্বেষু ইত্যর্থঃ) 'ত্বং জিগেথ' (ত্বং শত্রূন্ জয়সি), তথা 'ধনা' (ধনানি—পরমার্থরূপাণি) 'ন রুরোধিথ' (ন আবরুণৎসি, উপাসকেভ্যঃ প্রযচ্ছসি) ; দেবতা দেবভাবঃ বা রিপূন্ বিমর্দ্দয়িত্বা লোকান্ পরমধনাধিকারিণঃ করোতি—ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ; হে ভগবন্ ! 'অবসে' (অস্মাকং রক্ষণায়) 'উগ্রং' (অশেষশক্তিশালিনং) 'ত্বাং সং' (ত্বাং সম্বোধয়ামঃ), যতঃ 'শিশীমসি' (লোকান্ তীক্ষ্ণী করোষি, সৎকর্ম্মসম্পাদনায় উদ্বোধয়সি ইত্যর্থঃ) ; 'ইন্দ্র' (হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অথ' (অনন্তরং) 'হবনেষু' (যজ্ঞেষু, সৎকর্ম্মসাধনেষু) 'নঃ' (অস্মান্) 'চোদয়' (প্রেরয়, বিনিবিষ্টান্ কুরু ইত্যর্থঃ) ; দেবভাবেন বয়ং সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০২সূ—১০ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে পরমধনশালিন্ ! ক্ষুদ্র এবং ভীষণ সংগ্রামসমূহে অর্থাৎ রিপুগণের সহিত দ্বন্দ্বসমূহে আপনি শত্রুগণকে জয় করেন ; এবং পরমার্থ-রূপ ধনসমূহকে উপাসকগণকে প্রদান করেন ; (তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—দেবতা বা দেবভাব রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া মনুষ্যদিগকে পরমধনের অধিকারী করেন) ; হে ভগবন্ ! আমাদিগের রক্ষণের নিমিত্ত অশেষশক্তিশালী আপনাকে সম্বোধন করিতেছি ; যেহেতু আপনি মনুষ্যদিগকে তীক্ষ্ণ করেন—সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন ; হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! অনন্তর সৎকর্ম্মসাধনসমূহে আমাদিগকে প্রেরণ করুন—বিনিবিষ্ট করুন ; (ভাব এই যে,—দেবভাবের দ্বারা আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই।)॥ (১ম—১০২সূ—১০ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং জিগেথ। শত্রূঞ্জয়সি। তথা ধনা শত্রুভ্যোঽপহৃতানি ধনানি ন রুরোধিথ নাবরুণৎসি। স্তোতৃভ্যঃ প্রযচ্ছসীত্যর্থঃ। হে মঘবন্ ধনবন্নিন্দ্র। অর্ভেষ্বল্পেষ্বাজা আজিষু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ! 'ত্বং' আপনি 'জিগেথ' শত্রুগণকে জয় করেন, আর 'ধনা' শত্রুগণ হইতে অপহৃত ধনসমূহকে 'ন রুরোধিথ' অবরোধ করেন না, অর্থাৎ স্তোতৃগণকে প্রদান করেন। হে 'মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র ! 'অর্ভেষু' অল্প 'আজা' (আজিষু) সংগ্রামসমূহে 'মহৎসু চ'

সংগ্রামেষু মহৎসু চ প্রৌঢ়েষু সংগ্রামেষু চাসদেহস্মাকং রক্ষণার্থমুগ্রমুদ্গূর্ণমধিকবলং ত্বাং সংশিশীমসি। স্তোত্রৈস্তীক্ষ্ণীকুর্মঃ। অথানন্তরং হে ইন্দ্র ত্বং হবনেষু যুদ্ধার্থমাহ্বানেষু সংস্বাগত্য নোঽস্মাংশ্চোদয়। সংগ্রামেষু প্রেরয়। জয়ং প্রাপয়েত্যর্থঃ ॥

জিগেথ। জি জয়ে। লিটি থলি ক্রাদিনিয়মাৎ প্রাপ্তস্যেটোঽচস্তাস্বৎথল্যনিটো নিত্যং। পা০ ৭।২।৬১। ইতি প্রতিষেধঃ। সন্লিটোর্জেরিত্যভ্যাসাদুত্তরস্য জকারস্য কুত্বং। জুগোবিথ। ক্রাদিনিয়মাদিট্। আজা। সুপাং সুলুগিতি সপ্তমী বহুবচনস্য ডাদেশঃ। শিশীমসি। শো তনূকরণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। আদেচ ইত্যাত্বং। দ্বির্বচনে বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। ঈহল্যঘোরিতীকারান্তাদেশঃ। ইদন্তো মসিঃ ॥ ১০ ॥

দশম (১১১৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

ভাষ্যের এবং প্রচলিত অর্থসমূহের ভাব এই যে, প্রার্থনাকারী যেন ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে দেব! ক্ষুদ্র ও ভীষণ সকল সংগ্রামেই আপনি শত্রুগণকে জয় করেন; এবং শত্রুগণের নিকট হইতে অপহৃত ধনসমূহ আপনার উপাসকগণকে প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদিগের রক্ষার জন্য অশেষবলশালী সেই আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণ করিতেছি। আমাদিগের আহ্বানসমূহে আসিয়া আপনি আমাদিগকে যুদ্ধজয়ী করুন।' মন্ত্রের দুইটি চরণে এইরূপ চতুর্বিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

এবং প্রৌঢ় সংগ্রামসমূহে 'অবসে' আমাদিগের রক্ষণার্থ 'উগ্রং' উদ্গূর্ণ অধিক বল 'ত্বাং' আপনাকে 'সংশিশীমসি' স্তোত্রসমূহের দ্বারা আমরা তীক্ষ্ণ করি। 'অথ' অনন্তর হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! আপনি 'হবনেষু' যুদ্ধের জন্য আহ্বানসমূহে আসিয়া 'নঃ' আমাদিগকে 'চোদয়' সংগ্রামসমূহে প্রেরণ করুন; অর্থাৎ, জয়কে প্রাপ্ত করুন।

জিগেথ। জি-ধাতু জয়ার্থক। লিটে থল্ প্রত্যয়; তাহাতে ক্রাদি-নিয়মহেতু প্রাপ্ত ইট্। 'অচস্তাস্বৎথল্যনিটো নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে (পাঁ ৭।২।৬১) প্রতিষেধ। 'সন্লিটোর্জেঃ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাস-হেতু উত্তরের জ কারের কুত্ব। জুগোবিথ। ক্রাদি-নিয়ম-হেতু ইট্। আজা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর বহুবচনের স্থলে ডা-আদেশ। শিশীমসি। শো-ধাতু তনূকরণার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লুঃ-প্রত্যয়। 'আদেচঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। দ্বিবচনে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। 'ঈহল্যঘোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ই-কারান্ত আদেশ। 'ইদন্তো মসি' ইত্যাদি সূত্রে মসি-প্রত্যয়। ॥ ১০ ॥

প্রথমতঃ, বলা হইয়াছে,—সংগ্রাম ক্ষুদ্রই হউক আর ভীষণই হউক, সকল সংগ্রামেই তিনি শত্রুগণকে জয় করেন। ইহা হইতে আমরা কি ভাব প্রাপ্ত হই? কোথাকার কোন্ সংগ্রামের বিষয় এখানে উল্লিখিত হইয়াছে? সংগ্রামের পক্ষাপক্ষই বা কাহারা? একি মানুষে মানুষে সংগ্রাম? অথবা, একি দেশ-দেশান্তর জয়ের যুদ্ধ? আমরা তাহা মনে করি না। আমরা বলি,—এখানকার ভাব এই যে,—কামক্রোধাদি রিপুগণের সহিত যখন আমাদিগের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সৎবৃত্তির সহিত যখন অসৎবৃত্তির সংঘর্ষ চলিতে থাকে, তাহা ভীষণই হউক আর অল্পই হউক, দেবতা বা দেবভাব সে সংগ্রামে জয়ী হয়েন।

কামক্রোধাদি রিপুগণের সহিত আমাদিগের সংগ্রাম উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা যেন অন্ধের ন্যায় রিপুগণের অনুসরণ না করি; আমরা যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পাপ প্রবৃত্তির বশতাপন্ন না হই। ফলতঃ, সংগ্রামের সূচনা আবশ্যক; তাহা হইলে, দেবতা সহায় হইয়া আমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন। 'অর্ভেষু চ মহৎসু আজা যৎ জিগেথ' মন্ত্রাংশ আমাদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিতেছে। মন্ত্র বলিতেছেন,—রিপুগণের সহিত, অসৎ প্রবৃত্তির সহিত, অজ্ঞানতার সহিত, যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দাও; শঙ্কা করিও না; ভগবান্ আসিয়া তোমাদিগকে জয়যুক্ত করিবেন।

দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়াছে—"ধনা ন রুরোধিথ"। ইহার ভাবার্থে কেন সিদ্ধান্ত করিব—'শত্রুগণের নিকট হইতে অপহৃত ধনসমূহ তিনি উপাসকগণকে প্রদান করেন?' সাধারণ মনুষ্য-সম্পর্কে এই উক্তি প্রযুক্ত হইলে, ইহার সার্থকতা স্বীকার করিতে পারিতাম; যুদ্ধ জয় করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য সৈন্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ার রীতি পুরাকালে প্রচলিত ছিল—এ দৃষ্টিতে মনুষ্য-সম্পর্কে ইহার প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু দেবতায় এই ভাব পরিকল্পনা করা যায় না। বিশেষতঃ, এখানকার 'ধনা ন রুরোধিথ' বাক্যাংশে অপরের ধন অপহরণ করিয়া প্রদান করার ভাব আদৌ আসিতে পারে না। 'রুরোধিথ' ক্রিয়ার প্রতিবাক্যে ভাষ্যেও সে ভাব আদৌ প্রকাশ পায় নাই। 'ন রুরোধিথ' পদদ্বয়ের অর্থ—সে ধন-সমূহ অবরুদ্ধ রাখিবেন না—আমরা যেন অবাধে সে ধন প্রাপ্ত হই। এই

যেন একটা আকাঙ্ক্ষা—দেবতার উদ্দেশে জ্ঞাপন করা হইয়াছে দেখিতে পাই। দেবতা এমনই—তিনি অবাধে ধন প্রদান করেন। দেবতার অনুসরণ কর; দেবভাবে উদ্বুদ্ধ হও; সে ধন অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, বলা হইয়াছে,—'আমাদিগের রক্ষা জন্য দেবতাকে তীক্ষ্ণ করি।' ইহারই বা ভাবার্থ কি? এখানে ক্রিয়া-পদের বিভক্তি-ব্যত্যয় কল্পনা করিয়া অর্থ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে। সে অর্থ যদিও প্রহেলিকাপূর্ণ, যদিও সে অর্থ হইতে কষ্টকল্পনার সাহায্যে কোন সদ্ভাব পরিগ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু বিভক্তি অব্যাহত রাখিয়াও সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'আপনাকে স্তোত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণ করি'—এ কথা বলিতে একটা সদ্ভাব এই পাই যে,—আমরা যদি ভগবানের অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তিনি তীক্ষ্ণ হইয়া বিকাশ পাইয়া জ্যোতির্ম্ময় প্রভায় আমাদিগের হৃদয়-ক্ষেত্র আলোকিত করিয়া থাকেন;—আমাদিগের হৃদয়ের কলুষ-ক্লেদ অপসৃত হইয়া সেখানে শুভ্রদীপ্তি অনাবিল-প্রভা প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে আমাদিগের অন্বয় মুখে, মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায়, 'শিশীমসি' পদে দেবতা যে আমাদিগকে তীক্ষ্ণ করেন, সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করেন,—এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই দৃষ্টিতে 'সং' পদে 'সম্বোধন করি' এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয়; অথবা, ঐ 'সং' পদ উপলক্ষে কোনও অসমাপিকা ক্রিয়ার অধ্যাহার পরিকল্পনা করিলেও 'শিশীমসি' ক্রিয়াপদের বিভক্তি-ব্যত্যয় ভিন্নও সদর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ, দেবতাকে আহ্বানের ফলে, দেবতার অনুসরণের প্রভাবে দেবতা যে আমাদিগকে সৎ-কর্ম্ম-সাধনে উদ্বুদ্ধ করেন, 'অবসে উগ্রং ত্বাং সং শিশীমসি' বাক্যাংশে এই ভাব পরিব্যক্ত দেখি।

চতুর্থতঃ, "ইন্দ্র অথ হবনেষু ন চোদয়" বাক্যাংশে, 'আমাদিগের আহ্বান শুনিয়া ইন্দ্র আমাদিগকে যুদ্ধ জয়ী করুন',—এবম্প্রকার অর্থ অপেক্ষা আমরা মনে করি—সঙ্গত অর্থ হয়, যদি বলি,—'হে ভগবন্! সৎকর্ম্মসাধনে আমাদিগকে বিনিবিষ্ট করুন;—আমাদিগের জীবন যেন সৎকর্ম্মে নিত্য নিয়োজিত থাকে।' (১ম—১০২সূ—১০ঋ)॥

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্ব্যধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

বিশ্বাহেন্দ্রো অধিবক্তা নো অস্ত্বপরিহ্বৃতাঃ

সনুয়াম বাজং।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১১॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিশ্বাহা। ইন্দ্রঃ। অধিবক্তা। নঃ। অস্তু। অপরিহ্বৃতাঃ।

সনুয়াম। বাজং।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১১॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রঃ' (ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ সঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) 'বিশ্বহা' (সদাকালং) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অধিবক্তা' (পক্ষপাতবচনযুক্তঃ, আশীর্ব্বাদকঃ, মঙ্গলাভিলাষী ইতি ভাবঃ) 'অস্ত' (ভবতু); বয়ং চ 'অপরিহ্বৃতাঃ' (অকুটিলগতয়ঃ, সরলসৎপথাবলম্বিনঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'বাজং' (সৎকর্ম্ম) 'সনুয়াম' (সম্ভজামহে); 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ)

'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষতু)। অয়ং ভাবঃ—দেবশক্তিঃ অস্মাকং মঙ্গলপ্রদা ভবতু; তেন বয়ং সৎপথাবলম্বিনঃ ভবেম, রক্ষাং চ প্রাপ্নুয়াম। (১ম—১০২সূ—১১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ভগবান্ ইন্দ্রদেব—সদাকাল আমাদিগের আশীর্ব্বাদক মঙ্গলাভিলাষী হউন; এবং আমরা অকুটিলগতি সরল সৎপথাবলম্বী হইয়া যেন সৎকর্ম্ম সম্পাদনা করি; তাহাতে, সেই কর্ম্মের দ্বারা, মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতি-দেবতা, স্যন্দনশীল অর্থাৎ স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (ভাব এই যে,—দেবশক্তি আমাদিগের মঙ্গলপ্রদ হউন; তদ্দ্বারা আমরা যেন সৎপথাবলম্বী হই, এবং রক্ষা প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—১০২সূ—১১ঋ)॥

• • •

সায়ণ ভাষ্যং।

ব্যাখ্যাতেয়ং রোহিচ্ছ্যাবেতি বর্গে। ইন্দ্রঃ সর্ব্বেষ্বহঃস্বস্মাকং পক্ষপাতেন রক্ষিতা ভবতু। বয়ং চাকুটিলগতয়ঃ সন্ত ইন্দ্রেণ দত্তমন্নং লভামহে। যদস্মাভিঃ প্রার্থিতমস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ঃ পূজিতং কুর্ব্বন্তু॥ (১ম—১০২সূ—১১ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে পঞ্চদশো বর্গঃ॥ ১।৭।১৫॥

• • •

একাদশ (১১১৭) ঋকের বিশদার্থ।

—০:×:০—

শততম সূক্তের উনবিংশী ঋক্ এবং এই ঋক্ অভিন্ন। দুইরূপ যজ্ঞ-কার্য্যে দুই সূক্তের মধ্যে উহার প্রয়োগ পরিকল্পিত হয়। তবে ভাবার্থ এখানে একটু সঙ্কুচিত দেখা যায়। যাহা হউক, প্রার্থনার ভাব সেই একই আছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এই ঋক্ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; রোহিচ্ছ্যাবেতি বর্গে। ইন্দ্র সকল দিবসসমূহে আমাদিগের পক্ষপাতের দ্বারা রক্ষা হউন। এবং আমরা অকুটিলগতি হইয়া ইন্দ্রকর্ত্তৃক দত্ত অন্ন লাভ করি। যাহা আমাদিগের কর্ত্তৃক প্রার্থিত, আমাদিগকে তাহা মিত্রাদি দেবগণ পূজিত (প্রদান) করুন। (১ম—১০২সূ—১১ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।১৫॥

এই ঋকের প্রথম চরণে দ্বিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম প্রার্থনা—"ইন্দ্রঃ বিশ্বহা অধিবক্তা অস্তু।" ভাব এই যে,—ইন্দ্রদেব নিত্যকাল আমাদিগের 'অধিবক্তা' অর্থাৎ পক্ষপাতবচনযুক্ত আশীর্ব্বাদক বা মঙ্গলাভিলাষী হউন,—দেবশক্তি আমাদিগর মঙ্গল-সাধন করুন। দ্বিতীয় প্রার্থনা—"অপরিহ্বৃতাঃ বাজং সনুয়াম"। ভাব এই যে,—'আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধনে সৎপথে সরলভাবে অগ্রসর হই,—কুটিলতা যেন কখনও আমাদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় না।' সৎপথে সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত থাকিলে দেবতা সর্ব্বদা মঙ্গল-সাধন করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার (ক্রণার) ভাব পূর্ব্বপূর্ব্ব সূক্তের শেষ চরণের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এখানে সেতত্ত্ব পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। তবে প্রথম চরণের নূতন ভাবের সহিত এখানে দেবগণের নিকট প্রার্থনা-মূলক ঐ চরণ বিন্যস্ত হওয়ায়, এখানে এই এক অভিনব মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি যে,—'আমরা যদি সরলভাবে সৎপথে সৎকর্ম্ম প্রবৃত্ত থাকি, তাহা হইলে সর্ব্বদেবগণ সকল দেবভাবসমূহ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন—পরম পদে পৌঁছাইয়া দেন।' ইহাই এই মন্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—১০২সূ—১১ঋ) ॥

—•—

ত্র্যধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

তত্ত ইত্যষ্টর্চ্চং দশমং সূক্তং কুৎসস্যার্ষমৈন্দ্রং ত্রৈষ্টুভং। তথা চানুক্রান্তং—তত্তেঽষ্টৌ-বিতি। তৃতীয়ে ছন্দোমে নিষ্কেবল্যে ইদং সূক্তং বিনিয়োগঃ। বিশ্বজিত ইতি খণ্ডে সূত্রিতং—তত্ত ইন্দ্রিয়মিতি নিষ্কেবল্যং। আ০ ৮।৭। ইতি ॥

•˙•

ত্র্যধিকশততম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'তৎ তে' ইত্যাদি আটটী ঋক্‌যুক্ত দশম সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ইন্দ্র দেবতা। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। এ বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'তত্তে অষ্টৌ ইতি'। তৃতীয় ছন্দে নিষ্কেবল্যযাগে এই সূক্তের বিনিয়োগ। 'বিশ্বজিত ইতি খণ্ডে' এইরূপ সূত্র আছে,—'তৎ তে ইন্দ্রিয়মিতি নিষ্কেবল্যং' (আ০ ৮।৭) ইত্যাদি ॥

•˙•

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ষোড়শঃ সপ্তদশশ্চ বর্গৌ।

ত্র্যধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের আটটী ঋক্—প্রত্যেকটীই প্রহেলিকা-পূর্ণ। কোন্ ঋকে কাহার সম্বন্ধে যে কি ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, সহসা তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বিশেষতঃ ভাষ্যে ও ব্যাখ্যাদিতে কোনও কোনও অংশের ভাবে অধিকতর জটিলতা আনয়ন করিয়াছে।

প্রথম ঋকের জটিলতার কারণ,—'ইন্দ্রিয়ং' পদ, এবং সেই পদ উপলক্ষে 'ইদং' ও 'অন্যৎ' প্রভৃতি পদের অর্থ-সমস্যা। দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত 'অহিং' 'রৌহিণং' ও 'ব্যংসং' পদত্রয় বিষম প্রহেলিকা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তাহাতে কোথাও বা মেঘ-সম্বন্ধে ঐ সকল পদের অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে, কোথাও বা ঐ সকল পদ অসুর-বিশেষের নাম-বাচক বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহ দেখিলে, এই সূক্তে যে মানুষের সহিত মানুষের একটা যুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে, সহসা তাহাই বোধগম্য হইবে। ঐ সকল ব্যাখ্যায়, তৃতীয় ঋকে দস্যুদিগের নগর-ধ্বংসের বিষয়, চতুর্থ ঋকে দস্যু ও আর্য্য পদদ্বয়, সপ্তম ঋকে দেবপত্নীগণ এবং অষ্টম ঋকে শুষ্ণ, পিপ্রু, কুযব ও বৃত্র প্রভৃতিকে বধ করার এবং শম্বর নামক অসুরের নগর ধ্বংস করার প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকার ব্যাখ্যা উপলক্ষে বেদের অঙ্গের পুরাবৃত্তের কাহিনীই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—বুঝা যায়। কিন্তু স্থানে স্থানে আবার সে ব্যাখ্যায় সামঞ্জস্য নাই। কোথাও বা মেঘ ও নক্ষত্র-প্রভৃতির উল্লেখে, সে ভাব উল্টাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যা মুখে সকল তত্ত্বই উদ্ঘাটনের চেষ্টা পাওয়া যাইবে।

প্রথমমণ্ডলস্য ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। নিক্ষেবল্যে ইদং
সূক্তং নিবিদ্ধানং।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

তত্ত ইন্দ্রিয়ং পরমং পরাচৈরধারয়ন্ত

কবয়ঃ পুরেদং।

ক্ষমেদমন্যদ্দিব্য১ন্যদস্য সমী পৃচ্যতে

সমনেব কেতুঃ ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। তে। ইন্দ্রিয়ং। পরমং। পরাচৈঃ। অধারয়ন্ত।

কবয়ঃ। পুরা। ইদং।

ক্ষমা। ইদং। অন্যৎ। দিবি। অন্যৎ। অস্য। সং। ঈমিতি। পৃচ্যতে।

সমনাইব। কেতুঃ ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'ইদং' (নিত্যপরিদৃষ্টং) 'পরমং' (শ্রেষ্ঠং) 'ইন্দ্রিয়ং' (বলং জ্ঞানং বা) 'কবয়ঃ' (ক্রান্তদর্শিনঃ স্তোতারঃ, প্রজ্ঞানসম্পন্নাঃ উপাসকাঃ) 'পুরা' (চিরকালং) 'পরাচৈঃ' (প্রকর্ষেণ সহ) 'অধারয়ন্ত' (ধারয়ন্তি); সাধকঃ ভগবতঃ শক্তিভিঃ জ্ঞানৈঃ বা শক্তিশালিনঃ জ্ঞানবন্তঃ বা ভবন্তি—ইতি ভাবঃ; 'অস্য' (ভগবতঃ) 'অন্যৎ' (একবিধং) 'ইদং' (বলং জ্ঞানং বা) 'ক্ষমা' (ক্ষমায়াং ভূলোকে

ইত্যর্থঃ) তথা 'অন্যৎ' (অন্যরূপং একং বলং জ্ঞানং বা) 'দিবি' (দ্যুলোকে) বর্ত্ততে ইতি শেষঃ; 'ঈং' (এতদুভয়ং ভূলোকে দ্যুলোকে চ বিদ্যমানং বলং জ্ঞানং বা ইত্যর্থঃ) 'সমনেব কেতুঃ' (সংগ্রামে পতাকাবৎ, যথা—রিপুভিঃ সহ দ্বন্দ্বপ্রবৃত্তং প্রজ্ঞানং ইব) 'সংপৃচ্যতে' (সাধকেষু সম্মিলিতং ভবতি); ঐহিকামুষ্মিকা দ্বিবিধা শক্তিঃ সাধকৈঃ সহ মিলিতা সতি লোকানাং সুফলপ্রদা ভবতি ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৩সূ—১ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনার প্রসিদ্ধ নিত্যপরিদৃষ্ট শ্রেষ্ঠ বলকে অথবা জ্ঞানকে ক্রান্তদর্শী স্তোতৃগণ—প্রজ্ঞানসম্পন্ন উপাসকগণ চিরকাল প্রকর্ষের সহিত ধারণ করিয়া আসিতেছেন; (ভাব এই যে,—সাধুগণ ভগবানের শক্তিসমূহের দ্বারা অথবা ভগবৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানসমূহের দ্বারা বলবান্ বা জ্ঞানবান্ হয়েন); ভগবানের একবিধ এই বল ভূলোকে এবং অন্যরূপ এক বল দ্যুলোকে বিদ্যমান আছে; এতদুভয় অর্থাৎ দ্যুলোকে ও ভূলোকে বিদ্যমান বল, সংগ্রামে পতাকার ন্যায় অথবা রিপুগণের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত প্রজ্ঞানের ন্যায়, সাধকগণের মধ্যে সম্মিলিত থাকে; (ভাব এই যে,—ঐহিক ও পারত্রিক দ্বিবিধ শক্তি সাধকগণের সহিত মিলিত হইয়া লোকগণেই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে।) ॥ (১ম—১০৩সূ—১ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তে ত্বদীয়ং পরমমুৎকৃষ্টং তৎ প্রসিদ্ধমিদং বর্ত্তমানমিন্দ্রিয়ং বলং পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনঃ স্তোতারঃ পরাচৈঃ পরাচীনং পরাঙ্মুখং। যথা পরাচৈঃ পরাক্রমৈঃ পরাগমনৈর্যুক্তং। যুদ্ধাভিমুখমেবাধারয়ন্ত। ধৃতবন্তঃ। অপিচ অস্যেন্দ্রস্যান্যদেকমিদ-মগ্ন্যাখ্যং জ্যোতিঃ ক্ষমা ক্ষমায়াং ভূমৌ বর্ত্ততে অন্যদপ্যেকং সূর্যাখ্যং দিবি দ্যুলোকে। ঈং তদিদমুভয়বিধমিন্দ্রস্য জ্যোতিঃ সম্পৃচ্যতে। পরস্পরং সংযুজ্যতে। রাত্রাবাদিত্যাগ্নিনা

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'তে' আপনার 'পরমং' উৎকৃষ্ট সেই প্রসিদ্ধ 'ইদং' বর্ত্তমান 'ইন্দ্রিয়ং' বলকে 'পুরা' পূর্ব্বকালে 'কবয়ঃ' ক্রান্তদর্শী স্তোতৃগণ 'পরাচৈঃ' পরাক্রমের দ্বারা পরাগমনের দ্বারা যুক্ত যুদ্ধাভিমুখে 'অধারয়ন্ত' ধরিয়াছিলেন; অপিচ 'অস্য' ইন্দ্রের 'অন্যৎ' এক 'ইদং' অগ্নি-নামক জ্যোতিঃ 'ক্ষমা' (ক্ষমায়াং) ভূমিতে বিদ্যমান আছে, 'অন্যৎ' আর এক সূর্য্যনামক 'দিবি' দ্যুলোকে 'ঈং' সেই উভয়বিধ ইন্দ্রের জ্যোতিঃ 'সম্পৃচ্যতে' পরস্পর সংযুক্ত আছে। রাত্রিতে আদিত্য অগ্নির সহিত সংযুক্ত হয়েন। "অগ্নিং চাদিত্যঃ

সংযুক্তো ভবতি। অগ্নিং চাদিত্যঃ সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তং দদৃশে (তৈ০ ব্রা০-২।১।২) ইতি শ্রুতেঃ। অহনি বহ্নিঃ সূর্য্যেণ সংগচ্ছতে। উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নিরনু সমারোহতি। তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে (তৈ০ ব্রা০ ২।১।২) ইতি শ্রুতেঃ। অনয়োঃ পরস্পরং সংগমনে দৃষ্টান্তঃ। সমনেব কেতুঃ। সমনঃ শব্দঃ সংগ্রামবাচী। যথা সমনে সংগ্রামে যুধ্যমানয়োরুভয়োঃ কেতুর্ধ্বজো ধ্বজান্তরেণ সংযুজ্যতে তদ্বৎ॥

ইন্দ্রিয়ং। ইন্দ্রস্য লিঙ্গং বলং। ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গমিতি ঘচ্-প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। পরাচৈঃ অব্যয়মেতৎ। উচ্চৈর্নীচৈরিতি যথা যাস্কস্বাহ—পরাচৈঃ পরাঞ্চৈনৈঃ। নিঃ ১১।২৫। ইতি। ক্ষমা। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ঈমো মলোপঃ সাংহিতিকশ্ছান্দসঃ। সমনেব। যম ইব অবৈরুব্যে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে (পা০-৩।৩।১৩০)। ইতি যুচ্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা আকারঃ। ইবেন বিভক্ত্যলোপঃ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং চেতি সমাসঃ॥ (১ম—১০৩সূ—১ঋ)॥

• • •

প্রথম (১১১৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রে 'তৎ' 'ইদং' ও 'অন্যৎ' প্রভৃতি কয়েকটী প্রহেলিকা-পূর্ণ পদ আছে। 'সেই' 'এই' 'এক' অথবা 'আর এক'—এই সকল বাক্যের দ্বারা কাহার প্রতি লক্ষ্য আসে? বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার বিভিন্ন-রূপ লক্ষ্য

সায়ং প্রবিশতি তস্মাদগ্নির্দূরান্নক্তং দদৃশে" শ্রুতিতে (তৈ০ ব্রা০ ২।১।২) এইরূপ উক্তি আছে। দিবাভাগে অগ্নি সূর্য্যের সহিত যুক্ত হন। "উদ্যন্তং বাবাদিত্যমগ্নি-রনুসমারোহতি তস্মাদ্ধূম এবাগ্নের্দিবা দদৃশে" এ বিষয়ে শ্রুতিতে (তৈ০ ব্রা০ ২।১।২) এইরূপ লিখিত আছে। এতদুভয়ের পরস্পর সঙ্গমের দৃষ্টান্ত,—'সমনেব কেতুঃ'। সমন-শব্দ সংগ্রামবাচী। যেমন 'সমনে' সংগ্রামে যুদ্ধে প্রবৃত্ত উভয়ের 'কেতুঃ' ধ্বজা ধ্বজান্তরের দ্বারা সংযুক্ত হয়, সেইরূপ॥

ইন্দ্রিয়ং। ইন্দ্রের লিঙ্গ বল। 'ইন্দ্রিয়মিন্দ্রলিঙ্গং' ইত্যাদি সূত্রে ঘচ্-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ হয়। পরাচৈঃ। উচ্চৈঃ' 'নীচৈঃ' প্রভৃতির ন্যায় 'পরাচৈঃ' অব্যয়শব্দ। যাস্কও এরূপ বলিয়াছেন,—'পরাচৈঃ পরাঞ্চৈনৈঃ' (নি০ ১১।২৫) ইত্যাদি। ক্ষমা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। 'ঈং'। 'ঈমো মলোপঃ' সংহিতা-বিষয়ে ছান্দসে হইয়াছে। সমনেব। 'যমইব অবৈরুব্য' অর্থ-বাচক অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।৩।১৩০) যুচ্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সপ্তমীর স্থলে আকার। 'ইব ইন' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার লোপ। পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব এবং সমাস। (১ম—১০৩সূ—১ঋ)॥

• • •

নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মূলে বা এই সূক্তের মধ্যে অগ্নিবাচক কোনই পদ নাই। অথচ, ভাষ্যকার ঐ 'তৎ' ও 'ইদং' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে অগ্নির সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে, প্রথম চরণের অর্থে যতটা না হউক, দ্বিতীয় চরণের অর্থে সম্পূর্ণ ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে,—'ইন্দ্রের এক জ্যোতিঃ অগ্নি-রূপে পৃথিবীতে আছে এবং অন্য আর এক জ্যোতিঃ সূর্য্য-রূপে আকাশে বিদ্যমান্ রহিয়াছেন; আর সেই দুই জ্যোতিঃ যুদ্ধকালে দুই পক্ষের পতাকার মিলনের ন্যায় একে অন্যের সহিত মিলিয়া যাইতেছে।' বলা বাহুল্য, এই বিষয়টী যে কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার বিবিধ যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যে এবং ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই তাহা বোধগম্য হইবে। অপিচ, ভাষ্যানুসারী আর একটী বঙ্গানুবাদও নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তদ্দ্বারাও সে ভাব উপলব্ধ করুন। যথা,—

"হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে প্রাচীন মেধাবীগণ তোমার প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ বলকে সম্মুখে ধারণ করিয়াছেন। ইন্দ্রের অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ পৃথিবী এবং অন্যরূপ জ্যোতিঃ সূর্য্য আলোক ধারণ করেন; যুদ্ধসময়ে যদ্রূপ দুই পক্ষের রথধ্বজা একত্রে মিলিত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রের ঐ জ্যোতির্দ্বয় একে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া যায়।"

ভাষ্যে এবং ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যায় 'ইন্দ্রিয়ং' পদের দ্যোতক 'ইদং' পদ উপলক্ষে অগ্নিকে ও সূর্য্যকে আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে; কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার অগ্নির সম্বন্ধ খ্যাপন করেন নাই। তাঁহারা সাধারণভাবে 'ইন্দ্রের শক্তি' এই ভাবই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

"That highest Indra-power of thine is distant: that which is here sages possessed aforetime.
This one is on the earth, in heaven the other, and both unite as flag with flag in battle." *

---

* "তৎ পরমং ইন্দ্রিয়ং" ব্যাখ্যা-উপলক্ষে বেন্‌ফে আর এক অভিনব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সোমরস মাদক দ্রব্য পানে ইন্দ্রের শক্তি যে পরিবর্দ্ধিত হয়, সেখানে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সেই ব্যাখ্যার বিষয়ে গ্রিফিথ্‌স সাহেবের টিপ্পনী নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা,—

"That highest Indra-power:--Benfey explains this verse as meaning: Indra's might is in a certain way divided: one part of it is possessed by the sages who by their

যাহা হউক, মন্ত্রানুসরণে সহজেই বুঝা যায়, 'তৎ' 'ইদং' বা 'অন্যৎ' প্রভৃতি পদে 'ইন্দ্রিয়ং' পদের প্রতিই লক্ষ্য রহিয়াছে। সুতরাং 'ইন্দ্রিয়ং' পদের অর্থ নির্দ্দিষ্ট করিলেই ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে আর কোন-রূপ অন্তরায়ের সম্ভাবনা থাকে না। ইন্দ্রিয়-শব্দের মুখ্য অর্থ—জ্ঞানসাধন অর্থাৎ যদ্দ্বারা পদার্থসমূহের জ্ঞান জন্মে। উহার দ্বিতীয় অর্থ—বল। তাহা হইতে কষ্টকল্পনায় 'ইন্দ্রিয়' শব্দে জ্যোতিঃ বা অগ্নি অর্থ আনা হইয়াছে। আমরা বলি, 'ইন্দ্রিয়ং' পদে এখানে 'জ্ঞান' বা 'বল' অর্থ গ্রহণ করিলেই বেশ সঙ্গত ভাব পাওয়া যায়। যাঁহারা ক্রান্তদর্শী উপাসক (কবয়ঃ), তাঁহারা চিরকালই ভগবানের শ্রেষ্ঠ শক্তিকে বা জ্ঞানকে যে লাভ করেন, তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই নিত্যসত্য-তত্ত্বই পরিবর্ণিত রহিয়াছে বুঝিতে পারি। দ্বিতীয় চরণেরও 'ইদং' ও 'অন্যৎ' পদে সেই শক্তির বা জ্ঞানের প্রতিই লক্ষ্য আছে। এখানে অগ্নিকে সূর্য্যকে বা জ্যোতিঃকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার কোনই হেতুবাদ দেখি না।

এখন 'সমনেব কেতুঃ' উপমার ভাব একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। তাহাতে "অন্যৎ ইদং ক্ষমা" এবং "অন্যৎ দিবি" বাক্যাংশ-দ্বয়ের সার্থকতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। ক্ষমার (পৃথিবীর) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা শক্তি এবং দ্যুলোকের (দিবি) সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা শক্তি যে পরস্পর একটু বিভিন্ন, প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দুই রূপ শক্তির বা দুই রূপ জ্ঞানের ক্রিয়া দুই দিকে প্রকাশ পায়। কিন্তু সেই দুই জ্ঞান বা শক্তি যখন সাধকের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়, তখন তাহারা এক হইয়া মিলিয়া যায়। তখন আর দুইয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। দিগ্‌দিগন্তর হইতে আসিয়া বৃষ্টির বা স্রোতের জল যেমন গঙ্গার জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, ইহাও সেইরূপ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যে

---

hymns, sacrifices and libations of Soma juice give him complete power to perform his great deeds. Sayan says that the Sun and fire are equally the lustre of Indra, one in heaven and the other on earth; and that by day fire is combined with the Sun, and by the night the Sun is combined with fire."

সায়ণের ভাষ্যে, সেন্‌ফের ব্যাখ্যায় এবং উদ্ধৃত ইংরাজী অনুবাদে কি প্রকার পার্থক্য দাঁড়াইয়াছে, সহজেই তাহা প্রতীত হইবে।

জ্ঞান বা যে শক্তি, পরাজ্ঞান হইতে—পরমাশক্তি হইতে, একটু পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইতেছিল; সাধকের সহিত সম্মিলনে তাহা পরমত্ব প্রাপ্ত হয়—অমৃতত্ব লাভ করে। দুই শক্তির দ্বন্দ্ব—পতাকার ন্যায় মিলন,—এতৎপ্রসঙ্গে, জ্ঞানের সহিত অজ্ঞানতার সংঘর্ষে, অসৎপ্রবৃত্তির সহিত সৎ-প্রবৃত্তির সংগ্রামে, জ্ঞানের জয় বা প্রজ্ঞানের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মানের ভাব প্রকাশ পায়। ফলতঃ, ভগবৎপরায়ণ সাধুগণের সংস্পর্শে আসিয়া, সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি সংসারে যে সুফল প্রদান করে, এখানে সেই ভাব পরিব্যক্ত রহিয়াছে। (১ম—১০৩সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

স ধারয়ৎ পৃথিবীং পপ্রথচ্চ বজ্রেণ হত্বা
নিরপঃ সসর্জ্জ।
অহন্নহিমভিনদ্রৌহিণং ব্যহন্ব্যংসং
মঘবা শচীভিঃ ॥ ২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ধারয়ৎ। পৃথিবীং। পপ্রথৎ। চ। বজ্রেণ। হত্বা।
নিঃ। অপঃ। সসর্জ্জ।
অহন্। অহিম্। অভিনৎ। রৌহিণং। বি। অহন্। বিঽঅংসম্।
মঘঽবা। শচীভিঃ ॥ ২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সঃ' (ভগবান্) 'পৃথিবীং' (ইহলোকং, মনুষ্যান্ ইত্যর্থঃ) 'ধারয়ৎ' (ধারয়তি, রক্ষতি ইত্যর্থঃ) 'চ' (এবং) 'পপ্রথৎ' (বিস্তীর্ণং প্রতিষ্ঠাসম্পন্নং বা উন্নতং করোতি ইত্যর্থঃ) ; সঃ 'বজ্রেণ' (আয়ুধেন—সত্ত্বরূপেণ) 'হত্বা' (অজ্ঞানতান্ রিপূন্ বা নিহত্য) 'অপঃ' (সত্ত্বভাবান্) 'সসর্জ্জ' (সৃষ্টিং করোতি, হৃদি উদ্বোধয়তি জাগরয়তি বা ইত্যর্থঃ) ; দেবত্ব-সহায়েন লোকাঃ সুরক্ষিতাঃ উন্নতগতিপ্রাপ্তাঃ সত্ত্বভাবসম্পন্নাঃ চ ভবন্তি—ইতি ভাবঃ ; 'মঘবা' (পরমধনাধিকারী দেবঃ) 'অহিং' (সর্পপ্রকৃতিং রিপুং) 'অহন্' (হন্তি) তথা 'রৌহিণং' (প্রভাবসম্পন্নং শত্রুং) 'ব্যভিনৎ' (বিদারয়তি) তথা 'শচীভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ) 'ব্যংসং' (প্রতারকং রিপুং) 'অহন্' (বিনশ্যতি) ; দেবত্বসহায়েন ক্রূরং প্রভাবসম্পন্নং প্রতারকং রিপুং বয়ং বিমর্দ্দনসমর্থাঃ ভবামঃ—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৩সূ—২ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ভগবান্ ইহলোককে (মনুষ্যগণকে) ধারণ করিয়া আছেন—রক্ষা করিতেছেন এবং বিস্তীর্ণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন বা উন্নত করিতেছেন ; তিনি বজ্রের দ্বারা (সত্ত্বভাব-রূপ আয়ুধের দ্বারা) অজ্ঞানতাসমূহকে বা রিপুগণকে হনন করিয়া সত্ত্বভাবসকলকে সৃষ্টি করিতেছেন অর্থাৎ হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ বা জাগরিত করিয়া তুলিতেছেন ; (ভাব এই যে,—দেবত্ব-সহায়ে মনুষ্যগণ সুরক্ষিত উন্নতগতিপ্রাপ্ত এবং সত্ত্বভাবসম্পন্ন হয়েন) ; পরমধনাধিকারী দেবতা, সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্যগণকে সৎকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া, সর্পপ্রকৃতি রিপুকে হনন করেন, প্রভাব-সম্পন্ন শত্রুকে বিদারণ করেন, এবং প্রতারক রিপুকে বিনাশ করেন ; (ভাব এই যে,—দেবত্ব-সহায়ে ক্রূর, প্রভাব-সম্পন্ন ও প্রতারক রিপুকে আমরা বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ হই।) ॥ (১ম—১০৩সূ—২ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

স ইন্দ্রঃ পৃথিবীমসুরৈঃ পীড়িতাং ভূমিং ধারয়ৎ। ধৃতবান্। পীড়ারাহিত্যেন স্থিতা-মকরোদিত্যর্থঃ। তদনন্তরং পপ্রথচ্চ ভূমিং বিস্তীর্ণামকরোৎ। অপিচ বজ্রেণায়ুধেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'স' ইন্দ্রদেব 'পৃথিবীং' অসুরগণকর্ত্তৃক পীড়িত ভূমিকে 'ধারয়ৎ' ধারণ করিয়াছিলেন। পীড়ারাহিত্যের দ্বারা স্থিতি করিয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। তার পর 'পপ্রথৎ' সেই ভূমিকে

হন্তব্যান্ বৃত্রাদীন্ হত্বাপো বৃষ্ট্যুদকানি নিঃ সসর্জ। মেঘান্নির্গময়ামাস। এতদেব স্পষ্টীক্রিয়তে। অহিমন্তরিক্ষে বর্ত্তমানং মেঘমহন্। বজ্রেণ বর্ষণার্থমতাড়য়ৎ। রৌহিণং রৌহিণো নাম কশ্চিদসুরঃ। তং চ ব্যভিনৎ। বিদারয়ৎ। অপিচ। মঘবা ধনবানিন্দ্রঃ শচীভিরাত্মীয়ৈর্যুদ্ধকর্ম্মভির্ব্যংসং বিগতভুজং বৃত্রাসুরমহন্। অবধীৎ॥

পপ্রথৎ। পৃথুং করোতি প্রথয়তি। তৎকরোতীতি ণিচ্। ণাবিষ্ঠবৎপ্রাতিপদিকস্য কার্য্যমিতি বচনাৎ ঋতো হলাদের্লঘোরিতি ঋকারস্য রত্বং। টেরিতি টি লোপঃ। তস্য স্থানিবত্ত্বাদ্বৃদ্ধ্যভাবঃ। প্রথয়তের্লুঙি চঙি ণিলোপস্য স্থানিবত্বং ন পদান্তেত্যাদিনা স্বরবিধিং প্রতি তন্নিষেধাৎ। পূর্ব্বপদস্যাসমানবাক্যস্থত্বান্নিঘাতাভাবঃ॥ (১ম - ১০৩সূ—২ঋ)।

দ্বিতীয় (১১১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

'পপ্রথৎ' 'হত্বা' ও 'অপঃ' পদত্রয়, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাবপ্রকাশ পক্ষে সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন, বিস্তৃত করিয়াছিলেন, এবং বজ্র দ্বারা বৃত্রকে হনন করিয়া বৃষ্টির জল বাহির করিয়াছিলেন।' কিন্তু, পৃথিবীকে ধারণ করা, বিস্তৃত করা এবং বৃত্রকে

বিস্তার করিয়াছিলেন। আরও 'বজ্রেণ' আয়ুধের দ্বারা হন্তব্য বৃত্রাদিগণকে 'হত্বা' হনন করিয়া 'অপঃ' বৃষ্টির জল 'নিঃ সসৃজ' মেঘ হইতে নির্গত করিয়াছিলেন। এ বিষয় স্পষ্ট করা হইতেছে। 'অহিং' অন্তরিক্ষে বর্ত্তমান মেঘকে 'অহন্' বজ্রের দ্বারা বর্ষণের নিমিত্ত তাড়ন করিয়াছিলেন। 'রৌহিণং' রৌহিণ নামক কোন অসুর; তাহাকেও 'ব্যভিনৎ' বিদারণ করিয়াছিলেন। আরও, 'মঘবা' ধনবান্ ইন্দ্র 'শচীভিঃ' আত্মীয়যুদ্ধকর্ম্মের দ্বারা 'ব্যংসং' বিগতবাহু বৃত্রাসুরকে 'অহন্' বধ করিয়াছিলেন।

পপ্রথৎ। পৃথু করে—প্রথয়তি। তাহা করে—এই অর্থে ণিচ্-প্রত্যয়। 'ণাবিষ্ঠবৎ প্রাতিপদিকস্য কার্য্যং'—ইত্যাদি বচন-হেতু, 'ঋতো হলাদের্লঘোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঋকারের রত্ব। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। তাহার স্থানিবদ্ভাব-হেতু বৃদ্ধির অভাব। প্রথয়তির লুঙে চঙ্, তাহাতে ণি-লোপ; দ্বিবচন; 'চঙ্যন্যতরস্যাং' ইত্যাদি সূত্রে চঙের পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব, এবং ণিলোপের স্থানিবত্ত্ব হয় নাই; 'ন পদান্ত' ইত্যাদি সূত্রে স্বরবিধির প্রতি তাহার নিষেধ-হেতু। পূর্ব্বপদের অসমান-বাক্যস্থ-হেতু নিঘাতের অভাব। (১ম—১০৩সূ—২ঋ)।

হনন করিয়া বৃষ্টির জল নিঃসারণ করা—এ সকলের তাৎপর্য্য কি? অপিচ, ঐ ত্রিবিধ কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি আছে? সেই তাৎপর্য্য অনুশীলন-পক্ষে চেষ্টা করিলেই আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। 'পৃথিবীং' পদে পৃথিবীকে—পৃথিবীস্থ প্রাণিগণকে—প্রধানতঃ মনুষ্যগণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। দেবতার দ্বারা—দেবভাবের সাহায্যে মানুষ রক্ষা প্রাপ্ত হয়। 'দেবতা পৃথিবীকে ধারণ করেন'—ইহা বলিতে, মনুষ্যগণ দেবত্বের বা দেবভাবের দ্বারা রক্ষিত হয়েন,—এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারি। 'পৃথিবীকে বা পৃথিবী-সম্বন্ধীয় মনুষ্যগণকে বিস্তৃত করেন'—এইরূপ বাক্যে মনুষ্যের প্রতিষ্ঠা বা ঊর্দ্ধগতি দেবভাবের দ্বারা সাধিত হয় বুঝিতে হইবে। মূলে 'হত্বা' পদ আছে। তাহা উপলক্ষে বৃত্রকে আকর্ষণ করিয়া আনা হইয়াছে। বৃত্র কখনও হস্তপদাদিবিশিষ্ট অসুর বলিয়া অভিহিত হয়, কখনও বা মেঘ বলিয়া তাহাকে পরিচিত হইতে দেখি। আমরা বৃত্র-শব্দে অজ্ঞানতাকে, রিপুকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। সেই দৃষ্টিতেই এখানেও 'হত্বা' পদের সহিত অজ্ঞানতার বা রিপুগণের সংশ্রব কল্পনা করিয়া লইতেছি। 'অপঃ' পদে আমরা পূর্ব্বাপর সত্ত্ব-ভাবের সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। অজ্ঞানতা দূরীভূত হইলে, রিপুগণ বিমর্দ্দিত হইলে, হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগ্রৎ হয়। ইহা স্বতঃই প্রতীত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলেই এই মন্ত্রাংশে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। দেবতা বা দেবভাব সতত মানবের হিতসাধনে নিরত। অজ্ঞানতা-রূপ রিপু মানবকে সৎকর্ম্ম-সাধনে পরাঙ্মুখ করিয়া রাখে। দেবতা মানবের হৃদয়ে সত্ত্বভাব সঞ্চার করতঃ সেই সকল রিপুগণকে বিনাশ করেন,—মানবকে সৎকর্ম্ম-সাধনে যেন উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন।

প্রথম চরণের অন্তর্নিহিত প্রোক্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলেই দ্বিতীয় চরণের মর্ম্মার্থ প্রস্ফুট হইয়া আসিবে। দ্বিতীয় চরণের তিনটি সমস্যা-মূলক পদ—'অহিং' 'রৌহিণং' ও 'ব্যংসং'। ঐ পদত্রয় উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে নানারূপ কল্পনা স্থান পাইয়াছে। তিনটি পদে তিন প্রকার ভাব ব্যক্ত দেখিতে পাই। 'অহিং' পদে কখনও বা মেঘ-বিশেষকে

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, কোথাও বা অসুর-বিশেষকে বুঝাইতে ঐ পদের প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। ভাষ্যকার এখানে 'মেঘ' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ অনেকেই ঐ পদে 'অহি' নামক অসুরের সম্বন্ধ খ্যাপন করিয়া গিয়াছেন। 'রৌহিণং' পদে ভাষ্যে 'অসুর' অর্থ পরিগৃহীত; কিন্তু কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঐ পদে রক্ত-বর্ণ-বিশিষ্ট মেঘকে বুঝাইতে ঐ পদের প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ব্যংসং' পদে ভাষ্যে 'বিগত-বাহু বৃত্রাসুর' অর্থ পরিকল্পিত; অন্যান্য ব্যাখ্যায় 'ব্যংস' নামক অসুর ঐ পদের দ্যোতক। * আমরা বিভিন্ন স্থানে 'অহিং' ও 'ব্যংসং' পদ পাইয়াছি। সেই সকল স্থলেই ঐ দুই পদে 'সর্পপ্রকৃতি রিপু' ও 'প্রতারক রিপু' অর্থে ভাব সঙ্গতি দেখিয়াছি। এস্থলেও ঐ দুই পদে সেই ভাবেই সামঞ্জস্য দেখি। 'রৌহিণং' পদে শব্দ-গত ধাতু-গত অর্থানুসারে 'প্রভাবসম্পন্ন রিপু' অর্থ প্রাপ্ত হই। মানুষের শত্রু কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে, এবং মনুষ্যগণকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহা-দিগের যে তিনটি প্রধান রূপ বা প্রকৃতি, 'অহিং' 'রৌহিণং' ও 'ব্যংসং' পদত্রয়ে তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। রিপুগণ সর্পপ্রকৃতি কুটিলগতিবিশিষ্ট, রিপুগণ প্রতারণা-জাল বিস্তার করিয়া আছে—নিয়ত মনুষ্যগণকে বিভ্রান্ত করিতেছে, রিপুগণের প্রভাব অপরিসীম, এই সকল ভাবই ঐ সকল পদে প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ, পরমধনাধিকারী দেবতা রিপুগণের সকল প্রকার প্রভাবকে যে নষ্ট করেন, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে দেবতার সেই মাহাত্ম্য-তত্ত্বই প্রকটিত দেখা যায়। (১ম—১০৩সূ—২ঋ)॥

—•—

* অসুরের নাম-সম্পর্কে ঐ পদের প্রয়োগ স্বীকার করিয়াও কেহ কেহ আবার রূপক পরিকল্পনায় মেঘের সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। যেমন, গ্রিফিথের মতে,—"Raahina, said to be a demon, is, like the other fiends of drought, a dark purple cloud that withholds the rain." উইলসনের মতে,—"In all likelihood something of the sort,—a purple or red cloud."

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

স জাতূভর্ম্মা শ্রদ্দধান ওজঃ পুরো বিভিন্দন্ন-

চরদ্বি দাসীঃ।

বিদ্বান্বজ্রিন্দস্যবে হেতিমস্যার্য্যং সহো

বর্দ্ধয়া দ্যুম্নমিন্দ্র ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। জাতূঽভর্ম্মা। শ্রৎঽদধানঃ। ওজঃ। পুরঃ। বিঽভিন্দন্।

অচরৎ। বি। দাসীঃ।

বিদ্বান্। বজ্রিন্। দস্যবে। হেতিং। অস্য। আর্য্যং। সহঃ।

বর্দ্ধয়। দ্যুম্নং। ইন্দ্র ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'জাতূভর্ম্মা' (লোকানাং পালকঃ) 'ওজঃ' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যেন নিষ্পাদ্যং কর্ম্ম, সৎকর্ম্ম প্রতি ইত্যর্থঃ) 'শ্রদ্দধানঃ' (অনুরাগসম্পন্নঃ) 'সঃ' (ভগবান) 'দাসীঃ' (দস্যুসম্বন্ধীনি, রিপূণাং নিবাসভূতানি) 'পুরঃ' (পুরাণি, আশ্রয়স্থানানি) 'বিভিন্দন্' (উন্মূলয়ন, বিধ্বংসং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'বি আচরৎ' (বিশেষেণ বিচরতি তিষ্ঠতি, স্বকি আধিপত্যং বিস্তারয়তি ইতি ভাবঃ); মন্ত্রাংশঃ ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপকঃ; অয়ং ভাবঃ— সৎকর্ম্মসু নিয়োজিতান্ জনান প্রতি ভগবতঃ অশেষা করুণা পরিলক্ষ্যতে; সৎকর্ম্ম-কারিণাং সর্ব্ববিধান্ শত্রূন্ ভগবান্ বিনশ্যতি; 'বজ্রিন্': (শত্রুনাশায় রিপুবিমর্দ্দনায়

বজ্রধারিন্) 'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'অস্ত' (উপাসকস্ত—প্রার্থনাং ইতি যাবৎ) 'বিদ্বান্' (বিজানন্) ত্বং 'দস্যবে' (রিপবে, রিপুবিমর্দ্দনায় ইত্যর্থঃ) 'হেতিং' (আয়ুধং) বিসৃজ; তথা ইমং প্রার্থনাকারিণং মাং 'আর্য্যং' (গতিশীলং, ভবদীয় অনুসারিণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) মদীয়ং 'সহঃ' (বলং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'দ্যুম্নং' (জ্ঞানং) 'বর্দ্ধয়' (বৃদ্ধিং কুরু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! প্রার্থনাকারিণং মাং সৎকর্ম্মপরায়ণং কৃত্বা মহ্যং জ্ঞানং শক্তিং চ প্রযচ্ছ। (১ম—১০৩সূ—৩ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

লোকগণের পালক, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পাদ্য-কর্ম্মের প্রতি অনুরাগসম্পন্ন, সেই ভগবান্, দস্যু-সম্বন্ধীয় পুরসমূহকে অর্থাৎ রিপুগণের নিবাসভূত আশ্রয়-স্থান-সমূহকে উন্মূলিত বিধ্বস্ত করিয়া বিশেষরূপে অবস্থিত করেন—হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন; (এই মন্ত্রাংশ ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপক; ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসমূহে নিয়োজিত জনগণের প্রতি ভগবানের অশেষ করুণা পরিলক্ষিত; সৎকর্ম্মকারিগণের সর্ব্ববিধ শত্রুকে ভগবান্ বিনাশ করেন); শত্রুনাশের জন্য বজ্রধারী, বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! এই উপাসকের প্রার্থনা জানিয়া, আপনি রিপু-বিমর্দ্দনের নিমিত্ত অস্ত্র নিক্ষেপ করুন; এবং এই প্রার্থনাকারী আমাকে আপনার অনুসারী করিয়া, আমার সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে ও জ্ঞানকে বৃদ্ধি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে ভগবন্! প্রার্থনাকারী আমাকে সৎকর্ম্ম-পরায়ণ করিয়া, জ্ঞান ও শক্তি প্রদান করুন।')॥ (১ম—১০৩সূ—৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

জাতূভর্মা। জাতু ইত্যাশনিনামৈতৎ। ভর্ম্মায়ুধং। অশনিরূপমায়ুধং যস্য স তথোক্তঃ। যদ্বা জাতানাং প্রজানাং ভর্ত্তা। ওজ ওজসা বলেন নিষ্পাদ্যং কার্য্যং শ্রদ্দধানঃ। আদরাতিশয়েন কাময়মানঃ। এবং ভূতঃ স ইন্দ্রো দাসীর্দস্যুসম্বন্ধীনি পুরঃ পুরাণি বিভিন্দন্

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'জাতূভর্ম্মা' জাতু এই পদ অশনি-নাম মধ্যে দৃষ্ট হয়। 'ভর্ম্ম' আয়ুধ, 'অশনিরূপ আয়ুধ যাঁহার তিনি'—এইরূপ উক্ত আছে; অথবা, জাত প্রজাসমূহের ভর্ত্তা 'ওজঃ' ওজের দ্বারা বলের দ্বারা নিষ্পন্ন কার্য্যকে 'শ্রদ্দধানঃ' অতিশয় আদরের সহিত কাময়মান এইরূপ 'সঃ' সেই ইন্দ্র 'দাসীঃ' দস্যু-সম্বন্ধীয় 'পুরঃ' পুরসমূহকে 'বিভিন্দন্' বিনাশ

বিনাশয়ন্ ব্যচরৎ। বিবিধমগমৎ। হে বজ্রিন্ বজ্রবন্নিন্দ্র বিদ্বান্ স্তুতীর্জানংস্ত্বমস্য স্তোতুর্দস্যবে উপক্ষয়কারিণে শত্রবে হেতিমায়ুধং বিসৃজেতি শেষঃ। অপিচ হে ইন্দ্র! আর্য্যং সহঃ। আর্য্যান্ বিদ্বাংসঃ স্তোতারঃ। তদীয়ং বলং বর্দ্ধয়। অতিবৃদ্ধং কুরু। তথা দ্যুম্নং তদীয়ং যশশ্চ প্রবর্দ্ধয়॥

জাতূভর্ম্মা। জনী প্রাদুর্ভাবে। অন্যেষপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণস্য সর্বোপাধিব্যভিচারার্থত্বাৎ কেবলাদপি ড-প্রত্যয়ঃ। জাংতূর্ব্বতীতি জাতুঃ। তুর্ব্বীঃ হিংসার্থঃ। ক্বিপি রাল্লোপ ইতি বলোপঃ। ভ্রিয়ত ইতি ভর্ম্ম। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। জাতূর্ভর্ম্ম যস্য। ছান্দসো রেফলোপঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। পক্ষান্তরে তু জনের্নিষ্ঠা। জনসনখনামিত্যাত্বং। জাতং সর্ব্বং ভর্ম্ম ভর্ত্তব্যং যেন। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বর্ণব্যাপত্ত্যাকারস্য চোকারঃ॥ (১ম—১০৩সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (১১২০) ঋকের বিশদার্থ।

——:×:——

আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রথম চরণ ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপক। দেবতা বা দেবভাব কি প্রকারে সাধকের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করে—সাধকের চিত্তে সত্ত্বভাবের প্রভাব বিস্তার করিয়া কি প্রকারে সাধককে ভগবৎ-কার্য্যে অনুপ্রাণিত করে, এই অংশে তাহাই প্রকটিত দেখিতেছি। সৎ যাঁহারা সাধক যাঁহারা—যাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহা-

---

করিয়াছিলেন 'ব্যচরৎ' বিবিধরূপে গমন করিয়াছিলেন; হে 'বজ্রিন' বজ্রবান্ ইন্দ্র! 'বিদ্বান্' বিশেষরূপে স্তুতি জানেন এমন আপনি 'অস্য' স্তোতার 'দস্যবে' উপক্ষয়কারি শত্রুর জন্য 'হেতিং' আয়ুধকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করুন। অপিচ, হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'আর্য্যং সহঃ' আর্য্যগণকে বিদ্বান্ স্তুতিকারীগণের মধ্যে আপনার বল 'বর্দ্ধয়' বর্দ্ধিত করুন; অতিশয়রূপে বর্দ্ধিত করুন। আর 'দ্যুম্নং' আপনার যশঃও প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত করুন।

জাতূভর্ম্মা। জনী-ধাতু প্রাদুর্ভাবার্থে ব্যবহৃত। 'অন্যেষু অপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশিগ্রহণের সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থ হেতু কেবলই ড-প্রত্যয়। 'জাংতূর্ব্বতী' এই বাক্যে জাতু-পদ হইয়াছে। তুর্ব্বী পদ হিংসার্থক। ক্বিপে 'রাল্লোপঃ' এই সূত্রানুসারে বলোপ। 'ভ্রিয়তে' এই বাক্যে ভর্ম্ম পদ হয়। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' এই সূত্রানুসারে মনিন্-প্রত্যয়। জাতূর্ভর্ম্ম যাহার এই বাক্যে এই পদ হয়। ছান্দসে রেফ্ লোপ। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। পক্ষান্তরে জনিধাতুতে নিষ্ঠা। 'জনসনখনাং' এই সূত্রানুসারে আত্ব। জাত সকল ভর্ম্ম ভর্ত্তব্য যৎকর্ত্তৃক এই বাক্যে বহুব্রীহিহেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। বর্ণব্যাপত্তি দ্বারা অকারের স্থলে উকার॥ (১ম—১০৩সূ—৩ঋ)॥

• • •

দিগকে ভগবান্ কি প্রকারে রক্ষা করেন, আমরা দেখিতেছি, এই অংশে তাহাই বিবৃত আছে। কিন্তু, এই অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহে এবং ভাষ্যে যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমরা সে ভাব দেখিতে পাইতেছি না। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'তিনি (দেবতা) বজ্র-রূপ অস্ত্র লইয়া, বীরকার্য্যে উৎসাহ-পূর্ণ হইয়া, দস্যুদিগের নগরসমূহ বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন।'

এবম্প্রকার ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ এই ভাবই মনে হয় যে,—যাঁহার উদ্দেশ্যে মন্ত্র প্রযুক্ত, তিনি যেন কোনও এক রাজা বা সম্রাট্ ছিলেন; এবং দস্যুগণকে দমন করিয়া তিনি যেন সদম্ভে বিচরণ করিতেছিলেন। উহার মর্ম্ম এই যে,—'যাঁহারা বলীয়ান্, দেবতা তাঁহাদিগেরই প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন।' কিন্তু তাহাই কি সত্য? দেবতারাও কি ভবে বলীয়ানদিগকে ভয় করিয়া থাকেন? এ ভাব কখনই মনে স্থান পাওয়া কর্ত্তব্য নহে।

আমরা কি ভাবে কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের এই অংশের অর্থ পরিগ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় ও বঙ্গানুবাদে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। মূলে আছে—'ওজঃ' ও 'শ্রদ্দধানঃ' পদদ্বয়। ভাষ্যকার 'ওজঃ' পদে 'বলের দ্বারা নিষ্পাদ্য কার্য্যকে' এবং 'শ্রদ্দধানঃ' পদে 'অতি-শয় আদরের দ্বারা কাময়মান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। যিনি সকল প্রাণিগণের পালনকর্ত্তা—রক্ষাকর্ত্তা, তিনি কি কেবল, যাহারা বলবান্, তাহাদিগেরই প্রার্থনা শ্রবণ করেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তিনি 'সকল প্রাণিগণের রক্ষাকর্ত্তা' এই বিশেষণের সার্থকতা কি? যদি বলি—তিনি বলবানের প্রার্থনাই শ্রবণ করেন; তাহা হইলে বলিতে হইবে,—যে বলে বলবান্ হইলে তিনি প্রার্থনা শ্রবণ করেন, সে বল—দেহের বল নহে; সে বল—আত্মার বল, সে বল—হৃদয়ের বল; সে বল—সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত হয়। আমরা তাই অর্থ করিয়াছি—সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের দ্বারা নিষ্পাদ্য কর্ম্মের প্রতি তিনি অনুরাগ সম্পন্ন; হৃদয়ে সত্ত্বভাবের প্রভাব বিস্তার লাভ করিলে, ভগবৎকার্য্যসাধনের অনুপ্রেরণায় হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইলে, সাধকের হৃদয়ে—ভগবানের কার্য্যে আত্মসমর্পণকারীজনগণের হৃদয়ে—যে বলের সঞ্চার হয়, আমরা বলি,

এ বল—সেই বল। সর্ব্বনিয়ন্তার কার্য্যে—ভগবৎ-কার্য্যে কায়মনোপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলে, অশেষ করুণার আধার ভগবান্ সাধকের—ভগবৎকার্য্যে আত্মসমর্পণকারী জনগণের সর্ব্ববিধ শত্রুকে অর্থাৎ অসৎ-প্রবৃত্তিসমূহকে বিনাশ করেন,—তাঁহাদিগের সাধনার পথ পরিষ্কার করিয়া দেন; তখন, সত্ত্বভাবের প্রভায় সাধকের চিত্ত চির উদ্ভাসিত হয়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী প্রার্থনামূলক। এই চরণের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম এই যে,—'হে বজ্রধারিন্! আমাদিগের স্তুতি অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ কর; হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশঃ বর্দ্ধন কর।' এবম্বিধ ব্যাখ্যায় আর্য্যগণের সহিত অনার্য্য দস্যুগণের যুদ্ধের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়া থাকে। তদনুসারে সিদ্ধান্তিত হয়,—মধ্য এশিয়া হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া আর্য্যগণ আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিবার নিমিত্ত এখানে যেন ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করিতেছেন; তাঁহারা যেন বলিতেছেন,—ইন্দ্রদেব তাঁহার বজ্র দ্বারা তদানীন্তন ভারতবর্ষের অধিবাসী অনার্য্য দস্যুগণকে হত্যা করিয়া আর্য্যগণের যশঃ ও মান বৃদ্ধি করেন। কিন্তু আমরা এই চরণের অন্তর্গত 'আর্য্যং' পদের মর্ম্মার্থ অন্যরূপ গ্রহণ করি।

এখানে ভাষ্যকার ঐ পদে 'বিদ্বান্ স্তুতিকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেই অর্থই আমাদিগের পরিকল্পনার পরিপোষক। আমরা 'আর্য্যং' পদে ধাত্বর্থের অনুসরণে 'গতিশীল' অর্থ হইতে ভগবানের অনুগামী—দেবত্বের অনুসরণকারী—প্রতিবাক্যেই সঙ্গত দেখিতেছি।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে এই মন্ত্রের মধ্যে একটি নিগূঢ় শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে—দেখিতে পাই। সে শিক্ষা,—আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে সামর্থ্য লাভ করি, আমাদিগের হৃদয় যেন সৎ-কর্ম্মের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা যেন কায়মনোবাক্যে সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলেই ভগবান্ আমাদিগের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইবেন; তাহা হইলেই আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে; তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত আর্য্যনামের বাচ্য হইব; তাহা হইলেই আমরা পরম জ্ঞান পরাশক্তি লাভ করিব। (১ম—১০৩সূ—৩ঋ)॥

——•——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

তদূচুষে মানুষেমা যুগানি কীর্ত্তেন্যং

মঘবা নাম বিভ্রৎ।

উপপ্রয়ন্দস্যুহত্যায় বজ্রী যদ্ধ সূনুঃ

শ্রবসে নাম দধে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। উচুষে। মানুষা। ইমা। যুগানি। কীর্ত্তেন্যং।

মঘহবা। নাম। বিভ্রৎ।

উপহপ্রয়ন্। দস্যুহহত্যায়। বজ্রী। যৎ। হ। সূনুঃ।

শ্রবসে। নাম। দধে ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'মঘবা' (পরমধনাদিকারী স দেবঃ) 'উচুষে' (স্তবতে, উপাসকায়) 'কীর্ত্তেন্যং' (কীর্ত্তনীয়ং, স্মরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'তৎ নাম' (প্রসিদ্ধং যশঃ—পরিত্রাণসাধনরূপং ইতি যাবৎ) 'বিভ্রৎ' (ধারয়ন্) 'মানুষা' (মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনি) 'যুগানি' (সত্যত্রেতাদীনি—সর্ব্বকালেষু ইতি যাবৎ) বিশ্রুতে ইতি শেষঃ; উপাসকানাং পরিত্রাণায় দেবতা নিত্যকালং ক্রিয়াপরায়ণা অস্তি, লোকপরিত্রাণসাধকে কর্ম্মণি দেবতায়াঃ বিরামং নাস্তি—ইতি ভাবঃ। 'সূনুঃ' (সূর্য্যস্বরূপঃ স্বপ্রকাশঃ লোকপ্রকাশকঃ বা) 'বজ্রী' (রিপুবিমর্দ্দনায় বজ্রধারী দেবঃ) 'দস্যুহত্যায়' (শত্রূণাং বিনাশায়) 'উপপ্রয়ন্' (স্বভক্তসমীপং নির্গচ্ছন্

হৃদি আবির্ভূতঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'প্রসবে' (উপাসকানাং মঙ্গলসাধনায়) 'যদ্ধ' (যস্মাদেব, নিশ্চিতং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'নাম' (যশঃ) 'দধে' (ধারয়তি) ; যদৈব হৃদি দেবভাবস্য উদয়ঃ ভবতি তদৈব রিপবঃ বিমর্দ্দিতাঃ সন্তি তথা দেবতায়াঃ যশোজ্যোতিঃ বিভাতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৩সূ—৪ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

পরমধনাধিকারী সেই দেবতা, উপাসকের নিমিত্ত স্মরণীয় তাঁহার পরিত্রাণ সাধন-রূপ প্রসিদ্ধ যশকে, মনুষ্যগণের সম্বন্ধীয় এই দৃশ্যমান্ সত্যত্রেতাদি সকল কালসমূহে ধারণ করিয়া বিদ্যমান্ আছেন ; (ভাব এই যে,—উপাসকগণের পরিত্রাণের জন্য দেবতা নিত্যকাল ক্রিয়া-পরায়ণ রহিয়াছেন, লোকপরিত্রাণ সাধক কর্ম্মে দেবতার কখনও বিরাম নাই। সূর্য্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ লোকপ্রকাশক, রিপুবিমর্দ্দনে বজ্রধারী দেবতা, শত্রুগণের বিনাশের নিমিত্ত গৃহসমীপ হইতে নির্গত হইয়া—হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া উপাসকগণের মঙ্গলসাধনের জন্য নিত্যকাল যশঃ ধারণ করিয়া আছেন ; (ভাব এই যে,—যখনই হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হয়, তখনই রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয় এবং দেবতার যশজ্যোতিঃ বিভাত হয়।) ॥ (১ম—১০৩সূ—৪ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

নাম শত্রূণাং নামকং তদিন্দ্রস্য বলমুচুষ উক্তবতে স্তবতে যজমানায় কীর্ত্তেন্যং কীর্ত্তনীয়ং স্তুত্যং। নামকং তদ্বলং বিভ্রৎ ধারয়ন্মঘবা ধনবানিন্দ্রো মানুষা মনুষ্যাণাং সম্বন্ধীনী-মেমানি দৃশ্যমানানি যুগান্যহোরাত্রসঙ্ঘনিষ্পাদ্যানি কৃতত্রেতাদীনি সূর্য্যাত্মনা নিষ্পাদয়তীতি শেষঃ। কিং পুনস্তন্নাম। দস্যুহত্যায় দস্যূনাং বৃত্রাদীনাং হননায়োপপ্রয়ন গৃহসমীপান্নির্গচ্ছন্ বজ্রী বজ্রবান্ সূনুঃ শত্রূণাং প্রেরয়িতেন্দ্রো যদ্ধ যৎখলু নাম শত্রূণাং নামকং শ্রবসে অন্নলক্ষণায় যশসে দধে ধৃতবান্ ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নাম' শত্রুগণের নামক 'তৎ' ইন্দ্রের বল 'উচুষে' উক্তবান্ স্তুতিবান্ যজমানের জন্য 'কীর্ত্তেন্যং' কীর্ত্তনীয় স্তবনীয় নামক সেই বল 'বিভ্রৎ' ধারণ করিয়াছিলেন ; 'মঘবা' ধনবান্ ইন্দ্র 'মানুষা' মনুষ্যসমূহের সম্বন্ধীয় 'ইমা' এই সকল দৃশ্যমান্ 'যুগানি' অহোরাত্রসঙ্ঘনিষ্পাদ্য সত্য ত্রেতা প্রভৃতিকে সূর্য্যাত্মের দ্বারা নিষ্পন্ন করেন। পুনরায় সেই নাম কি ? 'দস্যুহত্যায়' দস্যুসমূহের—বৃত্রসমূহের হননের জন্য 'উপপ্রয়ন্' গৃহের নিকট হইতে বাহির হইয়া 'বজ্রী' বজ্রবান্ 'সূনুঃ' শত্রুগণের প্রেরয়িতা ইন্দ্র 'যদ্ধ' যেই 'নাম' শত্রুগণের নামকে 'শ্রবসে' অন্নলক্ষণ যশের জন্য 'দধে' ধরিয়াছিলেন ॥

ঊচুষে। ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি। ব্রুবো বচিঃ। লিটঃ কসুঃ। বচিস্বপি যজাদীনাং কিতি সম্প্রসারণং। চতুর্থ্যেকবচনে ভসংজ্ঞায়াং বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। কসুপ্রত্যয়ান্তত্বাদন্তোদাত্তত্বং। কীর্ত্তেন্যং; কৄত সংশব্দনে। কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি কেন্যপ্রত্যয়ঃ। মঘবা। মঘশব্দাচ্ছন্দসীবনিপাবিতি মত্বর্থীয়ো বনিপ্। বিভ্রৎ। ডুভৃঞ্ ধারণপোষণয়োঃ। শতরি জুহোত্যাদিভ্যশ্লুঃ শ্লুঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। নাভ্যস্তাচ্ছতুরিতি নুমাগমপ্রতিষেধঃ। অভ্যস্তানামাদিরিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ ৪॥

চতুর্থ (১১২১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটি অতিশয় জটিলতাপন্ন। অনেকের মতে, এই ঋকের কোনও ব্যাখ্যাই হয় না। এই মন্ত্রের যে সকল অনুবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটি বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজি অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতেও বুঝিতে পারিবেন, ঋকের মর্ম্ম কি প্রকার জটিলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। যথা,—

(১) "বজ্রবান্ ও শত্রুবিনাশী ইন্দ্র দস্যুবিনাশের জন্য নির্গত হইয়া যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তনযোগ্য সেই বল ধারণ করিয়া মঘবান্ ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকলসূর্য্যরূপে সম্পাদন করেন।"

(2) "For him who thus hath taught these human races, Maghavan, bearing a fame-worthy title,
Thunderer, drawing nigh to slay the Dasyas, hath given himself the name of Son for glory."

ঊচুষে। ব্রূঞ্ ধাতু বলা অর্থে ব্যবহৃত। 'ব্রুবো বচিঃ' এই সূত্রানুসারে 'ব্রূঞ্' স্থানে বচ্ হয়। লিটে কসু প্রত্যয়। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ। চতুর্থীর একবচনে ভ-সংজ্ঞাতে 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই সূত্র দ্বারা সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ষত্ব। কসু-প্রত্যয়-হেতু উদাত্তত্ব। কীর্ত্তেন্যং। সম্যক্-রূপে শব্দ করা অর্থে কৄত-ধাতু প্রযুক্ত। কৃত্যার্থে 'তবৈকেন' এই সূত্রানুসারে কেন্য-প্রত্যয়। মঘবা। মঘ-শব্দ-হেতু, ছন্দসীবনিপৌ' এই সূত্র দ্বারা মত্বর্থীয় বনিপ্-প্রত্যয়। বিভ্রৎ। ধারণ এবং পোষণ অর্থে ডুভৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগ। শতৃতে জুহোত্যাদি হেতু শপঃ স্থানে শ্লুঃ। 'ভৃঞামিৎ' সূত্রানুসারে অভ্যাসের ইত্ব। 'নাভ্যস্তাচ্ছতুঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা নুম্ আগমের প্রতিষেধ। 'অভ্যস্তানামাদিঃ' এই সূত্র দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। ৪॥

এখন, মন্ত্রের কি সদর্থ বা সারমর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অনুশীলন করিয়া দেখা যাউক। মন্ত্রের প্রথম চরণে 'উচুষে কীর্ত্তেন্যং নাম' আর 'মানুষা যুগানি' বাক্যাংশদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই বাক্যাংশদ্বয়ের ভিতরই মন্ত্রের সারতত্ত্ব নিবদ্ধ রহিয়াছে—দেখিতে পাই। দেবতা যে পরম ধনের অধিকারী, দেবতা যে অশেষ গুণের নিলয়, সাধক উপাসকগণের দ্বারাই তাহা উপলব্ধ হয়। সাধক যাঁহারা, সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় যাঁহাদিগের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, সত্ত্বভাবের সাধনাই যাঁহাদিগের একমাত্র লক্ষ্য, তাঁহারাই দেবভাবের অপরিসীম গুণগরিমা উপলব্ধ করিতে পারেন। সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায়, দেবভাবের উদ্বোধনায়, তাঁহারা সতত ভগবন্মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। উপাসকের উপাসনায় ভগবানের মাহাত্ম্য প্রকটিত হয়; সাধকের সাধনায় দেবভাবের বা দেবতার গুণগরিমা প্রকাশ পায়। যদি কেহ সাধনা না করিতেন; দেবত্বের উপাসনায়, দেবভাবের উদ্বোধনায়, যদি কেহ আত্মনিয়োগ না করিতেন; তাহা হইলে, দেবতার অপার মহিমার অর্থাৎ দেবভাবের অপরিসীম শক্তির বিষয় আমরা কল্পনাও করিতে পারিতাম না, যাবজ্জীবন অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকারে আমাদিগকে নিমজ্জিত থাকিতে হইত। কিন্তু সাধকগণ, সাধনার প্রভাবে, ভগবানের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া, আমাদিগের নিকটে তাহা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়াই আমরা ভগবানের মাহাত্ম্য অবগত হইতেছি। তাই বলা যায়, সাধকের সাধনার প্রভাবে পরমধনাধিকারী দেবতার যশঃ প্রকাশ পাইতেছে; উপাসকের নিমিত্তই—এখনও সাধক উপাসক আছেন বলিয়াই—আমরা ভগবন্মাহাত্ম্য অবগত হইতেছি। "উচুষে কীর্ত্তেন্যং নাম" বাক্যাংশ এই ভাব দ্যোতনা করিতেছে। তাৎপর্য্যার্থ—উপাসকের উপাসনার দ্বারাই ইহসংসারে সত্ত্বভাবের বিকাশ পায়। এ পক্ষে "মানুষা যুগানি" বাক্যাংশের মর্ম্ম পরিগ্রহণ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। কাল অনন্ত। মানববর্ষ-যুগাদি মনুষ্যের পরিকল্পনা। তদনুসারে সত্যাদি-ক্রমে ভগবানের মাহাত্ম্য বিকাশপ্রাপ্ত বা মলিনতায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও, আমাদিগের এই কালেও, সাধক উপাসকদিগের দ্বারা, ভগবানের প্রভাব প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এখনও যে সে প্রভাব বিলুপ্ত নহে, এখনও যে সে আদর্শের অনুসরণ করা যাইতে

পারে, 'মানুষা যুগানি' পদদ্বয় তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণে, দেবতা যে নিত্যকাল উপাসকগণের পরিত্রাণের জন্য ক্রিয়াপরায়ণ রহিয়াছেন, এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

দ্বিতীয় চরণের পদাবলীর অর্থার্থ মর্ম্মানুসারী ব্যাখ্যাতেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়—'উপপ্রয়ন্' পদ। ভাষ্যাদিতে ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'গৃহ হইতে নির্গমনের' ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু সে কি প্রকার? দেবতার বা দেবতাদের 'গৃহ' বলিতে সত্ত্ব-নিলয় স্বর্গের প্রতিই লক্ষ্য আসে। সাধারণ মনুষ্যের হৃদয়—এই নিত্য-অপকর্ম্মকারী আমাদিগের হৃদয়—সত্ত্বনিলয় নহে। কিন্তু এ হৃদয়ে যখন দেবতার আবির্ভাব হয়, তখনই সত্ত্বনিলয় স্বর্গ হইতে দেবতার আগমন পরিকল্পনা করা যায়। 'উপপ্রয়ন্' পদে সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 'যদ্ধ' পদে 'নিত্যকাল' অর্থ গ্রহণ করিলেই ভাবার্থ পরিস্ফুট হয়। 'শ্রবসে' পদে 'উপাসকের মঙ্গলের জন্য' অর্থ পাইয়া থাকি। এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম প্রাপ্ত হই এই যে,—'হৃদয়ে দেবতাদের উদয় হইলেই রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয় এবং দেবতার যশঃ প্রকাশ পায়।'

আমরা যে দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, প্রায় সেই ভাবেরই দ্যোতক অর্থ একটি ইংরাজি অনুবাদে দেখিতে পাইতেছি। যদিও সেই অনুবাদের উপলক্ষিত অন্বয়-মুখে সে ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই, তথাপি মর্ম্ম পক্ষে সে অনুবাদের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত ব্যাখ্যার অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। আমরা সেই ইংরাজি অনুবাদটি এবং তদুপলক্ষিত অন্বয়টি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

1. "The name which the bounteous Vajra-bearer achieved for glory when proceeding against the wicked to slay them—that laudable name He, the liberal One, has (still) preserved, (even) in these mortal man's eras, for the good of the adorer."

"বজ্রী সূনুঃ দস্যুহত্যায় উপপ্রয়ন্ শ্রবসে যৎ নাম দধে হ তৎ কীর্ত্তেন্যং নাম মঘবা ইমা মানুষা যুগানি উচুষে বিভ্রৎ।"

এই অন্বয়ে এবং পূর্ব্বোক্ত অনুবাদে কোন্ পদে যে কি অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। যাহা হউক,-ভাবার্থ যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। (১ম—১০৩সূ—৪ঋ)॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

তদস্যেদং পশ্যতা ভূরি পুষ্টং শ্রদিন্দ্রস্য

ধত্তন বীর্য্যায়।

স গা অবিন্দৎসো অবিন্দদশ্বান্ৎস ওষধীঃ।

সো অপঃ স বনানি॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। অস্য। ইদং। পশ্যত। ভূরি। পুষ্টং। শ্রৎ। ইন্দ্রস্য।

ধত্তন। বীর্য্যায়।

সঃ। গাঃ। অবিন্দৎ। সঃ। অবিন্দৎ। অশ্বান্। সঃ। ওষধীঃ।

সঃ। অপঃ। সঃ। বনানি॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে মম চিত্তবৃত্তয়ঃ! 'অস্য' (শ্রেষ্ঠস্য) 'ইন্দ্রস্য' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতেঃ ভগবতঃ ইন্দ্রদেবস্য) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'ইদং' (নিত্যপরিদৃশ্যমানং মহিমানং) 'পুষ্টং' (প্রবৃদ্ধং) 'ভূরি' (বিস্তীর্ণং চ) 'পশ্যত' (আলোকয়ত); ইহজগতি সর্ব্বত্র ভগবতঃ অসীমং মহিমানং প্রত্যক্ষং কুরুত—ইতি ভাবঃ; তথা তস্মৈ 'বীর্য্যায়' (মহিম্নে) 'শ্রৎ ধত্তন' (বহুমানং কুরুত, সর্ব্বথা অনুসরণং কুরুত); অয়ং মন্ত্রাংশঃ আত্মোদ্বোধকঃ, তাৎপর্য্যার্থঃ—বয়ং সদৈব ভগবতঃ মহিমানং অনুধ্যায়েম; 'সঃ' (ভগবান্) 'গাঃ' (জ্ঞানকিরণাঃ) 'অবিন্দৎ' (প্রাপয়তি); 'সঃ' (ভগবান্) 'অশ্বান্' (ব্যাপকান্ জ্ঞানরশ্মীন্) 'অবিন্দৎ' (প্রাপয়তি); 'সঃ' (ভগবান্) 'ওষধীঃ' (ফলপাকান্তাঃ ওষধীঃ ইব কর্ম্মফলাবসানপ্রাপ্তাঃ অবস্থাঃ, মোক্ষপ্রাপিকাঃ অবস্থাঃ ইত্যর্থঃ) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (ভগবান্) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বানি) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; 'সঃ' (ভগবান্) 'বনানি' (বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি ধনানি) প্রাপয়তি ইতি শেষঃ; যদ্বা—'বনানি' (হৃদরণ্যস্থিতান্ রিপুরূপান্ বৃক্ষাদীন্, অজ্ঞানতামূলকানি কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) বিবৃশ্চতি ইতি শেষঃ; মন্ত্রাংশঃ ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশকঃ; অয়ং ভাবঃ—ভগবদনুকম্পয়া অস্মাকং অজ্ঞানতা দূরীভবতি, বয়ং চ সর্ব্বাভীষ্টং প্রাপ্নুমঃ। (১ম—১০৩সূ—৫ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! এই শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের প্রসিদ্ধ নিত্য-পরিদৃশ্যমান্ মহিমাকে প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ দর্শন কর; (ভাব এই যে,—ইহজগতে সর্ব্বত্র ভগবানের অসীম মহিমা প্রত্যক্ষ কর); এবং তাঁহার মহিমাকে সর্ব্বথা অনুসরণ কর; (এই মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধক; তাৎপর্য্যার্থ—আমরা যেন সর্ব্বদা ভগবানের মহিমাকে অনুধ্যান করি); সেই ভগবান্ জ্ঞানকিরণ-সমূহকে প্রাপ্ত করেন; সেই ভগবান্ ব্যাপক জ্ঞানরশ্মিসমূহকে প্রাপ্ত করেন; সেই ভগবান্ ওষধিকে অর্থাৎ ফলপাকান্তা ওষধির ন্যায় কর্ম্মফলাবসান-প্রাপ্ত অবস্থা-সমূহকে অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপক অবস্থা-সমূহকে প্রাপ্ত করেন; সেই ভগবান্ বননীয় সম্ভজনীয় ধনসমূহকে প্রাপ্ত করেন; অথবা, হৃদরণ্যস্থিত রিপুরূপ বৃক্ষাদিকে অর্থাৎ অজ্ঞানতামূলক কর্ম্মসমূহকে বিনাশ করেন; (এই মন্ত্রাংশ ভগবন্মাহাত্ম্যপ্রকাশক; ভাব এই যে, ভগবানের অনুকম্পার দ্বারা আমাদিগের অজ্ঞানতা দূর হয় এবং আমরা সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হই।)॥ (১ম—১০০—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋত্বিগ্‌যজমানলক্ষণা জনাঃ। অস্যেন্দ্রস্য তদিদং বীর্য্যং পুষ্টং প্রবৃদ্ধং। অতএব ভূরি বিস্তীর্ণং পশ্যত। আলোকয়ত। তস্মৈ চ বীর্য্যায় শ্রৎ সত্তন বহুমানং কুরুত। কিং পুনস্তদ্বীর্য্যং ইতি চেৎ উচ্যতে। স ইন্দ্রঃ পণিভিরপহৃতা গা যেন বীর্য্যেণাবিন্দৎ অলভত। তথা তৈরপহৃতানশ্বান্ স ইন্দ্রো যেনাবিন্দৎ। অপিচ স ইন্দ্রঃ ওষধীরোষধ্যু-পলক্ষিতাং সর্ব্বাং ভূমিং যেন বীর্য্যেণালভত। তথা বৃত্রেণ নিরুদ্ধা অপো বৃষ্ট্যুদকানি স ইন্দ্রো যেনালভত। তথা বনানি বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি ধনানি স ইন্দ্রো যেন বীর্য্যেণ প্রাপ্নোৎ॥

সত্তন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনাদেশঃ। অবিন্দৎ। বিদ্‌লৃ লাভে। শে মুচাদীনামিতি নুম্। (১ম—১০৩সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ষোড়শো বর্গঃ॥ ১।৭।১৬॥

• • •

পঞ্চম (১১২২) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—কেহ যেন, ইন্দ্রদেবের প্রভূত বীর্য্য দর্শন করিবার জন্য, ঋত্বিগ্‌যজমানগণকে সম্বোধন করিতেছেন। কিন্তু আমরা মনে করি, এ মন্ত্রে ঋত্বিগ্‌যজমানগণকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋত্বিগ্‌-যজমানলক্ষণ জনগণ! 'অস্যেন্দ্রস্য' এই ইন্দ্রের 'তদিদং' বীর্য্যকে 'পুষ্টং' প্রবৃদ্ধ অতএব 'ভূরি' বিস্তীর্ণ 'পশ্যত' দর্শন কর। তাঁহার 'বীর্য্যায়' বীর্য্যের নিমিত্ত 'শ্রৎ সত্তন্' বহুমান কর। পুনরায় সেই বীর্য্য কি—ইহাও কথিত আছে। 'সঃ' ইন্দ্র পণিসমূহের দ্বারা অপহৃত গোসমূহ যেই বীর্য্য দ্বারা 'অবিন্দৎ' লাভ করিয়াছিলেন; আর তাহাদিগের কর্তৃক অপহৃত অশ্বসমূহকে 'সঃ' ইন্দ্র যদ্দ্বারা 'অবিন্দৎ' লাভ করিয়াছিলেন; অপিচ, 'সঃ' ইন্দ্র 'ওষধীঃ' ওষধি উপলক্ষিতা সকল ভূমিকে যেই বীর্য্যের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন; আর, বৃত্রের দ্বারা নিরুদ্ধ 'অপঃ' বৃষ্টির জলসমূহ 'সঃ' ইন্দ্র যদ্দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন; আর, 'বনানি' বননীয় সম্ভজনীয় ধনসমূহকে 'সঃ' ইন্দ্র যে বীর্য্যের দ্বারা পাইয়াছিলেন।

সত্তন। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্র-দ্বারা তাহার তনাদেশ। অবিন্দৎ। বিদ্‌লৃ ধাতু লাভার্থক। 'শে মুচাদীনাং' ইত্যাদি সূত্রে নুম্-প্রত্যয়॥ (১ম—১০৩সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ বর্গ সমাপ্ত॥ ১৷৭৷১৬॥

• • •

সম্বোধন করা হয় নাই। আমাদিগের মতে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণ আত্মোদ্বোধনামূলক। সাধক তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহকে ভগবৎ-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—'হে আমার চিত্তবৃত্তিসমূহ! তোমরা দেখ, ইহসংসারে সর্ব্বত্র, নিত্য পরিদৃশ্যমান্ যাবতীয় পদার্থসমূহে, জীবগণের সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে, শ্রেষ্ঠ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের মহিমা কেমন প্রকটিত হইয়া আছে! তোমরা সর্ব্বতোভাবে সে মহিমার অনুসরণ কর, সৎ-কার্য্যে অভিমান্ রহ, সদনুষ্ঠান-পরায়ণ হও, সত্ত্ব-ভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হও; অপার আনন্দ উপভোগ করিবে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ—ভগবন্মাহাত্ম্যখ্যাপক। ভগবানের যে মহিমা দর্শনে সাধক তাঁহার চিত্তবৃত্তিসমূহকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন, সেই মাহাত্ম্যের পরিচয়ই, এই দ্বিতীয় চরণে পরিব্যক্ত দেখিতেছি। এই চরণের অন্তর্গত 'গাঃ' 'অশ্বান্' 'ওষধীঃ' 'অপঃ' 'বনানি' এবং 'অবিন্দৎ' ক্রিয়াপদ বিশেষ সমস্যামূলক। এই সকল পদের যে অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হইবে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—"তিনি গাভীসকল লাভ করিয়াছিলেন; অশ্বসকল লাভ করিয়াছিলেন; এবং ওষধিসমূহ জলসমূহ ও বনসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।" কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার আরও একটী আদর্শ দেখুন; যথা,—

(1) "See this abundant wealth that he possesses, and put your trust in Indra's hero vigour.
He found the cattle, and he found the horses, he found the plants, the forests and the waters."

এই অর্থই সাধারণতঃ প্রচলিত। তবে কেবল 'বনানি' পদ উপলক্ষে ভাষ্যকার লিখিয়াছেন—'বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি ধনানি'; অর্থাৎ, যে ধন বননীয়—যে ধন সম্ভজনীয়, সে ধন তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবিন্দৎ' ক্রিয়াপদটিকে এই মন্ত্রাংশের মেরুদণ্ড বলিয়া আমরা মনে করি। ঐ পদের উপরই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ নির্ভর করিতেছে। 'তিনি লাভ করিয়াছিলেন বা লাভ করেন'

এবম্বিধ অর্থের পরিবর্ত্তে ঐ পদে যদি 'তিনি লাভ করান বা প্রাপ্ত করেন' অর্থ গ্রহণ করি, তাহাতে ভাব-পক্ষে কোনই দ্বিধা উপস্থিত হয় না। তাহাতে 'বনানি' পদের যে প্রতিবাক্য ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে, সে প্রতিবাক্যেও সর্ব্বথা সঙ্গতি থাকে। আমরা তাই 'অবিন্দৎ' ক্রিয়াপদের প্রতিবাক্যে ভাবপক্ষে 'প্রাপয়তি' পদ গ্রহণ করিয়াছি।

এখন, 'গাঃ' 'অশ্বান্' 'ওষধিঃ' ও 'অপঃ' পদে কি ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অনুধাবন করা যাইতেছে। ঐ সকল পদের অর্থ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে আমরা বিশেষ আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে, 'গাঃ' পদে জ্ঞানকিরণসমূহ বুঝাইয়াছে; 'অশ্বান্' পদে ব্যাপক জ্ঞান-রশ্মিসমূহের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়াছি; 'ওষধিঃ' পদে মোক্ষপ্রাপক অবস্থা অর্থ পাইয়াছি; 'অপঃ' পদে শুদ্ধসত্ত্ব অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দেবতা যে ঐ সকলের বিধাতা, দেবভাবের সাহায্যে যে আমরা ঐ সকল প্রাপ্ত হই, তাহা বলাই বাহুল্য। 'বনানি' পদে পূর্ব্বে আমরা হৃদরণ্যস্থিত রিপুরূপ বৃক্ষাদিকে—অজ্ঞানতামূলক কর্ম্মসমূহকে—নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি। এখানেও সে ভাব গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু তৎপক্ষে ক্রিয়াপদের পৌর্ব্বাপর্য্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হয়। 'যদ্বা' অভিধায়ে সে ভাবও প্রকাশ করিয়াছি বটে; তবে এ ক্ষেত্রে ঐ পদে ভাষ্যনির্দ্দিষ্ট অর্থ গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করি।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, মন্ত্রের এই অংশে ভগবানের পঞ্চবিধ মহিমার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। ভগবানের অনুকম্পায়, দেবত্বের সহায়তায়, আমরা জ্ঞানকিরণ লাভ করি, আমরা ব্যাপক জ্ঞানরশ্মি প্রাপ্ত হই—সর্ব্বত্র ভগবানের বিভূতির বিষয় লক্ষ্য করিতে পারি, আমাদিগকে মোক্ষের অবস্থায় লইয়া যায়, আমাদিগকে শুদ্ধসত্ত্বের অধিকারী করে, আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ ভাবই এই মন্ত্রাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বনানি' পদে অর্থান্তর গ্রহণে 'বিনশ্যতি' ক্রিয়াপদের অধ্যাহারে যে ভাব প্রকাশ পায়—আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই তাহা দৃষ্ট হইবে॥ (১ম—১০৩সূ—৫ম)॥

—— ० ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ভূরিকর্ম্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্যশুষ্মায়

সুনবাম সোমং।

য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরোঽযজ্বনো

বিভজন্নেতি বেদঃ॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ভূরিঽকর্ম্মণে। বৃষভায়। বৃষ্ণে। সত্যঽশুষ্মায়।

সুনবাম। সোমং।

যঃ। আঽদৃত্য। পরিপন্থীঽইব। শূরঃ। অযজ্বনঃ।

বিঽভজন্। এতি। বেদঃ॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ভূরিকর্ম্মণে' (অশেষমঙ্গলকর্ম্মকারকায়) 'বৃষভায়' (অভীষ্টপূরকায়) 'বৃষ্ণে' (বর্ষণ-সমর্থায়, দানশীলায় ইত্যর্থঃ) 'সত্যশুষ্মায়' (অবিতথবলায়, সত্যস্বরূপায়—তস্মৈ দেবায় ইতি যাবৎ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, ভক্তিং) 'সুনবাম' (সংস্কারয়াম, হৃদি উদ্বোধয়াম ইত্যর্থঃ); দেবত্বলাভায় বয়ং সত্ত্বানুসারিণঃ ভবেম ইতি ভাবঃ; 'যঃ' (প্রসিদ্ধঃ) 'শূরঃ' (শত্রুবিমর্দ্দকঃ শৌর্য্যোপেতঃ দেবঃ) 'আদৃত্য' (উপাসকান্ অনুসারিণঃ আদরং কৃত্বা) 'অযজ্বনঃ' (অযজমানস্য, অপকর্ম্মকারিণঃ) 'পরিপন্থীব' (বিরোধিবৎ—প্রতিকূলং ভূত্বা ইত্যর্থঃ) 'বিভজন্' (তং বিমর্দ্দয়ন্, বিমর্দ্দয়তি ইত্যর্থঃ) সঃ দেবঃ 'বেদঃ'

(জ্ঞানরূপং ধনং—উপাসকায় দানার্থং ইতি যাবৎ) 'এতি' (গচ্ছতি—উপাসকস্য সমীপং ইতি যাবৎ, উপাসকং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ); অপকর্ম্মকারিণাং বিনাশায় তথা সৎকর্ম্মকারিণাং রক্ষার্থং দেবাঃ সদৈব নিরতাঃ সন্তি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

অথবা,

'যঃ শূরঃ' (যঃ প্রসিদ্ধঃ শৌর্য্যোপেতঃ দেবঃ) 'আদৃত্য' (অনুসারিণং জনং আদরং কৃত্বা) 'অযজ্বনঃ' (অপকর্ম্মকারিণঃ) 'পরিপন্থীব' (বিরোধিবৎ তস্য প্রতিকূলঃ ভূত্বা) 'বিভজন্' (তং বিমর্দ্দয়ন্) 'বেদঃ' (জ্ঞানরূপং ধনং—উপাসকায় দানার্থং ইতি যাবৎ) 'এতি' (তৎপ্রতি গচ্ছতি, তং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ), 'ভূরিকর্ম্মণে' (অশেষ-সৎকর্ম্মকারিণে) 'বৃষভায়' (অভীষ্টপূরকায়) 'বৃষ্ণে' (বর্ষণশীলায়, দানশীলায়) 'সত্য-শুষ্মায়' (অবিতথবলায় সত্যস্বরূপায়—তস্মৈ দেবায় ইতি যাবৎ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, ভক্তিং) 'সুনবাম' (বয়ং হৃদি উদ্বোধয়াম ইত্যর্থঃ); দেবত্বলাভায় বয়ং সৎকর্ম্মানু-সারিণঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অশেষসৎকর্ম্মকারক, অভীষ্টপূরক, বর্ষণসমর্থ—দানশীল, অবিতথবল-সত্যস্বরূপ সেই দেবতার উদ্দেশে, শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) আমরা যেন সঞ্চার করি—হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি; (ভাব এই যে,—দেবত্ব-লাভের জন্য আমরা যেন সত্ত্বানুসারী হই); যে শত্রুবিমর্দ্দক শৌর্য্যোপেত দেবতা, উপাসক অনুসারী জনকে আদর করিয়া, অযজমান অপকর্ম্মকারীর বিরোধীর ন্যায় প্রতিকূল হইয়া, তাহাকে বিমর্দ্দন করেন; সেই দেবতা জ্ঞান-রূপ ধনকে উপাসককে দানের জন্য, উপাসকের সমীপে গমন করেন অর্থাৎ উপাসককে প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—অপকর্ম্মকারিগণের বিনাশের জন্য এবং সৎকর্ম্মকারিগণের রক্ষার জন্য দেবগণ সর্ব্বদা নিরত আছেন।)॥ (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

অথবা,

সেই প্রসিদ্ধ শৌর্য্যোপেত দেবতা, অনুসারী জনকে আদর করিয়া, অপকর্ম্মকারীর বিরোধীর ন্যায় তাহার প্রতিকূল হইয়া, তাহাকে বিমর্দ্দন-পূর্ব্বক, জ্ঞানরূপ ধনকে উপাসককে দানের জন্য তৎপ্রতি গমন করেন,

অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়েন; অশেষসৎকর্ম্মকারী অভীষ্টপূর্ব্বক দানশীল সত্যস্বরূপ অবিতথবলসম্পন্ন সেই দেবতার উদ্দেশে আমরা যেন শুদ্ধসত্ত্বকে (ভক্তিকে) হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি; (ভাব এই যে,—দেবত্বলাভের জন্য আমরা যেন সৎকর্ম্মানুসারী হই।)॥ (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ভূরিকর্ম্মণে বহুবিধেন শত্রুবধাদিরূপেণ কর্ম্মণা যুক্তায় বৃষভায় বৃষভবৎ সর্ব্বেষু দেবেষু শ্রেষ্ঠায় বৃষ্ণে সেচনসমর্থায় সত্যশুষ্মায়াবিতথবলায়েন্দ্রায় তদর্থং সোমং সুনবাম। সোমার্থং রসরূপং করবাম। শূরঃ শৌর্য্যোপেতো য ইন্দ্র আদৃত্য ধনবিষয়মাদরং কৃত্বাযজ্বনোঽযজমানস্য বেদো ধনং বিভজন্। তস্মাদযজমানাদ্বিভক্তং কুর্ব্বন্নপহরন্নেতি। যজমানেভ্যস্তদ্ধনং দাতুং গচ্ছতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। পরিপন্থীব। যথা মার্গনিরোধকশ্চৌরো গচ্ছতাং পুণ্যপুরুষাণাং ধনং বলাৎকারেণাপহৃত্য গচ্ছতি তদ্বৎ॥

আদৃত্য। দৃঙ্ আদরে। সমাসেঽনঞ্‌পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্। তস্য হ্রস্বস্য পিতি কৃতি তুক্। পরিপন্থী। ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরীতীনি প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে॥ (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ভূরিকর্ম্মণে' বহুবিধ শত্রুবধরূপ কর্ম্ম দ্বারা যুক্ত 'বৃষভায়' বৃষভসমূহের ন্যায় সকল দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ 'বৃষ্ণে' সেচনসমর্থ 'সত্যশুষ্মায়' অবিতথবল ইন্দ্রের নিমিত্ত 'সোমং সুনবাম' সোমের জন্য রসরূপ করিব; 'শূরঃ' শৌর্য্যোপেত 'যঃ' ইন্দ্র 'আদৃত্য' ধনবিষয়ে আদর করিয়া 'অযজ্বনঃ' অযজমানের 'বেদঃ' ধনকে 'বিভজন্' সেই অযজমান হইতে বিভক্ত করিয়া অপহরণ করিয়াছিলেন। যজমানগণকে সেই ধন দিতে গমন করেন। তাহার দৃষ্টান্ত,—'পরিপন্থীব' যেরূপ পথনিরোধক চোর গমনকারী পুণ্যপুরুষগণের ধন বলাৎকারের দ্বারা অপহরণ করিয়া লইয়া যায় সেইরূপ।

আদৃত্য। দৃঙ্ ধাতু আদরার্থক। 'সমাসে অনঞ্ পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্' ইত্যাদি সূত্রে ল্যপ্ প্রত্যয়। তাহার হ্রস্বত্বের দ্বারা কৃৎ হওয়ায় 'হ্রস্ব' ইত্যাদি সূত্রে 'পিৎ' করিয়া তুক্-প্রত্যয়। পরিপন্থি। 'ছন্দসি পরিপন্থি পরি পরিণৌ পর্য্যবস্থাতরি' ইত্যাদি সূত্রে ইনি-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (১১২৩) ঋকের বিশদার্থ।

—•: × :•—

দ্বিবিধ মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই মন্ত্রের বিশদার্থ অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। তবে মন্ত্রান্তর্গত "সোমং সুনবাম" পদদ্বয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই বাক্যাংশই এই মন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। ব্যাখ্যাকারগণ ঐ বাক্যাংশ-উপলক্ষে 'সোম অভিষব করি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সোমরস মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করাই ঐরূপ ব্যাখ্যাদির লক্ষ্য। আমরা পূর্ব্বাপর 'সোমং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি' এবং 'সুনবাম' পদে 'সঞ্চার করি হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করি' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, এক্ষেত্রেও ঐরূপ প্রতিবাক্যের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতেছি। যিনি অশেষ-সৎ-কর্ম্মকারক, অভীষ্টপূরক, দানশীল ও সত্যস্বরূপ, সেই দেবতার উদ্দেশে শুদ্ধসত্ত্বকে—ভক্তিকে আমরা যেন হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিতে পারি। আমাদিগের হৃদয়ে যেন শুদ্ধসত্ত্বের—দেবভাবের সঞ্চার হয়, আমরা যেন সৎকর্ম্মের অনুসারী হই। মন্ত্রের এই চরণে প্রোক্ত ভাবই পরিব্যক্ত। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে 'পরিপন্থীব' উপমা উপলক্ষে 'পথ নিরোধকারী দস্যুর' সহিত দেবতার তুলনা করা হইয়া থাকে। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'পথ অবরোধকারী দস্যু যেমন পথিকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে ইন্দ্র সেইরূপ অযাজ্ঞিকগণের ধন অপহরণ করিয়া যাজ্ঞিক-গণকে প্রদান করেন।' আমরা কিন্তু এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণের কোনই কারণ দেখি না। অযাজ্ঞিক অপকর্ম্মকারীর নিকট হইতে দেবতা কি ধন অপহরণ করিয়া উপাসককে প্রদান করিবেন? অপকর্ম্মকারী পাপীর ধন—পাপ। দেবতা কি তবে পাপীর পাপ অপহরণ করিয়া লইয়া পুণ্যাত্মাকে তাহা প্রদান করিবেন? কখনই তাহা মনে করা যায় না। তার পর ঐ প্রকার অর্থে যেন কোন মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধ সংস্রব সংসূচিত হইয়া থাকে। কিন্তু দেবতা অশরীরী; তাঁহাতে ঐরূপ ভাবের অধ্যাস কল্পনা করা যায় না। এখানকার মর্ম্ম এই যে,—দেব-ভাবের উদয়ে অসদ্‌বৃত্তি অসুরভাবসমূহ বিমর্দ্দিত হয়। তাহাই অপকর্ম্ম-কারীর পরিপন্থা—তাহার প্রতি দেবতার বিরুদ্ধতা।

ফলতঃ হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে, সৎকর্ম্মসাধনের অনু-

প্রেরণায় হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইলে, দেবতা কি প্রকারে সৎকর্ম্মকারীকে রক্ষা করেন, অভীষ্টফল প্রদান করেন, তাহাই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে প্রকাশ পাইতেছে। যাহারা অসৎকর্ম্মে নিরত, যাহারা সত্ত্বভাবের বিরোধী, দেবতা তাহাদিগকে দমন করেন। আর, যাঁহারা সৎ-কর্ম্ম-পরায়ণ, যাঁহাদিগের হৃদয়ে শুদ্ধ-সত্ত্বের সঞ্চার হইয়াছে, সৎকর্ম্মানুষ্ঠানের অনুপ্রেরণায় যাঁহাদিগের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হইয়াছে; দেবতা তাঁহাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করেন, সর্ববিধ অভীষ্টফল তাঁহারাই প্রাপ্ত হয়েন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনই দেবতার কার্য্য। আমরা যেন সদা সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই, দেবতার উদ্দেশে দেবভাবের অনুপ্রেরণায় যেন আমাদিগের হৃদয় সতত উদ্বুদ্ধ হয়; ইহাই এই মন্ত্রের শিক্ষা। দেবতার অনুসারী হইলেই ভক্তগতপ্রাণ ভগবান্ ভক্তের অভীষ্ট পূর্ণ করেন॥ (১ম—১০৩সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

তদিন্দ্র প্রেব বীর্য্যং চকর্থ যৎ সসন্তং

বজ্রেণাবোধয়োঽহিং।

অনু ত্বা পত্নীর্হৃষিতং বয়শ্চ বিশ্বে

দেবাসো অমদন্ননু ত্বা॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

তৎ । ইন্দ্র । প্রইব । বীর্য্যং । চকর্থ । যৎ । সসন্তং ।

বজ্রেণ । অবোধয়ঃ । অহিং ।

অনু । ত্বা । পত্নীঃ । হৃষিতং । বয়ঃ । চ । বিশ্বে ।

দেবাসঃ । অমদন্ । অনু । ত্বা ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ইন্দ্র' (হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব !) 'তৎ' (প্রসিদ্ধং) 'বীর্য্যং' (সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং, মহিমানং) 'প্রেব' (প্রখ্যাতং) ত্বমেব 'চকর্থ' (করোষি); 'যৎ' (যস্মাৎ) 'বজ্রেণ' (আয়ুধেন—সত্ত্বরূপেণ ইতি যাবৎ) 'সসন্তং' (মদোন্মত্তং) 'অহিং' (সর্পপ্রকৃতিং রিপুং) 'অবোধয়ঃ' (প্রবুদ্ধং করোষি, সন্মার্গং দর্শয়সি ইত্যর্থঃ); রিপূন্ সৎপথি প্রবর্ত্তনেন এব ভগবন্মহিমা প্রকাশয়তি—ইতি ভাবঃ; 'হৃষিতং' (আনন্দপ্রদং) 'বয়ঃ' (ঊর্দ্ধগমনসামর্থ্যরূপং) 'ত্বা (ত্বাং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'পত্নীঃ' (সদ্বৃত্তয়ঃ) 'অমদন্' (হৃষ্যন্তে, পরমানন্দং লভন্তে) 'চ' (তথা) 'বিশ্বে দেবাসঃ' (সর্ব্বে দেবভাবাঃ, সদ্গুণানিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'ত্বা' (ত্বাং) 'অনু' (অনুসৃত্য) 'অমদন্' (হৃষ্যন্তে, পরমানন্দং লভন্তে); ভগবতঃ অনুসারিণঃ চিত্তবৃত্তয় সদ্গুণনিবহাঃ চ সর্ব্বথা আনন্দনিমগ্নাঃ সন্তি—ইতি ভাবঃ । (১ম—১০৩সূ—৭ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! সেই প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যকে আপনিই প্রখ্যাত করেন, যেহেতু সত্ত্ব-রূপ আয়ুধের দ্বারা মদোন্মত্ত সর্প-প্রকৃতি রিপুকে আপনি প্রবুদ্ধ করেন—সন্মার্গ দর্শন করান ; (ভাব এই যে—রিপুগণকে সৎপথে প্রবর্ত্তনের দ্বারাই ভগবন্মহিমা প্রকাশ পায়); আনন্দপ্রদ ঊর্দ্ধগমন-সামর্থ্যরূপ আপনাকে অনুসরণ করিয়া সদ্বৃত্তি-সমূহ পরমানন্দ লাভ করে এবং সকল দেবভাব-সমূহ—সদ্গুণনিবহ আপনাকে অনুসরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করে ; (ভাব

এই যে,—ভগবানের অনুসারী চিত্তবৃত্তিসমূহ এবং সদ্গুণনিবহ সর্ব্বথা আনন্দে নিমগ্ন থাকে।)॥ (১ম—১০৩সূ—৭ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র তদ্বীর্য্যং বীরকর্ম্ম প্রেব চকর্থ। প্রখ্যাতমিবাকার্ষীঃ। কিং পুনস্তদ্বীর্য্যং। সসন্তং স্বপন্তং মদোন্মত্তমহিং বৃত্রং বজ্রেণ কুলিশেন যদ্যেন বীর্য্যেণ সমবোধয়ঃ। প্রবুদ্ধঃ সন্ ময়া সহ যুদ্ধং করোত্বিতি জাগরিতবানসি। হর্ষিতং তাদৃশস্য বৃত্রস্য হননেন প্রাপ্তহর্ষং ত্বা ত্বামনু পশ্চাৎ পত্নীর্দেবপত্ন্যঃ অমদন্ হর্ষং প্রাপ্তাঃ। অপিচ বয়শ্চ গমনশীলা মরুতোঽপি তথা বিশ্বে দেবাসোঽন্যে চ সর্ব্বে দেবাস্ত্বা ত্বামনুপশ্চাদমদন অমাদ্যন্॥

সসন্তং। ষস স্বপ্নে। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। পত্নীঃ। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। অমদন্। মদী হর্ষে। ব্যত্যয়েন শপ্॥ (১ম—১০৩সূ—৭ঋ)॥

• . •

সপ্তম (১১২৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'হে ইন্দ্র! তুমি সেই প্রখ্যাত বীর কর্ম্ম করিয়াছিলে, যে (কর্ম্ম দ্বারা) নিদ্রিত অহিকে বজ্র দ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। তখন দেবপত্নীগণ তোমাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গমনশীল মরুদ্গণ এবং সকল দেবগণ তোমাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন,' এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে প্রধানতঃ এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, নিদ্রিত অহিকে বজ্র দ্বারা জাগরিত করাই ইন্দ্রদেবের প্রখ্যাত বীরকর্ম্ম। আর, ঐ বীরকর্ম্ম দর্শনে দেবপত্নীগণ মরুদ্গণ ও সকল দেবগণ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব! 'তদ্বীর্য্যং' সেই বীরকর্ম্ম 'প্রেব চকর্থ' প্রখ্যাত করিয়াছিলেন। পুনরায় সেই বীর্য্য কি? 'সসন্তং' স্বপ্ন দর্শনকারী মদোন্মত্ত 'অহিং' বৃত্রকে 'বজ্রেণ' কুলিশের দ্বারা 'যৎ' সেই বীর্য্যের দ্বারা 'অবোধয়ঃ' প্রবুদ্ধ হইয়া 'আমার সহিত যুদ্ধ করুক'—এই বাক্যে জাগরিত করেন; 'হর্ষিতং' তাদৃশ বৃত্রের হননের দ্বারা প্রাপ্ত হর্ষ আপনি 'অনু' পশ্চাৎ 'পত্নীঃ' দেব-পত্নীগণ 'অমদন্' হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অপিচ, 'বয়শ্চ' গমনশীল মরুতও আর 'বিশ্বে দেবাসঃ' অন্য সকল দেবগণ 'ত্বামনু' পরে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সসন্তং। ষস ধাতু স্বপ্নার্থক। অদাদি-হেতু শপের লোপ। পত্নীঃ। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। অমদন্। মদী-ধাতু হর্ষার্থে প্রযুক্ত। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্ প্রত্যয় হইয়াছে। (১ম—১০৩সূ—৭ঋ)।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে আমরা "ইন্দ্র তৎ বীর্য্যং প্রেব চকর্থ" এবং "যৎ সসন্তং অহিং অবোধয়ঃ" এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এ পক্ষে, প্রথম অংশের 'বীর্য্যং' পদ এবং দ্বিতীয় অংশের 'সসন্তং' 'অহিং' 'অবোধয়ঃ' পদত্রয় আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বাপর 'বীর্য্যং' পদ উপলক্ষে 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও সই অর্থেই ভাব সঙ্গতি উপলব্ধি করিতেছি। 'সসন্তং' পদ উপলক্ষে ভাষ্যকার 'স্বপন্তং মদোন্মত্তং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার ঐ পদ 'নিদ্রিত' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'মদোন্মত্ত' অর্থের সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি। 'অহিং' পদ উপলক্ষে আমরা পূর্ব্বাপর 'সর্পপ্রকৃতিং রিপুং' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি, এস্থলেও ঐরূপ অর্থ গ্রহণে ভাবসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। 'অবোধয়ঃ' ক্রিয়া পদে আমরা 'প্রবুদ্ধং করোষি—সন্মার্গং দর্শয়সি' অর্থের সার্থকতা দেখিতেছি। এবম্বিধ অর্থ পরিগ্রহণে, মন্ত্রের প্রথম চরণে এই মর্ম্ম উপলব্ধ হয় যে,—'কেবল মাত্র সৎকর্ম্মসাধনতৎপর জনগণকেই দেবতা সহায়তা করেন না; পরন্তু, যাহারা দেবভাবের বিরোধী, অসৎকর্ম্মে লিপ্ত, সত্ত্বভাব-রূপ আয়ুধের দ্বারা, দেবতা তাহাদিগের অন্তর্নিহিত অসৎবৃত্তিকে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করেন। দেবতা সকলকেই সৎপথ প্রদর্শন করেন, সকলকেই সৎপথে লইয়া যান। দেবতার প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হইলে, ঘোর-পাপাচার-রত জনগণও সৎকর্ম্মে প্রবুদ্ধ হয়। ইহাই দেবতার মাহাত্ম্য—ইহাই দেবভাবের বিশেষত্ব। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ,—দেবপত্নীগণ (পত্নীঃ) মরুদ্গণ অথবা ব্যাখ্যাবিশেষে অনুসারে পক্ষিগণ (বয়ঃ) এবং দেবগণ (দেবাসঃ) হর্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ঐ চরণটীকেও দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। মন্ত্রাংশে 'অনু' এবং 'ত্বা' এই পদদ্বয় দুই বার প্রযুক্ত হইয়াছে। তদনুসারেই এই চরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই দুই ভাগের পদাবলীর মধ্যে 'বয়ঃ' ও 'পত্নীঃ' পদদ্বয় সমস্যামূলক। যাহা হউক, ঐ দুই পদে যে ভাব প্রকাশ পায়, পূর্ব্বেই আমরা তাহা বুঝাইয়া আসিয়াছি।

তাহাতে 'বয়ঃ' পদে ঊর্দ্ধগমন-সামর্থ্যকে এবং 'পত্নীঃ' পদে সদ্বৃত্তি-সমূহকেই লক্ষ্য করে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, দ্বিতীয় চরণে এই ভাবই প্রাপ্ত হই যে,—'আমরা যদি ভগবানের অনুসারী হই, আমরা যদি ভগবৎকার্য্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই, আমরা যদি চিত্তবৃত্তি-সমূহকে সৎকর্ম্মসাধনে অনুপ্রাণিত করিতে পারি; আর তদ্দ্বারা হৃদয়ে যদি সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, দেবভাবের অনুপ্রেরণায় হৃদয় যদি উদ্বুদ্ধ হয় তাহা হইলে আনন্দময় দেবতার অপার অনুগ্রহ লাভে আমরা সমর্থ হইব।' (১ম—১০৩সূ—৭ঋ)॥

——•——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ত্র্যধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

শুষ্ণং পিপ্রুং কুযবং বৃত্রমিন্দ্র

যদাবধীর্ব্বি পুরঃ শম্বরস্য।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

শুষ্ণং। পিপ্রুং। কুযবং। বৃত্রং। ইন্দ্র।

যদা। অবধীঃ। বি। পুরঃ। শম্বরস্য।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বড়ৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'যদা' যস্মিন্ কালে, যদবস্থায়াং) ত্বং 'শম্বরস্য' (অশনিরূপস্য ক্ষিপ্রকর্ম্মকারিণঃ পাপস্য) 'পুরঃ' (আশ্রয়স্থানানি, অসৎকর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'বি' (বিদারয়সি, বিনাশয়সি ইত্যর্থঃ), তদা 'শুষ্ণং' (সত্ত্বশোষকং) 'পিপ্রুং' (পাপপোষকং) 'কুযবং' (অসদ্ভাব-মিশ্রকারকং, কুৎসিতকর্ম্মকারকং) 'বৃত্রং' (অজ্ঞানতা-রূপং অসুরং) 'অবধীঃ' (নাশয়সি) ; হে দেব ! অস্মান্ তদবস্থায়াং প্রাপয়—ইতি ভাবঃ ; 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্ট-বর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু) ; সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০৩সূ—৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব ! যে অবস্থায় আপনি অশনিরূপ ক্ষিপ্রকর্ম্মকারী পাপের আশ্রয়স্থানসমূহকে অর্থাৎ অসৎকর্ম্ম-সকলকে বিনাশ করিয়া থাকেন, তখন সত্ত্বশোষক পাপপোষক কুৎসিৎ-কর্ম্মকারক অজ্ঞানতা-রূপ অসুরকে নাশ করিয়া থাকেন ; (ভাব এই যে,—হে দেব ! আমাদিগকে সেই অবস্থা প্রাপ্ত করুন) ; তাহা হইতে অর্থাৎ সেই কর্ম্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুদেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদিগের রক্ষক হউন।) ॥ (১ম—১০৩সূ—৮ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বং শুষ্ণাদীংশ্চতুরোঽসুরান্যদাবধীঃ। হতবানসি। তদানীং শম্বরস্যাসুরস্য পুরো নগরাণি বিদারিতবানসি। অসুরাণাং মুখ্যেষু হতেষ্বন্যান্যপ্যসুরপুরাণি বিদীর্ণান্য-ভবন্নিত্যর্থঃ। যদনেন সূক্তেন প্রার্থিতমস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজিতং কুর্ব্বন্তু ॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্রদেব ! আপনি শুষ্ণাদি চতুর অসুরগণকে 'যদা অবধীঃ' যখন হনন করেন তখন 'শম্বরস্য' অসুরের 'পুরঃ' নগরসমূহ বিদারণ করেন। হত অসুরগণের মধ্যে মুখ্য এবং অন্যান্য অসুরগণের পুরসমূহ বিদীর্ণ হইয়াছিল ইহাই অর্থ। এই সূক্তের দ্বারা যাহা আমাদিগের প্রার্থিত তাহা মিত্রাদিদেবগণ 'মমহন্তাং' পূজিত করুণ।

শুষ্ণঃ। [শুষ শোষণে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্চেতি নপ্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। পিপ্রুং। পৃ পালনপূরণয়োঃ। পৃ ইত্যেকে ঔণাদিকঃ কুপ্রত্যয়ঃ। ছন্দস্যুভয়থেতি তস্য সার্ব্বধাতুকত্বে শপ্। জুহোত্যাদিত্বাৎ শ্লুঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং। কুয়বং। যবো যবনং মিশ্রণং। কুৎসিতং যবনমস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শংবরস্য শম্বৃণোতীতি শম্ব আত্মনং। শমের্ব্বন্। উঃ ৪।৯৬। ততো মত্বর্থীয়ো রপ্রত্যয়ঃ। (১ম — ১০৩সূ — ৮ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে সপ্তদশো বর্গঃ। ১।৭।১৭।

• • •

অষ্টম (১১২৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'শুষ্ণং' 'পিপ্রুং' 'কুয়বং' 'বৃত্রং' এবং 'শম্বরস্য' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে ঐ সকল নামধেয় অসুরের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা হয়। পক্ষান্তরে 'মিত্রঃ', 'বরুণঃ' 'অদিতি' 'সিন্ধুঃ' ও 'দ্যৌঃ' প্রভৃতি পদ-উপলক্ষে ঐ সকল নামধেয় দেবতার কল্পনা দেখা যায়। তাহাতে এক দল অসুর এবং অন্যদল দেবতা—উভয় পক্ষই হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়েন। এই দৃষ্টিতে দেবগণের যিনি অধিপতি, মন্ত্রের প্রথম চরণে তাঁহার শক্তির বা ক্ষমতার বিষয় প্রখ্যাপিত হইয়াছে;—তিনি যেন শম্বর নামক অসুরের দুর্গসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া শুষ্ণ প্রভৃতি অসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। দ্বিতীয় চরণের

শুষ্ণং। শোষণার্থক শুষ-ধাতু। অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থহেতু 'তৃষিশুষিরসিভ্যঃ কিচ্ চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে নপ্রত্যয়। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিতে আদ্যুদাত্তত্ব। পিপ্রুং। পালন ও পূরণ অর্থে পৃ-ধাতু ব্যবহৃত। পৃ-ধাতু এক অর্থ বাচক। ঔণাদিক কু-প্রত্যয়। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে তাহার সার্ব্বধাতুকত্ব হওয়ায় শপ্-প্রত্যয়। জুহোত্যাদি-হেতু শ্লু। 'অর্ত্তিপিপর্ত্ত্যোঃ চ' এই সূত্রানুসারে অভ্যাসের ইত্ব। কুয়বং। যব ও যবন মিশ্রণার্থক। কুৎসিৎ যবন যাহার—এই অর্থে বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। শম্বরস্য। 'শম্বৃণোতি' অর্থাৎ শমন করে এই অর্থে শম্বঃ পদে আত্মনকে বুঝায়। শমি ধাতুতে বন্ প্রত্যয়, তাহাতে মত্বর্থীয় র-প্রত্যয়। (১ম — ১০৩সূ — ৮ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।১৭।

• • •

প্রার্থনায়, মিত্র প্রভৃতি দেবগণের নিকট সম্মান পাইবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে; সেই দেবগণ "মমহন্তাং" অর্থাৎ আমাদিগকে সম্মানিত পূজিত করুন (পূজিতং কুর্ব্বন্তু) এই ভাবই ভাষ্যাদিতে প্রকাশমান্ দেখি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের ব্যাখ্যাতেই পরিদৃষ্ট হইবে। উহার পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। প্রথম চরণের পদাবলি উপলক্ষে কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও একাধিক ক্ষেত্রে আলোচিত হইয়াছে। অজ্ঞানতা বা পাপ যে সংসারে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে, 'শুষ্ণং' 'পিপ্রুং' প্রভৃতি তাহার এক একটি পরিচয় মাত্র। পাপের যে মূর্ত্তি আমাদিগের সত্ত্বভাবকে শোষণ করে, তাহাকেই 'শুষ্ণং' নামে অভিহিত করিতে পারি। ধাত্বর্থ অনুসারে 'পিপ্রুং' পদে 'পাপের পোষক' অর্থ গ্রহণ করি। 'কুযবং' পদে কুৎসিত ভাবের মিশ্রণকারী অর্থাৎ কুকর্ম্মকারক অর্থ আসে। অজ্ঞান-রূপ অসুর (বৃত্রং) যে ঐ সকল কর্ম্মে কর্ম্মী, সে যে সম্ভাবনাশক, কুকর্ম্মকারক, পাপের পোষক, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে, বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে হৃদয়ের অসদ্বৃত্তির নাশের জন্য এবং দ্বিতীয় চরণে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের পরিবৃদ্ধির জন্যই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০৩সূ—৮ঋ)।

চতুরধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

যোনিষ্টিতি নবর্চ্চমেকাদশং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভমৈন্দ্রং। যোনির্নবেত্যনুক্রান্তং। সূক্ত বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ। (১ম—১০৪সূ)।

• • •

চতুরধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'যোনিঃ' ইত্যাদি নয়টী ঋক্‌যুক্ত একাদশ সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ ছন্দ। ইন্দ্র দেবতা। 'যোনির্নব' এইরূপ অনুক্রান্ত আছে। সূক্তের বিনিয়োগ লৈঙ্গিক। (১ম—১০৪সূ)।

• • •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাদশঃ উনবিংশশ্চ বর্গৌ।

চতুরধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে নয়টি ঋক্ আছে। দেবতা ও ছন্দ পূর্ব্বের ন্যায়। সুতরাং মন্ত্রার্থ-নিষ্কাশনে সমস্যা পূর্ব্ববৎ অটুট রহিয়া গিয়াছে।

এই সূক্তের ঋক্-গুলির প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহ পাঠ করিলে পঞ্চনদ-প্রদেশে আর্য্য দেবগণের সহিত অনার্য্য অসুরগণের সংঘর্ষের বিষয় মন্ত্র-কয়েকটিতে নিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। চতুর্থ মন্ত্রে অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী পদত্রয় আছে; তৃতীয় মন্ত্রে 'শিফা' পদ দৃষ্ট হয়। ঐ পদচতুষ্টয় উপলক্ষে সিন্ধুনদের শাখা-বিশেষকে বুঝাইয়াছে বলিয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তৃতীয় মন্ত্রে 'কুয়ব' এবং চতুর্থ মন্ত্রে 'অয়ু' পদ আছে। তদুপলক্ষে ঐ দুই নামে দুই জন অসুরকে নির্দ্দেশ করা হয়। কিন্তু সেই অসুর জলের মধ্যে বাস করিত—ব্যাখ্যাদিতে এইরূপ প্রকাশ আছে। কোনও কোনও ব্যাখ্যাকার, কোনও কোনও মন্ত্রে মেঘ ও বৃষ্টির প্রসঙ্গ রূপকে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, মন্ত্রার্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি-রক্ষা-পক্ষে প্রায় সকলকেই উদাসীন দেখা যায়।

মন্ত্র-কয়েকটি ইন্দ্রদেব-সম্বন্ধে প্রযুক্ত। কিন্তু কোনও কোনও স্থলে ব্যাখ্যায় তাঁহার নৃশংসতার পরিচয় দেখিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া মনে হয় না। তার পর, তিনি যে সোমরস মাদকদ্রব্য পানের জন্য লালায়িত আছেন—নবম মন্ত্রের ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশমান দেখি।

আমরা মন্ত্রার্থে যে অন্য ভাব গ্রহণ করি, তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদিগের ব্যাখ্যামুখে সেই সকল ভাবই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব। তাহাতে দেবাসুরের সংগ্রামের নিগূঢ় তত্ত্ব আপনিই প্রকাশ পাইবে।

প্রথমমণ্ডলস্য চতুরধিকশততমং সূক্তং। সূক্তস্য বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

• . •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যোনিষ্ট ইন্দ্র নিষদে অকারি তমা নিষীদ

স্বানো নার্ব্বা।

বিমুচ্যা বয়োঽবসায়াশ্বান্দোষা বস্তোর্ব্বহীয়সঃ

প্রপিত্বে ॥ ১ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

যোনিঃ। তে। ইন্দ্র। নিঽসদে। অকারি। তং। আ। নি। সীদ।

স্বানঃ। ন। অর্ব্বা।

বিঽমুচ্য। বয়ঃ। অবঽসায়। অশ্বান্। দোষা। বস্তোঃ। বহীয়সঃ।

প্রঽপিত্বে ॥ ১ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'তে' (তব) 'নিষদে' (অধিষ্ঠানায়) 'যোনিঃ' (স্থানং—হৃদি ইতি যাবৎ) 'অকারি' (কুর্য্যাম, রক্ষিতুং সমর্থাঃ ভবেম ইত্যর্থঃ); 'স্বানঃ ন অর্ব্বা' (অশ্বঃ যথা ক্ষিপ্রগামী তদ্বৎ ক্ষিপ্রং আগত্য ইত্যর্থঃ) 'তং' (স্থানং, হৃদি ইতি ভাব) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন) 'নিষীদ' (অবতিষ্ঠ, অবস্থানং

কুরু); তথা 'বয়ঃ' (বলং, অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং) 'বিমুচ্য' (রিপূণাং প্রতিবন্ধকাৎ বিশ্লিষ্য—রক্ষ নিষীদ বা ইতি শেষঃ); তথা 'দোষা বস্তোঃ' (রাত্রৌ অহনি চ, সর্ব্বকালং ইত্যর্থঃ) 'প্রপিত্বে' (সৎকর্ম্মণি) 'বহীয়সঃ' (বোঢ়ূন্, বাহকান্) 'অশ্বান্' (ব্যাপকজ্ঞাননিবহান্) 'অবসায়' প্রতিবন্ধকাৎ বিমুচ্য—রক্ষ নিষীদ বা ইতি শেষঃ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—অস্মাকং হৃদি দেবতায়াঃ স্থানং ভবতু; দেবতায়াঃ কৃপয়া অস্মাকং শক্তিং জ্ঞানং চ বাধাবিমুক্তং ভবতু॥ (১ম—১০৪সূ—১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আপনার অধিষ্ঠানের জন্য হৃদয়ে যেন স্থান করিতে পারি অর্থাৎ হৃদয়ে যেন স্থান রাখিতে সমর্থ হই; শব্দ যেমন ক্ষিপ্রগামী, সেইরূপ ক্ষিপ্রগতিতে আগমন করিয়া সেই স্থানে (হৃদয়ে) আপনি সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করুন; এবং আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে রিপুগণের প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত করিয়া রক্ষা করুন—আপনি তাহাতে অবস্থান করুন, এবং রাত্রিদিন সর্ব্বকাল সৎকর্ম্মে বাহক ব্যাপকজ্ঞাননিবহকে প্রতিবন্ধক হইতে মোচন করিয়া রক্ষা করুন—আপনি তাহাতে অবস্থান করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের হৃদয়ে দেবতার স্থান হউক; দেবতার কৃপায় আমাদিগের শক্তি ও জ্ঞান বাধা-বিমুক্ত হউক।)॥ (১ম—১০৪সূ—১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র যোনির্বেদ্যাখ্যং স্থানং তে তব নিষদে নিষদনায়োপবেশনায়াকারি। কৃত-মস্মাভিঃ প্রকল্পিতমভূৎ। তং যোনিমানিষীদ। শীঘ্রমাগত্য তত্রোপবিশ। শীঘ্রাগমনে দৃষ্টান্তঃ। স্বানো নার্ব্বা। অর্ব্বেত্যশ্বনাম। যথাশ্বঃ স্বানো হ্রেষাশব্দং কুর্ব্বন্ স্বকীয়ং স্থানং শীঘ্রমাগচ্ছতি তদ্বৎ। কিং কৃত্বা। বয়োঽশ্বগন্ধনার্থান্ রশ্মীন্বিমুচ্য। রথাদ্বিশ্লিষ্য।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্র' হে ইন্দ্র! 'যোনিঃ' বেদিনামক স্থান 'তে' আপনার 'নিষদে' নিষদনের জন্য উপবেশনের জন্য 'অকারি' আমাদিগের কর্তৃক কৃত প্রকল্পিত হইয়াছিল; 'তং' যোনিতে 'আ নিষীদ' আপনি শীঘ্র আসিয়া সেই স্থানে উপবেশন করুন। শীঘ্র আগমনের দৃষ্টান্ত,—'স্বানো নার্ব্বা'। অর্ব্বা শব্দে অশ্ব বুঝায়। যেরূপ অশ্ব হ্রেষাশব্দ করিতে করিতে স্বকীয় স্থানে শীঘ্র আসে সেইরূপ। কি করিয়া? 'বয়ঃ' অশ্ববন্ধনার্থ রশ্মিসমূহকে 'বিমুচ্য' রথ হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া; আর, 'অশ্বান্' রথে যোজিত

তথাশ্বান্ রথে যোজিতাংশ্চ তুরগানবসায় বিমুচ্য। অত্র নিরুক্তং। অবসায়াশ্বানিতি স্তুতিরূপস্থট্টৌ বিমোচনে। নি০ ১৷১৭। ইতি। কীদৃশানশ্বান্। প্রপিত্বে। যাগকালে প্রাপ্তে। প্রপিত্বে প্রাপ্তেহভীকেহভ্যক্তে। নি০ ৩৷২০। ইতি যাস্কঃ। দোষা রাত্রৌ বস্তোরহনি চ বহীয়সঃ। আদরাতিশয়েন বোঢ়ৄন্॥

নিষদে। সদেঃ সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। স্বানঃ। স্বমুস্বনধ্বনশব্দে। বহুলবচনাৎ কর্ত্তরি ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। বয়ঃ। বিয়ন্তি রথেন সহ সমচ্ছন্ত ইতি বিশব্দেন রশ্ময় উচ্যন্তে। বী গত্যাদিষু। ঔণাদিক ইপ্রত্যয়ঃ। টিলোপশ্চ। দ্বিতীয়ার্থে প্রথমা। অবসায়। ষো অন্তকর্ম্মণি। আদে চ ইত্যাত্বং। সমাসেহনঞ্পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যবিতি ল্যাবাদেশঃ। বহীয়সঃ। বহ প্রাপণে। তৃজন্তাদ্বোঢ়ৃ-শব্দাত্তুশ্ছন্দসীতীয়সুন্। তুরিষ্ঠেমেয়ঃস্বিতি তৃলোপে কর্ত্তব্যে চরধবহুচরটলোপানাম-সিদ্ধত্বাত্তদাশ্রিতস্যৌত্বস্যাপ্যভাবে তৃলোপ এব ক্রিয়তে॥ (১ম—১০৪সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১১২৬) ঋকের বিশদার্থ।

—॥ × ॥—

এই মন্ত্রটী অতিশয় জটিলভাবাপন্ন। একটী উপমার এবং মন্ত্রান্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব বিভিন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের বিভিন্ন দৃষ্টিতে মন্ত্রের যে ভাব

তুরগগণকে 'অবসায়' বিমোচন করিয়া। এখানে নিরুক্ত ;—'অবসায়াশ্বানিতি স্তুতিরূপ-স্থট্টৌ বিমোচনে' (নি০ ১৷১৭) ইত্যাদি। কীদৃশ অশ্বগণকে ? 'প্রপিত্বে' যাগকাল-প্রাপ্তে। এই বিষয়ে যাস্ক এইরূপ বলিয়াছেন ;—'প্রপিত্বে প্রাপ্তে অভীকে অভ্যক্তে' (নি০ ৩৷২০)। 'দোষা' রাত্রিতে এবং 'বস্তোঃ' দিবসে 'বহীয়সঃ' অতিশয় আদরের সহিত বহনকারী।

নিষদে। সম্পদাদিলক্ষণে সদ্ ধাতুর ভাবে ক্বিপ্-প্রত্যয়। স্বানঃ। স্বমুস্বনধ্বনধাতু শব্দার্থক। বহুবচন-হেতু কর্ত্তৃবাচ্যে ঘঞ্। 'কর্ষাত্বতঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অন্তোদাত্ত। বয়ঃ। বিয়ন্তি অর্থাৎ রথের সহিত সমাগতরূপে যায়—এই জন্য বি-শব্দের দ্বারা রশ্মিসমূহ বুঝায়। বী ধাতু গমন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। ঔণাদিক ই-প্রত্যয়। 'টি লোপশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। দ্বিতীয়ার স্থানে প্রথমা। অবসায়। ষো ধাতুতে অন্তকর্ম্ম বুঝায়। 'আদে চ' এই সূত্রানুসারে আত্ব। 'সমাসেহনঞ্পূর্ব্বেক্ত্বো ল্যপ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্ত্বো ল্যপ্ আদেশ। বহীয়সঃ। বহধাতু প্রাপণার্থক। তৃজন্ত বোঢ়ৃ শব্দ হেতু 'তু ছন্দসি' এই সূত্র দ্বারা ইয়সুন্-প্রত্যয়। 'তুরিষ্ঠেমেয়ঃসু' ইত্যাদি সূত্রে তৃলোপ কর্ত্তব্যে চরধবহুচর-টলোপ প্রভৃতির সিদ্ধত্ব-হেতু তাহার আশ্রিত ঔত্বেরও অভাবে তৃলোপই করা হয়॥ ২॥

প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার তিনটি আদর্শ (একটী বাঙ্গালা ও দুইটী ইংরাজি অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা;—

(১) "হে ইন্দ্র! তোমার বসিবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর। অশ্ববন্ধনরশ্মি বিমোচন করিয়া অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, সে অশ্ব (যজ্ঞকাল) সমাগত হইলে দিবারাত্রি তোমাকে বহন করে।"

(2) The alter hath been made for thee to rest on, come like a panting courser and be seated.

Loosen thy flying steeds, set free thy horses who bear thee swiftly nigh at eve and morning."

(3) Indra here is a seat made for thee. Take it like a neighing horse, setting free thy bird-like (steeds) and letting loose thy coursers that bear thee night and day to where the libation is kept."

এই সকল অনুবাদে এবং ভাষ্যে মন্ত্রের যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মন্ত্রান্তর্গত প্রায় সকল পদাবলিই প্রহেলিকা-পূর্ণ। প্রথমতঃ 'যোনিঃ' পদ। এই পদ-উপলক্ষে কেহ বা সাধারণ 'বসিবার স্থান' এবং কেহ বা 'বেদি-রূপ স্থান' অর্থ পরিকল্পনা করিয়াছেন। আমরা এই পদে 'স্থান' (হৃদয়) অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ 'অকারি' ক্রিয়াপদ। ঐ পদ লুঙের পদ হইলেও, অর্থ-সঙ্গতির জন্য ঐ পদের প্রতিবাক্যে আমরা 'কুর্য্যাম' পদ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে, 'ভগবানের অধিষ্ঠানের নিমিত্ত যেন হৃদয়ে স্থান করিতে সমর্থ হই',—এই ভাব পাওয়া যায়। অথবা, ঐ পদে "কৃতং ভবতু" প্রতিবাক্যও গ্রহণ করিতে পারি। তাহাতেও ঐ একই ভাব প্রকাশ পায়। তৃতীয়তঃ, 'স্বানো ন অর্ব্বা' উপমামূলক বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'ইন্দ্রদেব শব্দায়মান্ অশ্বের ন্যায় শীঘ্র আগমন।' এখানে 'অর্ব্বা' পদে 'অশ্ব' প্রতিবাক্য গ্রহণ করায়, এই উপমা-বাক্যের উক্তপ্রকার ভাব দাঁড়াইয়াছে। আমরা কিন্তু 'অর্ব্বা' পদে 'অশ্ব' প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া, এখানে 'ক্ষিপ্রগামী' অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। 'আ নিষীদ' বাক্যাংশে 'সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করুন'—এইরূপ ভাব আসে।

এবম্প্রকারে, মন্ত্রের প্রথম চরণ হইতে প্রধানতঃ এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব। আপনার অধিষ্ঠানের নিমিত্ত আমাদিগের হৃদয়ে যেন স্থান করিতে পারি;—অর্থাৎ, আমাদিগের হৃদয় যেন আপনার অবস্থানের উপযোগী সত্ত্বভাবে পূর্ণ হয়। আপনি শব্দের ন্যায় ক্ষিপ্র-গতিতে অর্থাৎ ত্বরায় আসিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করুন। আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই; সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় যেন আমাদিগের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়, আমরা যেন আপনাতে কায়মনোপ্রাণ সমর্পণ করিতে পারি; আর, আপনি যেন শব্দের ন্যায় ক্ষিপ্র-গতিতে আগমন-পূর্ব্বক আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করেন। আমরা যেন এমনি ভাবে আপনাকে ডাকিতে সমর্থ হই যে, আহূত হওয়া মাত্রই আপনি আসিয়া হৃদয়ে অবস্থান করেন।'

দ্বিতীয় চরণের আলোচ্য পদাবলির মধ্যে প্রথমতঃ 'বয়ঃ' পদ প্রণিধান-যোগ্য। ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যাদিতে এ পদে 'অশ্ববন্ধন-রশ্মি' প্রতিবাক্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা ঐ পদে যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহার যৌক্তিকতা-বিষয়ে ঐ পদ উপলক্ষে বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ 'বিমুচ্য' এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। এই পদের অর্থ-ব্যপদেশে ভাব-সঙ্গতির জন্য ভাষ্যকার প্রথম চরণের 'নিষীদ' ক্রিয়াপদটি দ্বিতীয় চরণে অধ্যাহার করিয়া আনিয়াছেন। অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের পরিসমাপ্তি হয় না; সুতরাং একটী সমাপিকা ক্রিয়া অধ্যাহার করা আবশ্যক হয়। আমরা এস্থলে 'রক্ষ' এই ক্রিয়াপদটি অধ্যাহার করিয়াছি। 'নিষীদ' পদেও অর্থ-সঙ্গতি হয়। তৃতীয়তঃ 'প্রপিত্বে' পদ। ভাষ্যে এই পদে 'যাগকালে প্রাপ্তে' অর্থ পরি-দৃষ্ট হয়। আমরা এই পদে 'সৎকর্ম্মণি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'অশ্বান্' পদ উপলক্ষে 'অশ্বসমূহ' অর্থ প্রচলিত। কিন্তু আমরা 'অশ্বান্' পদে পূর্ব্বাপর 'ব্যাপকজ্ঞাননিবহ' অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়াছি। এস্থলেও সেই অর্থেরই যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতেছি। অতঃপর 'অবসায়' এই অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। এই পদের অর্থে প্রকাশ 'বিমোচন করিয়া'। 'বিমোচন করিয়া' বলিলে, কথাটি অসমাপ্ত থাকিয়া যায় এবং তৎপরে একটি সমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। আমরা এস্থলে

'অবসায়' পদ-উপলক্ষে 'প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত করিয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তাহার ভাব-সমাপ্তির জন্য 'রক্ষ' বা 'নিবীদ' এই ক্রিয়া-পদের ব্যবহারে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এই প্রকারে দ্বিতীয় চরণের পদাবলির অর্থ-নিষ্কাশন করিলে এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'দেবতা আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে এবং সৎকর্ম্মের বাহক ব্যাপক-জ্ঞাননিবহকে সর্ব্ববিধ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত করিয়া আমাদিগের হৃদয়ে অবস্থান করেন।'

মন্ত্রটি প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের হৃদয়ের সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য এবং আমাদিগের জ্ঞান, রিপুগণের প্রভাবে প্রতিহত হইয়া আছে; তুমি রিপুগণকে বিনাশ করিয়া দাও—আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনের অন্তরায় দূরীভূত হউক। হৃদয় সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায়ও যুক্ত হউক। সৎকর্ম্ম-সাধনে আমাদিগের মতিগতি স্থির রহুক। কায়মনোবাক্যে যেন আমরা তোমারই আরাধনা করিতে পারি—তোমাতেই যেন হৃদয়-মন সমর্পণ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—১০৪সূ—১ঋ) ॥

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ও ত্যে নর ইন্দ্রমূতয়ে গুর্নূ চিত্তান্‌ৎসদ্যো

অধ্বনো জগম্যাৎ।

দেবাসো মন্যুং দাসস্য শ্চম্ন্রস্তে ন

আ বক্ষন্‌ৎসুবিতায় বর্ণম্ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ও ইতি। ত্যে। নরঃ। ইন্দ্রং। উতয়ে। গুঃ। নু। চিৎ। তান্। সদ্যঃ।

অধ্বনঃ। জগম্যাৎ।

দেবাসঃ। মন্যুং। দাসস্য। শ্চম্নন্। তে। নঃ।

আ। বক্ষন্। সুবিতায়। বর্ণং॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্যে' (প্রসিদ্ধাঃ, শ্রেষ্ঠাঃ) 'নরঃ' (নেতারঃ, জ্ঞানিনঃ) 'উতয়ে' (লোকানাং রক্ষণায়, মনুষ্যাণাং উদ্ধারার্থং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'আগুঃ' (আগচ্ছন্তি, প্রাপ্নুবন্তি, অনুসারিণঃ ভবন্তি ইত্যর্থঃ); দেবতা 'নু চিৎ' (শিপ্রমেব) 'সদ্য (বিলম্বব্যতিরেকেণ) 'তান্' (জ্ঞানিনাং উপলক্ষিতান ইত্যর্থঃ) 'অধ্বনঃ' (কর্ম্মমার্গান মোক্ষোপায়ান) অস্মভ্যং 'জগম্যাৎ' (প্রাপয়তু); দেবতায়াঃ কৃপয়া মহাজনানুসৃতং পন্থান বয়ং পশ্যেম—ইতি ভাবঃ; 'দেবাসঃ' (দেবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ) 'দাস (উপক্ষয়িতুঃ অসুরস্য, সৎকর্ম্মক্ষয়কারিণঃ রিপোঃ) 'মন্যুং' (হিংসাং) 'শ্চম্নন্' (হিংস দূরীকুর্ব্বন্তু), অপিচ 'তে' (দেবাঃ, দেবভাবাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুবিতায়' (সুষ্ঠুপ্রাপ্তব্য কর্ম্মণে) 'বর্ণং' (ঔৎকর্ষং) 'আ বক্ষন্' (আনয়ন্তু); দেবত্বপ্রভাবেন বয়ং রিপুদমনসমর্থ ভবেম, তথা অস্মাকং কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুক্তং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৪সূ—২ঋ)

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ নেতৃগণ—জ্ঞানিগণ, মনুষ্যগণের উদ্ধারের জ বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অনুসারী হয়েন; দেবতা, বিল ব্যতিরেকে স্বরায়, সেই জ্ঞানিগণের উপলক্ষিত কর্ম্মমার্গ-সমূহকে (মোক্ষে পায়-সমূহকে) আমাদিগকে প্রাপ্ত করুন; (ভাব এই যে,—দেবত কৃপায় মহাজনগণের অনুসৃত পথ যেন আমরা দেখিতে পাই); দেবগণ- দীপ্তিদানাদিগুণ-নিবহ সৎকর্ম্মক্ষয়কারী রিপুর হিংসাকে দূর করুন; অ সেই দেবগণ বা দেবভাবসমূহ সুষ্ঠুপ্রাপ্তব্য কর্ম্মে ঔৎকর্ষ আনয়ন করু

(ভাব এই যে,—দেবত্ব-প্রভাবে আমরা যেন রিপুদমনে সমর্থ হই এবং আমাদিগের কর্ম্ম ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হউক।)॥ (১ম—১০৪সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

ত্যো তে নরো যজ্ঞস্য নেতারো যজমানা উতয়ে রক্ষণায়েন্দ্রং। ও আ উ ইতি নিপাতত্রয় সমুদায় আকারার্থঃ। আগুঃ। আগচ্ছন্তি। স চেন্দ্র আগতাংস্তান্ সূচিৎ ক্ষিপ্রং সত্যতামীমেব অধ্বনোঽনুষ্ঠানমার্গান্ জগম্যাৎ। গময়তু। প্রাপয়তু। দেবাসঃ সর্ব্বে দেবাঃ দাসস্য উপক্ষপয়িতুরসুরস্য মন্যুং ক্রোধং শচন্ন্ ভক্ষয়ন্তু। হিংসন্তিত্যর্থঃ। অপিচ তে দেবা নোঽস্মাকং সুবিতায় সুষ্ঠু প্রাপ্তব্যায় যজ্ঞায় বর্ণমনিষ্টনিবারকমিন্দ্রমাবক্ষন্। আবহন্তু। আনয়ন্ত॥

জগম্যাৎ। গমেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লিঙি বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। শচন্ন্। চমু অদনে। লেটি ব্যত্যয়েন শ্না। শকারোপজনশ্ছান্দসঃ। যদ্বা শচ্যাভিঃ প্রকৃত্যান্তরং হিংসার্থং দ্রষ্টব্যং। বক্ষন্। বহ প্রাপণে। লেটি সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। চবকবহবাদি। সুবিতায়। সুপূর্ব্বাদেতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। তথাদিত্বাদনদ্। সুপমানাৎ ক্ত ইত্যুত্তর পদান্তোদাত্তত্বং। বর্ণং। বৃঞ্ বরণে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কৃবৃজৃসিদ্রুপন্যনিস্বপিভ্যো নিচ্চ। উঃ ৩।১০। ইতি নপ্রত্যয়ঃ। নিত্ত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০৪সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ত্যো' তাহারা 'নরঃ' নরগণ যজ্ঞের নেতাগণ যজমানগণ 'উতয়ে' রক্ষার নিমিত্ত 'ইন্দ্রং', ইন্দ্রের নিকট। 'ও' আ উ এই নিপাতত্রয় সমুদয় আকারার্থক। 'আগুঃ' আসিতেছে; সেই ইন্দ্রও আগত 'তান্' তাহাদিগকে 'সূ চিৎ' ক্ষিপ্র 'সত্যঃ' তখনই 'অধ্বনঃ' অনুষ্ঠানমার্গ 'জগম্যাৎ' গমন করান—প্রাপ্ত করান। 'দেবাসঃ' সকল দেবগণ 'দাসস্য' উপক্ষপয়িতা অসুরের 'মন্যুং' ক্রোধকে 'শচন্ন' ভক্ষণ করুন। হিংসা করুন—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'তে' দেবগণ 'নঃ' আমাদিগকে 'সুবিতায়' সুষ্ঠুরূপে প্রাপ্য যজ্ঞের জন্য 'বর্ণং' অনিষ্টনিবারক ইন্দ্রকে 'আবক্ষন্' আবাহন করেন—আনয়ন করেন।

জগম্যাৎ। গম ধাতুর অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু লিঙে 'বহুলং ছন্দসি' সূত্রানুসারে শপ স্থানে শ্লু। শচন্ন্। চমু ধাতু অদনার্থক। লেটে ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্না হইয়াছে। ছান্দসে শকারের উপজন। অথবা 'শচ্যাভিঃ' পদের প্রকৃতি-প্রত্যয় হেতু হিংসার্থ দ্রষ্টব্য। বক্ষন্। বহ-ধাতু প্রাপণার্থক। লেটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সিপ্। 'চবকবহব' প্রভৃতিতে। সুবিতায়। সুপূর্ব্ব-হেতু ইহাতে কর্ম্মণিবাচ্যে নিষ্ঠা। তথাদিত্ব-হেতু উবঙ্-প্রত্যয়। 'সুপমানাৎ ক্ত' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। বর্ণং। বৃঞ্ ধাতু বরণার্থক। ইহার অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু 'কৃবৃজৃসিদ্রুপন্যনিস্বপিভ্যো নিচ্চ (উ০ ৩।১০)' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ন-প্রত্যয়। নিত্ত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—১০৪সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (১১২৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

ভারতবর্ষের আদিম অনার্য্য অধিবাসিগণের সহিত অন্য দেশ হইতে আগত আর্য্যগণের ঘোরতর সংঘর্ষ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল—এই ধারণা অনেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল। আলোচ্য মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সেই ভাবেরই ছায়াপাত দেখিতে পাই। ব্যাখ্যাদি পাঠ করিলে মনে হয়, কেহ যেন বলিতেছেন—'এই যে নেতা মনুষ্যগণ ইন্দ্রের নিকট আসিতেছেন, ইন্দ্র ইঁহাদিগের রক্ষা-সাধন করুন, ইঁহাদিগকে কর্ম্মমার্গ দেখাইয়া দিউন; আর দেবগণ, দস্যুগণের ক্ষমতা প্রতিহত করিয়া ইন্দ্রদেবকে যজ্ঞে আনয়ন করুন।' ইহাতে বোধ হয়, বক্তা যেন আর্য্যগণের একজন হিতৈষী ব্যক্তি; অনার্য্যগণের সহিত সংগ্রামে আর্য্য-গণকে লিপ্ত দেখিয়া, তিনি যেন ইন্দ্রদেবকে বলিতেছেন,—'ইঁহাদিগকে কর্ম্ম-পথ অর্থাৎ যুদ্ধের প্রণালী দেখাইয়া দেন; অনার্য্য দস্যুগণের ক্ষমতা প্রতিহত করুন।'

এক্ষণে, আমরা কি দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'নরঃ' 'তান্' এবং 'অধ্বনঃ' এই পদত্রয় হইতেই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ 'নরঃ' পদ। ঐ পদে কেহ বা 'মনুষ্যগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; আবার কোথাও বা 'নেতৃগণ' অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। নৃ-শব্দের বহু-বচনে 'নরঃ' পদ সিদ্ধ হয়। তদনুসারে 'নেতাগণ—জ্ঞানিগণ' অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'তান্' পদ-উপলক্ষে এখানে আমরা 'জ্ঞানিগণের উপ-লক্ষিত' অর্থ গ্রহণ করি। 'অধ্বনঃ' পদে আমরা 'কর্ম্মমার্গ—মোক্ষোপায়' এই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি। সদনুষ্ঠানের দ্বারা, সৎকর্ম্মের প্রভাবে হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধনায়, যাঁহাদিগের আত্মোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে; তাঁহারাই নেতা—তাঁহারাই জ্ঞানী। যে কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, যে পথের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ভগবানের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছেন, দেবতার কৃপায় আমরা যেন মহাজনগণের অনুসৃত সেই প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পাই। আমরা বলি, এইরূপ প্রার্থনার ভাবই এই প্রথম চরণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'দাসস্য' এবং 'বর্ণং' পদ বিশেষ অনুধাবনীয়। ঐ পদদ্বয় উপলক্ষে 'দেবাসঃ' এবং 'সুবিতায়' পদও আলোচ্য। 'দাসস্য' পদের সাধারণ অর্থ হয়—'দাসগণের'। ভাষ্যকার ঐ পদে 'উপক্ষয়িতুঃ অসুরস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। দেবগণ বা দেবভাবসমূহ (দেবাসঃ) যে কোনও দেহধারী অসুরকে হিংসা করেন, এবম্বিধ পরিকল্পনা মনে স্থান পায় না। যে সকল রিপু সৎকর্ম্মে বাধা প্রদান করে, সৎকর্ম্ম ক্ষয় করে, দেবগণ বা দেবভাবসমূহ সেই সকল রিপুকে হিংসা করেন; অর্থাৎ, আমাদিগের হৃদয়ে রিপুগণের যে প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা তাহাকে দমন করিয়া রাখেন। মনস্তত্ত্বের এই কথাই এখানে বিবৃত আছে মনে করা যায়। আমরা তাই 'দাসস্য' পদের 'উপক্ষয়িতুঃ অসুরস্য' অর্থ হইতে 'সৎকর্ম্মক্ষয়কারিণঃ রিপোঃ' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'বর্ণং' পদের 'অনিষ্টনিবারকং ইন্দ্রং' অর্থ ভাষ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। বর্ণ শব্দে ঔজ্জ্বল্য অর্থ পাওয়া যায়। তদনুসারে আমরা ঐ পদের 'ঔৎকর্ষং' প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'সুবিতায়' পদে 'যজ্ঞের নিমিত্ত' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। তাহা হইতেই ঐ পদে আমরা 'সুষ্ঠুপ্রাপ্তব্যায় সুকর্ম্মণে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে দ্বিতীয় চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'দেবতা বা দেবভাব আমাদিগের সৎকর্ম্মক্ষয়কারী রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করেন। রিপুগণ বিমর্দ্দিত হইলে, আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইলে, সৎকর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্তি জন্মে। সত্ত্বভাবের—দেবভাবের অনুপ্রেরণায় মানুষ সৎকর্ম্মশীল হয়। দেবতা বা দেবভাব, সত্ত্বভাবের উদ্বোধনায় অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেই ঔৎকর্ষ আনয়ন করেন।

দেবতার কৃপায়—দেবভাবের প্রভাবে আমরা, যেন মহাজনগণের অনুসৃত প্রকৃষ্ট পথ দেখিতে পাই; দেবভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা যেন সৎকর্ম্মে বাধা-প্রদানকারী রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করিতে পারি; এবং আমাদিগের প্রতি কার্য্য প্রত্যেক অনুষ্ঠান যেন ভগবৎসম্বন্ধযুত হয়। ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনা॥ (১ম—১০৪সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয় ঋক্।)

অব ত্মনা ভরতে কেতবেদা অব ত্মনা

ভরতে ফেনমুদন্।

ক্ষীরেণ স্নাতঃ কুযবস্য যোষে হতে তে

স্যাতাং প্রবণে শিফায়াঃ ॥ ৩ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

অব। ত্মনা। ভরতে। কেতঽবেদাঃ। অব। ত্মনা।

ভরতে। ফেনং। উদন্।

ক্ষীরেণ। স্নাতঃ। কুযবস্য। যোষে ইতি। হতে ইতি। তে ইতি।

স্যাতাং। প্রবণে। শিফায়াঃ ॥ ৩ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'কেতবেদাঃ' (পরমার্থস্য লব্ধানং বেত্তা, জ্ঞানী ইত্যর্থঃ) 'ত্মনা' (স্বয়মেব, আত্ম-কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'অব' (পুষ্টিং মঙ্গলং বা) 'ভরতে' (লভতে, প্রাপ্নোতি), তথা 'ত্মনা' (আত্মকর্ম্মণা) 'উদন্' (সত্ত্বভাবে নিমজ্জিতঃ সন্) 'ফেনং' (সত্ত্বাংশং ইত্যর্থঃ) 'অব ভরতে' (ইহলোকে বিস্তারয়তি ইত্যর্থঃ); জ্ঞানী আত্মকর্ম্মণা আত্মানং ত্রায়তি লোকান্ উদ্ধারয়তি চ—ইতি ভাবঃ; 'কুযবস্য' (অপকর্ম্মসম্বন্ধযুতস্য, অপকর্ম্মকারিণঃ ইত্যর্থঃ) 'যোষে' (সহধর্ম্মিণৌ, মজ্জয়োগ্যুতে কর্ম্মণী ইত্যর্থঃ) 'ক্ষীরেণ' (শুদ্ধসত্ত্বেন)

'স্নাতঃ' (অভিষিক্তং কুর্য্যাতে, অভিষিক্তে ভবতাং ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'তে' (কর্ম্মরূপে সহধর্ম্মিণ্যৌ) 'শিফায়াঃ প্রবণে' (মূলীভূতসত্ত্বোৎসঙ্গে, সত্ত্বসান্নিধ্যানে ইত্যর্থঃ) 'হতে' (নষ্টে, নিধনপ্রাপ্তে) 'স্যাতাং' (ভবেতাং); অপকর্ম্মকারিণঃ রজঃস্তমঃসম্বন্ধযুক্তে কর্ম্মণী সত্ত্বসম্মিলনে লয়প্রাপ্তে ভবেতাং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১০৪সূ—৩ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

পরমার্থের সন্ধানবেত্তা অর্থাৎ জ্ঞানী, আত্মকর্ম্মের দ্বারা পুষ্টিকে বা মঙ্গলকে প্রাপ্ত হয়েন; আর, আত্মকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাবে নিমজ্জিত হইয়া, তাহার অংশকে ইহলোকে বিস্তার করেন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানী স্বকীয় কর্ম্মপ্রভাবে আপনার পরিত্রাণ-সাধন করেন, এবং লোকসমূহকে উদ্ধার করেন); অপকর্ম্মসম্বন্ধযুতের অর্থাৎ অপকর্ম্মকারীর সহধর্ম্মিণীদ্বয় অর্থাৎ রজস্তমোরূপ কর্ম্মদ্বয় শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা অভিষিক্ত হউক; আর, সেই কর্ম্মরূপ সহধর্ম্মিণীদ্বয় সত্ত্বসান্নিধানে যেন নিধন প্রাপ্ত হয়; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অপকর্ম্মকারীর রজস্তমঃসম্বন্ধযুত কর্ম্মদ্বয় সত্ত্বসম্মিলনে লয়প্রাপ্ত হউক।)॥ (১ম—১০৪সূ—৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কেতবেদাঃ কেতং জাতং বেদঃ পরেষাং ধনং যেন স তাদৃশঃ কুযবনামাসুরঃ ত্মনাত্মনা স্বয়মেবাবভরতে। জাতং পরেষাং ধনমপহরতি। অপিচ সোঽসুর উদন্ উদকেঽন্তর্বর্ত্তমানঃ সন্ ফেনং ফেনযুক্তমুদকং ত্মনাত্মনা স্বয়মেবাবভরতে। অপহরতি। ক্ষীরেণ ক্ষরণশীলেন তেনাপহৃতেনোদকেন কুযবস্যাসুরস্য যোষে ভার্য্যে স্নাতঃ। স্নানং কুর্ব্বাতে। তে তাদৃশ্যৌ স্ত্রিয়ৌ শিফায়াঃ। শিফানামনদী তস্যাঃ প্রবণে নিম্নে

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'কেতবেদাঃ' কেতং জাত বেদঃ পরের ধন যৎ কর্ত্তৃক তাদৃশ কুযবনামক অসুর 'ত্মনা' আপনার দ্বারা স্বয়ংই 'অবভরতে' জাত পরের ধন অপহরণ করে; অপিচ, সেই অসুর 'উদন্' উদকে অন্তর্বর্ত্তমান থাকিয়া 'ফেনং' ফেনযুক্ত জলকে 'ত্মনা' আপনার দ্বারা স্বয়ংই 'অব ভ:তে' অপহরণ করে। 'ক্ষীরেণ' ক্ষরণশীল সেই অপহৃ৫ উদকের দ্বারা 'কুযবস্য' অসুরের 'যোষে' ভার্য্যাদ্বয় 'স্নাতঃ' স্নান করে; সেই স্ত্রীদ্বয় 'শিফায়াঃ' শিফা নামক নদী তাহার 'প্রবণে' নিম্নে প্রবেশ করিয়ে

প্রবেষ্টুমশক্তোঽগাধপ্রদেশে হতে নষ্টে স্তাতাং। ভবেতাং। হে ইন্দ্র ত্বং পরেষাং ধনমপহৃত্যাস্মৈর্দ্দূরবগাহ উদকস্য মধ্যে বর্ত্তমানং কুযবং সকুটুম্বমবধীরিত্যর্থঃ॥

স্না। মন্ত্রেষাঙ্ত্যাদেরাত্মন ইত্যাকারলোপঃ। ভরতে। হৃঞ্ হরণে। হৃগ্রহোর্ভ ইতি ভত্বং। কেতবেদাঃ। কিত জ্ঞানে। কর্ম্মণি ঘঞ্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। উদন্। পদ্দন্নিত্যাদিনোদকশব্দস্যোদন্নাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্॥৩॥

• • •

তৃতীয় (১১২৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—'কুযব নামক কোনও অসুর পরের ধন অপহরণ করে, এবং সে জলে অবস্থান করিয়া ফেনযুক্ত জল অপহরণ করে। সেই জলে তাহার দুই স্ত্রী স্নান করে। তাহারা যেন শিফা-নামক নদীর গভীরতম প্রদেশে নিধনপ্রাপ্ত হয়।' ভাষ্যের ভাব যথাস্থানে প্রকটিত হইয়াছে। তাহা উপলক্ষ করিয়াই উক্ত প্রকার অর্থ পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য, উক্ত প্রকার অর্থ হইতে আমরা কোনই ভাব পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমাদিগের সিদ্ধান্ত,—মন্ত্রের প্রথম চরণটি আত্মোৎকর্ষসাধক, এবং দ্বিতীয় চরণটী প্রার্থনা-মূলক। 'কেতবেদাঃ' পদে, 'ধনের তত্ত্ব জানিতে পারার' ভাবই পাওয়া যায়। কিন্তু সে ধন—কোন্ ধন? আমরা বলি, সে ধন—পরমার্থ। জ্ঞানী যে পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হন, এখানে সেই কথাই বলা হইতেছে। 'অব' পদে 'পরের ধন' অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে

অসমর্থ হইলে অগাধপ্রদেশে 'হতে' নষ্ট 'স্তাতাং' হউক। হে ইন্দ্র! আপনি পরের ধন অপহরণ করিয়া অন্যের দুরবগাহ জলের মধ্যে বর্ত্তমান কুযবকে সকুটুম্ব বিনাশ করিয়াছিলেন · ইহাই অর্থ।

স্না। 'মন্ত্রেষাঙ্ত্যাদেরাত্মনঃ' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা আকারের লোপ। ভরতে। হৃঞ্ ধাতু হরণার্থক। 'হৃগ্রহোর্ভঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ভত্ব। কেতবেদাঃ। কিত ধাতু জ্ঞানার্থক। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্-প্রত্যয়। বহুব্রীহীতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। উদন্। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উদক-শব্দের উদন্ আদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ॥ (১ম—১০৪সূ—৩ঋ)॥

• • •

পরমার্থ অর্থাৎ নিজের মঙ্গলহেতু-ভূত সম্বন্ধ অর্থ পাওয়া যায়। 'স্বনা' পদে 'নিজের দ্বারা' অর্থ হইতে 'আপনার সৎকর্ম্মের দ্বারা' এইরূপ ভাব পাই। 'ভরন্তে' পদে 'অপহরণ করে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'লাভ করে—প্রাপ্ত হয়' এইরূপ ভাবই পাওয়া যায়। 'উদন্' পদে 'জলের মধ্যে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু আমরা ঐ 'উদন্' পদে 'সত্ত্বভাবের মধ্যে' অর্থ লক্ষ্য করি।' ফেনং' পদে রূপকে 'সত্ত্বভাবের অংশ' অর্থেই সঙ্গতি আসে। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণটির ভাব হয় এই যে,—'পরমার্থ-তত্ত্ববিৎ জ্ঞানিগণ সৎকর্ম্মের দ্বারা সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়েন; হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া, রিপুগণের ভীষণ প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহারা পরমার্থ-বস্তু লাভ করেন। কেবল আপনাদিগের উদ্ধার-সাধনে তাঁহারা ব্রতী নহেন; পরন্তু তাঁহাদিগের কার্য্যে ইহসংসার উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। সংসারের নানাবিধ প্রলোভনে বিজড়িত হইয়া, মানুষ পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মহাজনগণের শিক্ষায় প্রভাবে, তাহাদিগের অজ্ঞানতা-রূপ অন্ধকার দূরে যায়, হৃদয়ে জ্ঞানালোক পরিস্ফুট হয়।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রধান সমস্যা-মূলক বাক্যাংশ—'কুযবস্য যোষে'। 'কুযব' শব্দে সকলেই অসুর অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি,—ঐ শব্দে 'অপকর্ম্মকারী' অর্থাৎ সত্ত্বভাবের বিদ্বেষীকে বুঝায়। আমাদিগের মতে—যে 'কু'-র সহিত মিশ্রিত ও মিলিত, সেই কুযব। 'যোষে' পদে 'সহধর্ম্মিণী' অর্থ আসে। সহধর্ম্মিণী—সহচারিণী—অনুসঙ্গিনী। কিন্তু অপকর্ম্মকারীর সঙ্গে কে থাকে? তাহার উত্তরে 'রজস্তমোযুক্ত কর্ম্মদ্বয়' এই ভাবই প্রাপ্ত হই। সেই কর্ম্মদ্বয়ই রূপকে 'কুযবের যোষা' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। 'ক্ষীরেণ' পদ 'অপহৃত জল' অর্থে ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বরাবরই ক্ষীরাদি-শব্দ-সত্ত্বভাব অর্থে প্রযুক্ত দেখিয়া আসিয়াছি। 'শিফায়াঃ প্রবণে' বাক্যাংশে, 'শিফানামক নদীর নিম্নে' এইরূপ অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু 'শিফা' শব্দ 'শিফ-আপ্' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা 'আপ্' শব্দে বরাবরই সত্ত্বভাব অর্থ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। এখানেও তাহারই সার্থকতা দেখিতেছি। তদনুসারে 'শিফায়াঃ প্রবণে' বাক্যাংশের অর্থ—

সত্ত্বভাবের উৎপত্তি-স্থানে। এইরূপে বুঝিতে পারি, দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'অপকর্ম্মকারীর কর্ম্মও সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হইয়া উঠুক; তাহারাও যেন ভগবানের করুণায় আপনাদিগের কর্ম্মকে দিব্য-জ্ঞানের সহিত সম্মিলিত করে; অর্থাৎ, সৎপথে পরিচালিত করে। তাহা হইলে, তাহারাও দেবভাবে পূর্ণ হইয়া পরমার্থলাভে সমর্থ হইবে। এপক্ষে প্রার্থনার নিগূঢ় মর্ম্ম এই যে,—'আমরা অজ্ঞান, অপকর্ম্মকারী; সাধুগণের সংসর্গে ভগবৎ-কৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মে অনুপ্রাণিত হই, সত্ত্বভাব-সঞ্চয়ে সামর্থ্য পাই, দেবভাবে ভাবান্বিত হইয়া পরমার্থ লাভ করি।

এই মন্ত্রের অর্থ উপলক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রে 'ক্ষীরেণ' পদ আছে। সেই উপলক্ষে একজন ব্যাখ্যাকারের সিদ্ধান্ত এই যে,—আর্য্যগণ যখন দুঃখের চরম সীমায় নিপতিত ছিলেন, এমন কি হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য একটু জল পর্য্যন্ত পাইতেন না, সেই সময় তাঁহাদিগের শত্রু অনার্য্য অসুরগণের স্ত্রীরা দুগ্ধে স্নান করিতেন অর্থাৎ তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা ছিল না। * কিন্তু

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্র কি ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছে, গ্রিফিথের অনুবাদ এবং তাঁহার টিপ্পনীতে তাহা লক্ষ্য করুন। তাঁহার অনুবাদ; যথা;—

"He who hath only wish as his possession casts himself, casts foam amid the waters.

Both wives of Kuyava in milk have bathed them : may they be drowned within the depth of Shipha.

এই অনুবাদ উপলক্ষে তিনি যে টিপ্পনী লিখিয়াছেন, তাহা এই;—

"Sayana explains : the Asura, or demon, Kuyava, who knows the wealth of others carries it away of himself, and being present in the water he carries off the water with the foam. In this water which has been carried away Kuyava's two wives bathe. Benfey takes the foamy water to mean fertilizing rain. Ludwig's explanation is : While the poor Arya who can only wish for the wealth which he does not possess has not even ordinary water to wash himself in, the wives of the enemy, in the insolent pride of their riches, bathed in milk."

অথচ, 'কুযব' পদ উপলক্ষে এই সকল ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই অনার্য্যদিগের একজন সেনাপতিকে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

আর এক ব্যাখ্যায় দেখি, মন্ত্রের অর্থ আর এক প্রকার লিখিত হইয়াছে,—

"Skilful in knowing the thoughts of others, foam, yea the (empty) foam, he pours into the waters, while

"কুষবস্য যোষে" বাক্যাংশে কুযব অসুরের দুইটী স্ত্রী পরিকল্পনার উদ্দেশ্যই বা কি? আর, জল অপহরণের ও ক্ষীরে স্নানের তাৎপর্য্যই বা কি? পরন্তু, কুষবের স্ত্রীই বা কাহারা দুই জন? আর, তাহাদিগকে জলে ডুবাইবার কামনাই বা কেন? বলা বাহুল্য, এ সকল সমস্যার সমাধানে কেহই চেষ্টা করেন নাই। আমরা মনে করি, সেইরূপ লক্ষ্য লইয়া মন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে, রূপক-তত্ত্ব আপনিই অধিগত হয়॥ (১ম—১০৪সূ—৩ঋ)॥

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যুযোপ নাভিরুপরস্যায়োঃ প্রপূর্ব্বাভিস্তিরতে

রাষ্টি শূরঃ।

অঞ্জসী কুলিশী বীরপত্নী পয়ো হিন্বানা

উদভির্ভরন্তে॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যুযোপ। নাভিঃ। উপরস্য। আয়োঃ। প্র। পূর্ব্বাভিঃ। তিরতে।

রাষ্টি। শূরঃ।

অঞ্জসী। কুলিশী। বীরহপত্নী। পয়ঃ। হিন্বানাঃ।

উদহভিঃ। ভরন্তে॥ ৪॥

---

his own wives—the wives of that Kuyava have milk to bathe in. Be they snnk in the whirlpool of Shipha"

প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই কুষবের স্ত্রীদ্বয়কে শিফা নদীর জলে নিক্ষেপ করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কে তাহারা, কেনই বা তাহারা শিফা-নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইবে? কেহই তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উপরস্য' (লোকানাং উপরি বিদ্যমানস্য, সর্ব্বেষাং পরিচালকস্য ইত্যর্থঃ) 'আয়োঃ' (সর্ব্বেষাং আয়ুস্থানীয়স্য ভগবতঃ) 'মাহিঃ' (প্রাধান্যং, শ্রেষ্ঠত্বং) 'যুযোপ' (বিমোহয়তি —বিশ্বং ইতি যাবৎ); 'শূরঃ' (শৌর্য্যোপেতঃ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নঃ জনঃ ইত্যর্থঃ) 'পূর্ব্বাভিঃ' (পূর্ব্বকৃতাভিঃ নিত্যকৃতাভিঃ বা ক্রিয়াভিঃ) 'প্র তিরতে' (প্রকর্ষেণ সহ মোহাৎ উত্তরতি, ভগবতঃ নিগূঢ়তত্ত্বং বিজানাতি ইতি ভাবঃ), তথা 'রাজি' (স্বয়মেব রাজতে, আত্মকর্ম্মণা এব পরাগতিং লভতে ইত্যর্থঃ); ভগবতঃ প্রভাবঃ অচিন্ত্যনীয়ঃ, সাধবঃ তৎস্বরূপং বিদিত্বা ভগবৎকার্য্যে আত্মনঃ নিযোজয়ন্তি—ইতি ভাবঃ; 'অঞ্জসী' (ঋজু-মার্গাবলম্বিনী) 'কুলিশী' (কুটিলতানাশিনী) 'বীরপত্নী' (বীরস্য সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নস্য পালয়িত্রী) এতদ্রূপাঃ ত্রিবিধাঃ ক্রিয়াঃ যদ্বা এতদাত্মিকাঃ সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণসাম্যবিধায়িন্যঃ সবৃত্তয়ঃ 'পয়ঃ' (সরসা, শুদ্ধসত্ত্বেন) 'হিন্বানাঃ' (অনুসারিণঃ প্রীণয়ন্ত্যঃ) 'উদভিঃ' (সত্ত্ব-ভাবপ্রবাহৈঃ) 'ভরন্তে' (তান্ পোষয়ন্তি); সত্ত্বরজস্তমঃসম্বন্ধিন্যঃ ত্রিবিধাঃ সৎক্রিয়াঃ সবৃত্তয়ঃ বা লোকান্ পরিত্রায়ন্তে—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১০৪সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

লোকসমূহের উপরে বিদ্যমান অর্থাৎ সকলের পরিচালক, সকলের আয়ুস্থানীয় ভগবানের প্রাধান্য—বিশ্বকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে; শৌর্য্যোপেত অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্ন মনুষ্য, পূর্ব্বকৃত অথবা নিত্যকৃত ক্রিয়াসমূহের দ্বারা, প্রকর্ষের সহিত মোহ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন; অর্থাৎ, ভগবানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন; এবং আপনিই দীপ্তিমান্ হয়েন, অর্থাৎ আত্মকর্ম্মের দ্বারাই পরাগতি লাভ করেন; (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রভাব অচিন্ত্যনীয়; সাধুগণ তাঁহার স্বরূপ জানিয়া ভগবৎকার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখেন); ঋজুমার্গাবলম্বী, কুটিলতানাশক, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নের পালক, এইরূপ ত্রিবিধ ক্রিয়া অথবা সত্ত্বরজস্তমঃ-ত্রিগুণসাম্যবিধায়ক সবৃত্তিসকল, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা, অনুসারিগণকে প্রীত রাখিয়া, সত্ত্বভাব-প্রবাহসমূহের দ্বারা, তাহাদিগকে পোষণ করেন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বরজস্তমঃ-সম্বন্ধীয় ত্রিবিধ সৎক্রিয়া বা সবৃত্তিসমূহ মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।)॥ (১ম—১০৪সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

উপরস্তোদকস্য মধ্যেস্বপ্রভাবব্যবহিততয়োঃ পরেষামুপদ্রবার্থমিতস্ততো গচ্ছতঃ কুযবনা-ম্নোঽসুরস্য নাভিঃ সন্নদ্ধমাবাসস্থানং যুযোপ। গূঢ়মাসীৎ। যথান্যৈর্ন দৃশ্যতে সোঽসুরস্তথা-করোদিত্যর্থঃ। অপিচ পূর্বাভিঃ পূরয়িত্রীভিরাত্মনাপহৃতাভিরদ্ভিঃ প্রভিরন্তে। সোঽসুরঃ প্রবর্দ্ধতে। স চ শূরঃ শৌর্য্যোপেতো রাষ্টি। রাজতে চ। আত্মীয়েন শৌর্য্যেণ লোকে প্রখ্যাতো ভবতীত্যর্থঃ। অঞ্জিরনসুরমঞ্জসাঞ্জনোপেতা কুলিশী কূলং শাতয়ন্তী বীরপত্নী বীরস্য পালয়িত্রী। এতৎসংজ্ঞিকাস্তিস্রঃ নদ্যঃ পয়ঃ পয়সা এতৎসম্বন্ধিনা সারভূতেন উদকেন হিয়ানাঃ প্রীণয়ন্ত্য উদভিরাত্মীয়ৈরুদকৈর্ভরন্তে। ধারয়ন্তি॥

যুযোপ। যুপ বিমোহনে। নাভিঃ। নহো ভশ্চেতীঞ্‌প্রত্যয়ঃ। রাষ্টি। রাজৃ দীপ্তৌ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্‌। ব্রশ্চাদিনা ষত্বে ষ্টুত্বং। পয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্‌। হিয়ানাঃ। হিবিঃ প্রীণনার্থঃ। ইদিত্বান্নুম্‌। অস্মাত্তাচ্ছীলিকশ্চানশ্‌। আগমানুশাসন-স্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। চানশো লসার্বধাতুকত্বাভাবাত্তৎস্বরাভাবে চিৎস্বর এব শিষ্যতে॥ ৪॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উপরস্ত' উদকের মধ্যে স্বপ্ত অবস্থিত 'আয়োঃ' পরের উপদ্রবের নিমিত্ত ইতস্ততঃ গমনশীল কুযব নামক অসুরের 'নাভিঃ' সন্নদ্ধ আবাসস্থান 'যুযোপ' গূঢ় ছিল; অন্যের দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয় না, সেই অসুর তদ্রূপ (স্থান) করিয়াছিল—ইহাই অর্থ। আরও, 'পূর্বাভিঃ' পূরয়িত্রী অর্থাৎ আপনার অপহৃত জলসমূহের দ্বারা 'প্রভিরন্তে' সেই অসুর প্রবর্দ্ধিত হয়; এবং সেই 'শূরঃ' শৌর্য্যোপেত 'রাষ্টি' দীপ্ত হয়; আপনার শৌর্য্যের দ্বারা লোকের নিকট প্রখ্যাত হয়—ইহাই অর্থ। সেই অসুরকে 'অঞ্জসী' অঞ্জনোপেত 'কুলিশী' কূলকে ক্ষয়কারী 'বীরপত্নী' বীরের পালয়িত্রী এতৎসংজ্ঞক তিনটী নদী, 'পয়ঃ' জলের দ্বারা সেই সম্বন্ধীয় সারভূত উদকের দ্বারা 'হিয়ানাঃ' প্রীত করিয়া 'উদভিঃ' আপনার উদকসমূহের দ্বারা 'ভরন্তে' ধারণ করে।

যুযোপ। যুপ ধাতু বিমোহনার্থক। 'নাভিঃ'। 'নহো ভশ্চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইঞ্‌-প্রত্যয়। রাষ্টি। রাজ্‌ ধাতু দীপ্তি অর্থে প্রযুক্ত। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শপের লোপ। ব্রশ্চাদির দ্বারা ষত্ব-স্থানে ষ্টুত্ব হইয়াছে। পয়ঃ। 'সুপাং সুলুক্‌' ইত্যাদি সূত্রানুসারে তৃতীয়ার লোপ। হিয়ানাঃ। হিবি ধাতু প্রীণনার্থ প্রযুক্ত। ইদিত্ব-হেতু নুম্‌-প্রত্যয়। উহাতে তাচ্ছীলিকে চানশ্‌-প্রত্যয়। আগম এবং অনুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু নুমের অভাব। চানশে লসার্বধাতুকত্বের অভাব-হেতু তাহার স্বরের অভাবে চিৎস্বরই অবশিষ্ট আছে। (১ম—১০৪সূ—৪ঋ)।

• • •

চতুর্থ (১১২৯) ঋকের বিশদার্থ।

—০ঃ × ঃ০—

ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে এই মন্ত্রের প্রত্যেক পদ অনুশীলন করা আবশ্যক। তাহা হইলে, কি কারণে কি অর্থ প্রচলিত হইয়াছে, আর কি কারণে আমরাই বা অন্য প্রকার অর্থ পরিগ্রহণ করিতেছি, তাহা বোধগম্য হইবে।

আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং সায়ণের ভাষ্যে মন্ত্রের পদাবলি যে ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, তদনুসারে এক একটি পদের বিশ্লেষণ করা যাইতেছে।

প্রথম চরণের প্রথম অংশে চারিটী পদ আছে। তাহার প্রথম পদ—'উপরস্ত'। ঐ পদে 'উদকের মধ্যে গুপ্ত অসুরের' অর্থ কি প্রকারে গৃহীত হয়, তাহা বুঝিয়া পাই না। অথচ, প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই ভাষ্যের অনুসরণে 'উপরস্ত' পদের উক্তরূপ অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়াছেন। কিন্তু 'উপরের' বলিতে, সহসা কোন্ বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আসে? লোক-সমূহের উপরে, বিশ্বসংসারের উপরে, সকলের পরিচালক-রূপে বিদ্যমান্ যিনি, 'উপরস্য' পদ দেখিলে, সহসা তাঁহারই প্রতি লক্ষ্য আসে না কি? আমরা সেই দৃষ্টিতেই ঐ পদের প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় পদ—'আয়োঃ'। তাহা হইতে কেহ বা 'অয়ু' নামক অসুরকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কেহ বা ঐ পদে 'কুযব' নামা অসুর অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কি করিয়া 'আয়োঃ' হইতে 'কুযব' হয়, তাহা নিশ্চয়ই সমস্যার বিষয়। এই 'আয়োঃ' পদ পূর্ব্বেও (১ম—৯৬সূ—২ঋ) আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু সেখানে, ঐ পদে বিশ্বের আয়ুস্বরূপ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখানেও আমরা সেই ভাবেই সঙ্গতি দেখি। ঐ পদের প্রতিবাক্যে তাই 'সর্ব্বেষাং আয়ুস্থানীয়স্য ভগবতঃ' পদাবলি গ্রহণ করিয়াছি। তৃতীয় পদ—'নাভিঃ'। ঐ পদের সাধারণ অর্থ—প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব। এখানে সেই অর্থই সঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। চতুর্থ পদ—'যুযোপ'। ঐ পদ উপলক্ষে প্রচলিত অর্থে প্রকাশ পায়—অসুর জলের মধ্যে লুকায়িত ছিল। কিন্তু আমরা বলি, যুপু-ধাতু বিমোহনার্থক। তদনুসারে ঐ পদে 'বিমোহয়তি' প্রতিবাক্যেই সঙ্গত

অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্রিয়া-পদের কাল-ব্যত্যয় অনেক স্থলেই আবশ্যক দেখি। এখানেও অতীতের পরিবর্তে ঐ পদের বর্তমানে প্রয়োগ অর্থই সমীচীন হয়। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রথম অংশে, "উপরস্ত আয়োঃ নাভিঃ যুযোপ" বাক্যাংশে, 'জলের মধ্যে অসুর লুকায়িত ছিল'—এই যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহার পরিবর্তে এখন অর্থ দাঁড়াইতেছে—'লোক সমূহের পরিচালক সকলের আয়ুস্থানীয় ভগবানের প্রাধান্য বিশ্ব-সংসারকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে।' ফলতঃ, মন্ত্রাংশ অসুরের লুকায়িত অবস্থার দ্যোতক নহে; পরন্তু, ভগবানের মহিমা-প্রখ্যাপক।

প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশে "শূরঃ পূর্ব্বাভিঃ প্র তিরতে রাষ্টি" বাক্যাংশ আছে। উহার 'শূরঃ' পদের অর্থবিষয়ে মতান্তর নাই। তবে ঐ পদের ভাব, আমরা মনে করি, অন্যরূপ। যিনি সৎকর্ম্মসাধন-সম্পন্ন, তিনিই প্রকৃত শূর-পদবাচ্য। 'পূর্ব্বাভিঃ' পদে 'পূর্ব্বকৃত ও নিত্যকৃত' অর্থ আসে। 'পূর্ব্ব' পদ যেখানেই পাইয়াছি, সেখানেই নিত্যত্ব অর্থে উহার সঙ্গতি দেখিয়াছি। এখানে ঐ পদ উপলক্ষে 'ক্রিয়াভিঃ' পদের অধ্যাহার আবশ্যক বুঝিতেছি। 'পূর্ব্বের দ্বারা' বলিতেই 'পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের দ্বারা' ভাব আসে। তদনুসারেই ঐ পদের প্রতিবাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে। 'প্র' উপসর্গে 'প্রকর্ষের সহিত' অর্থে কোনই মতান্তর নাই। 'তিরতে' পদ তরণার্থক তৃ-ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। আমরা সেই দৃষ্টিতেই ঐ পদের অর্থ গ্রহণ করি। তাহাতে, অসুর যে প্রবৃদ্ধ হয় (অসুরঃ প্রবর্দ্ধতে) এই ভাব পরিবর্তিত হইয়া, সৎকর্ম্মসাধনসম্পন্ন-জন যে মোহ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, আপনার কর্ম্ম দ্বারাই যে মোহপাশ ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়েন—এইরূপ ভাব আসিয়া থাকে। 'রাষ্টি' পদে 'বিরাজমান হয়েন' অর্থাৎ আপনার কর্ম্ম দ্বারা আপনি পরাগতি লাভ করেন—এইরূপ অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে, 'অসুর যে প্রবর্দ্ধিত বা প্রখ্যাত হইয়াছিল'—এবম্প্রকার অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, অর্থ দাঁড়াইতেছে—'সৎকর্ম্মকারী আপনার কর্ম্মের দ্বারাই মোহপাশ ছিন্ন করেন এবং উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়েন।'

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে। এই চরণে 'অঞ্জসী', 'কুলিশী' ও 'বীরপত্নী' পদত্রয় আছে। ঐ তিনটি পদে ভাষ্যকার তিনটি নদীর নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের

ব্যক্তিক সেই নদীত্রয়ের স্থাননির্দ্দেশে আজিও আলোড়িত হইতেছে। কিন্তু ঐ তিনটি নদীর প্রকৃত তত্ত্ব আজিও কেহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। * আমরা কিন্তু ঐ তিনটি পদকে কর্ম্মের ত্রিবিধ অবস্থার দ্যোতক বলিয়া মনে করি। 'পূর্ব্বাভিঃ' পদের প্রতিবাক্যে যে 'ক্রিয়াভিঃ' পদ ব্যবহার করিয়াছি, এখানে সেই ক্রিয়া কিরূপভাবে সম্পন্ন হইলে কিরূপ শুভফল প্রদান করে, তাহাই প্রখ্যাত আছে বলিয়া আমরা মনে করি। ধাতুগত শব্দগত অর্থ অনুসারে 'অঞ্জসী' 'কুলিশী' ও 'বীরপত্নী' পদত্রয়ে কর্ম্মের ত্রিবিধ অবস্থাকে নির্দ্দেশ করে। যে কর্ম্ম ঋজুমার্গাবলম্বী অথবা সত্ত্বসম্বন্ধযুত, যে কর্ম্ম কুটিলতানাশক অথবা রজঃ-ভাবের দ্যোতক, এবং যে কর্ম্ম সৎকর্ম্মকারীর পালক অথবা তমোভাব-সম্পন্ন—সেই ত্রিবিধ কর্ম্ম যখন একই পথে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়, তখন সেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ সত্ত্বভাব অনুসারী জনকে প্রীত করে। ফলতঃ 'অঞ্জসী' 'কুলিশী' ও 'বীরপত্নী' পদত্রয়ে ত্রিগুণাত্মক সৎকর্ম্মনিবহকে অথবা প্রবৃত্তিসমূহকে বুঝাইয়া থাকে। 'পয়ঃ' পদে 'পয়সা' প্রতিবাক্যে 'শুক্রসমূহের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করি। এ বিষয় পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা গিয়াছে। 'হিন্বানাঃ' পদে 'অনুসারী জনকে প্রীত করিয়া' অর্থ আসে। 'উদভিঃ' পদে 'সত্ত্বভাব-সমূহের দ্বারা' এবং 'ভরন্তে' পদে 'পোষণ করে' ভাব প্রাপ্ত হই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রের এই দ্বিতীয় চরণে, 'তিনটি নদী যে জল দ্বারা অসুরকে প্রীত করিয়া ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল' যে অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরন্তু অর্থ দাঁড়ায়—'উক্ত ত্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন কর্ম্মসকল বা বৃত্তিসকল মানুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে।' যাঁহাদিগের কর্ম্মসকল বা বৃত্তিসমূহ ঋজুপথে প্রধাবিত, যাঁহাদিগের কর্ম্মসকল বা বৃত্তিসমূহ কুটিলতাকে নাশ করিয়া সৎকর্ম্মকে পোষণ করিতেছে, তাঁহারা যে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বলাই যাহুল্য। আমরা মনে করি, সেই তত্ত্বই এই মন্ত্রাংশে দ্বিতীয় চরণে বিবৃত রহিয়াছে। (১ম—১০৪সূ—৪ঋ) ॥

---

* 'বীরপত্নী' পদ উপলক্ষে 'ডক্টর হগ' এক অভিনব কল্পনায় সরস্বতী নদীকে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন—'বীরপত্নী' পদে 'বীরের পত্নী' অর্থে দেবী সরস্বতীকে নির্দ্দেশ করে। তাহা হইতেই সরস্বতী নদী কল্পনা করা যায়।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

প্রতি যৎ স্যা নীথাদর্শি দস্যোরোকো নাচ্ছা

সদনং জানতী গাৎ।

অধ স্মা নো মঘবঞ্চর্কৃতাদিন্মা নো মঘেব

নিষ্‌ষপী পরা দাঃ ॥ ৫ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

প্রতি। যৎ। স্যা। নীথা। অদর্শি। দস্যোঃ। ওকঃ। ন। অচ্ছ।

সদনং। জানতী। গাৎ।

অধ। স্ম। নঃ। মঘহ্বন্। চর্কৃতাৎ। ইৎ। মা। নঃ। মঘাহ্ইব।

নিষ্‌ষপী। পরা। দাঃ ॥ ৫ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যদা) 'স্যা' (সা সৎবৃত্তিঃ সৎক্রিয়াঃ বা) 'নীথা' (সন্মার্গহেতুভূতা, ভগবৎ-প্রাপিকা ইত্যর্থঃ) ভবতি ইতি শেষঃ, তদা 'দস্যোঃ' (সত্ত্বাবাধায় উপস্থিতুঃ রিপোঃ) 'ওকঃ' (আশ্রয়স্থানং) 'প্রতি অদর্শি' (অভিমুখ্যেন অস্মাকং দৃষ্টিঃ নিপতিতা ভবতি); তদা 'জানতী ন' (অভিজ্ঞা গৃহকর্ত্রী ইব) 'সদনং' (স্বগৃহং) 'অচ্ছ' (অভিমুখং) 'গাৎ' (বয়ং স্বভবনং ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মণা সদ্‌বৃত্তেঃ অনুশীলনেন বা রিপুং বিমর্দ্দয়িত্বা ভগবৎসান্নিধ্যং লভেমহে—ইতি ভাবঃ। 'অধ স্ম' (অনন্তরং, অস্মাকং

সৎকর্ম্মপরায়ণান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'মঘবন্' (হে পরমধনশালিন্) 'চক্র্ভাৎ' (রিপুণা কৃতাৎ উপদ্রবাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) রক্ষ ইতি শেষঃ ; তথা 'নঃ' (অস্মান্) 'মঘেব নিষ্ষপী' (যথেচ্ছাচারী যথা ধনং বিনশ্যতি তদ্বৎ) 'মা পরা দাঃ' (মা পরিত্যাক্ষীঃ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! সদৈব অস্মান্ রক্ষ। (১ম—১০৪সূ—৫ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

যখন সেই সদ্বৃত্তি বা সৎক্রিয়া নয়নহেতুভূত অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপিকা হয়, তখন, সদ্ভাবসমূহের উপকরিতা রিপুর আশ্রয়স্থানের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়; তখন, অভিজ্ঞা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় আমরা স্বগৃহ অর্থাৎ ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত হই; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মের দ্বারা অথবা সদ্বৃত্তির অনুশীলনের দ্বারা রিপুকে বিমর্দ্দিত করিয়া আমরা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করি); অনন্তর, অর্থাৎ আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া, হে পরমধনশালিন্! রিপুগণের কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন; আর, যথেচ্ছাচারী যেরূপ ধনকে নষ্ট করে, সেইরূপ ভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; (ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৪সূ—৫ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যতদা সীথা নয়নহেতুভূতা স্যা সা পদবী প্রত্যাদর্শি। অস্মাভির্দৃষ্টাভূৎ। সা চ পদবী দস্যোরূপকপরিতুঃ কুযবনাম্নোঽসুরস্য সদনং গৃহমচ্ছাভিমুখ্যেন গাৎ। গতা। প্রাপ্তা। তত্র দৃষ্টান্তঃ। জানতী স্বকীয়ং বৎসমভিজানতী গৌর্য়োকো ন। নিবাসস্থানং স্বকীয়ং গোষ্ঠং যথা সম্যক্ প্রাপ্নোতি। তদ্বন্মার্গোঽপ্যসুরগৃহং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। অধ স্ম অথানন্তরমেব হে মঘবন্মন-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যৎ' যখন 'সীথা' নয়নহেতুভূত 'স্যা' সেই পদবী 'প্রত্যাদর্শি' আমাদিগের কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল এবং সেই পদবী 'দস্যোঃ' উপকপরিতা কুযব নামক অসুরের 'সদনং' গৃহের 'অচ্ছা' অভিমুখে 'গাৎ' গিয়াছিল—প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত—'জানতী' স্বীয় বৎসকে বিশেষরূপে জানে এইরূপ গাভী 'ওকঃ ন' নিবাসস্থানকে আপনার গোষ্ঠকে যেরূপ সম্যক্‌ভাবে প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ পথও অসুরের গৃহ প্রাপ্ত হয়—ইহাই অর্থ। 'অধ স্ম' অতঃপরই 'হে মঘবন্' ধনবন্ ইন্দ্র! 'চক্র্ভাৎ' পুনঃপুনঃ সেই অসুর কর্তৃক কৃত উপদ্রব হইতে 'নঃ'

যস্মিন্ন চর্কৃতাৎ পুনঃপুনস্তেনাস্মুরেণ কৃতাচ্ছপদ্রবান্মোঽস্মান্ রক্ষেতি শেষঃ। ইদিত্যবধারণে। অস্মানুক্ষৈব নোঽস্মান্মা পরাদাঃ। মা পরিত্যাক্ষীঃ। অস্মাভিজ্ঞাতেন মার্গেণ গত্বাস্মদুপদ্রব-কারিণমস্মুরং জহীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্র ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তোঽভিধীয়তে। মঘেব নিষ্‌ষপী। যথা নির্নির্গতপসো বিনির্গতশেপো যথেষ্টচারী দাসীপতিঃ মঘেব যথা ধনান্যস্থানে পরিত্যজতি তথাস্মাপরিত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং। নিষ্‌ষপী স্ত্রীকামো ভবতি বিনির্গতপসাঃ। সপঃ সপতে স্পৃশতি কর্ম্মণঃ। মা নো মঘেব নিষ্‌ষপী পরা দাঃ। স যথা ধনানি বিনাশয়তি মা নস্তং তথা পরা দাঃ। নি০ ৫।১৬। ইতি।

নীথা। ণীঞ্ প্রাপণে। হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থনিতি করণে ক্থন্‌প্রত্যয়ঃ। ণাৎ। এতেন্ ণ্ডীণো ণা সুঙীতি ণাদেশঃ। ণাতিঙ্হেতি ণিচো লুক্। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌-যোগেঽপীত্যড়ভাবঃ। চর্কৃতাৎ। করোতের্যঙ্লুগন্তান্নিষ্ঠেতি ক্তপ্রত্যয়ঃ। মঘাঽইব। শেশ্ছন্দসীতি শেলোপঃ। নিষ্‌ষপী। ষপ সমবায়ে। সপতি সমবৈতি যোঽন্যাসঙ্গমিচ্ছতে ইতি সপঃ শেপঃ। পচাদ্যচ্। নির্গতো নিত্যোদ্ধৃতঃ সপঃ শেপো যস্য স স্ত্রীব্যসনী নিষ্‌ষপঃ। সর্বব্যাপত্ত্যা ঈকারঃ। দাঃ। ডুদাঞ্ দানে। লুঙি গাতিস্থেতি সিচো লুক্। ন মাঙ্‌যোগ ইত্যড়ভাবঃ। (১ম—১০৪সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমেঽষ্টাদশো বর্গঃ। ১।৭।১৮।

আমাদিগকে রক্ষা করুন। 'ইৎ' অবধারণার্থক। আমাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করুন। 'নঃ' আমাদিগকে 'মা পরাদাঃ' পরিত্যাগ করিবেন না। আমাদিগের পরিচিত পথে যাইয়া আমাদিগের উপদ্রবকারী অসুরগণকে হত্যা করুন,—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ। ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তও কথিত হইতেছে। 'মঘেব নিষ্‌ষপী' বিনির্গতপস বিনির্গতশেপ যথেষ্টচারী দাসীপতি 'মঘেব' যেরূপ ধনসমূহকে অস্থানে পরিত্যাগ করে সেইরূপ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না—ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে নিরুক্ত গ্রন্থে এইরূপ উক্ত আছে, যথা,—"নিষ্‌ষপী স্ত্রীকামো ভবতি বিনির্গতপসাঃ। সপঃ সপতে স্পৃশতি কর্ম্মণঃ। মা নো মঘেব নিষ্‌ষপী পরা দাঃ। স যথা ধনানি বিনাশয়তি মা নস্তং তথা পরা দাঃ।" (নি০ ৫।১৬)। ইতি।

নীথা। ণীঞ্ ধাতু প্রাপণার্থক। 'হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ ক্থন্' ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ক্থন্-প্রত্যয়। ণাৎ। ইহার সুপ্তে 'ইণো ণা সুঙি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ণা আদেশ। 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। 'বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অটের অভাব। চর্কৃতাৎ। 'করোতি'র (কৃ-ধাতুর) যঙ্লুগন্ত-হেতু 'নিষ্ঠা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ক্ত-প্রত্যয়। মঘাঽইব। 'শেশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শির্ লোপ। নিষ্‌ষপী। ষপ-ধাতু সমবায়ার্থক। 'সপতি সমবৈতি অর্থাৎ যে অন্যের আসঙ্গ ইচ্ছা করে—এই বাক্যে সপ স্থানে শেপ হয়। পচাদিতে অচ্-প্রত্যয়। সর্বব্যাপত্তিতে ঈকার। দা। ডুদাঞ্ ধাতু দানার্থক। লুঙে গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সিচের লোপ। 'ন মাঙ্‌যোগে' ইত্যাদি, সূত্র দ্বারা অটের অভাব। (১ম—১০৪সূ—৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাদশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।১৮।

পঞ্চম (১১৩০) ঋকের বিশদার্থ।

———•×•———

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এই বিভাগের প্রথম অংশে—"যৎ স্যা নীথা" পদত্রয় গৃহীত হইয়াছে। 'স্যা' পদে 'সা' প্রতিবাক্যে সাধারণ অর্থ হয়—'সেই।' ভাষ্যকার ঐ পদ উপলক্ষে 'সেই পদবী' প্রতিবাক্য অধ্যাহার করিয়াছেন। অন্যান্য অনুবাদকারগণও অনেকেই ভাষ্যকারেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই 'স্যা' পদ উপলক্ষে আমরা কিন্তু 'সেই সদ্বৃত্তি বা সেই সৎক্রিয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এই সদ্বৃত্তির বা সৎক্রিয়ার বিষয় পূর্ব্বমন্ত্রে প্রখ্যাত হইয়াছে। 'নীথা' পদে ভাষ্যকার 'নয়নহেতুভূতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ভাব-সঙ্গতি পক্ষে ঐরূপ প্রতিবাক্যের সার্থকতা উপলব্ধ হয়। আমরাও তাই 'নীথা' পদের 'নয়নহেতুভূতা' অর্থেই 'ভগবৎপ্রাপিকা' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। সত্য সত্য যাহা নয়ন-হেতুভূতা, অভ্রান্ত-দৃষ্টি-সাধিকা, তাহাই ভগবৎ-প্রাপিকা। সৎক্রিয়া সদ্বৃত্তি, এই দৃষ্টিতেই নয়ন-হেতুভূতা সুতরাং ভগবৎপ্রাপিকা। তদনুসারে, মন্ত্রের প্রথম অংশের যে প্রচলিত অর্থ—'যখন নয়নহেতুভূতা সেই পদবী';—সে অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, আমাদিগের ব্যাখ্যায় ভাব দাঁড়াইয়াছে—'যখন সেই সদ্বৃত্তি বা সৎক্রিয়া ভগবৎপ্রাপিকা হয়।'

বিভাগের দ্বিতীয় অংশে—"দস্যোঃ ওকঃ প্রতি অদর্শি" বাক্যাংশ আছে। প্রথমতঃ 'দস্যোঃ' পদ। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'দস্যোঃ' পদে কুযব নামক অসুরের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। আমরা যেখানেই 'দস্যোঃ' পদ পাইয়াছি, সেখানেই 'সদ্ভাবসমূহের উপক্ষয়কারী রিপুর' এইরূপ অর্থেই সঙ্গতি দেখাইয়াছি। এস্থলেও ঐরূপ প্রতি-বাক্য প্রয়োগে ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। 'ওকঃ' পদে 'আশ্রয়স্থানং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়া থাকে। 'প্রতি অদর্শি' ক্রিয়াপদ উপলক্ষ্যে 'আমাদিগের কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল' অর্থ প্রচলিত আছে। আমরা ঐ পদের ভাবে 'অভিমুখ্যেন অস্মাকং দৃষ্টিঃ নিপাতিতা ভবতি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এবম্প্রকার অর্থ-পরিগ্রহণে মন্ত্রের এই দ্বিতীয় অংশে

আমরা ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'আমাদিগের সৎক্রিয়া বা সদ্বৃত্তি যখন ভগবৎপ্রাপিকা হয়, তখন রিপুগণের আশ্রয়-স্থানের প্রতি আমাদিগের দৃষ্টি নিপাতিত হয়।' অর্থাৎ, তখন রিপুগণকে অন্তর হইতে অপসারিত করিবার জন্য আমরা সচেষ্ট হইয়া থাকি।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশ—"জানতী ন সদনং অচ্ছ গাং" পদপঞ্চক। উহার 'জানতী ন' উপমা উপলক্ষে 'গাভী যেমন আপন গোষ্ঠ জানিয়া তদভিমুখে প্রধাবিত হয়'—এইরূপ অর্থ প্রচলিত দেখি। আমরা কিন্তু ঐ উপমা উপলক্ষে 'অভিজ্ঞা গৃহকর্ত্রী ইব' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'সদনং' পদে 'স্বগৃহং' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। 'গাং' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে 'গন্তা প্রাপ্তা' অর্থ পরিগৃহীত। আমরা ঐ বাক্যাংশে 'বয়ং স্বভবনং ভগবৎসান্নিধ্যং প্রাপ্নুমঃ' এই ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এই প্রকারে পূর্ব্বোক্ত তিনটী মন্ত্রাংশের অর্থ অনুশীলন করিলে, মন্ত্রের প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'যখন আমরা সৎকর্ম্ম করিতে সমর্থ হই, যখন আমাদিগের চিত্ত সৎপথে প্রধাবিত ও সৎক্রিয়াপরায়ণ হয়, তখন আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই আমাদিগকে ভগবৎসান্নিধ্য প্রাপ্ত করাইয়া থাকে; আর, সেই সৎক্রিয়া এবং সদ্বৃত্তির প্রভাবে আমরা রিপুগণের আবাস-স্থান অর্থাৎ কখন কোন্ রিপু আমাদিগের দেহে প্রবল হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস পায়, তাহা অবগত হইতে পারি; এবং তাহা অবগত হইয়া রিপুর প্রাধান্য প্রতিহত করিবার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিতে সচেষ্ট হই। ফলে, রিপুগণ নির্ম্মদিত হয়। আমরা নিঃসঙ্কোচে সৎ-কর্ম্মের অনুশীলন করিতে পারি। সৎকর্ম্ম এবং সদ্বৃত্তিই আমাদিগকে রিপুদমনসামর্থ্য প্রদান করিয়া থাকে।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটিকে, আমরা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমতঃ "অধ স্ম মঘবন্ চক্র্তাং" বাক্যাংশ। এই বাক্যাংশের পদাবলি-বিষয়ে বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। উক্ত বাক্যাংশের ভাব-সঙ্গতির জন্য 'রক্ষ' ক্রিয়াপদ অধ্যাহৃত হয়। তাহাতে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'হে পরমধনশালিন্! সদ্বৃত্তির প্রভাবে আমাদিগকে সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া, রিপুগণের হস্ত হইতে রক্ষা করুন। রিপুগণ কর্তৃক আমরা যেন আর

পুনঃপুনঃ উপক্রান্ত না হই।' এই মন্ত্রাংশ-বিষয়ে আমাদিগের অর্থ প্রায় ভাষ্যেরই অনুসারী আছে। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ—"নঃ মঘেব নিষ্ষপী মা পরা দাঃ" এই অংশের 'মঘেব নিষ্ষপী' উপমা-মূলক বাক্যাংশে 'যথেচ্ছাচারী যথা ধনং বিনশ্যতি তদ্বৎ' এই ভাবার্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রাংশে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে—'হে ভগবন্! যথেচ্ছাচারী কামুক যেমন আপনার ধনকে নষ্ট করে, অপব্যয় করে, আপনি আমাকে সেইরূপভাবে পরিত্যাগ করিবেন না; অর্থাৎ, আমাকে আপনি সদাকাল রক্ষা করুন।' বলা বাহুল্য, ভাষ্যেও এই ভাবেরই দ্যোতনা দেখি। (১ম—১০৪সূ—৫ঋ)।

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

স ত্বং ন ইন্দ্র সূর্য্যে সো অপ্‌স্বনাগাস্ত্ব

আ ভজ জীবশংসে।

মান্তরাং ভুজমা রীরিষো নঃ শ্রদ্ধিতং

তে মহত ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সঃ। ত্বং। নঃ। ইন্দ্র। সূর্য্যে। সঃ। অপ্‌ঽসু। অনাগাঃঽত্বে।

আ। ভজ। জীবঽশংসে।

মা। অন্তরাং। ভুজং। আ। আ। রিরিষঃ। নঃ। শ্রদ্ধিতং।

তে। মহতে। ইন্দ্রিয়ায় ॥ ৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'সঃ ত্বং' (প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বশক্তিপ্রদঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মান্) 'সূর্য্যে' (প্রজ্ঞানময়ে, পরমাত্মনি) 'আ ভজ' (আভাজয়, সংযুক্তান্ অনুরাগিণঃ বা কুরু, তস্মিন্ স্থাপয় ইত্যর্থঃ); 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ শক্তিপ্রদঃ ত্বং) 'অপ্সু' (সত্ত্বভাবেষু যদ্বা চিত্তরূপেষু) অস্মান্ আভাজয় স্থাপয় ইত্যর্থঃ; তথা 'জীবশংসে' (প্রাণিভিঃ সর্ব্বৈঃ কাময়িতব্যে) 'অনাগাস্ত্বে' (পাপরাহিত্যে—অবস্থায়াং ইতি যাবৎ) অস্মান্ আভাজয় স্থাপয় ইত্যর্থঃ; 'অন্তরাং' (অন্তর্ব্বর্ত্তমানং জন্মসহজাতং সত্ত্বভাবং, ভগবৎপ্রীতিবিধায়কং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'মা রিরিষঃ' (মা হিংসীঃ, অক্ষুণ্ণং রক্ষ, প্রবর্দ্ধয় ইত্যর্থঃ); হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'মহতে' (প্রভূতায়) 'ইন্দ্রিয়ায়' (বলায়, গুণায় ইত্যর্থঃ) 'শ্রদ্ধিতং' (অস্মাভিঃ শ্রদ্ধানং কৃতং, ত্বদীয়ং বলং শক্তিং বা প্রতি বহুমানপূর্ব্বকং বয়ং ত্বয়াম অনুসরণং কুর্য্যাম ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে ভগবন্! অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ প্রজ্ঞানসম্পন্নান্ চ কুরু, তথা যেন বয়ং ত্বদীয়স্য গুণস্য শক্তেঃ বা অনুসারিণঃ ভবেম অস্মৎসম্বন্ধে তৎ বিধেহি। (১ম—১০৪সূ—৬ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! প্রসিদ্ধ সর্ব্বশক্তিপ্রদ সেই আপনি, আমাদিগকে প্রজ্ঞানময় পরমাত্মার সংযুক্ত বা অনুরাগী করুন, অর্থাৎ তাঁহাতে স্থাপন করুন; প্রসিদ্ধ শক্তিপ্রদ সেই আপনি, সত্ত্বভাব-সমূহের মধ্যে আমাদিগকে স্থাপন করুন; এবং সকল প্রাণিগণের কাময়িতব্য পাপরাহিত্য অবস্থায় আমাদিগকে স্থাপন করুন; আর, আমাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তমান জন্মসহজাত সত্ত্বভাবকে অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতি-বিধায়ক কর্ম্মকে, আপনি হিংসা করিবেন না; অর্থাৎ, অক্ষুণ্ণ রক্ষা করুন, —প্রবর্দ্ধিত করুন; হে ভগবন্! আপনার মহৎ বলের (গুণের) নিমিত্ত শ্রদ্ধা করিয়া অর্থাৎ আপনার বলকে বা শক্তিকে বহুমান-পূর্ব্বক আমরা যেন তাহার অনুসরণ করি। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত ও প্রজ্ঞানসম্পন্ন করুন, এবং আমরা যাহাতে আপনার গুণের বা শক্তির অনুসারী হই, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহার বিধান করুন।)॥ (১ম—১০৪সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যে ইন্দ্র স ত্বং সোঽস্মান্ সূর্য্যে সর্ব্বস্য প্রেরক আদিত্য আভজ। আভাজয়। আভিমুখ্যেন ভক্তান্ সংযুক্তান্ কুরু। তথা স ত্বমপ্স্বব্দেবতাস্বস্মানাভাজয়। অপিচ জীবশংসে জীবৈঃ প্রাণিভিঃ শংসনীয়ে কাময়িতব্যেঽনাগাস্ত্বেঽপাপত্বে পাপরাহিত্যেঽস্মানাভাজয়। অপিচ নোঽস্মাকমন্তরাং গর্ভরূপেণান্তর্ব্বর্ত্তমানাং ভুজং পালয়িত্রীং প্রজাম্মা সমন্তাদ্মা রীরিষঃ। মা হিংসীঃ। তে তব মহতে প্রভূতায়েন্দ্রায় বলায় শ্রদ্ধিতং। অস্মাভিঃ শ্রদ্ধানং কৃতং। ত্বদীয়ং বলং বহুমানপূর্ব্বকং স্তুম ইত্যর্থঃ। তস্মাত্তাদৃশবলযুক্তস্ত্বং মা রীরিষ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥

অনাগাস্ত্বে। ন বিদ্যতে আগঃ পাপং যস্য স অনাগাঃ। তস্য ভাবস্তত্বং। ছান্দস উপধাদীর্ঘঃ। জীবশংসে। শংসু স্তুতৌ। কর্ম্মণি ঘঞ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। ভুজং। ভুনক্তি পালয়তীতি ভুক্ প্রজা। ক্বিপ্। রিরিষঃ। রিষ হিংসায়াং। ণ্যর্থে গান্তাদস্যাঃ রুতি চঙি সিলোপ উপধাহ্রস্বত্বাদীনি। ছান্দসং সদকালীনমভ্যাসহ্রস্বত্বং। শ্রদ্ধিতং। শ্রদ্ধত উর্ধ্যাদিত্বেন। পা০ ১।৪।৬১। গতিত্বাদগতিরনন্তর ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ (১ম—১০৪সূ—৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্র' হে ইন্দ্র! 'স ত্বং' সেই আপনি 'নঃ' আমাদিগকে 'সূর্য্যে' সকলের প্রেরক আদিত্যে 'আভজ' ভজনযুক্ত করুন; আভিমুখে ভক্ত সংযুক্ত করুন। আর, 'স ত্বং' সেই আপনি 'অপ্সু' অপ্ দেবতার মধ্যে আমাদিগকে ভজনযুক্ত করুন। অপিচ, 'জীবশংসে' জীবগণের প্রাণিগণের কর্ত্তৃক শংসনীয় কাময়িতব্য 'অনাগাস্ত্বে' অপাপত্বে পাপরাহিত্যে আমাদিগকে ভজনযুক্ত করুন। আরও, 'নঃ' আমাদিগের 'অন্তরাং' গর্ভরূপে অন্তর্ব্বর্ত্তমান 'ভুজং' পালয়িত্রী প্রজাকে 'আ' সমস্তাৎ 'মা রীরিষঃ' হিংসা করিবেন না। 'তে' আপনার 'মহতে' প্রভূত 'ইন্দ্রিয়ায়' বলের নিমিত্ত 'শ্রদ্ধিতং' আমাদিগ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা কৃত হয়; আপনার বলকে বহুমানপূর্ব্বক আমরা স্তুতি করি—ইহাই অর্থ। সেইহেতু তদ্রূপ বলযুক্ত আপনি 'মা রীরিষঃ' হিংসা করিবেন না—ইহাই পূর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ॥

অনাগাস্ত্বে। নাই আগঃ পাপ যাহার সে অনাগাঃ। তাহার ভাব সেই আপনি। ছান্দসে উপধার দীর্ঘ। জীবশংসে। শংসু-ধাতু স্তুতি অর্থে প্রযুক্ত। কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্। 'থাথা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। ভুজং। পালন করে—এই অর্থে ভুক্‌শব্দে প্রজা বুঝায়। ক্বিপ্ প্রত্যয়। রীরিষঃ। রিষ-ধাতু হিংসার্থক। ণ্যর্থে গান্ত-হেতু ইহার লুঙের স্থানে চঙ্ হইয়াছে। চঙের সিলোপ, উপধার হ্রস্ব ইত্যাদি। ছান্দসে সদকালীন অভ্যাসের হ্রস্ব। শ্রদ্ধিতং। শ্রৎ-শব্দের 'উর্ধ্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা (পা০ ১।৪।৬১) গতি-হেতু 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ ৬॥

• • •

ষষ্ঠ (১১৩১) ঋকের বিশদার্থ।

—০ঃ × ঃ০—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ভাষ্যের ভাব ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই উপলব্ধ হইবে। মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ এই,—'হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সূর্য্যে ও জলসমূহে শ্রদ্ধাযুক্ত করুন। আর, যাঁহারা নিষ্পাপের জন্য জীবসমূহের নিকট প্রশংসনীয়, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করুন। আর, আমাদিগের গর্ভস্থিত সন্তানের প্রতি হিংসা করিবেন না। আমরা আপনার অসীম বলের প্রশংসা করি।' এই ব্যাখ্যায়, মনে যে ভাবেরই উদয় হউক; কিন্তু ইহার অন্তর্গত "গর্ভস্থিত সন্তানের প্রতি হিংসা করিবেন না"— এবম্বিধ প্রার্থনায়, কি সম্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—বুঝিতে পারি না।

যাহা হউক, এই মন্ত্রে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করি, তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে সর্ব্বশক্তিমন্ ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগের কার্য্যকে সেই জ্ঞানময় পরমাত্মাতে সংযুক্ত করুন; অর্থাৎ, যাহাতে আমরা ভগবানের প্রতি অনুরাগী হই, তজ্জন্য আমাদিগের হৃদয়কে সেইভাবে ভাবান্বিত করুন।'

এই মন্ত্রের প্রথম চরণে তিনটী সমস্যামূলক পদ আছে। তাহার বিশ্লেষণ করা একান্ত আবশ্যক। 'সূর্য্যে' পদের প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সূর্য্য' অর্থই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'প্রজ্ঞানময় পরমাত্মার' প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা আমাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীভূত হয়, তিনিই সূর্য্য। 'অপ্সু' পদে প্রচলিত অর্থে 'জলসমূহের মধ্যে' ভাব পরিগৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'সত্ত্বভাবসমূহে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পরন্তু ঐ পদে চৈতন্যস্বরূপের প্রতিও লক্ষ্য আসিতে পারে। শ্রুতি আছে—"আপো নারায়ণঃ"। তাহা হইতেই 'অপ্সু' পদে 'চিদ্রূপেষু' প্রতিবাক্যে সঙ্গতি দেখা যায়। মূলে 'আভজ' পদ আছে। ভাষ্যে 'সাভাজয়' প্রতিবাক্য পরিগৃহীত। কিন্তু ঐ নিরস্ত প্রতিবাক্য গ্রহণ না করিয়া, 'স্থাপয়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিলেই সুষ্ঠু ভাব-সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তাহাতে অর্থ দাঁড়ায়,—'সত্ত্বভাবে অথবা চৈতন্যরূপের মধ্যে আমার চিত্তকে আপনি স্থাপন করুন।'

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অন্তরাং' পদ প্রহেলিকাপূর্ণ। ইহার অর্থে

ভাষ্যে 'গর্ভস্থিত সন্তান' লক্ষিত হয়। কিন্তু ভগবান্ কি মানুষের গর্ভস্থিত সন্তান নষ্ট করিয়া থাকেন? এরূপ উক্তিতে তাঁহার মহিমার খর্ব্বই হইয়া থাকে। আমরা ঐ পদে 'অন্তর্নিহিত জন্মসহজাত ভগবানের প্রতি অনুরাগকে' অর্থাৎ 'ভগবৎপ্রীতিসাধক সত্ত্বভাবকে' নির্দ্দেশ করিয়াছি। তদনুসারে এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের জন্মকাল হইতে সংস্কার-রূপে যে সত্ত্বভাব আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে, লোকসমাজের সংঘর্ষে তাহা যেন তিরোহিত না হয়। আপনার প্রতি আমাদিগের অনুরাগকে, আমাদিগের হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে, আপনি অক্ষুণ্ণ রাখুন—রক্ষা করুন।' দ্বিতীয় চরণের শেষাংশ—"তে মহতে ইন্দ্রিয়ায় শ্রদ্ধিতং।" ইহার ভাষ্যানুগত অর্থ—'আপনার বলের প্রতি আমরা শ্রদ্ধান্বিত আছি।' কিন্তু এখানে প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। তদনুসারে 'শ্রদ্ধিতং' পদের অর্থে, 'আমরা যেন শ্রদ্ধাসম্পন্ন হই—আপনার প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা আসুক'—ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করা যায়। 'শ্রদ্ধিতং' পদে ভাব-বাচ্যে ক্ত-প্রত্যয় করিলে বিশেষ্য হইয়া থাকে। সে দৃষ্টিতে 'শ্রদ্ধিতং' পদে 'শ্রদ্ধা' অর্থ অব্যাহত হয়।

এ সংসারে নানাবিধ পাপময় প্রলোভন সর্ব্বদা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। ভগবানের অপার করুণার প্রভাব ভিন্ন কেহ তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। এখানকার প্রার্থনা,—'হে ভগবন্! রিপু-রূপ ভীষণ শত্রুগণকে দমন করিয়া আমাদিগের কার্য্য যাহাতে আপনাতে সমাস্ত করিতে পারি, তাহাই করুন। হে দয়াময় করুণা-পারাবার! আমাদিগের মতি যেন ঐ পদে চির অনুরাগী হয়। আমাদিগের কার্য্য সৎপথে পরিচালিত হইয়া সত্ত্বভাবে ভাবান্বিত হইয়া উঠুক; আমাদিগের কার্য্য আপনার প্রীতিদায়ক হইয়া চির অক্ষুণ্ণ হউক। হে ভগবন্! আপনার মহিমা অসীম। এই বিশ্বজগৎ আপনার মহিমায় মহিমান্বিত; আমরা যেন চিরদিন আপনার সেই বলের ও মহিমার অনুসরণ করিতে সমর্থ হই; আপনাতেই যেন আমাদিগের চিত্ত বিভোর হইয়া থাকে।" (১ম—১০৪সূ—৬ঋ)॥

—— • ——

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অধামন্যে শ্রত্তে অস্মা অধায়ি বৃষা চোদস্ব

মহতে ধনায়।

মা নো অকৃতে পুরুহূত যোনাবিন্দ্র ক্ষুধ্যদ্ভ্যো

বয় আসুতিং দাঃ ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অধ। মন্যে। শ্রৎ। তে। অস্মৈ। অধায়ি। বৃষা। চোদস্ব।

মহতে। ধনায়।

মা। নঃ। অকৃতে। পুরুহহূত। যোনৌ। ইন্দ্র। ক্ষুধ্যৎহভ্যঃ।

বয়ঃ। আহসুতিং। দাঃ ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! 'অধ' (অনন্তরং, স্বকীয়ং বলং অনুধ্যানং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'মন্যে' (ত্বাং অন্তরেণ ধারয়ামি, তব অনুসরণপরঃ ভবামি ইত্যর্থঃ) স্বকীয়াং শক্তিং অনুধ্যানেনৈব হৃদি ত্বাং ধারয়িতুং সমর্থঃ ভবামি—ইতি ভাবঃ; হে ভগবন্! 'তে' (তব) 'অস্মৈ' (বলায়, শক্তিং প্রতি ইত্যর্থঃ) 'শ্রৎ' (বিশ্বাসং, ভক্তিং) 'অধায়ি' (ত্বাং ধারয়িতুং সমর্থঃ ভবেয়ং); 'বৃষা' (কামানাং বর্ষিতা, অভীষ্টপূরকঃ সঃ ত্বং) 'মহতে' (শ্রেষ্ঠায়) 'ধনায়' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপায় ঐশ্বর্য্যায়) 'চোদস্ব' (চোদয়স্ব, অস্মান্ নিয়োজয়); ভগবন্তঃ

শক্তিং প্রতি বয়ং বিশ্বাসবন্তঃ ভবেম, তেন ভগবান্ অস্মাকং অভীষ্টপূরণং করোতু—ইতি ভাবঃ। 'পুরুহুত' (বহুভিঃ পূজিত) 'ইন্দ্র' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্ হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'অকৃতে' (অপকর্ম্মযুতে, ভগবৎসম্বন্ধশূন্যে ইত্যর্থঃ) 'যোনৌ' (গৃহে, ক্ষেত্রে) 'মা' (মা নিধেহি, অস্মান্ মা স্থাপয় ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ' (ক্ষুধিতেভ্যঃ, ভবদীয়স্য অনুগ্রহস্য আকাঙ্ক্ষিতেভ্যঃ অস্মভ্যং) 'বয়ঃ' (অন্নং বলং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং বা) তথা 'আসুতিং' (পেয়ং, শুদ্ধসত্বং ইত্যর্থঃ) 'দাঃ' (দেহি); অয়ং ভাবঃ—বয়ং কদাচ অপকর্ম্মকারী মা ভবেম, অপিচ ভগবদনুগ্রহপ্রাপ্তেঃ আকাঙ্ক্ষয়া পরমং ধনং লভেম॥ (১ম—১০৪সূ—৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! অনন্তর অর্থাৎ আপনার শক্তিকে অনুধ্যান করিয়া, আপনাকে অন্তরে ধারণ করি অর্থাৎ আপনার অনুসরণ করি; (ভাব এই যে,—আপনার শক্তিকে অনুধ্যান করিতে পারিলেই অন্তরে আপনাকে ধারণা করিতে সমর্থ হই); হে ভগবন্! আপনার বলের নিমিত্ত অর্থাৎ শক্তির প্রতি, বিশ্বাসকে (ভক্তিকে) হৃদয়ে যেন ধারণ করিতে সমর্থ হই; অভীষ্টপূরক সেই আপনি, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত, আমাদিগকে নিয়োজিত করুন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন ভগবানের শক্তির প্রতি বিশ্বাসবান্ হই; তদ্দ্বারা ভগবান্ আমাদিগের অভীষ্ট পূরণ করুন)। বহুজনের পূজিত পরমৈশ্বর্যশালী হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! অপকর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধশূন্য গৃহে আমাদিগকে স্থাপন করিবেন না; অপিচ, আপনার অনুগ্রহের আকাঙ্ক্ষিত আমাদিগকে অন্ন, বল বা সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য এবং পেয় অর্থাৎ শুদ্ধসত্ব প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—আমরা যেন কদাচ অপকর্ম্মকারী না হই, অপিচ, ভগবানের অনুগ্রহ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার দ্বারা যেন পরমধন লাভ করি।)॥ (১ম—১০৪সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! অধ অথানন্তরং মন্যে। ত্বাং মনসা জানামি। তে ত্বাবৈ বলায় শ্রদধায়ি। অস্মাভিঃ শ্রদ্ধা কৃতা। ত্বদীয়বলবিষয়মাদরাতিশয়েন স্তোত্রং কৃতমিত্যর্থঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'অধ' অনন্তর 'মন্যে' আপনাকে মনে জানি, 'তে' আপনার 'অবৈ' এই বলের জন্য 'শ্রদধায়ি' আমাদিগ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা করা হইয়াছিল। আপনার বল বিষয়ে

মুঘা কামানাং বর্ষিতা স ত্বং মহতে প্রৌঢ়ায় ধনায় চোদয়স্ব। অস্মান্ প্রেরয়। হে পুরুহূত পুরুভির্বহুভির্যজমানৈরাহুতেন্দ্র। অকৃতেঽনিষ্পাদিতে ধনশূন্যে যোনৌ। গৃহনামৈতৎ। গৃহে নোঽস্মান্মা ধাঃ। মা নিধেহি। ধনধান্যপূর্ণে গৃহেঽস্মান্‌বাসয়েত্যর্থঃ। অপিচ হে ইন্দ্রঃ! ক্ষুধ্যদ্ভ্যো বুভুক্ষিতেভ্যোঽস্মেভ্যোঽপি স্তোতৃভ্যো বয়োঽন্নমাশুতিং পেয়ং ক্ষীরাদিকং চ দাঃ॥ দেহি॥

অধায়ি। দধাতেঃ কর্ম্মণি লুঙি চেণ্‌ণিচ্‌। আতো যুক্ চিণ্‌কৃতোরিতি যুক্। ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ। ক্ষুধ বুভুক্ষায়াং। দিবাদিত্বাৎ শ্যন্। নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০৪সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১১৩২) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। ইহার প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব ভাষ্যেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'অধ' পদে ভাষ্যকার 'অনন্তর' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'অনন্তর' বলিতে 'কিসের পর'—এরূপ একটা জানার আকাঙ্ক্ষা আসে। আমাদিগের ব্যাখ্যায় ঐ পদে, পূর্ব্ব মন্ত্রের সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া, 'আপনার শক্তি অনুধ্যান করার পর' এইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। উহার ভাব এই যে, ভগবানের শক্তি অনুধ্যান করিতে পারিলেই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করার সামর্থ্য আসে। 'মহতে' পদটী প্রচলিত ব্যাখ্যায় কেবল 'বড়' এই অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

অতিশয় আদরের দ্বারা স্তোত্র পাঠ করা হইয়াছিল। 'বৃষা' কামসমূহের বর্ষণকর্ত্তা সেই আপনি 'মহতে' প্রৌঢ় ধনের জন্য 'চোদয়' আমাদিগকে প্রেরণ করুন। হে 'পুরুহূত' বহু যজমান কর্ত্তৃক আহূত ইন্দ্র! 'অকৃতে' অনিষ্পাদিত ধনশূন্য 'যোনৌ' (ইহা গৃহনাম মধ্যে পঠিত) গৃহে 'নঃ' আমাদিগকে 'মা ধাঃ' স্থাপন করিবেন না, ধনধান্যপূর্ণ গৃহে আমাদিগকে বাস করান ইহাই অর্থ। অপিচ হে 'ইন্দ্র' ইন্দ্র! 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যো' বুভুক্ষিত জন্য স্তোতৃগণের মধ্যে 'বয়ঃ' অন্ন 'আশুতিং' পানীয় এবং ক্ষীরাদিকে 'দাঃ' প্রদান করুন।

অধায়ি। দধাতির (ধা-ধাতুর) কর্ম্মণিবাচ্যে লুঙ্ চেণ্‌ণিচ্‌-প্রত্যয়। 'আতো যুক্ চিণ্‌কৃতো' ইত্যাদি সূত্রানুসারে যুক্-প্রত্যয়। ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ। বুভুক্ষু অর্থে ক্ষুধ-ধাতু প্রযুক্ত। দিবাদিত্ব-হেতু শ্যন্-প্রত্যয়। নিত্য-হেতু আদ্যুদাত্ত॥ (১ম—১০৪সূ—৭ঋ)॥

• • •

আমাদিগের অর্থানুসারে ঐ পদে 'শ্রেষ্ঠত্বের' ভাব দ্যোতনা করিতেছে'। 'ধনায়' পদে ভাষ্যকার ঐহিক ধনের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ পদে 'ধর্ম্মার্থাকামমোক্ষ-রূপ ঐশ্বর্য্য' অর্থ সিদ্ধান্তিত হয়। এইরূপে এই চরণটীর প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে আপনাকে ধ্যান করিতে, আপনার অনুসারী হইতে, যেন সমর্থ হই। আপনার প্রসাদে যেন সেই শক্তি লাভ করিতে পারি। যে ধন লাভ করিলে, মানুষ ইহসংসারে আপনার তত্ত্ব অবগত হইয়া মুক্তির পথে প্রধাবিত হইতে সমর্থ হয়, আমরা যেন সেই ধনে ধনী হইয়া আপনার স্বরূপ-দর্শনে সমর্থ হই।'

দ্বিতীয় চরণটীর 'অক্রতে' 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ' 'বয়ঃ' ও 'আসুতিং' পদচতুষ্টয় অনুধাবনীয়। 'অক্রতে' পদটী প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'ধনশূন্য' অর্থে প্রয়োগ আছে। কিন্তু সে ধন—কোন্ ধন? যে ধনের প্রভাবে মানুষ ইহ-সংসারে ভগবৎ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয়; যে ধন জীবসমূহকে মুক্তির পথে লইয়া যায়; এই ধন—সেই ধন নয় কি? সে ধনের অক্রণ অভাব অর্থাৎ শূন্য অবস্থাই 'অক্রতে' পদের লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করি। 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ' পদটীতে 'যাহারা ক্ষুধিত হইয়াছে তাহাদিগকে' বুঝাইয়াছে। কিন্তু সে ক্ষুধা—কোন্ ক্ষুধা? বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দৃষ্টিতে ক্ষুধার প্রকার-ভেদ লক্ষ্য হইতে পারে। কিন্তু সাধকের দৃষ্টিতে পরমার্থতত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষাই 'ক্ষুধ্যদ্ভ্যঃ' পদের লক্ষ্য। ভগবত্তত্ত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষা-রূপ ক্ষুধাই তাঁহাদিগকে বুভুক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে। 'বয়ঃ' পদ ভাষ্যে 'অন্ন' অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে। আমাদিগের মতে, ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য'কে বুঝাইতেছে। 'আসুতিং' পদটী ভাষ্যে 'পেয়' অর্থে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এবম্বিধ পদের অর্থে আমরা 'শুদ্ধসত্ত্বকে—সদ্ভাবকে' নির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছি।

এইরূপে, এই মন্ত্রাংশের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে যে,—'হে ভগবন্! আমাদিগের মতি যেন অপকর্ম্মে প্রধাবিত না হয়। আমরা যেন আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই এবং আপনার তত্ত্ব অনুসন্ধানের অভিলাষী হইয়া যেন পরমধন লাভ করিতে পারি।' (১ম—১০৪সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

মা নো বধীরিন্দ্র মা পরা দা মা নঃ প্রিয়া
ভোজনানি প্র মোষীঃ।
আণ্ডা মা নো মঘবঞ্ছক্র নির্ভেন্মা নঃ পাত্রা
ভেৎ সহজানুষাণি ॥ ৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। নঃ। বধীঃ। ইন্দ্র। মা। পরা। দাঃ। মা। নঃ। প্রিয়া।
ভোজনানি। প্র। মোষীঃ।
আণ্ডা। মা। নঃ। মঘহবন্। শক্র। নিঃ। ভেৎ। মা। নঃ। পাত্রা।
ভেৎ। সহহজানুষাণি ॥ ৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতে হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব!) 'নঃ' (অস্মান্) 'মা বধীঃ' (মা হিংসীঃ, সদৈব রক্ষ ইত্যর্থঃ) তথা 'মা পরা দাঃ' (অস্মান্ মা পরিত্যাক্ষীঃ, অস্মান্ আশ্রয়দানং কুরু ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'নঃ' (অস্মাকং) 'প্রিয়া' (প্রিয়াণি, ঈপ্সিতানি) 'ভোজনানি' (উপভোগ্যানি ধনানি, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদীনি) 'প্র মোষী' (মা অপহার্ষীঃ, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ)। 'মঘবন্' (পরমৈশ্বর্য্যশালিন্!) 'শক্র' (সর্ব্বকার্য্যসমর্থ হে দেব!) 'নঃ' (অস্মাকং—হৃদি ইতি যাবৎ) 'আণ্ডা' (বীজরূপেণ বিদ্যমানান্ সত্ত্বভাবান্)

'মা নির্ভেৎ' (মা ভিন্নঃ, সর্ব্বথা রক্ষ ইত্যর্থঃ); তথা 'সহজানুষাণি' (সহোৎপন্নানি, অস্মাকং জন্মসহাগতানি ইত্যর্থঃ) 'পাত্রা' (ঊর্দ্ধগমনসমর্থানি ভগবৎপ্রাপকানি কর্ম্মাণি ইত্যর্থঃ) 'মা ভেৎ' (মা বিনাশয়, তানি পরিবর্দ্ধয় ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,— হে ভগবন্! কৃপয়া এবং বিধেহি যেন অস্মাকং রিপবঃ বিমর্দ্দিতাঃ সন্তি তথা বয়মপি ভবৎসান্নিধ্যং লভামহে। (১ম—১০৪সূ-৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগকে বধ করিবেন না; অর্থাৎ, সদাকাল রক্ষা করুন; এবং আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না; অর্থাৎ, আমাদিগকে আশ্রয়-দান করুন; অপিচ, আমাদিগের ঈপ্সিত উপভোগ্য ধনসমূহকে (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদিকে) অপহরণ করিবেন না; অর্থাৎ, আমাদিগকে প্রদান করুন। পরমৈশ্বর্য্য-শালিন্ সর্ব্বকার্য্যসমর্থ হে দেব! আমাদিগের হৃদয়ে বীজ-রূপে বিদ্যমান সদ্ভাব-সমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবেন না; অর্থাৎ, সর্ব্বদা রক্ষা করুন; আর, আমাদিগের সহোৎপন্ন অর্থাৎ জন্মসহ আগত ঊর্দ্ধগমনসমর্থ ভগবৎপ্রাপক কর্ম্মসমূহকে বিনাশ করিবেন না; অর্থাৎ, তাহাদিগকে পরিবৃদ্ধি করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! কৃপা করিয়া এরূপ বিধান করুন—যেন আমাদিগের রিপুগণ বিমর্দ্দিত হয়, এবং আমরাও আপনার সান্নিধ্য লাভ করি॥) (১ম—১০৪সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র! নোঽস্মান্ মা বধীঃ। মা হিংসীঃ। সর্ব্বদা রক্ষেত্যর্থঃ। অপিচ মা পরা দাঃ মা পরিত্যাক্ষীঃ। পরাদানং পরিত্যাগঃ। অস্মৎকৃতাং পূজাং সর্ব্বদা গৃহাণেত্যর্থঃ। অপিচ নোঽস্মাকং প্রিয়া প্রিয়াণীপ্সিতানি ভোজনান্যুপভোগ্যানি ধনানি মা প্র মোষীঃ মাপহার্ষীঃ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্র' হে ইন্দ্র! 'নঃ' আমাদিগকে 'মা বধীঃ' হিংসা করিও না, সর্ব্বদা রক্ষা করুন—ইহাই অর্থ। আর 'মা পরাদাঃ' পরিত্যাগ করিও না। পরাদান শব্দে পরিত্যাগ বুঝায়। আমাদিগের কৃত পূজা সর্ব্বদা গ্রহণ কর—ইহাই অর্থ। আরও, 'নঃ' আমাদিগের 'প্রিয়া' প্রিয় ঈপ্সিত 'ভোজনানি' উপভোগ্য ধনসমূহ 'মা প্র মোষীঃ' অপহরণ করিও না। আমাদিগের মধ্যে ধনসমূহ যেন অবস্থিত হয়, তাহা করুন—

অস্মাদেব ধনানি যথা স্যুঃ তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথা হে মঘবন্ ধনবন্ শক্র সর্ব্ব কার্য্যশক্তেন্দ্র নোঽস্মাকমাণ্ডা অণ্ডসদৃশানি গর্ভরূপেণ নিষিক্তান্যপত্যানি মা নির্ভেৎ। মা ভিন্দঃ। গর্ভরূপেণাবস্থিতানস্মৎপুত্রান্ রক্ষেত্যর্থঃ। মা চ নঃ পাত্রাঃ। পতন্তি গচ্ছন্তি গমনসমর্থানি যানি তান্যপত্যানি পাত্রাণি। তানি চ মা ভেৎ। মাভিদঃ। সহজানুষাণি। জানুভ্যাং যানি ভূমিং গমনন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তানি জানুষাণি। তৈঃ সহিতানি মা বিনীনশঃ। যদ্বা নোঽস্মাকং সহজানুষাণ্যাধানেন সহোৎপন্নানি পাত্রা পাত্রাণি স্রুগাদীনি মা নির্ভেৎ। মা ভিন্দঃ॥

বধীঃ। হন্তের্ব্বধাদেশঃ লুঙি চেতি বধাদেশঃ। স চাদন্তঃ। সিচ্। অতোলোপ ইত্যকার লোপঃ। তস্য স্থানিবদ্ভাবাদতো হলাদেরিতি বৃদ্ধ্যভাবঃ। ইট ঈটীতি সিচো লোপঃ। মোষীঃ মুষস্তেয়ে। লুঙি সিচ ইট। নেটীতি বৃদ্ধি প্রতিষেধঃ। ভেৎ। ভিদির্ বিদারণে। লঙি সিপি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। লঘূপধগুণঃ। হল্ঙ্যাব্ভ্য ইতি সিচো লোপঃ॥ (১ম—১০৪সূ—৮ঋ)॥

• • •

অষ্টম (১১৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—•×•—

এই মন্ত্রটি প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'মা বধীঃ', 'মা পরা দাঃ' এবং 'মা প্রমোষীঃ'—এবম্বিধ প্রার্থনা উপলক্ষে এই চরণটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমতঃ—'ইন্দ্র নঃ মা বধীঃ' বাক্যাংশ। উহার 'মা বধীঃ' পদের অর্থ—'বধ করিও না।' কিন্তু

ইহাই অর্থ। আর হে 'মঘবন্' ধনবন্ 'শক্র' সকল কার্য্য করিতে সক্ষম ইন্দ্র 'নঃ' আমাদিগের 'আণ্ডা' অণ্ডসদৃশীয় গর্ভরূপে নিষিক্ত অপত্যগণকে 'মা নির্ভেৎ' ছিন্ন করিও না—নষ্ট করিও না গর্ভরূপে অবস্থিত আমাদিগের পুত্রগণকে রক্ষা করুন—ইহাই অর্থ। এবং 'নঃ পাত্রা' পতিত হয়—গমন করে—গমনসমর্থ যাহারা আমাদিগের সেই অপত্যগণকে 'মা ভেৎ' ছিন্ন করিবেন না। 'সহ জানুষাণি' জানুদ্বয়ের দ্বারা যাহারা ভূমিতে গমন করে তাহারা জানুষানি। তাহাদিগের সহিত বিনাশ করিও না; অথবা 'নঃ' আমাদিগের 'সহজানুষাণি' আধানের সহিত উৎপন্ন 'পাত্রা' পাত্রসমূহকে স্রুবাদি 'মা নির্ভেৎ' ছিন্ন করিবেন না।

বধীঃ। 'হন্তির' (হন-ধাতু) ধাতু প্রত্যয়। তাহাতে 'লুঙি চ' ইত্যাদি সূত্রে বধাদেশ। তাহা অদন্ত। তাহাতে সিচ্। 'অতো লোপে' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। তাহার স্থানিবদ্ভাবহেতু 'অতো হলাদেঃ' ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির অভাব। 'ইট ঈটি' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। মোষীঃ। মুষ-ধাতু স্তেয় অর্থক। লুঙে সিচে ইট্। 'নেটি' ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধির প্রতিষেধ। ভেৎ। ভিদির-ধাতু বিদারণার্থক। লঙে সিপ্ তাহাতে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। লঘু উপধার গুণ। 'হল্ঙ্যাব্ভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ॥ (১ম ১০৪সূ—৮ঋ)॥

'আমাদিগকে বধ করিও না'—এ কথা বলিতে মনে কি ভাবের উদয় হয়? মনে হয় না কি—ইন্দ্রদেব যেন মানুষকে বধ করেন; তাই তাঁহাকে বলা হইতেছে—'আপনি আমাদিগকে বধ করিবেন না।' কিন্তু সে ভাব সঙ্গত নহে। ভাষ্যকার তাই ঐ পদের 'বধ করিও না' এই অর্থ হইতে 'সর্ব্বদা রক্ষ কর' এইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমরাও ঐ প্রকার ভাবেরই সার্থকতা উপলব্ধি করি। যাঁহাদিগের হৃদয়ে দেবভাবের সত্ত্বভাবের সঞ্চার না হয়, তাঁহাদিগের প্রতি দেবতা বিমুখ হয়েন; আর, যাঁহাদিগের হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, তাঁহারা সেই সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন। দেবতার বা দেবভাবের আরাধনা করিলেই অর্থাৎ অনুসারী হইলেই দেবতা উপাসককে রক্ষা করেন। তাই "ইন্দ্র নঃ মা বধীঃ" বাক্যাংশ হইতে আমরা এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে ভগবন্! হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন; আর, তাহার দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' দ্বিতীয় অংশ—"মা পরা দাঃ।" ভাষ্যানুসারে উহার অর্থ,—'আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।" তাহা হইতে 'আমাদিগকে আশ্রয় দান করুন'—এইরূপ ভাবই গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় অংশ—"নঃ প্রিয়া ভোজনানি মা প্রমোষীঃ" বাক্যাংশ। এই অংশের 'প্রিয়া' পদ উপলক্ষে, আমরা 'প্রিয়াণি ঈপ্সিতানি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'ভোজনানি' পদে ভাষ্যকার ঐ পদে 'উপভোগ্যানি ধনানি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'উপভোগ্য ধনসমূহ' প্রতিবাক্য হইতে 'ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি ধনসমূহ' এইরূপ ভাব পরিগ্রহণ করা যায়। 'মা প্রমোষীঃ' ক্রিয়াপদ উপলক্ষে 'অপহরণ করিবেন না' অর্থ প্রচলিত। তাহাতে ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—'হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের ধনসমূহ অপহরণ করিবেন না।' কিন্তু ভগবান্ কি মনুষ্যের উপভোগ্য ধনসমূহ অপহরণ করেন? কখনই তাহা নহে। এখানকার ভাব এই যে,—'অপকর্ম্মের দ্বারা আপনার অনুকম্পায় আমরা যেন বঞ্চিত না হই; আপনি আমাদিগকে সুকর্ম্মকারী করিয়া আমাদিগকে পরমধনের অধিকারী করুন।' এতদনুসারেই আমরা 'মা প্রমোষীঃ" পদের 'মাপহার্ষীঃ' প্রতিবাক্য হইতে 'অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু' ভাব গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণান্তর্গত তিনটি বাক্যাংশ হইতে আমরা এই প্রার্থনার ভাবই প্রাপ্ত হই যে,—'বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ভগবন্ ইন্দ্রদেব! আমাদিগকে সর্ব্বদা সত্ত্বভাবের দ্বারা রক্ষা করুন; আপনাতে আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করুন; এবং আমাদিগের ঈপ্সিত পরমার্থ-রূপ ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণান্তর্গত 'আণ্ডা' 'সহজানুষাণি' এবং 'পাত্রা' পদ অনুধাবনীয়। 'আণ্ডা' পদ উপলক্ষে ভাষ্যকার 'গর্ভস্থিত সন্তানগণকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদাদিতেও ভাষ্যের অনুসারী অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। আমরা ঐ পদে 'বীজরূপে বিদ্যমান সত্ত্বভাবসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'সহজানুষাণি' পদে আমরা 'অস্মাকং সহোৎপন্নানি জন্ম সাগতানি' প্রভৃতি বাক্যে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'পাত্রা' পদে 'পতন্তি গচ্ছন্তি গমনসমর্থানি যানি অপত্যানি তানি পাত্রাণি' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'উর্দ্ধগমনসমর্থানি ভগবৎপ্রাপকানি কর্ম্মাণি'—এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা পতন-নিবারক তাহাই পাত্র। সৎকর্ম্ম বা সত্ত্বভাব পতন নিবারণ করিয়া মানুষকে ঊর্দ্ধগামী করে। এখানে, 'পাত্রা' পদে আমরা সেই ভাব গ্রহণ করি। 'সহজানুষাণি' বিশেষণ, সে ভাব পরিগ্রহণে সহায়তা করিতেছে। যে ভাব ভগবান্ হইতে আমরা প্রাপ্ত হই, যাহা বীজরূপে আমাদিগের হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে এবং যদ্দ্বারা আমরা ঊর্দ্ধগতি লাভ করিতে পারি, 'আণ্ডা' 'সহজানুষাণি' ও 'পাত্রা' পদে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে। ফলতঃ, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে আমরা এই প্রার্থনা ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে পরমধনশালিন্ সর্ব্বশক্তিসমর্থ দেব! আপনি এইরূপ বিধান করুন, যেন আমাদিগের হৃদয়ে বীজরূপে বিদ্যমান সত্ত্বভাবসমূহ অর্থাৎ জন্মসহজাত সৎকর্ম্মসাধন-স্পৃহা বিনষ্ট না হয়। যে সত্ত্বভাবের বীজ আমাদিগের হৃদয়ে আমাদিগের জন্মের সহিত নিহিত, তাহা বিনষ্ট না হইয়া যেন বর্দ্ধিত হয়। সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় আমরা যেন উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠি। সত্ত্ব-ভাবের উদ্বোধনায়, ভগবৎপ্রাপক কর্ম্মে অনুপ্রেরণা আসুক; আমরা যেন সৎকর্ম্মের প্রভাবে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করিতে সমর্থ হই।' (১ম—১০৪সূ—৮ঋ)॥

—•—

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

মাধ্যন্দিনে সবনেঽর্ব্বাঙেহীত্যেষা পোতুঃ প্রস্থিতযাজ্যা। সূত্রিতঞ্চ। অর্ব্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সোমঃসমেহ্যর্ব্বাঙ্। আ০ ৫।৫। ইতি॥

• • •

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। চতুরধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অর্ব্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং

সুতস্তস্য পিবা মদায়।

উরুব্যচা জঠর আ বৃষস্ব পিতেব নঃ

শৃণুহি হূয়মানঃ ॥ ৯ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্ব্বাঙ্। আ। ইহি। সোমঽকামং। ত্বা। আহুঃ। অয়ং।

সুতঃ। তস্য। পিব। মদায়।

উরুঽব্যচাঃ। জঠরে। আ। বৃষস্ব। পিতাঽইব। নঃ।

শৃণুহি। হূয়মানঃ ॥ ৯ ॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

মাধ্যন্দিন সবনে 'অর্ব্বাঙেহি' ইত্যাদি ঋক্ পোতানামক ঋত্বিকের প্রস্থানকালে যজনীয়। এইরূপ সূত্রিত আছে,—'অর্ব্বাঙেহি সোমকামং ত্বাহুরয়ং সোমঃসমেহ্যর্ব্বাঙ্।' (আ০ ৫।৫)। ইতি।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ভগবন্! ত্বং 'অর্ব্বাঙ্' (অস্মদভিমুখঃ সন্) 'এহি' (আগচ্ছ); 'সোমকামং' (শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষিণং) 'ত্বা' (ত্বাং) 'আহুঃ' (সাধবঃ নিত্যং আহ্বয়ন্তি); 'অয়ং' (অস্মদীয়ানুষ্ঠিতং কর্ম্ম) 'সুতঃ' (শুদ্ধসত্ত্বসহযুতং, বিশুদ্ধং ইত্যর্থঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; তথা 'মদায়' (আনন্দায়, অস্মাকং আনন্দবর্দ্ধনায়) 'তস্য' :(কর্ম্মণঃ—অংশং, সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'পিব' (গৃহাণ); অপিচ হে দেব! 'উরুব্যচাঃ' (সর্ব্বব্যাপকঃ ভূত্বা) 'জঠরে' (অস্মাকং সর্ব্বেষাং অন্তরে ইত্যর্থঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) ত্বং 'বৃষস্ব' (কামানাং বর্ধকঃ ভব ইত্যর্থঃ); ভবদীয়স্য বিশ্বব্যাপিকয়া কৃপয়া অস্মাকং সর্ব্বেষাং অভিলাষং পূর্ণং ভবতু ইতি ভাবঃ; তথা 'হূয়মানঃ' (অস্মাভিঃ আহূতঃ সন্) 'পিতেব' (পিতা যথা পুত্রস্য প্রার্থনাং শৃণোতি তদ্বৎ) 'নঃ' (অস্মাকং—প্রার্থনাং ইতি যাবৎ) 'শৃণুহি' (শৃণু, অভিলাষং পূরয় ইত্যর্থঃ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে ভগবন্! অস্মান্ সত্ত্বসমন্বিতান্ কৃত্বা অস্মাকং অভিলাষং পূরয়। (১ম—১০৪সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের অভিমুখী হইয়া আগমন করুন; শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী আপনাকে, সাধুগণ নিত্য আহ্বান করিয়া থাকেন; আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্ব-সহযুত ও বিশুদ্ধ হউক; এবং আমাদিগের আনন্দ-বৃদ্ধির জন্য, সেই কর্ম্মের অংশকে অর্থাৎ কর্ম্মকে আপনি গ্রহণ করুন। অপিচ হে দেব! সর্ব্বব্যাপক হইয়া আমাদিগের সকলের অন্তরে সর্ব্বতোভাবে আপনি কামনাসমূহের বর্ধক হউন; (ভাব এই যে,—আপনার বিশ্বব্যাপক কৃপায় আমাদিগের সকলের অভিলাষ পূর্ণ হউক); এবং আমাদিগ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া, পিতা যেমন পুত্রের প্রার্থনা শ্রবণ করেন সেইরূপ, আপনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন—অর্থাৎ অভিলাষ পূরণ করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে ভগবন্! আমাদিগকে সত্ত্বসমন্বিত করিয়া, আপনি আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন।)॥ (১ম—১০৪সূ—৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ত্বমর্ব্বাঙ্ অস্মদভিমুখঃ সন্ এহি। আগচ্ছ। কিং কারণমিতি চেৎ। যস্মাত্ত্বাং সোমকামং সোমবিষয়াভিলাষমাহুঃ। পুরাবিদঃ কথয়ন্তি। অয়মস্মদীয়ঃ সোমঃ সুতঃ। ঋত্বিগ্ভিরভিষুতঃ। অত আগচ্ছেত্যর্থঃ। আগত্য চ মদায় হর্ষার্থং তস্য তমস্মদীয়মভিষুতং সোমং পিব। এতদেব স্পষ্টী ক্রিয়তে। উরুব্যচাঃ। উরু বিস্তীর্ণং ব্যচো ব্যাপনং যস্য তাদৃশো মহাবয়বো ভূত্বা জঠরে আত্মীয় উদরে আবৃষস্ব। সোমমাসিঞ্চ। আসমন্তাৎ পূরয়েত্যর্থঃ। এবম্ভূতস্ত্বং হুয়মানঃ স্তোতৃভিরাহূয়মানঃ সন্ পিতেব পুত্রাণাং বাক্যানি শৃণোতি তথা নোহস্মাকং বাক্যানি শৃণুহি। শৃণু।

সোমকামং। সোমবিষয়ঃ কামোহভিলাষো যস্য। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। আহুঃ। ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিত আহো ব্রুব ইতি বৌরুপাদেশো ধাতোরাহাদেশশ্চ। তস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। মদায়। মদী হর্ষে। মদোহনুপসর্গে ইতি ভাবেহপ্। উরুব্যচাঃ। ব্যচ ব্যাজীকরণে। ঔণাদিকোহসিপ্রত্যয়ঃ। ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসীতি বচনাৎ ঙিত্ত্বাভাবেন সম্প্রসারণাভাবঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। যদ্বা। উরু বিচাত বা প্লোতীত্যুরুব্যচাঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! আপনি 'অর্ব্বাঙ্' আমাদিগের অভিমুখ হইয়া 'এহি' আসুন। কি কারণে, তাহা এই। যেহেতু 'ত্বা' আপনাকে 'সোমকামং' সোমবিষয়ের অভিলাষী 'আহুঃ' পুরাবিদ্গণ কহিয়া থাকেন। 'অয়ং' আমাদিগের এই সোম 'সুতঃ' ঋত্বিগ্-গণের দ্বারা অভিষুত; অতএব, আসুন—ইহাই অর্থ; এবং আসিয়া, 'মদায়' হর্ষের নিমিত্ত 'তস্য' সেই আমাদিগের অভিষুত সোমকে 'পিব' পান করুন। ইহা স্পষ্ট করা হইতেছে। 'উরুব্যচাঃ' উরু বিস্তীর্ণ ব্যচঃ ব্যাপন যাহার তাদৃশ মহাবয়ব হইয়া 'জঠরে' আপনার উদরে 'বৃষস্ব' সোম-সেচন করুন; 'আ' সমস্তভাবে পূর্ণ করুন—ইহাই অর্থ। এতদ্রূপভাবে আপনি 'হূয়মানঃ' স্তোতৃগণের দ্বারা আহূত হইয়া 'পিতেব' পিতা যেমন পুত্রদিগের বাক্যসকল শ্রবণ করেন, সেইরূপ ভাবে 'নঃ' আমাদিগের বাক্যসকল 'শৃণুহি' শ্রবণ করুন।

সোমকামং। সোম-বিষয়ে কাম অভিলাষ যাহার। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। আহুঃ। 'ব্রুবঃ পঞ্চানামাদিত আহো ব্রুবঃ' ইত্যাদি সূত্রে বৌরুপাদেশ এবং ধাতুর আহাদেশ। তস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থী অর্থে ষষ্ঠী। মদায়। মদী ধাতু হর্ষার্থ। 'মদোহনুপসর্গে' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অপ্-প্রত্যয়। উরুব্যচাঃ। ব্যচ ধাতু ব্যাজীকরণার্থক। ঔণাদিক অসি-প্রত্যয়। ব্যচ-ধাতুতে 'কুটাদিত্ব-মনসি' ইত্যাদি বচন-হেতু ঙিত্ত্বাভাবের দ্বারা সম্প্রসারণের অভাব। পরাদির 'ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদ-হেতু উদাত্তত্ব। অথবা, উরু 'বিচাত' অর্থাৎ ব্যাপ্ত হয়—এই অর্থে উরুব্যচাঃ পদ হয়। কৃদুত্তরপদে প্রকৃতিস্বরত্ব। বৃষস্ব। বৃষ-ধাতু সেচনার্থক।

সুষব। ষুব সেচনে। ব্যত্যয়েন আত্মনেপদশপ্রত্যয়ৌ। শুশুধি। শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্য ইতি হেধিঃ॥ (১ম—১০৪সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একোনবিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।১৯॥

• • •

নবম (১১৩৪) ঋকের বিশদার্থ।

—•ঃ × ঃ•—

এই আলোচ্য মন্ত্রটীর প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে কয়েকটী সমস্যামূলক পদ আছে। ভাষ্যের ভাব পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'সোমকামং' পদ উপলক্ষে সোমরস-রূপ মাদক দ্রব্যের জন্য দেবতা যেন লালায়িত এইরূপ ভাব গৃহীত হইয়া থাকে। 'মদায়' পদ সে পক্ষে সোনায় সোহাগা সংযোগ করে। অর্থাৎ, দেবতা যেন মত্ততার জন্য সোমরস মাদক-দ্রব্য পানে সদাই উৎসুক হইয়া আছেন। যাহা হউক, 'সোম' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমরা বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। আমাদিগের মতে, 'সোমকামং' পদে 'শুদ্ধ-সত্ত্বের অভিলাষী—দেবভাবের বা সৎকর্ম্মের আকাঙ্ক্ষাকারী' অর্থ নির্দ্দিষ্ট হয়। ভাষ্যাদির মতে,—'আহু' পদটী 'কহিয়া থাকেন' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার সার্থকতার জন্য ভাষ্যে 'পুরাবিদঃ' পদ অধ্যাহার করা হইয়া থাকে। তদনুসারে, পুরাবিদগণ আপনার সোমরস মাদক-দ্রব্য পানের স্পৃহা জানিয়া আপনাকে সোমরস-পানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, এই প্রকার ভাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, সাধকগণ যে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা—সত্ত্বভাবের সঞ্চয়ে ভগবানকে নিত্য আহ্বান করিতেছেন—এই ভাবেই এখানে সঙ্গতি থাকে। 'ভক্ষ' পদটী, ভাষ্যের

ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ ও শপ্‌প্রত্যয়। শুশুধি। 'শ্রুশৃণুপৃকৃবৃভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে হেধি প্রত্যয়॥ (১ম—১০৪সূ—৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একোনবিংশ বর্গ॥ ১।৭।১৯॥

• • •

মতে, 'সেই অভিষুত আমাদিগের সোম' এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'তস্য' পদের 'তাহার' অর্থে 'সেই কর্ম্মের অর্থাৎ সেই সৎকর্ম্মের' এইরূপ ভাবই পরিলক্ষিত হয়। 'মদায়' পদটীর প্রচলিত অর্থে মাদকতার ভাব পরিগৃহীত। কিন্তু ঐ পদে, 'আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধনের নিমিত্ত' অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণটীর প্রার্থনার ভাবার্থ হয় এই যে,— 'হে ভগবন্! আপনি শুদ্ধসত্ত্বাভিলাষী; সাধুগণ সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্ব-সঞ্চয়ে আপনার পূজা করেন; এবং তদ্দ্বারাই আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন আমাদিগের কর্ম্মসকলকে আপনি দেবভাবে ভাবান্বিত করুন; এবং সেই কর্ম্মের সার অংশটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত ও কৃতার্থ করুন। হে ভগবন্! আপনার কৃপায় আমাদিগের কর্ম্ম যেন আপনার প্রীতিদায়ক হয়;—আমাদিগের পূজা যেন আপনাতে পৌঁছায়।'

দ্বিতীয় চরণের তিনটী পদের বিশ্লেষণ বিশেষ আবশ্যক। 'উরুব্যচাঃ' পদটী 'মহাবয়ব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। দেবতার মহাবয়ব বলিতে, তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতাই উপলব্ধ হয়। সেই নিমিত্ত ঐ পদে 'সর্ব্বব্যাপক' অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'জঠরে' পদের সাধারণ অর্থ—উদরে। তাহা হইতে 'আমাদিগের অন্তরে হৃদয়ে' এইরূপ ভাবই পরিকল্পিত হয়। 'বৃষস্ব' পদটীতে 'সোমরস সেচন করুন' এইরূপ অর্থ প্রচলিত দেখি। দেবতা তাঁহার উদর সোমরসে পরিপূর্ণ করুন—এইরূপ বাক্যে দেবতাকে সোমপানে প্রলুব্ধ করার ভাবই প্রকাশ পায়। কিন্তু আমরা সে অর্থ গ্রহণ করি না। দেবতার 'বৃষা' নাম অভীষ্ট-পূরণার্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা তাই ঐ পদে 'অভিলাষপূর্ণকারী হউন' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপে বুঝা যায়, এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেব! আপনার বিশ্বব্যাপী করুণার দ্বারা আমাদিগের কামনা পূর্ণ করুন। আপনার কৃপায় আমাদিগের হৃদয় দেবভাবে ভাবান্বিত হউক। পিতা যেমন সন্তানের আকাঙ্ক্ষা শ্রবণ করিয়া তাহা সম্পাদনে নিরত হয়েন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করুন।' (১ম—১০৪—৯ঋ)॥

—— • ——

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। বিংশাদারাভ্য ত্রয়োবিংশপর্য্যন্তং চত্বারঃ বর্গাঃ।

পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের সম্বন্ধসূত্রে একটী অলৌকিক উপাখ্যানের অবতারণা দেখি। একত, দ্বিত ও ত্রিত—এই তিন ঋষি পরস্পর সহোদর ছিলেন। একদা তাঁহারা মরুভূমির মধ্যে পতিত হইয়া তৃষ্ণায় কাতর হয়েন। সেই সময় ত্রিত একটী কূপ দেখিতে পাইয়া তাহা হইতে জল উত্তোলনপূর্ব্বক, অপর দুই ভ্রাতার তৃষ্ণা দূর করেন। সেই উপকারের প্রতিদান-স্বরূপ, একত ও দ্বিত, দুই জনে মিলিয়া, ত্রিতকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন; এবং শকট-চক্রের দ্বারা কূপের মুখ আবৃত করিয়া রাখেন। পরিশেষে ত্রিতের যে কিছু সম্পত্তি ছিল, একত ও দ্বিত পরস্পর বণ্টন করিয়া লয়েন। এইরূপে সূক্তের সূচনা করিয়া, তাহাদিতে বলা হইয়াছে, কূপের মধ্যে পতিত অবস্থায় অসহায় ত্রিত, এই সূক্তের মন্ত্র দ্বারা দেবগণের তুষ্টি-সাধন করেন। ফলে কূপ হইতে তাঁহার উদ্ধার-সাধন হয়।

কি কারণে এইরূপ উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে, কেহই তাহা অনুধাবন করেন নাই। পরন্তু পরমত্যাগশীল আত্মদর্শী ঋষিচরিত্রে গভীর কলঙ্কের আরোপ করিয়া মন্ত্রের অর্থ নির্দ্দেশ করা হয়। পুরাণে, রূপকে, একত দ্বিত ও ত্রিতের উপাখ্যান প্রচলিত আছে। কিন্তু সে রূপক-তত্ত্ব উদ্ঘাটন-পক্ষে কোনই প্রয়াস নাই।' অপিচ, এই সূক্তের এই প্রকার সূচনায়, বেদমন্ত্রের প্রতি বিষম অশ্রদ্ধা আনয়ন করিতেছে। মন্ত্রের যে প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারাও মন্ত্রগুলিকে হাস্যাস্পদ করিয়া রাখিয়াছে। বিচ্ছিন্ন, অসম্বদ্ধ, অস্ফুট বাক্যাংশের আদর্শস্বরূপ এই সকল মন্ত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমরা, একত দ্বিত ও ত্রিত সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য খ্যাপন করিয়াছি। এই সূক্তেও প্রতি মন্ত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সেই তিন ঋষির তত্ত্ব উদ্ঘাটন পক্ষে চেষ্টা পাইতেছি।

পঞ্চাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

চন্দ্রমা ইত্যেকোনবিংশত্যূচং দ্বাদশং সূক্তং। অপাং পুত্রস্য ত্রিতস্য কূপে পতিতস্য কুৎসস্য বার্ষং। তথা চোভয়োঃ কূপপাত আম্নায়তে। ত্রিতঃ কূপেঽবহিতঃ। কাটে নিবাল্হ ঋষিরহ্বদূতয় ইতি চ। ত্রিতস্য চাপাং পুত্রত্বং তৈত্তিরীয়াঃ স্পষ্টমামনন্তি। তত একতোঽজায়ত স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ ততো দ্বিতোঽজায়ত স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ ততস্ত্রিতোঽজায়ত। যদদ্ভ্যোঽজায়ন্ত তদাপ্ত্যানামাপ্ত্যত্বমিতি। তমেতমাপ্ত্যং ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যা ইতি তকারোপজননেন বয়মদীমহ ইতি। অন্ত্যা ত্রিষ্টুপ্। সং মা তপন্তীত্যেষা যবমধ্যা মহাবৃহতী। আদ্যৌ দ্বাবষ্টাক্ষরৌ পাদৌ দ্বাদশাক্ষরস্তৃতীয়স্ততো দ্বাবষ্টাক্ষরৌ সা যবমধ্যা মহাবৃহতী। চত্বারোঽষ্টকা আগতশ্চ মহাবৃহতীত্যুক্ত্বা মধ্যে চেদ্যবমধ্যেত্যুক্তলক্ষণোপেতত্বাৎ। অ০ ১১৯। শিষ্টাঃ পঙ্‌ক্তয়ঃ। বিশ্বেদেবা দেবতা। তথা চানুক্রান্তং। চন্দ্রমা একোনাপ্ত্যাস্ত্রিতো বা বৈশ্বদেবং হি পাঙ্‌ক্তমন্ত্যা ত্রিষ্টুবষ্টমী মহাবৃহতী যবমধ্যেতি। হীত্যভিধানাদিদমাদীনি ত্রীণি সূক্তানি বৈশ্বদেবানি। বিনিয়োগঃ। অত্র শাট্যায়নেন ইতিহাসমাচক্ষতে। একতো দ্বিতস্ত্রিত ইতি পুরা ত্রয় ঋষয়ো বভূবুঃ। তে কদাচিন্মরুভূমাবরণ্যে বর্ত্তমানাঃ পিপাসয়া সন্তপ্তগাত্রাঃ সন্তঃ একং কূপমবিন্দন্। তত্র ত্রিতাখ্য একো জলপানায় কূপং প্রাবিশৎ।

পঞ্চাধিকশততম সূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'চন্দ্রমাঃ' ইত্যাদি উনিশটী ঋকবিশিষ্ট দ্বাদশ সূক্ত (পঞ্চদশ অনুবাকের)। কূপে পতিত অপসমূহের পুত্র ত্রিত অথবা কুৎস ঋষি। উহাদের উভয়ের কূপপাতবিষয়ে এইরূপ আম্নাত আছে;—'ত্রিতঃ কূপেঽবহিতঃ' (ঋ০ স০ ১।৭।২৩)। 'কাটেনিবাল্হ ঋষিরহ্বদূতয় ইতি চ' (ঋ০ স০ ১।৭২৪)। ত্রিতের অপসমূহের পুত্রত্ববিষয়ে তৈত্তিরীয়গণ (তৈ০ ব্রা০ ৩।২।৮) স্পষ্টতঃ এইরূপ কহিয়া থাকেন,—তত একতোঽজাত স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ ততো দ্বিতোঽজায়ত স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ ততস্ত্রিতোঽজায়ত। যদদ্ভ্যোঽজায়ন্ত তদাপ্ত্যানামাপ্ত্যত্বমিতি। তমেতমাপ্ত্যং ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যা ইতি তকারোপজননেন বয়মদীমহে ইতি।' অন্ত্য ঋকটীর ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। 'সং মা তপন্তি' ইত্যাদি ঋক যবমধ্যমা মহাবৃহতী। উহার প্রথম দুইটী পাদ অষ্টাক্ষরবিশিষ্ট, তৃতীয় পাদ দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত। তাহার পর দুইটা পাদ অষ্টাক্ষর-বিশিষ্ট। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত ছন্দকে যবমধ্যমা মহাবৃহতী বলে। 'চত্বারোঽষ্টকা আগতশ্চ মহাবৃহতী' এইরূপ উক্ত হওয়ায় (সর্বানুক্রমপরিভাষা, নবম খণ্ড) 'মধ্যে চেচ্চ যবমধ্যে' ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট-হেতু। অবশিষ্ট ঋক্ কয়েকটা পঙ্‌ক্তি ছন্দবিশিষ্ট। বিশ্বেদেবা—দেবতা। সে বিষয়ে এইরূপ অনুক্রান্ত আছে;—'চন্দ্রমা একোনাপ্ত্যাস্ত্রিতো বা বৈশ্বদেবং হি পাঙ্‌ক্তমন্ত্যা ত্রিষ্টুবষ্টমী মহা বৃহতী যবমধ্যেতি'। 'হি' ইত্যাদি অভিধান-হেতু এইটী ইত্যাদি তিনটী সূক্ত বিশ্বদেব-সম্বন্ধে বিনিয়োগ হয়। এই বিষয়ে শাট্যায়নগণ এইরূপ ইতিহাস কহিয়া থাকেন। একত দ্বিত ও ত্রিত এই নামে পুরাকালে তিন জন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা একসময়ে মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত ও পিপাসায় তপ্তগাত্র হইয়া একটা কূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন ত্রিতাখ্য ঋষি, জলপানের জন্য কূপের মধ্যে প্রবেশ করেন।

স্বয়ং পীত্বেতরয়োশ্চ কূপাদুদকমুদ্ধৃত্য প্রাদাৎ। তৌ তদুদকং পীত্বা ত্রিতং কূপে পাতয়িত্বা তদীয়ং ধনং সর্ব্বমপহৃত্য কূপঞ্চ রথচক্রেণ পিধায় প্রাস্থিষাতাং। ততঃ কূপে পতিতঃ স ত্রিতঃ কূপাদুত্তরীতুমশক্নুবন্ সর্ব্বে দেবা মামুদ্ধরন্ত্বিতি মনসা সস্মার। ততস্তেষাং স্তাবকমিদং সূক্তং দদর্শ। তত্র রাত্রৌ কূপস্থাশ্চন্দ্রমসো রশ্মীন্ পশ্যন্ পরিদেবয়তে।

• • •

প্রথমমণ্ডলস্য পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। বৈশ্বদেবায় বিনিযুক্তবাং।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

চন্দ্রমা অপ্‌স্বন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি।

ন বো হিরণ্যনেময়ঃ পদং বিন্দন্তি বিদ্যুতো

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

চন্দ্রমাঃ। অপ্‌ঽসু। অন্তঃ। আ। সুঽপর্ণঃ। ধাবতে। দিবি।

ন। বঃ। হিরণ্যঽনেময়ঃ। পদং। বিন্দন্তি। বিঽদ্যুতঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১॥

আপনি জলপান করিয়া অপর দুইজনের নিমিত্ত কূপ হইতে উদ্ধৃত জল প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে, জলপান করিয়া, ত্রিতকে কূপে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার ধন অপহরণান্তর রথচক্রের দ্বারা কূপকে আবৃত করিয়া, প্রস্থান করেন। অতঃপর কূপে পতিত সেই ত্রিত কূপ হইতে উত্তরণ করিতে অসমর্থ হইয়া 'সকল দেবগণ আমাকে উদ্ধার করুন।' এইরূপ মনে স্মরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর সেই দেবগণের স্তাবক (ঋষি) তিনি এই সূক্ত দর্শন করিয়াছিলেন। সেখানে রাত্রিতে কূপের মধ্যে চন্দ্রের রশ্মিসমূহকে তিনি দেখিয়া দেবগণকে উপাসনা করিয়াছিলেন।

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অপ্‌সু' (সত্ত্বভাবেষু) 'অন্তঃ' (মধ্যে বর্ত্তমানঃ) 'সুপর্ণঃ' (শোভনগতিশীলঃ, ঊর্দ্ধনয়নসমর্থঃ ইত্যর্থঃ) 'চন্দ্রমাঃ' (স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বনিলয়ে স্বর্গে ইত্যর্থঃ) 'আ ধাবতে' (সঙ্গচ্ছতে, লোকান্ নয়তি ইত্যর্থঃ); 'হিরণ্যনেময়ঃ' (পরমহিতসাধকাঃ) 'বিদ্যুতঃ' (জ্যোতিঃস্বরূপাঃ দেবাঃ) 'বঃ' (যুষ্মাকং) 'পদং' (গমনাগমনতত্ত্বং, যুষ্মান্ প্রাপ্তেঃ উপায়রূপং কর্ম্ম ইত্যর্থঃ) 'ন বিন্দন্তি' (অস্মাকং ইন্দ্রিয়াণি ন বিজানন্তি); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (অজ্ঞানতারূপস্য এতস্য দুঃখস্য কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (অবগচ্ছতং, জ্ঞাত্বা এতদ্দুঃখং দূরীকুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ,—সৎকর্ম্মসহজাতং জ্ঞানং পরিত্রাণসাধকং ভবতি, এতত্তত্ত্বং বিমূঢ়ানি ইন্দ্রিয়াণি ন অনুভূয়ন্তে; হে দেবাঃ! যুষ্মাকং প্রাপ্ত্যুপায়ং অস্মান্ বিজ্ঞাপয়ত ॥ (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

সত্ত্বভাব-সমূহের মধ্যে বর্ত্তমান, শোভনগতিশীল অর্থাৎ ঊর্দ্ধনয়ন-সমর্থ, স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণ,—দ্যুলোকে সত্ত্বনিলয় স্বর্গে, সর্ব্বতোভাবে গমন করে—মনুষ্যগণকে লইয়া যায়। পরমহিতসাধক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনাদিগের গমনাগমনতত্ত্বকে অর্থাৎ, আপনাদিগকে প্রাপ্তির উপায়-রূপ কর্ম্মকে আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল অবগত নহে। হে দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধীয় দেবগণ! আমার অজ্ঞানতা-রূপ এই দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হউন—অবগত হইয়া এই দুঃখকে দূর করুন। (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসহজাত জ্ঞান পরিত্রাণসাধক হয়; এ তত্ত্ব বিমূঢ় ইন্দ্রিয়সকল অনুভব করে না। হে দেবগণ! আপনাদিগকে প্রাপ্তির উপায় আমাদিগকে জানাইয়া দিউন।) ॥ (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অপ্‌স্বান্তরিক্ষাসু। উদকময়ে মণ্ডলেঽন্তর্মধ্যে বর্ত্তমানঃ সুপর্ণঃ শোভনপতনঃ। যদ্বা সুপর্ণ ইতি রশ্মিনাম। সুষুম্নাখ্যেন সূর্য্যরশ্মিনা যুক্তশ্চন্দ্রমা দিবি দ্যুলোক আ ধাবতে। আধ্

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অপ্‌সু' অন্তরিক্ষসমূহে উদকময়মণ্ডলে 'অন্তঃ' মধ্যে অবস্থিত 'সুপর্ণঃ' শোভনপতন। অথবা সুপর্ণ রশ্মির নাম। সুষুম্নাখ্যাত সূর্য্যরশ্মিদ্বারা যুক্তঃ 'চন্দ্রমাঃ' চন্দ্র 'দিবি' দ্যুলোকে

মর্য্যাদায়াং। একেনৈব প্রকারেণ ধাবতে। শীঘ্রং গচ্ছতি। তাদৃশস্য চন্দ্রমসঃ সম্বন্ধিনো হে হিরণ্যনেময়ঃ সুবর্ণসদৃশপর্য্যন্তাঃ। যদ্বা হিতরমণীয়প্রান্তাঃ বিদ্যুতো বিদ্যোতমানা রশ্ময়ো বো যুষ্মাকং পদং পাদস্থানীয়মগ্রং ন বিন্দন্তি। মদীয়ানীন্দ্রিয়াণি কূপেনাবৃতত্বাৎ লভন্তে। অত ইদমনুচিতং। তস্মাৎ কূপাদস্মানুদ্ধারয়তেত্যর্থঃ। অপিচ। হে রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ মে মদীয়মস্যেদং স্তোত্রং বিত্তং। জানীতং। যদ্বা মদীয়ং কূপপতনরূপং যদিদং দুঃখং তদবগচ্ছতং। মদীয়ং স্তোত্রং শ্রুত্বা মদীয়ং দুঃখং জ্ঞাত্বা বাস্মাৎ কূপাদস্মানুদ্ধারয়তমিত্যর্থঃ।

চন্দ্রমাহ্লাদনং সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মিমীত ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রে মোডিদিত্যসুন্। দাসী-ভারাদিষু পাঠাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ধাবতে। সৃ গতৌ। পাঘ্রেত্যাদিনা বেগিতায়াং ধাবাদেশঃ। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। বিত্তং। বিদ জ্ঞানে। লেট্যাদিষ্বাচ্ছপো লুক্। পাদাদি-ত্বান্নিহতস্তিঙ্ ইতি নিঘাতাভাবঃ। অস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বা-চ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং॥ (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১১৩৫) ঋকের বিশদার্থ।

—•×•—

ব্যাখ্যাকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে এই মন্ত্রে বিবিধ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে, কেহ বা মন্ত্রটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; কেহ বা চারি অংশে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা

'আ ধাবতে'। আঙ্ পদ মর্য্যাদাতে। একই প্রকারে 'ধাবতে' শীঘ্র গমন করে। সেইরূপ চন্দ্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হে 'হিরণ্যনেময়ঃ' সুবর্ণসদৃশ পর্য্যন্ত অথবা হিতরমণীয় প্রান্ত 'বিদ্যুতঃ' দ্যোতমান রশ্মিসমূহ! 'বঃ' আপনাদিগের 'পদ,' পাদস্থানীয় অগ্রভাগ 'ন বিন্দন্তি' আমাদিগের ইন্দ্রিয়সকল কূপের দ্বারা আবৃত-হেতু লাভ করে না। অতএব ইহা অনুচিত। সেইহেতু কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন—ইহার অর্থ। আরও, রোদসী 'হে দ্যাবাপৃথিবী' 'মে' আমার 'অস্য' এই স্তোত্র 'বিত্তং' অবগত হউন। অথবা আমার কূপপতন-রূপ যে এই দুঃখ, তাহা অবগত হউন। আমার স্তোত্র শুনিয়া, আমার দুঃখ অবগত হইয়া, এই কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার—করুন ইহাই অর্থ।

চন্দ্রমাঃ। সমস্ত জগতের আহ্লাদক ও নির্ম্মিয়িতা—এই অর্থে চন্দ্রমাঃ পদ হয়। চন্দ্রে 'মোডি' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয়। দাসীভারাদিসমূহের মধ্যে পঠিত হওয়ায়, পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ধাবতে। সৃ ধাতু গত্যর্থক। 'পাঘ্র' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেগ অর্থে ধাব আদেশ। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। বিত্তং। বিদ ধাতু জ্ঞানার্থক। লোটে অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। পাদাদিত্ব-হেতু 'নিহতস্তিঙঃ' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের অভাব। অস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং' ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মের সম্প্রদানত্ব-হেতু চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

মন্ত্রটিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম চরণটীকে একটী 'বাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকার অর্থ-পরিগ্রহণে, এক দৃষ্টিতে নৈসর্গিক নিয়মের বিষয় প্রকাশ পাইতেছে; অন্য দৃষ্টিতে, আর্য্য ঋষিগণ যে বিশেষ বিশেষ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাই বোধ-গম্য হইতেছে। একদিকে স্নিগ্ধ সুন্দর কিরণযুক্ত চন্দ্রের সৌন্দর্য্য-সুষমার কারণ বিবৃত রহিয়াছে; অপর দিকে চন্দ্রের বিমান-বিহার-রূপ গতি-শীলতার বিষয় প্রকাশ পাইতেছে। ভাষ্যকার এই অংশের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল মাত্র চন্দ্রের গতিশীলতার পরিচয় প্রকাশ পায় নাই; পরন্তু, চন্দ্র যে স্বচ্ছ এবং স্বয়ং সূর্য্যালোকে প্রতিভাত হইয়া জগতে আলোক বিতরণ করেন—এই তত্ত্বও বিবৃত হইয়াছে।

যাঁহারা মন্ত্রের প্রথম চরণটীকে একই বাক্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা 'সুপর্ণঃ' পদটীকে 'চন্দ্রমাঃ' পদের বিশেষণ-মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা, ঐ চরণের অন্তর্গত 'সুপর্ণঃ' পদকে 'চন্দ্রমাঃ' পদের বিশেষণ স্বীকার না করিয়া, ঐ দুই পদকে 'আ ধাবতে' ক্রিয়া-পদের দুইটী কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে 'সুপর্ণঃ' পদে 'পক্ষী' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে; এবং 'চন্দ্রমাঃ' পদ 'চন্দ্র' অর্থেরই দ্যোতক হইয়াছে।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী ব্যাখ্যা-উপলক্ষে দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম অংশে "ন বঃ হিরণ্যনেময়ঃ বিন্দন্তি বিদ্যুতঃ" বাক্যাংশ গৃহীত হইয়া থাকে। দুই প্রকার অন্বয়ে ঐ অংশের ব্যাখ্যা নিহিত হইতে দেখি। এক প্রকার ব্যাখ্যায় "হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ" পদদ্বয় দেবগণের সম্বোধন মধ্যে পরিগণিত হয়, এবং "ন বিন্দন্তি" ক্রিয়া-উপলক্ষে "ইন্দ্রিয়াণি" কর্তৃপদ অধ্যাহৃত হইয়া থাকে। অন্য প্রকার ব্যাখ্যায়, সম্বোধ্য 'দেবাঃ' পদ অধ্যাহৃত হয়, এবং "বিন্দন্তি" ক্রিয়া-পদের কর্তৃপদ-রূপে "হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ" পদদ্বয় গৃহীত হইতে দেখি। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বঃ' পদ-উপলক্ষেই মন্ত্রাংশে ঐরূপ বিবিধ ভাবের পরিকল্পনা দেখা যায়। ঐ পদ উপলক্ষ করিয়াই ব্যাখ্যাকারগণ 'বিদ্যুতঃ' পদকে 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, এবং 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদ উহার বিশেষণ-

রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তদনুসারে অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হিরণ্যনেমি রশ্মিসমূহ আপনাদিগের পদ জানে না।' ভাষ্যকার ঐ অংশের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে 'ইন্দ্রিয়াণি' পদ অধ্যাহার করিয়াছেন; এবং ঐ 'ইন্দ্রিয়াণি' পদকে 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, "হিরণ্যনেময়ঃ বিদ্যুতঃ" পদ সম্বোধনের পদ। ঐ দুই পদে দেবগণকেই লক্ষ্য করিতেছে। একটী ইংরাজী অনুবাদে আবার দেখিতে পাই, 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের কর্ত্তানিরূপণ-উপলক্ষে 'মনুষ্যগণ' এই পদ অধ্যাহৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ,—"রোদসী মে অস্য বিত্তং।" এতদংশের 'অস্য' পদ-উপলক্ষে সকলেই 'এই স্তোত্র' এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বিত্তং' পদকে 'আপনি অবগত হউন'—এই অর্থে, সকলেই ক্রিয়া পদ বলিয়া স্থির করিয়া গিয়াছেন।

ভাষ্যে এই মন্ত্রের যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাষ্যের বঙ্গানুবাদেই প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে প্রচলিত একটি বাঙ্গালা ও দুইটি ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে কি ভাবে কি দৃষ্টিতে অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাও উপলব্ধ হইবে। যথা,—

(১) "উদকময় অন্তরীক্ষে বর্ত্তমান চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে: হে স্বর্ণনেমি রশ্মিসমূহ, (আমার ইন্দ্রিয়গণ) তোমার পদ জানে না। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার এই (স্তোত্র) অবগত হও।"

(2) "Within the waters runs the Moon, he with the beauteous wings in heaven.

Ye lightning with your golden wheels, men find not your abiding place. Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

(3) "The Moon moves swiftly through the waters and the Bird flies in the heaven. The lightnings of golden rims do not know your abode. Heaven and Earth, mind this prayer of mine."

এক্ষণে, আমরা কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের কি অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

সম্পূর্ণ প্রথম চরণটিকে আমরা একই 'বাক্য' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'অপ্সু' পদে পূর্ব্বাপর 'সত্ত্বভাবেষু' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। এস্থলেও সেই প্রতিবাক্যেই সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। 'চন্দ্রমাঃ' পদে আমরা 'স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণঃ' এবং ঐ পদের বিশেষণ 'সুপর্ণঃ' পদে 'শোভনগমনশীলঃ ঊর্দ্ধনয়নসমর্থঃ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'সত্ত্বভাবের মধ্যেই ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ অর্থাৎ পরিত্রাণসাধক স্নিগ্ধজ্ঞানকিরণ বিদ্যমান আছে; তাহাই মনুষ্যগণকে সত্ত্বনিলয় স্বর্গে লইয়া যায়; অর্থাৎ, মনুষ্যের গতি-মুক্তির বিধান করে।'

এই সূক্তের মন্ত্রগুলি বিশ্বদেবগণ-সম্বন্ধে প্রযুক্ত; মন্ত্রগুলিতে সমগ্র দেবতাকে বা দেবভাব-সমূহকে আবাহন করা হইয়াছে। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'হিরণ্যনেময়ঃ' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদকে সম্বোধনের পদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদে 'পরম হিতসাধক' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদে 'জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় দেবগণ' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'বঃ' পদে ভাষ্যানুমোদিত 'যুষ্মাকং' প্রতিবাক্যই গৃহীত হইয়াছে। 'পদং' পদে কেহ বা 'নবাসস্থান' এবং কেহ বা 'পদ' অর্থ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ঐ দুই অর্থেই যৌক্তিকতা দেখি। 'হিরণ্যনেময়ঃ' এবং 'বিদ্যুতঃ' পদদ্বয়ে 'পরমহিতসাধক' ও 'জ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময়' অর্থ গ্রহণ করিলে, 'পদং' পদে 'পদ' অথবা 'আবাস-স্থান' এই দুই অর্থেই সঙ্গতি লক্ষিত হয়। ঐ অর্থ হইতেই ঐ পদে 'আপনাদিগের গমনাগমনতত্ত্ব—আপনাদিগকে পাইবার উপায়' এবম্বিধ ভাবার্থ গ্রহণ করা যায়। ভাষ্যেরই অনুসরণে, 'বিন্দন্তি' ক্রিয়া-পদের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট কল্পনা করিয়া, আমরাও 'ইন্দ্রিয়াণি' কর্তৃপদের সার্থকতা দেখিয়াছি। এইরূপে, দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে পরমহিতসাধক জ্যোতিঃস্বরূপ দেবগণ! আপনাদিগকে কি প্রকারে পাওয়া যায়, সেই তত্ত্ব আমাদিগের বিমূঢ় ইন্দ্রিয়গণ অবগত নহে।'

আর এক দৃষ্টিতেও ঐ মন্ত্রাংশের অর্থ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। তাহাতে 'হিরণ্যনেময়ঃ' পদের অর্থ হয়—সুবর্ণনেমিবিশিষ্ট; অর্থাৎ,

যাহার অগ্রভাগ সুবর্ণময় বা সম্মুখভাগ আলোকময়। এতদ্দ্বারা আরব্ধ কর্ম্মের বহিরঙ্গের উপরের চাকচিক্য ও অভ্যন্তরের অন্ধকারের ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ দৃষ্টিতে 'বিদ্যুতঃ' পদের অর্থ হয়—'ক্ষণিক আলোক।' যে আলোক ক্ষণপ্রভাবিশিষ্ট, যে আলোক নিমেষে উদয় হইয়া নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, 'বিদ্যুতঃ' পদে সেই আলোকের অর্থাৎ ক্ষণিক জ্ঞানোদয়ের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এ দৃষ্টিতে ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'উপরের চাকচিক্যে বা বিচ্ছিন্ন জ্ঞানালোকে দেবতত্ত্ব অধিগত হয় না। দেবতত্ত্ব বা দেবভাবের মাহাত্ম্য অবগত হইবার জন্য, জ্ঞানালোক-লাভের—অক্ষুণ্ণ সৎকর্ম্মের—প্রয়োজন হয়। দিব্য জ্ঞানালোকে হৃদয় উদ্ভাসিত না হইলে, সৎকর্ম্মে চিরনিয়োজিত না থাকিলে, দেবগণের তত্ত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব।' এই শিক্ষা এই মন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ—'রোদসী মে অস্য বিত্তং।' আমরা 'রোদসী' পদে 'দ্যুলোক এবং ভূলোক-সম্বন্ধীয় দেবগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্যুলোককে ও ভূলোককে সম্বোধন করায়, তৎসম্বন্ধীয় সর্ব্ব-দেবগণকে বা দেবভাবসমূহকে আহ্বানের ভাবই প্রকাশ পায়। 'অস্য' পদে 'অজ্ঞানতা-রূপ এই দুঃখের কারণ' এইরূপ ভাবার্থ গৃহীত হইয়াছে। 'বিত্তং' পদে 'দুঃখের কারণ জানিয়া দুঃখকে দূর করুন' এইরূপ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—সকল দেবতা বা দেবভাব আমার মধ্যে সঞ্জাত হউক। এই অংশ ধ্রুবা-রূপে এই সূক্তের প্রতি মন্ত্রের শেষে সংযোজিত দেখি। তাহাতে বুঝা যায়, সূক্তের প্রতি মন্ত্রেই আপনার দুঃখের বিষয় দেবগণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, দুঃখ-নাশ-পক্ষে প্রার্থনা করা হইয়াছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রে ভাব উপলব্ধ হয় এই যে,—'সৎকর্ম্মসহজাত জ্ঞান, পরিত্রাণসাধক হয়; এই তত্ত্ব, বিমূঢ় ইন্দ্রিয়-সকল অবগত নহে। হে দেবগণ! সেই তত্ত্ব জানাইয়া, আপনাদিগকে পাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিউন;—আমাদিগকে দেবভাবে ভাবান্বিত করুন।' (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অর্থমিদ্বা উ অর্থিন আ জায়া যুবতে পতিং।

তুঞ্জাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে

বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ২ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

অর্থং। ইৎ। বৈ। উং ইতি। অর্থিনঃ। আ। জায়া। যুবতে। পতিং।

তুঞ্জাতে ইতি। বৃষ্ণ্যং। পয়ঃ। পরিদায়। রসং। দুহে।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ২ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! যুষ্মাকং কৃপয়া 'অর্থিনঃ' (ধনাভিলাষিণঃ) 'অর্থং' (ধনং) 'ইদ্বৈ' (নিশ্চিতং প্রাপ্নুবন্তি), 'উ' (তথা) 'জায়া' (ভার্য্যা, সহধর্ম্মিণী ('পতিং' (স্বামিনং) 'আ যুবতে' (সর্ব্বতো ভাবেন প্রাপ্নোতি); যুষ্মাকং 'বৃষ্ণ্যং' (অভীষ্টবর্ষকং) 'পয়ঃ' (অমৃতসত্বং) 'তুঞ্জাতে' (ভুঞ্জতি, উপাসকান্ রক্ষতি), 'পরিদায়' (বিপন্নাবস্থায়াং পতিতা) 'রসং' (যুষ্মাকং অনুগ্রহং) 'দুহে' (আকর্ষয়ামি, যাচে ইত্যর্থঃ); 'রোদসী' (দ্যাবা-পৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তৎ দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ! যুষ্মাকং অনুকম্পয়া ইহজগতি সর্ব্বে রক্ষাং প্রাপ্নুবন্তি, অকিঞ্চনং মাং প্রতি কৃপাপরায়ণাঃ ভবত। (১ম—১০৫সূ—২ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপায় ধনাভিলাষী নিশ্চয় ধন প্রাপ্ত হয়, এবং সহধর্ম্মিণী পতিকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়; আপনাদিগের অভীষ্টবর্ষক শুদ্ধসত্ত্ব, উপাসকগণকে রক্ষা করে; বিপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া, আমি আপনাদিগের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছি; এই দ্যুলোক ও ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হউন—অবগত হইয়া তাহাকে দূর করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আপনাদিগের অনুকম্পায় ইহজগতে সকলে রক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে; অকিঞ্চন আমার প্রতি একবার কৃপাপরায়ণ হউন।)॥ (১ম—১০৫সূ—১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অর্থিনো ধনমপেক্ষমাণাঃ পুরুষা অর্থমিদ্বৈ অপেক্ষিতং ধনং প্রাপ্নুবন্ত্যেব। মাহং প্রাপ্নোমি। উ ইত্যেতৎ পাদপূরণং। অপিচ জায়াস্মদীয়া ভার্য্যা পতিং স্বপতিমাযুবতে। আভিমুখ্যেন প্রাপ্নোতি। মদীয়া তু মদ্বিরহাদ্ধতাসীৎ। অপিচ সংযুক্তৌ তৌ জায়াপতী বৃষ্ণ্যং বীর্য্যরূপং পয় উদকং তুঞ্জাতে। প্রজননাখ্যস্যোন্য সঙ্ঘট্টনেন প্রেরয়তঃ। তদনন্তরং রসং পুরুষস্য সারভূতং বীর্য্যং পরিদায় গর্ভাশয়েনাদায় গর্ভরূপেণ ধৃত্বা দুহে। দুগ্ধে। পুত্ররূপেণ জনয়তি। মমতু পুত্রোঽপি নোৎপদ্যতে। অত ইদং মদীয়ং দুঃখং হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ জানীতং।

উ। উঞ্ ইতি শাকল্যস্য মতেন প্রগৃহ্যত্বাৎ প্লুতপ্রগৃহ্যা অচীতি প্রকৃতিভাবঃ। যুবতে।

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অর্থিনঃ' ধনের অপেক্ষাকারী (ধনপ্রার্থনাকারী) পুরুষগণ 'অর্থমিদ্বৈ' অপেক্ষিত (প্রার্থিত) ধনকে প্রাপ্ত হয়ই; আমি প্রাপ্ত হই না। 'উ' এই পদ পাদপূরণ। আরও, 'জায়া' অস্মদীয়া ভার্য্যা 'পতিং' নিজের স্বামীকে 'আযুবতে' আভিমুখ্যের দ্বারা প্রাপ্ত হয়; কিন্তু আমার পত্নী, আমার বিরহ-হেতু হত (মৃত-প্রায়) আছে। অপিচ, সম্মিলিত সেই জায়া ও পতি 'বৃষ্ণ্যং' বীর্য্যরূপ উদককে 'তুঞ্জাতে' প্রজা উৎপত্তির জন্য অন্যোন্য সঙ্ঘট্টনের দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হয়। তদনন্তর 'রসং' পুরুষের সারভূত বীর্য্যকে 'পরিদায়' গর্ভাশয়ে গর্ভরূপের দ্বারা ধারণ করিয়া 'দুহে' (দুগ্ধে) দোহন করে, পুত্ররূপে উৎপাদন করে; কিন্তু আমার পুত্রও উৎপন্ন হয় না। অতএব, আমার এই দুঃখকে হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা অবগত হউন।

উ। 'উঞ্' এই পদ শাকল্যের মতের দ্বারা প্রগৃহীত হওয়ায় 'প্লুত প্রগৃহ্যা অচি' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিভাব। যুবতে। যু-ধাতু মিশ্রণার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ।

বৃ-মিশ্রণে। ব্যত্যয়েনাত্মনেপদং। শপ্লুকি প্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। ভুঞ্জাতে। ভুজিপিজি হিংসাবলদাননিকেতনেষু। ইদিত্বান্নুম্। ব্যত্যয়েন শ্নম্। শ্নান্নলোপঃ। দুহে। দুহ প্রপূরণে। লোপস্ত আত্মনেপদেষ্বিতি তলোপঃ॥ (১ম—১০৫সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (১১৩৬) ঋকের বিশদার্থ।

—•: × :•—

মন্ত্রটী যুগপৎ ভগবন্মাহাত্ম্য-খ্যাপক ও প্রার্থনা-মূলক। মন্ত্রের অন্তর্গত কয়েকটী পদের অর্থ উপলক্ষে মন্ত্রের ভাব আমাদিগের ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। তদুপলক্ষে দ্বিতীয় চরণের কয়েকটী পদ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

মন্ত্রের অন্তর্গত 'বৃষ্ণ্যং পয়ঃ' পদদ্বয় উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে 'বীর্য্য-রূপ উদক' অর্থ পরিলক্ষিত হয়। 'বৃষ্ণ্যং' পদ বৃষ-ধাতু হইতে উৎপন্ন; বর্ষণ অর্থে উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তদনুসারে 'অভীষ্টবর্ষক' অর্থে উহার প্রয়োগ দেখা যায়। যিনি আমাদিগের কামনা অর্থাৎ সদভিলাষ পূর্ণ করেন, তাঁহাকেই 'বৃষ্ণ্যং' বলা হয়। কে তিনি—আমাদিগের অভীষ্টবর্ষক? সেই শুদ্ধসত্ত্বসমন্বিত ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন ভগবান্ নহেন কি? এই জন্য, তাঁহারই উদ্দেশে ঐ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। 'পয়ঃ' পদ উপলক্ষে ভাষ্যে 'উদক' অর্থ পরিদৃষ্ট হয়। আমরা ঐ পদে পূর্ব্বাপর 'শুদ্ধসত্ত্ব সদ্ভাব' এইরূপ অর্থে সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। 'ভুঞ্জাতে' পদটী জননার্থক বলিয়া ভাষ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ পদটীকে 'ভুঞ্জতি' পদের রূপান্তর বলিয়া মনে করি। দেবতা বা দেবভাব—উপাসকদিগকে

শপের লোপ প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা শঃ-প্রত্যয়। ভুঞ্জাতে। ভুজি ও পিজি ধাতু—হিংসা, বল, দান ও নিকেতন অর্থ বুঝায়। ইদিত্ব-হেতু নুম্। ব্যত্যয়ের দ্বারা শ্নম্। শ্নাতের ন-লোপ। দুহে। দুহ-ধাতু প্রপূরণার্থক। 'লোপস্ত আত্মনেপদেষু' ইত্যাদি সূত্রে ত-লোপ। (১ম—১০৫সূ-২ঋ)॥

• • •

রক্ষা করেন—উপাসকগণের হৃদয়ে সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য প্রদান করেন। আমরা বলি, "বৃষণ্যং পয়ঃ তুঞ্জাতে" বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'পরিদায়' পদটীতে প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'গর্ভে গর্ভরূপ ধারণ করিয়া' এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ঐ পদে 'বিপন্নাবস্থায় পতিত হইয়া' এইরূপ অর্থ পরিগ্রহণ করা যায়। 'রসং' পদটীতে 'পুরুষের সারভূত বীর্য্য' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ পদে 'ভগবানের দয়া—ভগবানের অনুকম্পা।' এইরূপ ভাব আমরা প্রাপ্ত হই। 'দুহে' পদটীর প্রতিবাক্যে ভাষ্যে বিভক্তি-ব্যত্যয় দৃষ্ট হয়। তাহাতে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'দোহন করে—উৎপন্ন করে।' এইরূপে, সন্তান উৎপাদনের বিষয় এখানে নিবৃত্ত আছে—ইহাই সাধারণতঃ কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা ঐ পদের বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করি না। 'অহং দুহে' এবম্বিধ অন্বয়েই আমরা এখানে ভাবসামঞ্জস্য দেখিতে পাই। এতদনুসারে ঐ পদে 'আকর্ষণ করি অর্থাৎ ভগবানের অনুকম্পা প্রার্থনা করি'—এইরূপ অর্থই সিদ্ধ হয়।

কি ভাবে কি দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ প্রচলিত আছে, তাহার একটী আদর্শ (মন্ত্রের একটী অনুবাদ) নিম্নে প্রকটন করিতেছি। যথা,—

"The man who cherishes his wishes gets them and the wife meets the husband. Together the couple promotes the (flow of the) virile seed, and, as the one gives it to the other, each finds pleasure. Heaven and Earth, mind this prayer of mine."

এস্থলে এই ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বেই মর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু আমাদিগের ব্যাখ্যায় সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'হে ভগবন্! আপনার কৃপায়, সকলেই অজ্ঞানতা-রূপ মোহান্ধকার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আপনাতেই লীন হইয়া যায়। আমি অতি অধম অভাজন; আপনার কৃপায়, সত্ত্বভাব লাভ করিয়া, যেন আপনাতে লয়প্রাপ্ত হই। করুণাময়! আমার সম্বন্ধে এই করুণা বিধান করুন।' (১ম—১০৫সূ—২ঋ)॥

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

মোষু দেবা অদঃ স্ব১রব পাদি দিবস্পরি।

মা সোম্যস্য শম্ভুবঃ শূনে ভূম কদাচন বিত্তং

মে অস্য রোদসী॥ ৩॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

মো ইতি। সু। দেবাঃ। অদঃ। স্বঃ। অব। পাদি। দিবঃ। পরি।

মা। সোম্যস্য। শম্ऽভুবঃ। শূনে। ভূম। কদা। চন। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ—যুষ্মাকং প্রভাবেণ ইতি যাবৎ) 'স্বঃ' (স্বর্গস্য) 'অদঃ' (তৎ, জ্ঞানং শুদ্ধসত্ত্বং বা) 'দিবঃ' (দ্যুলোকাৎ—আগতা ইতি যাবৎ) 'পরি' (উপরি, ময়ি ইত্যর্থঃ) 'মোষু অবপাদি' (কদাপি ন অবপন্নং ভবতি, কদাপি তৎ ন অহং প্রাপ্নোমি ইত্যর্থঃ) ; দেবত্বপ্রভাবেন ময়ি সত্ত্বভাবং জ্ঞানং চ সঞ্চারিতং ভবতু—ইতি ভাবঃ ; 'শম্ভুবঃ' (সুখস্য ভাবয়িতুঃ, সুখপ্রদস্য) 'সোম্যস্য' (সত্ত্বভাবস্য) 'শূনে' (পরিবর্জনে) 'কদাচন' (কদাপি, কস্মিন্‌কালেঽপি) 'মা ভূম' (সমর্থং ন ভবামি) ; দেবসমীপে অহং সুখপ্রদং সত্ত্বভাবং যাচে—ইতি ভাবঃ, 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দুঃখস্য ক্ষোভস্য বা—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—দেবাঃ মাং সত্ত্বসমন্বিতং সুখিনং কুর্ব্বন্তু। (১ম—১০৫সূ—৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত)! আপনাদিগের প্রভাবে স্বর্গের সেই জ্ঞান বা শুদ্ধসত্ত্ব স্বর্গ হইতে আসিয়া আমাতে কখনও কি পতিত হইবে না?—কখনও কি তাহা আমি পাইব না? (ভাব এই যে,—দেবত্বপ্রভাবে আমাতে সত্ত্বভাব ও জ্ঞান সঞ্চারিত হউক); সুখপ্রদ সত্ত্বভাবের পরিবর্দ্ধনে কখনও কি আমি সমর্থ হইবে না? (ভাব এই যে,—দেবসমীপে আমি সুখপ্রদ সত্ত্বভাব যাচ্ঞা করিতেছি); হে দ্যাবা-পৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ আপনারা অবগত হইন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণ আমাকে সত্ত্ব-সমন্বিত সুখী করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—৫ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ স্বঃ স্বর্গে বর্ত্তমানমদস্তদস্মদীয়ং পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাত্মকং সন্তানং দিবস্পরি দিবস্তোপরি বর্ত্তমানং মোষু মৈবাবপাদি। অবপন্নং বিপন্নং প্রভ্রষ্টং মা ভূৎ মম পুত্রাভাবাৎ। পুত্রেণ লোকাঞ্জয়তি নাপুত্রস্য লোকোহস্তীতি শ্রুতেঃ। অতো বয়ং সোমাস্য সোমপানার্হস্য পিতৃগণস্য শম্ভুবঃ সুখস্য ভাবয়িতুঃ পুত্রস্য শূনে অপগমনে কদাচন কদাচিদপি মা ভূম। যুষ্মৎপ্রসাদান্মম পুত্রা জায়ন্তাং। অতো মামস্মদ্দুঃখা-দুত্তারয়তেত্যর্থঃ। হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ যুবাং চ মদীয়ং বিজ্ঞাপনং জানীতং।

মো। মা উ ইতি নিপাতদ্বয়সমুদায়ো মৈবেত্যস্যার্থে। সু ইত্যেতদবধারণে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবাঃ' হে দেবগণ 'স্বঃ' স্বর্গে বর্ত্তমান 'অদঃ' সেই আমাদিগের পিতৃপিতামহ প্রপিতামহাত্মক সন্তানগণ 'দিবস্পরি' দ্যুলোকের উপরি বর্ত্তমান 'মোষু' না 'অবপাদি' অবপন্ন বিপন্ন প্রভ্রষ্ট যেন হন—আমার পুত্রাভাবের জন্য। শ্রুতি আছে,—'পুত্রেণ লোকাঞ্জয়তি নাপুত্রস্য লোকোহস্তি' (ঐ॰ ব্রা॰ ৭.১৩) ইত্যাদি, অর্থাৎ, পুত্রের দ্বারা লোকগণকে উদ্ধার করে, অপুত্রক জন অধোগতি প্রাপ্ত হয়। অতএব আমরা 'সোমাস্য' সোমপানার্হ পিতৃগণের 'শম্ভুবঃ' সুখের জনিতা পুত্রের 'শূনে' অপগমনে 'কদাচন' কখনও 'মা ভূম' আপনাদিগের প্রসাদে আমার পুত্রগণ উৎপন্ন হউক। অতএব আপনারা আমাকে এই দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ করুন ইহাই অর্থ। আর, হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা আমার বিজ্ঞাপন অবগত হউন।

মো। 'মা উ' এই নিপাতদ্বয়সমুদায় মৈব এই অর্থে প্রযুক্ত। 'সু' এই পদে ইহার অবধারণ অর্থে। 'সুঞঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। পাদি। পদ-ধাতু গত্যর্থক।

সুত্র্‌ ইতি যবং। পাদি। সম্পদ্ভ্যো। চণ্ডে পদঃ। পা০ ৩.১।৬০। ইতি কর্ত্তরি লুঙি চ্লেশ্চিণাদেশঃ। দিবঃ। উডিদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। পঞ্চম্যাঃ পরাবধ্যর্থ ইতি বিসর্জ্জনীয়স্য সত্বং। সোম্যস্য সোমমর্হতি যঃ। পা০ ৪।৪।১৩৭। ইতি যপ্রত্যয়ঃ। সম্ভুবঃ। ভবতেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্‌। শূনে। টুওশ্বি গতিবৃদ্ধ্যোঃ। ভাবে নিষ্ঠা। শ্বীদিতো নিষ্ঠায়ামিতীট্ প্রতিষেধঃ বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। ওদিতশ্চেতি নিষ্ঠানত্বং। ব্যত্যয়েনাদ্যুদাত্তত্বং। বৃষাদির্ব্বা দ্রষ্টব্যঃ॥ (১ম—১০৫সূ—৩ঋ)॥

তৃতীয় (১১৩৭) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই সূক্তের সূচনায়, ত্রিত নামক একজন ঋষির কূপে পতন এবং সে স্থান হইতে উদ্ধার লাভে অসমর্থতার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। ঐ পরিকল্পনার বশবর্ত্তী হইয়াই এই ঋকের ভাষ্য রচিত হইয়াছে। ভাষ্যানুসারে প্রধানতঃ এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—'ত্রিত ঋষি বহুকাল কূপ-মধ্যে পতিত ছিলেন। কূপ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি দেবগণের করুণাপ্রার্থী হয়েন। যাহাতে পুত্রের অভাবে, পিণ্ডদাতার অভাবে, তাঁহার পিতা, পিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ স্বর্গভ্রষ্ট না হন, সেই বিধান করিবার জন্য, এই মন্ত্রে তিনি দেবগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন।'

আমরা কিন্তু সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিতে প্রয়াস পাই নাই। বলা বাহুল্য, সূক্তানুক্রমণিকায় বর্ণিত উপাখ্যানের অনুসরণে মন্ত্রের মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটনের প্রয়াস পাইলে, সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

'চিণ্ তে পদঃ' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৩।১।৬০) কর্ত্তৃবাচ্যে লুঙে চ্লেশ্চিণ আদেশ। দিবঃ। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। পঞ্চমীতে 'পরাবধ্যর্থঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিসর্জ্জনীয়ের সত্ব। সোম্যস্য। 'সোমমর্হতি যঃ' (পা০ ৪।৪।১৩৭) ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। সম্ভুবঃ। 'ভবতি'র (ভূ-ধাতুর) অন্তর্ভাবিতণার্থ-হেতু ক্বিপ্‌। শূনে। টুওশ্বি ধাতুতে গতি বৃদ্ধি বুঝায়। ভাবে নিষ্ঠা প্রত্যয়। 'শ্বীদিতো নিষ্ঠায়াং' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'ওদিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে নিষ্ঠানত্ব। ব্যত্যয়ের দ্বারা আদ্যুদাত্তত্ব। অথবা বৃষাদি দ্রষ্টব্য। (১ম—১০৫সূ—৩ঋ)॥

এ পক্ষে প্রথমেই বুঝিবার আবশ্যক হয়—'ত্রিত' ঋষিই বা কে, আর তাঁহার কূপে পতনই বা কি? এই রূপক-তত্ত্ব অধিগত হইলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হইয়া আসে। পূর্ব্বে (৫২ সূক্তের ৫ম ঋকের ব্যাখ্যায়) 'ত্রিতঃ' পদের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা গিয়াছে। যজুর্ব্বেদের একটী মন্ত্রের ব্যাখ্যাতেও এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এই সূক্তের উপসংহারেও এতদ্বিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হইবে।

ভাষ্যে, মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'অদঃ' পদ-উপলক্ষে 'আমাদিগের পিতৃপিতামহপ্রপিতামহ-রূপ সন্তানগণ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু 'অদঃ' পদের অর্থ—'সেই।' "স্বঃ অদঃ"—'স্বর্গের সত্ত্বনিলয়ের সেই' বলিতে কি ভাব মনে আসে? তাহাতে কি স্বর্গের শুদ্ধসত্ত্বের বা জ্ঞানের বিষয় মনে হয় না? আমরা সেই দৃষ্টিতেই 'স্বঃ' পদে 'স্বর্গের' এবং 'অদঃ' পদে 'সেই—জ্ঞান বা শুদ্ধসত্ত্বের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। পিতৃপিতামহ-গণকে আকর্ষণ করিয়া আনিবার কোনই বিশিষ্ট কারণ দেখি না। 'মোষু' পদে 'মা এব' প্রতিবাক্য ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। 'অবপাদি' পদে 'আমার পুত্রের অভাবে তাঁহারা, অবপন্ন বিপন্ন ভ্রষ্ট যেন না হয়' এইরূপ ভাবার্থ দৃষ্ট হয়। 'মোষু অবপাদি' পদদ্বয়ে 'কখনও কি তাহা আমি পাইব না' এইরূপ ভাব আমরা গ্রহণ করিয়াছি। মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় প্রতি-বাক্যাদিতে তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হইবে। এবম্প্রকার ভাব পরিগ্রহণে, প্রথম চরণের প্রচলিত যে অর্থ—'হে দেবগণ! আমার পুত্রের অভাবে যেন আমাদিগের পিতৃপিতামহগণ স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট না হন'; তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া, প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে—'হে দেবগণ! আপনাদিগের প্রভাবে কি কখনও স্বর্গের সেই শুদ্ধসত্ত্ব বা জ্ঞানের সঞ্চার আমাতে হইবে না?'

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশ দ্বিতীয় চরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। তাহার প্রথম অংশ—'মা সোম্যস্য শম্ভুবঃ শূনে ভূম কদাচন।' ভাষ্যে 'সোমস্য' পদে 'সোমপানার্হ পিতৃগণের' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। ব্যাখ্যা-উপলক্ষে এখানে সোম-শব্দের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এখানে সোম-শব্দে কদাচ 'সোমলতার রস' অর্থ সুসিদ্ধ হয় না। স্বর্গস্থ—লোকান্তর-প্রাপ্ত—শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় নীত—পিতৃপুরুষগণ যে সোমলতার

রস পান করিয়া সুখানুভব করেন,—এরূপ কল্পনাও মনে স্থান পায় না। তাঁহারা কি অবস্থায় কি সোম-সুধা পান করেন, মহাভারতে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ে সে তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। (মৎপ্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস' পঞ্চম খণ্ডে এই বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্রষ্টব্য।) তাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় শুদ্ধসত্ত্ব (অমৃত) পানে বিভোর থাকেন। আমরা পূর্ব্বাপর সোম শব্দে সত্ত্বভাবের পরিকল্পনায় ভাব-সঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি। এ স্থলেও ঐ পদে 'সত্ত্বভাবস্য' প্রতিবাক্য সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 'শূনে' পদে 'অপগমনে' অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'শূনে' পদের প্রকৃষ্ট অর্থ 'পরিবর্দ্ধনে'। আমরা এই অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধ করি। দ্বিতীয় চরণের ভাষ্যানুমোদিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'সোমপানার্হ পিতৃগণের সুখের ভাবয়িতা পুত্র যেন জন্মগ্রহণ করে।' কিন্তু এই চরণের প্রথম অংশ হইতে আমরা এই প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে দেবগণ! আপনাদিগের সমীপে আমি সুখপ্রদ সত্ত্বভাব যাচ্ঞা করিতেছি।' কি অর্থ কি ভাব পরিগ্রহ করিয়া আছে, ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধ হইবে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ ধ্রুবা-রূপে প্রত্যেক মন্ত্রের শেষ-ভাগেই প্রযুক্ত দেখিতে পাই। পূর্ব্বব্যাখ্যাত দুইটি মন্ত্রেই ঐ অংশের মন্ত্রার্থের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন করিয়াছি, তদনুসারে সমগ্র মন্ত্র হইতে এই ভাব পাওয়া যায় যে,—'হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট)! আপনাদিগের প্রভাবে কি কখনও এই অকিঞ্চন আমাতে সেই স্বর্গীয় শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হইবে না? আমি কি কখনও সুখপ্রদ সত্ত্বভাবের পরিবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইব না? চিরকালই কি আমি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত থাকিব? হে দ্যাবা-পৃথিবী-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখের কারণ অবগত হইয়া আমার দুঃখ দূর করুন। আমার হৃদয়ে শুদ্ধসত্ত্বের সঞ্চার হউক। আমি আপনাদিগের নিকট সত্ত্বভাব যাচ্ঞা করিতেছি।' (১ম—১০৫সূ—৩ঋ)।

—•—

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যজ্ঞং পৃচ্ছাম্যবমং স তদ্দূতো বি বোচতি।
ক্ব ঋতং পূর্ব্ব্যং গতং কস্তদ্বিভর্ত্তি নূতনো
বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যজ্ঞং। পৃচ্ছামি। অবমং। সঃ। তৎ। দূতঃ। বি। বোচতি।
ক্ব। ঋতং। পূর্ব্ব্যং। গতম্। কঃ। তৎ। বিভর্ত্তি। নূতনঃ।
বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ (যদ্বা—হে জ্ঞানদেব)! 'অবমং' (আদিভূতং, শ্রেষ্ঠং) 'যজ্ঞং' (সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্মণঃ স্বরূপং ইত্যর্থঃ) 'পৃচ্ছামি' (জ্ঞাতুমিচ্ছামি); 'দূতঃ' (দেবানাং দেবভাবানাং বা মিলনসাধকঃ) 'সঃ' (যজ্ঞঃ, সৎকর্ম্ম ইত্যর্থঃ, যদ্বা—জ্ঞানদেবঃ) 'তৎ' (তত্ত্বং, স্বরূপং) 'বি বোচতি' (বিজ্ঞাপয়তি বিশেষেণ কথয়তি ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ,—কর্ম্মতত্ত্বং জ্ঞাতুং ইচ্ছামি, মম কর্ম্মজ্ঞানং বা তৎ জ্ঞাপয়তু; 'পূর্ব্ব্যং' (সনাতনং, নিত্যং) 'ঋতং' (সত্যং সৎকর্ম্ম বা) 'ক্ব গতং' (কুত্র ইদানীং বর্ত্ততে); 'তৎ' (সত্যং সৎকর্ম্ম বা) 'কঃ নূতনঃ' (নবপ্রাণাঙ্গসম্পন্নঃ কঃ রিপুঃ ইতি যাবৎ) 'বিভর্ত্তি' (ধারয়তি, বাধয়তি); কুত্র বাধাঃ প্রাপ্য সত্যং লুক্কায়িতং তৎ তত্ত্বং মদীয়স্য অধিগতঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ; 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দুঃখস্য ক্ষোভস্য বা—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); দেবাঃ কর্ম্মতত্ত্বং ময়ি অধিগতং কৃত্বা মাং সৎকর্ম্মান্বিতং কুর্ব্বন্তু - ইতি প্রার্থনা। (১ম—১০৫সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (অথবা হে জ্ঞানদেব)! আদিভূত শ্রেষ্ঠ সৎকর্ম্মকে (সৎকর্ম্মের স্বরূপকে) জানিতে ইচ্ছা করি; দেবগণের অথবা দেবভাব-সমূহের মিলন-সাধক যজ্ঞ বা সৎকর্ম্ম (অথবা জ্ঞানদেব) সেই তত্ত্ব বিশেষভাবে জ্ঞাপন করেন; (ভাব এই যে,—কর্ম্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা করিতেছি, আমার কর্ম্ম অথবা জ্ঞান তাহা আমাকে জ্ঞাপন করুন); সনাতন নিত্য সত্য বা সৎকর্ম্ম—এখন কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন? সেই সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে নব্যপ্রাধান্যসম্পন্ন কোন্ রিপু ধারণ করিয়া আছে—বাধা প্রদান করিতেছে? (ভাব এই যে,—কোথায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া সত্য লুক্কায়িত সেই তত্ত্ব আমার অধিগত হউক); হে দ্যাবাপৃথিবী (দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ)! আমার এই দুঃখের বা ক্ষোভের কারণ আপনারা অবগত হউন—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণ কর্ম্মতত্ত্ব আমার অধিগত করাইয়া আমাকে সৎকর্ম্মান্বিত করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—৪ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজ্ঞং যজনীয়মবমং সর্ব্বেষাং দেবানামাদিভূতং। অগ্নির্ম্মুখং প্রথমো দেবতানামিতি শ্রুতেঃ। অগ্নির্বৈ দেবানামবম ইতি ব্রাহ্মণাচ্চ। তমগ্নিং পৃচ্ছামি। যন্ময়া পৃষ্টং তদ্দেবানাং দূতঃ সোঽগ্নির্ব্বিবোচতি। বিবিচ্য কথয়তু। কিং পুনস্তৎ পৃচ্ছ্যত ইতি তদুচ্যতে। হে অগ্নে ত্বদীয়ং পূর্ব্বকালীনমৃতং ভদ্রং স্তোতৃভ্যঃ কৃতং শ্রেয়ঃ ক গতং। কুত্রেদানীং বর্ত্ততে। নূতনো নবতরস্ত্বত্তোঽন্যঃ কঃ পুরুষস্তদ্ভদ্রং বিভর্ত্তি। ধারয়তি। যদি ত্বয্যবর্ত্তিষ্যত মমেদৃশী দশাপি না ভবিষ্যৎ। অতস্তৎ কগতমিতি কথয়॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যজ্ঞং' যজনীয় 'অবমং' সকল দেবগণের আদিভূত। শ্রুতি (ঐ॰ ব্রা॰ ১।৪) আছে,—'অগ্নির্ম্মুখং প্রথমো দেবতানাং' ইত্যাদি এবং ব্রাহ্মণ (তৈ॰ ব্রা॰ ১।১) হইতে জানা যায়,—'অগ্নির্বৈদেবানামবমং' ইত্যাদি। সেই অগ্নিকে 'পৃচ্ছামি' জিজ্ঞাসা করিতেছি। যেহেতু আমা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত, সেই হেতু দেবগণের 'দূতঃ' দূত সেই অগ্নি 'বিবোচতি' বিবেচনা করিয়া বলুন। কি জিজ্ঞাসা করা হইবে, পুনরায় তাহা কথিত হইতেছে। হে অগ্নি! আপনার 'পূর্ব্ব্যং' পুরাকালীন 'ঋতং' ভদ্র স্তোতৃগণের কৃত শ্রেয়ঃ 'ক গতং' এখন কোথায় বর্ত্তমান আছে? 'নূতনঃ' নবতর আপনা হইতে অন্য 'কঃ' কোন্ পুরুষ সেই ভদ্রকে ধারণ করিয়া আছেন? যদি আপনাতে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে আমার ঈদৃশী দশাও হইত না। অতএব, তাহা কোথায় রহিয়াছে, ইহা বলুন।

বোচতি। বচ পরিভাষণে। লেটোডাগমঃ। বচ উমিতি ব্যত্যয়েন ধাতোরুমাগমঃ। ক। কিমোঽদিতি সপ্তম্যর্থেঽৎ। কাতীতি কিমঃ কাদেশঃ। তিৎস্বরিত ইতি স্বরিতত্বং। পরেণ সহ ঋত্যক ইতি প্রকৃতিভাবঃ॥ (১ম—১০৫সূ—৪ঋ)॥

• • •

চতুর্থ (১১৩৮) ঋকের বিশদার্থ।

———•×•———

ব্যাখ্যা উপলক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণটী দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম অংশের 'অবমং যজ্ঞং' পদদ্বয়ে, 'আদিভূত যজনীয়' অর্থে, ভাষ্যে অগ্নিদেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু 'অবমং' পদে 'আদিভূত' অর্থ পরিগৃহীত হইলেও, ঐ পদে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, আদি ও অন্ত—এই দুই অর্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। 'যজ্ঞং' পদে 'যজনীয়ং' প্রতিবাক্য হইতেই 'সৎকর্ম্মানুষ্ঠান' অর্থ আসে। এ বিষয় বহুত্র আলোচনা করিয়াছি। 'যজ্ঞং' পদের সার্থকতার জন্য 'অবমং' পদে 'শ্রেষ্ঠ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এইরূপে, "অবমং যজ্ঞং পৃচ্ছামি" বাক্যাংশে, এইভাব পাওয়া যায় যে,—'হে দেবগণ! আমি সৎকর্ম্মের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি। কোন্ কর্ম্ম সৎ ও কোন্ কর্ম্ম অসৎ, আপনারা তাহা আমাকে জানাইয়া দিউন।'

প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশের 'সঃ' পদটী সমস্যামূলক। ঐ পদ কাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরিকল্পনা উপলক্ষেই মন্ত্রের ভাব বিভিন্ন গতি গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম অংশের 'অবমং যজ্ঞং' পদদ্বয়ে যদি অগ্নিকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে সিদ্ধান্তিত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—সে অগ্নি—সাধারণ অগ্নি নহে, সে অগ্নি—জ্ঞানাগ্নি; যে দৃষ্টিতে আমরা পূর্ব্বাপর অগ্নি-শব্দের অর্থ স্থির করিয়া আসিয়াছি, এ অগ্নি—সেই অগ্নি। ফলতঃ, হয় বিশ্বদেবগণ সম্বন্ধে, নয় জ্ঞানাগ্নি বিষয়ে—এই মন্ত্রের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। তাহাতেই, সর্ব্বথা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে। 'সঃ' পদটী যে 'যজ্ঞং' পদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, আমরা তাহাই

বোচতি। বচ ধাতু পরিভাষণার্থক। লেটে অট্ আগম। 'বচ উং' ইত্যাদি ব্যত্যয়ের দ্বারা ধাতুর উম্ আগম। ক। 'কিমোঽৎ' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর অর্থে অৎ-প্রত্যয়। 'কাৎ' ইত্যাদি সূত্রে কিং স্থানে ক আদেশ। 'তিৎস্বরিতঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। পরের সহিত 'ঋত্য কঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিভাব। ৪॥

নির্দ্দেশ করিয়াছি। মন্ত্রের সম্বোধ্য বিশ্বদেবগণ হইলে, তাহাতেই ভাব-সঙ্গতি থাকে। পরন্তু জ্ঞানদেবতা সম্বন্ধে মন্ত্রের প্রযুক্তি স্বীকার করিলে, তাহাতেও 'সঃ' পদের সার্থকতা দেখা যায়। 'দূতঃ' পদ প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'সংবাদবাহক মিলনসাধক' অর্থে প্রযুক্ত হয়। সৎকর্ম্মের সংবাহক দূত—কাহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারি? জ্ঞানদেবতাই সৎকর্ম্মের দূত। এই দৃষ্টিতে "সঃ দূতঃ তৎ বি বোচতি" এই বাক্যাংশে এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'সেই জ্ঞানদেবতা দেবগণের অর্থাৎ সত্ত্বভাবের মিলনসাধক হইয়া, আমাদিগকে তাহার তত্ত্ব অবগত করেন। আমরা যাহাতে সত্ত্বভাব দেবভাব লাভ করিতে পারি, জ্ঞানই তাহা নিহিত করিয়া থাকেন।' পক্ষান্তরে, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় যে 'সঃ' পদে যজ্ঞ বা সৎকর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে মন্ত্রাংশের মর্ম্ম হয় এই যে,—'আমাদিগের সৎকর্ম্মের দ্বারাই আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই,—দেবভাবে বিভূষিত হইতে পারি।'

মন্ত্রের অর্থে কিরূপ ভাবান্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, মন্ত্রের একটী ইংরাজী অনুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি;—

> 'I put a question to the last sacrifice. He, the representative (of all), will give its reply. Where has the Ancient Truth gone? What new person have it now? Heaven and Earth, mind this prayer of mine.'

কাহার উদ্দেশ্যে যে মন্ত্রটী বিহিত হইয়াছে, এইরূপ ব্যাখ্যায় তাহা প্রহেলিকার মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'পূর্ব্ব্যং' পদটী প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'পূর্ব্বকালীন' এই অর্থে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু 'পূর্ব্ব্যং' পদে 'নিত্য সনাতন—যাহা চিরকাল চলিয়া আসিতেছে' সেই ভাবই আমরা গ্রহণ করি। এই দৃষ্টিতে, 'পূর্ব্ব্যং ঋতং' পদদ্বয়ে 'নিত্য সত্য সনাতন সৎকর্ম্ম' এই অর্থ গ্রহণ করি। 'নূতনঃ' পদটীতে ভাষ্যে 'নবতর অর্থাৎ তোমা হইতে অন্য' এই অর্থ গৃহীত হইতেছে। কিন্তু আমরা ঐ পদে 'নবপ্রাপ্যাপ্তসম্পন্ন রিপুরূপ শত্রুকে' লক্ষ্য করিয়াছি। 'বিভর্ত্তি' পদটী 'ধারণ করে' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহা হইতেই 'বাধা প্রদান করে' এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'নূতনঃ' পদের

পূর্ব্বে সৎকর্ম্মের উল্লেখে এই ভাব পাওয়া যায় যে, রিপুরূপ শত্রু আমাদিগের সৎকর্ম্মে বাধা দিয়া থাকে।

এই প্রকার সমগ্র মন্ত্রটীর প্রার্থনার ভাব দাঁড়ায় এই যে,—'হে দেবগণ অথবা হে জ্ঞানদেবতা! আমি কর্ম্মের ভাল-মন্দ জানিতে ইচ্ছা করি; আপনি সেই সারতত্ত্ব অবগত করাইয়া আমায় সত্ত্বভাবে উদ্বুদ্ধ করুন। সত্য ও সৎকর্ম্ম এ জগতে চিরকাল অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু আমার পক্ষে,রিপুরূপ ভীষণ অন্তঃশত্রু ও জগতের নানাবিধ প্রলোভনময় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক, সত্য ও সৎকর্ম্ম সর্ব্বদাই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আছে। যাহাতে সেই নিত্য সত্যের—সনাতন সৎকর্ম্মের সাধন করিতে পারি, সেই নিমিত্ত আপনারা আমায় সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য প্রদান করুন। কর্ম্মের সার তত্ত্ব অবগত হইয়া, সামর্থ্য পাইয়া, আমি যেন সৎকর্ম্মান্বিত হইতে পারি।' (১ম—১০৫সূ—৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

অমী যে দেবা স্থন ত্রিষ্বা রোচনে দিবঃ।

কদ্ব ঋতং কদনৃতং ক্ব প্রত্না ব আহুতির্বিত্তং

মে অস্য রোদসী ॥ ৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অমী ইতি। যে। দেবাঃ। স্থন। ত্রিষু। আ। রোচনে। দিবঃ।

কৎ। বঃ। ঋতং। কৎ। অনৃতং। ক্ব। প্রত্না। বঃ। আহুতিঃ। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ) 'ত্রিষু' (ত্রিলোকেষু, যদ্বা,—ত্রিগুণেষু) 'যে অমী' (প্রসিদ্ধাঃ যূয়ং) 'স্থন' (যত্র তিষ্ঠথ), 'দিবঃ' (স্বর্গস্য) 'রোচনে' (দীপ্তৌ, প্রভাবাৎ) তৎ স্থানং বিদ্যতে ইতি শেষঃ ; যত্র দেবত্বং বর্ত্ততে তত্রৈব স্বর্গঃ ইত্যভিধীয়তে—ইতি ভাবঃ ; হে দেবাঃ ! 'বঃ' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং) 'ঋতং' (সত্যং সৎকর্ম্ম বা) 'কৎ' (কুত্র গতং) তথা 'অনৃতং' (অসত্যং অপকর্ম্ম বা) 'কৎ' (কুতঃ আগতং) ; অপিচ, 'বঃ' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং) 'প্রত্না' (চিরকালীনং, সনাতনং, নিত্যং) 'আহুতিঃ' (সৎকর্ম্ম) 'ক্ব' (কুত্র গতং) ; ইহজগতি অসত্যস্য অপকর্ম্মণঃ চ প্রভাবঃ পরিদৃশ্যতে, মাং সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ চ তত্ত্বং জ্ঞাপয়—ইতি প্রর্থনায়াঃ ভাবঃ ; 'রোদসী' (হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তৎ দূরী কুরুত ইত্যর্থঃ) ; হে দেবাঃ ! মহ্যং জ্ঞানং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং চ দদাতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৫সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ)! তিনলোকের মধ্যে (অথবা তিন গুণের মধ্যে) প্রসিদ্ধ আপনারা যেখানে অবস্থিতি করেন, স্বর্গের প্রভাবে সে স্থান বিদ্যমান থাকে ; (ভাব এই যে,—যেখানে দেবত্ব বর্ত্তমান আছে, সেইখানেই স্বর্গ—ইহাই অভিহিত হয়) ; হে দেবগণ ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সত্য কোথায় গেল ? এবং অসত্য কোথা হইতে আসিল ? অপিচ, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সনাতন নিত্য সৎকর্ম্ম কোথায় গেল ? (প্রার্থনার ভাব এই যে,—ইহজগতে অসত্যের ও অপকর্ম্মের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে ; আমাকে সত্যের ও সৎকর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাপন করুন) ; দ্যুলোক ও ভূলোক সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন—অবগত হইয়া তাহা দূর করুন ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ ! আমাকে জ্ঞান এবং সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য প্রদান করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ ! ত্রিষু পৃথিব্যাদিষু ত্রিষু স্থানেষু যেহমী যূয়ং স্থন। বর্ত্তমানা ভবথ। যানি স্থানানি দিবো দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য আ রোচনে দীপ্তিবিষয়ে সর্ত্তন্তে। সূর্য্যপ্রকাশ্যেষু

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবাঃ' হে দেবগণ 'ত্রিষু' পৃথিব্যাদিস্থানসমূহে 'যেহমী' আপনারা 'স্থন' বর্ত্তমান থাকেন। যে সকল স্থান 'দিবঃ' দ্যোতমান সূর্য্যের 'আরোচনে' দীপ্তিবিষয়ে বিদ্যমান

তেষু স্থানেম্বিত্যর্থঃ। তেষাং বো যুষ্মাকং সম্বন্ধি স্তোতৃবিষয়মৃতং সত্যং কং। কস্মিন্ দেশে বর্ত্ততে। অনৃতং দ্বেষ্টৃবিষয়মসত্যং চ কং কুত্র গতং। অপি চ প্রত্না চিরকালীনা বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিন্যাহুতির্ময়া পূর্ব্বমনুষ্ঠিতো যাগঃ ক কুত্রাসীৎ। ঈদৃগ্ দুঃখানুভাবেন ময়া পূর্ব্বমনুষ্ঠিতো যাগসমূহো যুষ্মান্ প্রাপ্নোদিত্যনুমিমে। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

স্থন। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনশব্দস্য থনাদেশঃ। কং। কশব্দস্য বর্ণব্যাপত্ত্যা কত্বাবঃ॥ (১ম—১০৫সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে বিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।২০॥

• • •

পঞ্চম (১১৩৯) ঋকের বিশদার্থ।

—০: × :০ —

মন্ত্রের প্রথম চরণটী ভগবন্মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও দ্বিতীয় চরণটী প্রার্থনা-মূলক বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

প্রথমে প্রথম চরণের কয়েকটী পদ আলোচনা করিতেছি। 'দেবাঃ' পদটীতে 'দেবগণ' অর্থে, দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টকে বুঝায়। 'ত্রিষু' পদটী তিন লোক অর্থে প্রযুক্ত হয়। বেদে যেখানেই ত্রি-শব্দ পাইয়াছি, তাহার অর্থে তিন লোক, তিন গুণ বা তিন ধাতু এই ভাবেরই সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'দিবঃ' পদটীতে ভাষ্যে 'দ্যোতমান সূর্য্যের' এই অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে। ঐ পদে স্বর্গের দ্যুলোকের অর্থ সিদ্ধ হয়। 'রোচনে' পদটী দীপ্তি অর্থে প্রয়োগ দেখা যায়। 'দিবঃ' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ-হেতু উহাতে 'স্বর্গের জ্যোতিঃ—শুদ্ধসত্ত্বের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব হয় এই যে,—'দেবতাগণ যে স্থানে আবির্ভূত হন, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ যেখানে

আছে। সূর্য্যপ্রদীপ্ত স্থানসমূহে—এই অর্থ। তাহাদিগের মধ্যে 'বঃ' আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত স্তোত্রবিষয়ক 'ঋতং' সত্য 'কং' কোন্ দেশে বিদ্যমান আছে? এবং 'অনৃতং' দ্বেষ্টৃবিষয়ক অসত্য 'কং' কোথায় গিয়াছে? অপিচ, 'প্রত্না' চিরকাল 'বঃ' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'আহুতিঃ' আমার কর্তৃক পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত যাগ 'ক' কোথায় রহিয়াছে? এইরূপ দুঃখ অনুভবের জন্য আমার কর্তৃক পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত যাগসমূহ আপনাদিগকে প্রাপ্ত হয় নাই—ইহাই অনুমান করিতেছি। অন্য অংশ পূর্ব্বমত।

স্থন। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ত-প্রত্যয়ের স্থানে 'থন'-আদেশ। কং। ক-শব্দের বর্ণব্যাপত্তির দ্বারা কং-ভাব হইয়া থাকে। (১ম—১০৫সূ ৫ঋ)॥

ইতি প্রথম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের বিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।২০॥

প্রকাশ পায়, সেই স্থানেই স্বর্গের সুষমা প্রাপ্ত হয়। যেখানেই দেবভাবের উদয়, তাহাই স্বর্গ।'

দ্বিতীয় চরণের প্রথম আলোচ্য পদ 'ঋতং'। ঐ পদটীতে 'সত্য' এবং 'যজ্ঞ' অর্থাৎ সৎকর্ম্ম অর্থ প্রাপ্ত হই। 'অনৃতং' পদটী অসত্য অর্থে গৃহীত হইলেও, উহাতে অপকর্ম্মের ভাবও আসিয়া থাকে। এই চরণে দুইটী 'কৎ' পদ আছে। উহার সাধারণ অর্থ—'কোথায়?' কিন্তু উহার দ্বিতীয় 'কৎ' পদটীতে আমরা 'কোথা হইতে' এইরূপ গ্রহণ করিয়াছি। 'প্রত্না' পদটীর 'পুরাকালীন' অর্থ হইতেই 'চিরকালীন' 'নিত্য' 'সনাতন' ইত্যাদি ভাব আসিয়া থাকে। 'আহুতিঃ' পদ ভাষ্যে 'যাগ' অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে। 'যাগ' বলিতে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান অর্থই সিদ্ধ হয়। এইরূপে দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'হে দেবগণ! সত্য আর সৎকর্ম্ম—কোথায় গেল? অসত্য আর অপকর্ম্মই বা কোথা হইতে আসিল! এই তত্ত্ব আমার অধিগত করুন; আমার সত্যের ও সৎকর্ম্মের অনুসারী করিয়া দিউন।'

ভাষ্যের অনুসারী একটী ইংরাজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতে ভাব-পার্থক্য সহজেই উপলব্ধ হইবে;—

> "Ye Gods who yonder have your home in the three lucid realms of Heaven.
> What count ye truth and what untruth! Where is mine ancient call on you? Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

আমাদিগের মতের সমগ্র মন্ত্রটীর ভাব এই যে,—'হে দেবগণ! যেখানেই আপনার আবির্ভাব হয়, সেইস্থানেই স্বর্গের নন্দনকানন। হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হইলেই স্বর্গ লাভ হয়। নানা পাপময় প্রলোভনে ও রিপুর তাড়নে এ সংসার অসত্যের ও অপকর্ম্মের ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। রিপুগণের নিষ্পেষণে আমাদিগকে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদিগের কবল হইতে মুক্ত হইয়া, যাহাতে সত্যের ও সৎকর্ম্মের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, তাহার বিধান করুন। সৎকর্ম্মই দুঃখার্ণব হইতে পরিত্রাণের উপায়। হে দেবগণ! আপনাদিগের করুণায় আমি যেন সৎকর্ম্মান্বিত হই।' (১ম—১০৫সূ—৫ঋ)॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

কদ্ব ঋতস্য ধর্ণসি কদ্বরুণস্য চক্ষণং।

কদর্যম্ণো মহস্পথাতি ক্রামেম দূঢ্যো বিত্তং

মে অস্য রোদসী॥৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

কৎ। বঃ। ঋতস্য। ধর্ণসি। কৎ। বরুণস্য। চক্ষণং।

কৎ। অর্যম্ণঃ। মহঃ। পথা। অতি। ক্রামেম। দুঃঢ্যঃ। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি॥৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ 'বঃ' (যুষ্মাকং সম্বন্ধিনঃ) 'ঋতস্য' (সত্যস্য, সৎকর্ম্মণঃ) 'ধর্ণসি' (ধারণং, সম্পাদনং ইত্যর্থঃ) 'কৎ' (কুত্র গতং); দেবভাবস্য অভাবেন সৎকর্ম্মসম্পাদনায় চিত্তং বিনির্দিষ্টং ন ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'বরুণস্য' (অভীষ্টবর্ষকস্য বরুণদেবস্য) 'চক্ষণং' (অনুগ্রহ-দৃষ্ট্যা দর্শনং, অতঃ অনুগ্রহং ইত্যর্থঃ) 'কৎ' (কুত্র গতং); আত্মনা অপকর্ম্মণা দেবতায়া কৃপালাভে বঞ্চিতঃ অস্মি—ইতি ভাবঃ; 'মহঃ' (মহানুভাবস্য) 'অর্যম্ণঃ' (গতিকারকস্য দেবস্য—প্রদর্শিতেন ইতি যাবৎ) 'পথা' (মার্গেণ—ইষ্টদেশপ্রাপণং, অভীষ্টসিদ্ধং ইত্যর্থঃ) 'কৎ' (কুত্র গতং); সঃ দেবঃ মম কর্ম্মদোষেণ মাং পন্থানং ন প্রদর্শয়তি—ইতি ভাবঃ; হে দেবাঃ! 'দূঢ্যঃ' (দুর্ব্বুদ্ধয়ঃ, কুপথপ্রাপকান্ রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অতিক্রামেম' (অতিতরেম—যুষ্মাকং কৃপয়া ইতি যাবৎ); দেবপ্রভাবেন ময়ি রিপুদমনসামর্থ্যং আগচ্ছতু—ইতি ভাবঃ; 'রোদসী' (দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীত, জ্ঞাত্বা তৎ দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); দেবানাং অনুকম্পয়া মদীয়ং সর্ব্বং দুঃখং অপগতং ভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৫সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সত্যের বা সৎকর্ম্মের ধারণ অর্থাৎ সম্পাদন কোথায় গেল? (ভাব এই যে,—দেবভাবের অভাবে সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে চিত্ত আর নিবিষ্ট হয় না); অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতার অনুগ্রহ-দৃষ্টির দর্শন অর্থাৎ স্বতঃ অনুগ্রহ, কোথায় গেল? (ভাব এই যে,—আপনার অপকর্ম্মের দ্বারা দেবতার কৃপালাভে আমি বঞ্চিত আছি); মহানুভাব গতিকারক অর্য্যমা দেবতার প্রদর্শিত পথের দ্বারা ইষ্টদেশ-প্রাপণ অর্থাৎ অভীষ্টসিদ্ধি কোথায় গেল? (ভাব এই যে,—সেই দেবতা আমার কর্ম্মের দোষে আমাকে আর পথ প্রদর্শন করেন না); হে দেবগণ কুপথপ্রাপক রিপুগণকে যেন আপনাদের কৃপায় অতিক্রম করিতে পারি; (ভাব এই যে,—দেবপ্রভাবে আমাতে রিপুদমনসামর্থ্য আসুক); হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখের কারণ অবগত হউন,—অবগত হইয়া তাহা দূর করুন—ইহাই অর্থ; (ভাব এই যে,—দেবগণের অনুকম্পায় আমার সকল দুঃখ অপগত হউক।) ॥ (১ম—১০৫সূ—৬ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবা বো যুষ্মাকং সম্বন্ধিন ঋতস্য সত্যস্যাভিমতফলপ্রাপণস্য ধর্ণসি ধারণং কৎ। কুত্র গতং। বরুণস্যানিষ্টনিবারকস্য দেবস্য চক্ষণমনুগ্রহদৃষ্ট্যা দর্শনং কৎ। ক গতং। মহো মহতো মহানুভাবস্যার্যম্ণোঽরীণাং নিয়ন্তুরেতৎসংজ্ঞকস্য দেবস্য সম্বন্ধিনা পথা শোভন-মার্গেণেষ্টদেশপ্রাপণং কৎ। ক গতং। এতৎ সর্ব্বং যুষ্মাস্বেব বর্ত্ততে। ন কুত্রাপি গতং। অতো বয়ং দূঢ্যো দুর্ধিয়ঃ পাপবুদ্ধীনস্মদনিষ্টাচরণপরান্ শত্রূনতিক্রামেম।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! 'বঃ' আপনাদিগের সম্বন্ধযুক্ত 'ঋতস্য' সত্যের অভিমতফল-প্রাপণের 'ধর্ণসি' ধারণ 'কৎ' কোথায় গিয়াছে? 'বরুণস্য' অনিষ্টনিবারক দেবের 'চক্ষণং' অনুগ্রহ-দৃষ্টির দর্শন 'কৎ' কোথায় গিয়াছে? 'মহঃ' মহৎ মহানুভব 'অর্য্যম্ণঃ' অরিগণের নিয়ন্তা এতৎসংজ্ঞক দেবতার সম্বন্ধযুক্ত 'পথা' শোভনমার্গের দ্বারা ইষ্টদেশ-প্রাপণ 'কৎ' কোথায় গিয়াছে? এ সকল আপনাদিগের মধ্যেই বিদ্যমান রহিয়াছে; আর কোথায়ও যায় নাই। অতএব আমরা 'দূঢ্যঃ' দুর্ব্বুদ্ধি পাপবুদ্ধি আমাদিগের অনিষ্টাচরণপরায়ণ শত্রুদিগকে 'অতিক্রামেম' যেন অতিক্রম করিতে পারি। তাহাদিগের

অতিতরেম। তৈঃ কৃতাদস্মাৎকূপপাতলক্ষণাদ্দুঃখাদবয়মুত্তীর্ণা ভবেম। হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মদীয়মিদং জানীতং ॥

ধর্ণসি। ধৃঞ্ ধারণে। সানসিধর্ণসিপর্ণসীত্যাদিনাসিচ্প্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। অর্য্যম্ণঃ। ষষ্ঠ্যেকবচনেঽল্লোপোঽন ইত্যকারলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মহঃ। মহতোঽচ্ছব্দলোপশ্ছান্দসঃ। যদ্বা মহ পূজায়াং। ক্বিপ্। উত্তরত্রাপি সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। দূঢ্যঃ। পৃষোদরাদিঃ। দৈ্য চেতি তত্র পাঠাদ্দূরো রেফস্যোত্বং। উত্তরপদাদেঃ ষ্টুত্বং চ। উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং॥ (১ম—১০৫সূ—৬ঋ)॥

ষষ্ঠ (১১৪০) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে চারিটি প্রশ্ন দৃষ্ট হয়। যে দৃষ্টিতে, ভাষ্যে এবং অনুবাদাদিতে ঐ প্রশ্নচতুষ্টয়ের অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তদনুসারে দেবতায় মনুষ্যের পরিকল্পনা উপলব্ধ হইয়া থাকে। দেবতা যেন জরামরণশীল দেহধারী মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, এবং তাঁহারা যেন অনুগত জনের পালনে পরাঙ্মুখ। এই প্রকার ভাবই প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। নিম্নে মন্ত্রের একটী প্রচলিত বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বোধগম্য হইবে। যথা,—

(১) "তোমাদের সত্য পালন কোথায়? বরুণের (অনুগ্রহ) দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্যমার সে পথ কোথায়? যদ্দ্বারা আমরা পাপমতিদিগকে অতিক্রম করিতে? হে দ্যাবাপৃথিবি! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।"

দ্বারা কৃত এই কূপপাত-লক্ষণ-রূপ দুঃখ হইতে যেন আমরা উত্তীর্ণ হই। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার এই অবস্থা বা দুঃখ অবগত হউন।

ধর্ণসি। ধৃঞ্-ধাতু ধারণার্থক। 'সানসিধর্ণসিপর্ণসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অসিচ্-প্রত্যয়ান্ত ও নিপাতনে সিদ্ধ। অর্য্যম্ণঃ। ষষ্ঠীর একবচনে 'অল্লোপোঽন' ইত্যাদি সূত্রে অকার লোপ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। মহঃ। ছান্দসে মহতের অৎ লোপ। অথবা মহ-ধাতু পূজা অর্থক। ক্বিপ-প্রত্যয়। উত্তরত্রও 'সাবেকাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। দূঢ্যঃ। পৃষোদরাদি। 'দৈ্য চ' ইত্যাদি সূত্রে পাঠ-হেতু দুরের রেফের উত্ব; এবং উত্তর পদের আদিতে ষ্টুত্ব। 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। (১ম—১০৫সূ—৬ঋ)।

ইহাতে যেন দেবগণের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অবহেলার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; দ্যাবাপৃথিবীর নিকট যেন সেই বিষয় বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে।

কিন্তু আমরা মনে করি, মন্ত্রটি সাধকের আক্ষেপোক্তি। মন্ত্রান্তর্গত বাক্যাংশ আলোচনায় তাহা উপলব্ধ হয়।

প্রথম চরণের অন্তর্গত "বঃ ঋতস্য ধর্ণসি কৎ" বাক্যাংশের 'ধর্ণসি' পদে 'ধারণ' অথবা 'সম্পাদন' অর্থ গ্রহণ করা যায়। তদনুসারে ঐ অংশে এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—'দেবভাবের অভাবে সৎকর্ম্মসাধনে চিত্ত আর আকৃষ্ট হয় না।' দ্বিতীয় বাক্যাংশ—"কৎ বরুণস্য চক্ষণং"। এই অংশের পদাবলির আমরা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তাহা মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যাতেই উপলব্ধি হইবে। অভীষ্টবর্ষণকারী দেবতা বরুণ-নামে অভিহিত হয়েন। সে দেবতা স্বতঃই ইষ্টসাধক। কিন্তু আমার অপকর্ম্মের ফলে, তাঁহারও অনুকম্পালাভে এখন আমি সমর্থ নহি। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি এখন আর আমার প্রতি পতিত হয় না। তৎপ্রতি আমারও আর লক্ষ্য নাই। ইহাই ঐ মন্ত্রাংশের মর্ম্মার্থ। এইরূপে প্রথম চরণের দুইটি প্রশ্ন হইতে আমরা এই ভাব গ্রহণ করিতে পারি যে,—প্রার্থনাকারী যেন আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন,—'আমি আমার অপকর্ম্মের ফলে অসৎকর্ম্মের ফলে, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য হারাইয়াছি; সৎকর্ম্ম-সাধনে আমার মন আর আকৃষ্ট হয় না। সেই জন্যই আমি দেবতার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছি।'

দ্বিতীয় চরণটিও ব্যাখ্যায় দুই অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—'কদর্য্যম্ণো মহঃ পথা অতিক্রামেম দূঢ্যঃ।' এই বাক্যাংশের অন্তর্গত 'অর্য্যম্ণঃ' পদে আমরা 'গতিকারকস্য দেবস্য—প্রদর্শিতেন' এইরূপ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'মহঃ' পদ 'অর্য্যম্ণঃ' পদের বিশেষণরূপে পরিগণিত হওয়ায়, দেবতা যে মহত্ত্ব-সম্পন্ন, তিনি যে সদাকাল আমাদিগের গতি-মুক্তির জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন, তাহাই উপলব্ধ হয়। 'দূঢ্যঃ' পদের 'দুর্ব্বিয়ঃ' প্রতিবাক্য হইতে' কুপথ-প্রাপকান্ রিপূন্'—এইরূপ ভাব গ্রহণে সঙ্গতি দেখি। এতদনুসারে মন্ত্রাংশের অর্থ হয় এই যে,—'মহানুভাব গতিকারক অর্য্যমা দেবতার প্রদর্শিত পথের দ্বারা ইষ্টদেশপ্রাপণ অর্থাৎ অভিষ্টাসিদ্ধ কোথায় গেল? সেই দেবতা তো

সর্ব্বদাই গতিমুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। সেই দেবতা তো সকলেরই অভীষ্ট পূরণ করিয়া থাকেন। কিন্তু তিনি আমাকে কেন পথ দেখাইতেছেন না? কিন্তু তিনি আমাকে কেন রিপুদমনসামর্থ্য দেন নাই?' সাধকের এবম্বিধ আক্ষেপোক্তিই এখানে প্রকাশমান্ দেখি। দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশের মর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ অংশের প্রার্থনা এই যে,—'হে দ্যুলোক-ভূলোকস্থ দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখ অবগত হউন। আমি যে সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য হারাইয়া দেবতার কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়াছি—সত্ত্বভাবের অভাবে আমি যে রিপুগণকে দমন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি—আমার এই দুঃখ আপনারা অবগত হউন। অবগত হইলে, আমার এই দুঃখ দূর করুন;—আমাতে দেবভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন।

এইরূপে বুঝা যায়, মন্ত্রের অন্তর্গত চারিটী প্রশ্ন প্রকৃতপক্ষে প্রশ্ন নহে। ঐ চারিটী প্রশ্নে সাধকের চতুর্ব্বিধ আক্ষেপোক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সত্ত্বভাবের অভাবে, হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার না হওয়ায়, প্রার্থনাকারী দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবগণ! আমার হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন। সেই জন্যই আমি আপনাদিগের অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিতেছি।' (১ম—১০৫সূ—৬ঋ)॥

—•—

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

অহং সো অস্মি যঃ পুরা সুতে

বদামি কানি চিৎ।

তং মা ব্যন্ত্যাধ্যো৩ বৃকো ন তৃষ্ণজং মৃগং

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অহং। সঃ। অস্মি। যঃ। পুরা। সুতে।

বদামি। কানি। চিৎ।

তং। মা। ব্যন্তি। আধ্যঃ। বৃকঃ। ন। তৃষ্ণঽজং। মৃগং।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যঃ' (ব্রহ্ম, দেবঃ) 'পুরা' (পুরাতনং, সনাতনং, নিত্যকালং ইত্যর্থঃ) 'সুতে' (বিশুদ্ধে—সৎকর্ম্মণি ইতি যাবৎ) বিদ্যতে 'অহং' (প্রার্থনাকারী অহং) 'সঃ' (ব্রহ্ম, দেবঃ) 'অস্মি' (ভবামি); 'চিৎ' (কিন্তু) 'কানি' (কর্ম্মাণি) 'বদামি' (কথয়ামি, নির্দ্দেশয়ামি) যৈঃ কর্ম্মফলৈঃ 'তং' (তাদৃশং, ব্রহ্মাঙ্গীভূতং) 'মা' (মাং) 'বৃকঃ ন তৃষ্ণজং মৃগং' (ব্যাঘ্রঃ যথা পিপাসন্তং মৃগং পথি প্রাপ্তা আক্রমতি তদ্বৎ) 'আধ্যঃ' (দুঃখনিবহাঃ) 'ব্যন্তি' (বিদারয়ন্তি); যদ্যপি অহং ব্রহ্মণঃ অঙ্গীভূতঃ কিন্তু তৃষ্ণামূলং কর্ম্ম মম দুঃখহেতুভূতং ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); প্রার্থনায়া ভাবঃ,—হে দেবাঃ! মম দুঃখমূলা তৃষ্ণা দূরীভবতু॥ (১ম—১০৫সূ—৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই ব্রহ্ম (দেবতা) নিত্যকাল বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মে বিদ্যমান আছেন, প্রার্থনাকারী আমি সেই ব্রহ্ম (দেবতা) হই; কিন্তু কোন্ কর্ম্ম সকলকে নির্দ্দেশ করিব—যে কর্ম্মফলে তাদৃশ ব্রহ্ম-অঙ্গীভূত আমাকে, ব্যাঘ্র যেমন পিপাসিত মৃগকে পথে পাইয়া আক্রমণ করে সেইরূপ, দুঃখনিবহ বিদারণ করিতেছে। (ভাব এই যে,—যদিও আমি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, কিন্তু তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম আমার দুঃখহেতুভূত হইয়াছে); হে দ্যুলোকভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আমার দুঃখমূল তৃষ্ণা দূর হউক।)॥ (১ম—১০৫সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্‌কালে সুতে যুষ্মদর্থং সোমেঽভিষুতে কানিচিৎ কতিপয়ানি স্তোত্রাণি যোঽহং বদামি। উক্তবানস্মি। স এবাহমস্মি ন ত্বন্যঃ কশ্চিৎ। তস্মাৎ কিমর্থং মাং পরিত্যজথ। তং তাদৃশং মা মামাধ্যো অভিলষিতপুত্রাদ্যপ্রাপ্ত্যা জনিতা মানস্যো ব্যথা ব্যন্তি। ভক্ষয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। তৃষ্ণজং জাততৃষ্ণং পিপাসন্তমুদকং প্রতি গচ্ছন্তং মৃগং বৃকো ন। যথারণ্যস্য মধ্যে মার্গে গচ্ছন্তং ভক্ষয়তি তদ্বৎ। অন্যৎ গতং॥

ব্যন্তি। বী গত্যাদিষু। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। তস্যাদীনাং ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানমিতি বহুলবচনাৎ যণ্। আধ্যঃ। আধীয়ন্তে মনসি স্থাপ্যন্ত ইত্যাধয়ঃ। উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি জসি চেতি গুণস্য বিকল্পনাদভাবে যণাদেশঃ। তৃষ্ণজং। ঞিতৃষ পিপাসায়াং। স্বপিতৃষোর্নজিতি নজিঙ্। পদকারস্ত্বেবং মন্যতে। অন্যেষ্বপি দৃশ্যত ইতি দৃশিগ্রহণস্য সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থত্বাৎ কেবলাদপি জনের্ডপ্রত্যয়ঃ। তৃষ্ণা জাতা যস্য। ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞাছন্দসোর্ব্বহুলমিতি হ্রস্বত্বং॥ (১ম—১০৫সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! 'পুরা' পূর্ব্বকালে 'সুতে' আপনাদিগের নিমিত্ত সোম অভিষুত হইলে 'কানিচিৎ' কতিপয় স্তোত্র 'যঃ' যে আমি 'বদামি' কহিয়াছি 'সঃ' সেই 'অহং' আমিই 'অস্মি' হই; অন্য কেহই নয়। অতএব, কিসের জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন? 'তং' সেইরূপ 'মা' আমাকে 'আধ্যঃ' অভিলষিত পুত্রাদি অপ্রাপ্তি জনিত মনের ব্যথা-সকল 'ব্যন্তি' ভক্ষণ করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত,—'তৃষ্ণজং' জাততৃষ্ণ পিপাসিত উদকের প্রতি ধাবমান 'মৃগং' মৃগকে 'বৃকঃ ন'। ব্যাঘ্র যেরূপ অরণ্যে মধ্যপথে গমনকারীকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ। অন্যাংশ পূর্ব্ববৎ।

ব্যন্তি। বী-ধাতু গতি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। অদাদিত্ব হেতু শপের লোপ। তস্যাদির 'ছন্দসি বহুলমুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে বহুলবচন-হেতু যণ্ প্রত্যয়, আধ্যঃ। আধীয়ন্তে। অর্থাৎ মনে স্থাপিত হয় এই অর্থে আধিঃ পদ হয়। 'উপসর্গে 'ঘোঃ কিঃ' ইত্যাদিতে কি-প্রত্যয়। 'আতোলোপ ইটিচ' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ। জসাদিসমূহে 'ছন্দসি বাবচনং' ইত্যাদি সূত্রে 'জসিচ' ইত্যাদি নিয়মে গুণের বিকল্পন-হেতু অভাবে যণ্ আদেশ। তৃষ্ণজং। ঞিতৃষ ধাতু পিপাসার্থক। 'স্বপিতৃষোর্নজিঙ্' ইত্যাদি সূত্রে নজিঙ্-প্রত্যয়। পদকারও এইরূপ মনন করেন; 'অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশিগ্রহণের সর্ব্বোপাধিব্যভিচারার্থ-হেতু কেবল হেতুও জনি ধাতুতে ড প্রত্যয়। যাহার তৃষ্ণা জাত হইয়াছে—এই বাক্যে ঐ পদ হয়। ঙ্যাপের 'সংজ্ঞাছন্দসোর্ব্বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে হ্রস্বত্ব॥ (১ম—১০৫সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১১৪১) ঋকের বিশদার্থ।

—•×•—

বিভ্রান্ত আমরা! আমাদিগের সকল কর্ম্মেই বিভ্রান্তি! বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া, আমরা সদসৎ ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিবার সামর্থ্য হারাইয়াছি;—সার সত্যের অনুসরণে আর আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। পিপাসার্ত্ত মৃগ যেমন জল-ভ্রমে মরীচিকায় মুগ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ বিভ্রান্তির মোহে ভুলিয়া, ঐহিকসুখের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছি।

কিন্তু এ বিভ্রম কোথা হইতে আসিল? কোন্ কর্ম্মের ফলে আমরা এমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলাম? এ প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা আমাদিগের আদৌ নাই। আমরা কেবল বাসনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। বাসনা-নদীর খরস্রোত আমাদিগকে যে দিকে লইয়া যাইতেছে, আমরা সেই দিকেই প্রধাবিত হইতেছি। আমরা সুখের জন্য অস্থির; সুখের আশায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। তৃষিত মৃগ যেমন জলাশয়ের উদ্দেশে ধাবমান হইয়া পথিমধ্যে ব্যাঘ্র কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়; আমরাও সেইরূপ ঐহিকসুখের লালসায় প্রলুব্ধ হইয়া রিপুকবলগত হইতেছি। কিন্তু ঐহিকসুখ যে বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণপ্রভ, ঐহিকসুখের পরিণাম যে চির অশান্তি, আমরা সে কথা একবার ভ্রমেও ভাবিয়া দেখি না। রিপুর প্রভাবে আমরা কর্ত্তব্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলি। রিপুকে শাসন করিবার পরিবর্ত্তে আমরাই রিপুগণ-কর্তৃক শাসিত হই।

একদিকে এই বিভ্রান্তি, অন্যদিকে আবার সকল বিষয়েই আমাদিগের পল্লবগ্রাহিতা! এই দুই কারণেই আমরা ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হইয়া আছি।

এই মন্ত্রের মর্ম্মানুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, আমাদিগের এই বিভ্রান্তির প্রতিই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এভাব উপলব্ধ হওয়া বড়ই কঠিন। প্রচলিত অর্থ এই যে,—'আমি সেই, যে পূর্ব্বে সোম অভিষুত হইলে, কতিপয় স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছিল। সেই আমাকে জলের অন্বেষণে গমনকারী মৃগকে যেমন ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে, সেইরূপ

পুত্রের অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ ভক্ষণ করিতেছে। হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা আমার এই দুঃখ অবগত হউন।'

প্রথম চরণের অন্তর্গত 'যঃ' 'যেই আমি' এবং 'সঃ' পদে 'সেই আমি' এই প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'সুতে' পদে 'যজ্ঞের নিমিত্ত সোম অভিষুত হইলে' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। 'বদামি' বর্ত্তমান কালের ক্রিয়াপদ। কিন্তু ঐ পদে অতীত কালের অর্থ গ্রহণ করিয়া 'পূর্ব্বে যে আমি বলিয়াছিলাম' এইরূপ ভাব গৃহীত হইতে দেখি।

এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে প্রধানতঃ এই ভাবই উপলব্ধ হয়, যেন দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলা যাইতেছে,—'হে দেবগণ! আপনাদের সোমরস-পানের ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমি কত স্তুতি করিয়াছি। তথাপি হে দেবগণ! কেন আমার পুত্র হইবে না? আমার পুত্র হউক।' কিন্তু আমরা বলি, মন্ত্রটিতে আত্মবোধের সঙ্গে সঙ্গে আত্মোদ্বোধনা ও প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের ভাব এই যে,—'যদিও আমি ব্রহ্মের অঙ্গীভূত, তথাপি তৃষ্ণামূলক কর্ম্ম আমার দুঃখের কারণ হইয়া পড়িয়াছে। হে দেবগণ! আমার দুঃখমূলক সেই তৃষ্ণাকে আপনারা দূর করিয়া দিউন। সত্য বটে, আমি সেই অনাদি অদ্বিতীয় বিশ্বস্রষ্টা মহান্ পুরুষ পরমব্রহ্মের অংশ; কিন্তু আমার অজ্ঞানতা এবং তৃষ্ণামূলক কর্ম্মই আমাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে,—আমাকে তাঁহা হইতে দূরে ফেলিয়াছে।' উৎপত্তি-স্থান উৎকৃষ্ট হইলেও, উৎপন্ন বস্তু উচ্চজাতীয় হইলেও, কলুষ-সংযোগে তাহা বিকৃত হইয়া পড়ে। দুগ্ধ—অমৃততুল্য। কিন্তু অম্লসংযোগে বিকৃত হয়; গোরোচনা-সংশ্লিষ্ট হইলে নষ্ট হইয়া যায়। আম্রফল উপাদেয় বটে; কিন্তু কীট-প্রবেশে অথবা পচন-সংযোগে, তাহা একেবারে উপাদেয়ত্ব-ভ্রষ্ট অব্যবহার্য্য হয়। আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধেও সেই ভাব মনে করিতে হইবে। আমরা সত্যস্বরূপ সেই ব্রহ্মের অংশ বটে; কিন্তু কর্ম্মদোষে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছি;—তাঁহা হইতে দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। কামক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হওয়ায়, অপকর্ম্মের পর অপকর্ম্মে প্রবৃত্তিকে পরিচালিত করায়, এখন আর আমাদিগের ব্রহ্ম-সম্বন্ধের পরিচয় দিবার কিছুই নাই। এ অবস্থায় এখন আর দেবতার করুণা প্রার্থনা ভিন্ন, দেবতার কৃপা-প্রাপ্তি ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের

উন্মেষণ ভিন্ন, গত্যন্তর দেখা যায় না। এই আত্মবোধ হওয়ায়, এই মন্ত্রে তাই যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে;—'হে দেবগণ! আমার কর্ম্মপদ্ধতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিউন;—রিপুগণের কবল হইতে আমাকে মুক্ত করুন; আমি যে সেই পরব্রহ্মেরই অংশ, আমি যে পূর্ণমঙ্গলময়েরই অঙ্গীভূত,—এ কথা আমি যেন ভুলিয়া না যাই; পরন্তু কি প্রকারে তাঁহাতে লীন হইতে পারি; কি প্রকারে স্বরূপ হইয়া স্বরূপে আত্মলীন করিতে সমর্থ হই,—এ জ্ঞান যেন আমাতে উপজিত হয়।' (১ম—১০৫সূ—৭ঋ)॥

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

সং মা তপন্ত্যভিতঃ সপত্নীরিব পর্শবঃ।

মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ স্তোতারং তে

শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৮ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

সং। মা। তপন্তি। অভিতঃ। সপত্নীঃ২ইব। পর্শবঃ।

মূষঃ। ন। শিশ্না। বি। অদন্তি। মা। আ২ধ্যঃ। স্তোতারং। তে।

শতক্রতো ইতি শত২ক্রতো। বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ৮ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পর্শবঃ' (মম পার্শ্বস্থিতঃ অস্ত্রঃ, কর্ম্মরূপঃ নিত্যসহচরঃ আয়ুধঃ ইত্যর্থঃ) 'সপত্নী ইব অভিতঃ' (সপত্নী যথা স্বামিনং নিকটং প্রাপ্য পরস্পরং তং উৎপীড়য়ন্তি তদ্বৎ) 'মা' (মাং), 'সন্তপন্তি' (সম্যক্ পীড়য়ন্তি); 'শতক্রতো' (অশেষসৎকর্ম্মকারক হে দেব) 'তে' (তব) 'স্তোতারং' (উপাসকং) 'মূষঃ ন শিশ্না' (মূষিকাঃ যথা অন্নরসেনালিপ্তানি সূত্রাণি ভক্ষয়ন্তি তদ্বৎ) 'আধাঃ' (দুঃখনিবহাঃ) 'মা' (মাং) 'ব্যদন্তি' (ভক্ষয়ন্তি); তৃষ্ণামূলীভূতং কর্ম্ম মম সহচরং ভূত্বা মাং বিদারয়ন্তি—ইতি ভাবঃ; 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, হে দ্যুলোক ভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য কর্ম্মরূপস্য দুঃখস্য কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবাঃ! যুষ্মদনুকম্পয়া মম তৃষ্ণামূলং কর্ম্ম উচ্ছিন্নং ভবতু॥ (১ম—১০৫সূ ৮ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমার পার্শ্বস্থিত অস্ত্র—কর্ম্মরূপ নিত্যসহচর আয়ুধ, সপত্নীর ন্যায়, অর্থাৎ সপত্নী যেমন স্বামীকে নিকটে পাইয়া পরস্পর তাহাকে উৎপীড়ন করে সেইরূপ, আমাকে সম্যক্ পীড়ন করিতেছে; অশেষসৎকর্ম্মকারক হে দেব! মুষিকগণ যেমন অন্নরসে লিপ্ত সূত্রসমূহকে ভক্ষণ করে সেইরূপ, দুঃখনিবহ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে; (ভাব এই যে,—তৃষ্ণামূলীভূত কর্ম্ম আমার সহচর হইয়া আমাকে বিদারণ করিতেছে); হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই কর্ম্মরূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! আপনাদিগের অনুকম্পায় আমার তৃষ্ণামূল কর্ম্ম উচ্ছিন্ন হউক।)॥ (১ম—১০৫সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঐন্দ্র্যেষা। হে ইন্দ্র পর্শবঃ পার্শ্বাস্থীনি। অত্র সামর্থ্যাৎ পর্শুস্থানীয়াঃ কূপভিত্তয়ো মা মামভিতঃ সর্ব্বতঃ সন্তপন্তি। সম্যক্ পীড়য়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সপত্নীরিব। সমান একঃ পতির্যাসাং তাঃ সপত্ন্যো যথৈকং পতিমভিতঃ পীড়য়ন্তি।* পরস্পরং বা পীড়য়ন্তে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ইহা ইন্দ্রদেবতার উদ্দেশে বিহিত। হে ইন্দ্র 'পর্শবঃ' পার্শ্বের অস্থি সমূহের ন্যায় এখানে সামর্থ্য-হেতু কূপের ভিত্তিসমূহ 'মা' আমাকে 'অভিতঃ' সর্ব্বতোভাবে 'সন্তপন্তি' পীড়া দিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত—'সপত্নীরিব' সপত্নী (এক পতি যাহাদিগের তাহারা সপত্নী) যেরূপে এক মাত্র পতিকে সর্ব্বতোভাবে পরস্পর পীড়া প্রদান করে তদ্বৎ।

হে শতক্রতো বহুবিধকর্ম্মন্ বহুবিধপ্রজ্ঞ বেন্দ্র তে তব স্তোতারং মা মামাধ্যোঽসম্পন্নমানৈ-র্যাগদানাদিভিরুৎপাদিতা মানস্যঃ পীড়া ব্যদন্তি। বিবিধং ভক্ষয়ন্তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মূষো ন। যথা মূষিকাঃ শিশ্না শিশ্নানি কুবিন্দেন বাপিতান্নরসলেপালিপ্তানি সূত্রাণি ভক্ষয়ন্তি। যদ্বা শিশ্নশব্দেন প্রজননমেবোচ্যতে। তচ্চোপচারাৎ পুচ্ছে বর্ত্ততে। তথা স্বকীয়ানি পুচ্ছানি ঘৃততৈলাদি ভাণ্ডে প্রক্ষিপ্যোর্দ্ধমুৎকৃষ্য ব্যদন্তি। লিহন্তীত্যর্থঃ। এবং মামাধয়ো ভক্ষয়ন্তি। ন চৈতৎ হে ইন্দ্র তব স্তোতুর্ন্যায্যং। তস্মাৎ কূপান্মামুত্তারয়। অন্যৎ সমানং। অত্র নিরুক্তং। সন্তপন্তি মামভিতঃ সপত্ন্য ইবেমাঃ পর্শবঃ কূপপর্শবো মূষিকা ইবাস্নাতানি সূত্রাণি ব্যদন্তি। স্বাঙ্গাভিধানং বা স্যাৎ। শিশ্নানি ব্যদন্তীতি। নি০ ৪।৬। ইতি।

সপত্নীঃ। নিত্যং সপত্ন্যাদিষু। পা০ ৪।১।৩৫। ইতি পতিশব্দস্য নকারান্তাদেশঃ। ঙীপ্। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। মূষঃ। মুষ স্তেয়ে। ক্বিপি ছান্দসো দীর্ঘঃ। তথা চ যাস্কঃ। মূষো মূষিকা ইত্যর্থো মূষিকাঃ পুনর্ম্মুষ্ণাতের্ম্মূষোঽপ্যেতস্মাদেব। নি০ ৪।৫। ইতি। শিশ্না। শ্না শৌচে। ঘঞর্থে কবিধানমিতি কঃ। স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থমিতি কঃ। বর্ণব্যাপত্ত্যা সকারস্য শকারঃ। কৃত্রাদীনা কে যে ভবত্ত ইতি বক্তব্যং। পা০ ৬।১।১২।২। ইতি বিসর্জনং। বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং ॥ ৮ ॥

• • •

'শতক্রতো' বহুবিধকর্ম্মকারক অথবা বহুবিধ প্রজ্ঞাসম্পন্ন হে ইন্দ্র 'তে' আপনার 'স্তোতারং' স্তোতা আমাকে 'আধ্যঃ' অসম্পন্ন যাগদানাদির দ্বারা উৎপন্ন মনের দুঃখ 'ব্যদন্তি' বিবিধ প্রকারে ভক্ষণ করিতেছে। তাহার দৃষ্টান্ত—'মূষঃ ন' মূষিক যেমন 'শিশ্না' তন্তুবায়দিগের দ্বারা ব্যাপ্ত অন্নরসে লিপ্ত সূত্র সকল ভক্ষণ করে তদ্বৎ। অথবা শিশ্ন-শব্দের দ্বারা প্রজনন অর্থই উক্ত হয়। তাহার উপচার-হেতু পুচ্ছে বিদ্যমান আছে। যেমন নিজের পুচ্ছসকল ঘৃত তৈল প্রভৃতির ভাণ্ডে প্রদান করতঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া লেহন করে—ইহাই অর্থ। আমাকেও সেইরূপ ভাবে ভক্ষণ করিতেছে। হে ইন্দ্র! ইহা আপনার স্তোতার ন্যায্য নহে। সেই কূপ হইতে আমাকে উত্তোলন করুন। অন্য অংশ পূর্ব্বের মত। এ'বিষয়ে নিরুক্ত আছে—'সন্তপন্তি মামভিতঃ সপত্ন্য ইবেমাঃ পর্শবঃ কূপপর্শবো মূষিকা ইবাস্নাতানি সূত্রাণি ব্যদন্তি। স্বাঙ্গাভিধানং বা স্যাৎ। শিশ্নানি ব্যদন্তি' (নি০ ৪।৬) ইত্যাদি।

সপত্নীঃ। 'নিত্যং সপত্ন্যাদিষু' (পা০ ।১।১৫ ইত্যাদি সূত্রে পতিশব্দের নকারান্ত আদেশ ঙীপ্ অথবা ছন্দসিতে পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্ব। মূষঃ। মুষ-ধাতু (স্তেয়ে) চুরি করা অর্থ বুঝায়। ক্বিপে ছান্দস দীর্ঘ। তাহা যাস্কে উক্ত আছে—মূষো মূষিকা ইত্যর্থো মূষিকাঃ পুনর্ম্মুষ্ণাতের্ম্মূ-ষোঽপ্যেতস্মাদেব। (নি০ ৪।৫) ইত্যাদি। শিশ্না। শ্না-ধাতু শৌচার্থক। ঘঞর্থে 'কবিধানং' ইত্যাদি সূত্রে কঃ। 'স্থাস্নাপাব্যধিহনিযুধ্যর্থং' ইত্যাদি সূত্রে কঃ। বর্ণব্যাপত্তির দ্বারা স-কারের শ-কার আদেশ হয়। 'কৃত্রাদীনা কে যে ভবত্ত ইতি বক্তব্যং' (পা০ ৬।১।১২।২) ইত্যাদি সূত্রে বিবচন। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের এত্ব ॥ ৮ ॥

• • •

অষ্টম (১১৪২) ঋকের বিশদার্থ।

——•×•——

মন্ত্রের প্রথম চরণটী আক্ষেপজনক। দ্বিতীয় চরণটীতে দুঃখের সহিত প্রার্থনার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম চরণের 'পর্শবঃ' পদটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পর্শু-শব্দ হইতে 'পর্শবঃ' পদ নিষ্পন্ন। ভাষ্যে ঐ পদে 'পার্শ্বস্থিত অস্থিসমূহ' অর্থ হইতে 'কূপের ভিত্তিসমূহ' ভাব গৃহীত হইয়াছে। অনেকেই ঐ পদে 'পার্শ্বস্থিত কূপের ভিত্তিসমূহ' অর্থই গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। কাহারও বা ব্যাখ্যায় 'পার্শ্বস্থিত অস্থি' অর্থ অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু পর্শু-শব্দের আভিধানিক অর্থ—অস্ত্র। এখানে পার্শ্বস্থিত অস্ত্র অর্থে উহার প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। কিন্তু সে অস্ত্র—কোন্ অস্ত্র? আমাদিগের কর্ম্ম-রূপ অস্ত্রই এখানকার লক্ষ্য। আমরা তাই ঐ পদে 'কর্ম্ম-রূপ নিত্য-সহচর আয়ুধ' এইরূপ ভাব পরিগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপে ঐ উপমাংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে—'আমার নিত্য-সহচর কর্ম্ম-রূপ আয়ুধ, সপত্নীর ন্যায়, পার্শ্বে বিদ্যমান থাকিয়া, আমাকে সম্যগ্‌রূপে উৎপীড়িত করিতেছে। আর তাহাদিগের উৎপীড়নে আমার হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া রহিয়াছে।' *

দ্বিতীয় চরণের উপমাংশেও সেই কর্ম্মেরই ভাব আসে। এই উপমাংশের অর্থ,—'মূষিক যেমন অন্নরসে লিপ্ত তন্তুসমূহকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ তৃষ্ণানুসারীভূত কর্ম্ম-সমূহ আমার সহচর হইয়া আমাকে ভক্ষণ করিতেছে—বিদারণ করিতেছে।'

ইহসংসারে মানুষের তৃষ্ণা কিছুতেই মিটে না। ঐহিক ধনলাভ-রূপ লালসায় মানুষ অশেষ অপকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া নিয়ত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। যাহার শত আছে, সে সহস্রের জন্য লালায়িত। যাহার

---

* ভাষ্যের ভাব যথাস্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে। অপর দুই ভাবের দ্যোতক দুই প্রকার ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) সপত্নীগণ (স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ (কূপের ভিত্তি সকল) আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে।

(2) "My (lean) ribs pain me on both sides like rival wives".

সহস্র আছে সে লক্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। যাহার রাজ্য আছে, তাহার স্বর্গলাভের লালসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। কালের বশে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সামর্থ্য ও কার্য্যকলাপ সকলই লোপ-প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার তৃষ্ণা দিন দিনই নূতন ভাব ধারণ করে। এ জগতে সবই নশ্বর; কিন্তু তৃষ্ণা অবিনশ্বর হইয়া আছে। তৃষ্ণার আর মৃত্যু নাই। অজেয় অমর হইয়া সে যেন ইহজগতে আসিয়াছে। মৃত্যু আসিয়া কেশাকর্ষণ করিলেও মানুষ তাই মরিতে চায় না। তৃষ্ণার বা লালসার বশীভূত হইয়া মানুষ করিতে পারে না—এমন কাজ নাই। তৃষ্ণাই সকল গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকে। শাস্ত্রে তাই উপদেশ আছে,—নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা কর। জগতে আসিয়া কর্ম্ম করিয়া যাও; কিন্তু তাহার ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করিও না। ফলদাতা ভগবান্ আছেন। যাহার যেরূপ কর্ম্ম, সে তদনুরূপ ফল অবশ্যই পাইবে।'

এই চরণের ভাবও তাই। এখানকার প্রার্থনা এই যে,—হে দেবগণ! আমার কর্ম্ম ঐহিক লালসায় জড়ীভূত হইয়া আমাকে উৎপীড়িত করিতেছে। আমার এই পাপময় ঐহিক লালসা উচ্ছিন্ন করুন। আমি যেন নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যাইতে পারি এবং সেই কর্ম্মের ফল-স্বরূপ আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারি। হে করুণাময়! আমার সম্বন্ধে তাহাই বিধান করুন ॥ (১ম—১০৫সূ— ৮ঋ) ॥

— • —

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

অমী যে সপ্ত রশ্ময়স্তত্রা মে নাভিরাততা।

ত্রিতস্তদ্বেদাপ্ত্যঃ স জামিত্বায় রেভতি

বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অমী ইতি। যে। সপ্ত। রশ্ময়ঃ। তত্র। মে। নাভিঃ। আঽততা।

ত্রিতঃ। তৎ। বেদ। আপ্ত্যঃ। সঃ। জামিঽত্বায়। রেভতি।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে অমী' (প্রসিদ্ধাঃ পরিদৃশ্যমানাঃ, নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতাঃ) 'সপ্তরশ্ময়ঃ' (সপ্তলোক-সম্বন্ধিনঃ জ্ঞানকিরণাঃ, বিশ্বব্যাপিনঃ জ্ঞাননিবহাঃ) বিদ্যন্তে, তত্র (তেষু জ্ঞাননিবহেষু) 'মে' (মম) 'নাভিঃ' (প্রাণানাং, অধিকারং) 'আততা' (বিস্তৃতং ভবতু ইত্যর্থঃ); যৎ জ্ঞানং বিশ্বং ব্যাপিত্বা তিষ্ঠতে তৎ জ্ঞানং ময়ি সঞ্চিতং ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'আপ্ত্যঃ' (সত্ত্বসমুদ্ভূতঃ, সত্ত্বপ্রাধান্যভূতঃ) 'ত্রিতঃ' (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তঃ—সাধকঃ ইতি যাবৎ) 'তৎ' (জ্ঞানং, জ্ঞানমূলং ইত্যর্থঃ) 'বেদঃ' (বিজানাতি); 'সঃ' (তদ্রূপঃ সাধকঃ) 'জামিত্বায়' (শত্রুতায়ৈঃ, রিপুদমনায় ইত্যর্থঃ) 'রেভতি' (দেবান্ আহ্বয়তি—অনুসরণং করোতি ইত্যর্থঃ); অয়ং ভাবঃ,—সাধবঃ জ্ঞানং অনুসরন্তিঃ অসাধুঃ অহং তৎ ন করোমি—ইতি দুঃখ; 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, হে দ্যুলোকভূলোক-সম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য অজ্ঞানতারূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ) দেবানাং কৃপয়া মম অজ্ঞানতা-জনিতং দুঃখং দূরীভবতু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৫সূ—৯ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

যেই প্রসিদ্ধ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত সপ্তলোকসম্বন্ধীয় জ্ঞানকিরণসমূহ বিদ্যমান আছে, সেই জ্ঞাননিবহে আমার অধিকার বিস্তৃত হউক; (ভাব এই যে,—যে জ্ঞান বিশ্বকে ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে, সেই জ্ঞান আমাতে সঞ্চিত হউক); সত্ত্ব-প্রাধান্যভূত, ত্রিগুণসাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত সাধক সেই জ্ঞানকে (জ্ঞানমূলকে) বিশেষরূপে জানেন; সেইরূপ সাধক শত্রুতার জন্য অর্থাৎ রিপুদমনের নিমিত্ত দেবগণকে আহ্বান করেন; (ভাব এই যে,—সাধুগণ জ্ঞানের অনুসরণ করেন, অসাধু আমি তাহা করি না—ইহাই দুঃখ); হে দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ!

আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (ভাব এই যে,—দেবগণের কৃপায় আমার অজ্ঞানতা দূর হউক।)॥ (১ম—১০৫সূ—৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যেঽমী দ্যুলোকে বর্তমানাঃ সপ্তসংখ্যাকা রশ্ময়ঃ সূর্যস্য কিরণাঃ সন্তি। তত্র তেষু সূর্যরশ্মিষ্বধ্যাত্মং সপ্তপ্রাণরূপেণ বর্তমানেষু মে মদীয়া নাভিরাততা সংবদ্ধা। ঋষিরাত্মানমেব পরোক্ষতয়া নির্দিশতি। ত্রিতস্তীর্ণতমস্ত্রিঃস্তুতজ্ঞান আপ্ত্যোঽপাং পুত্র ঋষিস্তৎ পূর্বোক্তং বেদ জানাতি সম্যক্। স জামিত্বায় নির্জামিত্বায় কূপান্নির্গমনায় রেভতি তান্ রশ্মীন্ স্তৌতি। অন্যৎ সমানং॥

আততা। তনোতেঃ কর্মণি নিষ্ঠা। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিক লোপঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। জামিত্বায়। জমতির্গতিকর্মা। জমতি গচ্ছতীতি জামিঃ। ঔণাদিক ইণ্ প্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবস্ত্বং। রেভতি। রেভৃ শব্দে। ভৌবাদিকঃ॥ ৯॥

• • •

নবম (১১৪৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

জ্ঞান ওতঃপ্রোতঃভাবে সর্ব্বত্র বিরাজমান্। জ্ঞানের প্রভাব সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। দ্যুলোক-ভূলোক সর্ব্বলোকে যে জ্ঞান বিদ্যমান্ রহিয়াছে, সেই জ্ঞানে আমার প্রাণাত্মা নিযুক্ত হউক—আমি

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যে অমী' দ্যুলোকে বর্তমান 'সপ্ত' সপ্তসংখ্যক 'রশ্ময়ঃ' সূর্যের কিরণ সমূহ আছে; 'তত্র' সেই সূর্যরশ্মি সমূহে অধ্যাত্ম সপ্তপ্রাণরূপে বর্তমান 'মে' আমার 'নাভিরাততা' নাভি সম্বদ্ধ। ঋষি আপনাকেই পরোক্ষভাবে নির্দেশ করিতেছেন। 'ত্রিতঃ' তীর্ণতম ত্রিঃস্তুতজ্ঞান 'আপ্ত্যঃ' অপসমূহের পুত্র ঋষি 'তৎ' পূর্বোক্ত বৃত্তান্ত 'বেদ' বিশেষরূপে জানেন; অন্যে জানে না। 'সঃ' অবগত সেই ঋষি 'জামিত্বায়' কূপ হইতে নির্গত হইবার জন্য 'রেভতি' সেই রশ্মি-সমূহকে স্তুতি করিতেছেন। অন্য অংশের অর্থ পূর্বের ন্যায়।

আততা 'তনোতের' (তন-ধাতু) কর্মনিপাতো নিষ্ঠা। 'অনুদাত্তোপদেশঃ' ইত্যাদির দ্বারা অনুনাসিকের লোপ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। জামিত্বায়। জমতিঃ পদ গতিকর্ম অর্থে প্রযুক্ত হয়। জমতি গচ্ছতি—ইত্যাদি বাক্যে জামিঃ পদ হয় ঔণাদিক ইণ্-প্রত্যয়। তাহার ভাব সেই অর্থে ত্ব প্রত্যয়। রেভতি। রেভৃ ধাতু শব্দার্থক। ভ্বাদিগণীয় (১ম—১০৫সূ—৯ঋ)।

• • •

যেন সেই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারি—আমাতে সেই জ্ঞানের সঞ্চার হউক। এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রথম চরণে প্রকাশমান দেখিতে পাই।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা উপলক্ষে "আপ্ত্যঃ ত্রিতঃ' বাক্যাংশের মর্ম্ম বিশেষ অনুধাবনীয়। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ বাক্যাংশের 'অপের পুত্র ত্রিত' অর্থই প্রকাশ পাইয়াছে। অপ-শব্দের অর্থ জল। 'জলের পুত্র' বলিলে কোনই ভাব উপলব্ধ হয় না। 'অপ' শব্দের আমরা পূর্ব্বাপর 'সত্ত্বভাব' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। তদনুসারে এস্থলে 'আপ্ত্যঃ' পদে আমরা 'সত্ত্বসমুদ্ভূত, সত্ত্বপ্রধান্যভূত' অর্থে সঙ্গত দেখিতেছি। 'ত্রিতঃ' পদে 'সত্ত্বরজস্তমঃ—এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত সাধক'কে আমরা নির্দ্দেশ করি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, দ্বিতীয় চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'সত্ত্বপ্রাধান্যভূত ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থা-প্রাপ্ত সাধক, বিশ্বব্যাপী জ্ঞানকে জানেন। সত্ত্বভাবের বিরোধী, জ্ঞানের প্রতিবন্ধক, রিপুগণের দমনের জন্য তাই তিনি দেবগণকে—(দেব-ভাব-সমূহকে) আহ্বান করিয়া থাকেন। কিন্তু অজ্ঞান আমি, সত্ত্বভাববিহীন আমি, সেই জ্ঞানের তত্ত্ব জানি না, সত্ত্বভাবের মহাত্ম্য জানি না। হে দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখ অবগত হউন। আমাকে রিপুদমনসামর্থ্য প্রদান করুন। আমাতে সত্ত্বভাবের বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সঞ্চার হউক।' (১ম—১০৫সূ—৯ঋ)॥

— • —

দশমী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

অমী যে পঞ্চোক্ষণো মধ্যে তস্থুর্মহো দিবঃ।

দেবত্রা নু প্রবাচ্যং সধ্রীচীনা নি বাবৃতুর্ব্বিত্তং

মে অস্য রোদসী ॥ ১০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অমী ইতি। যে। পঞ্চ। উক্ষণঃ। মধ্যে। তস্থুঃ। মহঃ। দিবঃ।

দেবত্রা। নু। প্রবাচ্যম্। সধ্রীচীনাঃ। নি। ববৃতুঃ। বিত্তম্।

মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১০॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অমী যে' (প্রসিদ্ধাঃ নিত্যপরিদৃশ্যমানাঃ) 'উক্ষণঃ' (কামাভিবর্ষকাঃ, অভীষ্টপূরকাঃ) 'পঞ্চ' (পঞ্চদেবাঃ—ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোমপঞ্চভূতাত্মকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, যদ্বা—পঞ্চপ্রাণবায়ুরূপেণাবস্থিতাঃ দেবাঃ) 'মহঃ' (মহতঃ) 'দিবঃ মধ্যে' (দ্যুলোকস্য অভ্যন্তরে, সর্ব্বনিলয়স্য স্বর্গস্য মধ্যে) 'তস্থুঃ' (তিষ্ঠন্তি); তে সর্ব্বে দেবাঃ 'নু' (ক্ষিপ্রং) 'দেবত্রা' (দেবেষু, দেবভাবোপজননায় ইত্যর্থঃ) 'প্রবাচ্যং' (উচ্চার্য্যং স্তোত্রং প্রতি) 'সধ্রীচীনাঃ' (আগচ্ছন্তঃ) 'নি ববৃতুঃ' (নিরন্তরং তিষ্ঠন্তি); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ; হে দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ!) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য স্তোত্রবিহীনরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং—জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত); অয়ং ভাবঃ,—কর্ম্মদোষেণ অহং দেবানুগ্রহলাভায় বঞ্চিতঃ অস্মি, দেবাঃ কৃপয়া মাং রক্ষন্তু। (১ম—১০৫সূ—১০ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ নিত্যপরিদৃশ্যমান্ কামাভিবর্ষক অভীষ্টপূরক ক্ষিত্যপতেজো-মরুদ্ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতাত্মক সকল দেবগণ, অথবা পঞ্চপ্রাণবায়ুরূপে অবস্থিত দেবগণ, মহৎ দ্যুলোকের মধ্যে, সর্ব্বনিলয় স্বর্গের মধ্যে, অবস্থান করেন; সেই সকল দেবগণ ক্ষিপ্রগতিতে দেবভাবের উপজননের নিমিত্ত উচ্চারিত স্তোত্রের প্রতি আসিয়া নিরন্তর অবস্থান করেন; হে দ্যাবাপৃথিবী—দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার স্তোত্র-বিহীনরূপ এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন, অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (ভাব এই যে,—কর্ম্মদোষে আমি দেবানুগ্রহলাভে বঞ্চিত আছি। দেবগণ কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

উক্ষণঃ সেক্তারঃ কামাভিবর্ষকাঃ পঞ্চ। তত্র ইন্দ্রবরুণসবিত্রর্যামা তৎসবিতা চেমো বাদিত্যৰ্চৈর্ন প্রতিপাদিতাঃ পঞ্চসংখ্যাকা দেবাঃ। যদ্বা অগ্নির্বায়ুঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা বিদ্যুদিত্যেবং পঞ্চসংখ্যাকাঃ। তথা চ শাট্যায়নং। এতান্যেব পঞ্চ জ্যোতীংষি যান্যেষু লোকেষু দীপ্যন্তে। অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরন্তরিক্ষে আদিত্যো দিবি চন্দ্রমা নক্ষত্রে বিদ্যুদপ্স্বিতি। নক্ষত্রে নক্ষত্রলোকে। অপ্সু মেঘস্থোদকেষু। তৈত্তিরী-য়েহপ্যেবমাম্নাতং। অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরন্তরিক্ষে সূর্য্যো দিবি চন্দ্রমা দিক্ষু নক্ষত্রাণি স্বলোকে ইতি। যেঽমী পঞ্চসংখ্যাকা দেবাঃ মহো দিবো মহতো বিস্তীর্ণস্য দ্যুলোকস্য মধ্যে তস্থুঃ। তিষ্ঠন্তি। আসতে। দেবত্রা দেবেষু নু ক্ষিপ্রং প্রবাচ্যং প্রশংসনীয়ং দেবানাং যোগ্যং মদীয়ং স্তোত্রং প্রতি সধ্রীচীনাঃ সহাঞ্চন্তো যুগপদাগচ্ছন্তস্তে দেবাঃ মদীয়ং পরিচরণং স্বীকুর্ব্বন্তি। তদনন্তরং নিববৃতুঃ। তৃপ্তাঃ সন্তো নিবর্ত্তন্তে চ। অন্যৎ সমানং॥

উক্ষণঃ। বা বপূর্ষস্ত নিগমো ইত্যুপধা দীর্ঘাভাবঃ। দেবত্রা। দেবমনুষ্যেত্যাদিনা সপ্তম্যর্থে ত্রাপ্রত্যয়ঃ। প্রবাচ্যং। বাচয়তেরচো যদিতি যৎ। সেরিতীতি নিলোপঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উক্ষণঃ' সেক্তৃগণ কামনার অভিবর্ষকগণ 'পঞ্চ'। 'তত্র ইন্দ্রবরুণসবিত্রর্যামা তৎসবিতা' (ঋ° স° ১।৭২৫) ইত্যাদি অর্দ্ধ বকের দ্বারা প্রতিপাদিত এই পঞ্চসংখ্যক দেবগণ অথবা—অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি পঞ্চসংখ্যক (দেবগণ)। এ বিষয়ে শাট্যায়নে এইরূপ কথিত আছে, যথা;—'এতান্যেব পঞ্চজ্যোতীংষি যান্যেষু লোকেষু দীপ্যন্তে। অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরন্তরিক্ষে আদিত্যো দিবি চন্দ্রমা নক্ষত্রে বিদ্যুদপ্সু' ইত্যাদি। অর্থাৎ,—এই পঞ্চসংখ্যক জ্যোতি—যাহারা দ্যুলোকসমূহে দীপ্তি প্রকাশ করে। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বায়ু, দ্যুলোকে সূর্য্য, নক্ষত্রে চন্দ্রমা এবং অপ্‌সমূহে বিদ্যুৎ ইত্যাদি। 'নক্ষত্রে' বলিতে নক্ষত্রলোকে এবং 'অপ্সু' বলিতে মেঘস্থিত জলসমূহে বুঝায়। তৈত্তিরীয়েও এইরূপ আম্নাত আছে; 'অগ্নিঃ পৃথিব্যাং বায়ুরন্তরিক্ষে সূর্য্যো দিবি চন্দ্রমা দিক্ষু নক্ষত্রাণি স্বলোকে' ইত্যাদি; অর্থাৎ,—পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে বায়ু, দ্যুলোকে সূর্য্য, দিক্‌সমূহে চন্দ্র এবং স্বর্গে নক্ষত্র-সকল, ইত্যাদি। 'যেঽমী' পঞ্চসংখ্যক দেবগণ 'মহঃ দিবঃ' বিস্তীর্ণ দ্যুলোকের মধ্যে 'নু' শীঘ্র 'প্রবাচ্যং' প্রশংসনীয় দেবগণের যোগ্য আমার স্তোত্রের প্রতি 'সধ্রীচীনাঃ' (সহাঞ্চন্তঃ) যুগপৎ আগমনকারী সেই দেবগণ আমার পরিচরণ স্বীকার করেন। তদনন্তর 'নিববৃতুঃ' তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করুন। অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

উক্ষণঃ। 'বা বপূর্ষস্ত নিগমে' ইত্যাদি সূত্রে উপধার দীর্ঘের অভাব। দেবত্রা। 'দেবমনুষ্য' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সপ্তমীর অর্থে ত্রা-প্রত্যয়। প্রবাচ্যং। 'বাচয়তি'র (বচধাতুতে) 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ-প্রত্যয়। 'সেরিতি' ইত্যাদি সূত্রে নিলোপ।

যন্তোহংনাস ইত্যত্রাদাত্তত্বে কৃত্বত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সধ্রীচীনাঃ। সহাঞ্চতীতি সধ্র্যঙ্‌। স এব সধ্রীচীনাঃ। সহ পূর্ব্বাদঞ্চতেশ্ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্‌। অনিদিতামিতি নলোপঃ। সহস্য সধ্রিরিতি সধ্র্যাদেশঃ। বিভাষাং চেরদিক্‌ স্ত্রিয়ামিতি স্বার্থে খপ্রত্যয়ঃ। ববৃতুঃ। বৃতু বর্ত্তনে। ছন্দসি লুঙ্‌লঙ্‌লিট ইতি বর্ত্তমানে লিট্‌। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়ামভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং॥ (১ম - ১০৫সূ - ১০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একবিংশো বর্গঃ॥ ১.৭.২১॥

দশম (১১৪৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:×·×:—

দেবতা কোথায় পরিদৃশ্যমান্‌ নহেন? দেবশক্তি কোথায় না ক্রিয়াপর রহিয়াছেন? আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, অথবা যে কোন বস্তুর অস্তিত্বের বিষয় আমাদিগের অনুভবে আসে, তাহার সকলই দেবশক্তির অধীন। দেবতা যে স্বর্গে অবস্থিতি করেন, দেবশক্তির ক্রিয়া যে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, সে কেবল আমাদিগের অজ্ঞানতা মাত্র। নচেৎ যেখানেই সত্ত্বভাব বিরাজমান্‌, সেখানেই দেবশক্তির ক্রিয়া অব্যাহত। সত্ত্ব নিলয় স্বর্গ—সে কোন অবাঙ্‌মনসগোচর স্থান নহে। ইহসংসারেই তাহা নিত্যপরিদৃশ্যমান্‌, আমাদিগের কর্ম্মের মধ্যেই তাহা নিত্যক্রিয়মান্‌, স্বর্গের হইয়াও, আমাদিগের অগোচরীভূত থাকিয়াও তাঁহারা আমাদিগের অভীষ্ট-পূরণ ইষ্টসাধন করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই নিত্য-সত্য-তত্ত্বই প্রকাশমান্‌ দেখি। তাই বলা হইয়াছে—এই যে দেবগণ (অমী যে) মহৎ স্বর্গের মধ্যে অবস্থিতি করেন (মহঃ দিবঃ মধ্যে তস্থুঃ),

---

'যন্তোহংনাসঃ' ইত্যাদি উদাত্তত্বে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'সধ্রীচীনাঃ'। 'সহাঞ্চতি' ইত্যাদি বাক্যে সধ্র্যঙ্‌ পদ হয়। তাহা হইতে 'সধ্রীচীনাঃ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সহপূর্ব্বহেতু 'অঞ্চতে ঋত্বিক্‌' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্বিন্‌-প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। সহের 'সধ্রি' ইত্যাদি সূত্রে সধ্র্যাদেশ। 'বিভাষাঞ্চেরদিক্‌স্ত্রিয়াং' ইত্যাদি সূত্রে স্বার্থে খ-প্রত্যয়। ববৃতুঃ। বৃতু-ধাতু বর্ত্তনার্থক। 'ছন্দসি লুঙ্‌ লঙ্‌ লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্ত্তমানকালে লিট্‌। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব॥ (১ম—১০৫সূ—১০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একবিংশো বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।২১॥

তাঁহারাই পঞ্চদেবতারূপে অভিষ্টপূরণ করিতেছেন (উক্তগঃ পঞ্চ)।
উঁহারাই ক্ষিত্যপতেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতাত্মক। তাঁহারাই পঞ্চপ্রাণবায়ু-
রূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। দেবগণের অধিষ্ঠান স্বর্গে—এ কথা বলিতে
তাঁহারা যেন কতদূরে অবস্থিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মন্ত্র বলিতেছেন
—সে দূর দূর নহে, তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান স্বর্গে হইলেও, এই যে পঞ্চপ্রাণ-
বায়ুর সংযোগে আমাদিগের দেহযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে, এই যে
পঞ্চভূতের সমাবেশে সংসার বিগঠিত রহিয়াছে; এই পঞ্চপ্রাণবায়ুরূপে,
এই পঞ্চভূতের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দেবগণ আমাদিগের অভীষ্টপূরণ
করিতেছেন।

দ্বিতীয় চরণটীকে প্রথম চরণেরই অনুবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে পারি।
ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দ্বিতীয় চরণটী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—
"নু দেবত্রা প্রণাচ্যং সধ্রীচীনা নি বাবৃতু।" দেবগণ নিরন্তর কোথায়
অবস্থিতি করেন, এই অংশে তাহার আভাস প্রাপ্ত হই। দেবতার
উপজনের জন্য যেখানে স্তোত্র উচ্চারিত হয় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান চলে,
সেখানেই তাঁহারা নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এইরূপে বুঝিতে
পারি, দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে এই ভাব প্রকাশমান্ যে,—'দেবতা
বা দেবতাগ যেখানেই থাকুন না কেন, হৃদয়ে দেবতার উপজনের জন্য
আকুল-প্রচেষ্টা জাগিলে, কায়মনোপ্রাণে দেবতার বা দেবতাদের
উপাসনা করিতে পারিলে, দেবতা কখনই স্থির থাকিতে পারেন না।
তখন তাঁহারা ক্ষিপ্রগতিতে সত্ত্ব-নিলয় স্বর্গ হইতে অবতরণপূর্ব্বক সাধকের
হৃদয়ে অবস্থান করেন। দেবতার কৃপায়, দেবভাবের মাহাত্ম্যে এই হৃদয়ই
তখন স্বর্গে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ আক্ষেপমূলক প্রার্থনাত্মক। এখানে
প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে দ্যুলোক-ভূলোকস্থ সকল দেবগণ!
আপনারা যেখানেই থাকুন না কেন, ভক্তিভরে আপনাদিগের আরাধনা
করিতে পারিলেই হৃদয়ে আপনাদিগের আবির্ভাব হয়। আমি ভক্তি-
বিহীন; আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্ম করিতেও অসমর্থ। আপনারা আমার
হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করিয়া দিউন; সৎ-কার্য্যের সাধনায় আমার প্রাণ
জাগিয়া উঠুক। অকিঞ্চন আমাতে আপনাদিগের প্রভাবে, সত্ত্বভাবের

সঞ্চার হউক। সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় দেবভাবের উদ্বোধনায় আমার মনঃপ্রাণ মাতিয়া উঠুক। সৎকর্মে ভগবৎকর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ আমার দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন—দূর করুন॥ (১ম—১০৫সূ—১০ঋ)॥

—— • ——

একাদশী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

সুপর্ণা এত আসতে মধ্য আরোধনে দিবঃ।

তে সেধন্তি পথো বৃকং তরন্তং যহ্বতীরপো

বিত্তং মে অস্য রোদসী॥ ১১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

সুঽপর্ণাঃ। এতে। আসতে। মধ্যে। আঽরোধনে। দিবঃ।

তে। সেধন্তি। পথঃ। বৃকং। তরন্তং। যহ্বতীঃ। অপঃ।

বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এতে' (নিত্যক্রিয়মাণাঃ, নিত্যপরিদৃশ্যমানাঃ) 'সুপর্ণাঃ' (শোভনগতিশীলাঃ, ঊর্দ্ধ-নয়নসমর্থাঃ—সৎকর্ম্মনিবহাঃ ইতি যাবৎ) 'দিবঃ' (দ্যুলোকস্য স্বর্গস্য) 'আরোধনে মধ্যে' (ব্যাপকপ্রদেশে, সর্ব্বশাখাদিষু ইত্যর্থঃ) 'আসতে' (তিষ্ঠন্তে—নিত্যং ইতি যাবৎ) ; 'তে' (কর্ম্মনিবহাঃ) 'যহ্বতীঃ' (মহতঃ) 'অপঃ' (সত্ত্বভাবান্) 'তরন্তং' (উল্লঙ্ঘনকারিণং, নাশকারিণং ইত্যর্থঃ) 'বৃকং' (রিপুরূপং শ্বাপদং অজ্ঞানতারূপং ব্যাঘ্রং) 'পথঃ' (মার্গাৎ—সত্ত্বপ্রাপ্তি-মার্গাৎ) 'সেধন্তি' (নিষেধয়ন্তি, নিবারয়ন্তি, দূরীকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ) ; 'রোদসী'

(দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য সত্ত্বভাবানাং অপ্রাপ্তিরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,- হে দেবাঃ! সৎকর্ম্মহীনং মাং সৎকর্ম্মান্বিতং কৃত্বা ঊর্দ্ধগতিং প্রাপয়॥ (১ম—১০৫সূ—১১ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যক্রিয়মাণ নিত্যপরিদৃশ্যমান্ শোভনগতিশীল ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ কর্ম্ম-নিবহ, দ্যুলোকের—স্বর্গের ব্যাপক-প্রদেশে অর্থাৎ সত্ত্বভাবাদির মধ্যে নিত্যবিদ্যমান্ থাকে; সেই কর্ম্মনিবহ মহৎ সত্ত্বভাবসমূহকে উল্লঙ্ঘনকারী অর্থাৎ নাশকারী রিপুরূপ শ্বাপদকে (অজ্ঞানতারূপ ব্যাঘ্রকে) সত্ত্বপ্রাপ্তি-রূপ পথ হইতে নিবারণ করে অর্থাৎ দূর করে; হে দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের (সত্ত্বভাবসমূহের অপ্রাপ্তিরূপ দুঃখের) কারণকে অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! সৎকর্ম্মহীন আমাকে সৎকর্ম্মান্বিত করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—১১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুপর্ণাঃ। রশ্মিনামৈতৎ। শোভনপতনা এতে সূর্য্যরশ্ময় আরোধনে সর্ব্বস্যাবরকে ব্যাপ্তে দিবোঽন্তরিক্ষস্য মধ্যে আসতে। সর্ব্বদা। তে সূর্য্যরশ্ময়ঃ পথো মার্গাৎ বৃকমরণ্যশ্বানং সেধন্তি। নিষেধন্তি নিবারয়ন্তি। কীদৃশং? যহ্বতীর্মহতীরপস্তরন্তং। অতিক্রামন্তং। কূপপতনাৎ পূর্ব্বং ত্রিতং দৃষ্ট্বা তং ভক্ষয়িতুং কশ্চিদরণ্যশ্বা মহতীং নদীং তিতীর্ষুরা-জগাম। স চ সূর্য্যরশ্মীন্ দৃষ্ট্বা ইয়মবসরো ন ভবতীতি নিবৃত্তঃ। অতো রশ্ময়ো বৃকং নিষেধন্তীত্যুচ্যতে। যাস্কপক্ষে তু আপ ইত্যন্তরিক্ষনাম। যহ্বতীরপো মহদন্তরিক্ষং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সুপর্ণাঃ' এই পদ রশ্মিনামবাচক। শোভনপতন 'এতে' এই সূর্য্যরশ্মিসমূহ 'আরো-ধনে' সকলের আবরক ব্যাপ্ত 'দিবঃ' অন্তরিক্ষের 'মধ্যে' মধ্যে 'আসতে' বিদ্যমান আছে। 'তে' সেই সূর্য্যরশ্মিসমূহ 'পথঃ' পথ হইতে 'বৃকং' অরণ্যকুক্কুরকে 'সেধন্তি' নিষেধ করে—নিবারণ করে। কীদৃশ (বৃক)? 'যহ্বতীঃ' মহৎ 'অপঃ' জলরাশি 'তরন্তং' অতিক্রমকারী কূপে পতনের পূর্ব্বে ত্রিতকে দেখিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য কোনও অরণ্য-কুক্কুর বৃহৎ নদী অতিক্রম করিতে গিয়াছিল; এবং সে সূর্য্যরশ্মিসমূহ দেখিয়া, 'এখন সুবিধা নহে' এই মনে করিয়া, নিবৃত্ত হয়। অতএব রশ্মিসমূহ বৃককে নিষেধ করিয়াছিল—ইহা কথিত হয়। কিন্তু যাস্ক-পক্ষে 'আপঃ' এই পদ অন্তরিক্ষনামবাচক। 'যহ্বতীরপঃ' মহৎ অন্তরিক্ষকে

পথঃ পথা দ্বাদশরশ্ম্যাত্মনা মার্গেণ তরন্তং বৃকং চন্দ্রমসং সূর্য্যরশ্ময়ো নিষেধন্তি। অহনি সূর্য্যরশ্মিভির্নিরুদ্ধশ্চন্দ্রমা নিষ্প্রভো দৃশ্যতে। অতো নিষ্প্রভং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥

আরোধনে। আক্রম্যতে আশ্রিয়তেঽনেনেত্যারোধনং। করণে ল্যুট্। সেধন্তি। ষিধু গত্যাং। অয়ং কেবলোঽপি নিপূর্ব্বার্থে দ্রষ্টব্যঃ। পথঃ। পঞ্চম্যেকবচনে ভস্য টের্লোপ ইতি টিলোপঃ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরেণ বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যাস্কপক্ষে তু তৃতীয়ার্থে ব্যত্যয়েন পঞ্চমী। যহ্বতীঃ। যহ্ব ইতি মহন্নাম। অস্মাদাচারার্থে সর্ব্বপ্রাতিপাদিকেভ্য ইতি ক্বিপ্। ততো লটঃ শতৃ। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। শতুরনুম ইতি নদীস্বরো ব্যত্যয়েন ন প্রবর্ত্ততে॥ (১ম—১০৫সূ—১১ঋ)॥

একাদশ (১১৪৫) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই মন্ত্রটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ, "এতে সুপর্ণাঃ দিবঃ আরোধনে মধ্যে আসতে" বাক্যাংশ। এই অংশের 'সুপর্ণাঃ' পদে কেহ বা 'সূর্য্যরশ্মিসমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা 'সুন্দর পক্ষ-বিশিষ্ট পক্ষী' অর্থ কল্পনা করিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ,—"তে সেধন্তি বৃকং তরন্তং যহ্বতীঃ অপঃ" বাক্যাংশ। এই অংশের অন্তর্গত 'বৃকং' 'অপঃ' এবং 'তরন্তং' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'বৃকং' পদের 'আরণ্যকুকুর' এবং 'নেকড়েবাঘ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অপঃ' পদে 'জল' বা 'নদী' এবং 'তরন্তং' পদে 'অতিক্রমকারী' প্রতিবাক্য প্রচলিত আছে। এই প্রকারে পদাবলির অর্থ পরিগ্রহণে মন্ত্রের ভাব

'পথঃ' পথ হইতে দ্বাদশ রশ্মি-বিশিষ্ট নিজের মার্গের দ্বারা 'তরন্তং' অতিক্রমকারী 'বৃকং' চন্দ্রকে সূর্য্যরশ্মিসমূহ নিষেধ করে; দিবসে সূর্য্যরশ্মির দ্বারা নিরুদ্ধ চন্দ্র প্রভাহীন দেখায়। অতএব, নিষ্প্রভ করে—ইহাই অর্থ।

আরোধনে। 'আক্রম্যতে আশ্রিয়তে' এই বাক্যে 'আরোধনং' পদ হয়। করণে ল্যুট্। সেধন্তি। ষিধু ধাতু গত্যর্থক। ইহা কেবলই নিপূর্ব্বার্থে দ্রষ্টব্য। পথঃ। পঞ্চমীর একবচনে 'ভস্য টের্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। উদাত্তনিবৃত্তিস্বরের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। কিন্তু যাস্কের মতে তৃতীয়ার অর্থে ব্যত্যয়ের দ্বারা পঞ্চমী। যহ্বতীঃ। যহ্ব এই শব্দ মহন্নাম-বাচক। উহাতে আচারার্থে 'সর্ব্বপ্রাতিপাদিকেভ্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। তারপর লটে শতৃ। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। আগমানুশাসনের অনিত্যত্ব-হেতু নুম্-এর অভাব। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে নদীস্বর ব্যত্যয়ের দ্বারা ন প্রবর্ত্তিত হয়॥ ১১॥

দাঁড়াইয়াছে,—'সূর্য্যরশ্মিসমূহ অথবা সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ সর্ব্বব্যাপী আকাশে আছে; ব্যাঘ্র বা আরণ্য কুক্কুর মহৎ জল (অথবা বিস্তৃত নদী) পার হইবার সময় সূর্য্যরশ্মি বা পক্ষিগণ তাহাকে নিবারণ করে; হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।'

এই প্রকার অর্থে যে কি ভাব প্রকাশ পায়, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না।

আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করি, তাহা বুঝিবার পক্ষে কয়েকটী পদের বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রথমতঃ 'সুপর্ণাঃ' পদ। ঐ পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট পক্ষিগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভাষ্যকার বহুত্র ঐ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন বটে; কিন্তু এখানে 'সূর্য্যরশ্মি' অর্থে তিনি সঙ্গতি দেখিয়াছেন। পূর্ব্বে বহুত্র আমরা ঐ পদ পাইয়াছি এবং তদুপলক্ষে আমাদিগের অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। এ স্থলেও, সেই ভাবেরই ভাবুক হইয়া, আমরা ঐ পদে 'শোভনগতিশীল ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ কর্ম্মনিবহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ 'অপঃ' পদ। 'অপঃ' পদের 'সত্ত্বভাব' প্রভৃতিবাক্যে আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখিয়াছি। তৃতীয়তঃ, 'তরন্তং' পদ। ঐ পদে আমরা 'উল্লঙ্ঘনকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। অতঃপর 'বৃকং' পদ। 'বৃকং' পদে 'রিপুরূপ শ্বাপদ বা অজ্ঞানতা-রূপ ব্যাঘ্র' ভাবার্থ-গ্রহণে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'বৃকং' পদের দ্যোতক হওয়ায়, এবং 'অপঃ' পদের সহিত সম্বন্ধযুত থাকায়, 'তরন্তং' পদে 'সৎকর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকারী—সদ্ভাবে তাচ্ছীল্য আনয়নকারী' অর্থ প্রাপ্ত হই। একটী ইংরাজি অনুবাদের পাদটীকায় দেখিতে পাই, 'বৃকং' পদে 'ব্যাঘ্র' অর্থ গ্রহণ করিয়াও ঐ পদে 'চন্দ্রগ্রহণ বা চন্দ্রের কালিমা' অর্থের যৌক্তিকতা দেখান হইয়াছে।

---

* গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব যে অনুবাদ করিয়াছেন এবং যে অনুবাদের যে পাদ-টীকা লিখিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্বরূপে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাঁহার অনুবাদ; যথা—

"High in the mid ascent of heaven those Birds of beauteous pinion sit,

Back from his path they drive the wolf as he would

এই প্রকারে মন্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধ হয়,—'যে কর্ম্মের ফলে মানুষের গতিমুক্তির পথ নিষ্কণ্টক হয়, যে কর্ম্মের প্রভাবে মানুষ পরাগতি মোক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই সৎকর্ম্ম স্বর্গে—সত্ত্বভাবের মধ্যে—অবস্থান করে; অর্থাৎ সত্ত্বভাবের বা দেবভাবের নিলয় স্বর্গই সেই সৎকর্ম্মের অধিষ্ঠান-স্থান। সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারিলে, সৎকর্ম্মসাধনে চিত্তকে বিনিবিষ্ট করিতে পারিলে, সৎকর্ম্মই—সৎকর্ম্মের প্রভাবই, সত্ত্বভাবের দেবভাবের উল্লঙ্ঘনকারী রিপুগণকে বিমর্দ্দন করে; তদ্দ্বারা সত্ত্বভাবের বিঘ্নস্বরূপ অজ্ঞানতা-রূপ রিপুর প্রাবল্য প্রতিহত হয়। সৎকর্ম্মে নিয়োজিত হইতে পারিলে, সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের প্রতি আস্থা-সম্পন্ন হইতে পারিলে, সৎকর্ম্মই তাহার অনুষ্ঠানকারীকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিয়া থাকে।'

এখানে প্রথমতঃ এই নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রখ্যাপিত দেখি। এই নিত্য-সত্যতত্ত্ব খ্যাপন করিয়া, প্রার্থনাকারী প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবগণ! আমি অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত। অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর প্রাবল্যে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে আমার প্রবৃত্তি জন্মে না। আমি সদনুষ্ঠানবিরত হইয়া আছি; তাই আমি দেবতার অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত; তাই আমি দেবতার কৃপা-লাভে অসমর্থ। হে দ্যুলোকভূলোকস্থ সকল দেবগণ! আপনারা আমার এই দুঃখের কারণ অবগত হউন। আমার হৃদয়ে ঊর্দ্ধনয়নসমর্থ সৎকর্ম্মের সাধন জন্য অনুরাগের বা স্পৃহার সঞ্চার করিয়া দিউন। সৎকর্ম্মের সম্বাধানে, সৎকর্ম্মের প্রভাবে, আপনাদিগের কৃপায়, আমার হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হউক। সৎকর্ম্মসাধনে আমার ভক্তিগতি অটুট অবিচ্ছিন্ন রহুক॥' (১ম—১০৫সূ—১১ঋ)॥

---

cross the restless floods. Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

কিন্তু তাঁহার টীকায় প্রকাশ, 'সুপর্ণাঃ' পদের "those birds of beauteous pinion" প্রতিবাক্যে তারাগণকে (the stars) বুঝাইতেছে; এবং 'বৃকঃ'-পদের "the wolf" প্রতিবাক্যে অন্ধকারকে বা চন্দ্রগ্রহণকে (darkness or eclipse of the Moon) অর্থ আসে। ফলতঃ যিনি যে দিক দিয়া অর্থ গ্রহণ করুন, রূপক স্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

নব্যং তদুক্থ্যং হিতং দেবাসঃ সুপ্রবাচনম্।
ঋতমর্ষন্তি সিন্ধবঃ সত্যং তাতান সূর্য্যো বিত্তং
মে অস্য রোদসী॥ ১২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নব্যং। তৎ। উক্থ্যং। হিতং। দেবাসঃ। সুঽপ্রবাচনম্।
ঋতং। অর্ষন্তি। সিন্ধবঃ। সত্যং। ততান। সূর্য্যঃ। বিত্তম্।
মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবাসঃ' (হে দেবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ) 'নব্যং' (অভিনবত্বসম্পন্নং, চিরনূতনং) 'উক্থ্যং' (প্রশস্তং, অনুসরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'সুপ্রবাচনং' (সুকথিতং, সুফলদায়কং ইত্যর্থঃ) 'তৎ' (বলং, যথা—যুষ্মাকং সম্বন্ধিনং বলং) 'হিতং' (যুষ্মাসু নিহিতং অস্তি, যদ্বা—ময়ি নিহিতং অস্ত); যুষ্মাকং প্রভাবৈঃ 'সিন্ধবঃ' (স্যন্দনশীলাঃ স্নেহপরায়ণাঃ দেবাঃ) 'ঋতং' (সত্যং সৎকর্ম্ম বা) 'অর্ষন্তি' (প্রেরয়ন্তি); তথা 'সূর্য্যঃ' (প্রজ্ঞানস্বরূপঃ সূর্য্যদেবঃ) 'সত্যং' (প্রকৃতং, স্বরূপতত্ত্বং) 'ততান' (বিস্তারয়তি, প্রকাশয়তি ইত্যর্থঃ); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দেবভাববিহীনতারূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ)। অয়ং ভাবঃ—দেবতাসম্বন্ধি শক্তিঃ অশেষাঃ, অহং দেবভাববিরহিতঃ, মদীয়েন কর্ম্মণা দেবাঃ মহ্যং দেবভাবং প্রাপয়ন্তু॥ (১ম—১০৫সূ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট)! অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন প্রশস্ত অর্থাৎ অনুসরণীয় সুফলদায়ক শক্তি আপনাদিগের মধ্যে নিহিত

আছে; অথবা, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় শক্তি আমার মধ্যে নিহিত হউক; আপনাদিগের প্রভাবের দ্বারাই স্নেহপরায়ণ দেবগণ সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে প্রেরণ করেন এবং প্রজ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেবতা স্বরূপতত্ত্ব বিজ্ঞাপন (প্রকাশ) করেন; হে দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দেবভাববিহীনতা-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (ভাব এই যে,—দেবভাবের শক্তি অশেষ, আমি দেবভাব-বিরহিত, আমার কর্ম্মের দ্বারা দেবগণ আমাকে দেবভাব প্রদান করুন।)॥ (১ম—১০৫সূ—১২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দেবাসো দেবাঃ। সখ্যং সখিত্বমুক্থ্যং প্রশস্যং ভবতাং সুপ্রবাচনং সুষ্ঠু ঋত্বিগ্‌ভির্ব্বাচয়িতুং শক্যং। এবম্ভূতং ভবদীয়ং বলং হিতং। যুষ্মাসু নিহিতং। অতো যুষ্মদীয়েন বলেন সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা নদ্যো সততমুদকমর্ষন্তি। আলস্যরাহিত্যেন সর্ব্বদা প্রেরয়ন্তি। অশোষ্যা সত্যঃ প্রবহন্তীত্যর্থঃ। তথা সূর্য্যঃ সত্যং সর্ব্বদা বিদ্যমানং স্বকীয়ং তেজস্ততান। আতনোতি বিস্তারয়তি। অন্যৎ সমানং।

সুপ্রবাচনং। বচ পরিভাষণে। অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যত ইতি খলর্থে যুচ্। অর্ষন্তি। অর্ত্তের্লেটি সিব্বহুলং ছন্দসীতি সিপ্। গুণঃ। ততান। অন্যেষামপি দৃশ্যতে ইতি সংহিতায়ামভ্যাসস্য দীর্ঘত্বং॥ (১ম—১০৫সূ—১২ঋ)॥

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবাসঃ' হে দেবগণ 'সখ্যং' সখিত্ব 'উক্থ্যং' প্রশস্য ভবতাং 'সুপ্রবাচনং' সুষ্ঠু ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা উচ্চারিত হইতে সমর্থ, এবম্ভূত 'তৎ' আপনাদিগের বল 'হিতং' আপনাদিগের মধ্যে নিহিত আছে। অতএব, আপনাদিগের বলের দ্বারা 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীল নদীসমূহ 'ঋতং' উদককে 'অর্ষন্তি' আলস্যরাহিত্যের দ্বারা সর্ব্বদা প্রেরণ করিতেছে। শুষ্ক না হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ইহাই অর্থ। সেইরূপ 'সূর্য্যঃ' সূর্য্য 'সত্যং' সর্ব্বদা বিদ্যমান নিজের তেজকে 'ততান' বিস্তার করিতেছে। অন্য অংশ পূর্ব্বমত।

সুপ্রবাচনং। বচ-ধাতু পরিভাষণার্থক। উহাতে স্যন্ত-হেতু 'অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে খল্-অর্থে যুচ্-প্রত্যয়। অর্ষন্তি। 'অর্ত্তের' (ঋ ধাতুর) লেটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। পরে গুণ। ততান। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে অভ্যাসের দীর্ঘত্ব। (১ম—১০৫সূ—১২ঋ)॥

দ্বাদশ (১১৪৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রে প্রার্থনাকারী দেবগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের মহিমার বিষয় খ্যাপন করিতেছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে—'দেবগণের মধ্যেই যেন সকল বল নিহিত আছে, সূর্য্য তাঁহাদিগেরই প্রভাবে উদিত হইতেছেন, নদীসমূহ তাঁহাদিগেরই শক্তিতে প্রবাহিত হইতেছে।' প্রচলিত ব্যাখ্যা-সমূহের এই প্রকার অর্থ হইতে দেবতার স্বরূপ-বিষয়ে কোনও ভাব উপলব্ধ হওয়া সুকঠিন। তাঁহারা দেহধারী কি অশরীরী, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে দেবগণকে দর্শন করি এবং তাহাতে যে ভাব প্রাপ্ত হই, তাহা এস্থলে বিশ্লেষণ করিতেছি।

যে শক্তি অভিনব, যে শক্তি চিরনূতন, আমরা মনে করি, সেই শক্তি দেবগণের মধ্যে—দীপ্তিদানাদিগুণনিবহের মধ্যে নিহিত আছে। যে শক্তি অনুসরণীয়, যে শক্তি সুফলপ্রসূ, আমরা মনে করি, সেই শক্তি দেবগণের মধ্যে—দীপ্তিদানাদিগুণনিবহের মধ্যে বিকাশমান্ আছে। সেই শক্তির প্রভাবেই সূর্য্য উদিত হইতেছেন ও অস্ত যাইতেছেন। সেই শক্তির প্রভাবেই বারিরাশি প্রবাহ-রূপে প্রবাহিত হইতেছে। পক্ষান্তরে, সেই শক্তির প্রভাবেই প্রজ্ঞান-সাহায্যে সত্যের এবং সৎকর্ম্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইতেছি, প্রজ্ঞানস্বরূপ সূর্য্যদেব দেবশক্তির স্বরূপ-তত্ত্ব জগতে প্রকাশ করিতেছেন। মন্ত্রের প্রথম চরণে এবং দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে, আমরা নির্দ্দেশ করি, এই নিত্যসত্যতত্ত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয় চরণের দ্বিতীয় অংশ—প্রার্থনামূলক। বলা হইয়াছে,—'সংসারের সর্ব্ববিধ কর্ম্মই দেবশক্তির প্রভাবে সঙ্ঘটিত হইতেছে। দেবতার কৃপায়, দেবশক্তির প্রভাবে, সৎকর্ম্মপরায়ণ হইয়া, সাধক গতি-মুক্তি লাভ করিতেছেন। দেবতার কৃপায়, দেবভাবের উদ্বোধনায়, মানুষ দীপ্তিদানাদিগুণনিবহে বিভূষিত হইতেছে। অজ্ঞান আমি; সুফলপ্রদ দেবশক্তির মাহাত্ম্য অবগত নহি; তাই আমি দেবতার কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়াছি। দ্যুলোক-ভূলোকস্থিত সকল দেবগণ! আমার হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন; আমাকে দেবতার

আত্মাত্মা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য দিউন। আমি যেন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, অভিনব শক্তিসম্পন্ন হইয়া, দেবগণের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হই।' এই প্রকার প্রার্থনার ভাবই এখানে এই মন্ত্রে প্রকটিত দেখিতে পাই। (১ম—১০৫সূ—১২ঋ)॥

—— • ——

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং দেবেষ্বস্ত্যাপ্যম্।
স নঃ সত্তো মনুষ্বদা দেবান্যক্ষি বিদুষ্টরো
বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অগ্নে। তব। ত্যৎ। উক্থ্যং। দেবেষু। অস্তি। আপ্যম্।
সঃ। নঃ। সত্তঃ। মনুষ্বৎ। আ। দেবান্। যক্ষি। বিদুঃ৴তরঃ।
বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ১৩ ॥

• •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নে' (হে জ্ঞানদেব!) 'তব' (ভবদীয়স্য সম্বন্ধিনঃ) 'ত্যৎ' (প্রসিদ্ধং, সর্ব্ববিদিতং) 'উক্থ্যং' (প্রশস্তং, অনুসরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'আপ্যং' (সখ্যযুক্তং—কর্ম্ম ইতি যাবৎ) 'দেবেষু' (দেবভাবেষু, দীপ্তদানাদিগুণেষু) 'অস্তি' (বিদ্যতে); 'বিদুষ্টরঃ' (বিদ্বত্তরঃ, তত্ত্বজ্ঞপ্রধানঃ) 'সঃ' (প্রসিদ্ধঃ ত্বং) 'নঃ' (অস্মাকং কর্ম্মসু ইতি যাবৎ) 'মনুষ্বৎ' (মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষীভূতঃ সন ইত্যর্থঃ) 'সত্তঃ' (নিষণ্ণঃ, আগত্য—অধিষ্ঠিত ইত্যর্থঃ)

তথা 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'আ' (সমন্তাৎ, সর্ব্বতোভাবেন) 'যক্ষি' (যজ, অস্মাসু আনয় ইত্যর্থঃ); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য সদগুণাভাবরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত); অয়ং ভাবঃ—জ্ঞানোদয়েন সহ মমি সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্যং আগচ্ছতু॥ (১ম—১০৫সূ—১৩ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে জ্ঞানদেব! আপনার সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ সর্ব্ববিদিত প্রশস্ত অর্থাৎ অনুসরণীয় সত্ত্বসমুদ্ভূত কর্ম্ম দেবগণের মধ্যে—দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের মধ্যে বিদ্যমান্ আছে; তত্ত্বজ্ঞপ্রধান প্রসিদ্ধ সেই আপনি, আমাদিগের কর্ম্মসমূহে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া অবস্থান করুন; এবং দীপ্তি-দানাদিগুণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগের মধ্যে আনয়ন করুন; দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় হে সকল দেবগণ! আমার এই সদ্গুণাভাব-রূপ দুঃখের কারণকে আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন; (ভাব এই যে,—জ্ঞানোদয়ের সহিত আমাতে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য আগমন করুক।)॥ (১ম—১০৫সূ—১৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অগ্নে তবোক্থ্যং প্রশস্যং ত্যৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধমাপ্যং। আপির্বন্ধুঃ। তস্য ভাবঃ আপ্যং। দেবেষু দানাদিগুণযুক্তেষ্বিন্দ্রাদিষ্বস্তি। বিদ্যতে। তস্মাৎ স তাদৃশো বিদুষ্টরঃ বিদ্বত্তরস্ত্বং নোঽস্মাকং যজ্ঞে সত্তো নিষণ্ণঃ সন্দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ আ শাস্ত্রমর্যাদয়া যক্ষি। যজ। হবির্ভিঃ পূজয়। তত্র দৃষ্টান্তঃ। মনুষ্বৎ। যথা মনূনাং যজ্ঞে তদ্বৎ। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নে' হে অগ্নি! 'তব' আপনার 'উক্থ্যং' প্রশস্ত 'ত্যৎ' শ্রুতিপ্রসিদ্ধ 'আপ্যং'। 'আপিঃ পদে বন্ধু' অর্থ বুঝায়; তাহার ভাব বান্ধব (সখ্য)। 'দেবেষু' দানাদিগুণযুক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের মধ্যে 'অস্তি' বিদ্যমান আছে। সেই কারণ 'সঃ' তাদৃশ 'বিদুষ্টরঃ' বিদ্বত্তর আপনি 'নঃ' আমাদিগের যজ্ঞে 'সত্তঃ' নিষণ্ণ (আসীন) হইয়া 'দেবান্' সেই ইন্দ্রাদি দেবগণকে 'আ' শাস্ত্রমর্য্যাদার দ্বারা 'যক্ষি' যজনা করুন; হবিসমূহের দ্বারা পূজা করুন। তাহার দৃষ্টান্ত—'মনুষ্বৎ' যেরূপ মনুগণের যজ্ঞে সেইরূপ। অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

আপ্যং। আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ। অস্মাণ্যন্তাদচ ইরিতীপ্রত্যয়ঃ। ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সত্বঃ। সনত্তমিষণ্ডেতি নিপাতনান্নির্ষ্টানস্যাভাবঃ। ছান্দসোস্তিশব্দলোপো দ্রষ্টব্যঃ। মনুষ্বৎ। মনোরৌণাদিক উসিপ্রত্যয়ঃ। তত্র তস্যেবেতি ষষ্ঠ্যর্থে বতিঃ। সতোঃঙ্গিরো মনুষাং বহ্ব্যপসংখ্যানং। পা০ ১।৪।১৮।২। ইতি ভত্বে সতি পদত্বাভাবাদ্রুত্বাভাবঃ। যক্ষি। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ব্রশ্চেতি ষত্বং ষঢে কুত্ব। বিদুষ্টরঃ। বিদস্-শব্দাত্তরপ্যয়স্মাদিত্বেন ভত্বাৎ বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। (১ম—১০৫সূ—১৩ঋ)।

ত্রয়োদশ (১১৪৭) ঋকের বিশদার্থ।

'আপ্যং' এবং 'মনুষ্বৎ' এই দুইটী পদের অর্থ উপলক্ষে এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'আপ্যং' পদে 'বন্ধুত্ব' অর্থ পরিগৃহীত। অগ্নির সহিত (অগ্নিনামক কোনও যাজ্ঞিকের বা ঋষির সহিত) যেন দেবগণের বন্ধুত্ব ছিল,—'আপ্যং' পদের ব্যাখ্যাদিতে এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ, 'মনুষ্বৎ' পদে 'মনুর যজ্ঞে যেমন' এই অর্থ হইতে অগ্নি যেন মনুর যজ্ঞে দেবগণের আহ্বান-কার্য্যে (পূজায়) ব্রতী ছিলেন,—এইরূপ অর্থ প্রচলিত দেখি।

আমরা কিন্তু সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাই নাই। অপ্-শব্দ-মূলক 'আপ্যং' পদে আমরা 'সত্ত্বসমুদ্ভূত কর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করি। 'অগ্নি' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর 'জ্ঞানাগ্নি' বা 'জ্ঞানদেব' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এস্থলেও সম্বোধ্য 'অগ্নে' পদে 'জ্ঞানদেব' প্রতিবাক্য

আপ্যং। আপ্লৃ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। উহাতে ণ্যন্ত-হেতু 'অচ ইঃ' ইত্যাদি সূত্রে ই-প্রত্যয়। ব্রাহ্মণাদিত্ব-হেতু ষ্যঞ্। সত্বঃ। 'সনত্তমিষত্ত' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু নিষ্ঠানত্বের অভাব। ছান্দস অস্তি-শব্দের লোপ দ্রষ্টব্য। মনুষ্বৎ। 'মনেঃ' এই সূত্রে ঔণাদিক উসি-প্রত্যয়। তাহাতে 'তস্যেব' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর অর্থে বতি-প্রত্যয়। 'নভোঽঙ্গিরো মনুষাং বহ্ব্যপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ১।৪।১৮।২) ভত্ব হওয়ায় পদত্ব-ভাবহেতু রুত্বাদির অভাব। যক্ষি। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শপের লোপ। 'ব্রশ্চ' এই সূত্রে ষত্ব। ষঢে কুত্ব। বিদুষ্টরঃ। বিদস্-শব্দ-হেতু 'তরপি'তে 'অয়স্মাদিত্ব' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ভত্ব-হেতু 'বসোঃ সম্প্রসারণং' এই সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাং চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। (১ম—১০৫সূ—১৩ঋ)।

গৃহীত হইয়াছে। এতদনুসারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'জ্ঞানদেবতার সম্বন্ধীয় অর্থাৎ জ্ঞানের উন্মেষে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই সৎকর্ম্ম—সত্ত্বসমুদ্ভূত কর্ম্ম। সেই কর্ম্ম দেবগণের মধ্যে—দেবভাব-সমূহের মধ্যে বিদ্যমান্ আছে। হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি আসে,—হৃদয়ে দেবভাব উপজিত হয়।

এই মন্ত্রে জ্ঞানদেবতার নিকট যেন প্রার্থনা জানান হইতেছে,—'হে জ্ঞানদেব! আপনি তত্ত্বজ্ঞপ্রধান। আপনার অনুগ্রহ লাভে অসমর্থ হইলে সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্তি জন্মে না, হৃদয়ে দেবভাবের সঞ্চার হয় না। যাহারা আপনার অনুকম্পা লাভ করিয়াছে, তাহারাই সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ, তাহারাই দেবভাবের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াছে। এই অকিঞ্চন আমি জ্ঞানের অভাবে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হইয়া আছি। হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হয় নাই তাই সৎকর্ম্ম, সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্ম, সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয়ে জ্ঞানের সঞ্চার হউক; এই অজ্ঞান আমার হৃদয়ে জ্ঞানালোক প্রস্ফুটিত হউক. জ্ঞানের উন্মেষে যেন আমি সৎকর্ম্মসাধনে সমর্থ হইয়া দেবত্বের অধিকারী হই।' (১ম—১০৫সূ—১৩ঋ)॥

—— • ——

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

সত্তো হোতা মনুষদা দেবাঁ অচ্ছা বিদুষ্টরঃ।

অগ্নির্হব্যা সুষূদতি দেবো দেবেষু মেধিরো বিত্তং

মে অস্য রোদসী ॥ ১৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

সত্তঃ। হোতা। মনুষ্বৎ। আ। দেবান্। অচ্ছ। বিদুঃ৹তরঃ।

অগ্নিঃ। হব্যা। সুসূদতি। দেবঃ। দেবেষু। মেধিরঃ। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিদুষ্টরঃ' (বিদ্বত্তরঃ তত্ত্বজ্ঞপ্রধানঃ সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'মনুষ্বৎ' (মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষীভূতঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'হোতা' (দেবানাং দেবভাবানাং বা আহ্বাতা) 'সত্তঃ' (নিষণ্ণঃ সন্) 'অচ্ছ' (অস্মাকং আভিমুখ্যেন) 'দেবান্' (দীপ্তিদানাদিগুণান্) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন আনয়তি, যদ্বা—আনয়) ; 'দেবেষু' (দীপ্তিদানাদিগুণেষু) 'মেধিরঃ' (মেধাবীঃ, প্রধানঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণস্বরূপঃ) 'অগ্নিঃ' (সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'হব্যা' (হবীংষি, শুদ্ধসত্ত্বানি ইত্যর্থঃ) 'সুসূদতি' (প্রেরয়তি, যদ্বা - প্রেরয়তু) ; 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোক-ভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য জ্ঞানাভাবরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ) ; জ্ঞানদেবঃ মম সৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১০৫সূ—১৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

বিদ্বত্তর তত্ত্বজ্ঞপ্রধান সেই জ্ঞানদেবতা, মনুষ্যের ন্যায় প্রত্যক্ষীভূত এবং দেবগণের বা দেবভাবসমূহের আহ্বানকারী হইয়া, আমাদিগের অভিমুখে দীপ্তিদানাদিগুণসমূহকে সর্ব্বতোভাবে আনয়ন করেন, অথবা আনয়ন করুন ; দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের মধ্যে প্রধান দীপ্তিদানাদিগুণ-স্বরূপ সেই জ্ঞানদেবতা শুদ্ধসত্ত্বসমূহকে প্রেরণ করেন, অথবা প্রেরণ করুন ; দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই জ্ঞানাভাব-রূপ দুঃখের কারণ অপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেবতা আমার সৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হউন।)॥ (১ম—১০৫সূ—১৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

মনুষ্বৎ মনোরিবাস্মাকং যজ্ঞে সত্তো নিষণ্ণো হোতা দেবানামাহ্বাতা বিদুষ্টরো বিদ্বত্তরো দেবো দানাদিগুণযুক্তো দেবেষু সর্ব্বেষ্বগ্ন্যাদিষু মধ্যে মেধিরো মেধাবী। এবম্ভূতোঽগ্নিস্তান্ দেবানচ্ছাভিমুখ্যেন হব্যা হব্যান্যস্মদীয়ানি হবীংষি। মর্য্যাদায়ামাকারঃ। শাস্ত্রমর্য্যাদয়া যথাশাস্ত্রং সুষূদতি। প্রেরয়তু। অন্যৎ সমানং॥

সুষূদতি। ষূদ ক্ষরণে। লেট্যডাগমঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। মেধিরঃ। মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যা ইতি মত্বর্থীয় ইরন্॥ (১ম—১০৫সূ—১৪ঋ)॥

• . •

চতুর্দ্দশ (১১৪৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির মর্ম্ম এই যে,—'হে অগ্নি! কল্পারম্ভের পূর্ব্বে মহর্ষি মনু-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে যেই প্রকার আপনি দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন সেই প্রকার, আমাদিগের যজ্ঞেও দেবগণকে হব্যের জন্য আনয়ন করুন। এই প্রকার ব্যাখ্যায় প্রধানতঃ অগ্নি এবং অন্যান্য দেবগণকে মানুষ বলিয়াই ধারণা হয়।

আমরা সে দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাই নাই। 'অগ্নি' শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর জ্ঞানাগ্নিকে—যে অগ্নির সঙ্কাশে সমুদায় অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হয় সেই অগ্নিকে, লক্ষ্য করিয়াছি। এ স্থলেও ঐ প্রকার অর্থের সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। 'মনুষ্বৎ' পদের 'মনুর যজ্ঞের ন্যায়' অর্থ প্রচলিত আছে। আমরা ঐ পদে 'মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষীভূতঃ' প্রভৃতিবাক্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'মনুষ্বৎ' মনুর ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে 'সত্তঃ' উপবিষ্ট 'হোতা' দেবতাদিগের আহ্বাতা 'বিদুষ্টরঃ' বিদ্বত্তর 'দেবঃ' দানাদিগুণযুক্ত 'দেবেষু' ইত্যাদি সকল দেবগণের মধ্যে 'মেধিরঃ' মেধাবী। এবম্ভূত অগ্নি সেই 'দেবান' দেবগণকে 'অচ্ছা' আভিমুখ্যের দ্বারা 'হব্যা' আমাদিগের হবিসমূহ 'আ' মর্য্যাদা-অর্থে আকার, শাস্ত্রমর্য্যাদাতে যেইরূপ শাস্ত্র আছে। 'সুষূদতি' প্রেরণ করুন। অন্য অংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

সুষূদতি। ষূদ ধাতু ক্ষরণার্থক। লেটে অট্-আগম। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে 'শ্লু'। মেধিরঃ। 'মেধারথাভ্যামিরন্নিরচৌ বক্তব্যা' ইত্যাদি সূত্রে মত্বর্থীয় ইরন্-প্রত্যয়। (১ম—১০৫সূ—১৪ঋ)।

• . •

গ্রহণ করিয়াছি। 'মনুষ্যৎ' পদের উক্ত-প্রকার অর্থ গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ঐ পদ উপলক্ষে পূর্ব্বে বহুত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

ফলতঃ, আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াছি, তদনুসারে এই মন্ত্রে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—'জ্ঞানদেবতার (জ্ঞানের) অগোচর কিছুই নাই। তিনি সকল তত্ত্বই অবগত আছেন। আমরা কোন্ সময় কোন্ রিপুর প্রাবল্যে কিরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, সমস্তই তিনি দেখিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যে ব্যক্তি রিপুভয়ে ভীত হইয়া, রিপুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য, তাঁহার উপাসনাপরায়ণ হয়, কায়মনোপ্রাণে তাঁহাকে আরাধনা করে, তিনি তাহাকে রক্ষা করেন; তাহার হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির সঞ্চার করিয়া দেন। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে সর্ব্বপ্রকার রিপু বিমর্দ্দিত হয়। গৃহে প্রদীপ জ্বালিলে যেই প্রকার অন্ধকাররাশি দূরীভূত হয়, সেইরূপ আমাদিগের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে, সকল আবিলতা সকল অজ্ঞান-অন্ধকার স্বতঃই অপসৃত হয়। তখন জ্ঞানের প্রভাবে অনাবিল অবিচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করা যায়। জ্ঞানদেবের আরাধনায় জীবনমন সমর্পণ করিতে পারিলে, জ্ঞানের অনুসারী হইলে, তাঁহার অপার করুণা লাভ করা যায়। তাঁহার মূর্ত্তি সাধকের চিত্তে প্রতিভাত হয়। অশরীরী তিনি যেন দেহধারী হইয়া সাধকের নিকট প্রত্যক্ষীভূত হয়েন। ঘরে প্রদীপ জ্বালিলে যেমন কেবল মাত্র প্রদীপের নিকটবর্ত্তী স্থানই আলোকিত হয় না, পরন্তু সমস্ত গৃহই আলোকিত হয়, সেই প্রকার হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নির উন্মেষ হইলে, হৃদয়ের সকল অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হয়। জ্ঞানোদয়ে হৃদয় স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, ক্রমে ক্রমে সকল দেবগণ—সর্ব্ববিধ দেবভাব হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন। তখন সাধক অনাবিল অনুপাখ্য স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করে। জ্ঞানের এই প্রভাবের বিষয় খ্যাপন করিয়া প্রার্থনাকারী যেন এখানে কহিতেছেন,—'অজ্ঞান আমি, রিপুগণের আধিপত্য প্রতিহত করিতে অক্ষম; জ্ঞানদেবতার অর্চ্চনা করিতে পারিতেছি না। হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে না। অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইয়া আছি। হে দ্যুলোক-ভূলোকস্থ সকল দেবগণ! আপনারা আমার রিপুপ্রাবল্য-বশতঃ জ্ঞানাভাব-রূপ দুঃখের কারণ অবগত

হউন; আমার অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিউন। আমি যেন জ্ঞানের আরাধনা করিয়া সকল দেবতাদের অধিকারী হইতে পারি। আমার হৃদয়ে যেন আনন্দের আবির্ভাব হয় এবং তৎসঙ্গে যেন আমি সকল দেবগণের—দেবভাব-সমূহের কৃপালাভে সমর্থ হই।' (১ম—১০৫সূ—১৪ঋ)॥

— • —

পঞ্চদশী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্।)

ব্রহ্মা কৃণোতি বরুণো গাতুবিদং তমীমহে।

ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যো জায়তামৃতং বিত্তং

মে অস্য রোদসী ॥ ১৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ব্রহ্ম। কৃণোতি। বরুণঃ। গাতুঽবিদং। তং। ঈমহে।

বি। ঊর্ণোতি। হৃদা। মতিং। নব্যঃ। জায়তাং। ঋতং। বিত্তং

মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ১৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বরুণঃ' (অভীষ্টপূরকঃ অনিষ্টনিবারকঃ দেবঃ) 'ব্রহ্ম' (ভগবত্তত্ত্বং, মোক্ষপ্রদং বা) 'কৃণোতি' (প্রাপয়তি, যদ্বা—সম্পাদয়তি); 'গাতুবিদং' (সন্মার্গপ্রাপকং, দুঃখনিবারকং) 'তং' (প্রসিদ্ধং দেবং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে); 'নব্যঃ' (আত্মনবত্বসম্পন্ন, চিরনূতনঃ সঃ দেবঃ) 'হৃদা' (হৃদি, হৃদয়ে) 'মতিং' (সদ্বুদ্ধিং) 'ব্যূর্ণোতি' (প্রকাশয়তি)

স দেবঃ 'ঋতং' (সত্যং, সৎকর্ম) 'জায়তাং' (অস্মাসু উৎপাদয়তাং, অস্মাসু সঞ্জাতং করোতু ইত্যর্থঃ); 'রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য তদ্দেবানুগ্রহস্য অপ্রাপ্তিরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); দেবস্য কৃপয়াঃ সৎকর্ম্মানুষ্ঠানেন নরঃ পরাগতিং লভতে, অহং তৎকৃপাং প্রার্থয়ামি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১০৫সূ—১৫ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টার্থক অনিষ্টনিবারক দেবতা, ভগবানকে প্রাপ্ত করেন—মোক্ষপ্রদ কর্ম্মকে সম্পাদন করেন; সন্মার্গপ্রাপক দুঃখনিবারক সেই প্রসিদ্ধ দেবতাকে আমরা প্রার্থনা করি; অভিনবত্বসম্পন্ন চিরনূতন সেই দেবতা, হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি প্রকাশ করেন; সেই দেবতা, আমাদিগের মধ্যে সত্যকে বা সৎকর্ম্মকে উৎপন্ন করুন—সঞ্জাত করুন; দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দেবানুগ্রহের অপ্রাপ্তি-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন—অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (ভাব এই যে,—দেবতার কৃপায় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মানুষ পরাগতি লাভ করে, আমি সেই কৃপা প্রার্থনা করি।)॥ (১ম—১০৫সূ—১৫ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যো বরুণোঽনিষ্টস্য নিবারয়িতা দেবো ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং তদ্রক্ষণরূপং কর্ম্ম কৃণোতি করোতি। তং তাদৃশং গাতুবিদং গান্তোর্মার্গস্য দুঃখানিবারকস্য লম্ভয়িতারং বরুণমীমহে। অভিমতফলং যাচামহে। ঈমহ ইতি যাচ্ঞাকর্ম্মা। তস্মৈ বরুণায়াস্মদীয়ঃ স্তোতা হৃদা হৃদয়েন মতিং মননীয়াং স্তুতিং ব্যূর্ণোতি। বিবৃণোতি প্রকাশয়তি। উচ্চারয়তীত্যর্থঃ। সোঽয়ং নব্যঃ স্তুত্যো বরুণোঽস্মাকমৃতং জায়তাং। সত্যভূতোঽস্তু।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যেই 'বরুণঃ' অনিষ্টের নিবারক দেব 'ব্রহ্ম' পরিবৃঢ় সেই রক্ষা-রূপ কর্ম্ম 'কৃণোতি' করেন, 'তং' তাদৃশ 'গাতুবিদং' মার্গের দুঃখনিবারক লম্ভয়িতা বরুণকে 'ঈমহে' যাচ্ঞা করি অভিমতফল যাচ্ঞা করি। ঈমহে পদে যাচ্ঞা বুঝায়। সেই বরুণের জন্য আমাদিগের এই স্তোতা 'হৃদা' হৃদয়ের দ্বারা 'মতিং' মননীয় স্তুতিকে 'ব্যূর্ণোতি' বিশেষরূপে বিবৃত করিতেছেন—প্রকাশ করিতেছেন। উচ্চারণ করিতেছেন ইহাই অর্থ। তিনি এই 'নব্যঃ' স্তুত্য বরুণ আমাদিগের 'ঋতং জায়তাং' সত্যভূত হউন।

ব্রহ্ম। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। পাতুনিদং। বিদ্লৃ লাভে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্। ঈমহে। ঈঙ্ গতৌ। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। স্বর্ণা। পদ্দন্নিত্যাদিনা হৃদয়শব্দস্য হৃদাদেশঃ। (১ম-১০৫সূ-১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে দ্বাবিংশো বর্গঃ। ১।৭।২২।

• • •

পঞ্চাদশ (১১৪৯) ঋকের বিশদার্থ।

—•×•—

ব্যাখ্যা-ব্যাপদেশে এই মন্ত্রের প্রথম চরণটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমতঃ, "বরুণঃ ব্রহ্ম কৃণোতি" বাক্যাংশ। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই বাক্যাংশের অর্থ দৃষ্ট হয়,—'সেই অনিষ্টের নিবারক দেবতা রক্ষণ-রূপ কর্ম্ম করেন।' এখানে 'ব্রহ্ম' পদে 'রক্ষণ-রূপ কর্ম্ম' এবং 'কৃণোতি' ক্রিয়াপদে 'করেন' অর্থ গ্রহণ করায়, এই প্রকার ভাব দাঁড়াইয়াছে। আমরা কিন্তু 'ব্রহ্ম' পদে 'ভগবান' এবং 'মোক্ষপ্রদকর্ম্ম' এই দুই প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি; অপিচ, 'কৃণোতি' ক্রিয়াপদের 'প্রাপ্ত করান—সম্পাদন করান' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এই প্রকার অর্থ গ্রহণে, ঐ অংশ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'অভীষ্টবর্ষক (বরুণ) দেবতা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করেন; অর্থাৎ, তিনি আমাদিগের দ্বারা এমন কার্য্য করান, যেই কর্ম্মের ফলে আমরা ভগবানকে পাইতে পারি অর্থাৎ তিনি আমাদিগের দ্বারা মোক্ষপ্রদ কর্ম্ম সম্পাদন করেন; আমাদিগকে তিনি সেই কর্ম্মে নিয়োজিত করেন—যেই কর্ম্মের ফলস্বরূপ আমরা মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিতে পারি। তিনি অভীষ্টবর্ষক, তিনি অনিষ্টনিবারক। আমাদিগের সকল প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা তিনি বিদূরিত করেন;—তিনি আমাদিগের সকল প্রকার অভীষ্ট পূর্ণ করেন।'

ব্রহ্ম। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সাংহিতিক দীর্ঘ। পাতুনিদং। বিদ্লৃ-ধাতু লাভার্থক। অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থহেতু কিপ্-প্রত্যয়। ঈমহে। ঈঙ্-ধাতু গত্যর্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিকরণের লোপ। স্বর্ণা। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে হৃদয়-শব্দের হৃদাদেশ। (১ম—১০৫সূ—১৫ঋ)।

প্রথম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ বর্গ সমাপ্ত। ৬.৭.২২।

• • •

প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশ—"গাতুর্বিদং তং ঈমহে" বাক্যাংশ। এই অংশের মর্ম্ম এই যে,—'আমরা অভীষ্টপূরক অনিষ্টনিবারক সৎপথ-প্রদর্শক বরুণদেবতার কৃপা প্রার্থনা করি। তিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন; সকলকেই সৎপথ প্রদর্শন করেন। আমাদিগকে ও তিনি সৎপথ প্রদর্শন করুন। আমরা যাহাতে সৎপথে, থাকিয়া সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারি, তিনি তাহার বিধান করুন।'

দ্বিতীয় চরণটিও ব্যাখ্যা উপলক্ষে দুই অংশে বিভক্ত। তাহার প্রথম অংশ—"ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং নব্যঃ জায়তাং ঋতং।" কিন্তু এই অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হয়। আমরাও ব্যাখ্যা উপলক্ষে এই অংশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশ—"নব্যঃ ব্যূর্ণোতি হৃদা মতিং" পদ চতুষ্টয়। 'নব্যঃ' পদে ভাষ্যকার 'স্তুত্য স্তুতি-ভাজন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'অভিনবত্বসম্পন্নঃ চিরনূতনঃ' প্রতিবাক্য সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'মতিং' পদের প্রচলিত 'মননীয় স্তুতি' অর্থের পরিবর্ত্তে আমরা এস্থলে 'সদ্বুদ্ধি' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি।

উক্ত-প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের এই অংশ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'বরুণদেব মানুষকে যতই অভীষ্টফল প্রদান করুন না কেন, যতই কৃপা বিতরণ করুন না কেন, তাঁহার কৃপা কখনই পুরাতন বলিয়া মনে হয় না। তিনি যে চিরনূতন। তিনি যে অভিনবত্বসম্পন্ন। চিরদিনই তিনি উপাসকের অভীষ্টপূরণ করেন, চিরদিনই তিনি সাধকের সর্ব্ববিধ অনিষ্ট নিবারণ করেন, চিরদিনই তিনি অনুসারী জনের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধি সঞ্চার করেন। চিরদিনই তিনি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন, চিরদিনই তিনি সৎকর্ম্মপরায়ণ করিয়া তোলেন।' এবম্বিধ অভিনব ক্ষমতাশালী যে বরুণদেব, তাঁহার কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে সত্য এবং সৎকর্ম্মের সঞ্চার হউক। তাঁহার কৃপায় আমরা যেন সত্যপরায়ণ হই এবং সৎকর্ম্মে রত থাকি; দেবতার মাহাত্ম্য বিষয়ে যেন আস্থাসম্পন্ন হইতে পারি। 'ঋতং জায়তাং' পদদ্বয় হইতে এই ভাবই আমরা প্রাপ্ত হই।

শেষাংশ—"বিত্তং মে অস্য রোদসী।" এ অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে ঐ অংশে এই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যে,—'আমি অভীষ্টবর্দ্ধক অনিষ্টনিবারক বরুণদেবতার কৃপা লাভ করিতে অসমর্থ; তাই সৎকর্ম্ম-সাধনে আমার প্রবৃত্তি জন্মে না; এবং আমার সতিমুক্তির পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আছে। দ্যুলোকভূলোকস্থ সকল দেবগণ! আমার এই দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন। আপনাদের অনুগ্রহে বরুণদেবতার কৃপা লাভ করিয়া যেন আমি সত্যের এবং সৎকর্ম্মের সাধনা করিতে সমর্থ হই।' (১ম—১০৫সূ—১৫ঋ)॥

—— • ——

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

অসৌ যঃ পন্থা আদিত্যো দিবি প্রবাচ্যং কৃতঃ।
ন স দেবা অতিক্রমে তং মর্ত্তাসো ন পশ্যথ
বিত্তং মে অস্য রোদসী ॥ ১৬ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অসৌ। যঃ। পন্থাঃ। আদিত্যঃ। দিবি। প্রঽবাচ্যং। কৃতঃ।
ন। সঃ। দেবাঃ। অতিঽক্রমে। তং। মর্ত্তাসঃ। ন। পশ্যথ।
বিত্তং। মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ১৬ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অসৌ যঃ' (পরিদৃশ্যমানঃ নিত্যপ্রত্যক্ষীভূতঃ) 'আদিত্যঃ' (অনন্ত অদ্বীভূতঃ জ্ঞানদেবঃ) 'দিবি' (দ্যুলোকস্য, স্বর্গস্য) 'পন্থাঃ' (মার্গস্বরূপঃ, উপায়স্বরূপঃ ইত্যর্থঃ) 'প্রবাচ্যং' (প্রকটিতঃ সন্, সর্ব্বৈঃ পরিদৃষ্টঃ সন্ ইত্যর্থঃ) 'কৃতঃ' (নির্ম্মিতঃ, রক্ষিতঃ

বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ); 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ) যুষ্মাকং সাহায্যং অন্তরেণ 'সঃ' (পন্থা) 'ন অতিক্রমে' (কোঽপি ন অতিক্রমিতুং শক্যঃ তস্মিন্ মার্গে গন্তুং সমর্থঃ ন ভবতি ইত্যর্থঃ) 'তং' (পন্থানং) 'মর্ত্তাসঃ'; (সাধারণাঃ মনুষ্যাঃ) 'ন পশ্যথ' (ন জানীথ); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দেবানুগ্রহস্য অপ্রাপ্তি-রূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); জ্ঞানদেবঃ মাং সন্মার্গং প্রদর্শয়তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১০৫সূ—১৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত অনন্তের অঙ্গীভূত জ্ঞানদেব, স্বর্গের পথস্বরূপ প্রকটিত হইয়া বিদ্যমান আছেন; হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্ট)! আপনাদিগের সাহায্য-ব্যতীত সে পথ কেহই অতিক্রম করিতে অর্থাৎ সে পথে যাইতে সমর্থ হয় না; সাধারণ মনুষ্যগণ সে পথ জানিতে পারে না; দ্যুলোকভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই দেবানুগ্রহ-অপ্রাপ্তি-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানদেব আমাকে সন্মার্গ প্রদর্শন করুন।)॥ (১—১০৫সূ—১৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পন্থাঃ সততগামী। যথা ব্রহ্মলোকং গচ্ছতামুপাসকানাং মার্গভূতঃ। সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তীতি শ্রুতেঃ। এবম্ভূতো যোঽসাবাদিত্যো দিবি দ্যুলোকে প্রবাচ্যং প্রকর্ষেণ বচনং যথা ভবতি তথা কৃতঃ নির্ম্মিতঃ। যথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্দৃশ্যতে তথা বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ। হে দেবাঃ সোঽয়মাদিত্যো যুষ্মাভিরপি নাতিক্রমে। অতিক্রমিতুং ন শক্যঃ। যুষ্মজ্জীবনস্য তদায়ত্তত্বাৎ। সতি হি সূর্য্যে বসন্তাদয়ঃ কালা নিষ্পদ্যন্তে। কালেষু চ যাগাঃ ক্রিয়ন্তে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পন্থাঃ' সততগামী অথবা ব্রহ্মলোকে গমনকারী উপাসকগণের মার্গভূত। 'সূর্য্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি'—শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত আছে। এবম্ভূত 'যঃ অসৌ' যেই 'আদিত্যঃ' আদিত্য 'দিবি' দ্যুলোকে 'প্রবাচ্যং' প্রকর্ষের সহিত বচন যেইরূপ হয় তাহা 'কৃতঃ' নির্ম্মিত। যেইরূপ সকল প্রাণিগণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় তদ্রূপ বর্ত্তমান—ইহাই অর্থ। হে 'দেবাঃ' দেবগণ! 'সঃ' এই আদিত্য, আপনাদিগের কর্ত্তৃকও 'ন অতিক্রম্য' অনতিক্রম্য আপনাদিগের জীবনের সেই আয়ত্তত্বহেতু সূর্য্যে বসন্তাদি কাল নিষ্পন্ন হয়; কালসমূহে

যাগেষু চ পংস্যু তবতাং জীবনং। অতো যুষ্মাভিরপি অসৌ নাতিক্রমিতব্যঃ। এবং চ সতি হে মর্ত্তাসঃ পাপকৃতো মনুষ্যাঃ। তং মহানুভাবং সূর্য্যং ন পশ্যথ। সূর্য্যং ন জানীথঃ। এতচ্চ কূপে পাতয়িত্বা নির্গতাবেকতদ্বিতৌ প্রতি নিন্দনং। অহমেব মন্ত্রদ্রষ্টা তং সূর্য্যং জানামি। পাপকৃতো যূয়ং ন জানীথ ইতি।

পন্থাঃ পংসৃগতৌ। পতেস্থ চেত্যোনি প্রত্যয়ঃ। পথিমথ্যৃভুক্ষামাদিত্যাত্বং। ইতোঽৎ সর্বনামস্থানে। পা০ ৭।১।৮৬। ইত্যত্বং। ইকারস্য লোপঃ। থোন্থ পথিমথোঃ সর্বনামস্থানে ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। প্রপাঠ্যং। বচের্ণ্যাবচো যজিতি ভাবে যৎ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। অতিক্রমে। ক্রমু পাদবিক্ষেপে কৃত্যার্থে তবৈকেনিতি কেন্‌ প্রত্যয়ঃ। নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। (১ম—১০৫সূ—১৬ঋ)।

ষোড়শ (১১৫০) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই ঋকের প্রচলিত ব্যাখ্যার ভাব এই যে,—'সূর্য্যদেব প্রত্যহ আকাশে গমন করেন; এই প্রকার গমনাগমনে একটী পথ হইয়াছে। দেবগণ সেই পথ অতিক্রম করিতে পারেন না। মনুষ্যগণ সেই পথ জানে না। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হউন।'

এই প্রকার প্রহেলিকার মধ্য হইতে ভাষ্যকার মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন যে,—সূর্য্যদেবের গমনাগমনে ঋতুর সঞ্চার হয়। ঐ ঋতুতে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সূর্য্যদেবের গমনাগমনের উপরই দেবগণের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। সে পথ অতিক্রম করা দেবগণেরও

যজ্ঞ করা হয়। যজ্ঞসমূহ হইলেই আপনাদিগের জীবন। সেইহেতু আপনাদিগের কর্ত্তৃক অতিক্রমিতব্য নহে। এইরূপ হইলে হে 'মর্ত্তাসঃ' পাপকৃত মনুষ্যগণ! তোমরা সেই মহানুভাব সূর্য্যকে দেখিতে পাও না—সূর্য্যকে জান না। ইহা কূপে ফেলিয়া গমনকারী একত ও দ্বিতের প্রতি নিন্দা। মন্ত্রদ্রষ্টা আমিই সেই সূর্য্যকে জানি, পাপকৃত তোমরা জান না।

পন্থাঃ। পংসৃ-ধাতু গত্যর্থক। 'পতেস্থ চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইনি-প্রত্যয়। 'পথিমথ্যৃভুক্ষামাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। 'ইতোঽৎসর্বনামস্থানে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অত্ব। ইকারের লোপ। 'থো ন্থঃ পথিমথোঃ সর্বনামস্থানে' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। প্রবাচ্যং। বক্তিঃ (বচ-ধাতুতে) গত্ব-হেতু 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে যৎ-প্রত্যয়। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। অতিক্রমে। ক্রমু-ধাতু পাদবিক্ষেপ-অর্থক। কৃত্যার্থে 'তবৈকেন' ইত্যাদি সূত্রে কেন্‌-প্রত্যয়। নিত্-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। (১ম—১০৫সূ—১৬ঋ)।

সাধ্যাতীত। কিন্তু মনুষ্যগণ এতত্ত্ব অবগত নহে।' বলা বাহুল্য, এতদ্দ্বারা আমরা কোনই সদ্ভাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক, আমরা কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে প্রথম চরণের অন্তর্গত 'পন্থাঃ' 'আদিত্যঃ' এবং 'প্রবাচ্যং' পদত্রয় প্রণিধানযোগ্য। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'পন্থাঃ' পদে 'সততগামী পথ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। আমরা ঐ পদে 'পথঃ বা উপায়ঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'আদিত্যঃ' পদে 'সূর্য্য' অর্থ প্রচলিত আছে। আমরা ঐ পদে 'অনন্তের অঙ্গীভূত' অর্থ হইতে সম্বোধনাদির অনুসরণে 'জ্ঞানদেবতা' এই প্রকার ভাবার্থের পরিকল্পনা করিয়াছি।' 'প্রবাচ্যং' পদে 'প্রকাশিত প্রকটিত সকলের পরিদৃষ্ট, অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'জ্ঞানদেবতা নিত্যপ্রত্যক্ষীভূত। তাঁহার প্রভাব সর্ব্বত্র সকল সময়েই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যে পথ অবলম্বন করিয়া, যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, মানুষ স্বর্গে—সদ্বনিলয়ে যাইতে সমর্থ হয়; সেই পথ জ্ঞানদেব উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যিনি সেই পথ অবলম্বন করিবেন, তিনিই দেবগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।' অনন্তের অঙ্গীভূত জ্ঞানের সাহায্যেই যে সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে দ্বিতীয় চরণটি দুই অংশে বিভক্ত হয়। উহার প্রথম অংশের ভাব এই যে,—'হে দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ)! যদিও জ্ঞানদেবতা স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায় প্রকাশিত করিয়া রাখিয়াছেন, যদিও জ্ঞান-সাহায্যে আমরা মোক্ষাদি লাভে সমর্থ হইয়া থাকি, কিন্তু আপনাদিগের কৃপা ব্যতীত, হৃদয়ে দেবভাবের সমাবেশ ভিন্ন, সে পথের অনুসরণ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। দেবগণের অনুগ্রহ লাভ করিতে না পারিলে, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহের অধিকারী না হইলে, সকলই বিফল হয়,—জ্ঞানদেবতাই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন না।' এই ভাব প্রকাশের পরই উপাসকের যেন আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে। তাই তিনি "রোদসী মে অস্য বিত্তং" মন্ত্রাংশের দ্বারা প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'দেবগণের অনুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত হইয়া আমি জ্ঞানানুশীলন করিতে

পারিতেছি না। সৎকর্ম্ম সাধনে পরাঙ্মুখ আছি; সুতরাং জ্ঞানের অধিকারী হইতেছি না। দ্যুলোকভূলোকস্থ হে দেবগণ! আপনারা কৃপা করিয়া আমাতে দেবভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন। দেবভাবের প্রভাবে—সত্ত্বভাবের মাহাত্ম্যে, আমার জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়া উঠুক। সৎকর্ম্মে আমার প্রবৃত্তি জন্মুক। আমি যেন সৎকর্ম্ম সাধন করিয়া ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিতে পারি।' (১ম—১০৫সূ—১৬ঋ)॥

—— • ——

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

ত্রিতঃ কূপেঽবহিতো দেবান্ হবত ঊতয়ে।

তচ্ছুশ্রাব বৃহস্পতিঃ কৃণ্বন্নংহূরণাদুরু বিত্তং

মে অস্য রোদসী॥ ১৭॥

• • •

পদ-নিষ্কাশনং।

ত্রিতঃ। কূপে। অবহিতঃ। দেবান্। হবতে। ঊতয়ে।

তৎ। শুশ্রাব। বৃহস্পতিঃ। কৃণ্বন্। অংহূরণাৎ। উরু। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি॥ ১৭॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ত্রিতঃ, (ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্তঃ সাধকঃ) 'কূপে' (অজ্ঞানান্ধকারে পাপে) 'অবহিতঃ' (পাতিতঃ সন্) 'ঊতয়ে' (উদ্ধারায়, রক্ষণায়) 'দেবান্' (জ্যোতির্ম্ময়াদিগুণনিবহান্, দেবভাবান্) 'হবতে' (আহ্বয়তি, অনুসরতি ইত্যর্থঃ), সাধকঃ যদি কঠিনপি বন্ধদশায়

অজ্ঞানতাচ্ছন্নাঃ ভবন্তি, তথাপি দেবভাবান্ ন পরিত্যজন্তি—ইতি ভাবঃ; 'বৃহস্পতিঃ' (মহতাং দেবানাং দেবভাবানাং বা রক্ষকঃ বৃহস্পতিদেবঃ) 'অংহূরণাৎ' (পাপ-রূপাৎ অজ্ঞানতাসংসর্গাৎ উত্তীর্য্য, পাপাৎ উত্তরণপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'উরু' (বিস্তীর্ণং, শোভনং—কর্ম্মসম্পন্নং ইতি যাবৎ) 'কৃণ্বন্' (কুর্ব্বন্) 'তৎ' (তদীয়ং আহ্বানং) 'শুশ্রাব' (শৃণোতি); সর্ব্বস্মিন্ আপদে দেবাঃ সাধূন্ রক্ষন্তি তেষাং ইষ্টং সাধয়ন্তি চ - ইতি ভাবঃ; 'রোদসী' দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য সাধুতাবিরহিত-রূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং—জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবাঃ সর্ব্বাবস্থায়াং মাং দেবত্বানুসারিণং কুরুত। (১ম—১০৫সূ—১৭ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সাধক অজ্ঞানান্ধকারে পাপে পতিত হইলে, উদ্ধারের জন্য দীপ্তিদানাদিগুণনিবহকে (দেবগণকে বা দেবভাব-সমূহকে) আহ্বান করেন (অনুসরণ করেন); (ভাব এই যে,—সাধুগণ কখনও যদি অবশে অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়েন তথাপি দেবভাব-সমূহকে পরিত্যাগ করেন না); সেই হেতু মহৎ দেবভাবসমূহের রক্ষক বৃহস্পতিদেবতা পাপ-রূপ অজ্ঞানতা-সংসর্গ হইতে উত্তরণ পূর্ব্বক, শোভনকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া, তাঁহার আহ্বানকে শ্রবণ করেন; (ভাব এই যে,—সকল আপদে দেবগণ সাধুদিগকে রক্ষা করেন এবং তাঁহাদিগের ইষ্টসাধন করেন); দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আমার এই সাধুতাবিরহিত-রূপ দুঃখের কারণ আপনারা অবগত হউন,—অবগত হইয়া সেই দুঃখ দূর করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবগণ! সকল অবস্থায় আমাকে দেবত্বের অনুসারী করুন!)। (১ম—১০৫সূ—১৭ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

কূপেঽবহিতঃ পাতিতস্ত্রিত এতৎসংজ্ঞ ঋষিরূতয়ে রক্ষণায় দেবান্ হবতে। আহ্বয়তি। তদেতত্ত্রিতস্যাহ্বানং বৃহস্পতির্মহতাং দেবানাং রক্ষক

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'কূপে অবহিতঃ' কূপে পাতিত 'ত্রিতঃ' এতৎসংজ্ঞক ঋষি 'ঊতয়ে' রক্ষার জন্য 'দেবান্' দেবগণকে 'হবতে' অর্থাৎ আহ্বান করে। এইরূপ, ত্রিতের আহ্বান

এতৎসংজ্ঞো দেবঃ তদাহ্বানং শুশ্রাব । শ্রুতবান্। কিং কুর্বন্ । অংহুরণাদংহসঃ পাপরূপাদস্মাৎ কূপপাতাদুত্তীর্যোরু বিস্তীর্ণং শোভনং কৃণ্বন্ কুর্বন্।

হবতে । হ্বয়তেলটি বহুলং ছন্দসীতি সম্প্রসারণং । শপ্ শ্যপাবাদেশাঃ। উতয়ে। উতীযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং । বৃহস্পতিঃ। তদ্বৃহতোঃ করপত্যোরিতি পারস্করাদিষু পাঠাৎ সুট্‌তলোপৌ । উভে বনস্পত্যাদিষু চেতি পূর্বোত্তরপদয়োর্যুগপৎ প্রকৃতিস্বরত্বং। অংহুরণাৎ। অহি গতৌ । ইদিত্বান্নুম্ । অর্তিপিশ্যাদিভ্য উরোলচৌ । উ০।৫।৯১। ইতি ভাবে উরপ্রত্যয়ঃ । দুঃখপ্রাপ্তিহেতু ভাবাপত্তি রস্যাস্তীতি পামাদিলক্ষণো নপ্রত্যয়ঃ । পা০ ৫।২।১০০ । আত্ পূর্বা রূপযুদ্বেনং । (১ম -১০৫২—১৭৭)।

•.•

সপ্তদশ (১১৫১) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা এই ভাব উপলব্ধ হয় যে,—ত্রিতঋষি কূপে পতিত হইয়া দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বৃহস্পতি তাঁহাকে কূপ হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। প্রচলিত অর্থের আদর্শ-স্বরূপ এস্থলে একটী ইংরাজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"Trita when buried in the well, calls on the Gods to succour him.

That call of his Brihaspati heard and released him from distress. Mark this my woe, ye Earth and Heaven."

'বৃহস্পতিঃ' বৃহৎ মহৎ দেবগণের রক্ষক এতৎসংজ্ঞক দেবতা 'তৎ' সেই আহ্বানকে 'শুশ্রাব' শুনিয়াছিলেন। কি করিয়া? 'অংহুরণাৎ' পাপ-রূপ এই কূপ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া 'উরু' বিস্তীর্ণ শোভন 'কৃণ্বন' করিয়া।

হবতে। লটে 'হ্বয়তি'র (হ্বে-ধাতুর) 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সম্প্রসারণ। শপে শপ-আদেশ। উতয়ে। 'উতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ক্তিন উদাত্তত্ব। বৃহস্পতিঃ। 'তদ্বৃহতো করপত্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে পারস্করাদিসমূহে পাঠহেতু সুট্ ও ত-লোপ। 'উভে বনস্পত্যাদিষু' ইত্যাদি সূত্রে পূর্বোত্তরপদদ্বয়ের যুগপৎ প্রকৃতিস্বর। অংহুরণাৎ। অহি-ধাতু গত্যর্থক। ইদিৎ-হেতু নুম্। 'অর্তিপিশ্যাদিভ্য উরোলচৌ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে উর-প্রত্যয়। দুঃখপ্রাপ্তি-হেতু ভাবের আপদ উহার হয় এই হেতু পামাদিলক্ষণ। মত্বর্থীয় ন-প্রত্যয়। আত্ পূর্বহেতু অথবা অন্যের এইরূপ রূপ হয়। (১ম—১০৫২—১৭৭)।

•.•

কূপে পতিত ত্রিত ঋষির আহ্বান শুনিয়া যদি বৃহস্পতি তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে—'হে দ্যাবাপৃথিবী! আপনারা আমার এই দুঃখ দেখুন' (Mark this my woe, ye Earth and Heaven) এবম্বিধ বাক্যাংশের অর্থ কি? কেই বা দ্যাবাপৃথিবীর নিকট দুঃখ জানাইতেছেন; আর, সে দুঃখই বা কি? এই সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থানুসারে এই মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'ত্রিগুণসাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত (ত্রিতঃ) সাধক যদি কখনও ভ্রমবশতঃ পাপস্পৃষ্ট হয়েন, তাঁহার অজ্ঞাতসারে যদি কখনও কোনও পাপকর্ম্ম তাঁহাতে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি তখনই, সেই পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য, পাপ-কলুষ বিদূরিত করিবার জন্য দেবগণের আরাধনা করিয়া থাকেন; দেবভাবসমূহের অনুসারী হয়েন। যিনি মহৎ দেবভাবের রক্ষক, যিনি দেবভাবাপন্নজনের রক্ষক, সেই দেবতা তাঁহা প্রার্থনা শ্রবণ করেন; তাঁহাকে রক্ষা করেন। সকল অবস্থাতেই সাধক দেবতার বা দেবভাবের অনুসরণ করেন। সেই জন্য দেবগণও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।' এখানে প্রার্থনাকারী যেন সৎকর্ম্ম-বিরত, সাধন-ভজনে পরাঙ্মুখ, তাই প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'অজ্ঞান আমি; দেবতার বা দেবভাবের অনুসরণে আমার চিত্ত বিনিবিষ্ট হয় না; তাই পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া আছি। হে দ্যুলোকভূলোকস্থ সকল দেবগণ! আপনারা আমাকে সর্ব্বাবস্থায় দেবত্বের দেবভাবের অনুসারী করুন।'

ভাষ্যকার এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অংহুরণাৎ' পদের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'অংহুরণাৎ' পদে ভাষ্যে 'পাপরূপাৎ অস্মাৎ কূপাৎ' এইরূপ ভাবার্থ গৃহীত হইয়াছে। ঐ অর্থ হইতেই বুঝিতে পারা যায়,—'ত্রিত' কোনও ঋষিবিশেষের নাম নহে, এবং সূক্তানুক্রমণিকায় বর্ণিত কূপও প্রকৃতপক্ষে কূপ নহে; সে কূপ—পাপ-রূপ কূপ—অজ্ঞানতারূপ কূপ। আমরা পূর্ব্বাপর এই দৃষ্টিতেই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এখানে ভাষ্যেও সেইরূপ ভাব প্রকাশমান্ দেখিতেছি। (১ম—১০৫সূ—১৭ঋ)॥

—•—

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

অরুণো মা সকৃদ্বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ হি।

উজ্জিহীতে নিচায্য তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী বিত্তং

মে অস্য রোদসী ॥ ১৮ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

অরুণঃ। মা। সকৃৎ। বৃকঃ। পথা। যন্তং। দদর্শ। হি।

উৎ। জিহীতে। নিঽচায্য। তষ্টাঽইব। পৃষ্টিঽআময়ী। বিত্তং।

মে। অস্য। রোদসী ইতি ॥ ১৮ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অরুণঃ' (নবীনঃ জ্ঞানকিরণঃ) 'মা' (মাং) 'সকৃৎ' (সহিতং, সহচারিণং ইত্যর্থঃ) করোতু ইতি শেষঃ; 'পথা' (সন্মার্গেণ, সৎকর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'যন্তং' (গচ্ছন্তং, উদ্যুক্তং ইত্যর্থঃ) মাং 'বৃকঃ' (রিপুঃ, অজ্ঞানান্ধকারঃ) 'দদর্শ হি' (দৃষ্টবান্, আক্রমতি ইত্যর্থঃ); তস্মাৎ 'তষ্টেব' (ত্রাণকারী দেব ইব) 'পৃষ্ট্যাময়ী' (ব্যাধিনিমর্দ্দকঃ, বিপত্তি-নাশকঃ সঃ দেবঃ) 'নিচায্য' (মাং দৃষ্ট্বা) 'উজ্জিহীতে' (ঊর্দ্ধং যাতি, মাং পরিত্যজতি ইত্যর্থঃ); 'রোদসী' (দ্যাবাপৃথিব্যৌ দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'মে' (মদীয়স্য) 'অস্য' (এতস্য দেবানুগ্রহাপ্রাপ্তিরূপস্য দুঃখস্য—কারণং ইতি যাবৎ) 'বিত্তং' (জানীতং, জ্ঞাত্বা তদ্দুঃখং দূরীকুরুত ইত্যর্থঃ); অজ্ঞানতায়াঃ আক্রমণেন অহং দেবানুগ্রহলাভাৎ বঞ্চিতঃ অস্মি—ইতি ভাবঃ ॥ (১ম—১০৫সূ—১৮ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

নবীন জ্ঞানকিরণ আমাকে সহচারী করুন; সন্মার্গে গমনকারী (সৎকর্ম্মে উদ্বুদ্ধ) আমাকে রিপু (অজ্ঞানান্ধকার) আক্রমণ করিয়াছে; তজ্জন্য ত্রাণকারী দেবতার ন্যায় ব্যাধিনিমর্দ্দক বিপত্তিনাশক সেই দেবতা, আমাকে দেখিয়া, ঊর্দ্ধে গমন করিতেছেন অর্থাৎ আমাকে পরিত্যাগ করিতেছেন; দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সকল দেবগণ! আপনারা আমার দেবানুগ্রহ-অপ্রাপ্তি-রূপ এই দুঃখের কারণ অবগত হউন—অবগত হইয়া সেই দুঃখকে দূর করুন। (ভাব এই যে,—অজ্ঞানতার আক্রমণে আমি দেবানুগ্রহ-লাভে বঞ্চিত আছি, দেবগণ আমায় রক্ষা করুন।)। (১ম—১০৫সূ—১৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অরুণঃ অরুণবর্ণো লোহিতবর্ণঃ বৃকোঽরণ্যঃ শ্বা সকৃদেকবারং পথা যন্তং মার্গেন গচ্ছন্তং মা মাং দদর্শ হি। দৃষ্টবান্। হি পাদপূরণঃ। নিচায্য দৃষ্ট্বা চ মাং জিঘৃক্ষুঃ সন্ উজ্জিহীতে। উদ্‌গচ্ছতিস্ম। তত্রদৃষ্টান্তঃ। তষ্টেব পৃষ্ট্যামযী। যথা তক্ষণজনিতপৃষ্ঠক্লেশযুক্তা বর্দ্ধকিস্তদপনোদনায়োর্দ্ধাভিমুখো ভবতি তদ্বৎ। হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মদীয়ং দুঃখং বিত্তং। জানীতং। যদ্বা। বৃক ইতি বিবৃতজ্যোতিষ্কশ্চন্দ্রমা উচ্যতে। অরুণ আরোচমানঃ কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রকাশকঃ। মাসকৃৎ মাসার্দ্ধমাসর্ত্ত্বয়নসংবৎসরাদীন্ কালবিশেষান কুর্ব্বন্ তিথি-বিভাগজ্ঞানস্য চন্দ্রগত্যাধীনত্বাৎ স চন্দ্রমা আকাশমার্গে যন্তং গচ্ছন্তং নক্ষত্রগণং দদর্শ। হিরবধারণে। নক্ষত্রগণমেব দদর্শ ন কূপপতিতং মামিত্যনাদরো বাক্যতে। যদি মাং পশ্যেৎ উদ্ধরেৎ কূপাৎ। নিচায্য নক্ষত্রগণং দৃষ্ট্বা চোজ্জিহীতে। যেন নক্ষত্রেণ সংযুজ্যতে

সায়ণ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অরুণঃ' অরুণবর্ণ লোহিতবর্ণ 'বৃকঃ' অরণ্যকুকুর 'সকৃৎ' একবার 'পথা যন্তং' মার্গে গমনকারী 'মা' আমাকে 'দদর্শ হি' দেখিয়াছিল। হি পাদপূরণার্থ। 'নিচায্য' দেখিয়া আমাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া 'উজ্জিহীতে' উদ্গমন করিতেছিল। তাহার দৃষ্টান্ত—'তষ্টেব পৃষ্ট্যামযী' যেইরূপ তক্ষণজনিত পৃষ্ঠক্লেশ, 'তষ্টা' সূত্রধর তাহা অপনোদনের জন্য ঊর্দ্ধমুখ হয় সেইরূপ হে দ্যাবা-পৃথিবী আমার দুঃখকে 'বিত্তং' অবগত হউন। অথবা 'বৃকঃ' এই পদে বিবৃত-জ্যোতিষ্ক চন্দ্রমা বুঝায়। 'অরুণঃ' সম্যক্-রূপে রোচমান সমগ্র জগতের প্রকাশক 'মাসকৃৎ' মাসার্দ্ধ, মাস, ঋতু, অয়ন, সম্বৎসরাদি কালবিশেষকে (বিভাগ) করিয়া, তিথিবিভাগজ্ঞানের চন্দ্রগত্যাধীনত্ব-হেতু সেই চন্দ্র আকাশমার্গে 'যন্তং' গমনকারী নক্ষত্রগণকে 'দদর্শ' দেখিয়াছিলেন। হি অবধারণে। নক্ষত্রগণকেই দেখিয়াছিলেন, কূপে পতিত আমাকে দেখেন নাই। ইহাতে অনাদর বুঝায়। যদি আমাকে দেখিতেন তাহা হইলে আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিতেন। 'নিচায্য' এবং নক্ষত্রগণকে দেখিয়া 'উজ্জিহীতে' যে নক্ষত্রের দ্বারা সংযুক্ত হয়েন,

তেন সহোদ্গচ্ছতি। ন মামভিগচ্ছতীত্যর্থঃ। শিষ্টং পূর্ববৎ। অত্র মাসকৃদিতি যাস্ক একং পদং মন্যতে শাকল্যস্তু পদদ্বয়ং। তস্মিন্ পক্ষেঽয়মর্থঃ। দক্ষপ্রজাপতের্দুহিতৃভূতাঃ স্বভার্য্যা অশ্বিন্যাদ্যাস্তারকাঃ পুনঃ পুনর্দদর্শ। মাং সকৃদেব পশ্যতীতি সকৃদ্দৃষ্ট্বা চোজ্জিহীতে তাভিঃ সহোর্দ্ধমেব গচ্ছতি। ন মাং কূপাদুত্তারয়তি। অত ইদমনুচিতং। হে দ্যাবাপৃথিব্যৌ মদীয়মিমং বৃত্তান্তং জানীতং॥ অত্র নিরুক্তং। বৃকশ্চন্দ্রমা ভবতি বিবৃতজ্যোতিষ্কো বা বিকৃতজ্যোতিষ্কো বা বিক্রান্তজ্যোতিষ্কো বা অরুণ আরোচনো মাসকৃন্মাসানাং চার্দ্ধমাসানাং চ কর্তা ভবতি। চন্দ্রমা বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ নক্ষত্রগণমভিজিহীতে নিচায্য যেন যেন যোক্ষ্যমাণো ভবতি চন্দ্রমাস্তক্ষ্ণুবন্নিব পৃষ্ঠরোগী। (নিঃ ২০ ইতি) ইতি॥

সকৃৎ। একস্য সকৃচ্চ। পাং ৫।৪।১৯। ইতি ক্রিয়াভ্যাবৃত্তিগণনে নিপাতিতঃ। বৃকঃ। বৃঞ্ বরণে। সৃবৃভূশুষিমুষিভ্যঃ কিদিতি কপ্রত্যয়ঃ। জিহীতে। ওহাঙ্ গতৌ। জোহোত্যাদিকঃ। ভৃঞামিদিত্যভ্যাসস্যেত্বং। নিচায্য। চায়ৃ পূজানিশামনয়োঃ। অত্র দর্শনার্থঃ ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ। সমাসেঽনঞ্পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্। পৃষ্ট্যাময়ী। স্পৃশ সংস্পর্শনে। পৃষ্টিঃ পৃষ্ঠং স্পৃশ্যতেঽনেনেতি পৃষ্টিঃ। ছান্দসো বর্ণলোপঃ। পৃষ্টৌ আময়ঃ পৃষ্ট্যাময়ঃ। তদ্বান্ পৃষ্ট্যাময়ী॥ (১ম—১০৫সূ—১৮ঋ)॥

তাহাদিগের সহিত ঊর্দ্ধগমন করেন; অর্থাৎ আমার প্রতি অভিগমন করেন না। অন্য অংশ পূর্ববৎ। এখানে 'মাসকৃৎ' এই পদকে যাস্ক (নি০ ৫।২) এক পদ বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শাকল্য দুই পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার পক্ষে এইরূপ অর্থ হয়,— দক্ষপ্রজাপতির দুহিতৃভূত স্বভার্য্যা অশ্বিনী প্রভৃতি তারকা পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হইয়াছিল, আমাকে সকৃৎ এক এক বার দেখে। এবং সকৃৎ দেখিয়া 'উজ্জিহীতে' তারাগণ সহ ঊর্দ্ধে গমন করে। আমাকে কূপ হইতে উত্তোলন করে না, অতএব ইহা অনুচিত। হে দ্যাবাপৃথিবী আমার এই বৃত্তান্ত অবগত হউন। এই বিষয়ে নিরুক্ত আছে,— বৃকশ্চন্দ্রমা ভবতি বিবৃত-জ্যোতিষ্কো বা বিকৃতজ্যোতিষ্কো বা বিক্রান্তজ্যোতিষ্কো বা অরুণ আরোচনো মাসকৃন্মাসানাং চার্দ্ধমাসানাং চ কর্তা ভবতি। চন্দ্রমা বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শ নক্ষত্রগণং অভিজিহীতে নিচায্য যেন যেন যোক্ষ্যমাণো ভবতি চন্দ্রমাস্তক্ষ্ণুবন্নিব পৃষ্ঠরোগী (নি০ ৫।২০) ইতি।

সকৃৎ। 'একস্য সকৃচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্রিয়াসমূহের আবৃত্তিগণনে নিপাতন সিদ্ধ হয়। বৃকঃ। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। 'সৃবৃভূশুষিমুষিভ্যঃ কিৎ' ইত্যাদি সূত্রে ক-প্রত্যয়। জিহীতে। ওহাঙ্ধাতু গত্যর্থক। জুহোত্যাদি-হেতু ইকার প্রত্যয়। 'ভৃঞামিৎ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। নিচায্য। চায়ৃ-ধাতু পূজা ও নিশামন-অর্থক। এখানে দর্শন-অর্থক। ধাতুসমূহের অনেক অর্থ-হেতু 'সমাসেঽনঞ্-পূর্ব্বে ক্ত্বো ল্যপ্' ইত্যাদি সূত্রে ক্তলোপ। পৃষ্ট্যাময়ী। স্পৃশধাতু সংস্পর্শনার্থক। পৃষ্টিঃ পৃষ্ঠং। স্পর্শ করা হয় ইহার দ্বারা এই অর্থে পৃষ্টিঃ পদ হয়। ছান্দসে বর্ণলোপ। 'পৃষ্টৌ আময়ঃ' এই বাক্যে 'পৃষ্ট্যাময়' পদ হয়। পৃষ্ট্যাময় যাহার আছে সে পৃষ্ট্যাময়ী॥ (১ম - ১০৫সূ - ১৮ঋ)॥

অষ্টাদশ (১১৫২) ঋকের বিশদার্থ।

কয়েকটি পদের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে এই মন্ত্রে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সে পক্ষে প্রথম চরণের অন্তর্গত 'অরুণঃ' 'বৃকঃ' এবং 'মা সকৃৎ' পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'অরুণঃ' পদের 'অরুণবর্ণ' অর্থ ব্যাখ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। 'বৃকঃ' পদে 'অরণ্যকুকুর' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। 'মা সকৃৎ' পদে ব্যাখ্যাকারগণ 'আমাকে একবার' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃকঃ' এবং 'মা সকৃৎ' পদে অন্য আরও দুই প্রকার অর্থ ভাষ্যে প্রকাশমান দেখি। পূর্ব্ব সূরিগণ, কেহ বা 'মা সকৃৎ' শব্দে দুইটী স্বতন্ত্র পদ স্বীকার করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কেহ বা, 'মা সকৃৎ' শব্দকে 'মাসকৃৎ' (মাসানাং কর্ত্তা) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে মন্ত্রটী বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে মন্ত্রের প্রথম চরণটিকে আমরা দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশ—'অরুণঃ মা সকৃৎ'। 'অরুণঃ' পদে 'নবীন জ্ঞানকিরণ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। 'সকৃৎ' পদে 'সহচারী' অর্থ গ্রহণ করিতে পারি। এ পক্ষে একটী 'করোতু' ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিলেই মন্ত্রার্থ বিশদ হয়। তাহাতে ভাব উপলব্ধ হয়,—'নবীন জ্ঞান-কিরণ আমাকে সহচারী করুন, অর্থাৎ আমি যেন জ্ঞানের অনুসারী হই।' দ্বিতীয় অংশ—"পথা যন্তং বৃকঃ দদর্শ হি।" আমরা মনে করি, উহার মর্ম্ম এই যে,—'আমাকে সম্মার্গে গমন করিতে দেখিয়া—সৎকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত দেখিয়া—অজ্ঞানতা-রূপ রিপু আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে।' দ্বিতীয় চরণের শেষাংশে, তাই আপনার উদ্ধারের প্রার্থনা জানান হইয়াছে।

দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা উপলক্ষে প্রথম প্রণিধানযোগ্য 'তষ্টেব পৃষ্ট্যাময়ী' এই উপমা-মূলক বাক্যাংশ। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ পদদ্বয়ের যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে, তাহার ভাব এই যে,—'নিজ কর্ম্ম করিতে করিতে, পৃষ্ঠদেশে বেদনা অনুভূত হইলে, সূত্রধর যেরূপ সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় সেইরূপ।' আমরা 'তষ্টেব' পদে 'ত্রাণকারী দেবতার ন্যায়' অর্থ গ্রহণ করি। 'পৃষ্ট্যাময়ী' পদে 'ব্যাধিবিমর্দ্দক বিপত্তিনাশক দেবতা' এইরূপ ভাবার্থ প্রাপ্ত হই। 'উজ্জিহীতে' ক্রিয়াপদে 'ঊর্দ্ধে

চলিয়া যান অর্থাৎ পরিত্যাগ করেন' অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। ঐ পদ কয়েকটীর এই প্রকার অর্থ গ্রহণে, দ্বিতীয় চরণ হইতে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই এই যে, প্রার্থনাকারী যেন প্রার্থনা জানাইতেছেন,—'হে দেবগণ! রিপুগণ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া—অজ্ঞানান্ধকারে নিপতিত হইয়া, আমি ত্রাণকারী বিপত্তিনাশক দেবতার কৃপা-লাভে বঞ্চিত হইয়াছি। আপনারা আমার এই দুঃখ অবগত হউন; আমার অজ্ঞানতা দূর করুন, জ্ঞানালোকে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হউক—আমাকে রিপুর কবল হইতে রক্ষা করুন।' (১ম—১০৫সূ—১৮ঋ)॥

—•—

একোনবিংশী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। পঞ্চাধিকশততমং সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

এনাঙ্গূষেণ বয়মিন্দ্রবন্তোঽভিষ্যাম

বৃজনে সর্ববীরাঃ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১৯॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

এন। আঙ্গূষেণ। বয়ং। ইন্দ্রঽবন্তঃ। অভি। স্যাম।

বৃজনে। সর্বঽবীরাঃ।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'এনা' (অনেন প্রসিদ্ধেন) 'আঙ্গূষেণ' (উচ্চারিতেন, স্তোত্রেণ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রবন্তঃ' (ইন্দ্রেণ যুক্তাঃ, ষড়ৈশ্বর্য্যাধিপতিনা ভগবতা ইন্দ্রদেবেন সহায়তাপ্রাপ্তাঃ সন্তঃ) 'সর্ব্ব-বীরাঃ' (সকলসৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্নাঃ ভূত্বা ইত্যর্থঃ) বয়ং (প্রার্থনাকারিণঃ বয়ং) 'বৃজনে' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে) 'অভিষ্যাম' (শত্রূণ্ অভিভবেম, রিপূন বিমর্দ্দয়িতুং সমর্থাঃ ভবেম); 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); সর্ব্বে দেবাঃ রিপূন্ বিমর্দ্দয়িত্বা অস্মান্ রক্ষন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১ম—১০৫সূ—১৯ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

এই প্রসিদ্ধ স্তোত্রের দ্বারা, ষড়ৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের সহায়তায়, সকল সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমরা যেন রিপুগণকে বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ হই; তাহা হইতে অর্থাৎ সেই কর্ম্মের দ্বারা, সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবের নিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—রিপুগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া সকল দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।) ॥ (১ম—১০৫সূ—১৯ঋ) ॥

• . •

সায়ণ ভাষ্যং।

এনানেনাঙ্গূষেণাঘোষণযোগ্যেন স্তোত্রেণ হেতুভূতেনেন্দ্রবন্তোঽনুগ্রাহকেণেন্দ্রেণ যুক্তাঃ সর্ব্ববীরাঃ সর্বৈর্বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চোপেতাঃ সন্তো বয়ং বৃজনে সংগ্রামেঽভিষ্যাম শত্রূনভিভবেম। তদিদমস্মদীয়ং বচনং মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্তু পালয়ন্ত্বিত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'এনা' এই 'আঙ্গূষেণ' সম্যগ্‌রূপে ঘোষণযোগ্য স্তোত্রের দ্বারা হেতুভূত 'ইন্দ্রবন্তঃ' অনুগ্রাহক ইন্দ্র দ্বারা যুক্ত 'সর্ব্ববীরাঃ' সকল বীরগণকর্ত্তৃক পুত্রপৌত্রাদির দ্বারা উপেত হইয়া 'বয়ং' আমরা 'বৃজনে' সংগ্রামে 'অভিষ্যাম' অভিভব করিব। 'তৎ' আমাদিগের এই বচন মিত্রাদি দেবগণ 'মমহন্তাং' পূজা করুন পালন করুন—ইহাই অর্থ।

উতশব্দো দেবতাসমুচ্চয়ে। অত্র যাস্কঃ। আঙ্গূষঃ স্তোম আঘোষঃ। অনেন স্তোমেন বয়মিন্দ্রবন্তঃ। নি০ ৫।১১। ইতি॥

এনা। দ্বিতীয়াটৌঃস্বেন ইতি তৃতীয়ায়ামিদম এনাদেশঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারাদেশঃ চিৎস্বরেণান্তোদাত্তত্বং। আঙ্গূষেণ। আঙ্পূর্ব্বাৎ ঘুষেঃ কর্ম্মণি ঘঞ্। আঙোঽকারস্য লোপাভাবশ্ছান্দসঃ। ঘোষশব্দস্য গুণভাবশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। স্যাম। অস্তেঃ প্রার্থনায়াং লিঙি শ্নসোরল্লোপ ইত্যকারলোপঃ। উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্‌পর ইতি ষত্বং॥ (১ম—১০৫সূ—১৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ত্রয়োবিংশ বর্গঃ॥ ১।৭।২৩॥

ইতি প্রথমে মণ্ডলে পঞ্চদশোঽনুবাকঃ॥

• • •

ঊনবিংশ (১১৫৩) ঋকের বিশদার্থ।

—•×•—

এই মন্ত্রের 'সর্ব্ববীরাঃ' পদ উপলক্ষে ভাষ্যকার 'পুত্রপৌত্রাদি সকল বীরগণের সহিত যুক্ত হইয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা ঐ পদে 'সকল সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-সম্পন্ন হইয়া' এইরূপ ভাবার্থ গ্রহণপক্ষে সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। এই মন্ত্রের অন্যান্য পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বে বহুত্র ঐ সকল পদের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

মন্ত্রের প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'এই প্রসিদ্ধ মহিমাসম্পন্ন বেদ-মন্ত্রের উচ্চারণ করিয়া আমরা যেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যের

উত-শব্দ দেবতাসমুচ্চয়ার্থ। এখানে যাস্ক বলিয়াছেন,—'আঙ্গূষ স্তোম আঘোষঃ। অনেন স্তোমেন বয়মিন্দ্রবন্তঃ।'

এনা। 'দ্বিতীয়াটৌঃস্বেনঃ' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়ার ইদম এনাদেশ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকারাদেশ। চিৎস্বরের দ্বারা অন্তোদাত্ত। আঙ্গূষেণ। আঙ্পূর্ব্বহেতু ঘুষ-ধাতুর কর্ম্মণিবাচ্যে ঘঞ্। ছান্দসে আঙের ওকার-লোপের অভাব। পৃষোদরাদিত্ব-হেতু ঘোষশব্দেরও গুণভাব। 'থাথা' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উত্তর পদের অন্তোদাত্ত। স্যাম। অস্তির প্রার্থনায় লিঙের 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে অকারের লোপ। 'উপসর্গপ্রাদুর্ভ্যামস্তির্যচ্‌পরঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব॥ (১ম—১০৫সূ—১৯ঋ)॥

প্রথম মণ্ডলের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।২৩॥

প্রথম মণ্ডলের পঞ্চদশ অনুবাক সমাপ্ত॥

• • •

অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি। তাঁহার অনুগ্রহে আমরা যেন সকল সৎকর্ম্ম সাধন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হই। সৎকর্ম্মের প্রভাবে এবং ইন্দ্রদেবের সাহায্যে রিপুসংগ্রামে আমরা যেন রিপুগণকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হই।

দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনায়, মিত্র প্রভৃতি দেবগণের অনুগ্রহ পাইবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে; সেই দেবগণ "মমহন্তাং" অর্থাৎ আমাদিগকে সম্মানিত ও পূজিত করুন—এইরূপ কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। সৎ-কর্ম্মের সম্পাদন দ্বারা, সত্ত্বভাবের উদ্বোধনার প্রভাবে, মানুষ সম্মানিত বা সম্বর্দ্ধিত হয়। তদনুসারে এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমি যেন সকল দেবতাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অর্থাৎ সকল দেবভাবের অধিকারী হইয়া, শত্রুগণকে রিপু-নিচয়কে বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হই॥ (১ম—১০৫সূ—১৯ঋ)॥

— • —

ষড়ধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

ষোড়শেঽনুবাকে দশদশ সূক্তানি। তত্রেন্দ্রমিতি সপ্তর্চ্চং প্রথমং সূক্তং। অত্রানুক্রমাতে। ইন্দ্রং মিত্রং সপ্ত ত্রিষ্টুবন্তমিতি। অনুবর্ত্তমানত্বাৎ কুৎসঋষিঃ। ত্রিতস্য বাধাবিশিষ্টত্বাৎ তত্রৈব বিকল্পিতোঽনুবর্ত্ততে। অন্ত্যা ত্রিষ্টুপ্। শিষ্টাস্ত্রিষ্টুবন্তপরিভাষয়া জগত্যঃ। বিশ্বেদেবা দেবতেত্যুক্তং। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ (১ম—১০৬সূ)॥

• . •

ষড়ধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

ষোড়শ অনুবাকে দশটি সূক্ত। তন্মধ্যে 'ইন্দ্রং' ইত্যাদি সাতটি ঋক্‌যুক্ত প্রথম সূক্ত। এই বিষয়ে এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে। 'ইন্দ্রং মিত্রং সপ্ত ত্রিষ্টুবন্তং' ইত্যাদি। অনুবর্ত্তমানত্ব-হেতু কুৎস ঋষি। কিন্তু বিশিষ্টত্ব-হেতু ত্রিত। এই বিষয়ে বিকল্পিত অনুসরিত হয়। অন্ত্যঋক্ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দ বিশিষ্ট। অবশিষ্ট কয়েকটী 'ত্রিষ্টুবন্ত' পরিভাষার জন্য জগতী-ছন্দবিশিষ্ট। বিশ্বেদেবগণ দেবতা—এইরূপ উক্ত আছে। বিনিয়োগ লৈঙ্গিকঃ॥

• . •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। চতুর্বিংশতিতমঃ বর্গঃ।

ষড়ধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে সাতটি ঋক্ আছে। সূক্তটির দেবতা—বিশ্বেদেবগণ। সূক্তদ্রষ্টা ঋষির বিষয়ে দুই প্রকার মত আছে। কেহ-বা ত্রিত ঋষিকে এই সূক্তের উচ্চারণকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কাহারও বা মতে কুৎস ঋষি এই সূক্তের প্রবর্ত্তক।

সূক্তের ছয়টি ঋকে একটি ধ্রুবা আছে। ধ্রুবার মর্ম্ম—দুর্গম স্থান হইতে সারথি যেমন রথকে পরিচালনা করেন, দেবগণ সেইরূপ আমাদিগকে রক্ষা করুন। কিন্তু শেষ ঋকটির ধ্রুবা বা প্রার্থনা অন্যরূপ। পঞ্চাধিকশততম সূক্তের এবং ত্র্যধিকশততম সূক্তের শেষ ঋকে যে ধ্রুবা পরিদৃষ্ট হয়, এখানে এই সূক্তেরও শেষ ঋকে তাহাই অপরিবর্ত্তিত দেখি। তাহার মর্ম্ম—মিত্র, বরুণ, অদিতি প্রভৃতি দেবগণ আমাদিগকে পূজিত করুন অর্থাৎ রক্ষা করুন। ফলতঃ সকল দেবগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা অর্থাৎ সকল দেবশক্তির উদ্বোধনা এই সূক্তে পরিদৃষ্ট হয়।

এই সূক্তের সহিত ত্রিত এবং কুৎস ঋষির সম্বন্ধ-কল্পনা বিষয়ে আমরা মতান্তর পোষণ করি। 'ত্রিতঃ' এবং 'কুৎসঃ' এই যে দুই পদ এই সূক্তের দুইটী ঋকে দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা ঐ দুই নামের দুই জন ঋষির সম্বন্ধ-সূচনা—কষ্টকল্পনা মাত্র। ঐ দুই পদে, আমরা মনে করি, উপাসকের দুইরূপ অবস্থার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। তদ্বিষয়ের এবং অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্ব-কথা আমাদিগের ব্যাখ্যা-মুখে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শানুবাকে প্রথমা ঋক্। বিশ্বেদেবাঃ দেবতা। বিনিয়োগ লৈঙ্গিকঃ।

•.•

প্রথমা ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমূতয়ে মারুতং শর্দ্ধো

অদিতিং হবামহে।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন ॥ ১ ॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রং। মিত্রং। বরুণং। অগ্নিং। উতয়ে। মারুতং। শর্দ্ধঃ।

অদিতিং। হবামহে।

রথং। ন। দুঃ৽গাৎ। বসবঃ। সুঃদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন ॥ ১ ॥

•.•

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাদিপতিং ইন্দ্রদেবং) 'মিত্রং' (সুহৃৎস্থানীয়ং মিত্রদেবং) 'বরুণং' (অভীষ্টবর্ষকং বরুণদেবং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানপ্রদং অগ্নিদেবং) 'মারুতং শর্দ্ধঃ' (বিবেকরূপৈঃ দেবগণৈঃ সহ ইত্যর্থঃ, যদ্বা—বিবেকরূপং দেবদ্বয়ং মরুদ্গণং) 'অদিতিং' (অনন্তস্বরূপং

অদিতিদেবং) 'ঊতয়ে' (রক্ষণায়, অস্মাকং উদ্ধারায় ইত্যর্থঃ) 'হবামহে' (আহ্বয়ামহে); 'সদবঃ' (নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়প্রদাতারঃ) 'সুদানবঃ' (শোভনদানশীলাঃ পরমার্থপ্রদায়কাঃ দেবাঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা বিষমাৎ পাপাৎ ত্রায়তি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্ত্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত); সর্ব্বে দেবাঃ অস্মান্ পাপাৎ রক্ষন্ত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১০৬সূ—১ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেবকে, সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেবকে, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবকে, জ্ঞানপ্রদ অগ্নিদেবকে, বিবেকরূপী দেবগণ মরুদ্গণকে এবং অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতাকে আমাদিগের রক্ষার জন্য আমরা আহ্বান করিতেছি; আশ্রয়প্রদাতা শোভনদানশীল পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ, দুর্গম স্থান হইতে সারথি যে প্রকার রথকে পরিচালনা করে অথবা সৎকর্ম্ম যেমন রথস্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে পরিত্রাণ করে, সেইরূপ সকল পাপ হইতে, আমাদিগকে নির্গমন করাইয়া—উদ্ধার করিয়া, পালন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।)। (১ম—১০৬সূ—১ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঊতয়ে রক্ষণায় বয়মিন্দ্রাদীন্মারুতং শর্দ্ধো মরুৎসমূহরূপং বলং চ হবামহে আহ্বয়ামহে। সদবো নিবাসয়িতারঃ সুদানবঃ শোভনদানা ইন্দ্রাদয়ো বিশ্বস্মাৎ সর্ব্বস্মাদংহসঃ পাপাদস্মান্নিষ্পিপর্ত্তন। নির্গময্য পালয়ত। তত্র দৃষ্টান্তঃ। রথং ন দুর্গাৎ। গন্তুমশক্যান্নিম্নোন্নতাৎ স্থানাৎ সারথয়ো যথা রথং পালয়ন্তি তদ্বৎ।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঊতয়ে' রক্ষার জন্য আমরা ইন্দ্রাদিকে 'মারুতং শর্দ্ধঃ' এবং মরুৎসমূহ-রূপ বলকে 'হবামহে' আহ্বান করি, 'সদবঃ' নিবাসয়িতা 'সুদানবঃ' শোভনদানা ইন্দ্রাদিদেবগণ 'বিশ্বস্মাৎ' সকল 'অংহসঃ' পাপ হইতে 'নঃ' আমাদিগকে 'নিষ্পিপর্ত্তন' নির্গমন করাইয়া পালন করুন। তাহার দৃষ্টান্ত,—'রথং ন দুর্গাৎ' চলিতে অসমর্থ নিম্নোন্নত স্থান হইতে সারথি যেই প্রকার রথকে পালন করে সেই প্রকার।

পিপর্ত্তন। পৄ ইত্যেকে। লোটি তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনবাদেশঃ। পিপর্ত্তেন দ্বিত্বাভ্যাসদ্গুণঃ। অর্ত্তিপিপর্ত্যোশ্চেত্যভ্যাসস্যেত্বং॥ (১ম—১০৬সূ—১ঋ)।

প্রথম (১১৫৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

মন্ত্রের প্রথম চরণে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, মরুদ্গণ ও অদিতি প্রভৃতি দেবতাকে আহ্বান করা হইয়াছে। দ্বিতীয় চরণে তাঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট রক্ষার কামনা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য কিরূপ? না—তাঁহারা আশ্রয়দাতা (বসবঃ), তাঁহারা শোভনদানশীল, পরমার্থপ্রদায়ক (সুদানবঃ)। এবম্বিধ মাহাত্ম্য-সম্পন্ন সেই যে দেবগণ, তাঁহারা আমাদিগকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করেন। কিরূপে রক্ষা করেন? সারথি যেমন দুর্গম পথে অতি সন্তর্পণে সতর্কতার সহিত রথকে পরিচালিত করেন, সেইরূপ ভাবে দেবগণ আমাদিগের সারথি-রূপে অবস্থিত থাকিয়া, আমাদিগকে সর্ব্ববিধ বিঘ্ন-বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করেন। "রথং ন দুর্গাৎ" এই উপমামূলক বাক্যাংশে এই ভাবই উপলব্ধ হয়।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা-সম্বন্ধে বা ভাব-সম্পর্কে বিশেষ কোনও মতান্তর পরিলক্ষিত হয় না। তবে এই মন্ত্র উপলক্ষে দেবতত্ত্ব একটু অনুধাবনীয় বলিয়া মনে করি। দেবতা বলিতে কি ভাব মনে আসে? পুনঃপুনঃ এ বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। সমষ্টিগত যে ভগবদ্বিভূতি, ব্যষ্টিগত-ভাবে তাহাই এক এক দেবতা-রূপে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। তাই বিভিন্ন নাম-রূপে পূজিত হইলেও দেবতা এক এবং অভিন্ন। দেবতা—বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্র, দেবতা—অভীষ্টবর্ষক বরুণ, দেবতা—সুহৃৎ-স্থানীয় মিত্র, দেবতা—জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি, দেবতা—বিবেক-রূপ মরুদ্গণ, দেবতা—অনন্তস্বরূপ অদিতি। দেবতার নাম-রূপ-গুণের অন্ত নাই।

পিপর্ত্তন। পৄ-ধাতু একার্থক। লোটে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে তাহার তনবাদেশ। পিবের দ্বিত্বাদ-হেতু গুণ। 'অর্ত্তিপিপর্ত্যোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অভ্যাসের এত্ব। (১ম—১০৬সূ-১ঋ)।

এখানে এই মন্ত্রে দেবগণের নিকট প্রার্থনা উপলক্ষে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই।

এই মন্ত্রের প্রার্থনা এই যে,—'সকল দেবগণ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সকল দেবভাবে বিভূষিত হইয়া আমরা যেন পরাগতি লাভ করি।' (১ম—১০৬সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

ত আদিত্যা আ গতা সর্ব্বতাতয়ে ভূত

দেবা বৃত্রতূর্য্যেষু শম্ভুবঃ।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন ॥ ২ ॥

পদ বিশ্লেষণং।

তে। আদিত্যাঃ। আ। গত। সর্ব্বতাতয়ে। ভূত।

দেবাঃ। বৃত্রতূর্য্যেষু। শম্ভুবঃ।

রথং। ন। দুঃগাৎ। বসবঃ। সুদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন। ২।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'আদিত্যাঃ' (অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ দেবাঃ, সর্ব্বাঃ ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ, সর্ব্বে দেবতাবাঃ) 'তে' (যূয়ং) 'সর্ব্বতাতয়ে' (অস্মাকং সর্ব্বেষাং রক্ষণায়) 'আগত' (আগচ্ছত); অপিচ 'বৃত্রতূর্য্যেষু' (সংগ্রামেষু—অজ্ঞানতা-নাশরূপেষু ইতি যাবৎ) 'শম্ভুবঃ' (সুখস্য ভাবয়িতারঃ, মঙ্গলপ্রদাতারঃ) 'ভূত' (ভবত); 'বসবঃ' (নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়প্রদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'সুদানবঃ' (শোভন-দানশীলাঃ, পরমার্থ-প্রদায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা বিষমাৎ পাপাৎ ত্রায়তি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্ত্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত); অয়ং ভাবঃ,—সকলসদ্গুণপ্রভাবৈঃ বয়ং রিপুজয়িনঃ ভবেম পরমপদং চ লভেম॥ (১ম—১০৬সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহ (দীপ্তিদানাদি-গুণবিশিষ্ট)! আপনারা আমাদিগের সকলের রক্ষার জন্য আসুন; অপিচ, অজ্ঞানতা-নাশ-রূপ সংগ্রামসমূহে মঙ্গলপ্রদাতা হউন; নিবাসয়িতা অর্থাৎ আশ্রয়স্থানপ্রদাতা, শোভনদানশীল অর্থাৎ পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ, দুর্গম স্থান হইতে সারথি যেমন রথকে পরিচালিত করে, অথবা সৎকর্ম্ম যেমন রথ-স্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; তদ্রূপ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে নির্গমন করাইয়া—উদ্ধার করিয়া পালন করুন; (ভাব এই যে,—সকল সদ্গুণের প্রভাবে আমরা যেন রিপু-জয়ী হই, পরমপদ লাভ করি)॥ (১ম—১০৬সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে আদিত্যা অদিতেঃ পুত্রা দেবাঃ! তে যূয়ং সর্ব্বতাতয়ে সর্ব্বৈর্বীরপুরুষৈস্তায় বিস্তারয়িতায় যুদ্ধায়। যুদ্ধেঽস্মাকং সাহায্যং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। আগত। আগচ্ছত। অপিচ বৃত্রতূর্য্যেষু। সংগ্রামনামৈতৎ। সংগ্রামেষু শম্ভুবঃ সুখস্য ভাবয়িতারো ভূত। ভবত॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আদিত্যাঃ' হে অদিতির পুত্র দেবগণ! 'তে' আপনারা 'সর্ব্বতাতয়ে' সকল বীরপুরুষগণ কর্ত্তৃক 'ততায়' বিস্তারিত যুদ্ধের জন্য, যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্য 'আগত' আসুন। অপিচ, 'বৃত্রতূর্য্যেষু' (ইহা সংগ্রাম-নাম-বাচক) সংগ্রামসমূহে 'শম্ভুবঃ' সুখের ভাবয়িতা 'ভূত' হউন।

মন্ত। গমেদোষ্টি বহুলং ছন্দসীতি অপো লুক্। (১ম ১০৮৯–২খ)।

• . •

দ্বিতীয় (১১৫৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'আদিত্যাঃ' 'সর্ব্বতাতয়ে' এবং 'বৃত্রতূর্য্যেষু' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। প্রথমতঃ 'আদিত্যাঃ' পদ। ঐ পদে ভাষ্যকার 'অদিতির পুত্রগণ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যায় 'আদিত্যাঃ' পদে 'আদিত্যগণ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ 'সর্ব্বতাতয়ে' পদ। ঐ পদের ভাষ্যানুমোদিত অর্থ—'সকল বীরপুরুষগণের সহিত যুদ্ধের জন্য', অথবা—'যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্য।' ব্যাখ্যাদিতেও ঐ ভাবই পরিদৃষ্ট হয়। 'বৃত্রতূর্য্যেষু' পদে সকলেই 'সংগ্রামেষু' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রথম চরণের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে আদিত্যগণ! তোমরা যুদ্ধে আমাদিগের সাহায্য করিবার জন্য আগমন কর, এবং যুদ্ধে আমাদিগের জয়ের কারণ হও।' কিন্তু কোন্ যুদ্ধে আদিত্যগণ আমাদিগের সাহায্যার্থ আসিবেন? আর, কোন্ যুদ্ধেই বা তাঁহারা আমাদিগের জয়ের কারণ হইবেন অর্থাৎ আমাদিগকে জয়ী করিবেন? আমরা মনে করি, সে যুদ্ধ—অজ্ঞানতা-নাশ-রূপ যুদ্ধ। তাই আমরা 'বৃত্রতূর্য্যেষু' পদের 'সংগ্রামেষু—অজ্ঞানতানাশরূপেষু' এইরূপ প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। বৃত্র-শব্দে যে অর্থ আমরা গ্রহণ করি, এখানে তাহা অনুধাবনীয়। 'আদিত্যাঃ' পদে আমরা 'সকল ভগবদ্বিভূতিসমূহ' এবং 'সর্ব্বতাতয়ে' পদে 'আমাদিগের সকলের রক্ষার জন্য' এইরূপ অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। * পদাবলির এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া,

---

সন্ত। সমধাতুর লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শপের লোপ। ২।

• . •

---

* বেদার্থযত্ন-গ্রন্থে 'সর্ব্বতাতয়ে' পদের "সর্ব্বস্থায় সর্ব্বমপি অভিমবিতং অস্মভ্যং দাতুং" এইরূপ অর্থের পরিকল্পনা আছে।

প্রথম চরণে আমরা এই প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'অনন্তের অঙ্গীভূত দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহ, আমাদিগের সকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন; এবং অজ্ঞানতা-রূপ যে রিপুগণ আমাদিগের সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক, সেই রিপুগণের প্রাবল্য প্রতিহত করিবার সামর্থ্য আমাদিগকে প্রদান করুন।'

দ্বিতীয় চরণটি ধ্রুবা-রূপে প্রত্যেক মন্ত্রেরই সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট দেখি। প্রথম মন্ত্রের ব্যখ্যায় দ্বিতীয় চরণের আলোচ্য বিষয় প্রখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে ঐ অংশের মর্ম্ম এই যে,—'সারথি যেমন রথকে সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত সচেস্ট থাকে; হে আশ্রয়দাতা পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ! আপনারাও তদ্রূপ আমার মনোরথের সারথি-রূপে অবস্থিত থাকুন,—আপনাদিগের কৃপায় আমার হৃদয় সকল সদ্গুণের আধার হউক। আর, আপনাদিগের প্রভাবে যেন সর্ব্ববিধ রিপুকে জয় করিয়া আমি পরমপদ লাভ করিতে সমর্থ হই॥' (১ম—১০৬সূ—২ঋ)॥

—•—

তৃতীয়া ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

অবন্তু নঃ পিতরঃ সুপ্রবাচনা উত দেবী

দেবপুত্রে ঋতাবৃধা।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অবন্তু। নঃ। পিতরঃ। সুহপ্রবাচনাঃ। উত। দেবী ইতি।

দেবপুত্রে ইতি দেবহপুত্রে। ঋতহবৃধা।

রথং। ন। দুঃহগাৎ। বসবঃ। সুহদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুপ্রবাচনাঃ' (সুখেন প্রবক্তুং স্তোতুং বা শক্যাঃ, শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্তাঃ, যদ্বা—ধর্ম্মপরায়ণাঃ) 'পিতরঃ' (পিতৃদেবাঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'অবন্তু' (রক্ষন্তু); 'উত' (তথা) 'দেবপুত্রে' (দেবভাবস্য উৎপাদয়িত্র্যৌ) 'ঋতাবৃধাঃ' (সত্যস্য সৎকর্ম্মণঃ বা বর্দ্ধয়িত্র্যৌ) 'দেবী' (দীপ্তিদানাদিগুণসমন্বিতে দ্যাবাপৃথিব্যৌ, দ্যুলোকভূলোকস্থিতাঃ সর্ব্বে দেবতাবাঃ ইত্যর্থঃ) অস্মান্ রক্ষতাং ইতি শেষঃ; 'বসবঃ' (নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়-প্রদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'সুদানবঃ' (শোভনদানশীলাঃ পরমার্থপ্রদায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা নিম্নমাৎ পাপাৎ ত্রায়ন্তি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্ত্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত); পিতৃ-লোকস্য কৃপয়া তথা দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনঃ সদনুগ্রভাবেন অস্মাকং রক্ষা ভবতু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ॥ (১ম—১০৭সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শুদ্ধসত্ত্বাবস্থাপ্রাপ্ত (অথবা ধর্ম্মপরায়ণ) পিতৃদেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন; আর, দেবভাবের উৎপাদয়িত্রী, সত্যের বা সৎকর্ম্মের বর্দ্ধয়িত্রী, দীপ্তিদানাদিগুণসমন্বিতা দ্যাবাপৃথিবী অর্থাৎ দ্যুলোকভূলোকস্থিত সকল দেবতাব-সমূহ, আমাদিগকে রক্ষা করুন; নিবাসয়িতা আশ্রয়স্থানপ্রদাতা, শোভনদানশীল পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ, সারথিগণ যেমন দুর্গম স্থান হইতে

রথকে পরিচালিত করে তদ্রূপ, অথবা সৎকর্ম্ম যেমন রথস্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে পরিত্রাণ করে সেইরূপ, সকল পাপ হইতে আমাদিগকে নির্গমন করাইয়া—উদ্ধার করিয়া পালন করেন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—পিতৃলোকের কৃপায় এবং দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধীয় সদ্গুণের প্রভাবে আমরা যেন রক্ষাপ্রাপ্ত হই।)॥ (১ম— ১০৬সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

নোঽস্মান্ পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাদয়োঽবন্তু। রক্ষন্তু। কীদৃশাঃ। সুপ্রবাচনাঃ। সুখেন প্রবক্তুং স্তোতুং শক্যাঃ। উত অপিচ দেবপুত্রে দেবাঃ সর্ব্বে পুত্রস্থানীয়া যয়োস্তে ঋতাবৃধা। ঋতস্য সত্যস্য যজ্ঞস্য বা বর্দ্ধয়িত্র্যৌ দেবী দেবনাদিগুণযুক্তে দ্যাবাপৃথিব্যাবস্মান্ রক্ষতাং। অন্যৎ সমানং॥

দেবী। বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ঋতাবৃধা। বৃধেরন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ (১ম—১০৬সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (১১৫৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:০:——

মন্ত্রের প্রথম চরণে দ্বিবিধ প্রার্থনা আছে। প্রথম প্রার্থনা—পিতৃগণের নিকট; দ্বিতীয় প্রার্থনা—দ্যাবাপৃথিবীর নিকট। পিতৃগণ কি অবস্থায় অবস্থিত আছেন, 'সুপ্রবাচনাঃ' পদ তাহাই প্রকাশ করিতেছে; এবং দ্যাবাপৃথিবী (দেবী) কিরূপ ভাবাপন্ন, 'দেবপুত্রে' ও 'ঋতাবৃধা' পদদ্বয়ে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নঃ' আমাদিগকে 'পিতরঃ' অগ্নিষ্বাত্তাগণ 'অবন্তু' রক্ষা করুন। কি প্রকার? 'সুপ্রবাচনাঃ' সুখের দ্বারা বলিতে স্তুতি করিতে সমর্থ. 'উত' অপিচ, 'দেবপুত্রে' দেবগণ সকল পুত্রস্থানীয় যেই দুইজনের তাহারা 'ঋতাবৃধা' ঋতের সত্যের অথবা যজ্ঞের বর্দ্ধনকর্ত্তা। 'দেবী' দেবনাদিগুণযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

দেবী। 'বা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্ব-সবর্ণের দীর্ঘত্ব। ঋতাবৃধা। বৃধ-ধাতুর অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থহেতু ক্বিপ্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির আকার॥ (১ম—১০৬সূ—৩ঋ)॥

• • •

তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে। পিতৃগণ স্বর্গে শুদ্ধসত্ত্ব অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন। সেখানে শোক-তাপ-ব্যাধি-বিপত্তি নাই, সেখানে রিপুগণের প্রাধান্য প্রতিহত বিলুপ্ত হইয়া আছে; সেখানে অবিরোধে তাঁহারা ভগবানের উপাসনায় ব্রতী রহিয়াছেন; সেখানে সত্ত্ব হইয়া, সত্ত্বসমুদ্রে তাঁহারা মিশিয়া রহিয়াছেন। 'সুপ্রবাচনাঃ পিতরঃ' পদদ্বয়ে পিতৃগণের প্রোক্ত অবস্থার বিষয়ই অবগত হই। এইরূপ, 'দেবপুত্রে ঋতাবৃধা দেবী' পদত্রয়ে দ্যুলোকভূলোকস্থিত সকল দেবভাবের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'দেবপুত্রে' বলিতে, সাধারণতঃ 'দেবগণের মাতা' অর্থ পরিগৃহীত হইতে দেখি। কিন্তু 'দেবগণের মাতা' এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি? দেবগণ কি মনুষ্য? তাঁহারা কি আমাদিগেরই ন্যায় শরীরধারী প্রাণী? আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। যাঁহাদিগের হইতে দেবভাবের উৎপত্তি হয়, দেবভাব উপজনে যাঁহারা হেতুভূত হয়েন, আমরা মনে করি, 'দেবপুত্রে' পদে তাঁহাদিগেরই প্রতি লক্ষ্য আসে। আমরা তাই ঐ পদের প্রতিবাক্যে 'দেবভাবস্য উৎপাদয়িত্র্যৌ' পদ গ্রহণ করিয়াছি। এই দৃষ্টিতে 'ঋতাবৃধা' পদে 'সত্যের বা সৎকর্ম্মের বর্দ্ধয়িত্রী' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'দেবী' পদে 'দীপ্তিদানাদিগুণসমন্বিত দ্যুলোকভূলোক' অর্থে, দ্যুলোকের ও ভূলোকের সকল দেবভাবকে নির্দ্দেশ করে।

এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে পিতৃগণকে এবং দ্যুলোকভূলোক-সম্বন্ধীয় সকল দেবভাবকে লক্ষ্য করিয়া আত্মরক্ষার প্রার্থনা জানান হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে সত্ত্বস্বরূপ পিতৃগণ! ইহসংসারে রিপুর কবলে পড়িয়া আমরা সৎকর্ম্মসাধনে সত্ত্বভাবের সঞ্চারে অবসর পাইতেছি না। সত্ত্বস্বরূপ আপনারা, দয়া করিয়া আমাতে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করুন। আর সত্যের ও সৎকর্ম্মের বর্দ্ধক সকল দেবভাবসমূহ! আপনারা আমাতে সত্যের ও সৎকর্ম্মের সমাবেশ করিয়া দিউন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ফলতঃ, 'পিতৃগণের এবং সকল দেবভাবের সহায়তায় আমরা যেন দেবত্বসম্পন্ন হই'—ইহাই এই মন্ত্রের প্রার্থনা॥ (১ম—১০৬সূ—৫ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ ক্ষয়দ্বীরং

পূষণং সুম্নৈরীমহে।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নরাশংসং। বাজিনং। বাজয়ন্। ইহ। ক্ষয়ৎ২বীরং।

পূষণং। সুম্নৈঃ। ঈমহে।

রথং। ন। দুঃ২গাৎ। বসবঃ। সুদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন ॥ ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরাশংসং' (সর্ব্বৈঃ শংসনীয়ং অনুসরণীয়ং ইত্যর্থঃ) 'বাজিনং' (সৎকর্ম্মসাধকং—জ্ঞানদেবং ইতি যাবৎ) 'বাজয়ন্' (উপহ্বয়ন্, অনুসরণং কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠিতে কর্ম্মণি ইত্যর্থঃ) 'ক্ষয়দ্বীরং' (অতিবলিনং, রিপুপ্রাবাল্য-বিমর্দ্দকং ইত্যর্থঃ) 'পূষণং' (পোষকং দেবং) 'সুম্নৈঃ' (সৎকর্ম্মসাধনৈঃ সহ, যদ্বা—মঙ্গললাভায়) 'ঈমহে' (অভীষ্টং প্রার্থয়ামহে); জ্ঞানানুসরণেন সৎকর্ম্মসাধনং কৃত্বা দেবানুগ্রহং লভেমহি—ইত্যেবং আত্মোদ্বোধনমূলকঃ অয়ং মন্ত্রাংশঃ; 'বসবঃ'

(নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়প্রদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'সুদানবঃ' (শোভনদানশীলাঃ পরমার্থপ্রদায়কাঃ সর্বে দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যথা—সৎকর্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা বিষমাৎ পাপাৎ আরক্ষতি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত); সর্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা অস্মান্ রক্ষন্তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৬সূ—৪ঋ)।

* * *

বঙ্গানুবাদ।

সকলের অনুসরণীয় সৎকর্মসাধক জ্ঞানদেবের অনুসরণ করিয়া, এই কর্মে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্যানুষ্ঠিত কর্মে, রিপুপ্রাধান্যবিমর্দ্দক পোষক দেবতাকে সৎকর্ম সাধনের দ্বারা মঙ্গললাভের জন্য প্রার্থনা করি; (এই মন্ত্রাংশ আত্মোদ্বোধনা-মূলক; ইহার ভাব এই যে,—জ্ঞানানুসরণের দ্বারা সৎকর্ম সাধন করিয়া আমরা দেবানুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা করি); নিবাসয়িতা আশ্রয়স্থানপ্রদাতা শোভনদানশীল পরমার্থপ্রদায়ক সকল দেবগণ, দুর্গম স্থান হইতে যেমন সারথিগণ রথকে পরিচালিত করে সেইরূপ, অথবা—সৎকর্ম যেমন রথস্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে পরিত্রাণ করে তদ্রূপ, সকল পাপ হইতে আমাদিগকে নির্গমন করাইয়া—উদ্ধার করিয়া পালন করেন; (ভাব এই যে,—সকল দেবগণ বা দেবভাব-সমূহ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৬সূ—৪ঋ)॥

* * *

সায়ণ-ভাষ্যং।

নরাশংসং নরৈঃ শংসনীয়ং বাজিনমন্নবন্তমগ্নিং বাজয়ন্ উপহ্বয়ন্ প্রজ্বলয়িতাগ্নিম্ ... স্তৌমীতি শেষঃ। তথা ক্ষয়দ্বীরমতিবলিনং। যস্মিন্ সংখ্যে বীরাঃ ক্ষীয়ন্তে। এবং রূপং পূষণং পোষকং দেবং সুম্নৈঃ সুখকরৈঃ স্তোত্রৈর্বস্তুভিঃ ঈমহে। যাচামহে। অভীষ্টং প্রার্থয়ামহে॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরাশংসং' নরগণকর্তৃক শংসনীয় 'বাজিনং' অন্নবান্ অগ্নিকে 'বাজয়ন্' প্রজ্বালিত করিয়া 'ইহ' এই কালে স্তুতি করিব। আর 'ক্ষয়দ্বীরং' অতিশয় বলবান্, যাহা হইতে সকল বীরগণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এইরূপ 'পূষণং' পোষক দেবকে 'সুম্নৈঃ' সুখকর স্তোত্রের দ্বারা 'ঈমহে' যাচ্ঞা করিতেছি—অভীষ্ট প্রার্থনা করিতেছি।

নরাশংসং। উভে বনস্পত্যাদিষ্বিতি যুগপদুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। নরশব্দ ঋদোরপিত্যব্বন্ত আদ্যুদাত্তঃ। নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ। শংসশব্দো ঘঞন্ত আদ্যুদাত্তঃ। বাজয়ন্। বজ ব্রজ গতৌ। অস্মাণ্ণিচ্। কয়ধীরং। ক্ষি ক্ষয়ে। লটঃ শতৃ। শপিপ্রাপ্তে ব্যত্যয়েন শঃ। তত্র ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধধাতুকত্বেন ঙিত্বাভাবাদ্গুণাবাদেশৌ। অনুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে বিকরণস্বরঃ। অতো গুণ ইতি পররূপত্বে একাদেশ উদাত্তেনোদাত্ত ইত্যেকাদেশ উদাত্তঃ। কয়ন্তো ধীরা যস্মিন্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং।(১ম—১০৬সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (১১৫৭) ঋকের বিশদার্থ।

মন্ত্রের প্রথম চরণে দুইটী ক্রিয়াপদ আছে—'বাজয়ন্' এবং 'ঈমহে'। 'বাজয়ন্'—অসমাপিকা ক্রিয়া। ঐ পদ উপলক্ষে একটী (স্তৌমি) সমাপিকা ক্রিয়াপদ অধ্যাহার করিয়া, ভাষ্যকার প্রথম চরণটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার প্রথম অংশ—"নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্ ইহ (স্তৌমি)।" দ্বিতীয় অংশ—"কয়দ্বীরং পূষণং সুম্নৈঃ ঈমহে।" প্রথমাংশের 'নরাশংসং' পদে ভাষ্যকার 'নরগণকর্ত্তৃক প্রশংসনীয়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে—'নরাশংসং' 'অগ্নি'র একটী নাম। 'বাজিনং' পদে 'অন্নবিশিষ্ট' এবং 'বাজয়ন্' পদে 'প্রজ্বলিত করিয়া' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে প্রথম অংশের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'মনুষ্যগণের প্রশংসনীয় অন্নবান্ অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়া স্তুতি করি।'

নরাশংসং। 'উভে বনস্পত্যাদিষু' ইত্যাদি সূত্রানুসারে যুগপৎ উভয় পদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। নরশব্দ 'ঋদোরপ্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অবন্ত আদ্যুদাত্ত। নিপাতন-হেতু দীর্ঘ। শংসশব্দ ঘঞ্-অন্ত আদ্যুদাত্ত। বাজয়ন। বজ এবং ব্রজ-ধাতু গত্যর্থক। এই জন্ত ণিচ্। কয়দ্বীরং। ক্ষি-ধাতু ক্ষয়-অর্থক। লটে শতৃ। শপি প্রাপ্ত হওয়ায় ব্যত্যয়ের দ্বারা শ। তাহার 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা ঙিত্বের অভাব হেতু গুণ আদেশ। অৎ উপদেশ-হেতু 'লসার্ব্বধাতুকের অনুদাত্তত্বে বিকরণস্বর। 'অতো গুণে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পররূপত্বের 'একাদেশ উদাত্তেন' ইত্যাদি সূত্রে একাদেশ উদাত্ত। কয়ন্তো ধীরা যস্মিন্—ইত্যাদি বাক্যে বহুব্রীহীতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—১০৬সূ—৪ঋ)।

দ্বিতীয় অংশের 'কমবীরং' পদে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে 'যাহাতে সকল বীরগণ জয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ' অর্থ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে দ্বিতীয় অংশের প্রচলিত ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'বীরবিজয়ী পোষক দেবতার নিকট সুখকর স্তোত্রের দ্বারা অভীষ্টফল প্রার্থনা করি।'

আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ প্রথম চরণটিকে একটী বাক্য বলিয়া মনে করি; এবং সেই দৃষ্টিতেই মন্ত্রের অর্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। প্রথম চরণের পদাবলির মধ্যে 'নরাশংসং' 'বাজিনং' 'কমবীরং' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'নরাশংসং' পদে আমরা 'সকলের অনুসরণীয়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বাজিনং' পদে 'সৎকর্ম্মসাধকং জ্ঞানদেবং' প্রতিবাক্য সঙ্গতি দেয়াছি। 'কমবীরং' পদে 'অতিশয় বলবান্ অর্থাৎ রিপুপ্রাধান্য-বিমর্দ্দক'—এইরূপ ভাবার্থ গৃহীত হইয়াছে। এবম্প্রকার অর্থ গ্রহণে মনে হয়, যেন মন্ত্রটী আত্মোদ্বোধনা-মূলক। প্রার্থনাকারী যেন ভগবৎ-কার্য্যে স্বীয় চিত্তকে বিনিবিষ্ট করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন,—'হে জ্ঞানদেব! আপনাকে অনুসরণ করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া আমি যেন সকল দেবগণের—দেবভাব-সমূহের অনুগ্রহ লাভ করিতে সমর্থ হই। জ্ঞানের অনুশীলন করিতে পারিলেই, হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হইলেই, সকল দেবগণের দেবভাব-সমূহের করুণা প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবতার—দেবভাবের অনুসারিগণকে দেবতাই রক্ষা করেন। অতএব আমি যদি জ্ঞানের অনুসরণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে জ্ঞানদেবতাই আমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন।' এই তত্ত্বই এস্থলে বিবৃত দেখি।

দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। এস্থলে দ্বিতীয় চরণের 'রথং ন দুর্গাৎ' এই উপমামূলক বাক্যাংশ হইতে এই মর্ম্ম উপলব্ধ হয়, যেন দেবতার মাহাত্ম্য-খ্যাপন করিয়া বলা হইতেছে,—'সৎকর্ম্ম—জ্ঞানের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিতব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে যাইয়া যেন রিপুর মোহে মুগ্ধ না হই; দেবগণ যেন আমার মনোরথের সারথি-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমার চিত্তকে সৎপথে চালিত করেন—সকল বিপদ আপদ হইতে যেন আমাকে রক্ষা করেন।' (১ম—১০৬সূ—৪ঋ)।

—•—

পঞ্চমী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

বৃহস্পতে সদমিন্নঃ সুগং কৃধি শং যোর্যত্তে

মনুর্হিতং তদীমহে।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বৃহস্পতে। সদং। ইৎ। নঃ। সুঽগং। কৃধি। শং। যোঃ। যৎ। তে।

মনুঃঽহিতং। তৎ। ঈমহে।

রথং। ন। দুঃঽগাৎ। বসবঃ। সুঽদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃহস্পতে' (হে মহাদেব!) 'সদমিৎ' (সদৈব) 'নঃ' (অস্মাকং) 'সুগং' (সুখং, মঙ্গলদায়কং ইত্যর্থঃ) 'কৃধি' (কুরু); অপিচ 'তে' (তব অঙ্গীভূতং) 'মনুর্হিতং' (সর্ব্বেষাং মনুষ্যাণাং হিতসাধকং) 'যৎ' (যৎ প্রসিদ্ধং শ্রেষ্ঠং) 'যোঃ' (দুঃখানাং নিরোধকং ইত্যর্থঃ) 'শং' (সুখং মঙ্গলদানং—অস্তি ইতি যাবৎ) 'তৎ' (সুখং মঙ্গলং) 'ঈমহে' (যাচামহে, প্রার্থয়ামহে); 'বসবঃ' (নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়প্রদাতারঃ

ইত্যর্থঃ) 'সুদানবঃ' (শোভনদানশীলাঃ পরমার্থপ্রদায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যথা—সৎকর্ম্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা বিষমাৎ পাপাৎ ত্রায়তি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্ত্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত); মঙ্গল-লাভায় বয়ং দেবাদিপতিং প্রার্থয়ামহে—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১০৬সূ—৫ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে মহৎ দেব! সর্ব্বদা আমাদিগের মঙ্গলসাধন করুন; অপিচ, আপনার অধীভূত সকল মনুষ্যের হিতসাধক দুঃখসমূহের নিরোধক যে প্রসিদ্ধ সুখ (মঙ্গল) আছে, সেই সুখ (মঙ্গল) আমরা প্রার্থনা করি; নিবাসয়িতা আশ্রয়প্রদাতা, শোভনদানশীল পরমার্থপ্রদায়ক হে দেবগণ, সারথিগণ যেমন দুর্গম স্থান হইতে রথকে পরিচালিত করে সেইরূপ, অথবা সৎকর্ম্ম যেমন রথস্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে পরিত্রাণ করে তদ্রূপ, সকল পাপ হইতে আমাদিগকে নির্গমন করাইয়া—উদ্ধার করিয়া পালন করুন; (ভাব এই যে,—মঙ্গল-লাভের জন্য আমরা দেবাদিপতিকে প্রার্থনা করিতেছি।)॥ (১ম—১০৬সূ—৫ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বৃহস্পতে সদমিৎ সদৈব নোঽস্মাকং। সুগং। সুখমাগৈমতৎ। সুগং কৃধি। কুরু। অপিচ তে তব যদ্ভূতং শং শমনীয়ানাং রোগাণামুপশমনং যোঃ পৃথক্কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং মনুর্হিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং ত্বয্যবস্থাপিতং। যদ্বা মনুষ্যাণামনুকূলং। এবংবিধং শমনং যাবনং চ যদস্তি তদীমহে। যাচামহে॥

সুগং। সুষ্ঠু গম্যতেঽস্মিন্নিতি সুগং। সুদুরোরধিকরণে ইতি গমের্ডঃ। শং যোরিত্যে-তৎপদদ্বয়ং যাস্কেনৈব ব্যাখ্যাতং—শমনং চ রোগাণাং যাবনং চ ভয়ানামিতি। নিঃ ৪।২১।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বৃহস্পতে' হে বৃহস্পতি! 'সদমিৎ' সর্ব্বদাই 'নঃ' আমাদিগের 'সুগং' (ইহা সুখ-মার্গ-বাচক) সুখ 'কৃধি' করুন, অপিচ, 'তে' আপনার সম্ভূত 'শং' শমনীয় রোগসমূহের উপশমন 'যোঃ' পৃথক্ কর্ত্তব্য ভয়সমূহের যাবন পৃথক্করণ 'মনুর্হিতং' মনু কর্ত্তৃক আপনাতে অবস্থাপিত, অথবা মনুষ্যসমূহের অনুকূল, এইরূপ যাবন ও 'যৎ' যাহা আছে 'তৎ' তাহা 'ঈমহে' যাচ্ঞা করি।

সুগং। সুষ্ঠুরূপে গমন করা যায় ইহাদ্বারা—এই বাক্যে 'সুগং' পদ হয়। 'সুদুরোরধি-করণে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে গম-ধাতুতে ড-প্রত্যয়। 'শং' এবং 'যোঃ' পদদ্বয়ের যাস্ক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন, যথা—"শমনং চ রোগাণাং যাবনং চ ভয়ানাং।"

মনুর্হিতং মনেরৌণাদিক উসিন্‌প্রত্যয়ঃ। তৃতীয়া কর্ম্মণীতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—১০৬সূ—৫ঋ)।

পঞ্চম (১১৫৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:x•x:—

আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'মনুর্হিতং' 'শং' ও 'যোঃ' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। প্রথমতঃ, 'মনুর্হিতং' পদ। ঐ পদ উপলক্ষে ভাষ্যকার পূর্ব্বাপর অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন,—মহর্ষি মনুর যজ্ঞে তাঁহার হিতের জন্য অগ্নিদেব যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে দেখিতেছি, 'যদ্বা' পর্য্যায়ে তিনি 'মনুষ্যাণাং অনুকূলং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বাপর 'মনুর্হিতং' পদে 'মনুষ্যাণাং হিতসাধকং' প্রতিবাক্য সঙ্গতি দেখিয়াছি। এখানেও সেই অর্থ ই সঙ্গত হয়। দ্বিতীয়তঃ, 'শং' পদ। এই পদে 'রোগের উপশম' অর্থ ভাষ্যে প্রকাশিত আছে। তৃতীয়তঃ—'যোঃ' পদ। ঐ পদে 'ভয়ের যাবন অর্থাৎ দূরীকরণ' অর্থ গৃহীত হইতে দেখি। যাহা হউক, আমরা 'শং' পদে 'সুখ (মঙ্গল)' এবং 'যোঃ' পদে 'দুঃখসমূহের নিরোধক' অর্থ গ্রহণ করি। এই প্রকারে প্রথম চরণে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'মহৎ দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; তাঁহার স্বভূত, সকল মনুষ্যের হিতসাধক, দুঃখনিবারক যে প্রসিদ্ধ সুখ তাঁহাতে বিদ্যমান আছে, তাঁহার নিকট আমরা তাহা প্রার্থনা করি; অর্থাৎ, আমাদিগের হৃদয়ে মহৎ দেবতার বা দেবভাবের সঞ্চার হউক,—দেবভাবের সঞ্চারে আমাদিগের সকল দুঃখ দূরগত হউক।

এস্থলে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থানুসারে দ্বিতীয় চরণটি, এই সূক্তের প্রায় সকল ঋকের শেষেই ধ্রুব-রূপে সম্বদ্ধ আছে। এই অংশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। ঐ দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম এই যে,—'দেবতার অনুগ্রহ ভিন্ন, দেবভাবের সমাবেশ ব্যতীত, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব, হে দেবগণ! আপনার আমায় কৃপা

(নি০ ৪।২।২৯) ইত্যাদি। মনুর্হিতঃ। 'মনির' (মনি-ধাতুর) ঔণাদিক উসিন-প্রত্যয়। 'তৃতীয়া কর্ম্মণি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম - ১০৬সূ - ৫ঋ)।

করুন, আপনারা আমার গন্তব্যপথে সারথি-রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাকে সত্যের এবং সৎকর্ম্মের অনুসারী করুন।' (১ম—১০৬সূ—৫ঋ)॥

—— • ——

ষষ্ঠী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

ইন্দ্রং কুৎসো বৃত্রহণং শচীপতিং কাটে

নিবাল্হ ঋষিরহ্বদূতয়ে।

রথং ন দুর্গাদ্বসবঃ সুদানবো বিশ্বস্মান্নো

অংহসো নিষ্পিপর্ত্তন॥ ৬॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ইন্দ্রম্। কুৎসঃ। বৃত্রহনম্। শচীঽপতিম্। কাটে।

নিঽবাল্হঃ। ঋষিঃ। অহ্বৎ। উতয়ে।

রথম্। ন। দুঃঽগাৎ। বসবঃ। সুঽদানবঃ। বিশ্বস্মাৎ। নঃ।

অংহসঃ। নিঃ। পিপর্ত্তন॥ ৬॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋষিঃ' (আত্মদ্রষ্টা, জ্ঞানী) যদি কচিৎ 'কাটে নিবাল্হঃ' (অজ্ঞানান্ধকারে পতিতঃ) তথা 'কুৎসঃ' (নিন্দনীয়ঃ) ভবতি, তথাপি 'উতয়ে' (আত্মানং উদ্ধারায় লোকানাং রক্ষণায় চ) 'বৃত্রহনং' (অজ্ঞাননাশকং) 'শচীপতিং' (সৎকর্ম্মপালকং, সৎকর্ম্মপোষকং) 'ইন্দ্রং' (সর্ব্বৈশ্বর্য্যাধিপতিং ভগবন্তং ইন্দ্রদেবং) 'অহ্বৎ' (আহ্বয়তি, অনুস্মরতি ইত্যর্থঃ); সাধুঃ যদি কদাচিদপি মোহগ্রস্তঃ ভবতি, তথাপি দেবমেব অনুস্মরতি—ইতি ভাবঃ; 'বসবঃ' (নিবাসয়িতারঃ, আশ্রয়প্রদাতারঃ ইত্যর্থঃ) 'সুদানবঃ'

(শোভনদানশীলাঃ, পরমার্থপ্রদায়কাঃ দেবাঃ ইত্যর্থঃ) 'রথং ন দুর্গাৎ' (দুর্গমাৎ স্থানাৎ সারথয়ঃ যথা রথং পরিচালয়ন্তি তদ্বৎ, যদ্বা—সৎকর্ম্ম যথা রথস্বরূপং ভূত্বা বিষমাৎ পাপাৎ মনুষ্যান্ ত্রায়ন্তি তদ্বৎ) 'বিশ্বস্মাৎ' (সর্ব্বস্মাৎ) 'অংহসঃ' (পাপাৎ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিষ্পিপর্ত্তন' (নির্গময্য উদ্ধারয়িত্বা বা পালয়ত), দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু ইত্যেবং প্রার্থনা—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৬সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানী যদি কখনও অজ্ঞানান্ধকারে পতিত এবং নিন্দনীয় হয়েন তথাপি, আপনার উদ্ধারের জন্য এবং মনুষ্যগণের রক্ষণের জন্য, অজ্ঞানতানাশক সৎকর্ম্মপোষক বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেবকে আহ্বান করেন—অনুসরণ করেন; (ভাব এই যে,—সাধু যদি কখনও মোহগ্রস্ত হয়েন, তথাপি দেবত্বের অনুসরণ করেন); আশ্রয়প্রদাতা পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ, দুর্গম স্থান হইতে সারথিগণ যেমন রথকে পরিচালন করেন, অথবা সৎকর্ম্ম যেমন রথস্বরূপ হইয়া বিষম পাপ হইতে মনুষ্যগণকে উদ্ধার করেন, সেইরূপ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)। (১ম—১০৬সূ—৬ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যং।

কাট ইতি কূপনাম। তস্মিন্নবাহ্লো নিপতিতঃ কুৎসঃ ঋষিরূতয়ে রক্ষণায়েন্দ্রমহ্বৎ। আহ্বয়তিস্ম। কীদৃশং। বৃত্রহণং। বৃত্রাণাং শত্রূণাং হন্তারং। শচীপতিং। শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পালয়িতারং। যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।

শচীপতিং। বনস্পত্যাদিষু পাঠাদুভয়পদপ্রকৃতিস্বরত্বং। শচীশব্দঃ শার্ঙ্গরবাদিঙীনন্ত আদ্যুদাত্তঃ। নিবাহ্লঃ। বাহ্রু প্রযত্নে। সীস্তাপসর্গবশাৎ পতনে বর্ত্ততে। নিষ্ঠায়াম-নিত্যমাগমশাসনমিতীড়ভাবঃ। চবশব্দাদীনি। যথা ক্ষুব্ধস্বান্তেত্যাদৌ। পাঃ ৭।২।১৮।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

কাটে – ইহা কূপনামবাচক। তাহাতে (কাটে) 'নিবাহ্লঃ' নিপতিত 'কুৎসঃ' কুৎস ঋষি 'উতয়ে' রক্ষার জন্য 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'অহ্বৎ' আহ্বান করেন। কি প্রকার? 'বৃত্রহণং' বৃত্রগণের শত্রুগণের হন্তাকে 'শচীপতিং' (শচী – ইহা কর্ম্মনামবাচক) সকল কর্ম্ম-সমূহের পালয়িতা অথবা শচীর দেবীর ভর্ত্তাকে।

শচীপতিং। বনস্পত্যাদিতে পাঠহেতু উভয়পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। শচী-শব্দ শার্ঙ্গরবাদি-অর্থে প্রযুক্ত। নিবাহ্লঃ বাহ্রু ধাতু প্রযত্ন অর্থ বুঝায়। নি-এই উপসর্গবশ-হেতু পতনে বর্ত্তমান হয়। নিষ্ঠাতে 'অনিত্যমাগমশাসনং' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ইটের অভাব। চবশব্দাদি। অথবা,

'ক্ষুব্ধস্বান্তধ্বান্তেত্যাদৌ' (পাঃ ৭।২।১৮)। কৃপার্থে ইড়ভাবো নিপাত্যতে। অথচ ধাতুপদ্যো ছন্দোযোগেষু পচনে সার্বধাতুকত্বে। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। অবৎ। লিপিলিচিত্যাদেশেতি সুপ্তি ছেদ্যোগাদেশঃ আতোলোপ ইটি চেত্যাকার লোপঃ ॥৬॥

ষষ্ঠ (১১৫৯) ঋকের বিশদার্থ।

—॥×॰×॥—

এই মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যাদির ভাব এই যে,—কূপে পতিত কুৎস ঋষি উদ্ধারের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা,—'দুর্গম পথে লোকে যেরূপ রথকে চালনা করে, সেইরূপ দানশীল বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' পূর্ব্বসূক্তে দেখা গিয়াছে, ভাষ্যাদির ব্যাখ্যায় ত্রিত ঋষিকে একত ও দ্বিত কূপে ফেলিয়াছিল। কিন্তু এ স্থলে আবার ভাষ্যাদির ব্যাখ্যাতে দেখা যাইতেছে, কুৎস ঋষি কূপে পড়িয়া আছেন। ত্রিত-সম্বন্ধে আমাদিগের মতামত পূর্ব্বে খ্যাপন করিয়াছি। 'ত্রিতঃ' বা 'কুৎসঃ' এই দুই পদে ঋষিবিশেষের প্রতি যে লক্ষ্য আছে, তাহা আমরা মনে করি না। আমরা 'কুৎসঃ' পদে 'নিন্দনীয়' এবং 'ঋষিঃ' পদে 'আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানী' অর্থ গ্রহণ করি। তদনুসারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'আত্মদ্রষ্টা জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কখনও ভ্রমবশতঃ অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হয়েন; সৎকর্ম্মে ভগবৎকর্ম্মে বাধা-প্রদানকারী রিপুগণ যদি কখনও তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিবার প্রয়াস পায়,—তাঁহাকে পাপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়; তিনি তখনই স্বকীয় রক্ষার জন্য অথবা জীবগণের উদ্ধারের জন্য, সেই বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি সৎকর্ম্মের পালক সৎকর্ম্মকারীর রক্ষক অজ্ঞানতানাশক ইন্দ্রদেবের আরাধনা করেন,—দেবত্বের অনুসারী হয়েন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'ইহসংসারে সর্ব্বত্র

ক্বপ-অর্থে ইটের অভাব নিপাতিত হয়। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির প্রকৃতিস্বরত্ব। অবৎ। 'লিপিলিচিত্যাদেশ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সুপে চেদ্যোগাদেশ। 'আতো লোপঃ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আকার-লোপ। (১ম—১০৬মূ—৬ঋ)।

সকল সময় সৎকর্ম্মের প্রতিপক্ষক রিপুসমূহের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। রিপুগণ সতত আমাদিগের চিত্তে প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য সুযোগের অন্বেষণ করিতেছে। হে আশ্রয়প্রদাতা পরমার্থপ্রদায়ক দেবগণ! আপনাদিগের সাহায্য ব্যতীত রিপুর প্রাবল্য প্রতিহত করিবার সামর্থ্য আমাদিগের নাই। আপনারা দয়া করিয়া আমাদিগের সহায় হউন; আমাদিগকে দেবতার বা দেবভাবের অনুসারী করুন; এবং দেবভাবের অনুসারী করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন॥' (১ম—১০সূ—৬ঋ)॥

———•———

সপ্তমী ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

দেবৈর্নো দেব্যদিতির্নিপাতু দেবস্ত্রাতা

ত্রায়তামপ্রযুচ্ছন্।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৭॥

পদ-বিশ্লেষণং।

দেবৈঃ। নঃ। দেবী। অদিতিঃ। নি। পাতু। দেবঃ। ত্রাতা।

ত্রায়তাম্। অপ্রঽযুচ্ছন্।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাম্। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ৭॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দেবী' (দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা) 'অদিতিঃ' (অনন্তদেবতা, অনন্তশক্তিঃ ইত্যর্থঃ) 'দেবৈঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণৈঃ সহ) 'নঃ' (অস্মান্) 'নিপাতু' (নিতরাং রক্ষতু); 'ত্রাতা' (পরিত্রাণকারকঃ) 'দেবঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহঃ, ভগবদ্বিভূতয়ঃ ইত্যর্থঃ) 'অপ্রযুচ্ছন্' (অপ্রমাদ্যন্, অস্মদ্রক্ষণে জাগরূকঃ সন্) 'ত্রায়তাং' (অস্মান্ পালয়তু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—সদ্গুণনিবহাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু; 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (সুহৃৎ-স্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবী' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনা॥ (১ম—১০৬সূ—৭ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা অনন্তদেবতা অর্থাৎ অনন্তশক্তি, দীপ্তিদানাদিগুণ-সমূহের সহিত আমাদিগকে নিরন্তর রক্ষা করুন; পরিত্রাণকারক হে দেবতা (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ অর্থাৎ ভগবদ্বিভূতিসমূহ)। আমাদিগের রক্ষণে জাগরূক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সদ্গুণনিবহ আমাদিগকে রক্ষা করুন); তাহাতে অর্থাৎ সেই কর্ম্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূ-দেবতা এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৬সূ—৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্য।

দেবী দানাদিগুণযুক্তা অদিতিরখণ্ডনীয়াদীনা বা দেবমাতা দেবৈর্দানাদিগুণযুক্তৈঃ স্বকীয়ৈঃ পুত্রৈঃ সহ নোঽস্মান্নিপাতু। নিতরাং রক্ষতু। দেবো দীপ্যমানস্ত্রাতা সর্ব্বেষাং রক্ষকঃ সবিতা অপ্রযুচ্ছন্ অপ্রমাদ্যন্ অস্মদ্রক্ষণে জাগরূকঃ সন্ ত্রায়তাং। অস্মান্ পালয়তু। অবশেষঃ স্পষ্টঃ। অস্মদীয়মপেক্ষিতং মিত্রাদয়ো দেবা মামহন্তাং। পূজয়ন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবী' দানাদিগুণযুক্তা 'অদিতিঃ' অখণ্ডনীয়া অথবা অদীনা দেবমাতা 'দেবৈঃ' দানাদি-গুণযুক্ত স্বকীয় পুত্রগণ সহ 'নঃ' আমাদিগকে 'নিপাতু' সর্ব্বথা রক্ষা করুন, 'দেবঃ' দীপ্যমান্ 'ত্রাতা' সকলের রক্ষক সবিতা 'অপ্রযুচ্ছন্' প্রমাদরহিত হউন, আমাদিগের রক্ষণে জাগরূক হইয়া 'ত্রায়তাং' আমাদিগকে পালন করুন; এই সকল বাক্য দ্বারা আমাদিগের প্রার্থিত 'নঃ' আমাদিগকে 'তৎ' তাহা মিত্রাদি সকল দেবতা 'মমহন্তাং' পূজা করুন।

ত্রায়তাং। ত্রৈঙ্ পালনে। ভৌবাদিকঃ। অপ্রযুচ্ছন্। যুচ্ছ প্রমাদে। অস্মাল্লটঃ শতৃ। নঞ্‌সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং ॥ (১ম—১০৬সূ—৭ঋ)॥

॥ ইতি প্রথমস্য সপ্তমে চতুর্ব্বিংশো বর্গঃ ॥

সপ্তম (১১৬০) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই মন্ত্রের প্রথম চরণটী দুই অংশে বিভক্ত হয়। তাহার প্রথম অংশ—"দেবী অদিতি দেবৈঃ নঃ নিপাতু" বাক্যাংশ, এবং দ্বিতীয় অংশ—"ত্রাতা দেবঃ অপ্রযুচ্ছন্ ত্রায়তাং' মন্ত্রাংশ। প্রথম অংশের 'দেবী' পদে আমরা 'দীপ্তিদানাদিগুণান্বিতা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অদিতিঃ' পদে 'অনন্তদেবতা বা অনন্ত শক্তি' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এতদনুসারে প্রথম অংশের মর্ম্ম এই যে,—'দীপ্তিদানাদিগুণান্বিত অনন্ত শক্তি দেবগণের (দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের) সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করুন।' দ্বিতীয় অংশের অর্থগ্রহণ-পক্ষে বিশেষ কোন মতান্তর পরিলক্ষিত হয় না। ঐ অংশে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হে পরিত্রাণসাধক দেবগণ! আমাদিগের রক্ষার জন্য জাগরূক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন; অর্থাৎ, সকল দেবগণের বা দেবতাবসমূহের কৃপা লাভ করিয়া আমরা যেন রক্ষা প্রাপ্ত হই'।

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটি পঞ্চাদিকশততম এবং ত্র্যাধিকশততম সূক্তের শেষ ঋকের অনুরূপ। এই চরণের পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রখ্যাত হইয়াছে। এস্থলে তদ্বিষয়ে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'মিত্রাদি দেবগণ আমাদিগকে সম্মানিত করুন। সৎকর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায়, অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা মানুষ দেবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। প্রার্থনা—দেবগণ আমাকে দেবভাবের অধিকারী করুন, সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক রিপুর প্রাধান্য প্রতিহত করিবার সামর্থ্য দিউন ॥' (১ম—১০৬সূ—৭ঋ)॥

ত্রায়তাং। ত্রৈঙ্‌ধাতু পালনার্থক,। ভ্বাদিগণীয়। অপ্রযুচ্ছন্। যুচ্ছধাতু প্রমাদার্থক। তাহাতে লটে শতৃপ্রত্যয়। নঞ্‌সমাসে অব্যয়-পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বরত্ব ॥ (১ম—১০৬সূ—৭ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্ব্বিংশ বর্গ সমাপ্ত ॥১।৭।২৪॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। পঞ্চবিংশতিতমঃ বর্গঃ।

সপ্তাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে তিনটী ঋক্ আছে। সূক্তটীর দেবতা—বিশ্বেদেবগণ। কুৎস ঋষি এই সূক্তের প্রবর্তক।

সূক্তের প্রচলিত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, দেবতাগণকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। অথচ, তিনটী ঋকের অর্থের পর্য্যায় ও সঙ্গতি তাহাতে রক্ষা করা যায় না। যজ্ঞের দ্বারা তাঁহারা সুখী হইতে পারেন; প্রার্থিত অন্ন বা ধন তাঁহারা প্রদান করিতে সমর্থ হয়েন; তাঁহাদিগকে মনুষ্য-রূপে দৃষ্টি করিলে, তাঁহাদিগের মধ্যে এই দুই গুণের পরিকল্পনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু প্রাণবায়ুর সহিত তাঁহারা যে আগমন করেন, এতদুক্তিতে তাঁহাদিগকে মনুষ্য-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করার অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয় ঋকের অন্তর্গত 'ইন্দ্রঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ' 'মরুতঃ মরুদ্ভিঃ' এবং 'অদিতিঃ আদিত্যৈঃ' — এই তিন যুগ্ম বাক্যাংশ মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে বিশেষ সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। তদনুসারে ব্যাখ্যাকারগণও বিভিন্ন পথের অনুবর্তী হইয়াছেন। একটী ব্যাখ্যায় প্রকাশ,—ঐ তিন অংশের ভাব এই যে,—'ইন্দ্র তাঁহার দলবল সহ, মরুদ্গণ তাঁহাদিগের দলবল সহ এবং অদিতি তাঁহার দলবল সহ আগমন করুন।' কিন্তু ভাষ্যে এবং অপরাপর ব্যাখ্যায় সে ভাব পরিগৃহীত হয় নাই। আমাদিগের ব্যাখ্যায় আমাদিগের অভিমত অভিব্যক্ত হইবে। রূপকে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

সপ্তাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

যজ্ঞো দেবানামিতি তৃচং দ্বিতীয়ং। সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ত্রৈষ্টুভং বৈশ্বদেবং। যজ্ঞস্তৃচমিত্যনুক্রান্তং। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ (১—১০৭সূ)॥

প্রথমমণ্ডলস্য ষোড়শানুবাকে প্রথমা ঋক্। সূক্তং বৈশ্বদেবং। বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

যজ্ঞো দেবানাং প্রত্যেতি সুম্নমাদিত্যাসো

ভবতা মৃলয়ন্তঃ।

আ বোঽর্ব্বাচী সুমতির্ব্ববৃত্যাদংহোশ্চিদ্যা

বরিবোবিত্তরাসৎ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যজ্ঞঃ। দেবানাম্। প্রতি। এতি। সুম্নম্। আদিত্যাসঃ।

ভবত। মৃলয়ন্তঃ।

আ। বঃ। অর্ব্বাচী। সুঽমতিঃ। ববৃত্যাৎ। অংহোঃ। চিৎ। যা।

বরিবোবিৎঽতরা। অসৎ॥ ১॥

সপ্তাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'যজ্ঞো দেবানাম্' ইত্যাদি তৃচ দ্বিতীয় সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ। বিশ্বদেব দেবতা। 'যজ্ঞস্তৃচং' এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজ্ঞঃ' (অস্মাকং কর্ম, অস্মদনুষ্ঠিতং সৎকর্ম) 'দেবানাং' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টানাং, সকলগুণনিলয়স্য ভগবতঃ ইত্যর্থঃ) 'সুম্নং' (সুখং, আনন্দং) 'প্রত্যেতি' (প্রাপ্নোতু); ভগবৎপ্রীত্যর্থং অস্মাকং কর্ম নিয়োজিতং ভবতু—ইতি ভাবঃ; 'আদিত্যাসঃ' (অনন্তস্য অঙ্গীভূতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ, দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ ইত্যর্থঃ) 'মৃলয়ন্তঃ' (অস্মান্ সুখয়ন্তঃ, অস্মাকং দুঃখনাশকাঃ তথা সুখপ্রদায়কাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'ভবত' (তিষ্ঠত, বর্ত্তত); দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ অস্মাকং সুখদায়কাঃ সন্তু—ইতি ভাবঃ; হে দেবাঃ! 'বঃ' (যুষ্মাকং, দেবসম্বন্ধিনঃ ইত্যর্থঃ) 'যা' (সুমতিঃ) 'অংহোশ্চিৎ' (দারিদ্র্যপ্রাপ্তস্যাপি পুরুষস্য, পাপ-ক্লিষ্টস্য জনস্যাপি) 'বরিবোবিত্তরা' (ধনস্য সুখস্য বা লম্ভয়িত্রী) 'অসৎ' (ভবেৎ) সা 'সুমতিঃ' (সদ্বুদ্ধিঃ) 'অর্ব্বাচী' (অস্মদভিমুখী সতী) 'আ ববৃত্যাৎ' (আবর্ত্ততাং আগচ্ছতাং); দেবত্বোপজননসমর্থা সুমতিঃ অস্মাসু সদা অধিতিষ্ঠতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টগণের অর্থাৎ সকলগুণ-নিলয় ভগবানের আনন্দকে প্রাপ্ত হউক; (ভাব এই যে,—ভগবানের প্রীতির জন্য আমাদিগের কর্ম্ম নিয়োজিত হউক); অনন্তের অঙ্গীভূত সকল দেবগণ (দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ) আমাদিগকে সুখী করিয়া অর্থাৎ আমাদিগের দুঃখনাশক ও সুখপ্রদায়ক হইয়া অবস্থিতি করুন; (ভাব এই যে,—দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ আমাদিগের সুখদায়ক হউন); হে দেবগণ! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে সুমতি দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের—পাপক্লিষ্ট জনের ধনের বা সুখের প্রদাত্রী হয়েন, সেই সদ্বুদ্ধি আমাদিগের অভিমুখী হইয়া আগমন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—দেবত্বের উপজন-সমর্থ সুমতি আমাদিগের মধ্যে সদাকাল অধিষ্ঠান করুন।) ॥ (১ম—১০৭সূ—১ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অস্মদীয়ো যজ্ঞো দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং সুম্নং সুখং প্রত্যেতি। প্রাপ্নোতু। অপিচ হে আদিত্যাস আদিত্যা মৃড়য়ন্তোঽস্মান্ সুখয়ন্তো ভবত। তথা যো যুষ্মাকং সুমতিঃ শোভনা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের 'যজ্ঞঃ' যজ্ঞ 'দেবানাম' ইন্দ্রাদি দেবগণের 'সুম্নং' সুখকে 'প্রতি এতি' প্রাপ্ত হউক। অপিচ হে 'আদিত্যাসঃ' আদিত্যগণ! 'মৃড়য়ন্তঃ' আমাদিগকে সুখ প্রদানকারী হউন।

মতির্ভক্তানুগ্রহপরা বুদ্ধিরর্বাচ্যস্মদভিমুখ্যাবর্ত্ততাৎ। আবর্ত্ততাং। যা মতিরংহোশ্চিৎ দারিদ্র্যং প্রাপ্তস্যাপি পুরুষস্য বরিবোবিত্তরা। বরিব ইতি ধননাম। অতিশয়েন ধনস্য লম্ভয়িত্র্যসৎ। ভবেৎ। সৈষা মতিরস্মান্ রক্ষিতুং বর্ত্ততামিত্যর্থঃ॥

ভবন্ত। আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবদিত্যাদিনাস্য ইতি পাদাদৌ বর্ত্তমানস্যামন্ত্রিতস্যাবিদ্যমানবত্ত্বেনাস্য পাদাদিত্বাৎ অপাদাদাবিতি পর্য্যুদাসান্নিঘাতাভাবঃ। মৃলয়ন্তঃ। মৃল সুখনে। ণ্যন্তাল্লটঃ শতৃ। ছন্দস্যুভয়থেতি শতুরার্দ্ধধাতুকত্বেনাচুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বাভাবে শতুঃ স্বরঃ শিষ্যতে। ববৃত্যাৎ। বৃতু বর্ত্তনে। লিঙি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। অংহোঃ। অহি গতৌ। ইদিত্বান্নুম্। ঔণাদিক উপ্রত্যয়ঃ। বরিবোবিত্তরা। বিদ্লৃ লাভে। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ ক্বিপ্। তত আতিশায়নিকস্তরপ্। অসৎ। অস ভুবি। লেটোঽডাগমঃ॥ (১ম—১০৭সূ—১ঋ)॥

∴

প্রথম (১১৬১) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে আলোচ্য মন্ত্রের প্রথম চরণটী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—"যজ্ঞঃ দেবানাং সুম্নং প্রত্যেতু" বাক্যাংশ; এবং দ্বিতীয় অংশ—"আদিত্যাসঃ মৃলয়ন্তঃ ভবত" পদত্রয়। প্রচলিত ব্যাখ্যা

আর 'যঃ' আপনাদিগের 'সুমতিঃ' শোভনমতি ভক্তানুগ্রহপর বুদ্ধি 'অর্ব্বাচী' আমাদিগের অভিমুখে আবর্ত্তিত হউক, 'যা' যে মতি 'অংহোশ্চিৎ' দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের 'বরিবোবিত্তরা' (বরিব ধননামবাচক) অতিশয়ের দ্বারা ধনের লম্ভয়িত্রী 'অসৎ' হউক; অর্থাৎ সেই মতি আমাদিগের রক্ষার জন্য আবর্ত্তিত হউক।

ভবত। 'আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ' ইত্যাদি সূত্রে আদিত্যাসঃ এই পাদাদিস্থে বর্ত্তমান আমন্ত্রিতের অবিদ্যমানবত্ত্বের দ্বারা পাদাদিত্ব-হেতু 'অপাদাদৌ' ইত্যাদি সূত্রে পর্য্যুদাস-হেতু নিঘাতের অভাব। মৃলয়ন্তঃ। মৃলঃধাতু সুখ-অর্থক। ণ্যন্ত-হেতু লটে শতৃপ্রত্যয়। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শতুর আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা উপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুকত্বের অনুদাত্তাভাবে 'শতু'র স্বর অবশিষ্ট আছে। ববৃত্যাৎ। বৃতু-ধাতু বর্ত্তন-অর্থক। লিঙে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লু হইয়াছে। অংহোঃ। অহি ধাতু গত্যর্থক। ইদিত্বহেতু নুম্। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। বরিবোবিত্তরা। বিদ্লৃ ধাতু লাভার্থক। ইহার অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থহেতু ক্বিপ্-প্রত্যয়। তাহাতে আতিশায়নিক তরপ্ প্রত্যয়। অসৎ। অস্-ধাতু 'হওয়া' অর্থ বুঝায়। লেটে অট্ আগম॥ (১ম—১০৭সূ—১ঋ)॥

∴

অনুসারে ঐ দুই অংশের ভাব এই যে,—'আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক ; হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও।' আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে প্রথম অংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—এখানে যেন চিত্তকে ভগবৎকার্য্যে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য বলা হইতেছে,—'আমাদিগের প্রতি কার্য্য প্রতি অনুষ্ঠান সেই সকলগুণনিলয় ভগবানের প্রীতিপ্রদ হউক। যে কর্ম্ম করিলে ভগবান্ প্রীতিলাভ করেন, যে কর্ম্ম ভগবানের কর্ম্ম, অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট বিহিত কর্ম্ম, সেইকর্ম্ম সাধনের জন্য আমাদিগের মতি-গতি-প্রবৃত্তি নিয়োজিত হউক। প্রথম চরণের দ্বিতীয় অংশ প্রার্থনা-মূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'সকল অর্থাৎ দেবগণ দীপ্তদানাদিগুণনিবহ (আদিত্যাসঃ) আমাদিগের দুঃখনাশ করুন, আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। আমাদিগের কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্বসম্পন্ন হইয়া আমরা যেন পরমসুখ প্রাপ্ত হই।'

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অংহোশ্চিৎ' এবং 'বরিবোবিত্তরা' এই পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ভাষ্যে 'অংহোশ্চিৎ' পদে 'দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের' অর্থ গৃহীত হইয়াছে, এবং 'বরিবোবিত্তরা' পদে অতিশয়-রূপে ধনপ্রদাতা' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও তাদৃশানুরূপ অর্থই গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম এই যে,—'আদিত্যগণের অনুগ্রহ আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক, এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক।' কিন্তু দেবতার অনুগ্রহে যে ধন প্রাপ্তব্য, সে ধন—কোন্ ধন ? সে ধন কি মণিমাণিক্যাদি পার্থিব ধন ? তাহা কখনই নহে। আমরা মনে করি, সে ধন—দেবভাব, সে ধন—সদ্বুদ্ধি, সে ধন—সৎকর্ম্ম-সাধন-প্রবৃত্তি। এই দৃষ্টিতেই আমরা 'অংহোশ্চিৎ' পদে 'দারিদ্র্যপ্রাপ্ত পুরুষের অর্থাৎ পাপাক্রান্ত জনের' এবং 'বরিবোবিত্তরা' পদে 'ধনের অর্থাৎ সুখের প্রদাতা' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এতদনুসারে দ্বিতীয় চরণে এই প্রার্থনার ভাব উপলব্ধ হয়, যে,—'হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের পাপাক্লিষ্ট চিত্তে সুমতির সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হউক ; আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হইতে পারি।' (১ম—১০৭স—১ঋ)॥

দ্বিতীয়া ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। ষড়ধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

উপ নো দেবা অবসা গমন্ত্বঙ্গিরসাং

সামভিঃ স্তূয়মানাঃ।

ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈর্মরুতো মরুদ্ভিরাদিত্যৈর্নো

অদিতিঃ শর্ম্ম যংসৎ ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

উপ। নঃ। দেবাঃ। অবসা। আ। গমন্তু। অঙ্গিরসাম্।

সামঽভিঃ। স্তূয়মানাঃ।

ইন্দ্রঃ। ইন্দ্রিয়ৈঃ। মরুতঃ। মরুৎঽভিঃ। আদিত্যৈঃ। নঃ।

অদিতিঃ। শর্ম্ম। যংসৎ ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অঙ্গিরসাং' (জ্ঞানিনাং) 'সামভিঃ' (প্রগীতৈঃ মন্ত্রৈঃ, সামগানৈঃ) 'স্তূয়মানাঃ' (উপাসিতাঃ, অনুস্মৃতাঃ) 'দেবাঃ' (দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টাঃ, সর্ব্বে দেবাঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'অবসা' (রক্ষণেন সহ) 'উপ' (সমীপং) 'আগমন্তু' (আগচ্ছন্তু); সর্ব্বে দেবভাবাঃ অস্মাসু ক্রিয়াশীলাঃ সন্তঃ অস্মান রক্ষন্তু—ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' (অস্মাকং ইন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ—আকৃষ্টঃ সন্) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ভগবান্ ইন্দ্রদেবঃ) তথা 'মরুদ্ভিঃ' (অস্মাকং সদ্বৃত্তিভিঃ—আকৃষ্টাঃ সন্তঃ) 'মরুতঃ' (বিবেকরূপিণঃ দেবাঃ) তথা 'আদিত্যৈঃ' ([illegible] সঞ্জীভূতৈঃ দীপ্তিদানাদিগুণবিশিষ্টৈঃ—আকৃষ্টা সন্) 'অদিতিঃ' (অখণ্ডস্বরূপঃ

সঃ ভগবান্) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'শর্ম' (সুখং, সুমঙ্গলং) 'যংসৎ' (প্রযচ্ছতু); অস্মাকং কর্মভিঃ সর্বে দেবাঃ অস্মাসু অধিতিষ্ঠন্তু—ইতি ভাবঃ।)॥ (১ম—১০৭সূ—২ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানিগণের প্রণীত মন্ত্রসমূহের দ্বারা (সাম-গানের দ্বারা) উপাসিত অমৃত দীপ্তিদানাদিগুণনিবহ (সকল দেবগণ)। আমাদিগের রক্ষণের সহিত সমীপে আগমন করুন, (ভাব এই যে,—সকল দেবতাব আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন); আমাদিগের ইন্দ্রিয়-শক্তিসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব, আমাদিগের সদ্বুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া বিবেকরূপী দেবগণ, এবং অনন্তের অঙ্গীভূত দীপ্তিদানাদিগুণনিবহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনন্ত-স্বরূপ সেই ভগবান্ আমাদিগকে সুমঙ্গল প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—আমাদিগের কর্ম্মসমূহের দ্বারা সকল দেবগণ আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠান করুন।)॥ (১ম—১০৭সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

দেবা দানাদিগুণযুক্তাঃ সর্বে দেবা অবসা রক্ষণেনাস্মভ্যং দাতব্যেনান্নেন বা যুক্তাঃ সোহস্মান্ স্তোতৃনুপাগমন্তু। উপাগচ্ছন্তু। প্রাপ্নুবন্তু। কথং ভূতাঃ। অঙ্গিরসামেতৎ সংজ্ঞকানামৃষীণাং সম্বন্ধিভিঃ সামভিঃ প্রগীতৈর্মন্ত্রৈঃ স্তূয়মানাঃ। অপিচ। ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ। ধননামৈতৎ। বলবদ্ভিরস্মভ্যং দাতব্যৈর্ধনৈঃ সহাস্মানাগচ্ছতু। তথা মরুতঃ সপ্তগণরূপা একোনপঞ্চাশৎসংখ্যাকা ঈদৃঙ্ চান্যাদৃঙ্ চেত্যেবমাদিনামানো দেবা মরুদ্ভিঃ স্বাবয়বভূতৈঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ বর্ত্তমানৈর্বায়ুভিঃ সহাস্মানাগচ্ছন্তু। তথাদিতির-খণ্ডনীয়াদীনা বা দেবমাতাদিত্যৈঃ স্বকীয়ৈঃ পুত্রৈঃ সহ নোহস্মভ্যং শর্ম সুখং যংসৎ। যচ্ছতু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দেবাঃ' দানাদিগুণযুক্ত সকল দেবগণ। 'অবসা' রক্ষণের দ্বারা 'নঃ' আমাদিগকে দাতব্য অন্নের দ্বারা যুক্ত স্তোতা আমাদিগকে 'উপাগমন্ত' উপগমন করুন—প্রাপ্ত হউন। কিরূপ হইয়া? 'অঙ্গিরসাং' অঙ্গিরা নামক ঋষির সম্বন্ধীয় 'সামভিঃ' প্রকৃষ্টরূপে গান করা হইয়াছে এইরূপ মন্ত্রের দ্বারা 'স্তূয়মানাঃ' স্তুত হইয়া। অপিচ 'ইন্দ্রঃ' 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' (ইহা ধননাম-বাচক) বলবত্তর আমাদিগকে দেয় ধনের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন; আর 'মরুতঃ' সপ্তগণরূপ একোনপঞ্চাশৎ সংখ্যক 'ঈদৃঙ্ অন্যাদৃঙ্' ইত্যাদি অবমাদিনামধারী দেবগণ 'মরুদ্ভিঃ' স্বীয় অবয়বভূত প্রাণাপানারূপে বর্ত্তমান বায়ুসকলের সহিত আমাদিগের নিকট আগমন করুন; অনন্তর 'অদিতিঃ' অখণ্ডনীয়া অদীনা দেবমাতা 'আদিত্যৈঃ' স্বকীয় পুত্রগণের সহিত 'নঃ' আমাদিগকে 'শর্ম' সুখ 'যংসৎ' প্রদান করুন।

সমস্ত। লোটি বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। ছন্দস্যুভয়থেতি হেরার্দ্ধধাতুকত্বেন। ক্ত্বাভাবাদগমহনেত্যাদিনোপধালোপাভাবঃ। যংসৎ। যম উপরমে। লেট্যড়াগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। (১ম—১০৭স্থ—২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (১১৬২) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত যে কয়েকটি পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়, তাহার মধ্যে 'অঙ্গিরসাং' পদ প্রথম আলোচ্য। ব্যাখ্যাদিতে এই পদে 'অঙ্গিরোগণ' অর্থে অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণের সম্বন্ধ পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রথম চরণের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,— 'দেবগণ অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণ কর্তৃক গীত মন্ত্রের দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষণার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করুন।' এতদ্দ্বারা ব্যক্তিবিশেষের যজ্ঞবিশেষের প্রতি লক্ষ্য আসে। সে যজ্ঞে অঙ্গিরোবংশীয় ঋষিগণ যেন যাজ্ঞিকের কর্ম্মে ব্রতী ছিলেন। দেবগণকে যেন সেই কথা বলা হইতেছে। অন্যান্য আলোচ্য পদের মধ্যে দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' 'মরুদ্ভিঃ' এবং 'আদিত্যৈঃ' পদত্রয় অনুধাবনযোগ্য। 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' পদে আমাদিগকে সম্বন্ধীয় 'ইন্দ্রের দেয় ধন' 'মরুদ্ভিঃ' পদে 'মরুতের অবয়বভূত প্রাণাপানাদি বায়ু' এবং এবং 'আদিত্যৈঃ' পদে 'অদিতির পুত্র আদিত্যগণের সহিত' এইরূপ অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়।

আমরা কিন্তু সে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করি না। প্রথম চরণের অন্তর্গত 'অঙ্গিরসাং' পদে আমরা 'জ্ঞানিগণের' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয় চরণের 'ইন্দ্রিয়ৈঃ' পদে 'আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তি-সমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া'—এইরূপ অর্থ আমরা গ্রহণ করি; 'মরুদ্ভিঃ' পদে 'আমাদিগের সদ্বৃত্তিসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া' এবং 'আদিত্যৈঃ' পদে

সমস্ত। লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শপের লোপ। 'ছন্দস্যুভয়থা' ইত্যাদি সূত্রানুসারে হি সার্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা ক্ত্বিত্ত্বা হেতু 'গমহন'ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উপধা লোপের অভাব। যংসৎ। যম-ধাতু উপরমার্থক। লেটে অট্ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে সিপ্‌-প্রত্যয়। (১ম—১০৭স্থ—২ঋ)।

• • •

'অনন্তের অঙ্গীভূত দীপ্তিদানাদিগুণনিবহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া'—এইরূপ অর্থেই সঙ্গতি দেখি।

এবম্প্রকারে এই মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'জ্ঞানিগণ সামগানের দ্বারা, বেদমন্ত্রের অনুধ্যানে, দেবতার বা দেবভাবের উপাসনা করেন— অনুসরণ করেন। আমরা অজ্ঞান; আমরা মন্ত্রশক্তি অবগত নহি; সুতরাং মন্ত্রের অনুধ্যানে—হৃদয়ে দেবভাবের উদ্বোধনায়, সমর্থ নহি। দেবতার প্রভাবে আমাদিগের হৃদয়ে দেবশক্তি ক্রিয়াশীল হউক; দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সংযত হউক, আমাদিগের হৃদয়ে সদ্বুদ্ধির সঞ্চার হউক; আমরা যেন দীপ্তিদানাদিগুণসমূহে বিভূষিত হই। আমাদিগের ইন্দ্রিয়শক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্ ইন্দ্রদেব আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন; আমাদিগের সদ্বুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, বিবেকরূপী দেবগণ আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন এবং অনন্তের অঙ্গীভূত দীপ্তিদানাদিগুণসমূহের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অনন্তস্বরূপ সেই ভগবান্ আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন।' ফলতঃ, সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া আমরা যেন দেবশক্তি লাভ করি—ইহাই এখানকার প্রার্থনা॥ (১ম—১০৭সূ—২ঋ)॥

—:০:—

তৃতীয়া ঋক্—

(প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তন্ন ইন্দ্রস্তদ্বরুণস্তদগ্নিস্তদর্য্যমা তৎ

সবিতা চনো ধাৎ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। নঃ। ইন্দ্রঃ। তৎ। বরুণঃ। তৎ। অগ্নিঃ। তৎ। অর্য্যমা। তৎ।

সবিতা। চনঃ। ধাৎ।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'তৎ' (শর্ম্ম, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ধাৎ' (দদাতু); 'তৎ' (শর্ম্ম, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ধাৎ' (দদাতু); 'তৎ' (শর্ম্ম, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'অগ্নিঃ' (জ্ঞানদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ধাৎ' (দদাতু); 'তৎ' (শর্ম্ম, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'অর্য্যমা' (গতিকারকঃ অর্য্যমাদেবঃ) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ধাৎ' (দদাতু) 'চ' (তথা) 'তৎ' (শর্ম্ম, মঙ্গলং ইত্যর্থঃ) 'সবিতা' (সবিতৃদেব) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'ধাৎ' (দদাতু); 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (তন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবমিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্ত); সর্ব্বে দেবাঃ দেবভাবাঃ বা অস্মান্ রক্ষন্ত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১০৭সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

সেই শর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গল বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব আমাদিগকে প্রদান করুন; সেই শর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গল অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব আমাদিগকে প্রদান করুন; সেই শর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গল জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে প্রদান করুন; সেই শর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গল গতিকারক অর্য্যমাদেব আমাদিগকে প্রদান করুন; এবং সেই শর্ম্ম অর্থাৎ মঙ্গল সবিতৃদেব আমাদিগকে প্রদান করুন; তাহাতে অর্থাৎ সেই কর্ম্মের দ্বারা সুহৃৎস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা

ভূদেব এবং সমুদ্রাভিমানীয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবগণ অথবা দেবতাবৃন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৭সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

যদস্মাভিঃ প্রার্থ্যমানমস্তি। চন ইত্যন্ননামৈতৎ। তাদৃশং চনোঽন্নং নোঽস্মভ্যমিন্দ্রো দাৎ। দদাতু। দদাতু। এবং তদ্বরুণ ইত্যাদাবপি যোজ্যং। তদিদমিন্দ্রাদিভির্দত্তমস্মদীয়মন্নং মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্ত পালয়ন্ত্বিত্যর্থঃ।

চনঃ। চায়্ পূজানিশাময়োঃ। চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চেত্যসুন্ প্রত্যয়শ্চ ধাতোর্হ্রস্বত্বং চ। বলিলোপঃ। নিত্যাদ্যুদাত্তত্বং। দাৎ। ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিট ইতি প্রার্থনায়াং লুঙ্। গাতিস্থেতি সিচোলুক্॥ ।(১ম—১০৭সূ—৩ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে পঞ্চবিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।২৫ ॥

• • •

তৃতীয় (১১৬৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'তৎ' এবং 'চন' এই দুইটি পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ভাষ্যকার 'তৎ' পদে 'সেইরূপ' এবং 'চন' পদে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রথম চরণের ভাব এই যে,—যে অন্ন আমাদিগের প্রার্থিত ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা এবং সবিতা আমাদিগকে সেই অন্ন প্রদান করুণ।' আমরা মনে করি, এই মন্ত্রটি পূর্ব্ব-ঋকের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। দেবতার অনুগ্রহে সর্ব্বগুণে গুণান্বিত হইয়া মঙ্গল লাভের কামনা পূর্ব্ব-ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

যেই অন্ন আমাদিগের প্রার্থ্যমান্ (চন, ইহা অন্নবাচক) সেইরূপ 'চনঃ' অন্ন 'নঃ' আমাদিগকে 'ইন্দ্রঃ' ইন্দ্রদেব 'দাৎ' দিউন। এবং 'তৎ' তাহা 'বরুণঃ' বরুণ ইত্যাদিও যোজ্য; 'তৎ' এই ইন্দ্রাদি দেবগণের দেয় অন্নকে মিত্রাদি দেবগণ 'মমহন্তাং' পূজা করুন, পালন করুন।

চনঃ। চায়্-ধাতু পূজানিশামন অর্থে ব্যবহৃত। 'চায়তেরন্নে হ্রস্বশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয়। হুট্ আগম। ধাতুর হ্রস্বত্ব। বলির লোপ। নিত্যহেতু আদ্যুদাত্ত। দাৎ। ছন্দে 'লুঙ্ লঙ্ লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে প্রার্থনায় লুঙ্। 'গাতিস্থ' ইত্যাদি সূত্রে সিচের লোপ। (১ম—১০৭সূ—৩ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে পঞ্চবিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।২৫।

• • •

এই ঋকের 'তৎ' পদের সহিত পূর্ব্ব-ঋকের 'শর্ম্ম' (মঙ্গল) পদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমরা মনে করি। সেই দৃষ্টিতেই আমরা 'তৎ' পদে 'মঙ্গল' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'চনঃ' পদে 'চ' এবং 'নঃ' এই দুইটি পদের পরিকল্পনায় আমরা সঙ্গতি উপলব্ধি করি। আমরা 'নঃ' পদে 'আমাদিগকে' এবং 'চ' পদে 'এবং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তদনুসারে প্রথম চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই, প্রার্থনাকারী যেন এখানে দেবতার দেবভাবের কৃপা অর্থাৎ মঙ্গল লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন; বলিতেছেন,—'বলৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রদেব আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন; অভিষ্টবর্ষক বরুণদেবতা আমাদিগের হৃদয়ে সেই মঙ্গল-বারি বর্ষণ করুন; জ্ঞানদেবতা আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন, গতি-মুক্তিকারক অর্য্যমা-দেবতা অমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন, আর সবিতৃদেব আমাদিগকে সেই মঙ্গল প্রদান করুন।' এই প্রকারে ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকট মঙ্গল লাভের অর্থাৎ তাঁহাদিগের অপার করুণালাভের প্রার্থনা খ্যাপন করিয়া দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনায় বলা হইতেছে—'হে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা! আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে সত্ত্ব-ভাবের সঞ্চার করুন—আমাদিগকে দেবভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, সত্ত্বভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া রক্ষা করুন॥ (১ম—১০৭সূ—৩ঋ)॥

—•—

অষ্টাধিকশততম সূক্তানুক্রমণিকা।

য ইন্দ্রাগ্নী ইতি ত্রয়োদশর্চং তৃতীয়ং সূক্তং কুৎসার্ষং ত্রৈষ্টুভমৈন্দ্রাগ্নং। তথা চানুক্রান্তং। য ইন্দ্রাগ্নী সপ্তোনৈন্দ্রাগ্নং ত্বিতি। বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥ (১ম—১০৮সূ)॥

অষ্টাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'যঃ ইন্দ্রাগ্নী' ইত্যাদি ত্রয়োদশ ঋক্-যুক্ত তৃতীয় সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। ইন্দ্র এবং অগ্নি দেবতা। এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'যঃ ইন্দ্রাগ্নী সপ্তোনৈন্দ্রাগ্নং তু' ইতি। বিনিয়োগ লৈঙ্গিক॥ (১ম—১০৮সূ)॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ষড়্‌বিংশঃ সপ্তবিংশঃ চ দ্বৌ বর্গৌ।

অষ্টাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে তেরটী ঋক্ আছে। ইন্দ্র ও অগ্নি যুগ্ম দেবতা এই সূক্তের আরাধ্য। প্রচলিত ব্যাখ্যাদি দেখিলে মনে হয়, যেন ইন্দ্র ও অগ্নি নামক দুইজন মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেবতাকে সম্বোধন করিয়া এই সূক্তে প্রার্থনা জানান হইয়াছে। উদাহরণ-স্থলে প্রথম মন্ত্রের একটী বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্ব-ভুবন উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রথে একত্রে বসিয়া আইস, অভিষুত সোম পান কর।"

কিন্তু পঞ্চম ঋকের অর্থে প্রকাশ,—তাঁহারা রূপ-বিশিষ্ট জীব সৃষ্টি করেন, বারি বর্ষণ করেন। অন্যান্য ঋকে তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দেখিতে পাই, তাঁহারা যেন সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন; আকাশে, পৃথিবীতে, শস্যে, জলে, সর্ব্বত্র তাঁহাদিগের অধিষ্ঠান। তবে কি তাঁহারা মানুষ বা মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট? উভয় দিক বিবেচনা করিতে গেলে 'ইন্দ্রাগ্নী' দেবতাদ্বয়কে মনুষ্য-পর্য্যায়-ভুক্ত বলিয়া মনে করা যায় না। সেই সমস্যায় পড়িয়া কেহ বা প্রাকৃতিক অবস্থা-বিশেষকে ইন্দ্রাগ্নী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না।

আমরা মনে করি, এখানে 'ইন্দ্রাগ্নী' সম্বোধনে শক্তিকে ও জ্ঞানকে যুগপৎ আহ্বান করা হইয়াছে। শক্তির অধিষ্ঠাতা ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা দেবতা আসিয়া আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হউন, আমাদিগকে জ্ঞানবান এবং শক্তিমান্ করুন,—ইহাই এই সূক্তের মূল মন্ত্রের মর্ম্ম বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

য ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমো রথো বামভি বিশ্বানি

ভুবনানি চষ্টে।

তেনা যাতং সরথং তস্থিবাংসাথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যঃ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। চিত্রঽতমঃ। রথঃ। বাং। অভি। বিশ্বানি।

ভুবনানি। চষ্টে।

তেন। আ। যাতং। সঽরথং। তস্থিঽবাংসা। অথ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (হে সর্বৈশ্বর্য্যাধিপতে তথা হে জ্ঞানদেব!) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধীয়ঃ) 'চিত্রতমঃ' (অতিশয়বরণীয়ঃ, বিচিত্রঃ ফলপ্রদঃ ইত্যর্থঃ) 'যঃ রথঃ' (যঃ প্রাণস্য কর্ম্মনিবহঃ) 'বিশ্বানি ভুবনানি' (সর্ব্বাণি ভূতজাতানি, সর্ব্বে প্রাণিনঃ ইত্যর্থঃ) 'অভিচষ্টে' (যুবয়োঃ আভিমুখ্যেন পরিচালয়তি), 'তেন' (রথেন, কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'সরথং তস্থিবাংসা'

(অভিমুখভাবেন অবস্থিতৌ ইত্যর্থঃ) 'আয়াতং' (আগচ্ছতং—অস্মৎসমীপং ইতি যাবৎ, অস্মাসু ক্রিয়াপরৌ ভবতং ইত্যর্থঃ) ; 'অথ' (অনন্তরং, অস্মাসু ক্রিয়াপরৌ সন্তৌ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য, সৎকর্ম্মণা সঞ্জাতস্য ইত্যর্থঃ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্লীতং ইত্যর্থঃ) জ্ঞানসংযুতস্য ; বলস্য সাহায্যেন বয়ং সত্ত্বসঞ্চয়সামর্থ্যং লভেম—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ ॥ (১ম—১০৮সূ—১ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি এবং হে জ্ঞানদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় অভিনবত্ব-সম্পন্ন বিচিত্র সুফলপ্রদ যে প্রসিদ্ধ কর্ম্মনিবহ সকল ভূতজাতকে (প্রাণিগণকে) আপনাদিগের অভিমুখে পরিচালিত করিতেছে, সেই কর্ম্মের দ্বারা অভিমুখভাবে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের সমীপে আগমন করুন,—আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হউন ; অনন্তর আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর থাকিয়া বিশুদ্ধ সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানসংযুত বলের সহায়ে আমরা যেন সত্ত্বসঞ্চয়-সামর্থ্য লাভ করি।) ॥ (১ম—১০৮সূ—১ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী চিত্রতমোঽতিশয়েন চায়নীয়ো বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধী যো রথো বিশ্বানি ভুবনানি ভূতজাতান্যভিচষ্টে। আভিমুখ্যেন পশ্যতি। সুবর্ণময়ত্বাৎ রত্নখচিতত্বাচ্চ স্বপ্রভাভিঃ কৃৎস্নং জগদ্ভাসয়তীত্যর্থঃ। তেন রথেনায়াতং। অস্মদ্যজ্ঞমাগচ্ছতং। তৎকিং পর্যায়েণ ? নেত্যাহ। সরথং সমানমেকং রথং তস্থিবাংসা যুগপদেবাস্থিতবন্তৌ। যুবামাগচ্ছতং। ন পর্যায়েণেত্যর্থঃ। অথাগমনানন্তরং সুতস্য ঋত্বিগ্‌ভিরভিষুতং সোমস্য সোমং স্বাংশভূতমেকদেশং বা পিবতং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নীঃ' হে ইন্দ্রাগ্নী 'চিত্রতমঃ' অতিশয় চায়নীয় 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'যো রথঃ' যেই রথ 'বিশ্বানি ভুবনানি' ভূতজাতসকল 'অভিচষ্টে' আভিমুখ্যের দ্বারা দেখে ; সুবর্ণময় এবং রত্নখচিত বলিয়া স্বকীয় প্রভাসমূহের দ্বারা জগৎকে উদ্ভাসিত করে, 'তেন' সেই রথের দ্বারা 'আয়াতং' আমাদিগের যজ্ঞে আপনারা দুইজনে আসুন, তাহা কি পর্য্যায়ে -ইহা জিজ্ঞাসিত হয়। 'সরথং' সমান, এক রথে 'তস্থিবাংসা' যুগপৎ স্থিত হইয়া দুইজনে আসুন। পর্য্যায়ক্রমে আসিবেন না—ইহাই অর্থ। 'অথ' আসিয়া 'সুতস্য' ঋত্বিগ্‌গণকর্ত্তৃক অভিষুত 'সোমস্য' সোমকে আপনার অংশরূপে বা তাহার একদেশকে 'পিবতং' আপনারা উভয়ে পান করুন।

বাং যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থী দ্বিতীয়া স্থয়োরিত্যাদিনা ষষ্ঠীদ্বিবচনস্য বামাদেশঃ। সর্ব্বানুদাত্তং। চষ্টে। চক্ষিঙ্ ব্যক্তায়াং বাচি। অত্র প্রকাশনার্থঃ। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। স্কোঃ সংযোগাদ্যোরিতি কলোপঃ। তাস্যনুদাত্তেদিতি সার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। সরথং। সমানশ্চাসৌ রথশ্চ সরথঃ। সমানস্য ছন্দসীতি সভাবঃ। পরাদিশ্ছন্দসি বহুলমিত্যুত্তরপদাদ্যুদাত্তত্বং। তস্থিবাংসা। ষ্ঠাগতিনিবৃত্তৌ লিটঃ। ক্বসুঃ। দ্বির্ব্বচনং শপূর্ব্বাঃ খয়ঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতীডাগমঃ। আতো লোপ ইতি চেত্যাকারলোপঃ। সুপাং সুলুগিতি আকারঃ। সোমস্য। ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মণঃ সম্প্রদানত্বাচ্চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। (১ম—১০৮সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (১১৬৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রথঃ' এবং 'সোমস্য' পদদ্বয় মন্ত্রার্থ নিষ্কাশনে সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। 'রথঃ' পদ দৃষ্টে সহসা মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যান-বাহনের বিষয়ই মনে আসে। সেই দৃষ্টিতেই ব্যাখ্যাকারগণ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ 'সোমস্য' পদে যথা-পূর্ব্ব 'সোমরস-মাদকদ্রব্য' অর্থ পরিকল্পিত হইয়া, 'সেই দেবতাগণ সোম-রস মাদকদ্রব্য পান করুন' মন্ত্রার্থে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা বলিতেছি, পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি, বেদে 'রথ'শব্দ যেখানেই প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার সর্ব্বত্রই 'কর্ম্ম' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

বাং। 'যুষ্মদস্মদোঃ ষষ্ঠীচতুর্থীদ্বিতীয়াস্থয়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে দ্বিবচনে বাম্-আদেশ। সকলই অনুদাত্তস্বর। চষ্টে। চক্ষিঙ্-ধাতু ব্যক্-অর্থ বুঝায়। এখানে প্রকাশন অর্থক। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। 'স্কোঃ সংযোগাদ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ক-লোপ। তাহার অনন্তরে 'ইৎ' ইত্যাদিতে সার্ব্বধাতুকানুদাত্তে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। যদ্বৃত্ত-যোগ-হেতু নিঘাতের প্রতিষেধ। সরথং। 'সমান এই রথ'—এই বাক্যে 'সরথং' পদ হয়। 'সমানস্য ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে স-ভাব। 'পরাদিশ্ছন্দসিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের আদ্যুদাত্তত্ব। তস্থিবাংসা। ষ্ঠা-ধাতু গতি ও নিবৃত্তি অর্থ প্রকাশ করে। লিটে ক্বসু-প্রত্যয়। দ্বিবচন। 'শপূর্ব্বাঃ খয়ঃ বস্বেকাজাদ্ঘসাং' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ আগম। 'আতো লোপ ইটি' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে আকার। সোমস্য। 'ক্রিয়াগ্রহণং কর্ত্তব্যং ইত্যাদি সূত্রে কর্ম্মে সম্পাদন-হেতু চতুর্থীর অর্থে ষষ্ঠী। (১ম—১০৮সূ—১ঋ)।

• • •

কর্ম্ম-রূপ যান বুঝাইতেই 'রথ'শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধান্তিত হয়। কোথায়ও বা 'রথ'শব্দে 'হৃদয়' অর্থের উপযোগিতা দেখিয়াছি। এখানে যে 'চিত্রতম রথঃ' পদদ্বয়ের প্রয়োগ আছে, তাহাতে 'প্রকৃষ্ট কর্ম্ম—সৎকর্ম্ম' অর্থ আসে। 'শ্রেষ্ঠ কর্ম্মের দ্বারাই আমাদিগের প্রতি দেবতার কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, সেই কর্ম্মের প্রভাবেই দেবগণ আমাদিগের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়েন। আমাদিগের মধ্যে সেই কর্ম্ম ক্রিয়াশীল হউক, সৎকর্ম্মের সাধনার দ্বারা আমরা যেন দেবগণকে প্রাপ্ত হই'—এবংবিধ প্রার্থনার ভাবই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে॥ (১ম—১০৮সূ—১ঋ)।

—:—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যাবদিদং ভুবনং বিশ্বমস্ত্যুরুব্যচা

বরিমতা গভীরম্।

তাবাঁ অয়ং পাতবে সোমো অস্ত্বরমিন্দ্রাগ্নী

মনসে যুবভ্যাম্॥ ২॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাবৎ। ইদং। ভুবনং। বিশ্বং। অস্তি। উরুঽব্যচা।

বরিমতা। গভীরং।

তাবান্। অয়ং। পাতবে। সোমঃ। অস্তু। অরং। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

মনসে। যুবঽভ্যাং॥ ২॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইদং' (পরিদৃশ্যমানং) 'বিশ্বং' (সর্ব্বং ভুবনং, জগৎ) 'যাবৎ' (যাদৃশং) 'উরুব্যচা' (বিস্তীর্ণং ব্যাপকং) তথা 'বরিমতা' (আত্মীয়েন গৌরবেন) 'গভীরং' (গাম্ভীর্য্যোপেতং প্রতিষ্ঠিতং ইত্যর্থঃ) 'অস্তি' (ভবতি) 'তাবান্' (তাদৃশং) 'অয়ং' (নিত্যকর্ম্মানুসৃতঃ) 'সোমঃ' (শুদ্ধসত্ত্বভাবঃ—অস্মাকং ইতি যাবৎ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (হে দেবৌ, হে বলাধিপতে তথা হে জ্ঞানাধিপতে) 'যুবভ্যাং' (বাং) 'মনসে' (অন্তঃকরণায়) 'পাতবে' (পাতুং গ্রহণযোগ্যং ইত্যর্থঃ) 'অরং' (পর্য্যাপ্তং) 'অস্তু' (ভবতু) ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ যুবয়োঃ প্রাধান্যেন অস্মাসু সত্ত্বভাবঃ পরিবর্দ্ধয়তু ॥ (১ম—১০৮সূ—২ঋ) ॥

বঙ্গানুবাদ।

এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ যে প্রকার বিস্তীর্ণ এবং আত্ম গৌরবের দ্বারা গাম্ভীর্য্যোপেত (প্রতিষ্ঠিত আছে) সেইরূপ হে ইন্দ্রাগ্নী (হে জ্ঞানের ও বলের অধিপতিদ্বয়) ! আমাদিগের নিত্যকর্ম্মানুসৃত শুদ্ধসত্ত্বভাব আপনাদিগের অন্তঃকরণের জন্য গ্রহণযোগ্য ও পর্য্যাপ্ত হউক ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের প্রাধান্যের দ্বারা আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব পরিবর্দ্ধিত হউক।) ॥ (১ম—১০৮সূ—২ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিশ্বং সর্ব্বমিদং ভুবনং জগদ্যাবদস্তি যাবৎ প্রমাণং ভবতি। কীদৃশং ? উরুব্যচা। বিস্তীর্ণব্যাপনং। সর্ব্বব্যাপকমিত্যর্থঃ। তথা বরিমতা বরিমণা উরুত্বেনাত্মীয়েন গৌরবেণ গভীরং গাম্ভীর্য্যোপেতং। হে ইন্দ্রাগ্নী পাতবে যুবাভ্যাং পাতুং অয়ং সোমস্তাবানস্তু। তাবৎ প্রমাণো ভবতু। তথা মনসে যুবয়োরন্তঃকরণায়ারং সোমঃ পর্য্যাপ্তো ভবতু॥

উরুব্যচা। ব্যচ ব্যাজীকরণে। অসুন্। ব্যচেঃ কুটাদিত্বমনসীতি বচনাৎ ঙিত্ত্বাভাবেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিশ্বং' সকল 'ইদং ভুবনং' এই জগৎ 'যাবৎ অস্তি' যত প্রমাণ হয়, কিরূপ ? 'উরুব্যচা' বিস্তীর্ণ ব্যাপন সর্ব্বব্যাপক ইহাই অর্থ, আর 'বরিমতা' বরিমত্বের দ্বারা উরুত্বের দ্বারা আত্ম গৌরবের দ্বারা 'গভীরং' গাম্ভীর্য্যোপেত 'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নী ! 'পাতবে যুবাভ্যাং' আপনাদিগের দুইজনের পানের জন্য 'অয়ং' এই 'সোমঃ' সোম 'তাবান্ অস্তু' সেই প্রমাণ হউক ; আর 'মনসে' আপনাদিগের অন্তঃকরণের জন্য 'অরং' পর্য্যাপ্ত হউক।

উরুব্যচা। ব্যচ ধাতু ব্যাজীকরণার্থক। অসুন্ প্রত্যয়। ব্যচধাতুতে 'কুটাদিত্ব মনসী' ইত্যাদি বচন-হেতু ঙিত্ত্বাভাবের দ্বারা সম্প্রসারণের অভাব। 'বসোর্ন্নপুংসকাৎ'

সম্প্রসারণাভাবঃ। যমোর্ব্বপূর্ব্বকাৎ। পা০ ৭।১।২৩। ইতি সোর্লুকি প্রাপ্তে সুপাং সুলুগিতি ব্যত্যয়েন ডাদেশঃ। বরিমতা। পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বেত্যুরুশব্দাত্তস্য ভাব ইত্যর্থে ইমনিচ্। প্রিয়স্থিরেত্যাদিনোরুশব্দস্য বরাদেশঃ। পুনরপি ভাবপ্রত্যয়োৎপত্তিশ্ছান্দসী সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া লুক্। যদ্বা তৃতীয়ায়াশ্ছান্দসস্তুডাগমঃ। তাবান্। তৎ পরিমাণমস্য যত্তদেতেভ্যঃ পরিমাণে বতুপ্। পা০ ৫।২।৩৯। আ সর্ব্বনাম ইত্যাত্বং। পাতবে। পা পানে। তুমর্থে সেসেনিতি তবেন্ প্রত্যয়ঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। অয়ং। বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনাং বালোরমাপদ্যত ইতি বক্তব্যমিতি লত্ববিকল্পঃ। যুবাভ্যাং। ব্যত্যয়েনাবাভ্যাং শেষে লোপ ইতি দকারলোপঃ। (১ম ১০৮সূ · ২ঋ)।

দ্বিতীয় (১১৬৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

অর্থনিষ্কাশন-পক্ষে মন্ত্রের অন্তর্গত 'মনসে' পদই এই মন্ত্রের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। এই 'মনসে' পদের অর্থ হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হয় যে, 'সোমঃ' পদের অর্থ 'সোমরস মাদকদ্রব্য' নহে। মূলে আছে,—"অয়ং সোমঃ যুবাভ্যাং মনসে পাতবে অরং অস্তু" বাক্যাংশ। 'মনসে' পদের অর্থে 'অন্তঃকরণায়' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। অন্তঃকরণ যে সোম পান করে, সেই সোম কি ঐ সোমরস মাদকদ্রব্য? তাহা কখনই নয়। মাদকদ্রব্য জড় পদার্থ। অন্তঃকরণ—হৃদয় কি প্রকারে জড়-পদার্থ পান করিবে? সেই দৃষ্টিতেই আমরা পূর্ব্বাপর 'সোম' শব্দে 'শুদ্ধসত্ত্ব, সত্ত্বভাব' ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এস্থলে 'মনসে পাতবে' বাক্যাংশ উপলক্ষে আমাদের পরিগৃহীত অর্থের সম্যক যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অয়ং' পদের মর্ম্মার্থ বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

ইত্যাদি সূত্রে সো লোপপ্রাপ্ত হইলে 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ব্যত্যয়ের দ্বারা ডা-আদেশ। বরিমতা। পৃথ্বাদিভ্যে 'ইমনিজ্' ইত্যাদি সূত্রে উরুশব্দহেতু তাহার ভাব এই অর্থে ইমনিচ্। 'প্রিয়স্থির' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উরুশব্দের বরাদেশ। পুনরায় ও ছান্দসে ভাব-প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রানুসারে তৃতীয়ার লোপ। অথবা তৃতীয়ার ছান্দসে তুডাগম। তাবান্। সেই পরিমাণের যাহা তাহা এই সকলের মধ্যে। পরিমাণে বতুপ্-প্রত্যয়। 'আ সর্ব্বনামঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আত্ব। পাতবে। পা-ধাতু পানার্থক। 'তুমর্থে সেসেন' এই সূত্রে তবেন্-প্রত্যয়। নিত্-হেতু আদ্যুদাত্ত। অয়ং। 'বালমূললঘ্বলমঙ্গুলীনাং বালোরত্বমাপদ্যতে' ইত্যাদি বক্তব্যে লত্ব বিকল্প। যুবাভ্যাং। ব্যত্যয়ের দ্বারা আবাভ্যাং 'শেষে লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে দকার-লোপ। ২।

'অয়ং সোমঃ' পদদ্বয়ে বলা হইতেছে—'এই সোম।' 'সোম' শব্দে যাঁহারা 'সোমলতার রস' অর্থ গ্রহণ করেন, তাঁহারা বলিবেন, এখানে নির্দিষ্ট সোমরসের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু বলিয়াছিই তো, 'সোম' বলিলে এখানে কোন ক্রমেই 'লতার রস' অর্থ সংসিদ্ধ হয় না। তবে সে কোন বস্তু—'অয়ং' বলিয়া যাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে! সত্ত্বভাব আমাদিগের কর্ম্মের দ্বারাই সঞ্জাত হয়। এখানে যেন নির্দ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে—এই কর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মানুসৃত। আমাদিগের নিত্যকর্ম্মের দ্বারা—নিত্যানুসৃত সৎকর্ম্মের সাহচর্য্যে সত্ত্ব-ভাব সঞ্জাত হউক; আর সেই সত্ত্বভাবের মধ্যে দেবদ্বয় অধিষ্ঠিত হউন। আমরা মনে করি 'অয়ং' পদ 'নিত্যানুসৃত সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত'—এবম্বিধ অর্থই প্রকাশ করিতেছে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি,—এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে জ্ঞানের এবং বলের অধিপতিদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাবে, আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন সৎকর্ম্ম—সত্ত্বভাবানুসৃত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ হই। আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম আপনারা হৃষ্টান্তঃকরণে গ্রহণ করুন; আমাদিগের কর্ম্ম আপনাদিগের প্রীতিপ্রদ হউক। (১ম—১০৮সূ—২ঋ)॥

—:০:—

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

চক্রাথে হি সধ্র্যঙ্‌নাম ভদ্রং সধ্রীচীনা

বৃত্রহণা উত স্থঃ।

তাবিন্দ্রাগ্নী সধ্র্যঞ্চা নিষদ্যা বৃষ্ণঃ সোমস্য

বৃষণা বৃষেথাম্॥ ৩॥

পদ বিশ্লেষণং।

চক্রাথে ইতি। হি। সধ্র্যক্। নাম। ভদ্রং। সধ্রীচীনা।

বৃত্রহণৌ। উত। স্থঃ।

তৌ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। সধ্র্যঞ্চা। নিষদ্য। বৃষ্ণঃ। সোমস্য।

বৃষণা। আ। বৃষেথাম্॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'নাম' (যুবয়োঃ নাম, ইন্দ্রাগ্নী ইতি সংজ্ঞাধারণং ইত্যর্থঃ) 'হি' (নিশ্চিতং) 'ভদ্রং' (কল্যাণং) 'সধ্র্যক্' (সহগতং, সংযুক্তং) 'চক্রাথে' (কুরুতঃ); যুবাভ্যাং সহ কল্যাণং অবিচ্ছিন্নং অস্তি—ইতি ভাবঃ; 'উত' (অপিচ) 'বৃত্রহণৌ' (অজ্ঞানতানাশকৌ হে দেবৌ) 'সধ্রীচীনা' (সঙ্গতৌ, অজ্ঞানতানাশায় রিপুদমনায় অস্মাভিঃ সহ মিলিতৌ ইত্যর্থঃ) 'স্থঃ' (ভবথঃ); 'তৌ' (প্রসিদ্ধৌ) 'বৃষণা' (কামানাং অভিবর্ষকৌ, ইষ্টসাধকৌ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (দেবৌ, বলাধিপতে তথা জ্ঞানাধিপতে হে দেবদ্বয়ৌ) 'সধ্র্যঞ্চা' (সহিতৌ, পরস্পরং মিলিতৌ ইত্যর্থঃ) 'নিষদ্য' (হৃদি আগত্য, উপবিশ্য বা) 'সোমস্য' (শুদ্ধসত্ত্বস্য, সত্ত্বভাবস্য) 'বৃষ্ণঃ' (অভীষ্টবর্ষণরূপং ফলং) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'বৃষেথাং' (সিঞ্চেথাং, অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং ইত্যর্থঃ)। দেবদ্বয়স্য প্রভাবেণ অস্মাসু সত্ত্বভাবঃ বিবর্দ্ধতু—ইত্যেবং প্রার্থনা ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১০৮সূ ৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়! আপনাদিগের নাম অর্থাৎ ইন্দ্রাগ্নী সংজ্ঞা-ধারণ নিশ্চয়ই কল্যাণকে সহগত করে; (ভাব এই যে,—আপনাদিগের সহিত কল্যাণ অবিচ্ছিন্ন আছে); অপিচ, অজ্ঞানতা-নাশক হে দেবদ্বয়! অজ্ঞানতানাশের বা রিপুদমনের জন্য আপনারা আমাদিগের সহিত মিলিত হয়েন; সেই প্রসিদ্ধ কামনাসমূহের অভিবর্ষক ইষ্টসাধক ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয় (বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয়)! আপনারা পরস্পর মিলিত হইয়া হৃদয়ে আগমন পূর্ব্বক সত্ত্বভাবের

অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ফলকে সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে প্রদান করুন; (ভাব এই যে,—দেবদ্বয়ের প্রভাবে আমাদিগের মধ্যে সদ্ভাব বিরাজ করুক—ইহাই প্রার্থনা।)॥ (১ম—১০৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী ভদ্রং কল্যাণং নাম স্বকীয়ং নামধেয়ং সধ্র্যক্ সহগতমিন্দ্রাগ্নী ইত্যেবং সংযুক্তং চক্রাথে হি। যুবাং কৃতবন্তৌ। উত অপিচ হে বৃত্রহণৌ বৃত্রস্যাসুরস্য হন্তারাবিন্দ্রাগ্নী সধ্রীচীনা সহাঞ্চন্তৌ বৃত্রবধার্থং সঙ্গতৌ স্থঃ। ভবথঃ। হি যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বে বৃষণা কামানাং বর্ষিতারাবিন্দ্রাগ্নী তৌ যুবাং সধ্র্যঞ্চা সাহিত্যেনৈব সন্তৌ নিষদ্য বেদ্যামুপবিশ্য বৃষ্ণঃ সেক্তুঃ সোমস্যাংশং ভাগং আবৃষেথাং। স্বকীয় উদরে আসিঞ্চেথাং।

সধ্র্যক্। সহশব্দোপপদাদঞ্চতের্ঋত্বিগিত্যাদিনা ক্বিন্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। সহস্য সধ্রিঃ। অগ্নিসত্যোরন্তোদাত্তনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থমিতি বচনাৎ সধ্র্যাদেশোঽন্তোদাত্তঃ। যণাদেশ উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ ইতি স্বরিতত্বং। সধ্রীচীনা। বিভাষাঞ্চেরদিক্স্ত্রিয়ামিতি স্বার্থে খঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারাদেশঃ। বৃত্রহণৌ। সংহিতায়ামাকারাদেশে লোপঃ শাকল্যস্যেতি বলোপঃ। বৃষেথাং। বৃষ সেচনে। ব্যত্যয়েন শ। আত্মনে পদঞ্চ। (১ম—১০৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নী! 'ভদ্রং' কল্যাণকে 'নাম' স্বীয় নামধেয় 'সধ্র্যক্' সহগত, ইন্দ্র এবং অগ্নি এইরূপ সংযুক্ত 'চক্রাথে হি' দুই জনে করিয়াছিলেন, 'উত' অপিচ 'বৃত্রহণৌ' বৃত্রাসুরের হন্তা ইন্দ্র ও অগ্নি 'সধ্রীচীনা' (সহাঞ্চন্তৌ) বৃত্র বধের জন্য সঙ্গত 'স্থঃ' হউন, যাহাতে এইরূপ তাহাতে 'বৃষণা' কামসমূহের বর্ষিতা হে ইন্দ্রাগ্নী 'তৌ' আপনাদিগের 'সধ্র্যঞ্চা' সহিত হইয়া 'নিষদ্য' বেদির উপর উপবেশন করিয়া 'বৃষ্ণঃ' সিঞ্চনযোগ্য 'সোমস্য' সোমের আপনার অংশ 'আবৃষেথাং' স্বকীয় উদরে সিঞ্চন করুন।

সধ্র্যক্। সহ-শব্দ উপপদহেতু 'অঞ্চতের্ঋত্বিক্' ইত্যাদির দ্বারা ক্বিন্ প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রানুসারে ন-লোপ। সহের সধ্রি। অগ্নি, সধ্রি-শব্দের 'অন্তোদাত্তনিপাতনং কৃৎস্বরনিবৃত্ত্যর্থং'. ইত্যাদি বচনে সধ্র্যাদেশ অন্তোদাত্ত। যণাদেশে 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব। সধ্রীচীনা। 'বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং' ইত্যাদি সূত্রে স্বার্থে খ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকারাদেশ। বৃত্রহণৌ সংহিতায় আকারাদেশে 'লোপঃ শাকল্যস্য' ইত্যাদির সূত্রে ব-লোপ। বৃষেথাং। বৃষ-ধাতু সেচনার্থক। ব্যত্যয়ের উক্ত ভাবের অনুরূপ দ্বারা শ এবং আত্মনেপদ। (১ম—১০৮সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (১১৬৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে দুই জন যোদ্ধৃ-পুরুষকে অভ্যর্থনা করার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। সেই দুই যোদ্ধৃ-পুরুষ একত্র হইয়া যেন বৃত্র-নামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন; সেই জন্য তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া, সোমরস মাদকদ্রব্য পান করিতে দেওয়া হইতেছে। উক্ত ভাবের অনুরূপ দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যার আদর্শ (একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ) নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা;—

(১) "তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছি; হে বৃত্রহন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্র হইয়া উপবেশন করিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদিগের (উদরে) সেচন কর।"

(2) "For ye have won, a blessed name together: yes, with one aim ye strove, O Vritra-slayers,

So Indra-Agni, seated here together, pour in, ye Mighty Ones, the mighty Soma."

ইংরাজী ব্যাখ্যায় একটু প্রহেলিকার ভাব আছে; কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদে সে প্রহেলিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 'দুই জন যোদ্ধৃ-পুরুষকে আসনে বসাইয়া সোমরস পান করিতে দেওয়া হইতেছে'—প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। *

---

* পূর্ব্বাপর ইন্দ্রই বৃত্রহন্তা বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন। এখানে 'বৃত্রহণা' বিশেষণে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়েই যে বৃত্রের হননকারী, তাহাই নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অন্যত্র আবার বৃত্রহন্তা বলিয়া অন্যান্য দেবতারও উল্লেখ আছে। আমরা মনে করি, এতদ্দ্বারাই বৃত্রের স্বরূপ সপ্রমাণ হয়। হৃদয়ে দেবভাবের উদয় হইলেই অজ্ঞানতা-নাশের শক্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই 'ইন্দ্রাগ্নী' 'ইন্দ্রসোমৌ' প্রভৃতি পদ অনেক স্থলে বৃত্রের হননকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেবতায় যে ভেদ-ভাব নাই, বিভিন্ন নাম-সংজ্ঞায় পরিচিত থাকিয়াও তাঁহারা যে অভিন্ন, যুগ্ম নামে বহুদেবতার পূজায় একই পদ্ধতি অনুসরণে সেই তত্ত্ব অবগত হয়। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকার এই বিষয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। ম্যাক্সমূলার বলেন,—

"Nature in her twofold aspect of daily change, morning and evening, light and darkness—aspects which may

এখন আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ব্যাখ্যা-উপলক্ষে আমরা মন্ত্রটীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশের "নাম হি ভদ্রং সধ্র্যক্ চক্রাথে" পদ-কয়েকটীতে, আমরা মনে করি, দেবতার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত। তাঁহাদিগের নামের সঙ্গেই যে কল্যাণ মিশ্রিত আছে, সেই ভাব এখানে প্রকাশমান্। নাম অনুসরণে নামীকে (নাম যাঁহার তাঁহাকে) স্মরণে আসে। স্মরণ করিতে করিতে অনুসরণ করিতে প্রবৃত্তি হয়। শাস্ত্র তাই নাম-মাহাত্ম্যের অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইন্দ্র-রূপে পরমৈশ্বর্য্যের অধিপতিত্ব এবং অগ্নি-রূপে পরমজ্ঞানের আতিশয্য প্রকাশ পায়। ইন্দ্রাগ্নী—নাম আমাদিগকে সেই ঐশ্বর্য্যের ও জ্ঞানের অনুসরণ করিতে শিক্ষা দেয়। তাই বলা হইয়াছে—তাঁহাদিগের নামের সহিত কল্যাণ সংশ্লিষ্ট আছে। আমরা যে নাম-জপ করি, আমাদিগের মধ্যে যে নাম-সংকীর্ত্তনের প্রভাব দৃষ্ট হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে। নামের অনুসরণে গুণের অনুসরণ, গুণের অনুসরণে সৎকর্ম্মের সমাধান, আর তদ্দ্বারা সত্ত্বসঞ্চয়ে সৎস্বরূপে সম্মিলন;—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ইহাই নিগূঢ় লক্ষ্য।

দ্বিতীয় অংশের "উত বৃত্রহণা সধ্রীচীনা স্থঃ" পদ-কয়েকটীতে প্রার্থনার ভাব প্রকাশমান্। সে প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের অজ্ঞানতা-নাশের জন্য আপনারা আমাদিগের মধ্যে অবস্থিত হউন। আমরা যেন দৈবশক্তিতে ও জ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানতাকে নাশ করিতে সমর্থ হই।

মন্ত্রের তৃতীয় অংশের "সোমস্য বৃষেথাং" পদদ্বয় উপলক্ষেই যত কিছু ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। ঐ দুই পদ-উপলক্ষেই অর্থ করা হয়,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের উদর সোমরসে পরিপূর্ণ করুন।' কিন্তু আমরা পূর্ব্বাপর 'সোম'শব্দে যে ভাব গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, তদনুসারে ঐ দুই পদের মর্ম্ম হয় এই যে,—'আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব বর্ষণ করুন।' কেমন ভাবে? 'আ' পদে তাহাই প্রকাশমান্। সেই সত্ত্বভাব কেমন? অভীষ্ট-বর্ষক; 'বৃষ্ণঃ' পদ তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। 'বৃষণা' পদে দেবদ্বয়ের

---

expand into those of spring and winter, life and death, nay even of good and evil."—Science of Language.

ইষ্টসাধকদ্বের ভাব প্রাপ্ত হই। এইরূপে প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে একটী প্রার্থনা প্রকাশমান; সে প্রার্থনা,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমরা যেন সত্ত্বভাবের অধিকারী হই।'

ফলতঃ, প্রচলিত অর্থে ও আমাদিগের অর্থে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য ॥ (১ম—১০৮সূ—৩ঋ) ॥

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

সমিদ্ধেষগ্নিষানজানা যতস্রুচা

বর্হিরু তিস্তিরাণা।

তীব্রৈঃ সোমৈঃ পরিষিক্তেভিরর্ব্বাগেন্দ্রাগ্নী

সৌমনসায় যাতম্ ॥ ৪ ॥

• • •

পদ-নিম্নোদনং।

সম্ৎইদ্ধেষু। অগ্নিষু। আনজানা। যতৎস্রুচা।

বর্হিঃ। উ ইতি। তিস্তিরাণা।

তীব্রৈঃ। সোমৈঃ। পরিৎসিক্তেভিঃ। অর্ব্বাক্। আ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

সৌমনসায়। যাতম্। ৪ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অগ্নিষু' (জ্ঞানাগ্নিষু) 'সমিদ্ধেষু' (উদ্দীপ্তেষু সৎসু), 'আনজানা' (প্রকাশরূপৌ) 'যতস্রুচা' (সংযতকারকৌ—তৌ ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ) 'উ' (উৎকর্ষেণ সহ) 'বর্হিঃ' (হৃদয়ং) 'তিস্তিরাণা' (ব্যাপ্নুবন্তৌ ভবতঃ, ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ইত্যর্থঃ) ; হৃদি জ্ঞানোদয়ে সতি জ্ঞানস্য শক্তেঃ চ কর্ম্ম যুগপৎ প্রকাশয়ন্তি—ইতি ভাবঃ ; 'ইন্দ্রাগ্নী' (বলাধিপতে তথা জ্ঞানাধিপতে হে দেবৌ) 'তীব্রৈঃ' (তীক্ষ্ণৈঃ, ক্ষিপ্রকর্ম্মকরৈঃ) 'সোমৈঃ' (সত্ত্বভাবৈঃ) 'পরিষিক্তেভিঃ' (সর্ব্বতঃ পরিস্রবৈঃ, পরিব্যাপ্তৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সৌমনসায়' (অস্মাকং অনুগ্রহায়, অস্মান্ অনুগৃহীতুং ইত্যর্থঃ) 'অর্ব্বাক্' (অস্মদভিমুখং) 'আ যাতং' (আগচ্ছতম্) ; অস্মাকং সৎকর্ম্মণা সত্ত্বভাবেন বা বলাধিপতিঃ জ্ঞানাধিপতিঃ চ দেবৌ অস্মান্ প্রাপয়তং—ইতি ভাবঃ।)॥ (১ম—১০৮সূ—৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হইলে প্রকাশ-রূপ সংযতকারক সেই ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় উৎকর্ষের সহিত হৃদয়কে ব্যাপিয়া অবস্থিতি করেন ; (ভাব এই যে,— হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হইলে জ্ঞানের ও শক্তির কার্য্য যুগপৎ প্রকাশ পায়) ; বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয় ! ক্ষিপ্রকর্ম্মকর সত্ত্বভাব-সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া আমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন ; (প্রার্থনার ভাব এই যে,— আমাদিগের সৎকর্ম্মের বা সত্ত্বভাবের দ্বারা সেই বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয় আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন।)॥ (১ম—১০৮সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অগ্নিষু গার্হপত্যাদিষ্বাধানাদিনা সমিদ্ধেষু সম্যগিদ্ধেষু দীপ্তেষু সৎস্বানজানা হবীংষ্যাজ্যেনাঞ্জন্তৌ যতস্রুচা তদনন্তরং যাগার্থং গৃহীতস্রুচৌ বর্হিরু বেদ্যাং বর্হিরপি তিস্তিরাণা আস্তীর্ণং কৃতবন্তাবধ্বর্যু প্রতি প্রস্থাতারাবেবম্ভূতা বভূতাং। তথা সতি হে ইন্দ্রাগ্নী

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অগ্নিষু' গার্হপত্যাদির মধ্যে আধানাদির দ্বারা 'সমিদ্ধেষু' সম্যক্ দীপ্ত হইলে 'আনজানা' হবিঃসমূহকে আজ্যের দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া 'যতস্রুচা' তদনন্তর যাগার্থ স্রুক্ গ্রহণ করিয়া 'বর্হিঃ উ' বেদিতে বর্হিকে কুশকেও 'তিস্তিরাণা' বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন ; অধ্বর্যু প্রতি-প্রস্থাতা উভয়ে এবম্ভূত হইয়াছিলেন (করিয়াছিলেন)। এইরূপ হইলে, হে ইন্দ্রাগ্নী !

তীব্রৈঃ ক্ষিপ্রং মদকরৈঃ পরিষিক্তেভিঃ পরিতঃ সর্ব্বেষু গ্রহচমসাদিষ্বাসক্তৈঃ সোমৈঃ হেতুভূতৈরর্ব্বাক্ অস্মদভিমুখমায়াতং। আগচ্ছতং। কিমর্থং? সৌমনসায় সৌমনস্তায় অস্মাকমনুগ্রহায়েত্যর্থঃ॥

আনজানা। অঞ্জু ব্যক্তিম্রক্ষণকান্তিগতিষু। লিটঃ কানচ্। অনিদিতামিতি ন-লোপঃ। ছির্ভাবেহত্র আদেরিত্যভ্যাসস্য দীর্ঘঃ। তস্মান্নুট্ দ্বিহল ইত্যাদিহলোহপি ব্যত্যয়েন নুট্। তিস্তিরাণা। স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে। পূর্ব্ববৎ কানচ্। ঋত ইদ্ধাতোরিতীত্বং। দ্বির্ব্বচনে শপূর্ব্বাঃ খয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং॥ ৪॥

চতুর্থ (১১৬৭) ঋকের বিশদার্থ।

আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব ও অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হইবে। ভাষ্যে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যায় মন্ত্রার্থ-বিষয়ে যদিও সামান্য মত-পার্থক্য দেখা যায়; কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিলাম, তাহার সহিত প্রায় কোনও প্রচলিত অর্থেরই সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইবে না। ভাষ্যার্থের সহিত কোনও কোনও ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "অগ্নি সমূহের প্রজ্বলিত হইলে পর (অধ্বর্যু দ্বয়) পাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া কুশ বিস্তার করিয়াছে; হে ইন্দ্র ও অগ্নি! চারিদিকে অভিষিক্ত তীব্র সোমরস দ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া) অনুগ্রহার্থ আমাদিগের অভিমুখে আইস।"

(2) "Both stand adorned, when fires are duly kindled, spreading the sacred grass, with lifted ladles. Drawn by strong Soma-juice poured forth around us, come, Indra-Agni and display your favour."

'তীব্রৈঃ' ক্ষিপ্র মদকর 'পরিষিক্তেভিঃ' পাত্র সকলের কর্তৃক গৃহীত উমসাদিতে আসক্ত সোমৈঃ। হেতুভূত (সোমরসের দ্বারা) 'অর্ব্বাক্' আমাদিগের অভিমুখে 'আ যাতং। আগমন করুন কি জন্য! 'সৌমনসায়' (সৌমনস্তায়) অর্থাৎ আমাদিগের অনুগ্রহের জন্য।

আনজানা। অঞ্জু-ধাতু ব্যক্তি ম্রক্ষণ কান্তি ও গতি অর্থ প্রকাশ করে। লিটে কানচ্-প্রত্যয়। 'অনিদিতাম্' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের লোপ। দ্বির্ভাবে 'অত আদেঃ' ইত্যাদি-সূত্রে অভ্যাসের দীর্ঘ। তাহাতে 'নুট্দ্বিহলঃ' ইত্যাদি সূত্রে অদ্বিহলও ব্যত্যয়ের দ্বারা নুট্। তিস্তিরাণা। স্তৃঞ্-ধাতু আচ্ছাদন-অর্থক। পূর্ব্ববৎ কানচ্-প্রত্যয়। 'ঋত ইদ্ধাতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমী বিভক্তির আকার। চিৎ-হেতু অন্তোদাত্ত। (১ম—১০৮—৪৪)।

এই দুই অনুবাদ অনেকাংশে ভাষ্যেরই অনুসারী বটে; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে অধ্বর্য্যুদ্বয়ের বিশেষভাবে উল্লেখ নাই। অপিচ, অন্যান্য ব্যাখ্যাকার অধ্বর্য্যুদ্বয়ের পরিবর্তে যে অন্য ভাব গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, এই অনুবাদের পাদটীকায় * তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে।

অতঃপর আমাদিগের ব্যাখ্যার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে। 'আনজানা' ও 'যতস্রুচা' পদদ্বয়, আমরা বলি, অধ্বর্য্যুদ্বয়কে নির্দেশ না করিয়া ইন্দ্রাগ্নিকে নির্দেশ করিতেছে। তাঁহারা যে প্রকাশ-রূপ, তাঁহাদিগের ক্রিয়া যে সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান্, 'আনজানা' পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই। 'যতস্রুচা' পদে, তাঁহারা যে সংযতকারক, তাঁহাদিগের প্রভাবে রিপুগণ যে সংযত হয়, বিক্ষুব্ধ চিত্ত যে স্থৈর্য্যপ্রাপ্ত হয়, এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। এই পদের বিষয় পূর্ব্বেও আমরা আলোচনা করিয়াছি। 'বর্হিঃ' পদে হৃদয়কে নির্দেশ করে। 'তিস্তিরাণা' পদে দেবদ্বয়ের ব্যাপ্তির ভাব প্রাপ্ত হই। 'অগ্নিষু' ও সমিদ্ধেষু' পদদ্বয়ে 'হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে' এইরূপ অর্থেই সঙ্গতি দেখি। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, "সমিদ্ধেষু অগ্নিষু আনজানা যতস্রুচা বর্হিঃ উ তিস্তিরাণা" মন্ত্রাংশে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বালিত হইলে জ্ঞানের ও শক্তির ক্রিয়া যুগপৎ প্রকাশ পায়; অর্থাৎ, জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা ও শক্তির অধিষ্ঠাতা দেবতা তখন স্বতঃই আমাদিগের হৃদয়ে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন।'

---

* উইল্‌সনের অনুবাদে এই প্রকার অর্থই গৃহীত হইয়াছে বটে; কিন্তু 'অধ্বর্য্যু' পদ কল্পনা করা বিষয়ে তিনি যেন একটু সংশয়ান্বিত হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন,—"We have, merely, in the text, the epithets, in the dual number: the commentator supplies the Adhwaryu and his assistant priest." কিন্তু বেন্‌ফে (Benfey) সম্পূর্ণ অন্য মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—'এখানকার দ্বিবচনের পদে ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে বুঝাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও অন্য পক্ষে তাঁহার অর্থের ভাব ভাষ্যের অনুসারী আছে। তাঁহার অভিমত, গ্রিফিথের ব্যাখ্যার পাদটীকায় এইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে,—'Benfey refers the dual epithets to Indra and Agni, translating them severally by 'honoured', 'for whom sacred grass has been strewn', 'towards whom the ladles have been uplifted.' বলা বাহুল্য, এখানেও স্রুক্ উত্তোলনকারীর প্রতি লক্ষ্য আছে।

দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'সোমৈঃ' পদ-উপলক্ষে ভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই যে সোম-শব্দে সোমরস মাদকদ্রব্যের কল্পনা মানস-পটে উদ্ভাসিত হইয়া আছে, তদনুসারেই ঐ পদের অর্থ নির্দেশ করা হয়। কিন্তু সোম-শব্দে আমরা যে অর্থ পরিগ্রহণ করি, তাহাতে ভাবার্থ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং অর্থের ও ভাবের সর্ব্বথা সঙ্গতি থাকে।

ফলতঃ, তীব্র মাদকদ্রব্য পানের জন্য দেবগণকে আহ্বানের ভাব এখানে আমরা আদৌ দেখিতে পাই না। পরন্তু আমাদিগের শুদ্ধভাবের দ্বারা পরিষিক্ত হইয়া, আমাদিগের মধ্যে তাঁহারা মঙ্গল আনয়ন করুন, আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন—ইহাই এখনকার তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—১০৮সূ—৪ঋ) ॥

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যানীন্দ্রাগ্নী চক্রথুর্বীর্য্যাণি যানি

রূপাণ্যুত বৃষ্ণ্যানি।

যা বাং প্রত্নানি সখ্যা শিবানি তেভিঃ

সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণম্।

যানি। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। চক্রথুঃ। বীর্য্যাণি। যানি।

রূপাণি। উত। বৃষ্ণ্যানি।

যা। বাং। প্রত্নানি। সখ্যা। শিবানি। তেভিঃ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (বলাধিপতে তথা জ্ঞানাধিপতে হে দেবৌ) যুবাং 'যানি' (প্রসিদ্ধানি) 'বীর্য্যাণি' (সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যানি) তথা 'যানি' (প্রসিদ্ধানি) 'রূপাণি' (সদ্গুণজাতানি) 'উত' (অপিচ) 'বৃষ্ণ্যানি' (অভীষ্টবর্ষণ-রূপাণি ফলানি) 'চক্রথুঃ' (সৃজথঃ, প্রযচ্ছথঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধীনি) 'প্রত্নানি' (চিরন্তনানি) 'শিবানি' (শোভনানি, মঙ্গলপ্রদানি) 'যা' (যানি) 'সখ্যা' (সখিত্বানি) সন্তি, 'তেভিঃ' (তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৌ — আগত্য ইতি যাবৎ) যুবাং 'সুতস্য' (অস্মাকং হৃদি-সঞ্জাতস্য বিশুদ্ধস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য — অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (গৃহ্লীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ, - হে দেবৌ ! অস্মান্ সত্ত্বসম্পন্নান্ কৃত্বা অস্মভ্যং সর্ব্বসুমঙ্গলং প্রযচ্ছতং ॥ (১ম — ১০৮সূ — ৫ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয় ! আপনারা যে প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য-সমূহকে এবং যে প্রসিদ্ধ সদ্গুণসমূহকে, অপিচ অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ফল-সমূহকে সৃষ্টি করেন—প্রদান করেন এবং আপনাদিগের সম্বন্ধীয় চিরন্তন মঙ্গলপ্রদ যে সখ্যভাব-সমূহ আছে, সেই সকলের সহিত আগমন-পূর্ব্বক, আপনারা আমাদিগের হৃদয়-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয় ! আমাদিগকে সকল সুমঙ্গল প্রদান করুন।) ॥ (১ম—১০৮সূ—৫ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ॥

হে ইন্দ্রাগ্নী ! যানি বীর্য্যাণি বৃত্রবধাদিরূপাণি চক্রথুঃ কৃতবন্তৌ যুবাং যানি চ রূপাণি নিরূপ্যমাণানি গবাশ্বাদীনি ভূতজাতানি কৃতবন্তৌ। ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং হি সর্ব্বং জগৎ সৃজ্যতে। ইন্দ্রঃ সূর্য্যাত্মনা বৃষ্টিং সৃজতি ধারা ধারা বৃষ্ট্যুৎপাদকঃ বৃষ্টেঃ সকাশাৎ সর্ব্বে প্রাণিন উৎপদ্যন্তে। উত অপিচ যানি বৃষ্ণ্যানি বৃষ্ণিভবানি বৃষ্টিপ্রদানাদিরূপাণি কর্ম্মাণি কৃতবন্তৌ। তথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্র ও অগ্নি ! 'যানি বীর্য্যাণি' যে বীর্য-সমূহ বৃত্রবধাদি-রূপ 'চক্রথুঃ' করিয়াছিলেন, আপনারা দুইজনে যেই 'রূপাণি' নিরূপ্যমাণ গবাশ্বাদি ভূতজাত-সমূহ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের দ্বারা সকল জগৎ সৃষ্ট হয়। ইন্দ্র সূর্য্যাত্মার দ্বারা বৃষ্টিকে সৃষ্টি করেন, ধারা ধারা বৃষ্টির উৎপাদক বৃষ্টির নিকট হইতে সকল প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়। 'উত' অপিচ, 'যানি' যেই 'বৃষ্ণ্যানি' (বৃষ্ণিভবানি) বৃষ্টিপ্রদাদি-রূপ কর্ম্ম-সকল করিয়াছিলেন,

যাং যুবয়োঃ সখ্যানি প্রশস্তানি চিরন্তনানি শিবানি শোভনানি বা যানি সখ্যা সখিত্বানি সন্তি। তেভিস্তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৌ যুবাং সুতস্য সোমস্যাভিষুতং সোমং পিবতং ॥

সখ্যা। সখ্যুর্ভাবঃ সখ্যং। সখ্যুর্য ইতি য-প্রত্যয়ঃ। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। তেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তস্য ন গোশ্বন্‌সাববর্ণেতি প্রতিষেধঃ ॥ (১ম—১০৮সূ—৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ষড়্‌বিংশো বর্গঃ ॥ ১।৭।২৬॥

• • •

পঞ্চম (১১০৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে এই মন্ত্রটী দুই অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশ—সম্পূর্ণ প্রথম চরণটী। এই চরণের অন্তর্গত 'বীর্য্যাণি' 'রূপাণি' এবং এবং 'বৃষ্ণ্যানি' এই পদত্রয়ের অর্থ-নিষ্কাশন-উপলক্ষেই মন্ত্রার্থে বিভিন্ন প্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকার 'বীর্য্যাণি' পদে 'বৃত্রবধাদি-রূপ কর্ম্ম' এবং 'রূপাণি' পদে 'নিরূপ্যমাণ ভূতজাত-সমূহ' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃষ্ণ্যানি' পদে 'বৃষ্টিপ্রদানাদি-রূপ কর্ম্ম-সমূহ' এইরূপ অর্থ দৃষ্ট হয়। তদনুসারে ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'ইন্দ্র ও অগ্নি যে সকল বৃত্রবধাদি-রূপ কর্ম্ম করিয়াছেন, যে নিরূপ্যমাণ ভূতজাত-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছেন।'

এক্ষণে প্রথম চরণের সমস্যামূলক ঐ তিনটী পদে আমরা কি অর্থ গ্রহণ করিয়াছি এবং তদনুসারে কি ভাব প্রাপ্ত হই, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। মূলে আছে—"যানি বীর্য্যাণি যানি রূপাণি উত বৃষ্ণ্যানি ইন্দ্রাগ্নী চক্রথুঃ" বাক্যাংশ। আমরা 'বীর্য্যাণি' পদে 'সৎকর্ম্ম-সাধন-

---

আর 'যাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'প্রস্তানি' চিরন্তন 'শিবানি' শোভন 'যা' সেই 'সখ্যা' সখিত্ব-সকল আছে, 'তেভিঃ' সেই সকলের দ্বারা আপনারা দুইজনে 'সুতস্য সোমস্য' অভিষুত সোমকে 'পিবতং' পান করুন।

সখ্যা। 'সখ্যুঃ ভাবঃ' ইত্যাদি বাক্যে সখ্যং পদ হয়। 'সখ্যুর্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রানুসারে শে-লোপ। তেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিস স্থানে ঐসভাব। 'সাবেকাচঃ' এই সূত্রে প্রাপ্ত বিভক্তির উদাত্তের 'ন গোশ্বন্‌সাববর্ণ' ইত্যাদি সূত্রে প্রতিষেধ। (১ম—১০৮সূ—৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ষড়্‌বিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।২৬।

• • •

সামর্থ্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রূপাণি' পদে 'সদ্গুণ-সমূহ' প্রতিবাক্যের সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'বৃষ্ণ্যানি' পদে 'অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ফল-সমূহ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এইরূপে, মন্ত্রের প্রথম চরণে একটা নিত্য-সত্য তত্ত্ব প্রখ্যাত দেখি। এখানে প্রার্থনাকারী, শক্তিপ্রদাতা ইন্দ্রদেবকে এবং জ্ঞানের অধিপতি অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া, যেন বলিতেছেন,—'বলাধিপতি ও জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-সামর্থ্যের সঞ্চার করেন, সদ্গুণের সৃষ্টি করেন, এবং অভীষ্টবর্ষণ-রূপ ফল প্রদান করেন। অর্থাৎ, আপনাদিগের কৃপাবলে আমরা সৎকর্ম্ম-সম্পাদন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হই, আপনাদিগের প্রভাবে আমাদিগের অন্তরে সদ্গুণের সঞ্চার হয়, এবং আপনাদিগের অনুগ্রহেই আমরা অভীষ্টফল প্রাপ্ত হই।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ—দ্বিতীয় চরণটী। এই অংশের 'প্রত্নানি' 'সখ্যা' ও 'শিবানি' এই পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'প্রত্নানি' পদে ভাষ্যকার 'চিরন্তন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যায় ঐ পদের 'পুরাতন' প্রতিবাক্য দৃষ্ট হয়। আমরা 'প্রত্নানি' 'সখ্যা' এবং 'শিবানি' এই পদত্রয়ের ভাষ্যানুরূপ অর্থেরই যৌক্তিকতা উপলব্ধি করি। কিন্তু 'সুতস্য' এবং 'সোমস্য' পদদ্বয়ের মর্ম্মগ্রহণ-পক্ষে আমরা অন্য প্রকার ভাব পোষণ করি। আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি, 'সোমস্য' পদে 'সোমরস মাদক-দ্রব্যের' এইরূপ অর্থ সঙ্গত ভাবপ্রদ নহে। আমরা 'সোমস্য' পদে 'সত্ত্বভাবের' এবং 'সুতস্য' পদে 'আমাদিগের হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধের' এই প্রকার অর্থ-গ্রহণে সঙ্গতি উপলব্ধি করি।

এইরূপে দ্বিতীয় চরণ হইতে আমরা এই ভাব প্রাপ্ত হই যে,—'অভীষ্টবর্ধক, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য-প্রদাতা এবং সদ্গুণের সঞ্চারক বলিয়া, সেই বলাধিপতি এবং জ্ঞানাধিপতি দেবদ্বয় প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের সহিত চিরন্তন কাল হইতেই সকল মঙ্গলপ্রদ সখ্যভাব সংস্থাপিত আছে। অতএব হে দেবদ্বয়! আপনারা নিজগুণে আমার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করুন, আমাতে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন, এবং আপনাদিগের কৃপায় আমার হৃদয়ে যে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়, আপনারা তাহার অংশ গ্রহণ করুন।'

ফলতঃ, এই মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। দেবতায়—দেবভাবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া দেবতার কৃপালাভের জন্য আকুল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের প্রার্থনায় প্রকাশ পাইতেছে॥ (১ম—১০৮সূ—৫ঋ)॥

——:০:——

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যদব্রবং প্রথমং বাং বৃণানোঽয়ং সোমো

অসুরৈর্নো বিহব্যঃ।

তাং সত্যাং শ্রদ্ধামভ্যা হি যাতমথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য॥ ৬॥

. . .

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। অব্রবং। প্রথমং। বাং। বৃণানঃ। অয়ং। সোমঃ।

অসুরৈঃ। নঃ। বিহব্যঃ।

তাং। সত্যাং। শ্রদ্ধাং। অভি। আ। হি। যাতং। অথ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য॥ ৬॥

. . .

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যৎ' (যস্মাৎ, যুবাং প্রাপ্ত্যর্থং) 'প্রথমং' (কর্ম্মারম্ভে এব) 'অব্রবং' (ব্রবীমি, প্রার্থয়ামি, সঙ্কল্পবদ্ধঃ ভবামি) 'অসুরৈঃ' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে) 'বাং' (যুবয়োঃ) 'বৃণানঃ' (সম্ভজমানঃ, তৃপ্তিপ্রদঃ ইত্যর্থঃ) 'অয়ং' (প্রসিদ্ধঃ সৎকর্ম্মসঞ্জাতঃ) 'সোমঃ' (সত্ত্বভাবঃ) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বিহব্যঃ' (হোতব্যঃ, যুবয়োঃ উদ্দেশে উৎসর্গীতব্যঃ) ভবতু ইতি শেষঃ; তস্মা 'তাং' (পূর্ব্বকথিতাং) 'সত্যাং' (অবিতথাং) 'শ্রদ্ধাং' (আদরাতিশয়েন কৃতাং প্রার্থনাং, সঙ্কল্পং ইত্যর্থঃ) 'অভি' (অভিলক্ষ্য) যুবাং 'হি' (নিশ্চিতং অবশ্যং) 'আ যাতং' (আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং হৃদি আগমনপূর্ব্বকং ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (গৃহ্নীতং); মদীয়াং প্রার্থনাং শ্রুত্বা হে দেবৌ! যুবাং অস্মাসু ক্রিয়াশীলৌ ভবতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১০৮সূ—৬ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

আপনাদিগকে প্রাপ্তির জন্য কর্ম্মারম্ভেই প্রার্থনা করিতেছি—সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি,—রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আপনাদিগের তৃপ্তিপ্রদ প্রসিদ্ধ সৎকর্ম্মসঞ্জাত সত্ত্বভাব আমাদিগের হোতব্য অর্থাৎ আপনাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গীতব্য হউক; পূর্ব্বকথিত অবিতথ আদরাতিশয়ে কৃত প্রার্থনাকে (সঙ্কল্পকে) লক্ষ্য করিয়া আপনারা অবশ্য আগমন করুন; অনন্তর, হৃদয়ে আগমনপূর্ব্বক, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (ভাব এই যে,—আমার প্রার্থনা শুনিয়া, হে দেবগণ! আপনারা আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন।)॥ (১ম—১০৮সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী প্রথমং কর্ম্মোপক্রম এব বাং যুবাং বৃণানঃ সম্ভজমানো যদব্রবং সোমেন প্রীণয়িষ্যামীতি যদবোচং। সত্যাং যথার্থাং তাং শ্রদ্ধাং শ্রদ্ধয়াদরাতিশয়েন কৃতামুক্তিমভ্যভিলক্ষ্য আহি যাতং। আগচ্ছতমেব সোদসাধাং। অথাগমনানন্তরমভিষুতং সোমং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্রাগ্নি! 'প্রথমং' কর্ম্মোপক্রমেই 'বাং' আপনাদিগকে 'বৃণানঃ' সম্ভজমান 'যদব্রবং' সোমের দ্বারা প্রীণন করিব—এই যাহা বলা হইয়াছিল, 'সত্যাং' যথার্থ 'তাং শ্রদ্ধাং' সেই শ্রদ্ধার দ্বারা আদরাতিশয়ের দ্বারা কৃত উক্তিকে 'অভি' অভিলক্ষ্য করিয়া 'আহি' (যাতং) আসুন; উপেক্ষা করিবেন না। 'অথ' আগমন করিয়া অভিষুত সোম

পিবতং। তথা সত্যম্বৈঃ হবিষাং প্রক্ষেপকৈঋত্বিগ্‌ভির্ষ্বং সোমাখ্যং সোমো বিশেষেণ হোতব্যো ভবতি। ইতরথা ব্যর্থঃ স্যাৎ। তস্মাদিন্দ্রাগ্নী আগচ্ছতমিত্যর্থঃ॥

বৃণানঃ। বৃঙ্‌ সম্ভক্তৌ। লটঃ শানচ্‌। স্বাত্যন্তয়োরাত্ত ইত্যাকারলোপঃ। অসুরৈঃ। অসু ক্ষেপণে। অসেরুরন্নিত্যুরন্‌প্রত্যয়ঃ। বিহব্যঃ। হুদানাদনয়োঃ। অচো যৎ। গুণঃ ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈবেত্যবাদেশঃ। যতোঽনাব ইত্যাদ্যুদাত্তত্বং। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। (১ম—১০৮সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (১১৬৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের অর্থ-নিষ্কাশন-পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত "যৎ প্রথমং অব্রবং" বাক্যাংশ প্রথম এবং প্রধান আলোচ্য। 'যাহা প্রথমে বলিয়াছিলাম'—এই প্রকার অর্থ ব্যাখ্যাকারগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে অর্থ দাঁড়াইয়াছে—'হে ইন্দ্রাগ্নি। প্রথমেই বলিয়াছিলাম, তোমাদিগকে সোম দ্বারা প্রীত করিব।' এই প্রকার ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, মনে হয়,—ইন্দ্র ও অগ্নি যেন মনুষ্যবিশেষ; এবং এই মন্ত্রের উচ্চারণকারীর সঙ্গে পূর্ব্বে যেন কখনও তাঁহাদিগের আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, আর সেই সময় তাঁহাদিগকে সোম দ্বারা প্রীত করিবার কথা ছিল। অতঃপর—'অসুরৈঃ' পদ। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে পূর্ব্বাপর 'অসুরৈঃ' পদে 'অসুরগণের সহিত' অর্থই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে ভাষ্যকার 'অসুরৈঃ' পদে 'হবিঃ-প্রক্ষেপক ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রচলিত অনুবাদাদিতেও ভাষ্যের অনুসারী প্রতিবাক্যই দৃষ্ট হয়।

'পিবতং' পান করুন। তাহা হইলে 'অসুরৈঃ' হবিসমূহের প্রক্ষেপক ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা 'অয়ং' এই 'মঃ' আমাদিগের 'সোমঃ' সোম 'বিহব্যঃ' বিশেষরূপে হোতব্য হয়; অন্যথায় যেন ব্যর্থ হয়। সেই হেতু ইন্দ্র ও অগ্নি আসুন—ইহাই অর্থ।

বৃণানঃ। বৃঙ্‌-ধাতু সম্ভোগ অর্থে ব্যবহৃত। লটে শানচ্‌। 'স্বাত্যন্তয়োরাত্তঃ' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ। অসুরৈঃ। অসু-ধাতু ক্ষেপণার্থক। 'অসেরুরন্‌' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উরন্‌-প্রত্যয়। বিহব্যঃ। হু-ধাতু দান ও অদান অর্থ প্রকাশ করে। 'অচো যৎ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে যৎ। গুণ। 'ধাতোস্তন্নিমিত্তস্যৈব' এই সূত্রে অবাদেশ। 'যতোঽনাবঃ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্ত। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বর। (১ম—১০৮সূ—৬ঋ)॥

• • •

এবম্প্রকার অর্থ-গ্রহণে এই মন্ত্রের যে ভাব সাধারণতঃ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ এস্থলে একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। সেই অনুবাদ দুইটী এই,—

(১) "প্রথমেই তোমাদের দুই জনকে বরণ করিয়া (তোমাদের সোম দ্বারা প্রীত করিব) বলিয়াছিলাম, সেই অকপট শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া আইস; অভিষুত সোমপান কর; এই সোম আমাদিগের ঋত্বিক্-গণের বিশেষ আহুতি-যোগ্য হউক "

(2) "As first I said when choosing you. In battle we must contend with Asuras for this Soma.

So come ye unto this my true conviction, and drank libations of the flowing Soma."

এক্ষণে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 'যৎ' পদের সাধারণ অর্থ 'যাহা।' ব্যাখ্যাদিতে এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। আমরা 'যৎ' পদে 'যস্মাৎ' প্রতিবাক্যে 'আপনাদিগকে পাইবার জন্য' অর্থেই সঙ্গতি দেখিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'প্রথমং' পদে 'কর্ম্মারম্ভেই' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। 'অব্রবং' ক্রিয়াপদ অতীতকাল-বাচক। ঐ পদে অতীতকালের প্রতিবাক্য ব্যবহার সকল ব্যাখ্যাতেই প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কিন্তু বেদের কোনও ক্রিয়াপদকেই অতীত-কালের পদ বলিয়া স্বীকার করি নাই। বেদ—জ্ঞান—চিরনূতন—নিত্য-সত্য সনাতন। সেই দৃষ্টিতেই 'অব্রবং' পদে 'বলি, প্রার্থনা করি, অর্থাৎ সঙ্কল্পবদ্ধ হই' এই প্রকার ভাবার্থ গ্রহণ-পক্ষেই আমরা সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'অসুর'-শব্দে আমরা পূর্ব্বাপর 'সৎকর্ম্মের প্রতিবন্ধক-রিপু' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এ স্থলেও 'অসুরৈঃ' পদে 'রিপুনিচয়ের সহিত সংগ্রামে' এবম্বিধ অর্থেই সঙ্গতি উপলব্ধ হয়।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটী যে প্রার্থনাজ্ঞাপক, তাহাই আমরা সিদ্ধান্ত করি। সেই প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—'বলাধিপতি এবং জ্ঞানাধিপতি হে দেবদ্বয়! প্রত্যেক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রারম্ভেই যেন আপনাদিগের প্রীতি উৎপাদনের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হই। যে কর্ম্ম আপনাদিগের প্রীতিপ্রদ, যেন সেই কর্ম্মের সম্পাদনে প্রবৃত্তি আসে। আমরা যেন সৎকর্ম্ম-সাধনে তৎপর হই। সৎকর্ম্মের সম্পাদনে হৃদয়ে

সত্ত্বভাবের সঞ্চার হয়। অতএব, সৎকর্ম্মের দ্বারা সঞ্জাত আমাদিগের সত্ত্বভাবের অংশ আপনারা গ্রহণ করুন; অর্থাৎ, আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউন। আপনাদিগের প্রভাবে, হৃদয়ে দেবশক্তির উন্মেষে, আমরা যেন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ হই।' (১ম—১০৮সূ—৬ঋ)।

— • —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে

যদ্‌ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা।

অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। মদথঃ। স্বে। দুরোণে।

যৎ। ব্রহ্মণি। রাজনি। বা। যজত্রা।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যজত্রা' (যষ্টব্যৌ, সর্ব্বথা অনুসরণীয়ৌ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'স্বে' (স্বকীয়ে) 'দুরোণে' (নিবাস-স্থানে, সত্ত্বসংসর্গে ইত্যর্থঃ) 'মদথঃ' (হৃষ্যথঃ, আনন্দং প্রাপ্নুথঃ) তথা 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'ব্রহ্মণি' (পরমাত্মনি) 'বা' (অথবা) 'রাজনি' (জ্যোতীরূপে সত্যে) নিবসতং ইতি শেষঃ; 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎকারণং ময়ি সন্ন্যস্তা ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ) 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং, আগত্য চ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-সঞ্জাতস্য ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্নীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যদবস্থায়াং যুবাং হৃদি আগচ্ছথঃ অস্মান্ তদবস্থাসম্পন্নান্ কুরুতং॥ (১ম—১০৮সূ—৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

যষ্টব্য অর্থাৎ সর্ব্বথা অনুসরণীয় জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা আপনাদিগের নিবাস-স্থানে অর্থাৎ সত্ত্ব-সংসর্গে আনন্দপ্রাপ্ত হয়েন এবং যে কারণে আপনারা পরমাত্মাতে অথবা জ্যোতীরূপ সত্যে অবস্থিতি করেন, সেই কারণ আমাতে ন্যস্ত করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; এবং আগমন করিয়া, আমার হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব যে,—হে দেবদ্বয়! যে অবস্থাতে আপনারা হৃদয়ে আগমন করেন, আমাদিগকে সেই অবস্থা-সম্পন্ন তৎকর্ম্মান্বিত করুন।)॥ (১ম—১০৮সূ—৭ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

যজত্রা যষ্টব্যৌ হে ইন্দ্রাগ্নী স্বে দুরোণে স্বকীয়ে গৃহে নিবাসস্থানে যজ্ঞদি মদথঃ হৃষ্যথঃ। যদ্বাপি ব্রহ্মণি ব্রাহ্মণেঽস্মিন্ যজমানে হবিঃস্বীকরণায়াগত্য হৃষ্যথঃ। যদি বা রাজনি ক্ষত্রিয়ে যুদ্ধে সাহায্যং কর্তুমাগত্য হৃষ্যথঃ। অতঃ পরি পরিতোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ-

---

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'যজত্রা' যষ্টব্য 'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্র ও অগ্নি! 'স্বে দুরোণে' স্বকীয় গৃহে—নিবাস-স্থানে 'যৎ' যদি 'মদথঃ' হর্ষপ্রাপ্ত হয়েন, 'যৎ' যদি 'ব্রহ্মণি' ব্রাহ্মণের—অত্র যজমানের হবিঃ স্বীকরণের জন্য আসিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হয়েন, যদি বা 'রাজনি' ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া হর্ষ-প্রাপ্ত হয়েন, 'অতঃ পরি' সর্ব্বতোভাবে এই সকল স্থান হইতে

স্থানাৎ হে বৃষণৌ কামানাং বর্ষিতারাবিন্দ্রাগ্নী আয়াতং হি। আগচ্ছতমেব। উদাসীনৌ মা কার্ষ্টং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

মদথঃ। মদী হর্ষে। ব্যত্যয়েন শপ্। যজত্রা। অমিনক্ষীত্যাদিনা যজতেঃ কর্ম্মণ্যত্রন্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ॥ (১ম—১০৮সূ—৭ঋ)॥

• . •

সপ্তম (১১৭০) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

ভাব-পরিগ্রহণ-পক্ষে, এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'যৎ' পদ এবং দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অতঃ' পদ, প্রধান প্রাধান্য-যোগ্য। অতঃপর, প্রথম চরণের 'রাজনি' 'ব্রহ্মণি' এবং 'দুরোণে' পদত্রয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'যৎ' পদের সাধারণ অর্থ 'যদি' এবং 'অতঃ' পদের অর্থ 'এই কারণে।' ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে উক্ত পদদ্বয়ের এই প্রকার প্রতি-বাক্যই গৃহীত হইয়াছে। 'রাজনি' পদে 'ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য' এইরূপ অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে দৃষ্ট হয়, 'ব্রহ্মণি' পদের ব্যাখ্যায় 'ব্রাহ্মণে,—অন্য যজমানে' অর্থ প্রচলিত। 'দুরোণে' পদে 'নিবাসস্থান' প্রতিবাক্য লক্ষিত হয়। এবম্প্রকার অর্থ পরিগ্রহণে এই মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে, তাহা এইরূপ;—'হে কামনাসমূহের বর্ষণ-কারী ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা যদি আপনাদিগের স্বকীয় নিবাস-স্থানে হৃষ্ট হইয়া অবস্থান করেন, আপনারা যদি অন্য যজমানের (ব্রাহ্মণের) হবিঃ গ্রহণ করিবার জন্য আসিয়া হৃষ্ট থাকেন, অথবা আপনারা যদি যুদ্ধে ক্ষত্রিয়ের সাহায্য করিবার জন্য আসিয়া আনন্দিত থাকেন, তাহা হইলে, সেই সকল স্থান হইতে আসিয়া এই অভিষুত সোমরস পান করুন।'

'বৃষণৌ' হে কামসমূহের বর্ষিতা ইন্দ্র ও অগ্নি! 'আ যাতং হি' আগমন করুন,—ঔদাসীন্য করিবেন না। অন্য অংশ পূর্ব্ববৎ।

মদথঃ। মদী-ধাতু হর্ষার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্। যজত্রা। 'অমিনক্ষি' ইত্যাদির দ্বারা যজতির কর্ম্মণিবাচ্যে অত্রন্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির আকার। (১ম—১০৮সূ—৭ঋ)।

• . •

যাহা হউক, আমরা কি দৃষ্টিতে মন্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করিতেছি। মন্ত্রান্তর্গত 'যৎ' এবং 'অতঃ' পদদ্বয়, এই মন্ত্রের এবং এই সূক্তের অবশিষ্ট ছয়টি ঋকের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। এই দুইটী পদের মর্ম্ম নির্দ্ধারিত হইলেই মন্ত্রার্থ সহজ এবং বোধগম্য হইবে। উক্ত পদদ্বয়ের যে অর্থ ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে, সেই অর্থ যে অসঙ্গত এবং তাহাতে যে ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না, আমরা সে কথা বলিতে চাহি না। তবে, আমরা 'যৎ' পদে 'যেই কারণে' এবং 'অতঃ' পদে 'এই কারণে অর্থাৎ সেই কারণ আমাদিগের মধ্যে ন্যস্ত করিয়া' এই প্রকার অর্থ-গ্রহণে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'দুরোণে' পদে আমরা 'নিবাসস্থানে অর্থাৎ সত্ত্বসংসর্গে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'রাজনি' পদে 'জ্যোতীরূপ সত্যের মধ্যে' এবং 'ব্রহ্মণি' পদে 'পরমাত্মাতে' এই প্রকার ভাবার্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছি। এতদনুসারে সিদ্ধান্তিত হয়, আলোচ্য মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সে প্রার্থনায় দ্বিবিধ ভাব প্রাপ্ত হইতে পারি। তাহার মর্ম্ম এই যে,—'জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বথা অনুসরণীয়; আপনাদিগের অনুসরণ করিতে না পারিলে, হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না, ঐশ্বর্য্যের বিকাশ হয় না। আপনাদিগের কৃপা ব্যতীত দেবভাবের অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব, আপনারা সত্ত্বসংসর্গেই অবস্থিত থাকুন, অথবা পরমাত্মাতেই অধিষ্ঠান করুন, অথবা জ্যোতীরূপ সত্যেরই মধ্যে বিরাজমান রহুন; যেখানেই থাকুন না কেন, সে স্থান হইতে অবতরণ করিয়া আমাদিগের হৃদয় সত্ত্বভাবের প্রভাব বিস্তার করুন। আমরা যেন সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠি। তাহা হইলে, আপনাদিগের কৃপাবলে আমাদিগের হৃদয়ে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইবে, তাহাতে আপনারা মিশিয়া থাকিবেন। ফলতঃ, যে অবস্থায় মানুষ আপনাদিগের কৃপালাভে সমর্থ হয়, আপনারা আমাদিগকে সেই অবস্থা-সম্পন্ন করুন; আপনাদিগের কৃপায় যেন আমরা আপনাদিগকে পাইবার উপযোগী কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হই।' (১ম—১০৮সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যদিন্দ্রাগ্নী যদুষু তুর্ব্বশেষু
যদ্দ্রুহ্যুষনুষু পূরুষু স্থঃ।
অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাথমথা
সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৮ ॥

• . •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। যদুষু। তুর্ব্বশেষু।
যৎ। দ্রুহ্যুষু। অনুষু। পূরুষু। স্থঃ।
অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ।
সোমস্য। পিবতং। সুতস্য ॥ ৮ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'যদুষু' (অমিত-সাধনসম্পন্নেষু নরেষু) তথা 'তুর্ব্বশেষু' (কর্ম্মপ্রভাবেণ ক্ষিপ্রং ভগবদাশ্রয়প্রাপ্তেষু জনেষু) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে), অপিচ 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) 'দ্রুহ্যুষু' (রিপূণাং বিমর্দ্দকেষু, রিপুদমন-সমর্থেষু জনেষু ইত্যর্থঃ) তথা 'অনুষু' (ভগবদনুসরণকারিষু নরেষু) তথা 'পূরুষু' (বহুসৎকর্ম্মপরায়ণেষু জনেষু) যুবাং অবস্থিতৌ ইতি শেষঃ; 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎ কারণং মত্বা সমাগত্য ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ) যুবাং 'পরি'

(সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি আগত্য চ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-সঞ্জাতস্য ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্লীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ! যেন কর্ম্মণা সর্ব্বেষু সাধকেষু যুবয়োঃ আবির্ভাবঃ ভবতি অস্মান্ সর্ব্বতোভাবেন তৎকর্ম্মসম্পন্নান্ কুরুতং॥ (১ম—১০৮সূ—৮ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা অমিতসাধনসম্পন্ন মনুষ্যগণের মধ্যে এবং কর্ম্মপ্রভাবে ক্ষিপ্র ভগবদাশ্রয়-প্রাপ্ত জনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান থাকেন; অপিচ, যে কারণে রিপুদমন-সমর্থ জনসমূহের মধ্যে ও ভগবদনুসারিগণের মধ্যে এবং বহু সৎকর্ম্মপরায়ণগণের মধ্যে আপনারা অবস্থিতি করেন; আমাতে সেই কারণ সমন্যস্ত করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; অনন্তর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্ব্বক, আমার হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা সকল সাধক-গণের মধ্যে আপনাদিগের আবির্ভাব হয়, আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে তৎকর্ম্ম-সম্পন্ন করুন।)॥ (১ম—১০৮সূ—৮ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অত্র যদুষ্বিত্যাদীনি পঞ্চ মনুষ্যনামানি। হে ইন্দ্রাগ্নী যত্তদি যদুষু নিয়ন্তেষু পরেষামহিংসকেষু মনুষ্যেষু স্থঃ। ভবথঃ। বর্ত্তেথে। যদি বা তুর্ব্বশেষু হিংসকেষু মনুষ্যেষু বর্ত্তেথে। যত্তদি বা দ্রুহ্যুষু দ্রোহং পরেষামুপদ্রবমিচ্ছৎসু মনুষ্যেষু বর্ত্তেথে। যদি বানুষু প্রাণৎসু সকলৈঃ প্রাণৈর্যুক্তেষু অনুষ্ঠাতৃষু মনুষ্যেষু। অন্যেষাং হি প্রাণা নিষ্ফলা জ্ঞানহীনত্বাদ-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

এখানে 'যদুষু' ইত্যাদি পাঁচটি মনুষ্যনাম। ইন্দ্র ও অগ্নি হে ইন্দ্রাগ্নী! 'যৎ' যদি 'যদুষু' নিয়ন্ত পরের অহিংসাকারী মনুষ্যগণের মধ্যে 'স্থঃ' বর্ত্তমান থাকেন, যদি 'তুর্ব্বশেষু হিংসুক মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকেন, 'যৎ' যদি 'দ্রুহ্যুষু' দ্রোহ অর্থাৎ পরের উপদ্রব ইচ্ছুক মনুষ্যের মধ্যে বর্ত্তমান থাকেন, যদি 'অনুষু' প্রাণসমূহে অর্থাৎ সকল প্রাণের দ্বারা যুক্ত আছে অনুষ্ঠাতৃ মনুষ্যগণের মধ্যে। অন্যের প্রাণসকল নিষ্ফল এই জ্ঞানহীনতা-হেতু

ত্বষ্ঠানাভাবাচ্চ। তেষু যদি ভবথঃ। তথা পূরুষু কামৈঃ পূরয়িতব্যেষন্যেষু স্তোতৃজনেষু যদি ভবথঃ। অতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্থানাৎ হে কামাভিবর্ষকাবিন্দ্রাগ্নী আগচ্ছতং। অনন্তরমভিষুতং সোমং পিবতং॥

যদুষু। যম উপরমে। নিযম্যন্তে ইন্দ্রিয়াণ্যেভিরিতি যদবঃ। যমেন্দ্র্ক্ চেতি কুপ্রত্যয়ো দুগাগমশ্চ। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। তুর্ব্বশেষু। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। ঔণাদিকোঽশপ্রত্যয়ঃ। দ্রুহ্যুষু। দ্রুহজিঘাংসায়াং। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। দ্রুহং পরেষামিচ্ছন্তি। ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপীতি ক্যচ্। ক্যাচ্ছন্দসীত্যুপ্রত্যয়ঃ। অনুষু। অন প্রাণনে। অনশ্চ। উ০ ১।৮। ইতি বিধীয়মান উপ্রত্যয়ো বহুলবচনাদস্মাদপি ভবতি। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। পূরুষু। পূরী আপ্যায়নে। পূর্য্যত ইতি পূরবঃ। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়ঃ॥ (১ম—১০৮সূ—৮ঋ)॥

অষ্টম (১১৭১) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রেও 'যৎ' এবং 'অতঃ' এই দুইটী পদের ভিতরই মন্ত্রার্থ নিহিত আছে। উক্ত পদদ্বয় উপলক্ষে ব্যাখ্যাকার-গণের এবং আমাদিগের মত, পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলেও আমরা 'যৎ' পদে 'যেই কারণে' এবং 'অতঃ' পদে 'এই কারণে অর্থাৎ সেই কারণ আমাতে ন্যস্ত করিয়া' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; এবং ঐ প্রকার অর্থেই ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধি করি। অতঃপর এই মন্ত্রের অন্তর্গত

এবং অগুষ্ঠান অজ্ঞান-হেতু। তাহাদিগের মধ্যে যদি থাকেন, আর 'পূরুষু' কামনার দ্বারা পুরয়িতব্য অন্য স্তোতৃজনের মধ্যে যদি থাকেন, 'অতঃ' সকল স্থান হইতে হে কামনার অভিবর্ষণকারী ইন্দ্র ও অগ্নি! আসুন; অনন্তর অভিষুত সোমরস পান করুন।

যদুষু। যম-ধাতু উপরমার্থক। নিয়মিত হয়—ইন্দ্রিয়সকল এই সকলের দ্বারা ইত্যাদি বাক্যে 'যদবঃ' পদ হয়। 'যমেন্দ্র্ক্ চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে কুপ্রত্যয় এবং দুক্-আগম। 'অনুদাত্ত উপদেশে' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অনুনাসিকের লোপ। তুর্ব্বশেষু। তুর্ব্বী-ধাতু হিংসার্থক। উণাদিতে অশ্-প্রত্যয়। দ্রুহ্যুষু। দ্রুহ-ধাতু জিঘাংসা-অর্থে ব্যবহৃত। সম্পদাদিলক্ষণে ভাবে ক্বিপ্-প্রত্যয়। দ্রুহকে—পরের ইচ্ছা করে। 'ছন্দসি পরেচ্ছায়ামপি' ইত্যাদি সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'ক্যাচ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রানুসারে উ-প্রত্যয়। অনুষু। অনধাতু প্রাণনার্থক। 'অনশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে (উ০ ১।৮) বিধীয়মান উ-প্রত্যয় বহুলবচনহেতু ইহা হইতেও হয়। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তির আদ্যুদাত্তত্ব। পূরুষু। পূরী-ধাতু আপ্যায়নার্থক। পূর্ণ হয়—এই অর্থে পূরবঃ পদ নিষ্পন্ন। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়॥ ৮॥

'যদুষু' 'তুর্ব্বশেষু' 'দ্রুহ্যুষু' 'অনুষু' এবং 'পূরুষু'—এই কয়েকটী পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। এই পদ-কয়েকটীর মর্ম্ম-গ্রহণ উপলক্ষে মন্ত্রে বিভিন্ন ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। অনুবাদকারগণ 'যদুষু' পদে 'যদু-গণের মধ্যে' 'তুর্ব্বশেষু' পদে 'হিংসা-পরায়ণ মনুষ্যগণের মধ্যে' এবং 'দ্রুহ্যুষু' পদে 'যাহারা অন্যের উপর উপদ্রব করে সেইরূপ মনুষ্যের মধ্যে' এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বা, 'উক্ত নামধেয়' অথবা 'উক্ত সকল বংশ-সম্ভূত জনগণের মধ্যে' এরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে 'অনুষু' পদে 'অনুগণের মধ্যে' এবং 'পূরুষু' পদে 'পূরুদিগের মধ্যে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এবম্প্রকার অর্থ-গ্রহণে মন্ত্রের যে ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ এস্থলে একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা তুর্ব্বশদিগের মধ্যে, দ্রুহ্যুদিগের মধ্যে, অনুদিগের মধ্যে, অথবা পূরুদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট-দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

(2) "If with the Yadus, Turvasas, ye sojourn, with Druhyus, Anus, Purus, Indra-Agni!

Even from thence, ye mighty Lords, come hither, and drink libations of the flowing Soma."

এই সকল অনুবাদ পাঠ করিলে মনে হয়, 'যদুষু' 'অনুষু' 'পূরুষু' 'তুর্ব্বশেষু' এবং 'দ্রুহ্যুষু'—এই পাঁচটী পদে পুরাণ-কথিত যযাতি রাজার যদু, অনু প্রভৃতি নামধেয় পঞ্চপুত্রের বংশধরগণকে লক্ষ্য করিতেছে, আর, এই মন্ত্র উচ্চারণের সময়, ইন্দ্র এবং অগ্নি যেন তাঁহাদিগের নিকট অবস্থান করিতেছেন। সেই স্থান হইতে আসিয়া সোম পান করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যেন আহ্বান করা হইতেছে।

আমরা সে দৃষ্টিতে উক্ত পাঁচটী পদের অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাই নাই। আমরা 'যদুষু' পদে 'অভিমতসাধন-সম্পন্ন নর-গণের মধ্যে' 'তুর্ব্বশেষু' পদে 'কর্ম্মপ্রভাবে ভগবদাশ্রয়-প্রাপ্ত জন-গণের মধ্যে' এবং 'দ্রুহ্যুষু' পদে 'রিপুবিমর্দ্দন-সমর্থ মনুষ্যগণের মধ্যে'—এইরূপ অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে সঙ্গতি দেখিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায়, 'অনুষু' পদে 'ভগবানের অনুসরণকারী জন-গণের মধ্যে' এবং 'পূরুষু' পদে 'বহু-সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জন-গণের মধ্যে' অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

এতদনুসারে প্রতিপন্ন হয়, মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতিদ্বয়! যাঁহারা অমৃত-সাধন-সম্পন্ন, স্বকীয় কর্ম্ম-প্রভাবে ভগবান্ যাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাঁহাদিগের মধ্যেই আপনাদিগের অধিষ্ঠান। যাঁহারা রিপুজয়ী—ষড়্‌রিপুর প্রাধান্য প্রতিহত করিতে সক্ষম, যাঁহারা অশেষ সৎকর্ম্মপরায়ণ এবং যাঁহারা সর্ব্বথা ভগবদনুসরণ-পর তাঁহাদিগের হৃদয়-মন্দিরই আপনাদিগের বিরাজ-স্থান। আপনাদিগের অনুগ্রহ-প্রাপ্তির উপযোগী কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আপনারা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন। সৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াই—সত্ত্বভাবানুসৃত কার্য্য সম্পাদন করিয়াই তাঁহারা, সত্ত্ব স্বরূপ আপনাদিগের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। সত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞানের এবং শক্তির অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের হৃদয়েও সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দিউন, সৎকর্ম্মের সম্পাদনে আমাদিগের প্রবৃত্তি আসুক। আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ হই। সৎকর্ম্মের সম্পাদনে সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় আমাদিগের অন্তরে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইবে, অভীষ্টদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা আসিয়া তাহাতে মিলিত হউন।' (১ম—১০৮সূ—৮ঋ)॥

—•—

নবমী ঋক্।

প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।

যদিন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং মধ্যমস্যাং

পরমস্যামুত স্থঃ।

অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। অবমস্যাং। পৃথিব্যাং। মধ্যমস্যাং।

পরমস্যাং। উত। স্থঃ।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য॥ ৯॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'অবমস্যাং' (নিকৃষ্টায়াং, পাপপরিপূর্ণায়াং ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাং' (অস্যাং ভূম্যাং) তথা 'মধ্যমস্যাং' (পাপ-পুণ্যমিশ্রিতায়াং অস্যাং পৃথিব্যাং) 'উত' (অপিচ) 'পরমস্যাং' (উৎকৃষ্টায়াং, সত্ত্ব-সহযুতায়াং অস্যাং পৃথিব্যাং) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে, যথাক্রমেণ ক্রিয়াপরৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ); 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎকারণং মম সম্যক্ত্য ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ) যুবাং 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি আগত্য চ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-সঞ্জাতস্য ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্ণীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যেন কর্ম্মণা পাপপঙ্ক-নিমজ্জিতান্ জনান্ পরিত্রায়েতঃ অস্মান্ তৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরুতং॥ (১ম—১০৮সূ—৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাপপরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে এবং পাপ-পুণ্য-মিশ্রিত এই পৃথিবীতে, অপিচ উৎকৃষ্ট, সত্ত্বসহযুত এই পৃথিবীতে যথাক্রমে অবস্থিতি করেন অর্থাৎ ক্রিয়াপর রহেন; আমাতে সেই কারণ সম্যক্ত করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন, অনন্তর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন।

(প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত জনগণকে আপনারা পরিত্রাণ করেন, আমাদিগকে তৎকর্ম্ম-পরায়ণ করুন।)॥ (১ম—১০৮সূ—৯ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

হে ইন্দ্রাগ্নী অবমস্যাং পৃথিব্যাং নিকৃষ্টায়ামস্যাং ভূম্যাং যদ্যপি স্থঃ। বর্ত্তমানৌ ভবথঃ। যদিবা মধ্যমস্যাং পৃথিব্যামন্তরিক্ষলোকে। অত্র পৃথিবীশব্দাস্ত্রয়োঽপি লোকেষু বর্ত্তন্তে। যথা যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যামুনামেতি। (তৈ০ স০ ১.২.১২)। উত অপিচ পরমস্যামুৎকৃষ্টায়াং দূরে বর্ত্তমানায়াং পৃথিব্যাং দ্যুলোকে যদি বা বর্ত্তেথে। অতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্থানাৎ হে বৃষণাবাগচ্ছতং। আগমনানন্তরং সুতং সোমং পিবতং।

অবমস্যাং। অবমশব্দাদুত্তরস্য ঙের্ব্যত্যয়েন স্যাডাগমঃ। এবমুত্তরত্রাপি ॥ ৯ ॥

• . •

নবম (১১৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবমস্যাং' 'মধ্যমস্যাং' এবং 'পরমস্যাং' এই তিনটী পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। উক্ত তিনটী পদই 'পৃথিব্যাং' পদের বিশেষণ। ভাষ্যকার ঐ তিনটী পদে যথাক্রমে, 'পৃথিবীতে' 'অন্তরিক্ষে' এবং 'আকাশে' এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অনুবাদকারগণও ভাষ্যকারের মতই পোষণ করেন। প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে মন্ত্রের ভাব এই যে,—'হে ইন্দ্রাগ্নি! পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে অথবা দ্যুলোকে,

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্র ও অগ্নি! 'অবমস্যাং পৃথিব্যাং' নিকৃষ্ট এই ভূমিতে 'যৎ' যদি 'স্থঃ' বর্ত্তমান থাকেন, যদি 'মধ্যমস্যাং পৃথিব্যাং' অন্তরিক্ষলোকে। এখানে পৃথিবী-শব্দ তিন লোকের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। যথা,—'যো দ্বিতীয়স্যাং তৃতীয়স্যাং পৃথিব্যামস্যামুনামা' (তৈ০ স০ ১।২।১২) ইতি। 'উত' অপিচ 'পরমস্যাং' উৎকৃষ্ট, দূরে বর্ত্তমান পৃথিবীতে—দ্যুলোকে, যদি বা বর্ত্তমান থাকেন, 'অতঃ' সকল স্থান হইতে 'বৃষণৌ' হে কামনার অভিবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা আসুন, আসিয়া অভিষুত সোম পান করুন।

অবমস্যাং। অবম-শব্দ-হেতু উত্তরের 'ঙি'র ব্যত্যয়ের দ্বারা স্যাট্-আগম। পরবর্ত্তী পদ-সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়াছে। (১ম—১০৮সূ ৯ঋ)॥

• . •

যেখানেই থাক, সেই স্থান হইতে আইস; অভীষ্টদাতা তোমরা, অভিষুত সোম পান কর।'

এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়, 'অবমস্যাং' 'মধ্যমস্যাং' এবং 'পরমস্যাং' এই তিনটী পদে, ত্রিলোককে বুঝাইতেছে। কিন্তু, আমরা মনে করি, উক্ত পদত্রয় পৃথিবীর তিন অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। সে তিন অবস্থা—নিকৃষ্ট অর্থাৎ পাপ-পরিপূর্ণ, মধ্যম অর্থাৎ পাপ-পুণ্যমিশ্রিত এবং উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সত্ত্বভাবময়। এই মন্ত্রের পরবর্তী মন্ত্রটীতেও উক্ত তিনটী পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কিন্তু, এখানে এই মন্ত্রে যে পর্য্যায়ে এই পদত্রয়ের ব্যবহার দেখি, পর-মন্ত্রের পর্য্যায় তদনুরূপ নাই। এখানে নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের প্রতি নির্দ্দেশ আছে। সেখানে উৎকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে উক্ত পদত্রয়ের মর্ম্ম উদ্ঘটনে প্রয়াস পাইয়াছি, তদনুসারে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—প্রধানতঃ পৃথিবীর তিন অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও পাপের পূর্ণপ্রাধান্য, কোথাও পাপ-পুণ্যের মিশ্রণে এক মধ্যবর্ত্তী ভাবের বিকাশ, আবার কোথাও বা মঙ্গলময় সত্ত্বভাব সতত বিরাজমান। এখানে প্রার্থনা জানান হইতেছে,—অভীষ্টপ্রদাতা, জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে শক্তির প্রভাবে, নিকৃষ্ট মধ্যম এবং উৎকৃষ্ট—এই তিন অবস্থায় অবস্থিত পৃথিবীতে আপনারা ক্রিয়াপর থাকেন, আমাতে সেই শক্তির সঞ্চার করিয়া দিউন; অর্থাৎ, যে কর্ম্মের প্রভাবে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত জনগণ, পাপপুণ্যের মধ্যবর্ত্তী জনগণ এবং সত্ত্বভাবের উদ্বোধনায় উদ্বুদ্ধ সাধকগণ, আপনাদিগের অপার করুণা লাভে সমর্থ হয়, আমাকে তৎকর্ম্মপরায়ণ করুন।'

ফলতঃ, মন্ত্রটী ভগমাহাত্ম্য-খ্যাপক ও প্রার্থনা-জ্ঞাপক। দেবতা যে কেবল মাত্র সৎকর্ম্মকারীরই উদ্ধার-সাধন করেন না, পরন্তু পাপপঙ্কে নিমগ্ন বিপন্ন জনগণের উপরও তাঁহাদিগের করুণাবারি যে সিঞ্চিত হয়; এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'অবমস্যাং' 'মধ্যমস্যাং' এবং 'পরমস্যাং' এই তিনটী পদে দেবতার সেই মহিমাই প্রকাশ পাইতেছে। পরিশেষে প্রার্থনায় বলা হইয়াছে,—'যে অপার মহিমার প্রভাবে, হে দেবদ্বয়! আপনারা পৃথিবীর যাবতীয় জীবগণকে পরিত্রাণ করেন, আমাতেও সেই মহিমার

সঞ্চার হউক; আমিও যেন আপনাদিগের কৃপায় সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই, সত্ত্বভাবের উদ্বোধনায় সমর্থ হই, আর তাহার ফলে আপনারা যেন আমার হৃদি-সঞ্জাত সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণ করেন,—আমাতে মিলিয়া থাকেন ॥ (১ম—১০৮সূ—৯ঋ)॥

—— • ——

দশমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্।)

যদিন্দ্রাগ্নী পরমস্যাং পৃথিব্যাং

মধ্যমস্যামবমস্যামুত স্থঃ।

অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা সোমস্য

পিবতং সুতস্য ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। পরমস্যাং। পৃথিব্যাং।

মধ্যমস্যাং। অবমস্যাং। উত। স্থঃ।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ। সোমস্য।

পিবতং। সুতস্য ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'পরমস্যাং' (উৎকৃষ্টায়াং, সত্ত্বসম্ভূতায়াং) 'পৃথিব্যাং' (ভূম্যাং) তথা 'মধ্যমস্যাং' (পাপ-পুণ্য-মিশ্রিতায়াং—পৃথিব্যাং ইতি যাবৎ) 'উত' (অপিচ) 'অবমস্যাং' (নিকৃষ্টায়াং, পাপপরিপূর্ণায়াং—পৃথিব্যাং ইতি যাবৎ) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে, যথাক্রমেণ ত্রিবিধে স্থানে ক্রিয়াপরৌ ভবথঃ ইত্যর্থঃ); 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎকারণং ময়ি সম্যাস্ত্য ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ) যুবাং 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি আগত্য ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-সঞ্জাতস্য ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্ণীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যেন কর্ম্মণা পরমস্থানাৎ আগত্য পাপসংসর্গযুতান্ লোকান্ উদ্ধারয়তঃ অস্মান্ তৎকর্ম্মপরায়ণান্ কুরুতং। (১ম—১০৮সূ—১০ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি! যে কারণে আপনারা উৎকৃষ্ট সত্ত্বসম্ভূত এই ভূমিতে এবং পাপপুণ্য-মিশ্রিত এই পৃথিবীতে, অপিচ নিকৃষ্ট পাপ-পরিপূর্ণ স্থানে অবস্থিত করেন, অর্থাৎ যথাক্রমে ত্রিবিধ স্থানে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই কারণকে আমাতে সম্যস্ত করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; অনন্তর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্ব্বক, আমার হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের দ্বারা পরমস্থান হইতে আগমন করিয়া পাপ-সংসর্গ-যুত লোকগণকে উদ্ধার করেন, আমাকে তৎকর্ম্মপরায়ণ করুন। (১ম—১০৮সূ—১০)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পূর্ব্ববদ্ব্যাখ্যেয়ং। এতা সাং স্তুতিবিশেষঃ। পূর্ব্বং ভূম্যাদিষু ত্রিষু লোকেষু যাবিন্দ্রাগ্নী তাবাগচ্ছতমিত্যুক্তং। ইদানীং তু দ্যুপ্রভৃতিষবরোহক্রমেণ বর্ত্তমানেষু ত্রিষু লোকেষু যাবিন্দ্রাগ্নী বর্ত্তেতে তাবাগচ্ছতমিতি প্রার্থ্যতে। (১ম—১০৮সূ—১০ঋ)।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ

ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বের ন্যায়। ইহা আপনাদিগের স্তুতি-বিশেষ। পূর্ব্বে, ভূম্যাদি তিন লোকের মধ্যে ইন্দ্র এবং অগ্নি-রূপে যেই দেবদ্বয়, তাঁহারা আসুন—এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এখন দ্যুঃ-প্রভৃতি অবরোহ-ক্রমে বর্ত্তমান তিন লোকের মধ্যে যেই ইন্দ্র ও অগ্নি বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা উভয়ে আসুন—এইরূপ প্রার্থনা করা হইতেছে। (১ম—১০৮সূ—১০ঋ)।

দশম (১১৭২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রটী প্রায় এই সূক্তের নবম ঋকের অনুরূপ। কেবলমাত্র, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋকের অন্তর্গত 'অবমস্যাং' 'মধ্যমস্যাং' এবং 'পরমস্যাং' এই তিনটী পদের প্রয়োগের পর্য্যায় অন্য প্রকার। পূর্ব্ব ঋকে বলা হইয়াছে,—'নিকৃষ্ট, মধ্যবর্ত্তী এবং উৎকৃষ্ট এই তিন অবস্থায় অবস্থিত পার্থিব জনগণ যে কর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবদ্বয়ের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়, সেই কর্ম্ম—সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবার ক্ষমতা অভীষ্ট-প্রদাতা দেবদ্বয় আমাকে প্রদান করুন।' এই মন্ত্রে উক্ত পদত্রয় 'পরমস্যাং' 'মধ্যমস্যাং' এবং 'অবমস্যাং' এই প্রকার পর্য্যায়ে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ পূর্ব্ব মন্ত্রে, ঐ তিনটী পদ উপলক্ষে ত্রিলোককে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মন্ত্রে, উক্ত পদত্রয়ের ব্যাখ্যা-ব্যপদেশে, স্বর্গের তিন অবস্থার বিষয় পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা মনে করি এই মন্ত্রেও ঐ পদত্রয় পৃথিবীর তিন অবস্থার বিষয় বিজ্ঞাপিত করিতেছে। সে তিন অবস্থা,—উৎকৃষ্ট—সত্ত্বময় পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে সত্ত্বভাবের পূর্ণ বিকাশ, মধ্যম—পাপ-পুণ্যময় পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে স্থানে পাপের এবং পুণ্যের সমান প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয় এবং নিকৃষ্ট পৃথিবী, অর্থাৎ পৃথিবীর যে অংশে পাপের প্রবল প্রতাপ প্রকাশমান।

এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কর্ম্মের প্রভাবে আপনারা পরম-স্থান হইতে অবতরণ করিয়া পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত জনগণকেও উদ্ধার করেন, আমাকে সেই কর্ম্ম-শক্তি প্রদান করুন। সে শক্তির দ্বারা সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ জনগণ হইতে পাপের প্রলোভনে প্রলুব্ধ জীবগণ পর্য্যন্ত সকলে আপনাদিগের অনুগ্রহ পাইয়া থাকে, আপনারা নিগুণে আমার হৃদয়ে সেই শক্তির সঞ্চার করিয়া দিউন। আমাতে মঙ্গলপ্রদ সত্ত্বভাবের সঞ্চার হউক, সত্ত্বভাবের প্রভাবে যেন আমি সৎকর্ম্মানুষ্ঠানপর হই এবং আমার অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম-সঞ্জাত সত্ত্বভাবের অংশ আপনারা গ্রহণ করুন; আর সেই সত্ত্বভাবে আপনারা মিশিয়া থাকুন।' (১ম—১০৮সূ—১০ঋ)।

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

যদিন্দ্রাগ্নী দিবিষ্ঠো যৎ পৃথিব্যাং যৎ

পর্ব্বতেষোষধীষপ্সু।

অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য॥ ১১॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। দিবি। স্থঃ। যৎ। পৃথিব্যাং। যৎ।

পর্ব্বতেষু। ওষধীষু। অপ্‌ৎসু।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ।

সোমস্য। পিবতং। সুতস্য॥ ১১॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'দিবি' (দ্যুলোকে, সত্ত্বনিলয়ে, স্বর্গে) 'স্থঃ' (বর্ত্তেথে, ক্রিয়াপদয়ো অন্বয়ঃ); তথা 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) 'পৃথিব্যাং' (ভূম্যাং, ইহজগতি) যুবাং ক্রিয়াপদয়ো অন্বয়ঃ ইতি শেষঃ; অপিচ, 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'পর্ব্বতেষু' (পাষাণসদৃশেষু কঠোরহৃদয়েষু) তথা 'ওষধীষু' (কর্ম্মফলাবসানপ্রাপ্তেষু জন্তুষু) তথা 'অপ্‌সু' (সত্ত্বভাবেষু) বর্ত্তেথে,

ক্রিয়াপরৌ ভবথঃ ইতি শেষঃ; 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎকারণং যস্মিন্ সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্টপূরকৌ দেবৌ) যুবাং 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং); 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি আগত্য চ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-সঞ্জাতস্য ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্ণীতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি অভীষ্টপূরক হে দেবৌ! যেন কারণেন সর্ব্বত্র যুবাং ক্রিয়াপরৌ ভবথঃ তৎকারণং অস্মাসু ক্রিয়াশীলং ভবতু। (১ম—১০৮সূ—১১ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা দ্যুঃ-লোকে—সত্ত্বনিলয় স্বর্গে ক্রিয়াপর হয়েন এবং যে কারণে আপনারা ইহজগতে ক্রিয়াপর হয়েন, অপিচ, যে কারণে আপনারা পাষাণসদৃশ কঠোর হৃদয়-সমূহে, কর্ম্মফলাবসানপ্রাপ্ত অন্তর-সমূহে, আর সত্ত্বভাবসমূহে ক্রিয়াপর হয়েন, সেই কারণকে আমাতে সম্যক্ করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন, অনন্তর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্ব্বক আমার হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি অভীষ্টপূরক হে দেবদ্বয়! যে কারণে সর্ব্বত্র আপনারা ক্রিয়াপর হয়েন, আমাদিগের মধ্যে সেই কারণ ক্রিয়াশীল হউক।)। (১ম—১০৮সূ—১১ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী দিবি দ্যুলোকে যদ্যপি স্থঃ। ভবথঃ। যদি বা পৃথিব্যাং ভূলোকে যদি বা পর্ব্বতেষ মেঘ্যাদিষু মেঘেষু বা। তথা ওষধীষু তিলমাষব্রীহ্যাদিষণ্বু উদকেষু চাস্বগ্রাহকতয়া যদি বা স্থঃ। হে কামাভিবর্ষকৌ যুবাং অতঃ সর্ব্বস্মাৎ স্থানাদা-গচ্ছতং। আগত্য চাভিষুতং সোমং পিবতং।

সায়ণভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি! 'দিবি' দ্যুলোকে 'যৎ' যদি 'স্থঃ' থাকেন, যদি 'পৃথিব্যাং' ভূলোকে যদি 'পর্ব্বতেষু' মেরু-প্রভৃতির মধ্যে অথবা মেঘসমূহের মধ্যে এবং 'ওষধীষু' তিলমাষ ব্রীহ্যাদির মধ্যে 'অপ্সু' উদকের মধ্যেও যদি অন্নগ্রাহক-রূপে 'স্থঃ' থাকেন, হে কামনার অভিবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা সকল স্থান হইতে আসুন এবং অভিষুত সোম 'পিবতং' পান করুন।

[1] পৃথিব্যাং। উদাত্ত বণ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। ওষধীষু। ওষঃ পাক আনুধীয়ন্ত ইতি ঔষধয়ঃ। কর্ম্মণ্যধিকরণে চেতি কি-প্রত্যয়ঃ। দাসীভারাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। তচ্চ ঘঞন্তমাদ্যুদাত্তং। ওষধেশ্চ বিভক্তাবপ্রথমায়ামিতি দীর্ঘঃ॥ ১১॥

• • •

একাদশ (১১৭৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যৎ' এবং 'অতঃ'—এই দুইটী পদের অর্থই প্রথম অনুধাবনীয়। অতঃপর, মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত 'দিবি' 'পর্ব্বতেষু' 'ওষধীষু' এবং 'অপ্সু'—এই কয়েকটী পদের মর্ম্ম প্রণিধান-যোগ্য। আমরা এস্থলেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ন্যায়, 'যৎ' পদে 'যেই কারণে' এবং 'অতঃ' পদে 'এই কারণে, অর্থাৎ সেই কারণ আমাতে সম্যুক্ত করিয়া'—এই প্রকার অর্থ-গ্রহণে ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। অপিচ, ঐ পদদ্বয়ের ভাষ্যানুমোদিত অর্থেও ভাবসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর, 'দিবি' 'পর্ব্বতেষু' এবং 'ওষধীষু'—এই তিনটী পদ-উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে কি প্রকার অর্থ গৃহীত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে। 'দিবি' পদের অর্থে, ব্যাখ্যাকারগণ, 'দ্যুলোকে' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছেন। 'পর্ব্বতেষু' পদে 'মেরু-প্রভৃতি' অথবা 'মেঘ-সমূহ' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। কেহ বা ঐ পদে 'পর্ব্বত-সমূহের মধ্যে' অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যে 'ওষধীষু' পদে, 'তিল, মাষ, ব্রীহী প্রভৃতির মধ্যে' এইরূপ অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ ঐ পদে কোন শস্য-বিশেষের নামোল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা 'শস্য' অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 'অপ্সু' পদে 'উদকের মধ্যে' প্রতিবাক্য সকল ব্যাখ্যাতেই গৃহীত

---

[1] পৃথিব্যাং। 'উদাত্তযণঃ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বিভক্তির উদাত্তত্ব। ওষ-ধাতু পাকার্থক। "আনুধীয়তে" ইত্যাদি বাক্যে 'ঔষধয়ঃ' পদ হয়। 'কর্ম্মণ্যধিকরণে চ' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। তাহা ও ঘঞন্ত আদ্যুদাত্ত। 'ওষধেশ্চ বিভক্তাবপ্রথমায়াং' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ॥ ১১॥

• • •

হইয়াছে। এই প্রকারে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে যে,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি পর্ব্বতে, বা দ্যুলোকে বা শস্যে, বা পৃথিবীতে, বা জলের মধ্যে অবস্থিত থাক, তাহা হইলে সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস; অভিযুত সোম পান কর।' ইহাতে দেবদ্বয়ের স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। পরন্তু, পূর্ব্বে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয়ে মনুষ্যপ্রকৃতির সমাবেশ-সূচক যে অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে, এখানে সে অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুষ্য-প্রকৃতি-বিশিষ্ট দেবতা বা মনুষ্য শস্যাদির মধ্যে কি প্রকারে অবস্থিত থাকিতে পারেন? অতএব, 'ওষধীষু' প্রভৃতি পদ যে ভিন্নার্থ-প্রকাশক, তাহা স্বতঃই উপলব্ধ হয়।

এই দৃষ্টিতেই আমরা, ঐ সমস্যা-মূলক পদ-কয়েকটীর নিগূঢ় অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছি। 'পর্ব্বতেষু' পদে 'পাষাণ-সদৃশ কঠিন হৃদয়ে', 'অপ্সু' পদে 'সত্ত্বভাবের মধ্যে' এবং 'দিবি' পদে 'দ্যুলোকে—সত্ত্বভাবের নিলয় স্বর্গে'—এই প্রকার অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে আমরা পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। সেই অর্থই এখানে সমীচীন। সেই দৃষ্টিতেই আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'ওষধীষু' পদে 'কর্ম্মফলাবসানপ্রাপ্ত অবস্থা'—অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

এবম্প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয়, মন্ত্রটী প্রার্থনা-মূলক। এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'হে জ্ঞানের এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতি দেবদ্বয়! যে কারণে সত্ত্বনিলয় স্বর্গে আপনারা অবস্থান করেন, যে কারণে ইহসংসারে আপনাদিগের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, আমাতে সেই কারণের সঞ্চার করুন। যে কারণে পাষাণ-সদৃশ কঠোর হৃদয়ে এবং কর্ম্মফলাবসান-প্রাপ্ত জনগণের অন্তরে আপনাদিগের আবির্ভাব হয়, অপিচ যে কারণে আপনারা সত্ত্বভাব-সমূহের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন, আমার হৃদয়ে সেই কারণের সঞ্চার করিয়া দিউন; যদ্দ্বারা আমার হৃদয় আপনাদিগের মহিমা লাভে সমর্থ হয়, তাহা বিহিত হউক। অর্থাৎ,—হে সত্ত্বময় দেবদ্বয়! দয়া করিয়া আমার হৃদয়ে সৎকর্ম্ম-সাধন-স্পৃহার সঞ্চার করিয়া দিউন; এবং সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ে যে সত্ত্বভাবের সঞ্চার হইবে, আপনারা তাহাতে মিশিয়া থাকুন॥' (১ম—১০৮সূ—১১ঋ)॥

— • —

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

যদিন্দ্রাগ্নী উদিতা সূর্য্যস্য মধ্যে দিবঃ

স্বধয়া মাদয়েথে।

অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতমথা

সোমস্য পিবতং সুতস্য ॥ ১২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যৎ। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। উৎ-ইতা। সূর্য্যস্য। মধ্যে। দিবঃ।

স্বধয়া। মাদয়েথে ইতি।

অতঃ। পরি। বৃষণৌ। আ। হি। যাতং। অথ।

সোমস্য। পিবতং সুতস্য ॥ ১২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যৎ' (যস্মাৎ কারণাৎ) যুবাং 'উদিতা' (প্রকাশমানস্য) 'সূর্য্যস্য' (প্রজ্ঞানস্য) 'মধ্যে' (অভ্যন্তরে) তথা 'দিবঃ' (দ্যোতমানস্য স্বর্গস্য, সত্ত্বভাবস্য সমীপে ইত্যর্থঃ) 'স্বধয়া' (তেজসা) 'মাদয়েথে' (হৃষ্টৌ ভবথঃ); 'অতঃ' (অস্মাৎ কারণাৎ, তৎকারণং মত্বা সম্যক্ ইত্যর্থঃ) 'বৃষণৌ' (হে অভীষ্ট-পূরকৌ দেবৌ) যুবাং 'পরি' (সর্ব্বতোভাবেন) 'হি' (নিশ্চিতং) 'আ যাতং' (মম হৃদি আগচ্ছতং), 'অথ' (অনন্তরং, হৃদি আগত্য চ ইত্যর্থঃ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য—মম হৃদি-

সত্ত্বাত্মনা ইতি যাবৎ) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশং ইতি যাবৎ) 'পিবতং' (পানং কুরুতং, গৃহ্নীতং); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ। যেন কারণেন প্রজ্ঞানেন সত্ত্বভাবেন চ সহ সম্বন্ধযুক্তৌ সন্তৌ যুবাং তৃপ্তথঃ, তৎকারণং অস্মাসু ক্রিয়াপরং ভবতু ॥* (১ম—১০৮সূ—১২ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কারণে আপনারা প্রকাশমান প্রজ্ঞানের অভ্যন্তরে এবং স্তোতমান্ স্বর্গের বা সত্ত্বভাবের সম্বন্ধীয় তেজের দ্বারা তৃপ্ত হয়েন, সেই কারণকে আমাতে সন্ন্যস্ত করিয়া, হে অভীষ্টপূরক দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বতোভাবে নিশ্চয় আমার হৃদয়ে আগমন করুন; অনন্তর অর্থাৎ হৃদয়ে আগমন-পূর্ব্বক, আমার হৃদি-সঞ্জাত বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশকে গ্রহণ করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে কারণে প্রজ্ঞানের এবং সত্ত্বভাবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আপনারা তৃপ্ত হয়েন, সেই কারণ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াপর হউক।) ॥ (১ম—১০৮সূ—১২ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী উদিতা উদিতস্তোদয়ং প্রাপ্তস্য সূর্য্যস্যাদিত্যস্য সম্বন্ধিনো দিবো দ্যোতমানস্য অন্তরিক্ষস্য মধ্যে মধ্যমভাগে স্বধয়াত্মীয়েন তেজসা হবির্লক্ষণেনান্নেন বা যস্মাৎ কারণাৎ মাদয়েথে। তৃপ্তৌ ভবথঃ। তস্মাৎ কারণাদতঃ সর্ব্বস্মাদন্তরিক্ষভাগাৎ হে কামাভিবর্ষকাবিন্দ্রাগ্নী আগচ্ছতং। আগমনানন্তরমভিষুতং সোমং পিবতং ॥

উদিতা। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা ডাদেশঃ। দিবঃ। উড়িদমিতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। মাদয়েথে। মদ তৃপ্তিযোগে। চুরাদিরাত্মনেপদী ॥ (১ম—১০৮সূ—১২ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি 'উদিতা' উদিত, উদয়প্রাপ্ত 'সূর্য্যস্য' আদিত্যের সম্বন্ধীয় 'দিবঃ' দ্যোতমান্ অন্তরিক্ষের 'মধ্যে' মধ্যভাগে 'স্বধয়া' আত্ম তেজের দ্বারা অথবা হবির্লক্ষণ অন্নের দ্বারা 'যৎ' যেই কারণে 'মাদয়েথে' তৃপ্ত হয়েন, সেই কারণে 'অতঃ' সকল অন্তরিক্ষভাগ হইতে, হে কামনার অভিবর্ষক ইন্দ্র ও অগ্নি! আপনারা আসুন, আসিয়া অভিষুত সোম 'পিবতং' পান করুন।

উদিতা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীকে ডা-আদেশ। দিবঃ। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। মাদয়েথে। মদ-ধাতু তৃপ্তি-যোগে। চুরাদিগণীয় আত্মনেপদী। (১ম—১০৮সূ—১২ঋ) ॥

• • •

দ্বাদশ (১১৭৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'যৎ' 'সূর্য্যস্য' 'মধ্যে' 'দিবঃ' 'স্বধয়া' এবং 'অতঃ' এই কয়েকটী পদের মর্ম্ম আলোচনার বিষয়ীভূত। 'যৎ' এবং 'অতঃ' পদদ্বয়ের অর্থ পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যায় প্রকাশ পাইয়াছে। এক্ষণে অবশিষ্ট চারিটী পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ঐ কয়েকটী পদ উপলক্ষে ব্যাখ্যাকারগণ কি প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, প্রথমতঃ তাহাই আলোচ্য। 'সূর্য্যস্য' পদে 'সূর্য্যের' এবং 'মধ্যে' পদে 'মধ্যভাগে' প্রতিবাক্য ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষ্যকার 'দিবঃ' পদে 'দ্যোতমান অন্তরিক্ষের'—এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। 'স্বধয়া' পদে 'আত্মতেজের দ্বারা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। এই প্রকার অর্থ গ্রহণে মন্ত্রের যে ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে যেন বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্য্য উদিত হইলে দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হইতে থাক, তাহা হইলে, সে স্থান হইতে আইস; অভিষুত সোম পান কর।' এই প্রকার অর্থ হইতে দেবদ্বয়ের প্রকৃত স্বরূপ-তত্ত্ব কিছুই প্রকাশ পায় না। পরন্তু গৃহীত অর্থেরও পূর্ব্বাপর সমন্বয় দৃষ্ট হয় না। যাঁহাদিগের নিজের তেজ আছে, সূর্য্য উদিত হইলে সূর্য্যের তেজে অন্তরীক্ষে তাঁহারা হৃষ্ট হইবেন কেন? স্বীয় প্রভায় তৃপ্ত হইবার ক্ষমতা কি তাঁহাদের নাই!

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমরা 'সূর্য্যস্য' পদে 'প্রজ্ঞানের', 'মধ্যে' পদে 'অভ্যন্তরে' এবং 'দিবঃ' পদে 'দ্যোতমান্ স্বর্গের অর্থাৎ সত্ত্বভাবের সম্বন্ধীয়' এইরূপ অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'স্বধয়া' পদে আমরা 'তেজের দ্বারা' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এতদনুসারে এই মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেবদ্বয়! যে কারণে প্রকাশমান্ প্রজ্ঞানের মধ্যে আপনারা তৃপ্ত হইয়া অবস্থান করেন, এবং যে কারণে স্বর্গের বা সত্ত্বভাবের সম্বন্ধীয় তেজের দ্বারা আপনারা হর্ষপ্রাপ্ত হয়েন, আমাতে সেই কারণ ন্যস্ত করুন। আমার হৃদয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিউন এবং আমাকে সত্ত্বভাবানুসৃত কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানকার প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে,—অভীষ্টপ্রদাতা হে দেবদ্বয়! আপনারা আমাকে সৎকর্ম্ম পরায়ণ করুন। সৎকর্ম্মের সম্পাদনে আমার অন্তঃকরণে যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে, আপনারা তাহা গ্রহণ করুন—তাহাতে আপনারা সর্ব্বদা মিশিয়া থাকুন॥ (১ম—১০৮সূ—১২ঋ)॥

—:০:—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। অষ্টাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

এবেন্দ্রাগ্নী পপিবাংসা সুতস্য বিশ্বাস্মভ্যং
সং জয়তং ধনানি।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ
সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ১৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

এব। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। পপিঽবাংসা। সুতস্য। বিশ্বা। অস্মভ্যং।
সং। জয়তং। ধনানি।
তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ।
সিন্ধুঃ। পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ১৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'এব' (এবম্প্রকারেণ) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য সত্ত্বভাবস্য অংশং) 'সপিবাংসা' (পীতবন্তৌ, গৃহীতবন্তৌ) যুবাং 'অস্মভ্যং' (নঃ) 'বিশ্বা' (সর্ব্বাণি) 'ধনানি' (ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণি বিত্তানি) 'সংজয়তং' (প্রযচ্ছতং); 'তৎ' (তস্মাৎ, তেন কর্ম্মণা ইত্যর্থঃ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ, অদিতিদেবতা) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবীঃ' (প্রথিতা পৃথ্বীদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বভাবনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা, সত্ত্বরূপঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ! অস্মাসু সত্ত্বসঞ্চয়ং কৃত্বা তেন সহ যুবাং বিরাজতং, অতঃ তেন কর্ম্মণা সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বতোভাবেন অস্মান্ রক্ষন্তু॥ (১ম · ১০৮সূ—১৩ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! এবম্প্রকারে বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণকারী আপনারা আমাদিগকে সকল ধন—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-রূপ ধন-সমূহ—প্রদান করুন; সেই কর্ম্মের দ্বারা মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্ট-বর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেবতা, স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বভাবনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বসঞ্চয় করিয়া তাহার সহিত আপনারা বিরাজ করুন। আর সেই কর্ম্মের দ্বারা সকল দেবগণ সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১০৮সূ—১৩ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী সুতস্যাভিষুতং সোমমেব এবং সপিবাংসা পীতবন্তৌ যুবামস্মভ্যং বিশ্বা সর্ব্বাণি ধনানি সংজয়তং। প্রযচ্ছতং। যদনেন সূক্তেন প্রার্থিতং তন্মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি! 'সুতস্য' অভিষুত সোমকে 'এব' এই প্রকারে 'সপিবাংসা' পানকারী আপনারা দুই জনে আমাদিগকে 'বিশ্বা' সকল 'ধনানি' ধনসমূহ 'সংজয়তং' প্রদান করুন। যাহা এই সূক্তের দ্বারা প্রার্থিত, মিত্রাদি দেবগণ তাহা 'মমহন্তাং' পূজিত করুন।

সপিবাংসা। পা পানে। লিটঃ কসুঃ। বস্বেকাজাদ্ঘসামিতীড়াগমঃ। ১৩।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একবিংশো বর্গঃ। ১।৭।২১।

ত্রয়োদশ (১১৭৫) ঋকের বিশদার্থ।

পূর্ব্ববর্ত্তী দ্বাদশটী মন্ত্রের প্রার্থনায় প্রকাশ পাইয়াছে,—'অভীষ্টদাতা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি হে দেবদ্বয়! যদ্দ্বারা আপনারা তৃপ্ত হয়েন, যে কর্ম্মের সম্পাদনে আপনাদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয় এবং যে শক্তির প্রভাবে আপনারা জীবগণকে করুণা বিতরণ করেন; আমাতে সেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-শক্তির সঞ্চার করিয়া দিউন।' এই প্রকারে দেবতার নিকট সূক্তান্তর্গত পূর্ব্ব-ব্যাখ্যাত দ্বাদশটী মন্ত্রের দ্বারা দেব-সমীপে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া, এই মন্ত্রের প্রথম চরণে বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের অংশ গ্রহণকারী আপনারা (সুতস্য সপিবাংসা); এই প্রকারে, অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে কর্ম্মশক্তির সঞ্চার করিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মে—সত্ত্বভাবানুসৃত কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার (বিশ্বা) ধন (ধনানি) অর্থাৎ ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ-ফল প্রদান করুন।' আমরা যে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ নিষ্কাশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তদনুসারে প্রথম চরণের প্রার্থনায় এবম্বিধ ভাবই উপলব্ধ হয়। ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে, মন্ত্রান্তর্গত 'সুতস্য' এবং 'ধনানি' পদের যে, 'অভিষুত সোম' এবং 'ধন' অর্থ গৃহীত হইয়াছে—আমাদিগের ব্যাখ্যায় সে ভাব একেবারে উল্টাইয়া গিয়াছে। আমরা 'সুতস্য' পদে 'সত্ত্বভাবস্য' প্রতিবাক্য গ্রহণ-পক্ষে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখিয়াছি। এ স্থলেও ঐ প্রকার অর্থের যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়।

সপিবাংসা। পা-ধাতু পানার্থক। লিটে কসু-প্রত্যয়। 'বস্বেকাজাদ্ঘসাং' ইত্যাদি সূত্রে ইট্ আগম। (৭অ—১০৮সূ—১৩ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে একবিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।২১।

'ধনানি' পদে 'ধনসমূহ' অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা যে দৃষ্টিতে ঐ প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, তদনুসারে 'ধনসমূহ' প্রভৃতি-বাক্যে ঐহিক ধনকে নির্দ্দেশ করে নাই; দেবতা বা দেবভাবের নিকট যে ধন লাভের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হয়, সে ধন মণি-মানিক্যাদি পার্থিব ধন নহে; সে ধন—ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ-রূপ ধন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে সে ভাব প্রকাশ পায় নাই। তাহাতে 'সুতস্য' পদে অভিযুত সোমলতার রসের প্রতি লক্ষ্য রহিয়াছে। 'ধনানি' পদের 'ধন' অর্থে কোন ধনকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা উল্লেখ করা হয় নাই। ব্যাখ্যাদি অনুসারে এই মন্ত্রের প্রথম চরণ হইতে এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেন ইন্দ্রকে এবং অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এইরূপে আমাদিগের অভিযুত সোম পান কর, এবং আমাদিগকে সকল ধন প্রদান কর।'

এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের দ্বিতীয় চরণের সম্পূর্ণ অনুরূপ। এই চরণান্তর্গত পদাবলির ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনা এই যে,—'সকল দেবতা এবং দেবভাব আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' (১ম—১০৮সূ—১৩ঋ)॥

—•—

নবোত্তরশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

বিহীত্যষ্টর্চ্চং চতুর্থং সূক্তং। অনুক্রান্তং চ বিহ্যষ্টাবিতি। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ। সূক্ত-বিনিয়োগো লৈঙ্গিকঃ॥

• • •

নবোত্তরশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'বি হি' ইত্যাদি আটটি ঋক্‌যুক্ত চতুর্থ সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। 'বি হি অষ্টৌ' —এইরূপ অনুক্রান্ত আছে। ঋষ্যাদি পূর্ব্ববৎ। সূক্তের বিনিয়োগ লৈঙ্গিক।

• • •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। অষ্টাবিংশেকোনত্রিংশৌ বর্গৌ।

নবোত্তরশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের দেবতা ও ঋষি পূর্ব্ব সূক্তেরই অনুরূপ। সূক্তে আটটি ঋক্ আছে। উহার সকল ঋক্ই বিশেষ সমস্যাময়। কোনও ঋকের অর্থে ইন্দ্রকে ও অগ্নিকে মনুষ্য বলিয়া মনে হয়; কোনও ঋকের অর্থে সাধারণ দৃষ্টিতেই তাঁহাদিগকে মনুষ্যের অতীত বস্তু বলিয়া ধারণা জন্মে।

প্রথম ঋকের প্রচলিত অর্থে বলা হইয়াছে,—'তোমরা জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় ধনদান কর।' এইরূপ চতুর্থ ঋকের ও পঞ্চম ঋকের প্রচলিত অর্থে প্রকাশ,—'তোমরা ঘোটকে আরোহণ-পূর্ব্বক এই যজ্ঞে আসিয়া কুশে উপবেশন-পূর্ব্বক সোমরস পান কর।' এবম্প্রকার অর্থে তাঁহাদিগকে মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে করা যাইতে পারে না। কিন্তু আবার অন্যত্র (ষষ্ঠ ঋকের প্রচলিত অর্থে) বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা আকাশ অপেক্ষা, পৃথিবী অপেক্ষা, নদী ও পর্ব্বত-সমূহ অপেক্ষা, এমন কি অন্য সকল ভুবন অপেক্ষাও বড়।' এবম্প্রকার বাক্যসম্পন্নকে মনুষ্য বলিয়া মনে করিতে পারি কি?

বেদের ব্যাখ্যায় এই প্রকার সমস্যাই উপস্থিত হইয়া আছে। আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিতেছি,—বেদ দর্পণ-স্বরূপ; চিত্ত-বৃত্তির তারতম্য অনুসারে বেদের মর্ম্ম হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়া থাকে। সূক্ত-সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় ঋকের ব্যাখ্যা-মুখেই বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমে মণ্ডলে নবোত্তরশততমং সূক্তং। ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ।
বিনিয়োগঃ লৈঙ্গিকঃ।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

বিহ্যখ্যং মনসা বস্ব ইচ্ছন্নিন্দ্রাগ্নী জ্ঞাস
উত বা সজাতান্।
নান্যা যুবৎ প্রমতিরস্তি মহ্যং স বাং
ধিয়ং বাজয়ন্তীমতক্ষং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বি। হি। অখ্যং। মনসা। বস্বঃ। ইচ্ছন্। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। জ্ঞাসঃ।
উত। বা। সহজাতান্।
ন। অন্যা। যুবৎ। প্রহমতিঃ। অস্তি। মহ্যং। সঃ। বাং।
ধিয়ং। বাজহয়ন্তীং। অতক্ষং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'বস্বঃ' (প্রশস্তং ধনং) 'ইচ্ছন্' (কাময়মানঃ অহং) 'জ্ঞাসঃ' (জ্ঞাতীন্) 'উত বা' (অপি বা) 'সজাতান্' (বান্ধবান্ চ) 'মনসা' (বুদ্ধ্যা, অন্তরেণ সহ) 'বিহ্যখ্যং' (বিশেষেণ উপাসয়ামি); যস্মাৎ সাধারণতঃ বয়ং মনুষ্যাণাং উপাসনাং কুর্ম্মঃ—ইতি ভাবঃ; কিন্তু 'যুবৎ' (যুবাভ্যাং) 'অন্যা' (অন্যেন কেনচিৎ)

'মহ্যং' (মে—মম ইতি যাবৎ) 'প্রমতিঃ' (প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ) 'ন অস্তি' (ন বিদ্যতে, ন সম্ভবতি ইতি ভাবঃ); যুবাং বিনা আত্মীয়বান্ধবঃ কোহপি সদ্‌বুদ্ধিপ্রদানায় সমর্থঃ ন ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'সঃ' (যুবয়োঃ প্রদত্তয়া তাদৃশ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ অহং) 'বাং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনীং) 'বাজয়ন্তীং' (সৎকর্ম্মসাধনং ইচ্ছন্তীং) 'ধিয়ং' (বুদ্ধিং) 'অতক্ষং' (উৎপাদয়ামি); দেবভাবস্য সহায়তয়া এব ময়ি সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিঃ জাগরূকাঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৯সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! প্রশংসনীয় ধনকে কামনা করিয়া আমি জ্ঞাতিগণকে এবং বন্ধুগণকে মনে মনে বিশেষ প্রকারে উপাসনা করি; (ভাব এই যে,—ধনের জন্য সাধারণতঃ আমরা মনুষ্যগণের উপাসনা করিয়া থাকি); কিন্তু আপনাদিগ হইতে অন্য কাহারও দ্বারা আমাকে প্রদত্ত প্রকৃষ্ট বুদ্ধি সম্ভবপর নহে; (অর্থাৎ, আপনারা ভিন্ন অন্য কেহই সদ্‌বুদ্ধি-প্রদানে সমর্থ নহে); আপনাদিগের প্রদত্ত তাদৃশ বুদ্ধিযুক্ত আমি, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় সৎকর্ম্মসাধন-ইচ্ছাকারী বুদ্ধিকে উৎপাদন করি; (ভাব এই যে,—দেবভাবের সহায়তাতেই আমার মধ্যে সৎকর্ম্মসাধন-প্রবৃত্তি জাগরূক হয়।)। (১ম—১০৯সূ—২ঋ)।।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী বাং প্রশস্তং ধনমিচ্ছন্ কাময়মানোঽহং জানো জ্ঞাতীন্ উত বা অপি বা স্যালান্। সমানজন্মানো জ্ঞাতি স্যালাতিরিক্তান্ বান্ধবান্ তাংশ্চ মনসা বুদ্ধ্যা বিহব্যাং। যুবামেব জ্ঞাতিরূপেণ সখিরূপেণ চ ব্যজানিষং। তে হি সমস্ত দাতারো ভবন্তি। অপিচ যুবং যুবাভ্যামন্যো অন্যেন কেনচিন্মহ্যং দত্তা প্রমতিঃ প্রকৃষ্টা বুদ্ধির্নাস্তি। যদীয়া-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি! 'বাং' প্রশস্ত ধনকে 'ইচ্ছন্' কাময়মান্ আমি 'জানঃ' জ্ঞাতিগণকে 'উত বা' আর ও 'স্যালান্' সমান জন্ম যাহাদের তাহারা জ্ঞাতি, অথবা অতিরিক্ত বান্ধবগণকেও 'মনসা' বুদ্ধির দ্বারা 'বি হব্যং' আপনাদিগকেই জ্ঞাতি-রূপে এবং বন্ধু-রূপে জানি। আপনারা নিশ্চয়ই ধনদাতা হয়েন; অপিচ, 'যুবৎ' আপনাদিগের 'অন্যা' অন্য কাহারও দ্বারা 'মহ্যং' আমাকে দত্ত 'প্রমতিঃ' প্রকৃষ্ট বুদ্ধি 'ন অস্তি' নাই, আমার

যৈষা প্রকৃষ্টা বুদ্ধিঃ সা যুবাভ্যামেব দত্তা। স তাদৃশ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তোঽহং বাং যুবয়োঃ সম্বন্ধিনীং বাজবন্তীমন্নমত্যামিচ্ছন্তীং ধিয়ং ধ্যানেন নিষ্পন্নাং স্তুতিমতক্ষং। অকার্ষং।

অখ্যং। অস্যতিবক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙিতি চ্লেরঙাদেশঃ। যন্তঃ। যমুশব্দাদীয়সুন্। টেরিতি টিলোপঃ। ছান্দস ঈকারলোপঃ। জ্ঞাসঃ। সুখদুঃখাদিকং জানন্তীতি জ্ঞাসো জ্ঞাতয়ঃ। জ্ঞা অববোধনে। ঔণাদিকোঽসুন্। ব্যত্যয়েন বিভক্তেরুদাত্তত্বং। যুবৎ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তের্লুক্। বার্থাভিধায়কত্বাৎ যুবাবৌ দ্বিবচন ইতি যুষ্মচ্ছব্দো-মপর্যন্তস্য যুবাদেশঃ। (১ম—১০৯সূ—১ঋ)।

• • •

প্রথম (১১৭৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:× • ×:—

ধনের জন্য আমরা মনুষ্যের উপাসনা করিয়া থাকি, কিন্তু মনুষ্য কোন্ ধন প্রদান করিতে পারে? যে ধন শ্রেষ্ঠ, যে ধন নিবাসস্থানপ্রদাতা, যে ধন লাভ করিলে অপর সকল ধনের আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয়, সে ধন কি কখনও মানুষে দিতে পারে? মানুষের প্রদত্ত ধনে কখনও অভাব পূরণ হয় না। এ মন্ত্র সেই তত্ত্ব বিজ্ঞাপিত করিতেছে। মানুষ যে মানুষকে শ্রেষ্ঠ ধন প্রদান করিতে পারে না, মানুষ যে মানুষকে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি দিতে সমর্থ নহে; দেবতার কৃপা ভিন্ন, হৃদয়ে দেবভাবের উন্মেষণ ভিন্ন, পরমার্থ-রূপ ধন এবং সদ্বুদ্ধি কখনও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দেবতার প্রতি অনুরক্ত হইলে সৎকর্ম্ম-সাধনের উপযোগী

এই যে প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তাহা আপনাদিগ-কর্ত্তৃকই দত্ত। 'সঃ' তাদৃশ বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত আমি 'বাং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'বাজয়ন্তীং' অন্নকে, আমাদিগের ঈপ্সিত 'ধিয়ং' ধ্যানের দ্বারা নিষ্পন্ন স্তুতিকে 'অতক্ষং' করিয়াছিলাম।

অখ্যং। লুঙে 'অস্যতি বক্তিখ্যাতিভ্যোঽঙ্' ইত্যাদি সূত্রানুসারে চ্লেরঙ্-আদেশ। যন্তঃ। যমুশব্দ-হেতু ঈয়সুন্-প্রত্যয়। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। ছান্দসে ঈকার লোপ। জ্ঞাসঃ। সুখ দুঃখাদি যাহা জানে জানে। এই বাক্যে 'জ্ঞাসঃ' পদের অর্থ জ্ঞাতি-গণ। জ্ঞা-ধাতু অববোধনার্থক। ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়। ব্যত্যয়ের দ্বারা বিভক্তির উদাত্তত্ব। যুবৎ। 'সুপাং সুলুক' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির লোপ। বার্থাভিধায়কত্ব-হেতু 'যুবাবৌ দ্বিবচনে' ইত্যাদি সূত্রে যুষ্মদ্‌পদের ম-পর্য্যন্তের যুবাদেশ। (১ম—১০৯সূ—১ঋ)।

• • •

বুদ্ধি উৎপন্ন হয় এবং তদ্দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা মনে করি, এই তত্ত্বই এই মন্ত্রে প্রখ্যাত আছে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু ভাবার্থ অন্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তদনুসারে, কোনরূপ নিত্য-সত্য তত্ত্ব যে এই মন্ত্রে প্রকটিত আছে, তাহা উপলব্ধ হয় না। প্রচলিত অর্থে প্রকাশ, এই মন্ত্রে যেন ইন্দ্র ও অগ্নি নামধেয় মনুষ্য প্রকৃতি-বিশিষ্ট দুই জন দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে—'আপনাদিগকে আমি জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি; আপনারা আমাকে ধন এবং বুদ্ধি প্রদান করেন। আপনাদিগের তৃপ্তির উদ্দেশে, এই দেখুন, কেমন আমি স্তোত্র রচনা করিয়াছি।' মন্ত্রে 'ধিয়ং অতক্ষং' পদদ্বয় আছে; তাহা হইতে 'মন্ত্র রচনা করিয়াছি'—এইরূপ অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, আমরা বলি, ঐ দুই পদে 'দেবতার কৃপায় সদ্বুদ্ধি প্রাপ্তির ভাব' প্রকাশ পায়। অন্যান্য বিষয়ে ভাব পার্থক্য ভাষ্যের সহিত আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার সমালোচনায় উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১০৯সূ—১ঋ)॥

—•—

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুরুত

বা ঘা স্যালাৎ।

অথা সোমস্য প্রয়তী যুবভ্যামিন্দ্রাগ্নী

স্তোমং জনয়ামি নব্যম্॥ ২॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

অশ্রবং। হি। ভূরিদাবৎহত্তরা। বাং। বিজামাতুঃ। উত।

বা। ঘ। স্যালাৎ।

অথ। সোমস্য। প্রহয়তী। যুবহভ্যাং। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

স্তোমং। জনয়ামি। নব্যং ॥ ২ ॥

• • • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'বাং' (যুবাং) 'ভূরিদাবত্তরা' (প্রকৃষ্টদানশীলৌ) 'অশ্রবং হি' (ইত্যেবং অশ্রৌষং, শৃণোমি বা), 'উত বা' (অপিচ) 'বিজামাতুঃ' (বিশিষ্টং অপত্যং উৎপাদয়িতুঃ, বিশিষ্টধনপ্রদাতুঃ ইত্যর্থঃ) 'স্যালাৎ' (শালাৎ, গৃহাৎ, হৃদয়াৎ ইত্যর্থঃ) 'ঘ' (রিপূণাং হন্তারৌ ভবথঃ—ইতি ভাবঃ) ; 'অথ' (অনন্তরং, তাদৃশৌ গুণোপেতৌ যুবাং ইতি জ্ঞাত্বা ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যুবভ্যাং' (যুবাভ্যাং) 'সোমস্য' (সত্ত্বভাবস্য—অংশঃ ইতি যাবৎ) 'প্রয়ন্তী' (উৎসর্গায়) 'নব্যং' (অভিনবং চিরনূতনং) 'স্তোমং' (স্তোত্রং, মন্ত্রং) 'জনয়ামি' (হৃদি উৎপাদয়ামি, প্রতিষ্ঠাপয়ামি ইত্যর্থঃ)। মন্ত্রোঽয়ং দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপকঃ প্রার্থনামূলকঃ সঙ্কল্প-সূচকশ্চ। তাৎপর্য্যার্থঃ, দেবৌ পরম দাতারৌ শক্রনাশকৌ চ, হৃদি তয়োঃ প্রতিষ্ঠায়াং অহং সঙ্কল্পবান্ ভবামি। (১ম—১০৯সূ—২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনারা প্রকৃষ্ট দানশীল—এইরূপ শুনিয়াছি, বা শুনিতে পাই ; অপিচ, বিশিষ্ট অপত্যের উৎপাদয়িতা হইতে, অর্থাৎ বিশিষ্ট ধনপ্রদাতা হৃদয়-রূপ গৃহ হইতে, আপনারা রিপুগণের হন্তারক হয়েন ; অনন্তর, অর্থাৎ আপনারা তাদৃশ গুণোপেত ইহা জানিয়া, জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের জন্য সত্ত্বভাবের অংশ উৎসর্গের নিমিত্ত অভিনব চিরন্তন মন্ত্রকে হৃদয়ে উৎপাদন করিতেছি,—প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছি। (এই মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্য-খ্যাপক, প্রার্থনা-মূলক

এবং সঙ্কল্প-সূচক। তাৎপর্য্যার্থ এই যে,—দেবদ্বয় পরম দাতা ও শত্রুনাশক; হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।)॥ (১ম—১০৯সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী বাং যুবাং ভূরিদাবত্তরাতিশয়েন বহুধনস্য দাতারাবিত্যশ্রবং হি। অশ্রৌষং খলু। কস্মাৎ পুরুষাৎ? বিজামাতুঃ। প্রজ্ঞাদিরূপাদিভির্গুণৈর্বিহীনো জামাতা যথা কন্যাবতে বহুধনং প্রযচ্ছতি কন্যালাভার্থং ততোঽপ্যতিশয়েন দাতারাবিত্যর্থঃ। উত বা অপি চ স্যালাৎ। স্যং শূর্পং তদ্বল্লাজানাবপতি বিবাহকাল ইতি স্যালঃ কন্যাভ্রাতা। স যথা ভগিনীপ্রীত্যর্থং বহুধনং প্রযচ্ছতি ততোঽপ্যতিশয়েন দাতারাবিত্যর্থঃ। ঘেতি পদপূরণঃ। অথা চ সন্তানানন্তরং হে ইন্দ্রাগ্নী যুবভ্যাং যুবাভ্যাং সোমস্য প্রয়তী অভিষুতস্য সোমস্য প্রদানেন সহ মন্যাং মননীয়মেতন্নামকং স্তোমং স্তোত্রং জনয়ামি। নিষ্পাদয়ামি। অত্র নিরুক্তং। অশ্রৌষং হি বহুদাতৃতরৌ বাং বিজামাতুরসুসমাপ্তাজ্জামাতুঃ। বিজামাতেতি শশ্বদ্দাক্ষিণাজাঃ ক্রীতাপতিমাচক্ষতেঽসুসমাপ্ত ইব বরোঽভিপ্রেতো জামাতা জা অপত্যং তন্নির্মাতা। উত বা ঘা স্যালাদপি চ স্যালাৎ স্যাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ। স্যাল্লাজানাবপতীতি বা। লাজা লাজতেঃ স্যং শূর্পং স্যতেঃ। শূর্পমশনপবনং শৃণাতেঃ শরাতের্বা। অথা সোমস্য প্রদানেন যুবাভ্যাং ইন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি মন্যাং মননীয়ং। নি০ ৬।৯। ইতি।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি 'বাং' আপনারা 'ভূরিদাবত্তরা' অতিশয়ের সহিত বহুধনের দাতা (হয়েন) এইরূপ 'অশ্রবং হি' নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলাম। কোন্ পুরুষ হইতে? 'বিজামাতুঃ' বিদ্যা ও রূপাদি গুণসমূহ বিহীন জামাতা যেমন কন্যাবানকে কন্যালাভের জন্য বহুধন প্রদান করে, ইন্দ্রাগ্নি সেইরূপ অতিশয়রূপে দাতা ইহাই অর্থ। 'উত বা' অপিচ 'স্যালাৎ' "স্যং শূর্পং তদ্বল্লাজানাবপতি বিবাহকালে" এই উক্তিতে 'স্যালঃ' পদে কন্যার ভ্রাতাকে বুঝায়। তিনি যেমন ভগিনীর প্রীতির জন্য বহুধন প্রদান করেন সেইরূপ ইন্দ্রাগ্নী ও অতিশয়রূপে দাতা। ঘ এই পদ পদপূরণে ব্যবহৃত। এইরূপ হইলে, 'অথ' অনন্তর হে ইন্দ্রাগ্নি! 'যুবভ্যাং' (যুবাভ্যাং) আপনাদিগকে 'সোমস্য প্রয়তী' অভিষুত সোমের প্রদানের সহিত 'মন্যাং' মননীয় "এতন্নামক 'স্তোমং' স্তোত্রকে 'জনয়ামি' নিষ্পাদন করিতেছি। এই বিষয়ে নিরুক্ত আছে,—'অশ্রৌষং হি বহুদাতৃতরৌ বাং বিজামাতুরসুসমাপ্তাজ্জামাতুঃ। বিজামাতেতি শশ্বদ্দাক্ষিণাজাঃ ক্রীতাপতিমাচক্ষতেঽসুসমাপ্ত ইব বরোঽভিপ্রেতো জামাতা জা অপত্যং তন্নির্মাতা। উত বা ঘা স্যালাদপি চ স্যালাৎ স্যাল আসন্নঃ সংযোগেনেতি নৈদানাঃ। স্যালা লাজানাবপতীতি বা। লাজা লাজতেঃ স্যং শূর্পং স্যতেঃ। শূর্পমশনপবনং শৃণাতেঃ শরাতের্বা। অথ সোমস্য প্রদানেন যুবাভ্যামিন্দ্রাগ্নী স্তোমং জনয়ামি মন্যাং মননীয়ং। (নি০ ৬।৯)।' ইতি।

অশ্রবং। শ্রু শ্রবণে। লঙুত্তমপুরুষৈকবচনে বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ভূরিদাবত্তরা। ডুদাঞ্ দানে। আতো মনিন্নিতি বনিপ্। অতিশয়েন ভূরিদাবা ভূরিদাবত্তরঃ। ভূরিদাব্‌নস্তুড্ বক্তব্য ইতি তরপস্তুট্। পদসংজ্ঞায়াং নলোপঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। বা। ঋচি তুনুঘেত্যাদিনা সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং। অথ নিপাতস্য চেতি। প্রয়তী। যম উপরমে। ক্তিন্যনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। তাদৌ চেতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। যুবত্যাং। সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি যুস্মদস্মদোরনাদেশে ইত্যাত্বাভাবে শেষে লোপ ইতি দকারলোপঃ। ২।

• • •

দ্বিতীয় (১১৭৭) ঋকের বিশদার্থ।

———§:• ◡ •:§———

প্রচলিত ব্যাখ্যাদি হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় এই মন্ত্রের ভাব সম্পূর্ণরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া আছে—দেখিতে পাইবেন। মন্ত্রের অন্তর্গত 'বিজামাতুঃ' 'স্যালাৎ' 'সোমস্য' 'জনয়ামি' প্রভৃতি পদ মন্ত্রার্থে বিভিন্ন ভাব-পরিগ্রহণের হেতুভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, প্রচলিত কি প্রকার অর্থ হইতে আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি প্রকার অর্থ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এস্থলে দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি; যথা,—

(১) "হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা অথবা শ্যালক অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোম প্রদান-কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি"

অশ্রবং। শ্রু-ধাতু শ্রবণার্থক। লঙে উত্তম পুরুষের একবচনে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। ভূরিদাবত্তরা। ডুদাঞ্-ধাতু দানার্থক। 'আতো মনিন্' ইত্যাদি সূত্রে বনিপ-প্রত্যয় অথবা অতিশয়ের দ্বারা ভূরিদাব ভূরিদাবত্তর। 'ভূরিদাব্‌নস্তুট্ বক্তব্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে তরপের তুট্-প্রত্যয়। পদ-সংজ্ঞাতে ন-লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। ব। 'ঋচি তুনুঘ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সংহিতাতে দীর্ঘত্ব। অনন্তর 'নিপাতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন। প্রযতী। যম-ধাতু উপরমার্থক। ক্তিনে 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অনুনাসিকের লোপ। 'তাদৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (যম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। যুবত্যাঃ। 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্পন্তে' ইত্যাদি সূত্রে 'যুস্মদস্মদোরনাদেশঃ' ইত্যাদি নিয়মে আত্বের অভাবে 'শেষে লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে দকারের লোপ। (১ম—১০৯সূ—২ঋ)।

• • •

(২) For I have heard that ye give wealth more freely than worthless son-in-law or spouse's brother.

So offering to you this draught of Soma, I make you this new hymn Indra and Agni."

এবম্বিধ ব্যাখ্যা পাঠ করিলে, এই মন্ত্র হইতে পুরাতত্ত্বের দুইটী তথ্য নির্দ্দেশ করা যায়। মন্ত্র যে মনুষ্যের রচিত এবং মনুষ্যের উপাসনায় প্রযুক্ত, ঐ ব্যাখ্যায় তাহাই প্রতিপন্ন হয়। অপিচ, বিবাহে পণ-গ্রহণ-প্রথা যে আজকালের নিয়ম নহে; পরন্তু, একালের ন্যায় সেকালেও যে পুত্রকন্যার বিবাহে আদান-প্রদানের বা পণ গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। বেদ-রূপ দর্পণে আত্মচিত্র প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল কালের সকল ভাবই উহার মধ্য হইতে অধ্যাহার করা যায়।

এখন আমরা যে দৃষ্টিতে যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি, তাহার একটু বিশ্লেষণ করা যাইতেছে। তদুপলক্ষে সমস্যামূলক পদাবলির কি অর্থ সঙ্গত বলিয়া আমরা বিবেচনা করি, প্রথমে তাহার একটু আভাস দিতেছি। 'বিজামাতুঃ' পদে 'বিশিষ্ট ধনপ্রদানকারী'—এরূপ ভাব গ্রহণ করি। 'স্যালাৎ' পদে 'স্যালা—গৃহ বা হৃদয়' অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'ঘা' পদে 'রিপুগণের হন্তা' অর্থই সুসিদ্ধ হয়। 'স্তোমং জনয়ামি' পদদ্বয়ে 'মন্ত্রের রচনা করা' অপেক্ষা 'মন্ত্রকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করি' এইরূপ ভাবেই সঙ্গতি থাকে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, মন্ত্রটীকে যুগপৎ দেব-মাহাত্ম্য-খ্যাপক প্রার্থনা-মূলক এবং সঙ্কল্প-সূচক বলিয়া মনে হয়। সে পক্ষে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'মানুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানুষ মানুষকে এমন কোন জিনিষ দিতে পারে না—যাহা সত্য, যাহা সনাতন। অতএব দেবতাই—দেবতাবই বিশিষ্ট দাতা, দেবতার সাহায্যেই হৃদয়রূপ গৃহ হইতে রিপুগণ বিতাড়িত হয়। তাঁহারাই জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, তাঁহাদিগকে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা যেন সদ্ভাবের উদ্বোধনায় প্রবৃত্ত হই।' (১ম—১০৯সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

মা ছেদ্ম রশ্মীঁরিতি নাধমানাঃ

পিতৄণাং শক্তীরনুযচ্ছমানাঃ।

ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং কং বৃষণো মদন্তি তা হ্যদ্রী

ধিষণায়া উপস্থে ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

মা। ছেদ্ম। রশ্মীন্ ইতি। নাধমানাঃ।

পিতৄণাং শক্তীঃ। অনু-যচ্ছমানাঃ।

ইন্দ্রাগ্নি-ভ্যাং। কং। বৃষণঃ। মদন্তি। তা। হি। অদ্রী ইতি।

ধিষণায়াঃ। উপ-স্থে ॥ ৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'রশ্মীন্' (জ্ঞানকিরণান্) 'মা ছেদ্ম' (মা বিচ্ছিন্নান্ কুর্ম্মঃ) 'ইতি' (এবম্প্রকারং) 'নাধমানাঃ' (যাচমানাঃ, প্রার্থনাকারিণঃ ইত্যর্থঃ) তথা 'পিতৄণাং শক্তীঃ' (জনকস্থা-নীয়ানাং উপদেষ্টানাং পিতৃদেবানাং সামর্থ্যান্, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যান্ ইত্যর্থঃ) 'অনুযচ্ছমানাঃ' (অনুক্রমেণ প্রাপ্তেরভিলাষিণঃ) 'বৃষণঃ' (অভীষ্টপূরণসাধকাঃ উপাসকাঃ ইত্যর্থঃ) 'ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতিভ্যাং ইন্দ্রাগ্নিদেবাভ্যাং) 'কং' (সুখং)

'যন্তি' (ব্রজন্তি, কাঙ্ক্ষন্তি ইত্যর্থঃ); 'হি' (যস্মাৎ, তস্মাৎ) 'শত্রী' (রিপুনাশকৌ; শত্রূন্ বিদারয়ন্তৌ) 'তা' (তৌ দেবৌ) 'ধিষণায়াঃ' (স্তুত্যাঃ, প্রার্থনায়াঃ) 'উপস্থে' (সমীপে—তিষ্ঠতে ইতি শেষঃ)। অয়ং ভাবঃ—যে উপাসকাঃ জ্ঞানলাভায় তথা অভীষ্টপ্রাপ্ত্যর্থং জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী ইন্দ্রাগ্নী অনুসরন্তি তে সর্ব্বে উপাসকাঃ তৌ দেবৌ তয়োঃ কৃপাং ইত্যর্থঃ সর্ব্বতঃ প্রাপ্নুবন্তি। (১ম—১০৯সূ—৩ঋ)।

. . .

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানকিরণ-সমূহকে আমরা বিচ্ছিন্ন না করি,—এবম্প্রকার প্রার্থনাকারিগণ এবং পিতৃগণের শক্তিকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যকে অনুক্রমে প্রাপ্তির অভিলাষী আপনার অভীষ্ট-পূরণ-সাধক উপাসকগণ, জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়ের নিকট হইতে কোন্ সুখকে কামনা করেন,—যাহাতে রিপুনাশক শত্রুবিদারক সেই দেবদ্বয় প্রার্থনার সমীপে বিদ্যমান রহেন। (ভাব এই যে,—যে উপাসকগণ জ্ঞান-লাভের জন্য বা অভীষ্টপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি ইন্দ্রাগ্নিকে অনুসরণ করেন, সেই সকল উপাসকগণ সেই দেবদ্বয়কে অর্থাৎ দেবদ্বয়ের কৃপাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্ত হয়েন।)॥ (১ম—১০৯সূ—৩ঋ)॥

. . .

সায়ণ-ভাষ্যং।

রশ্মীন্। রশ্মিশব্দো রজ্জুবাচী। যথা রশ্ময়ো দীর্ঘা অবিচ্ছিন্না ভবন্তি এবমবিচ্ছিন্নান্ পুত্রপৌত্রাদীন্ মা ছেদ্ম। মা বিচ্ছিন্নান্ কুর্ম্মঃ ইতি বুদ্ধ্যা নাধমানা ইন্দ্রাগ্ন্যোঃ সকাশাৎ তথাবিধান্ পুত্রাদীন্ যাচমানাঃ। তদনন্তরং পিতৄণাং শক্তীঃ শক্ত্যুৎপাদকানি বীর্য্যোৎপাদকানি তান্ পুত্রাদীননুযচ্ছমানা অনুক্রমেণ নিয়তান্ কুর্ব্বন্তঃ বৃষণঃ সেক্তারঃ পুত্রোৎপাদনসমর্থাঃ সপত্নীকা ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতা যজমানা ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং কং সুখং যথা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'রশ্মীন্' রশ্মি-শব্দ রজ্জুবাচী। যেরূপ রশ্মি-সমূহ দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন হয়, এইরূপ অবিচ্ছিন্ন পুত্রপৌত্রাদিগণকে 'মা ছেদ্ম' যেন বিচ্ছিন্ন না করি, এই বুদ্ধির দ্বারা 'নাধমানাঃ' ইন্দ্র এবং অগ্নির নিকট হইতে সেইরূপ পুত্রাদি যাচমান, তদনন্তর 'পিতৄণাং শক্তীঃ' শক্ত্যুৎপাদক বীর্য্যোৎপাদক সেই পুত্রগণকে 'অনুযচ্ছমানাঃ' অনুক্রমের দ্বারা নিয়ত করিয়া 'বৃষণঃ' সেক্তা পুত্রোৎপাদন-সমর্থ সপত্নীক ইহাই অর্থ, এইরূপ যজমানগণ 'ইন্দ্রাগ্নিভ্যাং' ইন্দ্র এবং অগ্নি হইতে 'কং' সুখ যেমন

ভবতি তথা মদন্তি। স্তুবন্তি। হি যস্মাদদ্রী শত্রূণামাবৃণন্তৌ হিংসন্তৌ বিদারয়ন্তৌ তাবিন্দ্রাগ্নী ধিষণায়াঃ স্তুত্যা উপস্থে উপস্থানে সমীপে ভবতঃ। তস্মাত্তৎসান্নিধ্যায় স্তুবন্তীতি ভাবঃ। যদ্বা নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ হিশব্দো যদেতদর্থে। যদা তাবিন্দ্রাগ্নী উদ্দিশ্যাদ্রী অভিষব-সাধনভূতা গ্রাবাণৌ ধিষণায়া উপস্থে। ধিষণাধিষবণচর্ম্ম। তস্যোপরিস্থিতাবিন্দ্রাগ্ন্যর্থং সোমমভিষুণুতঃ। তদা তদা যজমানাঃ স্তুবন্তীতি যোজনীয়ং॥

ছেদ্ম। ছিদির্ দ্বৈধীকরণে। লঙি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। ছন্দস্যুভয়থেত্যার্দ্ধ-ধাতুকত্বেন ভিত্বাভাবাল্লঘূপধগুণঃ। ন মাঙ্যোগ ইত্যড়ভাবঃ। রশ্মীন্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি সংহিতায়াং নকারস্য রুত্বং। অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বেত্যাকারঃ সানুনাসিকঃ। আবসানাঃ। সাধু যাজ্ঞায়াং। পিতৄণাং। নামন্যতরস্যামিতি নাম উদাত্তত্বং। মদন্তি। মদি স্তুতৌ। আগমানুশাসনস্যানিত্যত্বান্নুমভাবঃ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং॥ (১ম—১০৯সূ—৩ঋ)॥

• • •

তৃতীয় (১১৭৮) ঋকের বিশদার্থ।

——:× • ×:——

এই মন্ত্রেরও ভাবার্থ আমাদিগের ব্যাখ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্রে আছে, 'রশ্মীন্ মা ছেদ্ম।' প্রচলিত ব্যাখ্যায় উহার অর্থ দেখিতে পাই—'আমরা (পুত্রপৌত্রাদি-রূপ) রজ্জু যেন কখনও ছেদন না করি।'

হয় সেইরূপ 'মদন্তি' স্তুতি করে। 'হি' যেহেতু 'অদ্রী' শত্রুগণের আবরণকারী হিংসাকারী বিদারণকারী সেই ইন্দ্র ও অগ্নি 'ধিষণায়াঃ' স্তুতির 'উপস্থে' উপস্থানে সমীপে থাক। সেই হেতু সেই সান্নিধ্যের জন্য স্তুতি করিতেছে—ইহাই ভাব। অথবা নিপাত সমূহের অনেক অর্থ-হেতু হি-শব্দ 'যৎ' এই অর্থে। যখন সেই ইন্দ্রাগ্নি উদ্দেশ করিয়া 'অদ্রী' অভিষব-সাধনভূত পাষাণখণ্ডকে 'ধিষণায়াঃ' স্তুতির দ্বারা 'উপস্থে' উপস্থানে। ধিষণা অধিষবণচর্ম্ম। তাহার উপর রাখিয়া ইন্দ্রের ও অগ্নির জন্য সোমকে অভিষুত করিতেছে। তখন তখন যজমানগণ স্তুতি করিতেছে—ইহা যোজনীয়।

ছেদ্ম। ছিদির্-ধাতু দ্বিধা-করণ-অর্থক। লঙে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'ছন্দস্যুভয়থা' এই সূত্রে আর্দ্ধধাতুকত্বের দ্বারা ভিত্বাভাবহেতু লঘু উপধার গুণ। 'ন মাঙ্যোগে' ইত্যাদি সূত্রানুসারে অটের অভাব। 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' এই সূত্রে সংহিতাতে নকারের রুত্ব। 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্ব্বস্য তু বা' ইত্যাদি সূত্রে আকার সানুনাসিক। আবসানাঃ। সাধু-ধাতু যাজ্ঞা অর্থ বুঝায়। পিতৄণাং। 'নামন্যতরস্যাং' এই সূত্রে নাম উদাত্তত্ব। মদন্তি। মদি-ধাতু স্তুতি-অর্থে ব্যবহৃত। আগম এবং অনুশাসনের নিত্যত্ব-হেতু নুমের অভাব। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ॥৩॥

• • •

কিন্তু আমরা বলি, ঐ অংশের ভাব এই যে,—'জ্ঞানকিরণ-সমূহকে আমরা যেন অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি।' অর্থাৎ, জ্ঞান আমাদিগের মধ্যে চিরবিরাজমান রহুক। কোথায় পুত্রাদি উৎপাদন বা বংশ-রক্ষার কামনা, আর কোথায় জ্ঞান-কিরণ লাভের প্রার্থনা! দুই ব্যাখ্যায় এইরূপ আকাশ-পাতাল পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

তার পর, মন্ত্রে আছে—'পিতৄণাং শক্তীঃ।' উহা হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে,—'পিতৃগণের ন্যায় পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্যকে যেন প্রাপ্ত হই।' কিন্তু আমরা বলি,. এখানে সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের প্রার্থনা উপলব্ধ হয়। আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ, সত্ত্বভাবাপন্ন স্বর্গস্থ সেই দেবগণ, যে শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিয়া, যে শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ভগবদনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন—ভগবানে আত্মলীন হইয়া আছেন, আমরা যেন সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হই—আমরা যেন সেই শক্তিকে অধিগত করিতে সমর্থ হই। "পিতৄণাং শক্তীঃ অনুযচ্ছমানাঃ" বাক্যাংশে আমরা এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এইরূপ, 'বৃষণঃ' পদে 'সন্তানোৎপাদক বীর্য্যোৎক্ষেপক' অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা বলি—পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিয়াছি—ঐ পদে 'অভীষ্টবর্ষক বীর্য্যসাধক' ভাব আসিয়া থাকে। অর্থাৎ যে কর্ম্মের দ্বারা, যে শক্তির সাহচর্য্যে, মানুষ আপনার অভীষ্ট পূরণ করিতে সমর্থ হয়, এখানে 'বৃষণঃ' পদে সেই ভাব প্রকাশ. পাইতেছে।

'উপাসক যখন হৃদয়ে জ্ঞানকিরণসমূহকে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার কামনায় অনুপ্রাণিত থাকেন; উপাসক যখন, পুণ্যশ্লোক পিতৃগণের অনুসরণে, সৎকর্ম্মসাধনে দৃঢ়প্রযত্নপর হয়েন; অপিচ, সম্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া, এবং সর্ব্বদা তৎকর্ম্মে নিবিষ্ট থাকিয়া, উপাসক যখন সেই অদৈশ্বর্য্যের অধিপতিদ্বয়ের অনুসরণ করেন; তখন তাঁহারা স্বতঃই দেবতার কৃপায় করুণা লাভ করিয়া থাকেন—দেবতা বা দেবভাব আর তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; তখন তাঁহারা কদাচ দেবসঙ্গ হইতে বিচ্যুত বা পারভ্রষ্ট হয়েন না।' এবম্প্রকার ভাবই এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করি। (১ম—১০৯সূ—৫ঋ) ॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যুবাভ্যাং দেবী ধিষণা মদায়েন্দ্রাগ্নী

সোমমুশতী সুনোতি।

তাবশ্বিনা ভদ্রহস্তা সুপাণী আ ধাবতং

মধুনা পৃঙ্‌ক্তমপ্সু ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবাভ্যাং। দেবী। ধিষণা। মদায়। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

সোমং। উশতী। সুনোতি।

তৌ। অশ্বিনা। ভদ্রহস্তা। সুপাণী ইতি সুপাণী। আ। ধাবতং।

মধুনা। পৃঙ্‌ক্তং। অপ্ৎসু। ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (আত্মৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যুবাভ্যাং মদায়' (যুবয়োঃ প্রীত্যর্থং, অপি যুবাং প্রতিষ্ঠাপনায়—বিনিযুক্তা ইতি যাবৎ) 'উশতি' (যুবাং কাময়মানা, আত্মৈশ্বর্য্যাভিলাষিণী ইত্যর্থঃ) 'দেবী' (দ্যোতমানা, সৎপথপ্রদর্শিকা ইত্যর্থঃ) 'ধিষণা' (মন্ত্ররূপা প্রার্থনা, যদ্বা—সদ্বুদ্ধিঃ) 'সোমং' (শুদ্ধসত্ত্বং, সত্ত্বভাবং) 'সুনোতি' (উৎপাদয়তি); যঃ মন্ত্রঃ যা প্রার্থনা বা দেবতায়াঃ আনন্দং বর্দ্ধয়তি তেন হৃদি সত্ত্বভাবঃ জাগর্ত্তি ইতি ভাবঃ; হে দেবৌ! 'তৌ' (প্রসিদ্ধৌ, সর্ব্বাভীষ্টদায়কৌ যুবাং) 'অশ্বিনা' (অশ্বিনৌ, অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিবিনাশকৌ) 'ভদ্রহস্তা' (মঙ্গলপ্রদৌ) তথা 'সুপাণী' (শোভনবাহুযুক্তৌ,

সৎকর্মসাধকৌ ইত্যর্থঃ) সন্তৌ 'আ যাতম্' (ক্ষিপ্রং আগচ্ছতম্); আগত্য চ 'অপ্সু' (সত্ত্বভাবেষু) 'মধুনা' (মাধুর্য্যোপেতেন, আনন্দপ্রদেন—অস্মদীয়ানুষ্ঠিতেন কর্মণা সহ ইতি যাবৎ) 'পৃঙ্ক্তং' (সংশ্লিষ্টং ভবতং); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুবয়োঃ কৃপয়া অস্মাকং সর্বা ব্যাধিবিপত্তিঃ বিদূরিতা ভবতু, তথা অস্মাকং কর্ম সর্বতঃ যুবয়োঃ প্রীতিপ্রদং আশ্রয়স্থানং ভবতু। (১ম—১০৯সূ—৪ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনাদিগের প্রীতির জন্য অর্থাৎ হৃদয়ে আপনাদিগের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত, আপনাদিগকে কাময়মান, স্তোতমান অর্থাৎ সৎপথপ্রদর্শক, মন্ত্ররূপ প্রার্থনা অথবা সদ্বুদ্ধি, সত্ত্বভাবকে উদ্বুদ্ধ করে; (ভাব এই যে,—যে মন্ত্র বা যে প্রার্থনা দেবতার আনন্দবর্দ্ধন করে, তদ্দ্বারা হৃদয়ে সত্ত্বভাব জাগিয়া উঠে); হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সর্ব্বাভীষ্টসাধক আপনারা অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক সুমঙ্গলপ্রদ এবং সৎকর্ম্মসাধক হইয়া ক্ষিপ্র আগমন করুন; এবং আসিয়া সত্ত্বভাবসমূহের মধ্যে মাধুর্য্যোপেত আমাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের সকল ব্যাধি-বিপত্তি বিদূরিত হউক, এবং আমাদিগের কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে আপনাদিগের প্রীতিপ্রদ আশ্রয়স্থান হউক।' (১ম—১০৯সূ—৪ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী যুবাভ্যাং মদায় যুবয়োর্হর্ষায় দেনা স্তোত্রমোশতী যুবাং কাময়মানা ধিষণা মন্ত্ররূপা বাক্ সোমং সুনোতি অভিষুণোতি। যদ্বা ধিষণাধিষবণচর্ম। স্তোতমানং যুবয়োর্মদং কাময়মানং সৎ সোমমভিষুণোতি। গ্রাবভিঃ [illegible]।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি! 'যুবাভ্যাং মদায়' আপনাদিগের হর্ষের জন্য 'দেনা' স্তোতমান 'উশতী' আপনাদিগকে কাময়মান 'ধিষণা' মন্ত্ররূপ বাক্য 'সোমং' সোমকে 'সুনোতি' অভিষুত করে, অথবা ধিষণা অধিষবণচর্ম স্তোতমান তাহা আপনাদিগের মদকে (হর্ষকে) কাময়মান হইয়া সোমকে প্রস্তরসমূহের দ্বারা অভিষুত করে।

অশ্বিনাশ্বপত্নৌ ভদ্রহস্তৌ শোভনদোর্দ্দণ্ডৌ। সুপাণী। মণিবন্ধাদূর্দ্ধভাগঃ পাণিঃ। শোভনপাণী। এবম্ভূতৌ হে ইন্দ্রাগ্নী তৌ যুবামাধাবতং। শীঘ্রমাগচ্ছতং। আগত্য চাপ্সু উদকেষু বর্ত্তমানেন মধুনা মাধুর্য্যোপেতেন সারাংশেন পৃঙ্ক্তং। অস্মদীয়ং সোমং সংযোজয়তং। যদ্বা অপ্সু বসতীবরীষু মধুনা মাধুর্য্যং সংযোজয়তং। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ।

যুবাভ্যাং। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। উশতী। বশকান্তৌ অদাদিত্বাচ্ছপোলুক্। গ্রহিজ্যাদিনা সম্প্রসারণং। উগিতশ্চেতি ঙীপ্। শতুরনুম ইতি নদ্যা উদাত্তত্বং। পৃঙ্ক্তং। পৃচি সম্পর্কে। রৌধাদিকঃ। লোটি থসস্তং। শ্নসোরল্লোপঃ। অনুস্বারপরসবর্ণৌ। যদাচঃ পরস্মিন্নিত্যল্লোপস্য স্থানিবত্বং ন পদান্তেত্যাদিনা নিষেধাৎ॥ ৪॥

চতুর্থ (১১৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের প্রভাবে হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয়, আপনাদিগের কৃপায় সদৈশ্বর্য্য অধিগত হয় এবং আপনাদিগের কৃপায় সত্ত্বভাবের অনুপ্রেরণায় হৃদয় উদ্বুদ্ধ হয়। এ ত নিত্যসত্য! কিন্তু শুধু তাহাতেই আপনাদিগের মাহাত্ম্য সীমাবদ্ধ নহে। আপনাদিগের করুণার ফলে হৃদয়ে সত্ত্বভাবের আবেশ হয়, আপনাদিগের অনুগ্রহে মানুষ সৎকর্ম্মের—সত্ত্বভাবানুসৃত কর্ম্মের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়—এটুকুই আপনাদিগের প্রভাবের এক মাত্র নিদর্শন নহে। আপনাদিগের মাহাত্ম্যের আদি নাই, অন্ত নাই—সে ত অপার

উহাতে স্তুতিরূপে অভিষব হয়—এই হেতু উহার অভিষব-কর্তৃত্ব। 'অশ্বিনা' অশ্বাবাশই 'ভদ্রহস্তা' শোভন দোর্দ্দণ্ড 'সুপাণী'। মণি-বন্ধ হইতে ঊর্দ্ধভাগ পাণি। শোভনপাণিদ্বয়। এবম্ভূত ইন্দ্রাগ্নী 'তৌ' আপনারা 'আ ধাবতং' শীঘ্র আসুন; এবং আসিয়া 'অপ্সু' উদকের মধ্যে বর্ত্তমান 'মধুনা' মধুর্য্যোপেত সারাংশের দ্বারা 'পৃঙ্ক্তং' আমাদিগের সোমকে সংযুক্ত করুন। অথবা 'অপ্সু' বসতীবরীসমূহের মধ্যে 'মধুনা' মাধুর্য্যসংযুক্ত করেন। বিভক্তিব্যত্যয়।

যুবাভ্যাং। ষষ্ঠীর স্থানে চতুর্থী। উশতী। বশ-ধাতু কান্তি অর্থক। অদাদিত্ব-হেতু শপের লোপ। গ্রহ্‌জ্যাদির দ্বারা সম্প্রসারণ। 'উগিতশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্-প্রত্যয়। 'শতুরনুমঃ' ইত্যাদি সূত্রে উদাত্ত। পৃঙ্ক্তং। পৃচী-ধাতু সম্পর্কে। রুধাদিগণীয়। লোটে থস্‌। 'শ্নসোরল্লোপঃ' ইত্যাদি সূত্রে লোপ পরসবর্ণদ্বয়ের অনুস্বার। 'ন পদান্ত' ইত্যাদির দ্বারা নিষেধহেতু 'যদা' অচঃ পরস্মিন্' এই সূত্রে অ-লোপের স্থানিবত্ব॥ ১০॥

অসীম অনন্ত! আপনাদিগের কৃপাবলে যে অনুপম শান্তি—অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ হয়, এ-ত স্বতঃসিদ্ধ। পরন্তু হৃদয়ে আপনাদিগের প্রতিষ্ঠার জন্য—অন্তরে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে কামনার সঞ্চার হয়, তাহাও মানুষকে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করে। না-ই হউক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, না-ই হউক দেবতার বা দেবতাদের কৃপাপ্রাপ্তি, কিন্তু সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য—দেবতার কৃপাপ্রাপ্তির জন্য যে আকাঙ্ক্ষার বিকাশ তাহাতেও অপূর্ব্ব আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাই সদ্বুদ্ধি; সেই সদ্বুদ্ধির প্রভাবেই হৃদয় সত্ত্বভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। মন্ত্রের প্রথম চরণে জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিপ্রাপ্ত দেবদ্বয়ের এবম্বিধ মাহাত্ম্যের বিষয় প্রখ্যাত আছে বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি।

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণ প্রার্থনামূলক। সে প্রার্থনা,—'হে দেবদ্বয়! আপনারা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতা, আধি-ব্যাধিনাশকারক এবং মঙ্গলপ্রদাতা। আপনাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রভাবেও সত্ত্বভাব উপজাত হয়, আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্তির কামনার সঞ্চারেও হৃদয়ে অনুপম আনন্দের বিকাশ হয়। অতএব আমরা যেন, আপনাদিগের কৃপাপ্রাপ্তির আশায়—হৃদয়ে আপনাদিগের প্রতিষ্ঠানের জন্য সৎকর্ম্মের সত্ত্বভাবানুসৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রযত্নপর হই। আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের সর্ব্ববিধ ব্যাধিবিপত্তি বিদূরিত হউক এবং আমাদিগের অনুষ্ঠিত সকল কর্ম্ম আপনাদিগের প্রীতিপ্রদ হউক, অর্থাৎ, যে কর্ম্মের দ্বারা আপনাদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হয়, যে কর্ম্মের দ্বারা সত্ত্বভাবের উন্মেষ হয়, আমরা যে তদ্রূপ কর্ম্মের সম্পাদনে সতত প্রযত্নপর থাকি।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির ভাবার্থের যে পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইয়াছে, প্রথম চরণের অন্তর্গত 'সোমং' ও 'সুনোতি' পদদ্বয়ে এবং দ্বিতীয় চরণের অন্তর্গত 'অশ্বিনা' ও 'অপ্সু' পদদ্বয়ে তাহা বোধগম্য হইবে। 'সোমং' পদে 'শুদ্ধসত্ত্বং সত্ত্বভাবং' এবং 'সুনোতি' পদে 'উদ্বোধয়তি' প্রভৃতি বাক্য আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 'অশ্বিনা' পদে 'অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিবিনাশকৌ' এবং 'অপ্সু' পদে 'সত্ত্ব-ভাবেষু' অর্থে সঙ্গত উপলব্ধ হয়। বলা বাহুল্য, আমরা পূর্ব্বাপর

ঐ সকল পদ উপলক্ষে এবম্বিধ ভাবই গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। ভাষ্যের অনুসারী অন্বয়েই, পদাবলির উক্তপ্রকার অর্থে, সুষ্ঠু ভাব রক্ষিত হয়। মন্ত্রান্তর্গত অন্যান্য পদাবলীর যে অর্থ গৃহীত হইয়াছে তাহার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই উপলব্ধ হইবে॥ (১ম—১০৯সূ—৪ঋ)॥

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যুবামিন্দ্রাগ্নী বসুনো বিভাগে তবস্তমা

শুশ্রব বৃত্রহত্যে।

তাবাসদ্যা বর্হিষি যজ্ঞে অস্মিন্ প্র চর্ষণী

মাদয়েথাং সুতস্য॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবাং। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। বসুনঃ। বিঽভাগে। তবঃঽতমা।

শুশ্রব। বৃত্রঽহত্যে।

তৌ। আঽসদ্য। বর্হিষি। যজ্ঞে। অস্মিন্। প্র। চর্ষণী ইতি।

মাদয়েথাং। সুতস্য॥ ৫॥

মর্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'যুবাং' (যাং) 'বসুনঃ' (পরমধন বস্তুনঃ, প্রকৃষ্টে আশ্রয়স্থানস্য বা) 'বিভাগে' (উপাসকেভ্যঃ বিতরণে, প্রদানে ইত্যর্থঃ) তথা 'বৃত্রহত্যে' (অজ্ঞানতানাশায়) 'তবস্তমা' (অতিশয়েন শক্তিশালিনৌ), 'শুশ্রব' (ইতি বয়ং অবগতাঃ স্মঃ—ইতি ভাবঃ); 'চর্ষণী' (লোকানাং আত্মোৎকর্ষসাধকৌ হে দেবৌ) 'তৌ' (প্রসিদ্ধৌ যুবাং) 'অস্মিন্ যজ্ঞে' (নিত্যানুষ্ঠিতে কর্ম্মণি) 'বর্হিষি' (অস্মাকং হৃদয়ে) 'আসদ্য' (আগত্য) 'সুতস্য' (বিশুদ্ধস্য সত্ত্বভাবস্য—মধ্যে ইতি যাবৎ) 'প্র মাদয়েথাং' (প্রকর্ষেণ পরিতৃপ্তৌ ভবতং)। অয়ং ভাবঃ—ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ অজ্ঞানতানাশকৌ পরমধনদাতারৌ চ ভবতঃ; প্রার্থনা—তৌ দেবৌ অস্মাকং সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি অধিষ্ঠিতৌ ভবতাং। (১ম—১০৯সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা পরমধনের অথবা প্রকৃষ্ট আশ্রয়-স্থানের প্রদানে (উপাসকগণকে বিতরণে) প্রসিদ্ধ এবং অজ্ঞানতা-নাশের নিমিত্ত অতিশয় শক্তিশালী;—আমরা এইরূপ অবগত আছি; লোকসমূহের আত্মোৎকর্ষসাধক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ আপনারা নিত্যানুষ্ঠিত কর্ম্মে আমাদিগের হৃদয়ে আগমন করিয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবের মধ্যে প্রকৃষ্টরূপে পরিতৃপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় অজ্ঞানতানাশক ও পরমধনদাতা হয়েন; প্রার্থনা—সেই দেবদ্বয় আমাদিগের সকল প্রকার কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে অধিষ্ঠিত হউন।)॥ (১ম—১০৯সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্রাগ্নী বসুনো ধনস্য বিভাগে স্তোতৃভ্যো দাতুং বিভজনে তাৎপর্য্যেণ বর্ত্তমানৌ যুবাং বৃত্রহত্যে বৃত্রাসুরস্য হননে তবস্তমাতিশয়েন বলিনৌ প্রবৃদ্ধতমৌ বাং শুশ্রব। অশ্রৌষং। হে চর্ষণী সর্ব্বস্য দ্রষ্টারাবিন্দ্রাগ্নী তৌ যুবামস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষি বেদ্যাং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্র ও অগ্নি। 'বসুনঃ' ধনের 'বিভাগে' স্তোতৃগণকে দিবার জন্য বিভাজনে তাৎপর্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান 'যুবাং' আপনারা 'বৃত্রহত্যে' বৃত্রাসুরের হননে 'তবস্তমা' অতিশয় বলবান প্রবৃদ্ধতম আপনাদিগকে 'শুশ্রব' শুনিয়াছিলাম। 'চর্ষণী' সকলের দ্রষ্টা হে ইন্দ্রাগ্নি। 'তৌ' আপনারা আমাদিগের 'অস্মিন্' এই 'যজ্ঞে' যজ্ঞে

স্তীর্ণে বর্হিষি আসনোপবিষ্টৌ সুতস্যাভিষুতস্য সোমস্য পানেন প্রমাদয়েথাং। প্রকর্ষেণ তৃপ্তৌ ভবতং॥

বিভাগে। ভজ সেবায়াং। ভাবে ঘঞ্। চজোঃ কু ঘিণ্যতোরিতি কুত্বং। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। তবস্তমা। তব ইতি বলনাম। মতুপমত্বর্থীয়াদেতস্মাদাতি-শায়নিকস্তমপ্। যদ্বা তবতির্বৃদ্ধ্যর্থঃ। সৌত্রো ধাতুঃ। তস্মাদৌণাদিকঃ কর্তর্যসি প্রত্যয়ঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেঃ পূর্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। বৃত্রহত্যে। হনস্ত চেতি হন্তে-র্ভাবে ক্যপ্। তৎসন্নিয়োগেন তকারান্তাদেশশ্চ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ৫॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমেঽষ্টাবিংশো বর্গঃ॥ ১। ৭। ২৮॥

পঞ্চম (১১৭৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'ইন্দ্র ও অগ্নিদেবদ্বয় এক সময়ে বৃত্রনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন এবং শত্রুর নিকট হইতে লুণ্ঠিত ধনকে আপনাদিগের অনুবর্ত্তিগণকে প্রদান করিয়াছিলেন।' মন্ত্রোচ্চারণকারী তাই যেন বলিতেছেন,—'আমরা আপনাদিগের সে যশের কথা শ্রুত আছি। সর্ব্বদর্শী আপনারা, আমাদিগের এই যজ্ঞে আসিয়া, কুশাসনে বসিয়া, সোমরস পান করুন।'

বলা বাহুল্য, ঐ অর্থে এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে ভাবের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। বৃত্র, সুত, বর্হিঃ, যজ্ঞ প্রভৃতি শব্দে পূর্ব্বাপর আমরা যে অর্থে সঙ্গত দেখিয়া আসিতেছি, তদনুসারে ভাব পরিগ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, এই মন্ত্রে দেবতাদ্বয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রথমে

'বর্হিষি' যজ্ঞে আস্তীর্ণ দর্ভে 'আসদ্য' উপবেশন করিয়া, 'সুতস্য' অভিষুত সোমের পানের দ্বারা 'প্র মাদয়েথাং' প্রকর্ষের দ্বারা তৃপ্ত হউন।

বিভাগে। ভজ-ধাতু সেবা অর্থে ব্যবহৃত। ভাবে ঘঞ্-প্রত্যয়। 'চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ' ইত্যাদি সূত্রে কুত্ব। 'থাথা' ইত্যাদির দ্বারা উত্তরপদের অন্তোদাত্তত্ব। তবস্তমা। তব—ইহা বল নাম-বাচক। মতুপ মত্বর্থীয় হেতু ইহাতে অতিশয় অর্থে তমপ্-প্রত্যয়। অথবা তবতিঃ পদ বৃদ্ধি-অর্থক। সৌত্রো ধাতু। তাহাতে ঔণাদিক কর্ত্তৃবাচ্যে অসি-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। বৃত্রহত্যে। 'হনস্ত চ' এই সূত্রে 'হন্তি'র (হন-ধাতুর) ভাবে ক্যপ্-প্রত্যয় এবং তাহার সন্নিয়োগের দ্বারা তকারান্তাদেশ। কৃদুত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব॥ (১ম—১০৮সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টাবিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।২৮॥

তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে দেবদ্বয়! অজ্ঞানতানাশে এবং পরমধন-প্রদানে আপনারা চিরপ্রসিদ্ধ; আপনারা কৃপা করিয়া আমাদিগের কর্ম্মের মধ্যে মিলিত হউন। আমাদিগের কর্ম্ম সত্ত্বভাবান্বিত হউক; এবং আপনারা তাহাতে বিরাজমান রহুন।'

কি সূত্রে মন্ত্রার্থে ঐরূপ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা উপলব্ধি হইবে। পরন্তু এই মন্ত্রের 'চর্ষণী' পদটীর অর্থ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এখানে আর ঐ পদে কেহই 'কৃষক' অর্থ গ্রহণ করেন নাই। 'চর্ষণী' পদে পূর্ব্বাপর আমরা যে যে অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, ভাষ্যভাগে এখানে সেই অর্থই প্রাপ্ত হওয়া যায়। (১ম—১০২সূ—৫ঋ॥)

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

ঐন্দ্রাগ্নস্য পঞ্চমোহনিদংশঃ প্রচর্ষণিভ্য ইত্যেষা যাজ্যা। প্রদানানামিতি খণ্ডে সূত্রিতং। প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষ্বাদেশো যাজ্যা অগ্নিষ্টা স্বয়ম্ভুঃ। আ০ ৩.৭। ইতি॥

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু প্র পৃথিব্যা
রিরিচাথে দিবশ্চ।
প্র সিন্ধুভ্যঃ প্র গিরিভ্যো মহিত্বা প্রেন্দ্রাগ্নী
বিশ্বা ভুবনাত্যন্যা॥ ৬॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার মর্মানুবাদ।

ইন্দ্রাদি-দেবতার পঞ্চমাংশে (বলিতে) 'প্র চর্ষণিভ্যঃ'—ইত্যাদি ঋক্-যাজ্যা। 'প্রদানানাং' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ বর্ণিত আছে,—'প্র চর্ষণিভ্যঃ পৃতনাহবেষু দেয়ো যাজ্যা অগ্নিষ্টা স্বয়ম্ভুঃ' ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

প্র। চর্ষণিইভ্যঃ। পৃতনাহবেষু। প্র। পৃথিব্যাঃ।

রিরিচাথে ইতি। দিবঃ। চ।

প্র। সিন্ধুইভ্যঃ। প্র। গিরিইভ্যঃ। মহিইত্বা। প্র। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

বিশ্বা। ভুবনা। অতি। অন্যা॥ ৬॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'পৃতনাহবেষু' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু রক্ষণার্থং আহ্বানেষু সৎসু) হে দেবৌ! 'চর্ষণিভ্যঃ' (আত্মোৎকর্ষসম্পন্নেভ্যঃ জনেভ্যঃ, সাধকেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'পৃথিব্যাঃ' (ভূমেঃ, ইহলোকাৎ অপি ইত্যর্থঃ) 'প্র রিরিচাথে' (যুবাং প্রকৃষ্টরূপেণ বার্দ্ধিতৌ ভবথঃ); তদা ইহলোকস্য সর্ব্বত্র যুবয়োঃ প্রভাবঃ বিস্তৃতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'চ' (তথা) 'দিবঃ' (স্বর্গাৎ অপি) 'প্র' (প্র রিরিচাথে, প্রকৃষ্টরূপেণ বর্দ্ধিতৌ ভবথঃ); ন কেবলং পৃথিব্যাঃ, উভয়স্থানাং স্বর্গেঽপি যুবয়োঃ প্রভাবঃ বিস্তৃতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'মহিত্বা' (মহত্ত্বেন) যুবাং 'সিন্ধুভ্যঃ' (স্যন্দনশীলেভ্যঃ সলিলাশ্রয়েভ্যঃ, স্নেহনিকেতনেভ্যঃ ইত্যর্থঃ) 'প্র' (প্র রিরিচাথে, প্রকৃষ্টরূপেণ বার্দ্ধিতৌ ভবথঃ) তথা 'গিরিভ্যঃ' (পর্ব্বতেভ্যঃ, রিপুবিমর্দ্দনায় দৃঢ়স্থানেভ্যঃ) 'প্র' (প্র রিরিচাথে, প্রকৃষ্টরূপেণ বর্দ্ধিতৌ ভবথঃ); তদবস্থায়াং যুবয়োঃ প্রভাবঃ সর্ব্বত্র ক্রিয়াশীলঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'বিশ্বা ভুবনা' (দৃশ্যমানানি সর্ব্বাণি ভূতজাতানি) 'অতি' (অতিক্রম্য) 'অন্যা' (অদৃশ্যানি অপরাণি যানি সন্তি) 'প্র' (প্র রিরিচাথে, যুবাং সর্ব্বোপরি প্রকৃষ্টরূপেণ বার্দ্ধিতৌ ভবথঃ)। সাধকাঃ রিপুণা যা সহ সংগ্রামেষু সহায়তাপ্রার্থীষু সৎসু যুবাং দৃষ্টাং অদৃষ্টাং চ সর্ব্বাং বিরুদ্ধাং শক্তিং প্রতিহত্য অকুরুতঃ—ইতি ভাবঃ। (১ম—১০৯সূ-৬ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুগণের সহিত সংগ্রামসমূহে রক্ষণার্থ আহূত হইলে, হে দেবদ্বয়, আত্মোৎকর্ষসাধনসম্পন্ন জনগণের জন্য, ইহলোক হইতেও আপনারা প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়েন; (ভাব এই যে,—তখন ইহলোকের সর্ব্বত্র

আপনাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়); এবং স্বর্গেও আপনারা প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়েন; (ভাব এই যে,—কেবল পৃথিবীতে নহে, সে অবস্থায় স্বর্গেও আপনাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়); মহত্ত্বের দ্বারা আপনারা সিন্ধুসমূহ হইতেও (অথবা, স্নেহনিকেতনসমূহ হইতে) প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়েন, এবং পর্ব্বতসমূহ হইতে (অথবা, রিপুবিমর্দ্দনের জন্য দৃঢ়তাসমূহ হইতে) প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়েন; (ভাব এই যে,—সে অবস্থায় আপনাদিগের প্রভাব সর্ব্বত্রই ক্রিয়াশীল হয়); জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! দৃশ্যমান্ সকল ভূতজাতকে অতিক্রম করিয়া, অপর তাদৃশ যাহা কিছু আছে আপনারা তাহাদিগের সকলের উপরে প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হয়েন; (ভাব এই যে,—পাপের বা রিপুর সহিত সংগ্রামসমূহে আপনাদিগের সহায়তাপ্রার্থী হইলে, আপনারা দুষ্ট ও অদৃষ্ট সকল বিরুদ্ধশক্তিকে প্রতিহত করিয়া থাকেন।) ॥ (১ম—১০৯সূ—৬ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পৃতনাহবেষু পৃতনাসু সংগ্রামেষু রক্ষণার্থমাহ্বানেষু সৎসু হে ইন্দ্রাগ্নী আগতবন্তৌ যুবাং চর্ষণিভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপি মনুষ্যেভ্যো মহিনা মহত্ত্বেন প্রবিরিচাথে। অতিরিচ্যেথে সর্বাধিকৌ ভবথ ইত্যর্থঃ। অত্রোপসর্গবশাদ্ধাতুঃ বাচ্যবিপরীতমর্থমাচষ্টে যথা প্রহরণং প্রহারমিতি। তথা পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ ভূমেশ্চ প্রবিরিচাথে। এবং দ্যা-প্রভৃতিভ্যোঽপি। সিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপঃ। গিরয়ঃ পর্বতাঃ। অপিচ হে ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বা ভুবনা সর্বাণি ভূতজাতান্যতিক্রম্যাতিরিক্তানি যানি সন্তি তান্যতীত্য প্রবিরিচাথে। অধিকৌ ভবথঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পৃতনাহবেষু' (পৃতনাসু) সংগ্রামে রক্ষণার্থ আহূত হইলে 'ইন্দ্রাগ্নী' হে ইন্দ্রাগ্নি! আগমনকারী আপনারা উভয়ে 'চর্ষণিভ্যঃ' সকল মনুষ্যগণের মধ্যে 'মহিনা' মহত্ত্বের দ্বারা 'প্রবিরিচাথে' অতিরিক্ত হয়েন, সকলের অধিক হয়েন—ইহাই অর্থ। এখানে উপসর্গ-হেতু ধাতু বাচ্যের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। যেমন 'প্রহরণং প্রহারণং' এইরূপ। সেইরূপ 'পৃথিব্যাঃ' সকল স্থান হইতে 'প্র রিরিচাথে' অতিরিক্ত হয়। এইরূপে 'দিবঃ' দ্যুঃ-প্রভৃতি হইতে ও 'সিন্ধবঃ' স্যন্দনশীল জল 'গিরয়ঃ' পর্বত-সমূহ অপিচ হে ইন্দ্রাগ্নি। 'বিশ্বা ভুবনা' সকল ভূতজাত 'অতি' আর যেই সকল বাকী আছে সেই সকলকে 'অতি' অতীত করিয়া 'প্র রিরিচাথে' অধিক হও।

পৃতনাষাহ্যেষু। পৃতনাসু ষহঃ পৃতনাষহঃ। ছেয়ো ভাবেহনুপসর্গস্যেত্যপ্ সম্প্রসারণঞ্চ। ব্যত্যয়েন ধাপাদিস্বরাভাবে কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। বিবিচ্যাথে। বিচির্ বিবেচনে। ছন্দসি লুঙ্ লঙ্ লিটঃ ইতি বর্তমানে লিট্। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। মহিত্বা। মহ পূজায়াং। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবো মহিত্বং। সুপাং সুলুগিতি তৃতীয়ায়া ডাদেশঃ। (১ম-১০২সূ-৬ঋ)।

ষষ্ঠ (১১৮০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে দেবতার মাহাত্ম্য-কথা প্রখ্যাপিত। রিপুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা যখন দেবতার শরণাপন্ন হই, তখন দেবতার কি শক্তি প্রকাশ পায়, এই ঋকে তাহারই আভাস পাই। তুমি বলিবে,—আমার শত্রু পৃথিবী জুড়িয়া আছে। কিন্তু মন্ত্র বলিতেছেন,—থাকুক, পৃথিবী জুড়িয়া; তুমি যদি আপনাকে রক্ষার জন্য দেবতাকে আহ্বান কর, দেবতার শক্তি তখন পৃথিবীর অপেক্ষাও বড় হইবে,—শত্রুকে তখন পৃথিবী পরিত্যাগ করাইবে। তাঁহারা যেমন পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজমান রহিবেন, তেমনই স্বর্গেও তাঁহারা পরিব্যাপ্ত রহেন। একদিকে তাঁহারা স্নেহকরুণার ন্যায়,—বিশাল সিন্ধুবৎ তাঁহাদিগের স্নেহনিকেতন উপাসককে আশ্রয় দানের জন্য বিস্তৃত রহিয়াছে; অন্যদিকে আবার শত্রুবিমর্দ্দনে তাঁহারা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় হইয়া আছেন। ফলতঃ, সংসারে এমন কোনও সামগ্রীই নাই,—যাহা দেবতার বা দেবভাবের প্রভাবকে অতিক্রম করাতে পারে।

মন্ত্র এই ভাবেই দেবমাহাত্ম্য বিজ্ঞাপিত করিতেছে। মন্ত্রের অন্তর্গত

পৃতনাষাহ্যেষু। 'পৃতনাসু ষহঃ' এই বাক্যে 'পৃতনাষহঃ' পদ হয়। ছেয়ো ভাবে অনু-উপসর্গের ইষ্ এবং সম্প্রসারণ। ব্যত্যয়ের দ্বারা ধাপাদি স্বরাভাবে কৃদুত্তরপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। বিবিচ্যাথে। বিচির্ ধাতু বিবেচন-অর্থক। 'ছন্দসি লুঙ্লঙ্লিটঃ' ইত্যাদি সূত্রে বর্তমানে লিট্। অথবা 'লটোপ বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে বিকরণের শ্লুঃ। মহিত্বা। মহ-ধাতু পূজার্থক। ঔণাদিক ইন্-প্রত্যয়। তাহার ভাব—মহিত্ব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে তৃতীয়াকে ডা-আদেশ। (১ম—১০২সূ—৬ঋ)।

'চর্ষণিভ্যঃ' 'সিন্ধুভ্যঃ' 'গিরিভ্যঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম আমাদিগের ব্যাখ্যা-নুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতেই বুঝা গিয়াছে, এই মন্ত্রের উপদেশ এই যে,—'মানুষ! তোমরা জ্ঞানের ও ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সেই ইন্দ্রাগ্নি দেব-দ্বয়ের অনুসরণ কর; তোমাদিগের সকল প্রকার শত্রু বিমর্দ্দিত হইবে,—তোমরা সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ লাভ করিবে।' (১ম—১০৯সূ—৬ঋ)।

—— • ——

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকা।

পূর্ব্বোক্ত এব পশাবাভরতমিত্যেষা পুরোডাশস্যানুবাক্যা। সূত্রিতঞ্চ। আ ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ উভা বামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যৈ। আ০ ৩।৭। ইতি।

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

আ ভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ অস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী

অবতং শচীভিঃ।

ইমে নু তে রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য যেভিঃ সপিত্বং

পিতরো ন আসন্॥ ৭॥

মন্ত্রভাষ্যানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

পূর্ব্বোক্ত পশুযাগেই 'আভরতং' ইত্যাদি এই ঋক্ পুরোডাশের অনুবাক্যা, সূত্রিত আছে,—'আভরতং শিক্ষতং বজ্রবাহূ উভাবামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যৈ ইতি' ইত্যাদি।

পদ-নির্দ্দেশঃ।

আ। ভরতং। শিক্ষতং। বজ্রবাহূ ইতি বজ্রবাহূ। অস্মান্। ইন্দ্রাগ্নী ইতি। অবতং। শচীভিঃ।

ইমে। নু। তে। রশ্ময়ঃ। সূর্য্যস্য। যেভিঃ। সপিত্বং। পিতরঃ। নঃ। আয়ন্। ৭।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রবাহূ' (রিপুবিমর্দ্দনায় পাপনাশায় বা বজ্রধারিণৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) যুবাং 'আভরতং' (অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছতং) তথা 'শিক্ষতং' (সুশিক্ষাদানং কুরুতং) তথা 'শচীভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, অস্মান সৎকর্ম্মসম্পন্নান্ কৃত্বা ইত্যর্থঃ) 'অবতং' (রক্ষতং); 'যেভিঃ' (কর্ম্মভিঃ জ্ঞানরশ্মিভিঃ বা) 'নঃ' (অস্মাকং) 'পিতরঃ' (পিতৃপুরুষাঃ) 'সপিত্বং' (সহপ্রাপ্তব্যং স্থানং, ব্রহ্মসান্নিধ্যং) 'আয়ন' (অগাগচ্ছন্) 'ইমে' (সর্ব্বত্র প্রকাশমানাঃ) 'তে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'সূর্য্যস্য' (জ্ঞানাধারস্য) 'রশ্ময়ঃ' (জ্ঞানদীপ্তয়ঃ) 'নু' (ক্ষিপ্রং অস্মান্ প্রাপয়ন্তু - যুবয়োঃ কৃপয়া ইতি যাবৎ)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! অস্মান্ সৎকর্ম্মসম্পন্নান্ কৃত্বা অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছতং; অপিচ, যেন কর্ম্মণা বয়ং ভগবৎসান্নিধ্যং লভামহে তদ্বিধীয়তং। (১ম ১০৯সূ ৭ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুবিমর্দ্দনের জন্য বা পাপনাশের জন্য বজ্রধারী জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন, সুশিক্ষা দান করুন, এবং আমাদিগকে সৎকর্ম্মসম্পন্ন করিয়া রক্ষা করুন; যে কর্ম্মসমূহের বা জ্ঞানরশ্মিসমূহের দ্বারা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ ব্রহ্মসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, সর্ব্বত্র প্রকাশমান প্রসিদ্ধ জ্ঞানাধারের সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ আপনাদিগের কৃপায় শীঘ্র আমাদিগকে প্রাপ্ত হউক। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়। আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন; এবং যে কর্ম্মের দ্বারা আমরা ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করি, তাহার বিধান করুন।)॥ (১ম—১০৯সূ—৭ঋ)॥

সপিত্বং। আগন্। অগ গতিদীপ্ত্যাদানেষু। লঙ্যাডাগম উদাত্তঃ। বহুলং ছন্দস্যমাঙ্যোগেহপীতি বিধাতাভাবঃ। (১ম—১০৯—৭ঋ)

• . •

সপ্তম (১১৮১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণটীতে ত্রিবিধ প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগকে পরম ধন প্রদান করুন, আপনারা আমাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করুন, এবং আপনারা আমাদিগকে এমন সৎকর্ম্ম-পরায়ণ করুন,—যদ্দ্বারা আমরা রক্ষা প্রাপ্ত হই।' সকল প্রকার ব্যাখ্যার মধ্য হইতে প্রকারান্তরে এই ভাবই অধ্যাহৃত হইয়া থাকে।

কিন্তু মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী বড়ই প্রহেলিকাপূর্ণ। উহার অভ্যন্তরে যে কি ভাব-তত্ত্ব নিহিত আছে, কোনও ব্যাখ্যা হইতেই সহসা তাহা নিষ্কাশন করা যায় না। ঐ অংশের একটী ইংরাজী ও একটী বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই বা কি ভাব গ্রহণ করিতে পারা যায়, পাঠকগণ তাহা বুঝিয়া দেখুন; যথা,—

(১) "সূর্য্যের যে রশ্মিসমূহের দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন, সে এই।"

(2) "These are indeed the rays of the Sun wherewith our fathers united."

আমরা মনে করি, 'সু' পদের সহিত প্রার্থনামূলক ক্রিয়াপদের সম্বন্ধ আছে। ক্ষিপ্র আমাদিগকে সেই জ্ঞানরশ্মিসমূহ প্রাপ্ত হউক, আপনাদিগের কৃপায় সেই জ্ঞান যেন আমরা সত্বর প্রাপ্ত হই;—'সু' পদে এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে করা যায়। পিতৃগণ যে জ্ঞানরশ্মি-প্রভাবে জ্ঞানাধারে মিলিত (সপিত্বং আগন্) হইয়াছেন,—ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছেন; প্রার্থনা,—আমরা যেন সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হই। ইহাই

ইত্যাদি সূত্রে ইন্-প্রত্যয়। 'সপি'র ভাব এই বাক্যে 'সপিত্বং' পদ হয়। আগন্। অগ-ধাতু গতি, দীপ্তি ও আদান অর্থে ব্যবহৃত। লঙে আট্ আগম। উদাত্ত। 'বহুলংছন্দস্যমাঙ্যোগেহপি' এই সূত্রে বিধানের অভাব। (১ম—১০৯২—৭ঋ)।

• . •

ভাবার্থ। "ইমে তে সূর্য্যস্য রশ্ময়ঃ" বাক্যাংশে, কর্ম্ম দ্বারা সঞ্চিত, দেবতার অনুগ্রহে প্রাপ্ত, সকলের অনুভব-যোগ্য জ্ঞানকিরণ-সমূহকেই বুঝাইতেছে। জ্ঞানাধার সূর্য্যদেবের সহিত যে জ্ঞান-কিরণের সম্বন্ধ, যে জ্ঞানরশ্মি লাভ করিলে জ্ঞানাধারে মিলিত হওয়া যায়, এখানে তাহারই প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ফলতঃ, পিতৃগণের অধিগত আকাঙ্ক্ষিত জ্ঞান-লাভের কামনাই এই অংশে প্রকাশমান। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। (১ম—১০৯সূ—৭ঋ)।

—— • ——

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। নবোত্তরশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

পুরন্দরা শিক্ষতং বজ্রহস্তাস্মাঁ ইন্দ্রাগ্নী

অবতং ভরেষু।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

পুরংঽদরা। শিক্ষতং। বজ্রঽহস্তা। অস্মান্। ইন্দ্রাগ্নী ইতি।

অবতং। ভরেষু।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বজ্রহস্তা' (রিপুবিমর্দ্দনায় পাপনাশায় বা আয়ুধধারিণৌ) 'পুরন্দরা' (রিপূণাং পাপকর্ম্মাণাং বা আশ্রয়স্থানং বিদারয়িতারৌ) 'ইন্দ্রাগ্নী' (জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতী হে দেবৌ) 'ভরেষু' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু) 'অস্মান্' (নঃ) 'অবতং' (রক্ষতং'); 'তৎ' (তস্মাৎ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্দ্ধকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অখণ্ডনীয়ঃ অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্পন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যরূপী দেবঃ) 'পৃথিবী' (আশ্রয়দাতা ভূদেবতা, অয়ং ধরিত্রীরূপঃ ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (স্বর্গস্বরূপঃ সর্ব্বনিলয়ঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ-ইন্দ্রাগ্নী দেবৌ রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে অস্মান্ রক্ষতু, তথা সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু। (১ম—১০৯সূ—৮ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

রিপুবিমর্দ্দনে অর্থাৎ পাপনাশে অস্ত্রধারী, রিপুগণের অর্থাৎ পাপকর্ম্ম-সমূহের আশ্রয়-স্থান-বিদীর্ণকারী, জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অধিপতি হে ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয়! রিপুগণের সহিত সংগ্রামসমূহে আমাদিগকে রক্ষা করুন; তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্দ্ধক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেব, স্পন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপী সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা এই ধরিত্রীরূপ ভূদেব, আর স্বর্গস্বরূপ সর্ব্বনিলয় দ্যুঃ-দেব, আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে, ইন্দ্রাগ্নি দেবদ্বয় রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমাদিগকে রক্ষা করুন; এবং সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন।)॥ (১ম—১০৯সূ—৮ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বজ্রহস্তা হস্তেন গৃহীতবজ্রৌ। পুরন্দরা অসুরপুরাণাং দারয়িতারাবিন্দ্রাগ্নী শিক্ষতং। অস্মদপেক্ষিতং ধনং প্রযচ্ছতং। অপিচ ভরেষু সংগ্রামেষস্মানবতং। রক্ষতং। যদনেন সূক্তেন প্রার্থিতং তদস্মদীয়ং মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বজ্রহস্তা' হে হস্তের দ্বারা বজ্রগ্রহণকারিদ্বয়! 'পুরন্দরা' অসুরপুর-সমূহের দারয়িতা 'ইন্দ্রাগ্নী' ইন্দ্র ও অগ্নি! 'শিক্ষতং' আমাদিগের অপেক্ষিত ধন প্রদান করুন। অপিচ 'ভরেষু' সংগ্রামসমূহে 'অস্মান্' আমাদিগকে 'অবতং' রক্ষা করুন। যাহা এই সূক্তের দ্বারা প্রার্থিত, তাহাতে আমাদিগকে মিত্রাদি দেবগণ 'মমহন্তাং' পূজিত করুন।

পুরন্দরা। পূঃ সর্ব্বয়োর্দ্দারিসহোরিতি খচ্। বাচং যমপুরন্দরৌ চেতি নিপাতন-মাদম্। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। (৮ম - ১০৯ সূ ৮ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একোনত্রিংশো বর্গঃ। ১।৭।২৯।

• • •

অষ্টম (১৭৮২) ঋকের বিশদার্থ।

— •⁑×⁑• —

এই মন্ত্র সরল প্রার্থনামূলক। মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভরেষু' পদে যে সংগ্রামকে বুঝাইতেছে, সেই সংগ্রামের স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হইলে, মন্ত্রের ভাব আপনা-আপনিই অধিগত হয়। ঐ পদ উপলক্ষে সাধারণতঃ অর্থ গ্রহণ হইতে দেখি, যেন কোথাকার কোনও যুদ্ধের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু সে ভাব পোষণ করি না। আমরা বলি, বেদে যেখানেই সংগ্রামের বিষয় পরিদৃষ্ট হয়, তাহার কুত্রাপি মনুষ্যের সহিত মানুষের সংগ্রাম অর্থ সূচনা করে না। পরন্তু হৃদয়ের মধ্যে সদসদ্বৃত্তির যে সংগ্রাম অহরহঃ চলিয়াছে, তাহাই ঐ সকল ক্ষেত্রের লক্ষ্যস্থল বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেই দৃষ্টিতে আমরা পূর্ব্বাপর 'ভরেষু' পদে 'রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলেও সেই অর্থ সমীচীন বলিয়া মনে করি। 'ভরেষু' পদে এই তত্ত্ব উপলব্ধ হইলেই দেবদ্বয়ের যে বিশেষণ, 'বজ্রহস্তা' এবং 'পুরন্দরা', ঐ দুই পদেরও মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেবগণ বা দেবভাবসমূহ যে রিপুগণের প্রতি পাপের প্রতি বজ্রধারণ করিয়া আছেন, তাঁহারা যে পাপের মূলোচ্ছেদে প্রযত্নপর রহিয়াছেন, 'বজ্রহস্তা' ও 'পুরন্দরা' পদদ্বয় সেই ভাব প্রকাশ করিতেছে। যাহা হউক, 'ভরেষু' পদে যে সংগ্রামকে বুঝাইতেছে, তাহাতে মানুষের সহিত মানুষের দ্বন্দ্বের প্রতি লক্ষ্য না

পুরন্দরা। 'পূঃ সর্ব্বয়োর্দ্দারিসহোঃ' এই সূত্রে খচ্-প্রত্যয়। 'বাচং যমপুরন্দরৌ চ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু অম্-প্রত্যয়। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। (১ম - ১০৯সূ - ৮ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে একোনত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।২৯।

• • •

আসিয়া, পাপের সহিত—রিপুগণের সহিত—চিত্তবৃত্তিসমূহের যে দ্বন্দ্ব অহরহঃ চলিয়াছে, তাহারই প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়। দেবত্রয় সেই সংগ্রামে পাপনাশে-রিপুদমনে আমাদিগের সহায় হউন, এবং আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল রহুন;—ইহাই এই অংশের প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণে যে ভাব প্রকাশ পাইতেছে, তদ্বিষয় বিভিন্ন স্থানে আলোচনা করিয়াছি।

'হে রিপুবিমর্দ্দক শত্রুনাশকারী জ্ঞানৈশ্বর্য্যাধিপতি দেবত্রয়! আপনাদিগের কৃপাবলে রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমরা যেন জয়লাভ করি, সকল দেবভাবে বিভূষিত হইয়া আমরা যেন সংসার-সমরে জয়ী হই এবং মিত্রাদি সকল দেবতা যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন'—এবম্বিধ প্রার্থনাই মন্ত্রটীতে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১০৯সূ—৮ঋ)॥

দশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

ততং ম ইতি নবর্চ্চং পঞ্চমং সূক্তং কুৎসস্যার্ষং ঋভুদেবতাকং। পঞ্চমীনবম্যৌ ত্রিষ্টুভৌ। শিষ্টাঃ সপ্ত জগত্যঃ। তথাচানুক্রান্তং। ততং নবার্ভবন্তু পঞ্চম্যন্ত্যৌ ত্রিষ্টুভাবিতি। অভিপ্লবষড়হস্য চতুর্থেঽহনি বৈশ্বদেবশস্ত্রে ইদমার্ভবং নিবিদ্ধানং। সূত্রিতঞ্চ তৃতীয়স্যেতি খণ্ডে। ততং মে অপ ইতি বৈশ্বদেবং ইতি।

দশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ততং মে' ইত্যাদি নয়টী ঋক্-যুক্ত পঞ্চম সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি। ঋভু দেবতা। পঞ্চমী এবং নবমী ঋক্ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ-বিশিষ্ট। অবশিষ্ট সাতটী ঋক্ জগতী ছন্দঃ-বিশিষ্ট। এইরূপ অনুক্রমণিকা আছে,—'ততং নবার্ভবন্তু পঞ্চম্যন্ত্যৌ ত্রিষ্টুভৌ' ইত্যাদি। অভিপ্লবষড়হের চতুর্থ দিবসে বৈশ্বদেব-শস্ত্রে এই ঋভুগণ-বিষয়ক স্তোত্র নিবিদ্ধান হয়। 'তৃতীয়স্য' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে;—'ততং মে অপ ইতি বৈশ্বদেবং' ইত্যাদি।

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। সপ্তমোহনুবাকঃ। দশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমোঽষ্টকঃ।
সপ্তমোহধ্যায়ঃ। ত্রিংশঃ একত্রিংশঃ চ দ্বৌ বর্গৌ।

দশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের ছন্দ ও দেবতা অভিন্ন। ঋষির পরিচয় পূর্ব্ব সূক্তের ন্যায়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দেবতা—ঋভুগণ। ঋভুগণ বলিতে কি ভাব মনে আসে, কি তত্ত্ব অধিগত হয়, পূর্ব্বে (১ম—২০সূ) তাহা আলোচনা করিয়াছি। কর্ম্মপ্রভাবে এই মানুষই দেবত্বের অধিকারী হয়েন, সৎকর্ম্মে এই মানুষকেই দেবতার আসন প্রদান করে। ঋভু-দেবতা-বিষয়ক সূক্তে এই তত্ত্বই পরিজ্ঞাত হই। এখানে পর্য্যায়ক্রমে দুইটী সূক্তে ঋভুদেবগণের মাহাত্ম্যের বিষয় প্রখ্যাত আছে। কি করিয়া এই মানুষই দেবতা হয়, তাহাতে সে বিষয় অবগত হওয়া যায়। ঋভুগণ যে আমাদিগের গতি-মুক্তির পথপ্রদর্শক, তাঁহাদিগের বিষয় একটু ধীর স্থির ভাবে আলোচনা করিলে, সে তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে সূক্তের যে সকল ব্যাখ্যা সাধারণতঃ প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা ঋভুদেবগণের কোনই স্বরূপ-তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না। মূলে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'সৌধন্বনঃ' পদ আছে। তাহা হইতে ব্যাখ্যাদিতে ঋভুগণ সুধন্বা নামক কোনও ঋষির পুত্র বলিয়া পরিচিত হয়েন। কেবল তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহারা যে তিনটী ভাই ছিলেন, প্রসঙ্গক্রমে সেই তিন ভাইয়ের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয়। এ দৃষ্টিতে তাঁহারা সাধারণ মানুষ বলিয়াই প্রচারিত হয়েন বটে; কিন্তু পক্ষান্তরে আবার তাঁহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে আর মানুষ বলিয়া বিভ্রম আসে না। তখন মনে হয়,—তাঁহারা মনুষ্য হইলেও মনুষ্যের অতীত অবস্থায় উপনীত।

অষ্টম মন্ত্রের প্রচলিত ব্যাখ্যার প্রকাশ,—'ঋভুগণ গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন এবং সেই গাভী বৎস-সংযুক্ত হইয়াছিল।' ঋষির পুত্রগণের সহিত গাভীর

ও বংশের এবম্প্রকার সম্বন্ধ কিরূপে রক্ষা করা যায়, বুঝিতে পারি না। এখানে রূপক ভিন্ন অন্য কিছুই মনে আসে না। যাহা হউক, আমরা যে দৃষ্টিতে ঋভুগণকে দর্শন করি, তৎপক্ষে ব্যাখ্যা-মুখে কি যৌক্তিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ক্রমশঃ তাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে।

প্রথম মণ্ডলস্য দশাধিকশততমং সূক্তং ঋভুদেবতাকং।
বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিয়োগঃ।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ততং মে অপস্তদু তায়তে পুনঃ স্বাদিষ্ঠা
ধীতিরুচথায় শস্যতে।
অয়ং সমুদ্র ইহ বিশ্বদেব্যঃ স্বাহাকৃতস্য
সমু তৃপ্ণুত ঋভবঃ॥ ১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ততং। মে। অপঃ। তৎ। ঊং ইতি। তায়তে। পুনরিতি। স্বাদিষ্ঠা।
ধীতিঃ। উচথায়। শস্যতে।
অয়ং। সমুদ্রঃ। ইহ। বিশ্বঽদেব্যঃ। স্বাহাঽকৃতস্য।
সং। ঊং ইতি। তৃপ্ণুত। ঋভবঃ॥ ১॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে ঋভবঃ ! যুষ্মাকং অনুকম্পয়া 'মে' (ময়ি, অস্মাসু) 'অপঃ' (শুদ্ধসত্ত্বং, সৎকর্ম্ম) 'ততং' (বিস্তারিতং) ভবতু ইতি শেষঃ ; ঋভূণাং আদর্শেন বয়ং সৎকর্ম্মশীলাঃ ভবেম—ইতি ভাবঃ ; 'তদু' (তদেব, তৎকর্ম্ম, শুদ্ধসত্ত্বং এব) 'পুনঃ' (সদৈব, নিত্যকালং) 'তায়তে' (অনুষ্ঠীয়তে, যুষ্মাভিঃ অনুষ্ঠিতং ভবতু ইত্যর্থঃ) ; তদাদর্শঃ অস্মান্ নিত্যকালং সদনুষ্ঠান-পরায়ণান্ রক্ষতু—ইতি ভাবঃ ; 'স্বাদিষ্ঠা' (অতিশয়েন প্রীতিকরী) 'ধীতিঃ' (ভগবদারাধনা, ভগবৎপ্রাপ্তেঃ পিপাসা) 'উচথায়' (স্তুত্যায়, ভগবৎপ্রীতিকামনায়াঃ ইত্যর্থঃ) 'শস্যতে' (পঠ্যতে, বিনিযুক্তা ভবতু ইতি ভাবঃ) ; অস্মাকং আনন্দদায়িকা প্রার্থনা ভগবদুদ্দেশে বিহিতা ভবতু—ইতি ভাবঃ ; 'ঋভবঃ' (হে নরদেবাঃ) 'ইহ' (অস্মিন্ কর্ম্মণি, অস্মাকং নিত্যানুষ্ঠিতে কর্ম্মণি—উৎপন্নঃ ইতি যাবৎ) 'অয়ং' (বক্ষ্যমাণঃ) 'সমুদ্রঃ' (স্নেহভাবঃ, সত্ত্বভাবঃ) 'বিশ্বদেব্যঃ' (সর্ব্বদেবতৃপ্তিপ্রদঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ; নরদেবানাং আদর্শেন যঃ সত্ত্বভাবঃ উপচিতঃ ভবতি, স এব সর্ব্বদেবতায়াঃ আশ্রয়ভূতঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ ; তস্য 'স্বাহাকৃতস্য' (স্বাহা-মন্ত্রেণ ভগবতি উৎসর্গীকৃতস্য প্রদত্তস্য সত্ত্বস্য মধ্যে ইতি যাবৎ) হে দেবাঃ ! যূয়ং অপি 'সমুতৃপ্ণুত' (সম্যক্ তৃপ্তাঃ ভবত) । অয়ং ভাবঃ—নরদেবানাং কৃপয়া অস্মাসু সত্ত্বভাবঃ উদ্বুদ্ধঃ ভবতু, তেন দেবাঃ পরিতৃপ্যন্তু ॥ (১ম—১১০সূ—১ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ ।

হে ঋভুদেবগণ ! আপনাদিগের অনুকম্পায়, আমাতে শুদ্ধসত্ত্ব সৎকর্ম্ম বিস্তারিত হউক ; (ভাব এই যে,—ঋভুগণের আদর্শে আমরা যেন সৎকর্ম্মশীল হই) ; সেই কর্ম্ম নিত্যকাল আমাদিগের দ্বারা যেন অনুষ্ঠিত হয় ; (ভাব এই যে,—সেই আদর্শ আমাদিগকে নিত্যকাল সদনুষ্ঠান-পরায়ণ রাখুক) ; অতিশয় প্রীতিকর, ভগবদারাধনা—ভগবৎপ্রাপ্তির পিপাসা, ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিনিযুক্ত হউক ; (ভাব এই যে,—আমাদিগের আনন্দদায়ক প্রার্থনা ভগবদুদ্দেশে বিহিত হউক) ; হে ঋভুগণ (নরদেবগণ) ! এই কর্ম্মে অর্থাৎ আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মে উৎপন্ন এই সত্ত্বভাব সর্ব্বদেবতার তৃপ্তিপ্রদ হউক ; (ভাব এই যে,—নরদেবতার আদর্শে যে সত্ত্বভাব উপচিত হয়, তাহা সর্ব্বদেবতার আশ্রয়ভূত হউক) ; সেই স্বাহাকৃত অর্থাৎ স্বাহা-মন্ত্রে ভগবানে উৎসর্গীকৃত সত্ত্বের মধ্যে, হে দেবগণ ! আপনারাও সম্যক্ তৃপ্ত হউন ; (ভাব এই যে,—নরদেবগণের কৃপায় আমাদিগের মধ্যে সত্ত্বভাব উদ্বুদ্ধ হউক ; তাহাতে দেবগণ পরিতৃপ্ত হউন ।) ॥ (১ম—১১০সূ—১ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋভবো মে ময়া অপোঽগ্নিষ্টোমাদিরূপং কর্ম্ম ততং বিস্তারিতং। বহুশঃ পূর্ব্বমনুষ্ঠিতং। উ ইত্তদেব পুনস্তায়তে বিস্তার্য্যতে। অনুষ্ঠীয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র স্বাদিষ্ঠা স্বাদুতমাতিশয়েন প্রীতিকরী ধীতিঃ স্তুতিশ্চোচথায় স্তুত্যায় শস্ত্রায় পঠ্যতে। অপিচ ইহাস্মিন্ যাগে সমুদ্রঃ সমুন্দনশীলোঽয়ং সোমরসো বিশ্বদেব্যঃ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পর্য্যাপ্তো যথা ভবতি তথা সম্পাদিতঃ। তস্য স্বাহাকৃতস্য স্বাহাকারেণাগ্নৌ প্রক্ষিপ্তস্য সোমস্য পানেন সমুতৃপ্ণুত। সম্যগেব তৃপ্তা ভবত ॥

ততং। তনু বিস্তারে। নিষ্ঠায়াং যস্য বিভাষেতীট্ প্রতিষেধঃ। অনুদাত্তোপদেশে-ত্যাদিনানুনাসিকলোপঃ। অপঃ। আপ্লৃ ব্যাপ্তৌ। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বা ইত্যসুন্ ধাতোর্হ্রস্বশ্চ। তায়তে। তনোতের্যকি। পা০ ৬।৪।৪৪। ইত্যাত্বং। স্বাদিষ্ঠা। স্বাদুশব্দাদাতিশায়নিক ইষ্ঠন্। টেরিতি টিলোপঃ। উচথায়। বচ পরিভাষণে। ঔণাদিকোঽথক্ প্রত্যয়ঃ। বচিস্বপীত্যাদিনা সম্প্রসারণং। সমুদ্রঃ। উন্দী ক্লেদনে। স্ফায়িতঞ্চীত্যাদিনা রক্। অনিদিতামিতি নলোপঃ। বিশ্বদেব্যঃ। দেবস্য ভাগো দেব্যঃ। ছন্দসি চেতি য-প্রত্যয়ঃ। বিশ্বে সর্ব্বে দেব্যা যস্মিন্ সোমে। বহুব্রীহৌ বিশ্বং সংজ্ঞায়ামিত্য-ত্যন্তায়েনাসংজ্ঞায়ামপি পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। স্বাহাকৃতস্য। স্বাহাশব্দস্য উর্য্যাদিত্বেন

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুগণ! 'মে' আমার দ্বারা 'অপঃ' অগ্নিষ্টোমাদিরূপ কর্ম্ম 'ততং' বিস্তারিত হইয়াছিল; বহুপ্রকারে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'তদু' তাহাই 'পুনঃ' 'তায়তে' পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে, অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইতেছে। তথায় 'স্বাদিষ্ঠা' স্বাদুতম অতিশয় প্রীতিকরী 'ধীতিঃ' স্তুতি 'উচথায়' স্তুতির জন্য 'শস্ত্রে' পঠিত হইতেছে। অপিচ, 'ইহ' এই যজ্ঞে 'সমুদ্রঃ' সমুন্দনশীল সোমরস 'বিশ্বদেব্যঃ' সকল দেবগণের জন্য পর্য্যাপ্ত যাহা তাহা অর্থাৎ পর্য্যাপ্তরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। 'স্বাহাকৃতস্য' সেই স্বাহাকারের দ্বারা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত সোমের পানের দ্বারা 'সমুতৃপ্ণুত' সম্যগ্‌রূপে তৃপ্ত হও।

ততং। তনু-ধাতু বিস্তারার্থক। নিষ্ঠাতে 'যস্য বিভাষা' ইত্যাদি সূত্রে ইটের প্রতিষেধ। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ। অপঃ। আপ্লৃ-ধাতু ব্যাপ্তি-অর্থক। 'আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বা' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্-প্রত্যয়, এবং ধাতুর হ্রস্ব। তায়তে। 'তনোতের্যকি' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ৬।৪।৪৪) আত্ব। স্বাদিষ্ঠা। স্বাদু-শব্দ-হেতু আতিশায়নিক ইষ্ঠন্ প্রত্যয়। 'টেঃ' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। উচথায়। বচ-ধাতু পরিভাষণ-অর্থক। উণাদিগণীয় অথক্-প্রত্যয়। 'বচিস্বপি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সম্প্রসারণ। সমুদ্রঃ। উন্দী-ধাতু ক্লেদন-অর্থক। 'স্ফায়িতঞ্চি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা রক্-প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে ন লোপ। বিশ্বদেব্যঃ। দেবস্য ভাগঃ—এই বাক্যে দেব্যঃ পদ হয়। 'ছন্দসি চ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। 'বিশ্বে সর্ব্বে দেব্যা যস্মিন্ সোমে'—এই বহুব্রীহি সমাসে 'বিশ্বং সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে অত্যন্তের দ্বারা অসংজ্ঞাতেও পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। স্বাহাকৃতস্য। স্বাহা-শব্দের উর্য্যাদিত্বের দ্বারা গতিত্ব-হেতু 'গতিরনন্তরঃ'

প্রতিষ্যাদ্‌প্রতিরনন্তর ইতি পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। তৃপ্‌ প্রুত। তৃপ প্রীণনে। ধাতিষ্যঃ সূঃ। ঋতব ইত্যনেন সংহিতায়াম্‌ঋত্যক ইতি প্রকৃতিভাবঃ॥ (১ম—১১০সূ—১ঋ)॥

প্রথম (১১৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত অর্থে এবং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে, ভাষ্যের ও আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার সমালোচনায় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে, এক পক্ষে যেমন প্রতিপন্ন হয়,—ঋভুগণ যেন শরীরধারী মনুষ্য এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই মন্ত্র যেন রচিত ও উচ্চারিত হইয়াছিল; অন্য পক্ষে আবার প্রতিপন্ন হয়,—তাঁহারা মনুষ্যের অতীত অশরীরী দেবগণ। প্রচলিত প্রায় সকল ব্যাখ্যার প্রথম ও শেষ অংশ হইতেই এই দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ব্যাখ্যায় প্রকাশ, তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে,—'হে ঋভুগণ! পূর্ব্বে অনেকবার আমি যজ্ঞ করিয়াছি, আবারও যজ্ঞ করিতেছি; আর, সেই যজ্ঞে আপনাদিগের প্রীতিপ্রদ স্তোত্র উচ্চারিত হইতেছে; সেখানে অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে যে সোমরসের আহুতি প্রদত্ত হইতেছে, আপনারাও তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হউন।'

সম্বোধন মনুষ্য-পক্ষে বটে; কিন্তু অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি মনুষ্য কেমন করিয়া পান করিবেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় কি?

অতএব, মন্ত্রের প্রথম অংশের ব্যাখ্যায় ঋভুদেবগণকে মনুষ্য বলিয়া মনে হইলেও, শেষ অংশের ব্যাখ্যায় তাঁহাদিগকে মনুষ্যের অতীত সামগ্রী বলিয়া ধারণা জন্মে।

আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ পরিগ্রহণ করি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা বিশদীকৃত হইয়াছে। তাহার সার নিষ্কর্ষণ বাহুল্য

ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর। তৃ-প্রুত। তৃপ-ধাতু প্রীণন-অর্থক। 'ধা দত্যঃ সূঃ' ইত্যাদি সূত্রে সূ-প্রত্যয়। 'ঋতবঃ' এই পদের দ্বারা সংহিতাতে 'ঋত্যকঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিভাব। (১ম—১১০সূ—১ঋ)।

মাত্র। তবে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা উপলক্ষে কয়েকটী পদের মর্ম্ম-পরিগ্রহণ-পক্ষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। প্রথমে দেখুন—'অপঃ' পদ। এখানে ভাষ্যকারই ঐ পদের অর্থ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'অপঃ' পদে যে 'কর্ম্ম' অর্থ গৃহীত হইতে পারে, এখানে ভাষ্যে তাহা প্রথম লক্ষ্য করুন। কিন্তু সে কোন্ কর্ম্ম—'অপঃ' পদবাচ্য। সৎকর্ম্ম শুদ্ধসত্ত্বই যে বেদে 'অপঃ' পদের দ্যোতক, তাহা আমরা পূর্ব্বাপর প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি। এখানে ভাষ্যেও সে ভাব পরিলক্ষিত হইল। তার পর, 'ততং' পদের সহিত অতীতকালের ক্রিয়ার কল্পনা না করিয়া আমরা লোটের ক্রিয়াপদেই সার্থকতা দেখি। এতদনুসারে, "যে অপঃ ততং" বাক্যাংশে, 'আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্ম বা শুদ্ধসত্ত্ব বিস্তৃতি-লাভ করুক'—এইরূপ অর্থই আসিয়া থাকে। ফলতঃ, নরদেবগণের কৃপায় বা আদর্শে আমরা যেন সৎকর্ম্মপরায়ণ সত্ত্বভাবান্বিত হই—ইহাই ঐ মন্ত্রাংশের কামনা। অশরীরী দেবতার অনুসরণে শরীরধারী মনুষ্য আমাদিগের শক্তি বড়ই অল্প। কিন্তু আদর্শ মানুষের অনুসরণে আমরা সহসাই সমর্থ হইতে পারি। তাই সেই প্রার্থনাই এখানে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। "ততুঃ পুনঃ তায়তে" বাক্যাংশে ঐ ভাবেরই স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। তাৎপর্য্য এই যে,—আমরা যেন পুনঃপুনঃ সর্ব্বথা সৎকর্ম্মপরায়ণ থাকি। মন্ত্রের তৃতীয় অংশ, প্রথম চরণের অবশিষ্ট পদ-চতুষ্টয়,—"স্বাদিষ্ঠা ধীতিঃ উচথায় শস্যতে।" উহার মর্ম্ম—আমাদিগের আরাধনা, আমাদিগের স্তুতি, যেন ভগবৎপ্রীতিকামনায় বিনিযুক্ত হয়; আদর্শ-মহাপুরুষগণের—ঋভুদেবগণের অনুসরণে, আমাদিগের সর্ব্ব-কর্ম্ম—যে কর্ম্মে আমাদিগের প্রীতি সঞ্জাত হয় সে সকল কর্ম্ম—যেন ভগবানে ন্যস্ত করিতে সমর্থ হই। 'স্বাদিষ্ঠা ধীতিঃ' বলিতে 'আত্মতৃপ্তিপ্রদ স্তুতি বা প্রার্থনা বা পিপাসা অথবা ভগবানের প্রীতিপ্রদ স্তুতি' ইত্যাদি ভাব আসে। সে যেন তাঁহারই উদ্দেশে বিহিত হয়, ইহাই মর্ম্মার্থ।

দ্বিতীয় চরণের 'সমুদ্রঃ' 'বিশ্বদেব্যঃ' 'স্বাহাকৃতস্য' প্রভৃতি পদ অনুধাবনীয়। এখানে 'সমুদ্রঃ' উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে সোমরসের পরিকল্পনা দেখিতে পাই। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে স্নেহভাবের সত্ত্ব-ভাবের দ্যোতনা রহিয়াছে। এ বিষয় আমরা পূর্ব্বে বহুস্থলে প্রতিপন্ন

করিয়াছি। এই দৃষ্টিতে মন্ত্রাংশের অর্থ হয়,—আমাদিগের নিত্য-অনুষ্ঠিত কর্ম্মে (ইহ) এই আকাঙ্ক্ষিত (অয়ং) সত্ত্বভাব (সমুদ্রঃ) উৎপন্ন হউক, এবং তাহা সর্ব্বদেবতার তৃপ্তিপ্রদ অর্থাৎ সকল দেবতার আশ্রয়ীভূত হউক। দ্বিতীয় চরণের প্রথম অংশে, 'ঋভবঃ ইহ অয়ং সমুদ্রঃ বিশ্বদেব্যঃ" বাক্যাংশে, এই কামনাই প্রকাশমান। মন্ত্রের শেষ অংশ—"স্বাহাকৃতস্য সমুতৃপ্ণুত" পদদ্বয়—ঋভুদেবগণের তৃপ্তির প্রার্থনামূলক। তাঁহাদিগের ক্রিয়া আমাদিগের মধ্যে প্রকাশ পাউক, তাহাতে তাঁহারা পরিতৃপ্ত হউন;—এই ভাবই এখানে পরিব্যক্ত। দেবতার তৃপ্তিসাধন কি প্রকারে সম্ভবপর? তোমার বা আমার তৃপ্তিসাধনের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইতেছি। আমার প্রশংসামূলক বাক্য উচ্চারণের দ্বারা (স্তুতির দ্বারা) আমার প্রকৃত সন্তোষবিধান সম্ভবপর নহে। পরন্তু আমার কার্য্যের, চরিত্রের, গুণের অনুসরণেই আমার প্রকৃত সন্তোষ-সাধন হয়। দেবতার পক্ষেও এই ভাব গ্রহণীয়। উপাসক দেবতার গুণের অনুসরণ করুন; তাহাতেই দেবতার তৃপ্তি। ইহাই এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়। (১ম—১১০সূ—১ঋ)॥

——:0:——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আভোগয়ং প্র যদিচ্ছন্ত ঐতনাপাকাঃ প্রাঞ্চো

মম কে চিদাপয়ঃ।

সৌধন্বনাসশ্চরিতস্য ভূমনাগচ্ছত সবিতুঃ

দাশুষো গৃহং॥ ২॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আভোগয়ং। প্র। যৎ। ইচ্ছন্তঃ। ঐতন। অপাকাঃ। প্রাঞ্চঃ।

মম। কে। চিৎ। আপয়ঃ।

সৌধন্বনাসঃ। চরিতস্য। ভূমনা। অগচ্ছত। সবিতুঃ।

দাশুষঃ। গৃহং ॥ ২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ঋভবঃ! যূয়ং 'প্রাঞ্চঃ' (পূর্ব্বকালীনাঃ) 'মম কেচিৎ আপয়ঃ' (মদীয়স্য এব কেচন অপরিচিতাঃ জ্ঞাতয়ঃ আত্মীয়াঃ বা) ভবথ ইতি শেষঃ; যদ্যপি অধুনা যূয়ং দেবত্বং প্রাপ্তাঃ কিন্তু পুরা যূয়ং মদীয়মেব জ্ঞাতয়ঃ মনুষ্যাঃ অভবন্—ইতি ভাবঃ; 'যৎ' (যদা) 'অপাকাঃ' (অপরিণতাঃ, অজ্ঞানাঃ সন্তঃ) 'আভোগয়ং' (উপভোগ্যং সত্ত্বভাবং) 'ইচ্ছন্তঃ' (কাময়ন্তঃ) 'প্র ঐতন' (প্রকৃষ্টরূপেণ তপশ্চরিতুং অরণ্যে গতবন্তঃ, সর্ব্বথা ভগবদারাধনা-পরায়ণাঃ ভবন্তঃ ইত্যর্থঃ); তদা 'সৌধন্বনাসঃ' (সুধনাৎ সমুৎপন্নাঃ হে সত্ত্বসমুদ্ভবাঃ সদ্বুদ্ধি-পরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) যুষ্মাকং 'চরিতস্য' (সৎকর্ম্মণঃ) 'ভূমনা' (প্রাধান্যেন) 'দাশুষঃ' (দানশীলস্য) 'সবিতুঃ' (জ্ঞানদেবস্য) 'গৃহং' (আশ্রয়ং) 'অগচ্ছত' (প্রাপ্তাঃ ভবথ); কর্ম্মণঃ ফলেনৈব অদ্য যুষ্মাকং ইদং দেবত্বং পূজার্হতা চ—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১০সূ—২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুদেবগণ! আপনারা পূর্ব্বকালীন আমারই কোনও জ্ঞাতি হয়েন; (ভাব এই যে,—এখন আপনারা দেবত্ব প্রাপ্ত বটেন, কিন্তু পূর্ব্বে আমারই জ্ঞাতি মনুষ্য ছিলেন); যখন অপরিণত অজ্ঞান থাকিয়া উপভোগ্য সত্ত্বভাবকে কামনা করিয়া প্রকৃষ্টরূপে তপশ্চরণের জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সর্ব্বথা ভগবৎপরায়ণ হইয়াছিলেন; তখন, হে সত্ত্বসমুদ্ভব সুবুদ্ধিপরায়ণ-গণ! আপনাদিগের সৎকর্ম্মের প্রাধান্যের দ্বারা, আপনারা দানশীল সবিতৃদেবতার (জ্ঞানদেবতার) আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন; (ভাব এই যে,—কর্ম্মের ফলেই আজ আপনাদিগের এই দেবত্ব ও পূজার্হতা।)॥ (১ম—১১০সূ—২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋভবঃ! অপাকা অপরিপক্কজ্ঞানাঃ প্রাঞ্চঃ পূর্ব্বকালীনা মমাপয়ঃ প্রাপয়িতারো মদীয়া জ্ঞাতয়ঃ কেচিৎ এবম্ভূতা যে কেচন যূয়মাভোগয়ং আভোগ্যং সোমমিচ্ছন্তো যদা ঐতন। তপশ্চরিতুমরণ্যং গতবন্তঃ। ঋভবো হি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য পুত্রাঃ। তথাচ যাস্কেন। ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। নি০ ১১.১৬। ইতি। কুৎসোঽপ্যাঙ্গিরসঃ। অতস্তেন মদীয়া জ্ঞাতয় ইত্যুক্তং। হে সৌধন্বনাসঃ সুধন্বনঃ পুত্রাঃ। তদানীং চরিতস্য সম্পাদিতস্য তপসো ভূমনা ভূম্না বহুত্বেন দাশুষো হবীংষি দত্তবতঃ সবিতুঃ সোমাভিষবং কুর্ব্বতো যজমানস্য সবিতুঃ যজ্ঞগৃহমগচ্ছত। তপসা লব্ধসোমাঃ সন্তঃ কৃতপানা যূয়ং গতবন্তঃ। যদ্বা দাশুষঃ প্রাতঃ সবনাদিষু যাগেষু দত্তবতঃ সবিতুর্গৃহং নিবাসস্থানং তৃতীয়সবনাখ্যমগচ্ছত প্রাপ্তাঃ। এতৎসর্ব্বমাভবং পবমানীত্যাদৌ বিস্পষ্টমাম্নাতং।

আভোগয়ং। আ সমন্তাৎ ভোগ আভোগঃ। তমর্হ আভোগয়ঃ। ছন্দসি চেতি যঃ। যস্যেতি চেতি লোপাভাবশ্ছান্দসঃ। ব্যত্যয়েন প্রত্যয়াৎপূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। যদ্বা আঙ্পূর্ব্বাদ্ভুজেরৌণাদিকঃ কর্ম্মণি ই-প্রত্যয়ঃ কুত্বং চ। ব্যত্যয়েন গুণঃ। ঐতন। ইণ্ গতৌ। লঙি মধ্যমবহুবচনস্য তস্য তনাদেশঃ। তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তস্য তনবাদেশঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুগণ! 'অপাকাঃ' অপরিপক্কজ্ঞান 'প্রাঞ্চঃ' পূর্ব্বকালে 'মম আপয়ঃ' প্রাপয়িতা আমার জ্ঞাতিগণ 'কে চিৎ' এবম্ভূত যে কেহ আপনারা 'আভোগয়ং' উপভোগ্য সোমরস 'ইচ্ছন্তঃ' ইচ্ছা করিয়া 'যৎ' যখন 'ঐতন' তপস্যা করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। ঋভুগণ সুধন্বা আঙ্গিরসের পুত্রগণ যাস্কের নিরুক্তে তাহা কথিত আছে,—'ঋভুর্ব্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ' নি০ ১১।১৬। ইত্যাদি। কুৎসই আঙ্গিরস। অতএব সেই নিমিত্ত আমার জ্ঞাতিগণ—ইহাই উক্ত আছে। 'সৌধন্বনাসঃ' হে সুধন্বনের পুত্রগণ। সেই সময়ে 'চরিতস্য' সম্পাদিত তপোবলের 'ভূমনা' বহুপ্রভাবে 'দাশুষঃ' হবিসমূহ প্রদত্ত সবিতার সোমাভিষবযুক্ত যজমানের সবিতার যজ্ঞগৃহে 'আগচ্ছত' আসিয়াছিলেন। তপোবলের দ্বারা লব্ধসোম হইয়া কৃতপান আপনারা গিয়াছিলেন। অথবা, 'দাশুষঃ' প্রাতঃসবনাদিযজ্ঞে অগ্ন্যাদিগণের দ্বারা অপসারিত ঋভুগণকে সোমপান প্রদত্ত 'সবিতুঃ' সবিতার গৃহ—তৃতীয়সবনাখ্য নিবাসস্থানকে 'অগচ্ছত' প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল ঋভুগণসম্বন্ধীয় পবমান ইত্যাদি বিস্পষ্ট আম্নাত আছে।

আভোগয়ং। আ সম্যক্ প্রকারে—এই অর্থে 'আভোগঃ' পদ হয়। তদর্হ যাহা, তাহা 'আভোগয়ঃ'। 'ছন্দসি চ' ইত্যাদি সূত্রে য-প্রত্যয়। 'যস্য' ইত্যাদি সূত্রে ছান্দসে লোপের অভাব। ব্যত্যয়ের দ্বারা প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব। অথবা আঙ্-পূর্ব্ব-হেতু ভুজ-ধাতুতে ঔণাদিক কর্ম্মে ই-প্রত্যয় ও কুত্ব। ব্যত্যয়ের দ্বারা গুণ। ঐতন। ইণ্-ধাতু গত্যর্থক। লঙে মধ্যমবহুবচনের ত-এর স্থলে তন আদেশ। 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ'

আডাগমো বৃদ্ধিশ্চ। আপয়ঃ। আপ্নোতেরৌণাদিক ই-প্রত্যয়ঃ। ভুমনা। বহুশব্দাৎ পৃথ্বাদিলক্ষণ ইমনিচ্। বহোর্লোপো ভূচ বহোরিতীকারলোপো বহোর্ভূভাবশ্চ। সংজ্ঞা-পূর্ব্বকস্য বিধেরনিত্যত্বাদলোপাভাবঃ॥ (১ম—১১০সূ—২ঋ)॥

• • •

দ্বিতীয় (১১৮৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই মন্ত্রে ঋভুদেবগণের পূর্ব্বাবস্থা এবং কি প্রকার সুকর্ম্ম-প্রভাবে তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই প্রখ্যাত রহিয়াছে। প্রথমে বলা হইয়াছে,—"প্রাঞ্চঃ গম কেচিৎ আপয়ঃ"; অর্থাৎ, প্রথমে আপনারা আমাদিগেরই জ্ঞাতি মনুষ্যজাতি ছিলেন; আমরা যেমন ভ্রম-প্রমাদ-সমাচ্ছন্ন মনুষ্য, আপনাদিগেরও পূর্ব্বে এই অবস্থাই ছিল। কিন্তু সে অবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া, আপনারা আত্মোৎকর্ষসাধনের জন্য প্রযত্নপর হয়েন; "যৎ অপাকাঃ আভোগয়ং ইচ্ছন্তঃ প্র ঐতেন" ভগবানের আরাধনায় আত্মোৎসর্গ করেন। তাহারই ফল,—আপনাদিগের এই প্রকৃষ্ট স্থান-প্রাপ্তি—দেবত্ব-লাভ। (চরিতস্য ভূমনা) সৎকর্ম্মের প্রাধান্যের দ্বারাই, সৎকর্ম্ম-সম্পন্ন হইয়াই, আপনারা সেই পরমদানশীল জ্ঞানদেবতার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন (দাশুষঃ সবিতুঃ গৃহং অগচ্ছত)। ফলতঃ, এই মানুষই যে সদিচ্ছার দ্বারা সৎকর্ম্মসম্পন্ন হইয়া পরমজ্ঞান-লাভে দেবত্বে উপনীত হয়েন, এখানে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।

মূলে একটী 'সৌধন্বনাসঃ" পদ আছে। তাহা হইতে 'সুধন্বন' নামক ব্যক্তিবিশেষের পুত্ররূপে ঋভুদেবগণকে পরিচিত করা হয়। কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। আমাদিগের মতে, ঐ পদে সৎকর্ম্মপরায়ণ সাধুগণকে নির্দ্দেশ করিতেছে। সত্ত্বসমুৎপন্ন তাঁহাদিগের কর্ম্ম তাঁহাদিগকে দেবত্বে লইয়া যায়—ইহাই তাৎপর্য্য। (১ম—১১০সূ—২ঋ)॥

ইত্যাদি সূত্রে ত-স্থানে তনবাদেশ। আট্ আগম ও বৃদ্ধি। আপয়ঃ। আপ-ধাতু ঔণাদিক ই-প্রত্যয়। ভুমনা। বহুশব্দ-হেতু পৃথ্বাদিলক্ষণ ইমনিচ্ প্রত্যয়। 'বহোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইকার-লোপ এবং বহু শব্দের স্থানে ভূ-ভাব। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু অ-লোপের অভাব॥ (১ম—১১০সূ—২ঋ)॥

• • •

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

তৎসবিতা বোঽমৃতত্বমাসুবদগোহ্যং

যচ্ছ্রবয়ন্ত ঐতন।

ত্যং চিচ্চমসমসুরস্য ভক্ষণমেকং

সন্তমকৃণুতা চতুর্ব্বয়ং ॥ ৩ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

তৎ। সবিতা। বঃ। অমৃতঽত্বং। আ। অসুবৎ। অগোহ্যং।

যৎ। শ্রবয়ন্তঃ। ঐতন।

ত্যং। চিৎ। চমসং। অসুরস্য। ভক্ষণং। একং।

সন্তং। অকৃণুত। চতুঃঽবয়ং। ৩।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে ঋভবঃ! 'যৎ' (যদা) যূয়ং 'অগোহ্যং' (দৃশ্যমানং, প্রকাশরূপং সবিতারং) 'শ্রবয়ন্তঃ' (আত্মনাং সৎফলাভাকাঙ্ক্ষাং বিজ্ঞাপয়ন্তঃ সন্তঃ) 'ঐতন' (আগচ্ছত, তদনুসারিণঃ ভবথ ইতি ভাবঃ), 'তৎ' (তদা) 'সবিতা' (সর্ব্বস্য পরিত্রাণকারকঃ সঃ জ্ঞানদেবঃ) 'বঃ' (যুষ্মান্) 'অমৃতত্বং' (দেবত্বং) 'আসুবৎ' (আভিমুখ্যেন প্রেরিতবান্, প্রযচ্ছতি ইত্যর্থঃ); সৎফলাভিলাষিণঃ জ্ঞানানুসারিণঃ মনুষ্যাঃ অমৃতত্বং প্রাপ্নুবন্তি—ইতি ভাবঃ; তদবস্থায়াং 'অসুরস্য' (পাপস্য, অপকর্ষণঃ) 'ভক্ষণং' (অধিকৃতং) 'ত্যং' (অতিহীনং) 'চমসং' (সুধা-পাত্রং, ইমং হৃদয়ং অপি) 'একং সন্তং' (সদেকাং হৃদা এব) 'চিৎ' (অপারাদেব,

নিষ্পিত্তং) 'চতুর্ব্বয়ং' (চতুর্দ্দিক্ষু বিস্তৃতং, সর্ব্বাবয়বসম্পন্নং, সর্ব্বথা দেবভাববিশিষ্টং) 'অকৃণুত' (কুরুথ, করণসমর্থাঃ ভবথ ইত্যর্থঃ); মনুষ্যাঃ যদা জ্ঞানানুসারিণঃ ভবথ তদা তেষাং হৃদয়ং স্বয়মেব পাপপরিশূন্যং লোকানুরাগসম্পন্নং ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১০সূ—৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুদেবগণ! যখন আপনারা অগোপ্য প্রকাশরূপ সবিতা-দেবতাকে আপনাদিগের সত্ত্বলাভাকাঙ্ক্ষা বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার অনুসারী হয়েন, তখন সকলের পরিত্রাণকারক সেই সবিতৃ-দেবতা আপনাদিগকে দেবত্ব প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—সত্ত্বাভিলাষী জ্ঞানানুসারী মনুষ্যগণ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন); সেই অবস্থায়, পাপের অধিকৃত, ভক্তিহীন অসহায় হৃদয়কেও আপনারা অনায়াসে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সর্ব্বথা দেবভাববিশিষ্ট করেন—করিতে সমর্থ হয়েন; (ভাব এই যে,—মনুষ্যগণ যখন জ্ঞানানুসারী হয়েন, তখন তাঁহাদিগের হৃদয় স্বতঃই পাপ-পরিশূন্য লোকানুরাগসম্পন্ন হইয়া থাকে।)॥ (১ম—১১০সূ—৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋভবস্তদানীং সবিতা সর্ব্বস্য প্রেরকো দেবো বো যুষ্মাকমমৃতত্বং দেবত্বমাসুবৎ। আভিমুখ্যেন প্রেরিতবান্। দত্তবানিত্যর্থঃ। যত্তদা যূয়মগোহ্যং গূহিতুমশক্যং সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানং সবিতারং শ্রবয়ন্তোঽপেক্ষিতং সোমপানং বিজ্ঞাপয়ন্তঃ সন্ত ঐতন। আগচ্ছত। তদানীমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যস্মাৎ যূয়ং দেবৈরাজ্ঞাপিতা সন্তোঽসুরস্য ত্বষ্টুঃ সম্বন্ধিনং তেন নির্ম্মিত-মিত্যর্থঃ। তচ্চমসং সোমপানসাধনং ত্যং তং চমসমেকং চিৎ অসহায়মেব সন্তং চতুর্ব্বয়ং চতুর্ব্বিধমকৃণুত। কৃতবন্তঃ। সৃষ্ট্যাদৌ ত্বষ্ট্রাকৃতং চমসং হোতৃচমসাদিমুখ্যচমসচতুষ্টয়রূপেণ ঋভবঃ কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুগণ! তৎকালীন 'সবিতা' সকলের প্রেরক দেব 'বঃ' আপনাদিগের 'অমৃতত্বং' দেবত্বকে 'আসুবৎ' আভিমুখ্যের দ্বারা প্রেরণ করেন; প্রদান করেন—ইহাই অর্থ। 'যৎ' যখন আপনারা 'অগোহ্যং' গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া সকলের দৃশ্যমান সবিতাকে 'শ্রবয়ন্তঃ' অপেক্ষিত সোমপান জানাইয়া 'ঐতন' আগমন করুন। তদানীং ইত্যাদি পূর্ব্বের সহিত অন্বয় হইবে। যেহেতু আপনারা দেবগণের দ্বারা আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়া 'অসুরস্য' ত্বষ্টার সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত 'তচ্চমসং' সোমপানসাধন 'ত্যং' সেই 'চমসং একং' একটী চমসকে 'চিৎ' অসহায় 'সন্তং' অবস্থায় 'চতুর্ব্বয়ং' চারিটী ব্যূহযুক্ত 'অকৃণুত' করিয়াছিলেন। সৃষ্টির আদিতে নির্ম্মিত চমসকে হোতৃচমসাদি মুখ্য চমস-চতুষ্টয়ে (বিভক্ত) ঋভুগণ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

অম্রুবং। বৃ প্রেরণে। তৌদাদিকঃ। শ্রবয়ত্তঃ। শ্রু শ্রবণে। ছান্দসো বৃদ্ধ্যভাবঃ। ঐচ্ছন। লঙি মধ্যমবহুবচনস্য তাদেশে তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনবাদেশঃ। তক্ষণং। করণে ল্যুট্। অকৃণুত। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। লঙি মধ্যমবহুবচনে ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ্চেত্যু-প্রত্যয়ঃ। চতুর্বয়ং। বয়া অবয়বাঃ। চত্বারোঽবয়বা যস্য স তথোক্তঃ ॥৩॥

তৃতীয় (১১০৮৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে এই মন্ত্রের সহিত কষ্ট-কল্পিত কয়েকটা সামগ্রীর সংযোগ হওয়ায়, মন্ত্রার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের দ্যোতক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রে একটী 'শ্রবয়ন্তঃ' পদ আছে। তাহার প্রতিবাক্যে 'বিজ্ঞাপয়ন্তঃ' পদ পরিগৃহীত হয়। কিন্তু কি 'বিজ্ঞাপয়ন্তঃ'—কি জানাইয়াছিলেন? তাহা হইতে কল্পনার সাহায্যে 'সোমরস-পানের ইচ্ছা' প্রভৃতি পদ অধ্যাহার করিয়া আনা হইয়াছে; বলা হইয়াছে,—'ঋভুগণ সবিতা দেবতার নিকট সোমপানের ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন।' তার পর, "চমসং একং চতুর্বয়ং অকৃণুত" বাক্যাংশ উপলক্ষে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, ঋভুগণ একটী চমস-পাত্রকে চারি ভাগে কর্ত্তিত বিভক্ত করায় দেবত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। কাষ্ঠের পানপাত্র চমসকে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করাই তাঁহাদিগের দেবত্বের হেতুভূত এই প্রকার অর্থই সাধারণতঃ প্রকাশ পায়। সোমরস মদ্যপানের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া এবং কাষ্ঠের একটী পান-পাত্রকে বিভাগ করিতে পারিয়াই—তাঁহাদিগের দেবত্ব।

যাহা হউক, আমরা কিন্তু এই দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করি না। যাঁহারা সাধক, ভগবানের উপাসক, দেবতার নিকট তাঁহারা সত্ত্ব সত্ত্বভাব প্রাপ্তির কামনাই জ্ঞাপন করেন। 'শ্রবয়ন্তঃ' পদ উপলক্ষে আমরা তাই 'সত্ত্বভাবকাঙ্ক্ষাং বিজ্ঞাপয়ন্তঃ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। যে দেবতার (সবিতার) নিকট প্রার্থনা, তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিলেও এই ভাবই

অম্রুবং। বৃ-ধাতু প্রেরণার্থক। তুদাদিগণীয়। শ্রবয়ন্তঃ। শ্রু-ধাতু শ্রবণার্থক। ছান্দসে বৃদ্ধির অভাব। ঐচ্ছন। লঙে মধ্যমবহুবচনের-আদেশে 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে তনবাদেশ। তক্ষণং। করণে ল্যুট্। অকৃণুত। কৃবি-ধাতু হিংসা ও করণার্থক। লঙে মধ্যমবহুবচনে 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়। চতুর্বয়ং। বয়ঃ শব্দের অবয়ব বুঝায়। যাহার চারটী অবয়ব আছে, সেই প্রকার। (২য়—১১০মূ—৩ঋ)।

মনে আসে। তার পর, 'চমসং' পদে যে পূজার পাত্র হৃদয়কে নির্দ্দেশ করে, পূর্ব্বাপর তাহাই আমরা বুঝাইয়া আসিয়াছি। "চতুর্ব্বয়ং অকৃণুত।" পদদ্বয়ে 'সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন করা—সর্ব্বথা দেবভাববিশিষ্ট করা—সত্ত্ব-সমন্বিত করা' ইত্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপে বুঝিতে পারি, এই মন্ত্রে এক নিত্যসত্য-তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; এখানে বলা হইয়াছে,—'সত্ত্বানুসারী মনুষ্যই পাপ-পরিশূন্য অবস্থায়—দেবত্বে উপনীত হইয়া থাকেন।' (১ম—১১০সূ—৩ঋ)।

—— • ——

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বেন বাঘতো মর্ত্তাসঃ

সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।

সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরচক্ষস সম্বৎসরে

সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ॥ ৪॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

বিষ্ট্বী। শমী। তরণিঽত্বেন। বাঘতঃ। মর্ত্তাসঃ।

সন্তঃ। অমৃতঽত্বং। আনশুঃ।

সৌধন্বনাঃ। ঋভবঃ। সূরঽচক্ষসঃ। সম্বৎসরে।

সং। অপৃচ্যন্ত। ধীতিঽভিঃ॥ ৪॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'শমী' (সৎকর্ম্মাণি) 'তরণীত্বেন' (ক্ষিপ্রত্বেন, যথা—ত্রাণকারকরূপেণ) 'বিষ্ট্বী' (পরিব্যাপ্তানি সন্তি) 'বাঘতঃ' (উপাসকাঃ, ঋভবঃ ইত্যর্থঃ) 'মর্ত্তাসঃ' (মনুষ্যাঃ) 'সন্তঃ' (ভূত্বা অপি) 'অমৃতত্বং' (দেবত্বং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'আনশুঃ' (প্রাপ্নুবন্তি) ; সৎকর্ম্ম এব মনুষ্যেভ্যঃ দেবত্বং দদাতি—ইতি ভাবঃ ; 'সৌধন্বনাঃ' (সত্ত্বসমুত্ভবাঃ, সদ্বুদ্ধিসম্পন্নাঃ) 'ঋভবঃ' (নরদেবাঃ) 'ধীতিভিঃ' (ভগবদুপাসনাপ্রভাবৈঃ) 'সংবৎসরে' (অবিলম্বেন) 'সূরচক্ষসঃ' (জ্ঞানদৃষ্টিসমন্বিতাঃ সন্তঃ) 'সমপৃচ্যন্ত' (ভগবতি সম্মিলিতাঃ ভবন্তি) ; কর্ম্মপ্রভাবেণ সাধবঃ ত্বরয়া ভগবৎসান্নিধ্যং লভন্তে—ইতি ভাবঃ । (১ম—১১০সূ—৪ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ ।

সৎকর্ম্মসমূহ ক্ষিপ্রত্বের দ্বারা (ত্রাণকারক-রূপে) পরিব্যাপ্ত হইলে, উপাসক ঋভুগণ, মনুষ্য হইয়াও, সমন্তাৎ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন ; (ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মই মনুষ্যগণকে দেবত্ব প্রদান করে) ; সত্ত্বসমুদ্ভূত সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন নরদেবগণ, ভগবানের উপাসনা-প্রভাবে, অবিলম্বে জ্ঞানদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া, ভগবানে সম্মিলিত হয়েন ; (ভাব এই যে,—কর্ম্মপ্রভাবে সাধুগণ ত্বরায় ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করেন ।) ॥ (১ম—১১০সূ—৪ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং ।

বাঘতঃ । ঋত্বিঙ্নামৈতৎ । অত্র চ সামর্থ্যাত্তদ্বন্তো লক্ষ্যন্তে । ঋত্বিগ্‌ভিরুপেতা ঋভবঃ । শমী । কর্ম্মনামৈতৎ । যাগদানাদীনি কর্ম্মাণ্যত্যল্পোকং চমসং চতুরঃ কৃণোতনেত্যাদিনা দেবৈরুক্তানি কর্ম্মাণি তরণিত্বেন । তরণিরিতি ক্ষিপ্রনাম । ক্ষিপ্রত্বেন শৈঘ্র্যেণ বিষ্ট্বী । যদ্যপ্যেতৎ কর্ম্মনাম তথাপ্যত্র ক্রিয়াপরং ব্যাপ্য কৃত্বেত্যর্থঃ । এবং কর্ম্মাণি কৃত্বা মর্ত্তাসো মনুষ্যা অপি সন্তোঽমৃতত্বং দেবত্বমানশুঃ আনশিরে । কৃতৈঃ কর্ম্মভির্লেভিরে । দেবত্বং প্রাপ্য চ সৌধন্বনাঃ । সুধন্বনঃ পুত্রাঃ সূরচক্ষসঃ সূর্য্যসমানপ্রকাশাঃ সূর্য্যসদৃশজ্ঞানা বা তে ঋভবঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ ।

'বাঘতঃ' । ইহা ঋত্বিক্-নাম-বাচক । এখানে সামর্থ্য-হেতু তদ্বিশিষ্ট এইরূপ লক্ষ্য আসে । ঋত্বিগ্‌গণ-কর্ত্তৃক উপেত ঋভুগণ 'শমী' । ইহা কর্ম্ম-নাম-বাচক । যাগাদি-কর্ম্মসমূহ—অত্যল্পও । 'একং চমসং চতুরঃ কৃণোতন' ইত্যাদি (ঋ০ স০ ২।৩৪) দেবগণ কর্ত্তৃক উক্ত কর্ম্মসমূহ 'তরণিত্বেন' । তরণি কর্ম্মনামবাচক । ক্ষিপ্র শীঘ্র 'বিষ্ট্বী' । যদিও ইহা কর্ম্ম-নাম-বাচক, তথাপি এখানে 'ক্রিয়াপর ব্যাপ্য করিয়া' ইহাই অর্থ । এইরূপ কর্ম্মসমূহ করিয়া 'মর্ত্তাসঃ' মনুষ্যগণ 'সন্তঃ' হইয়াও 'অমৃতত্বং' দেবত্বকে 'আনশুঃ' (আনশিরে) কৃত কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন ; এবং দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া 'সৌধন্বনাঃ' সুধন্বার পুত্রগণ 'সূরচক্ষসঃ' সূর্য্যসম-প্রকাশ অথবা সূর্য্যসদৃশ জ্ঞানী সেই 'ঋভবঃ' ঋভুগণ

সংবৎসরে সংবৎসরাবয়বভূতে বসন্তাদিকালেঽমৃতত্বৈর্ধীতিভিরগ্নিষ্টোমাদিকর্ম্মভিঃ সমপৃচ্যন্ত। সংযুক্তা অভবন্। হবির্ভাগার্হা বভূবুরিত্যর্থঃ। অত্র নিরুক্তং। কৃত্বা কর্ম্মাণি ক্ষিপ্রেণ বোঢ়ারো মেধাবিনো বা মর্ত্তাসঃ সন্তোঽমৃতত্বমানশিরে সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ কর্ম্মভির্ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ। নি০ ১১।১। ইতি।

বিষ্ট্বী। বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ। স্নাত্ব্যাদয়শ্চেতি ক্ত্বা-প্রত্যয়স্য ঈকারান্তাদেশঃ। শমী। সুপাং সুলুগিতি শসো লুক্। আনশুঃ। অশূ ব্যাপ্তৌ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। অশ্নোতেশ্চেত্য-ভ্যাসাদুত্তরস্য নুডাগমঃ। অপৃচ্যন্ত। পৃচী সম্পর্কে। কর্ম্মণি লঙ্। (১ম—১১০সূ—৪ঋ)।

• • •

চতুর্থ (১১৮৬) ঋকের বিশদার্থ।

——:× • ×:——

'শমী' পদে কর্ম্মসমূহকে বুঝায়। কিন্তু কল্পনার সাহায্যে একখানি চমসকে চারিভাগে বিভক্ত করা রূপ কর্ম্ম-সমূহই এখানকার লক্ষ্যস্থল বলিয়া ভাষ্যাদিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু একখানা চমসকে কাটিয়া চারিখানা চমসে পরিণত করা রূপ কর্ম্মসমূহই যে দেবত্ব-প্রাপক, তাহা আমরা কদাচ মনে করিতে পারি না। পরন্তু সৎকর্ম্মসমূহই যে ক্ষিপ্র দেবত্ব-প্রাপক হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা 'শমী' পদে 'সৎকর্ম্মাণি' প্রভৃতিবাক্যে সঙ্গতি দেখি। মরণধর্ম্মশীল মনুষ্যগণ (মর্ত্তাসঃ) যে অমরত্ব লাভ করেন (অমৃতত্বং আনশুঃ), সৎকর্ম্মের দ্বারাই তাহা সম্ভবপর। মন্ত্রের প্রথম চরণে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এইরূপ দ্বিতীয় চরণেও এক প্রহেলিকা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে।

'সংবৎসরে' সংবৎসরের অবয়বভূত বসন্তাদিকালে অমৃতৈর 'ধীতিভিঃ' অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম্মসমূহের দ্বারা 'সমপৃচ্যন্ত' সংযুক্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ হবির ভাগ পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন। এখানে নিরুক্ত, যথা,—'কৃত্বা কর্ম্মাণি ক্ষিপ্রেণ বোঢ়ারো মেধাবিনো বা মর্ত্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশিরে সৌধন্বনা ঋভবঃ সূরখ্যানা বা সূরপ্রজ্ঞা বা সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ কর্ম্মভির্ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি সুধন্বন আঙ্গিরসস্য ত্রয়ঃ পুত্রা বভূবুঃ' (নি০ ১১।১৬)।

বিষ্ট্বী। বিষ্লৃ ধাতু ব্যাপ্তি অর্থক। 'স্নাত্ব্যাদয়শ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্ত্বা-প্রত্যয়ের ঈকারান্ত আদেশ। শমী। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে শসের লোপ। আনশুঃ অশূ-ধাতু ব্যাপ্তি-অর্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'অশ্নোতেশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাস-হেতু উত্তরপদের নুট্-আগম। অপৃচ্যন্ত। পৃচী-ধাতু সম্পর্কার্থ, কর্ম্মণিবাচ্যে লঙ্। (১ম—১১০সূ—৪ঋ)।

সে অর্থ—'সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্য্যের ন্যায় সম্বৎসর যজ্ঞহবিঃ লাভ করিলেন।' কিন্তু আমরা বলি, দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম এই যে,—সদ্বুদ্ধি-সম্পন্ন সত্ত্বভাবান্বিত নরদেবগণ (সৌধন্বনাঃ ঋভবঃ), ভগবানের উপাসনা প্রভাবে—ভগবানে ন্যস্তচিত্ত হইয়া (বীতিভিঃ), অবিলম্বে জ্ঞানদৃষ্টি সমন্বিত হইয়া (সম্বৎসরে সূরচক্ষসঃ), ভগবানে সম্মিলিত হয় (সম্পৃচ্যন্তে)। ফলতঃ, সত্ত্বানুসারী হইলে, সেই কর্ম্মপ্রভাবে, মানুষ যে অচিরে ভগবৎসান্নিধ্য—দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাই এই মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের তাৎপর্য্যার্থ। (১ম—১১০সূ—৪ঋ)।

—— • ——

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

ক্ষেত্রমিব বি মমুস্তেজনেন একং

পাত্রমৃভবো জেহমানং।

উপস্তুতা উপমং নাধমানা অমর্ত্ত্যেষু

শ্রব ইচ্ছমানাঃ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ক্ষেত্রংইব। বি। মমুঃ। তেজনেন। একং।

পাত্রং। ঋভবঃ। জেহমানং।

উপস্তুতাঃ। উপমং। নাধমানাঃ। অমর্ত্ত্যেষু।

শ্রবঃ। ইচ্ছমানাঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'উপসং সাধমানাঃ' (দেবত্বং কাময়মানাঃ) 'অমর্ত্ত্যেষু' (মরণরহিতেষু দেবেষু মধ্যে) 'শ্রবঃ' (স্থানং) 'ইচ্ছমানাঃ' (যাচমানাঃ, প্রাপ্তেরভিলাষিণঃ) 'ঋভবঃ' (নরদেবাঃ) 'উপস্তুতাঃ' (লোকৈঃ অনুস্মৃতাঃ সন্তঃ) তেষাং 'একং' (অসহায়ং) 'জেহমানং' (তথা সৎস্বলাভায় প্রযত্নমানং) 'পাত্রং' (হৃদয়ং) 'তেজনেন' (আত্মনাং শক্তিপ্রভাবেন) 'ক্ষেত্রং ইব' (ভূমিবৎ, যথা—আর্দ্রীভূতাং মৃত্তিকাং গৃহীত্বা শিল্পী যথা সুন্দরীং মূর্ত্তিং নির্ম্মাতি তদ্বৎ) 'বি মমুঃ' (বিকর্ষন্তি, যথা—সুগঠিতং কুর্ব্বন্তি); মৃত্তিকায়াং শিল্পী যথা অভীষ্টং অবয়বং দদাতি, নরদেবাঃ ঋভবঃ তদ্বৎ সদাকাঙ্ক্ষাপরায়ণানাং অনুসারিণাং জনানাং হৃদয়ং সুগঠিতং কুর্ব্বন্তি—ইতি ভাবঃ॥ (১ম—১১০সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

দেবত্ব কামনাকারী, দেবগণের মধ্যে স্থানপ্রাপ্তির অভিলাষী, নরদেবতা ঋভুগণ, মনুষ্যগণ-কর্ত্তৃক অনুসৃত হইলে, তাহাদিগের অসহায় অথচ সৎস্বলাভের জন্য প্রযত্নমান্ হৃদয়কে, আপনাদিগের শক্তিপ্রভাবে, ভূমির ন্যায় বিকর্ষণ করেন, অথবা,—আর্দ্রীভূত মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া শিল্পী যেমন সুন্দরী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে; সেইরূপ ভাবে সুগঠিত করিয়া তোলেন; (ভাব এই যে,—মৃত্তিকাতে শিল্পী যেমন অভীষ্ট অবয়ব প্রদান করে, নরদেব ঋভুগণ সেইরূপ সদাকাঙ্ক্ষাপরায়ণ অনুসারী জনগণের হৃদয়কে সুগঠিত করেন।)॥ (১ম—১১০সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

উপস্তুতাঃ সমীপস্থৈঋষিভিঃ স্তুতা ঋভবো জেহমানং হোমক্রিয়াং প্রতি প্রবর্ত্তমানমেকমসহায়ং পাত্রং পানসাধনং ত্বষ্ট্রানির্ম্মিতং চমসং মানদণ্ডেন ক্ষেত্রমিব ভূমিমিব তেজনেন তীক্ষ্ণেন শস্ত্রেণ চমসচতুষ্টয়রূপেণ কর্ত্তুং বিমমুঃ। বিশেষেণ মানং কৃতবন্তঃ। কিমিচ্ছন্তঃ। উপমং সর্ব্বেষামুপমানভূতং প্রশস্তং সোমলক্ষণমন্নং সাধমানাঃ। যাচমানাঃ। এতদেব

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'উপস্তুতাঃ' সমীপস্থ ঋষিগণের দ্বারা স্তুত 'ঋভবঃ' ঋভুগণ 'জেহমানং' হোমক্রিয়ার প্রতি প্রবর্ত্তমান 'একং' অসহায় 'পাত্রং' পানসাধন ত্বষ্টার নির্ম্মিত চমসকে মানদণ্ডের দ্বারা 'ক্ষেত্রমিব' ভূমির ন্যায় 'তেজনেন' তীক্ষ্ণ শস্ত্রের দ্বারা চমসকে পাত্রকে চারিভাগে বিভক্ত করিবার জন্য 'বিমমুঃ' বিশেষরূপে মান (বিভাগ) করিয়াছিলেন। কি ইচ্ছা করিয়া? 'উপমং' সকলের উপমানভূত প্রশস্ত সোমলক্ষণ অন্ন 'সাধমানাঃ' যাচ্ঞা করিয়া। ইহাই

বিদুর্ণোতি। অমর্ত্ত্যেষু মরণরহিতেষু দেবেষু মধ্যে শ্রবো হবির্লক্ষণমন্নং ইচ্ছমানাঃ। ইচ্ছন্তঃ। দেবৈঃ সহ সোমপানং কাময়মানাস্তল্লাভায় চতুরশ্চমসানকার্ষুরিত্যর্থঃ॥

মমুঃ। মাঙ্ মানে শব্দে চ। ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। ভেজনেন। অপোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিক ইত্যনবসানে ব্যত্যয়েন আকারস্যানুনাসিক্যং। ঈষা অক্ষাদিত্বাৎ প্রকৃতিভাবঃ। জেহমানং। বেহৃ জেহৃ বাহৃ প্রযত্নে। ভৌবাদিকঃ। অনুদাত্তেত্ত্বাদাত্মনেপদং। উপস্মৃতাঃ। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। উপমং। মাঙ্ মানে। আতশ্চোপসর্গে ইতি ক-প্রত্যয়ঃ। ইচ্ছমানাঃ। ব্যত্যয়েন আত্মনেপদং॥ (১ম—১১০সূ—৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩০॥

পঞ্চম (১১৮৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ বিশেষ আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মন্ত্রের অর্থ বড়ই জটিল হইয়া পড়িবে; এমন কি, মন্ত্রে কোনই তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে এক একটী পদের ভাব প্রকাশ-বিষয়ে চেষ্টা করা যাইতেছে।

মূলে আছে—'উপমং সাধমানাঃ।' তাহা হইতে ভাষ্যে এবং ব্যাখ্যাদিতে 'উৎকৃষ্ট সোমরস কামনা করিয়া' ইত্যাদি রূপ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলতঃ, 'উপমং' পদের 'উৎকৃষ্ট' অর্থ হইতে 'সোমরস'

বিবৃত হইতেছে। 'অমর্ত্ত্যেষু' মরণরহিতদেবগণের মধ্যে 'শ্রবঃ' হবির্লক্ষণযুক্ত অন্ন 'ইচ্ছমানাঃ' ইচ্ছা করিয়া। দেবগণের সহিত সোমপান করিবার অভিলাষী হইয়া, তাহা পাইবার জন্য, চারিটী চমস (প্রস্তুত) করিয়াছিলেন ইহাই অর্থ।

মমুঃ। মাঙ্-ধাতু মান ও শব্দার্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। ভেজনেন। 'অপোঽপ্রগৃহ্যস্যানুনাসিকঃ' ইত্যাদি সূত্রে অনবসানে ব্যত্যয়ের দ্বারা আকারের আনুনাসিক্য। 'ঈষা অক্ষাদিত্ব'-হেতু প্রকৃতিভাব। জেহমানং। বেহৃ জেহৃ বাহৃ ধাতু প্রযত্নার্থক। ভ্বাদিগণীয়। অনুদাত্তত্ব-হেতু আত্মনেপদ। উপস্মৃতাঃ। 'গতিরনন্তরঃ' ইত্যাদি সূত্রে গতির (সম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বরত্ব। উপমং। মাঙ্-ধাতু মানার্থক। 'আতশ্চোপসর্গে' ইত্যাদি সূত্রে ক-প্রত্যয়। ইচ্ছমানাঃ। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ॥ (১ম—১১০সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৩০॥

আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, 'উপমং' পদে যে 'উৎকৃষ্ট' অর্থ দ্যোতনা করে, তাহা হইতে এখানে 'দেবত্বের' প্রতিই লক্ষ্য আসে। ধার্ম্মিক সাধকগণ, দেবত্বের আকাঙ্ক্ষা করেন—দেবত্ব (ঋভুত্ব) প্রাপ্ত হয়েন। তাই তাঁহাদিগের বিশেষণ—'উপমং নাধমানাঃ। এইরূপ "অমর্ত্ত্যেষু শ্রবঃ ইচ্ছমানাঃ" বাক্যাংশে, তাঁহারা যে দেবগণের মধ্যে স্থান-লাভের কামনা করেন এবং সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন, তাহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে। অতঃপর 'উপস্তুতাঃ', 'একং', 'জেহমানং' ও 'পাত্রং' পদ-চতুষ্টয়ের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। মনুষ্যগণ যখন 'উপস্তুতাঃ' হয় অর্থাৎ নরদেব-গণের অনুসারী হইতে হইতে পারে, তখন তাহারা অসহায় (একং) অবস্থায় পতিত হইলেও, তাহাদিগের সত্ত্ব-লাভের জন্য প্রযত্নমান যে হৃদয় (জেহমানং পাত্রং), তাহা সুগঠিত হইয়া থাকে,—সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। সে কেমন ? 'ক্ষেত্রং ইব বিমমুঃ' উপমায় তাহাই পরিব্যক্ত দেখি। ক্ষেত্রকে (ভূমিকে) যেমন কর্ষণের দ্বারা শস্যোৎপাদিকা শক্তি প্রদান করা হয়, অথবা ক্ষেত্রে (মৃত্তিকাতে) যেমন সুন্দর অবয়ব প্রদান করা যায়, এখানে হৃদয়কে সেইরূপভাবে প্রস্তুত করার ভাবই প্রাপ্ত হই। যে হৃদয় সত্ত্বপিপাসু (জেহমানং পাত্রং), ঋভুগণ—নরদেবগণ, তাহাকে অভিনব আকৃতি দিব্য মূর্ত্তি প্রদান করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গে সৎ-প্রসঙ্গে সদ্গতি লাভ হয়। ঋভুদেবগণের মাহাত্ম্য-প্রকাশক এই মন্ত্র এবম্বিধ ভাবকুসুম বক্ষে ধারণ করিয়াছে। ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। * (১ম—১১০সূ—৫ঋ)।

---

* কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কোথাও এ ভাব প্রকাশমান নহে। দুই প্রকার, দুইটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। বুঝিয়া দেখুন,—তাহাতেই বা কি মর্ম্মার্থ প্রাপ্ত হয়েন ?

(১) "The Ribhus, desirous of being celebrated amongst the Immortals and thus hankering after the choiest (glory), did, glorified, measure as a field the one single gaping vessal with their bright instrument ."

(২) "ঋভুগণ নিকটস্থদিগের স্তুতিভাজন হইয়া, উৎকৃষ্ট (সোমরস) আকাঙ্ক্ষা করিয়া, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করিয়া, মানদণ্ড দিয়া যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাপ করে, সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা একটী যজ্ঞপাত্র (চারিটী ভাগ) করিয়াছিলেন।"

কোন্ ব্যাখ্যায় কোন্ পদে কি অর্থ গৃহীত হইয়াছে, ভাষ্যের সহিত এই দুই ব্যাখ্যায় আলোচনাতেই তাহা বোধগম্য হইবে।

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

আ মনীষামন্তরিক্ষস্য নৃভ্যঃ স্রুচেব ঘৃতং

জুহবাম বিদ্মনা।

তরণিত্বা যে পিতুরস্য সশ্চির ঋভবো

বাজমরুহন্দিবো রজঃ॥ ৬॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। মনীষাং। অন্তরিক্ষস্য নৃঽভ্যঃ স্রুচাঽইব। ঘৃতং।

জুহবাম। বিদ্মনা।

তরণিঽত্বা। যে। পিতুঃ অস্য। সশ্চিরে। ঋভবঃ।

বাজং। অরুহন্। দিবঃ। রজঃ॥ ৬॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'যে' (প্রসিদ্ধাঃ) 'ঋভবঃ' (নরদেবাঃ) 'অস্য' (সর্ব্বাবস্থায়াং অবস্থিতস্য) 'পিতুঃ' (পিতৃলোকস্য মধ্যে—আত্মলীনং কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'তরণিত্বা' (লোকানাং তরণ-কৌশলানি, পরিত্রাণোপায়ান্ ইত্যর্থঃ) 'সশ্চিরে' (প্রাপ্নুবন্তি); তেষাং আদর্শেন মনুষ্যাঃ 'দিবঃ রজঃ' (স্বর্গস্য লোকস্য) 'বাজং' (কর্ম্মসামর্থ্যং, যদ্বা—পুণ্যং) 'অরুহন' (লভন্তে); 'অন্তরিক্ষস্য' (দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধভূতস্য—ধামস্য কর্ম্মণঃ বা) 'নৃভ্যঃ' (নেতৃভ্যঃ পরিচালকেভ্যঃ তেভ্যঃ ঋভুভ্যঃ) 'বিদ্মনা' (জ্ঞানেন সহ বিদিত্বা ইতি যাবৎ) তেষাং উদ্দেশ্যেন 'মনীষাং' (জ্ঞানং, পুণ্যং ইত্যর্থঃ) 'স্রুচা ইব ঘৃতং'

(যজ্ঞপাত্রস্থঘৃতবৎ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'জুহবাম' (সমর্পয়েম, নিযোজয়েম)। সর্ব্বথা বয়ং ঋভূণাং অনুসারিণঃ ভবেম—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা। (১ম—১১০সূ—৬ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

প্রসিদ্ধ যে ঋভুগণ (নরদেবগণ), সত্ত্ব অবস্থায় অবস্থিত পিতৃলোকের মধ্যে আত্মলীন থাকিয়া, মনুষ্যগণের পরিত্রাণোপায়সমূহকে প্রাপ্ত হয়েন; তাঁহাদিগের আদর্শে মনুষ্যগণ স্বর্গীয় লোকের কর্ম্ম-সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন; দ্যুলোকের ও ভূলোকের সম্বন্ধভূত স্থানের বা কর্ম্মের নেতা পরিচালক সেই ঋভুগণকে জ্ঞানের সহিত জানিয়া, তাঁহাদিগের উদ্দেশে জ্ঞানকে (পূজাকে) যজ্ঞপাত্রস্থ ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যেন সমর্পণ করি—যেন নিয়োজিত করি। (ভাব এই যে,—সর্ব্বথা আমরা যেন ঋভুদেবগণের অনুসারী হইতে পারি—ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১১০সূ—৬ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

অন্তরিক্ষস্যান্তরিক্ষলোকস্য মধ্যমস্থানস্য সম্বন্ধিভ্যো নৃভ্যো যজ্ঞস্য নেতৃভ্য ঋভুভ্যঃ। ঋভবো হি যজ্ঞস্য নেতারঃ। তেন হি দেবত্বং প্রাপ্তাঃ। যদ্বা। অন্তরিক্ষস্য লোকস্য নেতৃভ্যঃ। মধ্যমে স্থানে হ্যেতে পঠ্যন্তে। তাদৃশেভ্যঃ স্রুচেব যথা স্রুচা জুহ্বা ঘৃতং ক্ষরণশীলাজ্যোপেতং হবিরাজুহবাম। মর্য্যাদায়ামাকারঃ। যথাশাস্ত্রং প্রযচ্ছাম। এবমেব মনীষাং স্তুতিং বিদ্মনা বেদনেন কুর্ম্ম ইতি শেষঃ। অপিচ যে ঋভবঃ পিতুঃ সর্ব্বস্য জগতঃ পালকস্যাস্য সূর্যস্য তরণিত্বা তরণিত্বানি তরণকৌশলানি সশ্চিরে। সূর্য্যরশ্মিভূতাঃ সন্তঃ প্রাপুঃ। তদুক্তং। আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যৃভব উচ্যন্ত ইতি (নি॰ ১১।১৬)। তে ঋভবো দিবো রজঃ। রজঃশব্দো লোকবাচী। স্তোতমানস্য

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অন্তরিক্ষস্য' অন্তরিক্ষলোকের মধ্যমস্থানের সম্বন্ধযুক্ত 'নৃভ্যঃ' যজ্ঞের নেতৃদিগকে ঋভুদিগকে। ঋভুগণই যজ্ঞের নেতা; সেই হেতুই তাঁহারা দেবত্বপ্রাপ্ত। অথবা, অন্তরিক্ষলোকের নেতৃদিগকে। 'মধ্যমে স্থানে হি' ইত্যাদি পাঠ আছে। তাদৃশ সকলকে 'স্রুচেব' স্রুকের জুহ্বোর ন্যায় ক্ষরণশীল আজ্যোপেত হবিকে 'আজুহবাম'। মর্য্যাদা অর্থে আকার। যথাশাস্ত্র প্রদান করি। এইরূপেই 'মনীষাং' স্তুতিকে 'বিদ্মনা' জ্ঞানের দ্বারা সম্পন্ন করি—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'যে ঋভবঃ' যে ঋভুগণ 'পিতুঃ' সমস্ত জগতের পালক এই সূর্য্যের 'তরণিত্বা' (তরণিত্বানি) তরণকৌশলসমূহকে 'সশ্চিরে' সূর্য্যরশ্মিভূত হইয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে উক্ত আছে;—'আদিত্যরশ্ময়োঽপ্যৃভব উচ্যন্তে' (নি॰ ১১।১৬) ইত্যাদি; অর্থাৎ, নিরুক্তে আছে,—'আদিত্যের রশ্মিও ঋভুগণ বলিয়া উক্ত।' সেই ঋভুগণ 'দিবো রজঃ'। রজ-শব্দ

ধর্ষাণাস্য লোকস্য সম্বন্ধিনং বাজং সোমলক্ষণমন্নমরুহন্। যাগদানাদিভিঃ কর্মভিরবৈশ্চ বেদোক্তৈশ্চমসচতুষ্টয়করণাদিভিঃ প্রাপ্নুবন্।

ক্রচেব। সাচেক্বা চ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। জুহবাম। হু দানাদানয়োঃ। লোটাড়ুত্তমস্য পিচ্চেত্যাডাগমঃ। বিদ্মনা। বিদ জ্ঞানে। ঔণাদিকো মনিঃ। ন সংযোগাদ্বমন্তাদিত্যাল্লোপাভাবঃ। তরণিত্বা। তৄ প্লবনতরণয়োঃ। অর্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিরিতি কর্তর্যনিপ্রত্যয়ঃ। তস্য ভাবস্তরণিত্বং। শেশ্ছন্দসি বহুলমিতি শের্লোপঃ। দশিরে। শ্রুশৃণু বসুজগতামিত্যত্রদশিষপোকে পঠন্তি। বাভ্যায়েনাত্মনেপদং। দ্বির্বচনপ্রকরণে ছন্দসি বেতি বক্তব্যমিতি বচনাদ্দ্বির্বচনাভাবঃ। ইরেচশ্চিত্বাদন্তোদাত্তত্বং। যদ্বৃত্তযোগাদিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। অরুহন্। রুহ বীজজন্মনি প্রাদুর্ভাবে চ। কৃষিকৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসীতি চ্লেরঙাদেশঃ। দিবঃ। উড়িদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। রজসঃ। রঞ্জ রাগে। রজ্যন্ত্যস্মিন্নিতি রজো লোকঃ। তদুক্তং। লোকা রজাংস্যুচ্যন্ত ইতি। (নি০ ৪।১৯)। ঔণাদিকোঽধিকরণেঽসুন্। রঞ্জকরজনরজস্সূপসংখ্যানমিতি ন-লোপঃ। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যা লুক্। (১ম—১১০স্—৬ঋ)।

• • •

লোকবাচক। স্তোতৃগণ ধর্ষণীয় লোকের সম্বন্ধযুক্ত 'বাজং' সোমলক্ষণযুক্ত অন্নকে 'অরুহন্'। যাগদানাদিকর্মসমূহের দ্বারা এবং দেবগণ কর্তৃক উক্ত চমস-চতুষ্টয়-করণাদির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

স্রুচেব। 'সাচেক্বাচঃ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। জুহবাম। হু-ধাতু দান ও আদান অর্থক। লোটে 'আড়ুত্তমস্য পিচ্চ' ইত্যাদি সূত্রে আট্-আগম। বিদ্মনা। বিদ-ধাতু জ্ঞানার্থক। ঔণাদিক মনি-প্রত্যয়। 'ন সংযোগাদ্বমন্তাৎ' ইত্যাদি সূত্রে অ-লোপের অভাব। তরণিত্বা। তৄ-ধাতু প্লবন ও তরণার্থক। "অর্তিসৃধৃধম্যশ্যবিতৃভ্যোঽনিঃ" ইত্যাদি সূত্রে কর্তৃবাচ্যে অনি-প্রত্যয়। তাহার ভাব তরণিত্ব। 'শেশ্ছন্দসি বহুলং' ইত্যাদি সূত্রে 'শি'র লোপ। দশিরে। 'শ্রুশৃণুবসুজগতো' ইত্যাদি সূত্রে এখানে 'দশিষপোকে' পাঠ করে। ব্যত্যয়ের দ্বারা আত্মনেপদ। দ্বির্বচন-প্রকরণে 'ছন্দসি বা' ইত্যাদি সূত্রে 'বক্তব্যং' ইত্যাদি বচন-হেতু দ্বির্বচনের অভাব। 'ইরে চঃ' ইত্যাদি নিয়মে চিত্ত-হেতু অন্তোদাত্তত্ব। যদ্বৃত্ত-হেতু 'নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। অরুহন্। রুহ-ধাতু বীজ-জন্মে ও প্রাদুর্ভাব অর্থে ব্যবহৃত। লুঙে 'কৃমৃদৃরুহিভ্যশ্ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে চ্লের অঙ্ আদেশ। দিবঃ। 'উড়িদং' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব। রজসঃ। রঞ্জ-ধাতু রাগার্থক। 'রজ্যন্তি অস্মিন্'—ইত্যাদি বাক্যে রজঃ পদে লোক বুঝায়। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' (নি০ নি০ ৪।১৯) ইত্যাদি। ঔণাদিক। অধিকরণে অসুন-প্রত্যয়। 'রঞ্জকরজনরজস্সূপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর লোপ। (১ম -১১০সূ—৬ঋ)।

• • •

ষষ্ঠ (১১৮৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

মন্ত্রের পদবিন্যাস যেমন প্রহেলিকা-পূর্ণ, ব্যাখ্যাদিও সেইরূপ প্রহেলিকাময়। সুতরাং আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিশ্লেষণের পূর্ব্বে মন্ত্রের দুই প্রকারের দুইটী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা ;—

(১) "আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি, এবং জ্ঞান দ্বারা স্তুতি করিতেছি; তাঁহারা সূর্য্যের শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা দিব্যলোকের যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

(2) As oil in ladles, we through knowledge will present unto the Heroes of the firmament our hymn,—

The Ribhus who came near with this great Father's speed. and rose to heyen's high sphere to eat the strengthening food.'

উক্ত ব্যাখ্যার যে আবার ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন, তাহা স্বতঃই বোধগম্য হইবে।

যাহা হউক, কোন্ পদের কি অর্থ পরিগ্রহণে, আমাদিগের অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি, তাহারই একটু আভাস দিতেছি। 'অস্য' পদে পিতৃ-লোকগণের সত্ত্বাবস্থার ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। লোকান্তরগত পিতৃগণের সেই অবস্থার বিষয় নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। * 'পিতুঃ' পদে তাঁহাদিগের মধ্যে আত্মলীন হওয়ার অবস্থা দ্যোতনা করে। ঋভুগণ, স্বর্গস্থ পিতৃগণের স্বরূপে—সত্ত্বভাবে উপনীত হয়েন, মনুষ্যগণকে পরিত্রাণোপায় প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগের আদর্শে মনুষ্য মুক্তি-পথের পথিক হইতে পারে,—"অস্য পিতুঃ তরণিত্বা সশ্চরে" বাক্যাংশে এই ভাব প্রাপ্ত হই। তাঁহারা আর কেমন? "দিবঃ রজঃ বাজং অরুহন্" বাক্যাংশে তাহা দ্যোতনা করিতেছে। তাঁহাদিগের আদর্শে মনুষ্যগণ স্বর্গের কর্ম্মসামর্থ্য সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি লাভ করিয়া থাকে। তেমন যে তাঁহারা, দ্যুলোকের ও ভূলোকের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপয়িতা তেমন যে নেতৃস্থানীয় তাঁহারা, জ্ঞানের

* এই মণ্ডলের ৮২ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে (৬ষ্ঠ অধ্যায়ে, ৪৬ পৃষ্ঠায়) এবং 'পৃথিবীর ইতিহাসে' বিভিন্ন স্থানের আলোচনায় দ্রষ্টব্য।

দ্বারা তাঁহাদিগকে জানিয়া, সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। এই মন্ত্রের ইহাই এক শিক্ষা। ফলতঃ, এই মন্ত্রে ঋভুদেবগণের স্বরূপ-বিষয়ে একটু সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাঁহাদিগের অনুসরণে শ্রেয়ঃ-লাভের পথ পরিদৃষ্ট হয়। রূপক ভাঙ্গিয়া, প্রহেলিকা উদ্ঘাটন করিয়া, এইমন্ত্রে এই তত্ত্বই অবগত হই। (১ম—১১০সূ—৬ঋ)।

— • —

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

ঋভূর্ন ইন্দ্রঃ শবসা নবীয়ানৃভুর্ব্বাজেভি-

র্ব্বসুভির্ব্বসুর্দ্দদিঃ।

যুষ্মাকং দেবা অবসাহনি প্রিয়েঽভি তিষ্ঠেম

পৃৎসুতীরসুন্বতাং ॥ ৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋভুঃ। নঃ। ইন্দ্রঃ। শবসা। নবীয়ান্। ঋভুঃ। বাজেভিঃ।

বসুভিঃ। বসুঃ। দদিঃ।,

যুষ্মাকং। দেবাঃ। অবসা। অহনি। প্রিয়ে। অভি। তিষ্ঠেম।

পৃৎসুতীঃ। অসুন্বতাম্ ॥ ৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শবসা শবীয়ান্' (বলেন প্রবৃদ্ধঃ, অতিনবশক্তিসম্পন্নঃ) 'ঋভুঃ' (নরদেবঃ) 'নঃ ইন্দ্রঃ' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিঃ ইন্দ্রঃ ইব অস্মাকং রক্ষকঃ) ভবতু ইতি শেষঃ ; 'বাজেভিঃ' (বাজৈঃ, সৎকর্ম্মভিঃ) 'বসুভিঃ' (নিবাসহেতুভূতৈঃ পরমার্থরূপৈঃ ধনৈঃ চ) 'ঋভুঃ' (সঃ নরদেবঃ) 'বসুঃ' (আশ্রয়দাতা, মোক্ষপ্রাপয়িতা) তথা 'দদিঃ' (দাতা, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষস্য চতুর্ব্বর্গস্য প্রাপয়িতা) ভবতু ইতি শেষঃ ; ঋভুদেবতায়াঃ অনুকম্পয়া অস্মাকং সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধিঃ ভবতু—ইতি ভাবঃ ; 'দেবাঃ' (হে দীপ্তিদানাদিগুণনিবহাঃ, সর্ব্বে দেবভাবাঃ) 'যুষ্মাকং অবসা' (ভবদীয়ানাং রক্ষণেন—যুক্তে ইতি যাবৎ) 'প্রিয়ে' (অস্মাকং অনুকূলে) 'অহনি' (দিবসে—বর্ত্তমানা বয়ং, যুষ্মাকং সাহচর্য্যেণ শুভদিনং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ ইত্যর্থঃ) 'অসুষতাং (সত্ত্বভাববিরোধিনাং শত্রূণাং) 'পৃৎসুতীঃ' (সেনাঃ, অজ্ঞানানুচরান্ রিপূন্ ইত্যর্থঃ) 'অভিতিষ্ঠেম' (পরাজয়েম)। অস্মাসু দেবভাবঃ আবির্ভূতঃ সন্ অস্মাকং রিপূন্ বিমর্দ্দয়তু—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১০সূ—৭ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অতিনবশক্তিসম্পন্ন নরদেবতা ঋভু, বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রের ন্যায়, আমাদিগের রক্ষক হউন ; সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা এবং নিবাস-হেতুভূত পরমার্থ-রূপ ধনসমূহের দ্বারা সেই ঋভুদেবতা, আমাদিগের আশ্রয়দাতা এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গের প্রাপয়িতা হউন ; (ভাব এই যে,—ঋভুদেবতার অনুকম্পায় আমাদিগের সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হউক) ; হে দীপ্তি-দানাদিগুণনিবহ (সকল দেবভাবসমূহ) ! আপনাদিগের রক্ষণের দ্বারা যুক্ত আমাদিগের অনুকূল দিবসে বিদ্যমান আমরা অর্থাৎ আপনাদিগের সাহচর্য্যে শুভদিন প্রাপ্ত হইয়া আমরা, যেন সত্ত্বভাবের বিরোধী শত্রুদিগের সেনাগণকে অর্থাৎ অজ্ঞানানুচর রিপুগণকে পরাজয় করিতে পারি ; (ভাব এই যে,—আমাদিগের মধ্যে দেবভাব আবির্ভূত হইয়া আমাদিগের রিপু-গণকে বিমর্দ্দিত করুক।) ॥ (১ম—১১০সূ—৭ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি ত্রয়ঃ সুধন্বনঃ পুত্রাঃ। তত্র শবসা বলেন শবীয়ান্ বলবত্তরঃ প্রশস্ততর ঋভুর্নোঽস্মাকমিন্দ্রঃ পরমেশ্বরঃ। অস্মাকং রক্ষক ইত্যর্থঃ। যথা ইন্দ্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

ঋভু, বিভ্বা ও বাজ এই তিনটী সুধন্বার পুত্র। তাহাতে 'শবসা' বলের দ্বারা 'শবীয়ান্' বলবত্তর প্রশস্ততর 'ঋভুঃ' ঋভু 'নঃ' আমাদিগের 'ইন্দ্রঃ' পরমেশ্বর অর্থাৎ আমাদিগের রক্ষক।

এব প্রনন্দাহুরুভাতীতি (নি০ ১১।১৫) নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা ঋভুরিতি স্তূয়তে। অপিচ বাজেভির্ব্বাজৈরস্মভ্যং দাতব্যৈরন্নৈর্ব্বসুভিঃ নিবাসহেতুভির্ধনৈশ্চ বসুর্ব্বসুরস্মাকং নিবাসয়িতা অতএব দদিস্তেষামন্নানাং ধনানাং চ দাতা ভবতু। পরোঽর্দ্ধর্চঃ প্রত্যক্ষকৃতঃ। হে দেবা দানাদিগুণযুক্তা ঋভুপ্রভৃতয়ঃ! যুষ্মাকং সম্বন্ধিনাবসা রক্ষণেন যুক্তে প্রিয়েঽস্মাকমনুকূলেঽহনি দিবসে বর্ত্তমানা বয়মসুন্বতাং সুন্বদযজমানবিরোধিনাং শত্রূণাং পৃৎসুতীঃ সেনা অভিতিষ্ঠেম।

নবীয়ান্। নবশব্দাদাতিশায়নিক ঈয়সুন্। বাজেভিঃ। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐস-ভাবঃ। বসুঃ। বস নিবাসে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ শৃস্বৃস্নিহীত্যাদিনা উ-প্রত্যয়ঃ। নিদিত্যনুবৃত্তেরাদ্যুদাত্তত্বং। দদিঃ। ডুদাঞ্ দানে। আদৃগমহন ইতি কি-প্রত্যয়ঃ। লিড্‌বদ্ভাবাদ্দ্বি। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ॥ (১ম—১১০সূ—৭ঋ)॥

• • •

সপ্তম (১৭৮৯) ঋকের বিশদার্থ।

—•‡§×§‡•—

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ইন্দ্রঃ' 'বসুভিঃ' 'বাজেভিঃ' 'দদি' 'অসুন্বতাং' এবং 'পৃৎসুতীঃ' প্রভৃতি পদাবলির মর্ম্মার্থ অবগত হইলেই মন্ত্রের ভাব-পরিগ্রহণ সরল হইয়া আসিবে।

'ইন্দ্রঃ' পদে ভাষ্যে 'ঋভুঃ' প্রভৃতি বাক্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

অথবা, 'ইন্দ্র এব প্রনন্দাহুরুভাতি' (নি০ ১১।১৫) এই নিরুক্ত-ব্যুৎপত্তির দ্বারা ঋভুকে স্তুতি করা হয়। এবং 'বাজেভিঃ' বাজসমূহের দ্বারা—আমাদিগকে দেয় অন্নের দ্বারা এবং 'বসুভিঃ' নিবাসহেতু ধনসমূহের দ্বারা, ঋভু 'বসুঃ' আমাদিগের নিবাসয়িতা, অতএব 'দদিঃ' সেই অন্নসমূহের এবং ধনসমূহের দাতা হউন। পরার্দ্ধ ঋক্ প্রত্যক্ষকৃত। 'দেবাঃ' দানাদি-গুণযুক্ত হে ঋভুপ্রভৃতি! 'যুষ্মাকং' আপনাদিগের সম্বন্ধীয় 'অবসা' রক্ষণের দ্বারা যুক্ত 'প্রিয়ে' আমাদিগের অনুকূল 'অহনি' দিবসে বর্ত্তমান আমরা 'অসুন্বতাং' সুন্বৎ অর্থাৎ যজমান-বিরোধী শত্রুগণের 'পৃৎসুতীঃ' সেনাগণকে যেন পরাস্ত করি॥

নবীয়ান্। নব-শব্দ-হেতু আতিশায়নিক ঈয়সুন্ প্রত্যয়। বাজেভিঃ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিস্ স্থানে ঐস-ভাব। বসুঃ। বস-ধাতু নিবাস অর্থক। ইহাতে অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ-হেতু 'শৃস্বৃস্নিহি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উ-প্রত্যয়। 'নিৎ' এই অনুবৃত্তিতে আদ্যুদাত্তত্ব। দদিঃ। ডুদাঞ্-ধাতু দানার্থক। 'আদৃগমহনজনঃ' ইত্যাদি সূত্রে কি-প্রত্যয়। লিট্‌বৎ ভাব-হেতু দ্বির্ভাব ইত্যাদি। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রানুসারে আকার লোপ॥ (১ম—১১০সূ—৭ঋ)॥

• • •

আমরাও সেই অর্থেই সঙ্গতি দেখি। তবে আমরা এখানে উপমার ভাব গ্রহণ করি। উহার ভাব এই যে,—বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি যে ইন্দ্রদেব, তাঁহারই ন্যায় রক্ষক। ঋভুদেবতার অনুসারী হইলে সেই রক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। "ঋভুঃ নঃ ইন্দ্রঃ" বাক্যাংশ এই ভাবেরই দ্যোতনা করিতেছে। তবে কেবল মাত্র সেই দেবতার গুণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ ভিন্ন, এখানে প্রার্থনার ভাবও কল্পনা করা যায়। তদুপলক্ষে 'ভবতু' ক্রিয়াপদ অধ্যাহারের আবশ্যকতা অনুভব করি। ঋভুদেবগণ যে, আমাদিগের মধ্যে সৎকর্ম্মসাধন-শক্তি বিস্তার করিয়া, আমাদিগকে পরমার্থ-রূপ ধনের অধিকারী করিয়া, আমাদিগকে চতুর্ব্বর্গফল প্রদান করেন;—"বাজেভিঃ বসুভিঃ বসুঃ দদি" প্রভৃতি পদে এই ভাব প্রাপ্ত হই। সত্ত্বভাবের বিরোধী যে সকল বৃত্তি বা রিপু, তাঁহাদিগের—ঋভু-দেবগণের আদর্শে আমরা পরিচালিত হইলে, তাহারা বিমর্দ্দিত হয়। 'অস্মত্রাং পৃৎসুতীঃ' পদদ্বয়ে সত্ত্ববিরোধী রিপুগণকেই বুঝাইয়া থাকে। ফলতঃ, রিপুবিমর্দ্দনে, পরমার্থ-প্রাপণে, ঋভুদেবগণের আদর্শই অনুসরণীয়। ইহাই এই মন্ত্রের মর্ম্মার্থ। (১ম—১১০সূ—৭ঋ)।

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

নিশ্চর্ম্মণ ঋভবো গামপিংশত সম্বৎসেনাসৃজতা

মাতরং পুনঃ।

সৌধন্বনাসঃ স্বপস্যয়া নরো জিব্রী যুবানা

পিতরাকৃণোতন ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

নিঃ। চর্ম্মণঃ। ঋভবঃ। গাং। অপিংশত। সং। বৎসেন। অসৃজত।

মাতরং। পুনরিতি।

সৌধন্বনাসঃ। স্বপস্যয়া। নরঃ। জিব্রী ইতি। যুবানা।

পিতরা। অকৃণোতন॥ ৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঋভবঃ' (নরদেবাঃ) 'নিশ্চর্ম্মণঃ' (আবরণহীনস্য আশ্রয়শূন্যস্য জনস্য) 'গাং' (জ্ঞানং ('অপিংশত' (অবয়বং, আশ্রয়ং প্রদদতি) ; ঋভূণাং অনুসরণেন জ্ঞানোন্মেষং ভবতি—ইতি ভাবঃ ; 'পুনঃ' (অপিচ) 'বৎসেন' (সৎকর্ম্মরূপেণ সন্তানেন সহ) 'মাতরং' (সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানং, জ্ঞানং) 'সমসৃজত' (সর্ব্বথা উৎপাদয়ন্তি) ; ঋভূণাং আদর্শেন সৎকর্ম্মকারকং জ্ঞানং সমুৎপন্নং ভবতি ইতি ভাবঃ ; 'সৌধন্বনাসঃ' (সৎকর্ম্মসম্পাতাঃ, সৎকর্ম্মপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'নরঃ' (নেতারঃ, শ্রেষ্ঠজনাঃ) 'স্বপস্যয়া (শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া) 'জিব্রী' (জীর্ণৌ, সংসারবিপাকনিপতিতৌ) 'পিতরা' (মাতাপিতরৌ, সৎকর্ম্মণঃ উৎপত্তিস্থানং ইত্যর্থঃ) 'যুবানা' -(নবীনবলসম্পন্নৌ, অভিনবক্রিয়াপরং ইত্যর্থঃ) 'অকৃণোতন' (কুর্ব্বন্তি) । শ্রেষ্ঠজনস্য সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিঃ এব সংসারসংস্পর্শেন জর্জ্জরীভূতায় হৃদয়ায় অভিনবাং শক্তিং প্রদদাতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১০সূ—৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

ঋভুগণ (নরদেবগণ) আবরণহীন আশ্রয়শূন্য জনের জ্ঞানকে অবয়ব (আশ্রয়) প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—ঋভুগণের অনুসরণে জ্ঞানোন্মেষ হইয়া থাকে); অপিচ, সৎকর্ম্ম-রূপ সন্তানের সহিত সৎকর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান জ্ঞানকে তাঁহারা সর্ব্বথা সৃষ্টি করেন; (ভাব এই যে,—ঋভুগণের আদর্শেই সৎকর্ম্মকারক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে); সৎকর্ম্মসম্পাত (সৎকর্ম্মপরায়ণ) শ্রেষ্ঠ জনগণ শোভনকর্ম্মেচ্ছার দ্বারা জীর্ণ সংসারবিপাক-নিপতিত মাতাপিতাকে অর্থাৎ সৎকর্ম্মের উৎপত্তি-

জ্ঞানকে নবীনত্বসম্পন্ন অভিনব ক্রিয়াপর করেন ; (ভাব এই যে,—শ্রেষ্ঠ-জনের সৎকর্ম্মসাধনপ্রবৃত্তিই সংসারসংস্পর্শে জর্জ্জরীভূত হৃদয়কে অভিনব শক্তি প্রদান করে।) ॥ (১ম—১১০সূ—৮ঋ)।

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

পুরা কস্তচিদৃষের্দ্ধেনুর্ম্মৃতা। স ঋষিস্তস্যাঃ ধেনোর্ব্বৎসং দৃষ্ট্বা ঋভূন্ তুষ্টাব। ঋভবস্তৎসদৃশীমন্যাং ধেনুং কৃত্বা তদীয়েন চর্ম্মণা সবীয় তেন বৎসেন সমযোজয়ন্নিতি। অয়মর্থঃ পূর্ব্বার্দ্ধেন প্রতিপাদ্যতে। হে ঋভবঃ যূয়ং চর্ম্মণশ্চর্ম্মণা ত্বচা। তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। গাং ধেনুং নিরপিংশত। নিঃশেষেণাশ্লিষ্টাং সংযুক্তামকুরুত। তদনন্তরং মাতরং তাং গাং পুনর্ব্বৎসেন সমসৃজত। সংশ্লিষ্টামকুরুত। সমগময়তেতি যাবৎ। অপিচ হে সৌধন্বনাঃ সুধন্বনঃ আঙ্গিরসস্য পুত্রাঃ নরো যজ্ঞস্য নেতার ঋভবঃ স্বপস্যয়া শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া যাগদানাদ্যাচরণেনেতি যাবৎ। জিব্রী জীর্ণৌ বৃদ্ধৌ পিতরা মাতাপিতরৌ যুবানা পুনর্যৌবনোপেতাবকৃণোতন। যূয়মকুরুত ॥

অপিংশত। পিশ অবয়বে। তৌদাদিকঃ। শেমুচাদীনামিতি নুম্। সৌধন্বনাঃ। সুধন্বনঃ পুত্রাঃ। সৌধন্বনাঃ। অণ্। পা০ ৬।৪।১৬৭। ইতি প্রকৃতিভাবঃ। আজ্জসেরসুক্। আমন্ত্রিতস্যচেত্যাদ্যুদাত্তত্বং। স্বপস্যয়া। শোভনমপঃ স্বপঃ। তদিচ্ছা স্বপস্যা। সুপ আত্মনঃ ক্যচ্। অপ্রত্যয়াদিতি ভাবেঽকারপ্রত্যয়ঃ। জিব্রী। জৄষ্ বয়োহানৌ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

পুরাকালে কোনও ঋষির ধেনু মৃত হইয়াছিল। সেই ঋষি সেই ধেনুর বৎসকে দেখিয়া ঋভুগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন। 'ঋভবঃ' ঋভুগণ তাহার সদৃশ অন্য ধেনুকে সৃষ্টি করিয়া সেই চর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ, সেই 'বৎসেন' বৎসের সহিত সংযোজিত করিয়াছিলেন। এই অর্থ পূর্ব্বার্দ্ধে প্রতিপাদিত হইয়াছে। হে ঋভুগণ! আপনারা 'চর্ম্মণঃ' চর্ম্মের দ্বারা—ত্বকের দ্বারা। তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী। 'গাং' ধেনুকে 'নিরপিংশত' নিঃশেষে আশ্লিষ্ট সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তদনন্তর 'মাতরং' সেই মাতা ধেনুকে পুনরায় 'বৎসেন' বৎসের সহিত 'সমসৃজত' সংশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। সমগমন করাইয়াছিলেন—ইহাই অর্থ। অপিচ 'সৌধন্বনাঃ' হে সুধন্বন আঙ্গিরসের পুত্রগণ। 'নরঃ' যজ্ঞের নেতা ঋভুগণ! 'স্বপস্যয়া' শোভন কর্ম্মের ইচ্ছার দ্বারা অর্থাৎ যাগদানাদি আচরণের দ্বারা 'জিব্রী' জীর্ণ বৃদ্ধ 'পিতরা' মাতাপিতাকে 'যুবানা' পূর্ণযৌবনসম্পন্ন 'অকৃণোতন' আপনারা করিয়াছিলেন।

অপিংশত। পিশ-ধাতু অবয়বার্থক। তুদাদিগণীয়। 'শে মুচাদীনাং' ইত্যাদি সূত্রে নুম-প্রত্যয়। সৌধন্বনাঃ। সুধন্বনের পুত্রগণ সৌধন্বনাঃ 'অণ্' এই সূত্রে (পা০ ৬।৪।১৬৭) প্রকৃতিভাব। 'আজ্জসেরসুক্' ইত্যাদি সূত্রে অসুক-প্রত্যয়। 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব। স্বপস্যয়া। 'শোভনমপঃ' এই বাক্যে স্বপঃ পদ হয়—তাহার ইচ্ছা—স্বপস্যা। 'সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' এই সূত্রে ক্যচ্-প্রত্যয়। 'অ প্রত্যয়াৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অকার-প্রত্যয়। জিব্রী। জৄষ্-ধাতু বয়োহানি অর্থ প্রকাশ করে। 'ঋদৃশূধাগৃভ্যঃ

ঋৃদৃধাপৃভ্যঃ ক্তিন্। শত ইত্যাদেরিতীৎ। রেফাকারয়োঃ স্থানবিপর্য্যয়ঃ। বহুল-বচনাদ্বলি চেতি দীর্ঘাভাবঃ। নিত্যাদাদ্যুদাত্তত্বং। যুবানা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। পিতরা। পিতা চ মাতা চ পিতরৌ। পিতামাত্রা। পা০ ১।২।৭০। ইতি পিতা শিষ্যতে। পূর্ববদ্বিভক্তেরাকারঃ। অকৃণোতন। কৃবি হিংসাকরণয়োশ্চ। ইদিত্বান্নুম্। ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচেত্যুপ্রত্যয়ঃ। তৎসন্নিয়োগেন বকারস্য চাকারঃ। অতো লোপেঃ সতি তস্য স্থানিবত্ত্বাল্লঘূপধগুণাভাবঃ। লঙ্., মধ্যমবহুবচনস্য ত-শব্দস্য তপ্তনপ্তনথনাশ্চেতি তনবাদেশঃ। তস্য পিত্বেন ঙিত্ত্বাভাবাদ্গুণঃ। (১ম—১১০সূ · ৮ঋ)।

অষ্টম (১১১০) ঋকের বিশদার্থ।

—:×·×:—

এই সূক্তের মধ্যে এই মন্ত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা জটিলতা-পূর্ণ। মন্ত্রের যে অর্থ প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার সহিত নানা উপাখ্যানের পরিকল্পনা আছে, এবং তাহাতে কোনই সদ্ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্থলে এই মন্ত্রের প্রচলিত একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "হে ঋভুগণ! তুমি গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে পুনরায় বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলে। হে সুধম্বার পুত্র! (যজ্ঞের) নেতৃগণ! তোমরা শোভনীয় কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে।"

(2) Out of a skin, O Ribhus, once ye formed a cow, and brought the mother close unto her calf again. Sons of Sudhanvan. Heroes, with surpassing skill ye made your aged Parents youthful as before."

ক্তিন্' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'শত ইত্যাদেঃ' ইত্যাদি সূত্রে ঈৎ। রেফের অকারের স্থানবিপর্য্যয়। বহুলবচন-হেতু 'বলি চ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘের অভাব। নিত্য-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। যুবানা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। পিতরা। 'পিতা চ মাতা চ পিতরৌ'—এই সমাস-নিষ্পন্ন পদ হয়। 'পিতামাত্রা' ইত্যাদি সূত্রে (পা০ ১।২।৭০) পিতা পদ অবশিষ্ট থাকে। পূর্ব্বের ন্যায় বিভক্তির আকার। অকৃণোতন। কৃবি-ধাতু হিংসা ও করণার্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম্-প্রত্যয়। 'ধিন্বিকৃণ্ব্যোরচ' ইত্যাদি সূত্রে উ-প্রত্যয়, এবং তাহার সন্নিয়োগের দ্বারা ব-কারের স্থানে অকার। 'অতো' লোপ হইলে, তাহার স্থানিবত্ত্ব-হেতু লঘূপধ-গুণের অভাব। লঙ্-মধ্যম-বহুবচনের ত-শব্দের 'তপ্তনপ্তনথনাশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে তনবাদেশ। তাহার পিত্বের দ্বারা ঙিত্ত্বাভাব-হেতু গুণ। (১ম—১১০সূ - ৮ঋ)।

এখানে যে রূপকে কোনও তত্ত্ব-কথা ব্যক্ত হইয়াছে, স্বতঃই তাহা মনে আসে। কিন্তু বস্তুগত অর্থ-পক্ষে সার্থকতা দেখাইবার জন্য উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়। *

যাহা হউক, এখন আমরা যে দৃষ্টিতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার অনুসরণে তাহার যৌক্তিকতার বিষয় সামান্য একটু আলোচনা করা যাইতেছে। এ পক্ষে মন্ত্রের প্রত্যেক পদ অনুধাবনীয়। তাহারাই কয়েকটীর বিষয়ে একটু আভাস দিতেছি। প্রথম—'নিশ্চর্ম্মণঃ' পদ। ঐ পদে "আশ্রয়হীন জনের' অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'গাং' পদ জ্ঞানার্থক। 'অপিংশত' পদে 'আশ্রয় প্রদান করে—অবয়ব দেয়' অর্থ আসে এইরূপে, "ঋভবঃ নিশ্চর্ম্মণঃ গাং অপিংশত" বাক্যাংশে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—ঋভুগণই অজ্ঞজনের জ্ঞানপ্রদাতা হয়েন; অর্থাৎ, নরদেবগণের আদর্শের অনুসরণেই আমাদিগের জ্ঞান পরিপুষ্ট পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তারপর দেখুন,—"পুনঃ বৎসেন মাতরং সমসৃজৎ" বাক্যাংশ। পূর্ব্বে 'গাং' পদ থাকায় এবং এখানে 'বৎসেন মাতরং' পদদ্বয় দৃষ্ট হওয়ায়, গাভীর ও বৎসের সম্বন্ধ আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, জ্ঞানের বৎস—সৎকর্ম্ম, সৎকর্ম্ম রূপ সন্তানের মাতা—জ্ঞান। সুতরাং ঐ মন্ত্রাংশের মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—ঋভুগণের নরদেবগণের অনুকম্পাতেই—আদর্শেই সৎকর্ম্ম-রূপ সন্তানসহ আদি-জ্ঞান উৎপন্ন

---

* ভাষ্যে সেই উপাখ্যানটী বেশ রঞ্জিত হইয়া আছে। তাহাতে প্রকাশ,—কোনও ঋষির একটী গাভী মরিয়া যায়; আর সেই গাভীর একটী বৎস থাকে। ঋষি, সেই মৃতগাভী পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ঋভুগণের নিকট প্রার্থনা করেন। ঋভুগণ সেই মৃতগাভীর গাত্রাবরণ চর্ম্ম লইয়া সেইরূপ একটী নূতন গাভী সৃষ্টি করেন, এবং তৎসহ সেই বৎসের মিলন করিয়া দেন ইহাই হইল—উপাখ্যান। ক্রমশঃ এই উপাখ্যান আরও পল্লবিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, পক্ষান্তরে, রূপক ভাঙ্গিয়া কেহ কেহ এখানে অন্যরূপ অর্থ গ্রহণেরও চেষ্টা পাইয়াছেন। উপরি-উক্ত ইংরাজী ব্যাখ্যার পাদটীকায় গ্রিফিথ্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—

"A skin : perhaps the dried-up earth. A cow : the earth refreshed by the Rains. The Mother : the earth Her calf : the autumn Sun. Parents : Heaven and Earth." এতদ্বারা কি ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সহিত পূর্ব্বাপর কি সম্বন্ধ থাকে, বিবেচনার বিষয়।

হয়। জ্ঞানই সৎকর্ম্মের জনয়িতা, আবার সৎকর্ম্মের সহিতই জ্ঞানের অবিচ্ছিন্নতা। 'পুনঃ সৎসেন মাতরং সমস্তৃণৎ" বাক্যাংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইতেছে।

অতঃপর মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই সাদৃশ্যভূত একটী চরণ এই মণ্ডলেরই বিংশ সূক্তে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেই চরণের বাক্যাংশ—"যুবানা পিতরা পুনঃ।" তাহার প্রচলিত অর্থ—ঋভুগণ আপনাদিগের বৃদ্ধ পিতামাতাকে নবযৌবন প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা সেখানে ভাবার্থ লিখিয়াছিলাম, ঋভুগণের অনুকম্পায় যৌবনোদ্ধত চঞ্চল জন প্রজ্ঞানসম্পন্ন প্রশান্ত ভাব প্রাপ্ত হয়। এখানেও সেই মন্ত্রের ন্যায় অন্বয়ে, সে ভাবের অর্থও গ্রহণ করা যায় বটে। পুনশ্চ এই অংশে আমরা আরও এক অভিনব সুষ্ঠু ভাব গ্রহণ করিতে পারি। যে পিতা-মাতা অর্থাৎ সৎকর্ম্মের যে উৎপত্তিস্থান, জীর্ণ-বৃদ্ধত্বপ্রাপ্ত—সংসারের পাপ-সংসর্গে মলিনত্বপূর্ণ, ঋভুগণের আদর্শে, তাহা নবীনত্বসম্পন্ন হয়—পূর্ণ-জ্ঞানের আধার হইয়া আসে। এখানে এই ভাবেও বেশ সঙ্গতি দেখা যায়। আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা-মধ্যে সকল আভাসই প্রদত্ত হইয়াছে। সুধীগণ তাহা হইতে যোগ্য অর্থ গ্রহণ করিবেন। (১ম—১১০সূ—৮ঋ)।

—— • ——

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

বাজেভির্নো বাজসাতাববিড্ঢ্যৃভুমাঁ ইন্দ্র
চিত্রমাদর্ষি রাধঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ
পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৯ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

বাজেভিঃ। নঃ। বাজহসাতৌ। অবিড্ঢি। ঋভুহমান্। ইন্দ্র।

চিত্রং। আ। দর্ষি। রাধঃ।

তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।

পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ ॥ ৯ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ইন্দ্র' (হে বলৈশ্বর্য্যাধিপতে ভগবন্ ইন্দ্রদেব) 'ঋভুমান্' (ঋভুগণৈঃ যুক্তঃ ত্বং, যদ্বা,—সাধকেষু অধিষ্ঠিতঃ ত্বং) 'বাজেভিঃ' (সৎকর্ম্মভিঃ, যদ্বা -সৎকর্ম্ম কারয়িত্বা) 'নঃ' (অস্মান্) 'বাজসাতৌ' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে, যদ্বা—সৎকর্ম্মণি) 'অবিড্ঢি' (রক্ষ, যদ্বা - নিমজ্জমানান্ কুরু); তথা 'চিত্রং' (রমণীয়ং, অভীপ্সিতং) 'রাধঃ' (পরমার্থং) 'আদর্ষি' (অস্মভ্যং প্রযচ্ছ); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেব! আদর্শমনুষ্যেষু আবির্ভূতঃ সন্ অস্মভ্যং পরমং ধনং প্রযচ্ছ; 'তৎ' (তদা, তেন) 'মিত্রঃ' (মিত্রঃস্বরূপঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ অখণ্ডঃ অদিতিদেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যাধারঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবী' (আশ্রয়দাতা ভূদেবতা) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বনিলয়ঃ দ্যু-দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১১০সূ—৯ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

বলৈশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবন্ ইন্দ্রদেব! ঋভুদেবগণ-যুক্ত আপনি (অথবা সাধকগণের মধ্যে অধিষ্ঠিত আপনি) সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রিপুগণের সহিত সংগ্রামে রক্ষা করুন, অথবা সৎকর্ম্ম করাইয়া সৎকর্ম্মে নিমজ্জমান করুন; এবং রমণীয় অভীপ্সিত পরমার্থকে আমাদিগকে প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব! আদর্শ মনুষ্যগণের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া আপনি আমাদিগকে পরমধন প্রদান করুন); তাহাতে মিত্রস্বরূপ মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব,

অনন্তস্বরূপ অখণ্ড অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যাধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূ-দেবতা এবং সর্ব্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক হউন।)॥ (১ম—১১০সূ—৯ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ইন্দ্র ঋভুমান্। ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি ত্রয়োঽপ্যৃভুশব্দেনোপচারাদত্রোচ্যন্তে। তৈর্যুক্তস্ত্বং বাজসাতৌ বাজস্যান্নস্য সম্ভজনে নিমিত্তভূতে সতি বাজেভিরন্নৈরবিড্ঢি। অস্মান্ ব্যাপ্নুহি। যদ্বা বাজসাতিরিতি সংগ্রামনাম। বাজসাতৌ সংগ্রামে বাজেভির্বেগযুক্তৈরশ্বৈরবিড্ঢি। অস্মান্ রক্ষ। অপিচ চিত্রং চায়নীয়ং রাধো ধনমাদর্ষি। অস্মভ্যং দাতুমাদ্রিয়স্ব। তৃতীয়সবনে ঋভুভিঃ সহেন্দ্রস্যাবস্থানাৎ প্রসঙ্গাদত্রেন্দ্রস্তুতিঃ। যদেতদস্মাভিঃ প্রার্থিতমস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ো মামহন্তাং। পূজয়ন্তু।

বাজসাতৌ। ষনষণসম্ভক্তৌ। ভাবে ক্তিন্। জনসনখনাং সঞ্ঝলোরিত্যাত্বং। বাজানাং সাতির্যস্মিন্। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। অবিড্ঢি। বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ। লোটো হিঃ। বহুলং ছন্দসীতি শপো লুক্। হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ ষ্টুত্ব। অশ্‌বে। ছন্দস্যপি দৃশ্যতে ইতি দৃশিগ্রহণাল্লেটোঽডাগমঃ। যদ্বা। অবতের্লেটি সিব্বহুলং লেটীতি বহুলবচনাৎ বিকরণঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ইন্দ্র! 'ঋভুমান' ঋভু বিভ্বা বাজ এই তিনটিও ঋভুশব্দের দ্বারা উপচার-হেতু এখানে কথিত হইতেছে। তাঁহাদিগের সহিত যুক্ত আপনি 'বাজসাতৌ' বাজের অন্নের সম্ভোগের নিমিত্ত-ভূত হইয়া 'বাজেভিঃ' অন্নসমূহের দ্বারা 'অবিড্ঢি' আমাদিগকে ব্যাপ্ত করুন। অথবা, 'বাজসাতৌ' এই পদ সংগ্রাম-নাম-বাচক; সংগ্রামে 'বাজেভিঃ' বেগযুক্ত অশ্বসমূহের দ্বারা 'অবিড্ঢি' আমাদিগকে রক্ষা করুন। অপিচ, 'চিত্রং' চায়নীয় 'রাধঃ' ধনকে 'আদর্ষি' আমাদিগকে প্রদান করুন। তৃতীয়সবনে ঋভুগণের সহিত ইন্দ্রের অবস্থান-হেতু প্রসঙ্গতঃ এখানে ইন্দ্রের স্তুতি। যেহেতু এই আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিত, আমাদিগকে তাহা দিয়া মিত্রাদি 'মামহন্তাং' পূজিত করুন।

বাজসাতৌ। ষন ও ষণ-ধাতু সম্ভক্তি-অর্থক। ভাবে ক্তিন্। 'জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। বাজানাং সাতির্যস্মিন ইত্যাদি বাক্যে বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতি-স্বরত্ব। অবিড্ঢি। বিষ্লৃ-ধাতু ব্যাপ্ত্যর্থক। লোটো হি। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের লোপ। 'হুঝল্ভ্যো হের্ধিঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষ্টুত্ব। অশ্‌বে। 'ছন্দস্যপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশিগ্রহণ-হেতু লেটে অট্ আগম। অথবা, 'অবতি'র স্থলে লেটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে বহুবচন-হেতু বিকরণের সিপ্। তাহার আর্দ্ধধাতুকত্ব-হেতু ইট্। 'আদেশ-

লিপ্। তস্যাৰ্দ্ধধাতুকত্বাদিট্। আদেশপ্রত্যয়য়োরিতি ষত্বং। বিভাদি পূর্ব্ববৎ। ঋভুমান্। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। বর্দ্ধি। বৃঙ্ আদরে। লোটি ব্যত্যয়েন পরস্মৈপদং। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্॥ (১ম—১১০সূ—৯ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে একত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩১॥

নবম (১১৯১) ঋকের বিশদার্থ।

সূক্তের এই শেষ ঋকটীর সম্বোধ্য ইন্দ্রদেবতা। ইন্দ্রদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলা হইয়াছে,—'হে ইন্দ্রদেব! আপনি ঋভুদেবতার সহিত সম্মিলিত হইয়া (ঋভুমান হইয়া) আমাদিগকে রক্ষা করুন।' আমরা বলি, এতদুক্তির মর্ম্মার্থ এই যে,—যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিপতি ইন্দ্রদেব, তিনি আদর্শ নরদেবতার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, আমাদিগকে সৎকর্ম্মান্বিত করুন, এবং তদ্দ্বারা সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া আমরা যেন রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করি; আর যেন পরমার্থ প্রাপ্ত হই।'

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ঋভুমান্' পদের সহিত 'বাজেভিঃ' ও 'বাজসাতৌ' পদদ্বয়ের মর্ম্মানুধাবন আবশ্যক। 'বাজেভিঃ' পদে 'সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা' অর্থাৎ 'সৎকর্ম্ম করাইয়া' ভাব প্রাপ্ত হই। 'বাজসাতৌ' পদে 'সৎকর্ম্মের মধ্যে' অথবা 'রিপুগণের সহিত সংগ্রামে' দ্বিবিধ ভাব গ্রহণ করিতে পারি। 'অবিড্‌ঢি' ক্রিয়াপদে 'রক্ষা কর' বা 'নিমজ্জিত রাখ' এইরূপ অর্থে সঙ্গতি দেখা যায়। "চিত্রং বাধঃ আদর্ষি" বাক্যাংশে পরম রমণীয় পরমার্থ ধনের প্রার্থনা প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের শেষ চরণ ধ্রুবার ন্যায় কয়েকটী সূক্তেই গ্রথিত আছে। এতদ্দ্বারা সর্ব্বদেবতার—সকল দেবতাদেরই সহায়তা কামনা করা হইয়াছে। ফলতঃ, সর্ব্বথা দেবত্ব-লাভের আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রকাশমান্। (১ম—১১০সূ—৯ঋ)॥

প্রত্যয়য়োঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। বিভাদি পূর্ব্বের ন্যায়। ঋভুমান্। 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের উদাত্তত্ব। বর্দ্ধি। বৃঙ্-ধাতু আদরার্থক। লোটে ব্যত্যয়ের দ্বারা পরস্মৈপদ। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ॥ (১ম—১১০সূ—৯ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের একত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৩১॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। একাদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ।

প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। দ্বাত্রিংশো বর্গঃ।

একাদশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তের পাঁচটী মন্ত্রে ঋভুদেবগণের কর্ম্ম-মাহাত্ম্য পরিবর্ণিত আছে। ঋভুদেবগণের আদর্শের অনুসরণে মনুষ্যগণ কি পরমা গতি প্রাপ্ত হয়েন, পূর্ব্বসূক্তে এবং এই সূক্তে তাহারই আভাস দেখিতে পাই।

সূক্তে ঋভুদেবগণের নিকট কয়েকটী প্রার্থনা আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের একটু একটু পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু সে প্রার্থনা বা সে পরিচয় বড়ই প্রহেলিকা-পূর্ণ। তাহা হইতে সত্য-নিষ্কাশন অনেকস্থলে বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। দুই একটা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। মূলে আছে,—'ইন্দ্রবাহা হরী তক্ষন্।' তাহা হইতে অর্থ দাঁড়ায়,—তাঁহারা ইন্দ্রকে বহনকারী দুইটী অশ্ব নির্ম্মাণ (কোদাই) করিয়াছিলেন।' এখানে ইন্দ্রই বা কি, আর অশ্বদ্বয়ই বা কি, কিছুই বুঝিবার উপায় নাই। এইরূপ, মূলে আছে,—'বৎসায় মাতরং তক্ষন্।' উহার অর্থ দাঁড়ায়,—'তাঁহারা বৎসের জন্য মাতাকে সৃষ্টি (তক্ষন্—কোদাই) করিয়াছিলেন।' ইহাতেই বা কি ভাব প্রকাশ পায়? প্রথম মন্ত্রের মধ্যেই এইরূপ চারিটি প্রহেলিকা আছে। অন্য মন্ত্রচতুষ্টয়ও বিভিন্ন প্রহেলিকায় পূর্ণ। আমাদিগের ব্যাখ্যা-মুখে সেই সমস্ত প্রহেলিকা ভঙ্গ করিবার পক্ষে একটু চেষ্টা পাইব মাত্র। সুধীগণ একটু ধীর স্থির ভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন।

একাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

তক্ষন্নিতি পঞ্চর্চং ষষ্ঠং সূক্তং। কুৎসস্যার্ষমার্ভবং। পঞ্চমী ত্রিষ্টুপ্, শিষ্টাশ্চতস্রো জগত্যঃ। তথা চানুক্রান্তং। তক্ষন্ পঞ্চান্ত্যা ত্রিষ্টুপ্। অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে ইদং সূক্তমার্ভবং নিবিদ্ধানং। সূত্রিতঞ্চ। তক্ষন্রথময়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা (আ০ ৫।১৮) ইতি।

প্রথমমণ্ডলস্য একাদশাধিকশততমং সূক্তং। ঋভুদেবতাকং।
অগ্নিষ্টোমে বৈশ্বদেবশস্ত্রে বিনিযুক্তং।

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

তক্ষন্রথং সুবৃতং বিদ্মনাপসস্তক্ষন্ হরী
ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসূ।
তক্ষন্ পিতৃভ্যামৃভবো যুবদ্বয়স্তক্ষন্বৎসায়
মাতরং সচাভুবং ॥ ১॥

একাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'তক্ষন্' ইত্যাদি পাঁচটী ঋক্‌যুক্ত ষষ্ঠ সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। কুৎস ঋষি, ঋভুদেবতা। পঞ্চম ঋকের ছন্দ ত্রিষ্টুপ্। অবশিষ্ট চারিটী জগতীছন্দ-বিশিষ্ট। 'তক্ষন পঞ্চান্ত্যা ত্রিষ্টুপ্'— এইরূপ অনুক্রান্ত আছে। অগ্নিষ্টোমে বিশ্বদেবশস্ত্রে এই সূক্ত ঋভুগণ-সম্বন্ধীয় নিবিদ্ধান আছে। সূত্রিতও আছে,—"তক্ষন্রথময়ং বেনশ্চোদয়ৎ পৃশ্নিগর্ভা (আ০ ৫।১৮) ইত্যাদি।

পদ-বিশ্লেষণং।

তক্ষন্। রথং। সুহবৃতং। বিদ্মনাঽঅপসঃ। তক্ষন্। হরী ইতি।

ইন্দ্রঽবাহা। বৃষণ্বসূ ইতি বৃষণ্ঽবসূ।

তক্ষন্। পিতৃঽভ্যাং। ঋভবঃ। যুবৎ। বয়ঃ। তক্ষন্। বৎসায়।

মাতরং। সচাঽভুবং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বিদ্মনাপসঃ' (জ্ঞানেন সহ সৎকর্ম্মযুক্তাঃ নরদেবাঃ) 'সুবৃতং' (সুচক্রং, সুষ্ঠু গমনশীলং) 'রথং' (হৃদয়ং কর্ম্ম বা) 'তক্ষন্' (বিগঠিতং কুর্ব্বন্তি); নরদেবানাং অনুসরণেন কর্ম্ম হৃদয়ং বা ভগবৎপ্রাপকং ভবতি—ইতি ভাবঃ; তে দেবাঃ 'ইন্দ্রবাহা' (বলৈশ্বর্য্যপ্রাপকৌ) 'বৃষণ্বসূ' (অভীষ্টপ্রদৌ) 'হরী' (পাপহরণশীলৌ জ্ঞানভক্তিরূপৌ বাহনৌ) 'তক্ষন্' (নির্ম্মান্তি); তেষাং দেবানাং অনুসরণেন অভীষ্টসিদ্ধিঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ; 'ঋভবঃ' (নরদেবাঃ) 'পিতৃভ্যাং' (সৎকর্ম্মণঃ জ্ঞানস্য বা পিতৃমাতৃস্থানীয়ায় উৎপত্তিস্থানায় ইত্যর্থঃ) 'যুবৎ বয়ঃ' (অভিনবং বলং) 'তক্ষন্' (প্রদদতি); ঋভূণাং অনুকম্পয়া অস্মাকং জ্ঞানমূলং কর্ম্মমূলং চ নবীনশক্তিসম্পন্নং ভবতি—ইতি ভাবঃ; তে দেবাঃ 'বৎসায়' (অস্মাসু উৎপদ্যমানায় জ্ঞানায় কর্ম্মণে বা) 'সচাভুবং' (যথাযোগ্যং, আবশ্যকানুরূপং সহকারিণং) 'মাতরং' (উৎপত্তিক্ষেত্রং) 'তক্ষন্' (কুর্ব্বন্তি); ঋভুদেবানাং আদর্শেন অনুপ্রাণিত সন্ হৃদয়ঃ উৎকৃষ্টজ্ঞানকর্ম্মাধারে পরিণতঃ ভবতি—ইতি ভাবঃ। (১ম—১১১সূ—১ঋ) ॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

জ্ঞানের সহিত সৎকর্ম্মযুক্ত নরদেবগণ সুষ্ঠু গমনশীল ভগবৎপ্রাপক হৃদয়কে বা কর্ম্মকে বিগঠিত করেন; (ভাব এই যে,—নরদেবগণের অনুসরণে কর্ম্ম বা হৃদয় ভগবৎপ্রাপক হয়); সেই দেবগণ বলৈশ্বর্য্য-প্রাপক অভীষ্টপ্রদ পাপহরণশীল জ্ঞানভক্তি-রূপ বাহনদ্বয়কে নির্ম্মাণ করেন; (ভাব এই যে,—সেই দেবগণের অনুসরণে অভীষ্টসিদ্ধি হয়); নরদেব ঋভুগণ সৎকর্ম্মের ও জ্ঞানের পিতৃমাতৃস্থানীয় উৎপত্তিস্থানকে অভিনব

শক্তি প্রদান করেন; (ভাব এই যে,—ঋভুদেবগণের অনুকম্পায় আমাদিগের জ্ঞানমূল ও কর্ম্মমূল নবীনশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে); সেই দেবগণ, আমাদিগের মধ্যে উৎপদ্যমান জ্ঞানের বা কর্ম্মের জন্য যথাযোগ্য আবশ্যকানুরূপ সহকারী উৎপত্তিক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেন; (ভাব এই যে,—ঋভুদেবগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলে, হৃদয় উৎকৃষ্ট জ্ঞানকর্ম্মের আধারে পরিণত হয়।)॥ (১ম—১১১সূ—১ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

বিদ্মনাপস উৎকৃষ্টেন জ্ঞানেন নিষ্পাদ্যকর্ম্মাণো ব্যাপ্তবৎকর্ম্মাণো বা ঋভবো রথমশ্বিনো-রারোহণার্থং সুবৃতং শোভনবর্ত্তনং সুচক্রং বাতক্ষন্। অকুর্ব্বন্। তথেন্দ্রবাহৌ ইন্দ্রস্য বাহনভূতৌ হরী হরণশীলাবেতৎসংজ্ঞকাবশ্বৌ তক্ষন। কৃতবন্তঃ। কীদৃশৌ? বৃষণ্বসূ সেচনসমর্থেন দৃঢ়তরেণ ধনেন সলেন বা যুক্তৌ। অপিচ পিতৃভ্যাং স্বকীয়াভ্যাং মাতা-পিতৃভ্যাং বৃদ্ধাভ্যাং যুবযৌবনোপেতং বয় আয়ু ঋভবস্তক্ষন। কৃতবন্তঃ। তথা বৎসায় মাতরং গাং সচাভুবং সহভুবং সহবর্ত্তমানাং তক্ষন্। অকুর্ব্বন।

তক্ষন্। তক্ষূ ত্বক্ষূ তনূকরণে। লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপীত্যডভাবঃ। সুবৃতং। শোভনং বর্ত্তত ইতি সুবৃৎ। বৃতু বর্ত্তনে। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। বিদ্মনাপসঃ। বিদজ্ঞানে। অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি দৃশিগ্রহণাত্তাবে মনিন্। সংজ্ঞাপূর্ব্বকস্য বিধের-নিত্যত্বাদ্‌গুণাভাবঃ। বহুলবচনাদলুক্। পরাদিশ্ছন্দসীতি স্বরঃ। যদ্বা—বিদ্‌লৃ লাভে।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'বিদ্মনাপসঃ' উৎকৃষ্ট জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পাদ্য কর্ম্মসমূহ অথবা লাভবৎ কর্ম্মসমূহকে ঋভুগণ 'রথং' অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের আরোহণের নিমিত্ত 'সুবৃতং' শোভনবর্ত্তন অথবা সুচক্র 'তক্ষন্' করিয়াছিলেন। আরও 'ইন্দ্রবাহা' ইন্দ্রের বাহনভূত 'হরী' হরণশীল এতৎসংজ্ঞক অশ্বকে 'তক্ষন্' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিরূপ? 'বৃষণ্বসূ' সেচনসমর্থ দৃঢ়তর ধন ও জলের দ্বারা যুক্ত। অপিচ 'পিতৃভ্যাং' আপনাদিগের বৃদ্ধ মাতাপিতাকে 'যুবৎ' যৌবনোপেত 'বয়ঃ' আয়ু 'ঋভব' ঋভুগণ 'তক্ষন্' দান করিয়াছিলেন। আরও 'বৎসায়' বৎসকে 'মাতরং' ধেনুর সহিত 'সচাভুবং' সহিত বর্ত্তমান 'তক্ষন' করিয়াছিলেন।

তক্ষন্। তক্ষ্, ত্বক্ষ্ ধাতু তনূকরণার্থক। "লঙি বহুলং ছন্দস্যমাঙ্‌যোগেঽপি" ইত্যাদি সূত্রে অট্ অভাব। সুবৃতং। 'শোভনং বর্ত্ততে' ইত্যাদি দ্বারা সুবৃৎ। বৃতু-ধাতু বর্ত্তনার্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্-প্রত্যয়। বিদ্মনাপসঃ। বিদ্-ধাতু জ্ঞানার্থক। 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে দৃশিগ্রহণ-হেতু ভাবে মনিন্। সংজ্ঞাপূর্ব্বক বিধির অনিত্যত্ব-হেতু গুণের অভাব। বহুলবচন-হেতু অলুক্। অথবা বিদ্‌লৃ-ধাতু লাভার্থক।

ঔণাদিকো ভাবে মক্। তস্মাৎ পামাদিলক্ষণো ন-প্রত্যয়ঃ। বিদ্মনং লাভবদপঃ কর্ম যেষাং। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ছান্দসং পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘত্বং। ইন্দ্রবাহা। ইন্দ্রং বহত ইতীন্দ্রবাহৌ। বহশ্চেতি ণ্বিপ্রত্যয়ঃ। অত উপধায়া ইতি বৃদ্ধিঃ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। বৃষণ্বসূ। বৃষ সেচনে। কনিন্যুবৃষিতক্ষিরাজিধন্বিদ্যুপ্রতিদিবঃ কনিন্। নিত্বাদাদ্যুদাত্তত্বং। বৃষণ্বস্বশ্বয়োরুপসংখ্যানং। পা০ ১।৪।১৮।৩। ইতি বসুশব্দে উত্তরপদে বৃষণ্-ভাবঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। যুবৎ। অত্র যুবৎশব্দঃ সামর্থ্যাৎ প্রবৃত্তিনিমিত্তং যুবত্বমাত্রমাচষ্টে। তদস্মিন্নস্তীতি যুবৎ। ছান্দসো বর্ণলোপঃ॥ (১ম—১১১সূ—১ঋ)।

• . •

প্রথম (১১১২) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রে ঋভুদেবগণের চতুর্ব্বিধ ক্রিয়ার বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের সেই ক্রিয়া যে কি প্রকার, তাহা বোধগম্য হওয়া বড়ই কঠিন। প্রথম চরণটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, প্রথমেই যেন মনে হয়,—ঋভুগণ সূত্রধার ছিলেন; তখন (ক্ষোদাই) কার্য্যে তাঁহাদিগের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাঁহারা রথ (রথং) প্রস্তুত করিতে পারিতেন; রথের ঘোটকদ্বয় ক্ষোদাই করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু তারপরই দ্বিতীয় চরণে খট্‌কা লাগে। ঐ চরণে তাঁহাদিগের যে দ্বিবিধ কার্য্যের পরিচয় আছে, তাহাতে সে সূত্রধারত্ব টুটীয়া যায়। সেখানে প্রকাশ,—তাঁহারা আপনাদিগের বৃদ্ধ পিতামাতাকে নবীন যৌবন প্রদান করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা বৎসের জন্য গাভী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অতএব, ঋভুগণ যে সাধারণ সূত্রধার নহেন, পরন্তু তাঁহাদিগের কর্ম্মের মধ্যে যে কোনরূপ তত্ত্বকথা প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা তাহাই সিদ্ধান্ত

ঔণাদিগণীয়। ভাবে মক্-প্রত্যয়। তাহাতে পামাদিলক্ষণে ন-প্রত্যয়। বিদ্মনং অর্থাৎ লাভবৎ অপঃ অর্থাৎ কর্ম্ম যাহাদিগের—এইরূপ বাক্যে বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ছান্দসে পূর্ব্বসবর্ণের দীর্ঘত্ব। ইন্দ্রবাহা। ইন্দ্রং বহত—ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্রবাহৌ পদ হয়। 'বহশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ণ্বি-প্রত্যয়। 'অত উপধায়াঃ' ইত্যাদি সূত্রে বৃদ্ধি। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির আকার। বৃষণ্বসূ। বৃষ-ধাতু সেচনার্থক। 'কনিন যুবৃষিতক্ষি' ইত্যাদি সূত্রে কনিন্। নিত্ব-হেতু আদ্যুদাত্তত্ব। 'বৃষণ্বস্বশ্বয়োরুপসংখ্যানং' এই বাক্যে বসু-শব্দে উত্তরপদে বৃষণ্-ভাব। বহুব্রীহিতে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। যুবৎ। এখানে যুবৎ শব্দ সামর্থ্য-হেতু প্রবৃত্তিনিমিত্ত যুবত্বমাত্রকে লক্ষ্য করে। তাহা ইহাতে আছে ইত্যাদি বাক্যে যুবৎ-শব্দ হয়। ছান্দসে বর্ণলোপ॥ (১ম—১১১সূ—১ঋ)।

করি। এ পক্ষে মন্ত্রান্তর্গত পদাবলির নিগূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করা আবশ্যক। 'রথং' পদে পূর্ব্বাপর আমরা 'হৃদয়' বা 'কর্ম্ম' অর্থ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি। এখানে সেই অর্থেই বেশ সঙ্গতি দেখা যায়। ঋভুগণই (নরদেবগণই) আমাদিগের হৃদয়কে বা কর্ম্মকে উচ্চগতি প্রদান করেন; তাঁহাদিগের আদর্শেই আমরা পরমপদ প্রাপ্ত হই। "বিদ্মনাপসঃ সুবৃতং রথং তক্ষন্" বাক্যাংশে এই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। এইরূপ, "ইন্দ্রবাহা বৃষণ্বসু হরী তক্ষন্" বাক্যাংশে ঋভুগণের আদর্শেই আমরা যে বলৈশ্বর্য্যবাচক অভীষ্টসাধক জ্ঞান-ভক্তিকে প্রাপ্ত হই, তাহা বুঝা যায়। মন্ত্রের তৃতীয় অংশের 'পিতৃভ্যাং' পদে সৎকর্ম্মের বা জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্রকে নির্দ্দেশ করে। সংসারের সংসর্গে জ্ঞানের বা সৎকর্ম্মের উৎপত্তিক্ষেত্র বিমলিন অর্থাৎ বার্দ্ধক্যগ্রস্ত অবসন্ন হয়। ঋভুদেবগণের সংসর্গে তাহার মধ্যে নবীন জীবন সঞ্চারিত হইয়া থাকে। "পিতৃভ্যাং যুবৎ বয়ঃ তক্ষন্" বাক্যাংশে আমরা এই ভাবই প্রাপ্ত হই। এইরূপ "বৎসায় মাতরং তক্ষন্" বাক্যাংশে, জ্ঞানের কর্ম্মের উৎকর্ষসাধনের জন্য তাহাদিগের উৎপত্তিক্ষেত্র হৃদয় নূতন রূপে গঠিত হয়—এবম্বিধ ভাবই আমরা মন্ত্রের এই অংশে পরিব্যক্ত দেখি। (১ম—১১১সূ—১ঋ)॥

—— • ——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

আ নো যজ্ঞায় তক্ষত ঋভুমদ্বয়ঃ ক্রত্বে

দক্ষায় সুপ্রজাবতীমিষং।

যথা ক্ষয়াম সর্ব্ববীরয়া বিশা তন্নঃ শর্দ্ধায়

ধাসথা স্বিন্দ্রিয়ং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। নঃ। যজ্ঞায়। তক্ষত। ঋভুঽমৎ। বয়ঃ। ক্রত্বে।

দক্ষায়। সুঽপ্রজাবতীং। ইষং।

যথা। ক্ষয়াম। সর্ব্বঽবীরয়া। বিশা। তৎ। নঃ। শর্দ্ধায়।

ধাসথ। সু। ইন্দ্রিয়ং॥ ২॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবাঃ! 'নঃ' (অস্মাকং) 'যজ্ঞায়' (যজ্ঞার্থং, সৎকর্ম্মসাধনায়) 'ঋভুমৎ' (ঋভুতুল্যং, সৎকর্ম্মসম্পন্নং) 'বয়ঃ' (আয়ুঃ) 'আ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'তক্ষত' (উৎপাদয়ত, প্রযচ্ছত ইত্যর্থঃ); সৎকর্ম্মসম্পাদনোপযোগিনং দীর্ঘজীবনং অস্মভ্যং প্রযচ্ছত—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'ক্রত্বে' (ক্রতবে, সৎকর্ম্মণে) তথা 'দক্ষায়' (কর্ম্মপটুতায়ৈ, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যায় ইত্যর্থঃ) অস্মাসু 'সুপ্রজাবতীং' (সুফলপ্রদাং) 'ইষং' (পুষ্টিং, সিদ্ধিং) উৎপাদয়ত ইতি শেষঃ; প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অস্মাকং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং পুষ্টিপ্রাপ্তং ভবতু; 'যথা' (যেন প্রকারেণ) 'ক্ষয়াম' (বয়ং সুখেন নিবসাম, পরমং সুখস্থানং প্রাপ্নুমঃ ইত্যর্থঃ) তাদৃশায় 'শর্দ্ধায়' (বলায়) 'নঃ' (অস্মভ্যং) 'সু' (সুকর্ম্মপরায়ণং, ভগবতি রতং) 'ইন্দ্রিয়ং' (শ্রোত্রনেত্রাদিকং) 'ধাসথ' (প্রযচ্ছত); দেবানাং অনুপালনেন অস্মাকং ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ভগবদনুসারিণঃ ভবন্তু—ইত্যেবং আকাঙ্ক্ষা ইতি ভাবঃ। (১ম ১১১সূ ২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবগণ! আমাদিগের যজ্ঞের নিমিত্ত (সৎকর্ম্মসাধনের জন্য) ঋভুতুল্য সৎকর্ম্মসম্পন্ন আয়ুঃ সর্ব্বতোভাবে উৎপন্ন করুন—প্রদান করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সৎকর্ম্মসম্পাদনোপযোগী দীর্ঘজীবন আমাদিগকে প্রদান করুন); সৎকর্ম্মের নিমিত্ত এবং সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্যের নিমিত্ত আমাদিগের মধ্যে সুফলপ্রদ পুষ্টি (সিদ্ধি) উৎপাদন করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—আমাদিগের সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হউক); যে প্রকারে আমরা সুখে অবস্থান করিতে পারি—পরম সুখস্থান প্রাপ্ত হই,

তাদৃশ বলের নিমিত্ত আমাদিগকে সুকর্ম্মপরায়ণ (ভগবানে ন্যস্ত) চক্ষু-কর্ণাদি প্রদান করুন। (ভাব এই যে,—দেবগণের অনুগ্রহে আমাদিগের ইন্দ্রিয়গণ ভগবদনুসারী হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা।)॥ (১ম—১১১সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে ঋভবঃ! যোঽস্মাকং যজ্ঞায় যজ্ঞার্থং ঋভুমদুরুভাসমানযুক্তং বয়ো হবির্লক্ষণমন্নমাতক্ষ। আ সমন্তাদুৎপাদয়ত। এতদেব বিব্রিয়তে। ক্রত্বে ক্রতবেঽস্মদীয়ায় কর্ম্মণে দক্ষায় বলায় চ। তাদর্থ্যে চতুর্থী। এতদুভয়ার্থং সুপ্রজাবতীং শোভনাভিঃ পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণাভিঃ প্রজাভির্যুক্তামিষমন্নমাতক্ষতেতি শেষঃ। অপিচ সর্ব্ববীরয়া সর্ব্বৈর্বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতয়া বিশা প্রজয়া সহ যথা যেন প্রকারেণ ক্ষয়াম। সুখেন নিবসাম। তত্তাদৃশমিন্দ্রিয়ং। ধননামৈতৎ। ধনং নোঽস্মভ্যং শর্দ্ধায় বলার্থং সুধাসথ। সুষ্ঠু দত্ত। প্রযচ্ছতেত্যর্থঃ॥

ঋভুমৎ। উরু ভাতীতি নৈরুক্তব্যুৎপত্ত্যা ঋভুশব্দঃ প্রকাশমাত্রবাচী। হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুবিতি মতুপ উদাত্তত্বং। ক্রত্বে। জসাদিষু ছন্দসি বাবচনমিতি ঘেড়িতীতি গুণাভাবে যণাদেশঃ। ক্ষয়াম। ক্ষি নিবাসগত্যোঃ। ব্যত্যয়েন শপ্। ধাসথ। ধাঞো লেটাড়াগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সংহিতায়াং দীর্ঘত্বং॥ (১ম—১১১সূ—২ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে ঋভুগণ! 'নঃ' আমাদিগের 'যজ্ঞায়' যজ্ঞের জন্য 'ঋভুমৎ' উরু ভাসমানযুক্ত 'বয়ঃ' হবির্লক্ষণ অন্নকে 'আ তক্ষত' সমন্তাৎ উৎপাদন করুন। ইহাই বিবৃত হইতেছে; 'ক্রত্বে' (ক্রতবে) আমাদিগের কর্ম্মের জন্য এবং 'দক্ষায়' বলের জন্য (তাদর্থে চতুর্থী) এতদুভয়ার্থে 'সুপ্রজাবতীং' শোভনপুত্রপৌত্রাদিলক্ষণ প্রজাসমূহের দ্বারা যুক্ত 'ইষং' অন্নকে সমন্তাৎ উৎপাদন করুন। অপিচ 'সর্ব্ববীরয়া' সকল বীরগণকর্ত্তৃক অর্থাৎ পুত্রাদির দ্বারা উপেত 'বিশা' প্রজার সহিত 'যথা' যে প্রকারে 'ক্ষয়াম' সুখের সহিত নিবাস করিব, 'তৎ' তাদৃশ 'ইন্দ্রিয়ং' (ইহা ধন-নাম-বাচক) ধন 'নঃ' আমাদিগের 'শর্দ্ধায়' বলের জন্য 'সু ধাসথ' সুষ্ঠু রূপে ধারণ করুন—প্রদান করুন ইহাই অর্থ।

ঋভুমৎ। 'উরুভাতি' এই নৈরুক্ত ব্যুৎপত্তির দ্বারা ঋভুশব্দ প্রকাশমাত্রবাচী। 'হ্রস্বনুড্‌ভ্যাং মতুপ্' ইত্যাদি সূত্রে মতুপে উদাত্তত্ব। ক্রত্বে। 'জসাদিষু ছন্দসি বাবচনং' এই সূত্রে 'ঘেড়িতি' নিয়মে গুণের অভাবে যণাদেশ। ক্ষয়াম। ক্ষি-ধাতু নিবাস এবং গতি-অর্থক। ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্-প্রত্যয়। ধাসথ। 'ধাঞোঃ' ইত্যাদি নিয়মে লেটে অট্ আগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্-প্রত্যয়। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতাতে দীর্ঘ। (১ম—১১১সূ ২ঋ)।

• • •

দ্বিতীয় (১১১৩) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের অর্থের একটু পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইবে। পদাবলির অর্থান্তর পরিকল্পনাই তাহার মূল কারণ।

মন্ত্রের দুইটী চরণ, চারি অংশে বিভক্ত হইয়া, চতুর্ব্বিধ প্রার্থনার ভাব প্রকাশ করে। উহার প্রথম অংশে ভাষ্যাদির ভাবে অর্থ হয়,—'হে ঋভুগণ! যজ্ঞের জন্য আমাদিগকে ভাসমান উজ্জ্বল অন্ন প্রদান করুন।' এপক্ষে 'ঋভুমৎ' পদে 'ভাসমান' এবং 'বয়ঃ' পদে 'অন্ন' অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি,—প্রার্থনাকারী এখানে সৎকর্ম্মশীল আয়ুর কামনা করিতেছেন। সৎকর্ম্মসম্পাদনের জন্য (যজ্ঞায়) ঋভুগণের ন্যায় (ঋভুমৎ) সৎকর্ম্মময় আয়ুঃ (বয়ঃ) আমাদিগকে প্রদান করুন (তা তক্ষত)'—ইহাই এখানকার প্রার্থনা। মন্ত্রের দ্বিতীয় অংশ,—"ক্রত্বে দক্ষায় সুপ্রজাবতীং ইষং আতক্ষত"। এখানকার প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম এই যে,—'যজ্ঞের ও বলের জন্য আমাদিগকে সৎপুত্রবিশিষ্ট অন্ন প্রদান করুন।' বলা বাহুল্য, 'সুপ্রজাবতীং' ও 'ইষং' পদদ্বয় উপলক্ষেই ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, 'ইষং' পদে এখানে 'পুষ্টি' বা 'সিদ্ধি' অর্থে সঙ্গতি দেখা যায়। ঐ পদে অভীষ্টবর্ষণের বা সিদ্ধিপ্রাপ্তির ভাব সর্ব্বত্র দেখিয়াছি। তদনুসারে 'সুপ্রজাবতীং' পদে 'সুফলপ্রদাং' প্রতিবাক্যেই সার্থকতা দেখি। এই প্রকারে মন্ত্রের প্রথম চরণে সৎকর্ম্মশীল আয়ুর এবং সিদ্ধির কামনা প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করি।

দ্বিতীয় চরণের দুইটী অংশের মধ্যে 'ক্ষয়াম' এবং 'ইন্দ্রিয়ং' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবন আবশ্যক। 'ক্ষয়াম' ক্রিয়াপদে, আমরা মনে করি, পাপক্ষয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশমান্। সর্ব্ববিধ পাপক্ষয়ে যে মোক্ষলাভ হয়, সেই মোক্ষপ্রাপ্তির প্রার্থনাই এখানে দেখিতে পাই। 'ইন্দ্রিয়ং' পদে চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিলেই বা হানি কি? সে পক্ষে, হে দেবগণ! আমাদিগকে সুকর্ম্মপরায়ণ ভগবদ্ভাবস্থ ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনার মর্ম্মার্থ। (১ম—১১১সূ—২ঋ)॥

— • —

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

আ তক্ষত সাতিমস্মভ্যমৃভবঃ সাতিং রথায়
সাতিমর্ব্বতে নরঃ।
সাতিং নো জৈত্রীং সংমহেত বিশ্বহা জামিমজামিং
পৃতনাসু সক্ষণিং॥ ৩॥

পদ-বিশ্লেষণং।

আ। তক্ষত। সাতিং। অস্মভ্যং। ঋভবঃ। সাতিং। রথায়।
সাতিং। অর্ব্বতে। নরঃ।
সাতিং। নঃ। জৈত্রীং। সং। মহেত। বিশ্বহা। জামিং। অজামিং।
পৃতনাসু। সক্ষণিং॥ ৩॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরঃ' (অস্মাকং নেতারঃ) 'ঋভবঃ' (হে ঋভুদেবাঃ) 'অস্মভ্যং' (উপাসকেভ্যঃ) 'সাতিং' (সম্ভজনীয়ং ধনং) 'আ' (সমন্তাৎ) 'তক্ষত' (প্রযচ্ছত), তথা 'রথায়' (অস্মাকং কর্ম্মণে হৃদয়ায় বা, অস্মাকং কর্ম্মণঃ হৃদয়স্য বা উৎকর্ষবিধানায় ইত্যর্থঃ) 'সাতিং' (সম্ভজনীয়ং ধনং) প্রযচ্ছত ইতি শেষঃ; তথা 'অর্ব্বতে' (পাপায়, অস্মাকং পাপবিদূরণায় ইত্যর্থঃ) 'সাতিং' (সম্ভজনীয়ং ধনং) প্রযচ্ছত ইতি শেষঃ; অপিচ 'নঃ' (অস্মাকং) 'জৈত্রীং'

(জয়প্রদং) 'সাতিং' (তৎ সম্ভজনীয়ং ধনং) 'বিশ্বহা' (সর্ব্বেষু অহঃসু) 'সং মহেত' (সর্ব্বঃ জনঃ সম্পূজয়তু, অনুসরণং করোতু ইত্যর্থঃ); বয়ং চ 'পৃতনাসু' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামেষু) 'জামিং' (সহজাতং, অনুষঙ্গে বিদ্যমানং) 'অজামিং' (বহিরাগতং, কর্ম্মফলানুসৃতং চ) 'সক্ষণিং' (অস্মাকং অভিভবপ্রয়াসিনং শত্রুং) অভিভবেম ইতি শেষঃ। অয়ং ভাবঃ—ঋভুদেবানাং অনুসরণেন বয়ং পরমং ধনং লভেম তথা অন্তঃশত্রূণ্ বহিঃশত্রূণ্ বিনাশনসমর্থাঃ ভবেম। (১ম-১১১সূ-৩ঋ)॥

* . *

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের নেতা হে নরদেবগণ (ঋভুগণ)! এই উপাসক আমাদিগের জন্য সম্ভজনীয় ধনকে সর্ব্বতোভাবে প্রদান করুন; এবং আমাদিগের কর্ম্মের নিমিত্ত অথবা হৃদয়ের নিমিত্ত অর্থাৎ কর্ম্মের বা হৃদয়ের উৎকর্ষসাধন জন্য সম্ভজনীয় ধন প্রদান করুন; আর, আমাদিগের পাপ-বিদূরণের জন্য ধন প্রদান করুন; অপিচ, আমাদিগের জয়প্রদ সেই সম্ভজনীয় ধন সর্ব্বকালে সকল জন অনুসরণ করুন; এবং আমরা রিপুগণের সহিত সংগ্রাম-সমূহে সহজাত (অনুষঙ্গে বিদ্যমান) ও বহিরাগত (কর্ম্মফলানুসৃত) আমাদিগের অভিভবপ্রয়াসী শত্রুকে যেন অভিভব করিতে সমর্থ হই। (ভাব এই যে,—ঋভুদেবগণের অনুসরণে আমরা যেন পরম ধন লাভ করি এবং অন্তঃশত্রুদিগকে ও বহিঃশত্রুদিগকে যেন বিনাশ করিতে সমর্থ হই।)॥ (১ম—১১১সূ—৩ঋ)॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরো যজ্ঞস্য নেতারঃ ঋভবঃ! অস্মভ্যমনুষ্ঠাতৃভ্যঃ সাতিং সম্ভজনীয়মন্নং ধনং বা-ঽঽতক্ষত। আ সমন্তাৎ কুরুত। তথাস্মদীয়ায় রথায় রংহণশীলায় পুত্রাদয়ে রথায়ৈব বা সাতিং সম্ভজনীয়ং ধনমাতক্ষত। তথার্ব্বতেঽশ্বায় সাতিং সম্ভজনীয়মন্নং ধনং বাঽঽযোগ্য-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'নরঃ' হে যজ্ঞের নেতাগণ! 'ঋভবঃ' আমাদিগের অনুষ্ঠাতৃগণের মধ্যে 'সাতিং' সম্ভজনীয় অন্নকে বা ধনকে 'আ তক্ষত' সর্ব্বতোভাবে (প্রদান) করুন। আর আমাদিগের 'রথায়' রংহণশীল পুত্রাদির নিমিত্ত অথবা রথেরই নিমিত্ত 'সাতিং' সম্ভজনীয় ধনকে 'আ তক্ষত' সর্ব্বতোভাবে (প্রদান) করুন। আর 'অর্ব্বতে' অশ্বের জন্য 'সাতিং' সম্ভজনীয়

অন্নকে অথবা ধনকে অশ্বযোগ্যাই মাতক্ষতেত্যেব। কিঞ্চ বিশ্বহা সর্ব্বেষহঃসু সোহস্মাকং জৈত্রীং জয়শীলামপরিমিতবেন সর্ব্বাধিকাং সাতিং সম্ভজনীয়ং ধনং সং মহেত। সর্ব্বো জনঃ সম্যক্ পূজয়তু। বয়ঞ্চ পৃতনাসু সংগ্রামেষু জামিং সহজাতমজামিং সহাজাতং সহানুৎপন্নম-শত্রুং বা (পাঠান্তরে—শত্রুং) সক্ষণিমস্মানভিভবন্তং যুষ্মৎপ্রসাদাৎ অভিভবেমেতি শেষঃ॥

সাতিং। উতিযূতিজূতিসাতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তবং। মহেত। মহ পূজায়াং। সক্ষণিং। ষহ অভিভবে। ঔণাদিকঃ সনিপ্রত্যয়ঃ। চরকস্ববসানি॥ (১ম—১১১সূ—৩ঋ)॥

• . •

তৃতীয় (১১১৪) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

ভাষ্যে এবং আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যার মুখেই মন্ত্রের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের প্রার্থনা—দুইটী। চাই—'সাতিং' অর্থাৎ সম্ভজনীয় ধন। আর চাই—সংগ্রামে শত্রুনাশ। কি জন্য এবং কেমন 'সাতিং' (ধন) কামনা করি? 'রথায়' 'অর্ব্বতে' এবং 'জৈত্রীং' পদত্রয়ে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হই। তার পর, শত্রুই বা কেমন, আর সংগ্রামই বা কেমন, "পৃতনাসু জামিং অজামিং সক্ষণিং" প্রভৃতি পদে তাহাই দ্যোতনা করিতেছে। আমাদিগকে অভিভূত করিবার জন্য অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু দ্বিবিধ শত্রু নিয়ত ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। 'জামিং অজামিং' পদদ্বয়ে দুই দিকের সেই দুই প্রকার শত্রুর নির্দ্দেশ আছে। একবিধ শত্রু পাপপ্রবৃত্তি প্রভৃতি-রূপে আমাদিগের অন্তরেই উৎপন্ন হয়, অন্যবিধ শত্রু আমাদিগের কর্ম্মের ফলে বহির্দ্দেশ হইতে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। সংগ্রামে আমরা যেন এই দ্বিবিধ শত্রুকে নিমর্দ্দিত

'আতক্ষত' সর্ব্বতোভাবে করুন—ইহাই অর্থ। অধিকন্তু 'বিশ্বহা' সকল দিবসসমূহে 'নঃ' আমাদিগের 'জৈত্রীং' জয়শীল অপরিমিতত্বের দ্বারা সর্ব্বাধিক 'সাতিং' সম্ভজনীয় ধনকে 'সং মহেত' সকল জন সম্যক্-রূপে পূজা করুক; এবং আমরা 'পৃতনাসু' সংগ্রামসমূহে 'জামিং' সহজাতকে 'অজামিং' সহাজাত সহানুৎপন্ন অশত্রুকে (পাঠান্তরে—শত্রুকে) শত্রুকে 'সক্ষণিং' আমাদিগের অভিভবকারীকে আপনাদিগের প্রসাদে যেন অভিভব করিতে পারি।

সাতিং। 'উতিযূতিজূতিসাতি' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন্-প্রত্যয় উদাত্ত। মহেত। মহ-ধাতু পূজা-অর্থক। সক্ষণিং। সহ-ধাতু অভিভবার্থক। উণাদিগণীয় সনি-প্রত্যয়। 'চরকস্ববসানি' ইত্যাদি নিয়মে ষত্ব। (১ম—১১১সূ—৩ঋ)॥

• . •

করিতে পারি, ইহাই দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার মর্ম্ম। ফলতঃ, দেবভাবের বিকাশে দেবতার কৃপায় শ্রেষ্ঠ ধন আমাদিগের অধিগত হউক এবং আমাদিগের রিপুগণ নাশপ্রাপ্ত হউক—এই দুই কামনা এখানে প্রকাশ পাইয়াছে। (১ম—১১১সূ—৫ঋ)॥

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। একাদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

ঋভুক্ষণমিন্দ্র মা হুব ঊতয় ঋভূন্বাজান্মরুতঃ

সোমপীতয়ে।

উভা মিত্রাবরুণা নূনমশ্বিনা তে নো হিন্বন্তু

সাতয়ে ধিয়ে জিষে ॥ ৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

ঋভুক্ষণং। ইন্দ্রং। আ। হুবে। ঊতয়ে। ঋভূন্। বাজান্। মরুতঃ।

সোমপীতয়ে।

উভা। মিত্রাবরুণা। নূনং। অশ্বিনা। তে। নঃ। হিন্বন্তু।

সাতয়ে। ধিয়ে। জিষে। ৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'ঊতয়ে' (অস্মাকং রক্ষণায়) তথা 'সোমপীতয়ে' (অস্মাকং হৃদি স্থিতায় শুদ্ধসত্ত্বগ্রহণায়, অস্মাভিঃ সহ সম্মিলনায় ইত্যর্থঃ) 'ঋভুক্ষণং' (মহান্তং) 'ইন্দ্রং' (বলৈশ্বর্য্যাধিপতিং ইন্দ্রদেবং) তথা 'ঋভূন্' (ঋভুদেবান্, নরদেবান্) তথা 'বাজান্' (সৎকর্ম্মরূপান্ দেবান্, সৎকর্ম্মনির্বহান্) তথা 'মরুতঃ' (মরুদ্গণান্, বিবেকরূপিণঃ দেবান্) 'আ হুবে' (আহ্বয়ামি) ; অপিচ, 'উভা' (যুগ্মরূপেণ বর্ত্তমানৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ দেবৌ) তথা 'মিত্রাবরুণা' (মিত্রঃ মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ বরুণঃ অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণঃ দেবঃ চ তৌ দেবদ্বয়ৌ) আহ্বয়ামি ইতি শেষঃ ; 'তে' (আহূতাঃ সর্ব্বে দেবাঃ) 'সাতয়ে' (অস্মাকং সম্ভজনীয়ায় ধনায়) 'ধিয়ে' (ধনদা সাধ্যায় কর্ম্মণে, অস্মান্ সদ্বুদ্ধিপ্রদানায়) 'জিষে' (অস্মাকং জয়লাভায়, রিপুবিমর্দ্দনায় চ) 'নঃ' (অস্মান্) 'হিন্বন্তু' (প্রবর্দ্ধয়ন্তু)। অয়ং ভাবঃ—সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ শ্রেয়ঃসাধকাঃ চ ভবন্তু—ইতি প্রার্থনা। (১ম—১১১সূ—৪ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত এবং আমাদিগের হৃৎস্থিত শুদ্ধসত্ত্ব-গ্রহণের নিমিত্ত (আমাদিগের সহিত সম্মিলনের জন্য) ঋভুক্ষণ মহৎ বলৈশ্বর্য্যাধিপতি এবং ইন্দ্রদেবকে এবং ঋভুদেবগণকে এবং সৎকর্ম্ম-রূপ দেবগণকে এবং মরুদ্দেবগণকে (বিবেকরূপী দেবগণকে) আহ্বান করিতেছি ; অপিচ, যুগ্মরূপে বিদ্যমান অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়কে এবং মিত্র ও বরুণ দেবদ্বয়কে আহ্বান করিতেছি। আহূত সেই সকল দেবতা, আমাদিগের সম্ভজনীয় ধনের নিমিত্ত, আমাদিগকে সদ্বুদ্ধিপ্রদানের নিমিত্ত এবং আমাদিগের জয়লাভের নিমিত্ত (রিপুবিমর্দ্দনের জন্য) আমাদিগকে প্রবর্দ্ধিত করুন। (ভাব এই যে,—সকল দেবতা আমাদিগের রক্ষক ও শ্রেয়ঃসাধক হউন।)॥ (১ম—১১১সূ—৪ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋভুক্ষণং। মহন্নামৈতৎ। মহান্তমিন্দ্রমাহুবে। আহ্বয়ামি। কিমর্থং? ঊতয়ে রক্ষণার্থং। তথা ঋভূন্বাজান্। ঋভুর্বিভ্বা বাজ ইতি ত্রয়ঃ সুধন্বনঃ পুত্রাঃ। তত্র

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋভুক্ষণং' ইহা মহৎ-নামবাচক। মহান্ 'ইন্দ্রং' ইন্দ্রকে 'আ হুবে' আহ্বান করি। কি জন্য? 'ঊতয়ে' রক্ষার জন্য। আর, 'ঋভূন্ বাজান্।' ঋভু বিভ্বা বাজ এই তিনটী সুধন্বার পুত্র। এখানে প্রথম ও উত্তমবাচক শব্দের দ্বারা মধ্যমকেও

প্রথমোত্তমবাচক শব্দাভ্যাং মধ্যমোঽপি লক্ষ্যতে। ততঃ শব্দত্রয়েণ ত্রয়োঽপ্যুচ্যন্তে। তদুক্তং যাস্কেন—প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন। নি০ ১১।১৬। ইতি। এবংবিধানৃভূন্মরুতশ্চ সোমপীতয়ে সোমপানায় আহ্বয়ামি। তথোভা যুগলরূপেণ সংহত্য বর্ত্তমানৌ যৌ মিত্রাবরুণাবশ্বিনৌ চ নূনমবশ্যং সোমপানায় আহ্বয়ামীতি শেষঃ। অপিচ আহুতাস্তে ইন্দ্রাদয়ো নোঽস্মান্ হিন্বন্তু প্রেরয়ন্তু গময়ন্ত্বিত্যর্থঃ। কিমর্থং? সাতয়ে সম্ভজনীয়ায় ধনায়। ধিয়ে। ধনলাভায় কর্ম্মণে। জিষে। জেতুং শত্রূণাং জয়ার্থং চ।

ঋভুক্ষণং। উরুক্ষায়মাণে স্থানে ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তীত্যৃভুক্ষাঃ। উরুপূর্ব্বাত্তাতের্ড্গম্যা-দয়শ্চেতি কু-প্রত্যয়ঃ। আতো লোপ ইটি চেত্যাকারলোপঃ পূর্ব্বপদস্য ঋভাবশ্চ। ঋভু-শব্দোপপদাৎ ক্ষি নিবাসগত্যোরিত্যস্মাৎ গমেশ্চ চেতি বিধীয়মান ইনিপ্রত্যয়ো বহুলবচনাৎ ভবতি। টি-লোপঃ। ইতোঽৎসর্ব্বনামস্থানে ইত্যাত্বমিকারস্য। ঋ ঋপূর্ব্বস্য নিগমে ইতি বিকল্পনাদুপধা দীর্ঘাভাবঃ। যদ্বা অর্ত্তের্ভু ক্ষমক্ কিত্বাদ্গুণাভাবঃ। অতএব সাবগৃহ্যতে। সোমপীতয়ে। পা পানে। স্থাগাপাপচো ভাব ইতি ভাবে ক্তিন্। ঘুমাস্থেতীত্বং। দাসীভারা-দিত্বাৎ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। হিন্বন্তু। হি গতৌ বৃদ্ধৌ চ। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাল্লোটি স্বাদিত্বাৎ শ্নুঃ। জিষে। জি জয়ে। তুমর্থে সেসেনিতি সে-প্রত্যয়ঃ। (১ম—১১১সূ—৪ঋ)।

লক্ষ্য করা হয়, তদনুসারে শব্দত্রয়ের দ্বারা তিনটিই উক্ত হয়। তাহা যাস্কের দ্বারা উক্ত হয়, যথা;—প্রথমোত্তমাভ্যাং বহুবন্নিগমা ভবন্তি ন মধ্যমেন (নি০ ১১।১৬) ইত্যাদি। এবংবিধ ঋভুগণকে 'মরুতঃ' মরুদ্গণকেও 'সোমপীতয়ে' সোমপানের জন্য আহ্বান করি; আর 'উভা' যুগলরূপে মিলিয়া বর্ত্তমান দুই 'মিত্রাবরুণা' মিত্রকে এবং বরুণকে 'অশ্বিনা' অশ্বিদেবদ্বয়কেও 'নূনং' অবশ্য সোমপানের জন্য আহ্বান করি। অপিচ আহুত 'তে' সেই ইন্দ্রাদি 'নঃ' আমাদিগকে 'হিন্বন্তু' প্রেরণ করুন, গমন করান—ইহাই অর্থ। কি জন্য? 'সাতয়ে' সম্ভজনীয় ধনের জন্য, 'ধিয়ে' ধন-লাভ কর্ম্মে ''জিষে' জয়লাভ করিবার জন্য এবং শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য।

ঋভুক্ষণং। উরু ক্ষায়মান স্থানে ক্ষিয়ন্তি অর্থাৎ নিবাস করে—এই অর্থে ঋভুক্ষাঃ। উরুপূর্ব্ব-হেতু 'ক্ষাতের্ড্গম্যাদয়শ্চ' ইত্যাদি সূত্রে কু-প্রত্যয়। 'আতো লোপ ইটি চ' ইত্যাদি সূত্রে আকার লোপ এবং পূর্ব্বপদের ঋ-ভাব। ঋভু-শব্দ উপপদ-হেতু ক্ষি-ধাতু নিবাস ও গতি-অর্থক; এই হেতু, ইহাতে 'গমেশ্চ চ' ইত্যাদি বিধিতে বহুলবচন-হেতু ইনি-প্রত্যয় হয়। টি-লোপ। 'ইতোঽৎসর্ব্বনামস্থানে' ইত্যাদি সূত্রে 'ই'কারের ইত্যাত্ব। 'ঋ ঋপূর্ব্বস্য নিগমে' এই সূত্রে বিকল্পন-হেতু উপধার দীর্ঘাভাব। অথবা 'অর্ত্তের্ভুক্ষিমক্' ইত্যাদি সূত্রে মক্-প্রত্যয়। কিৎ-হেতু গুণের অভাব। সোমপীতয়ে। পা-ধাতু পানার্থক। 'স্থাগাপাপচো ভাবে' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'ঘুমাস্থা' ইত্যাদি সূত্রে ঈত্ব। দাসীভারাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বর। হিন্বন্তু। হি-ধাতু গতি এবং বৃদ্ধি-অর্থক। ইহাতে অন্তর্ভাবিত ণি-অর্থ হেতু লোটে স্বাদিত্ব-হেতু শ্নু-প্রত্যয়। জিষে। জি-ধাতু জয়-অর্থক। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে সে-প্রত্যয়। (১ম—১১১সূ—৪ঋ)।

চতুর্থ (১১১৫) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে একটী উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়া থাকে। বলা হয়,—এই মন্ত্রে ইন্দ্রকে এবং কুৎস ঋষির তিনটী পুত্রকে (ঋভু, বিভ্বা ও বাজ-নামক পুত্রত্রয়কে) এবং অন্যান্য দেবগণকে (মিত্র ও বরুণদেবতাকে এবং অশ্বিদ্বয়কে) সোমরস-পানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

মূলে একটী 'ঋভুক্ষণং' পদ আছে। ঐ পদটী ইন্দ্রের বিশেষণমধ্যে গণ্য হয়। উহার অর্থ গ্রহণ করা হইয়া থাকে—মহৎ। মূলে আছে—'ঋভূন্' ও 'বাজান্' পদদ্বয়। কিন্তু তাহা হইতে কল্পনা করা হয়,—ঐ দুই পদে কুৎস ঋষির তিনটী পুত্রকে লক্ষ্য করিতেছে এবং উহার মধ্যে একটু বিভ্বা-পদ লুক্কায়িত আছে। যাহা হউক, এইরূপে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'ঐ সকল মানুষ বা দেবতা মিলিয়া আমাদিগের প্রস্তুত সোমরস পান করুন এবং আমাদিগকে শত্রুজয়ের উপযোগী সম্ভজনীয় ধন প্রদান করুন।'

কিন্তু আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ অন্য ভাবের দ্যোতনা করিতেছে। 'সোমপীতয়ে' পদে 'আমাদিগের সত্ত্বভাব গ্রহণের জন্য—আমাদিগের সহিত মিলনের জন্য' এইরূপ ভাব আমরা গ্রহণ করি। 'ঋভুক্ষণং' পদে 'মহৎ' অর্থেই সঙ্গতি দেখি বটে; তবে 'ঋভুক্ষণং ইন্দ্রং' বলিতে, এই মানুষই যে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে, এই তত্ত্ব অধিগত হয়। 'ঋভূন্' ও 'বাজান্' পদদ্বয়ে নরদেবগণ এবং সৎকর্ম্মনিবহ বা সৎকর্ম্মরূপী দেবগণ অর্থে সঙ্গতি দেখি। মনুষ্যের মধ্য দিয়া সকল দেবতার বা দেবভাবের আদর্শ আমাদিগের মধ্যে ক্রিয়াশীল হউক,—ইহাই এখানকার মর্ম্মার্থ। দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম ব্যাখ্যামুখেই অধিগত হইবে। 'অশ্বিনা' প্রভৃতি পদের বিষয় পূর্ব্বেই বিশেষভাবে আলোচনা করা গিয়াছে। পুনরালোচনা বাহুল্যমাত্র। সকল দেবভাব আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হউক—মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—১১১সূ—৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চমী ঋক্ ।

(প্রথমং মণ্ডলং । একাদশাধিকশততমং সূক্তং । পঞ্চমী ঋক্ ।)

ঋভুর্ভরায় সং শিশাতু সাতিং সমর্যাজিদ্বাজো

অস্মাঁ অবিষ্টু ।

তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ

পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং ।

ঋভুঃ । ভরায় । সং । শিশাতু । সাতিং । সমর্যহজিৎ । বাজঃ ।

অস্মান্ । অবিষ্টু ।

তৎ । নঃ । মিত্রঃ । বরুণঃ । মমহন্তাং । অদিতিঃ । সিন্ধুঃ ।

পৃথিবী । উত । দ্যৌঃ ॥ ৫ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

'ঋভুঃ' (সঃ মরুদেবঃ, তত্র আদর্শঃ ইত্যর্থঃ) 'ভরায়' (সংগ্রামার্থং, রিপুদমনায়) 'সাতিং' (সম্ভজনীয়ং ধনং, প্রয়োজনীয়াং শক্তিং ইত্যর্থঃ) 'সং শিশাতু' (সম্যক্ তীক্ষ্ণী কুর্বন্তু. অস্মভ্যং প্রযচ্ছতু ইত্যর্থঃ) ; তথা 'সমর্যাজিৎ' (শত্রূণাং জেতা) 'বাজঃ' (সৎকর্ম্ম-সাধনশক্তিঃ) 'অস্মান্' (উপাসকান্) 'অবিষ্টু' (অবতু) ; 'তৎ' (তেন) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ

মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অনন্তস্বরূপঃ অদিতিদেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যপূর্ণঃ সিন্ধুদেবঃ) 'পৃথিবী' (আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বনিলয়ঃ দ্যুঃ-দেবতা) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু)। নরদেবস্য আদর্শেন বয়ং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং লভেম ; তেন রিপূন্ বিমর্দ্দয়িতুং সমর্থাঃ ভবেম ; সর্ব্বে দেবাঃ অস্মান্ রক্ষন্তু ; ইত্যেবং প্রার্থনা - ইতি ভাবঃ। (১ম—১১১সূ—৫ঋ) ॥

* . *

নঙ্গানুবাদ।

সেই ঋভুদেব (নরদেবতা অর্থাৎ তাঁহার আদর্শ) সংগ্রামার্থ—রিপুদমনের নিমিত্ত, সম্ভজনীয় ধন (আবশ্যকীয় শক্তি) আমাদিগকে প্রদান করুন ; এবং শত্রুগণের জয়কারী সৎকর্ম্মসাধনশক্তি আমাদিগকে রক্ষা করুক ; তাহাতে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেবতা, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেবতা, অনন্তস্বরূপ অদিতিদেবতা, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যপূর্ণ সিন্ধুদেবতা, আশ্রয়দাতা ভূদেবতা এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—নরদেবতার আদর্শে আমরা যেন সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থ্য লাভ করি, আর তাহাতে যেন রিপুগণকে বিমর্দ্দন করিতে সমর্থ হই ; সকল দেবগণ আমাদিগের রক্ষক হউন।) ॥ (১ম—১১১সূ—৫ঋ) ॥

* . *

সায়ণ-ভাষ্যং।

ঋভুঃ প্রথমোঽস্মাকং সাতিং সম্ভজনীয়ং ধনং ভরায় সংগ্রামার্থং সং শিশাতু। সম্যক্ তীক্ষ্ণী করোতু। সংগ্রামোচিতং ধনমস্মভ্যং প্রযচ্ছত্বিত্যর্থঃ। তথা সমর্য্যজিৎ। মর্য্যা মনুষ্যাঃ। তৈঃ সহ বর্ত্তত ইতি সমর্য্যঃ সংগ্রামঃ। তত্র শত্রূণাং জেতা বাজ এতৎসংজ্ঞস্তৃতীয়-স্তাস্মান্ যোদ্ধৄনবিষ্টু। অবতু। সংগ্রামাদ্রক্ষত্বিত্যর্থঃ। যদনেন সূক্তেন প্রার্থিতমস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ো মমহন্তাং। পূজয়ন্তু॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'ঋভুঃ' প্রথম আমাদিগের 'সাতিং' সম্ভজনীয় ধনকে 'ভরায়' সংগ্রামের জন্য 'সংশিশাতু' সম্যক্ তীক্ষ্ণ করুন ; সংগ্রামোচিত ধন আমাদিগকে প্রদান করুন—ইহাই অর্থ। আর 'সমর্য্যজিৎ' মর্য্যা অর্থাৎ মনুষ্যগণ, তাহাদিগের সহিত বর্ত্তমান এই অর্থে 'সমর্য্যঃ' অর্থাৎ সংগ্রাম, তাহাতে শত্রুগণের জেতা 'বাজঃ' এতন্নামক তৃতীয়ও 'অস্মান্' যোদ্ধাদিগকে 'অবিষ্টু' রক্ষা করুন—সংগ্রাম হইতে রক্ষা করুন ইহাই অর্থ। যাহা এই সূক্তের দ্বারা প্রার্থিত, আমাদিগকে তাহা মিত্রাদি দেবগণ 'মমহন্তাং' পূজিত করুন।

শিশাতু। শো তনূকরণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য শ্লুঃ। আদেচ ইত্যাত্বং। দ্বির্ভাবঃ। শ্লুবত্ত্বেন বহুলং ছন্দসীত্যভ্যাসস্যেত্বং। অবিড্ঢি। অবতের্লোটি সিব্বহুলং লেটীতি বহুলগ্রহণাৎ সিপ্। ইড়াগমঃ। ধব হুধেঃ। (১ম—১১১শ—৫ব)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে দ্বাত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩২॥

পঞ্চম (১১১৬) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'ভরায়', 'সং শিশাতু' 'সাতিং' ও 'বাজঃ' এই পদ-চতুষ্টয়ের মর্ম্মার্থ-গ্রহণ-পক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যাদির সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার ভাবের পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে। 'ভরায়' পদে যে সংগ্রামকে নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহাতে মানুষের সহিত মানুষের সংগ্রামের প্রতিই প্রচলিত ব্যাখ্যাদির লক্ষ্য দেখি। তদুপলক্ষে 'সাতিং' পদে 'শত্রুর কবল হইতে লুণ্ঠিত ধন' এইরূপ ভাব আসিয়া থাকে। 'বাজঃ' পদে 'যুদ্ধজয়কারী ঘোটক' অর্থ গৃহীত হয়। কেহ বা 'বাজঃ' পদে ব্যক্তি-বিশেষের নাম কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, 'ভরায়' পদে যে সংগ্রামকে নির্দ্দেশ করিতেছে, সে সংগ্রাম সদসদ্বৃত্তির সংগ্রাম,—যে সংগ্রাম হৃদয়ের মধ্যে অবিরামকাল চলিয়া আসিতেছে, সে সংগ্রাম তাহাই। ফলতঃ সংগ্রাম—রিপুগণের সহিত। সংগ্রামে প্রাপ্ত ধন—সদ্ভাব—পরমার্থ। 'বাজঃ' পদে সৎকর্ম্ম বা সৎকর্ম্মসাধন-শক্তিকে বুঝায়। এইরূপে মন্ত্রের প্রথম চরণের প্রার্থনার মর্ম্ম হয় এই যে;—'রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমাদিগের হৃদয়ে সকল প্রকার সদ্ভাব জাগিয়া উঠুক, আমরা যেন সর্ব্বথা সৎকর্ম্মসাধনশক্তি লাভ করি।' এই দৃষ্টিতেই দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার মর্ম্ম এই যে, 'সকল দেবতা ও দেবভাব

শিশাতু। শো-ধাতু তনূকরণার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের শ্লু। 'আদেচঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। দ্বির্ভাব। শ্লুবত্ত্বের-দ্বারা 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব। অবিড্ঢি। 'অবতির' (অব ধাতুর) লোটে 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে বহুলগ্রহণ-হেতু সিপ্-প্রত্যয়। ইট্-আগম। হুধ-স্থানে ধব। (২য়—১১১শ—৫ব)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৩২।

আমাদিগের সহায় হউন,—রিপুগণের সহিত সংগ্রামে, দেবগণের সহায়তায়, আমরা যেন রক্ষাপ্রাপ্ত হই।' এবম্বিধ ভাব-পরম্পরাই এই মন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। মন্ত্রের নিগূঢ় ভাব মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই আমরা বিজ্ঞাপিত করিয়াছি। আলোচনার বাহুল্যতার আর আবশ্যক দেখি না। (১ম—১১১সূ—৫ম)॥

—— • ——

দ্বাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকা।

ঈল ইতি পঞ্চবিংশত্যৃচং সপ্তমং সূক্তং। আঙ্গিরসস্য কুৎসস্যার্ষং। চতুর্বিংশী-পঞ্চবিংশ্যৌ ত্রিষ্টুভৌ শিষ্টাস্ত্রয়োবিংশতির্জগত্যঃ। আদ্যঃ পাদো দ্যাবাপৃথিব্যোঃ। দ্বিতীয় আগ্নেয়ঃ। শিষ্টং সূক্তমাশ্বিনং। তথা চানুক্রান্তং। ঈলে পঞ্চাধিকাশ্বিনমাদ্যৌ পাদৌ লিঙ্গোক্তদেবতাবন্ত্যে ত্রিষ্টুভাবিতি। প্রবর্গ্যেঽভিষ্টবেঽপ্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতঞ্চ — গ্রাবাণে বেদে দ্যাবাপৃথিবী ইতি। আ০ ৪।৬। ইতি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিনে ক্রতৌ জাগতে ছন্দস্যেতৎ সূক্তং। সূত্রিতঞ্চ। অগন্মমহাভারিষ্মেলে দ্যাবাপৃথিবী ইতি জাগতং। আ০ ৪।১৫। ইতি। আশ্বিনশস্ত্রেপ্যেতৎ প্রাতরনুবাকন্যায়েনেত্যতিদেশাৎ। তথাপ্তোর্যামে সন্তি চত্বার্যতিরিক্তোক্থানি। তত্রাচ্ছাবাকাতিরিক্তোক্থে এতৎ সূক্তং। যত্র পশব ইতি খণ্ডে সূত্রিতং—ঈলে দ্যাবাপৃথিবী উভা উ নূনং। আ০ ৯।১১। ইতি।

• • •

দ্বাদশাধিকশততমসূক্তানুক্রমণিকার বঙ্গানুবাদ।

'ঈলে' ইত্যাদি পঞ্চবিংশ ঋক্‌যুক্ত সপ্তম সূক্ত (ষোড়শ অনুবাকের)। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি। চতুর্বিংশী এবং পঞ্চবিংশী ঋক্ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ-বিশিষ্ট। অবশিষ্ট তেইশটী ঋক্ জগতীছন্দঃ-বিশিষ্ট। প্রথমপাদ দ্যাবাপৃথিবী সম্বন্ধে, দ্বিতীয়পাদ অগ্নির সম্বন্ধে। অবশিষ্ট সূক্ত অশ্বিদেবতা-সম্বন্ধীয়। এইরূপ অনুক্রান্ত আছে,—'ঈড়ে পঞ্চাধিকাশ্বিনমাদ্যৌ পাদৌ লিঙ্গোক্তদৈবতাবন্ত্যে ত্রিষ্টুভৌ' ইত্যাদি। প্রবর্গে এবং অভিষ্টবেও এই সূক্ত সূত্রিত আছে; যথা—'গ্রাবাণে বেদে দ্যাবাপৃথিবী' (আ০ ৪।৬) ইত্যাদি। প্রাতরনুবাকে আশ্বিন-ক্রতুতে জগতী ছন্দে এই সূক্ত। এবিষয়ে সূত্রিত আছে;—'অগন্মমহাভারিষ্মেলে দ্যাবা-পৃথিবী ইতি জাগতং' (আ০ ৪।১৫) ইত্যাদি। আশ্বিনশস্ত্রেও এই সূক্ত 'প্রাতরনুবাক-ন্যায়েন' ইত্যাদি অতিদেশ-হেতু (প্রযুক্ত হয়)। এইরূপ আপ্তোর্যাম-কালে, 'চত্বারি' ইত্যাদি উক্‌থসমূহ (প্রযুক্ত হয়)। এবং অচ্ছাবাকাতিরিক্ত উক্‌থে এই সূক্ত (প্রযুক্ত হয়)। 'যত্র পশবঃ' ইত্যাদি খণ্ডে এইরূপ সূত্রিত আছে,—'ঈলে দ্যাবাপৃথিবী উভা উ নূনং' (আ০ ৯।১১) ইত্যাদি।

• • •

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শোঽনুবাকঃ। প্রথমোঽষ্টকঃ। সপ্তমোঽধ্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশাদারভ্যঃ সপ্তত্রিংশ-পর্য্যন্তং পঞ্চবর্গাঃ।

দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং।

এই সূক্তে পচিশটী ঋক্ আছে। অশ্বিদ্বয় এই সূক্তের দেবতা। কিন্তু প্রথম ঋক্‌টীতে দ্যাবাপৃথিবীর এবং অগ্নির প্রতি লক্ষ্য আছে। অন্যান্য ঋকের লক্ষ্য—অশ্বিদ্বয়। সূক্তের ছন্দ ও ঋষির বিষয় সূক্তানুক্রমণিকাতেই বিবৃত হইয়াছে।

সূক্তটী বড়ই জটিলভাবাপন্ন। এই সূক্তের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক দৃষ্টিতে এই সূক্তে পুরাবৃত্তের বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। তাহাতে, দেবতাকে মনুষ্য-পর্য্যায়ে ভুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগের নানা কার্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদনুসারে প্রতিপন্ন হয়,—অশ্বিদ্বয় দুই জন দেব-বৈদ্য ছিলেন; তাঁহারা চিকিৎসা-বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কেবল চিকিৎসা-বিদ্যা বলিয়া নহে; নৈসর্গিক ব্যাপারেও তাঁহাদিগের অশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে, অশ্বিদ্বয় মানুষ হইয়াও অনেক অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। আপিচ, এই দৃষ্টিতে, বহু রাজর্ষির ও অসুরের প্রসঙ্গ এই সূক্তে উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে পারি। এই সূক্তের মন্ত্রগুলির যে অর্থ এখন প্রচলিত, তাহাতে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। দেবতা অশ্বিদ্বয়ও যেন মানুষ ছিলেন; এবং নির্দ্দিষ্ট কয়েক জন মনুষ্যের উপর দিয়া তাঁহাদিগের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। ভাষ্যে এবং ভাষ্যানুসারী ব্যাখ্যাদিতে ও পণ্ডিতগণের গবেষণা-প্রভাবে এই সকল কথাই প্রধানতঃ বিজ্ঞাপিত হয়।

ভাষ্যানুসারী অর্থে, অশ্বিদ্বয়ের কতকগুলি কার্য্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহার আভাস দিতেছি; যথা; তাঁহারা প্রসব-রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়া ছিলেন (৩য়); তাঁহারা অজ্ঞান কক্ষীবানকে জ্ঞানযুক্ত করিয়াছিলেন (৮ম); তাঁহারা কূপে

নিক্ষিপ্ত পাশবদ্ধ রেভকে, বন্দনকে এবং কণ্বকে উদ্ধার করিয়াছিলেন (৫ম); তাঁহারা অন্তক রাজর্ষিকে, ভুজ্যুকে, কর্কন্ধুকে ও বয্যকে উদ্ধার করেন (৬ষ্ঠ); তাঁহারা শুচন্তিকে ধনী করেন, অত্রিকে অগ্নির মধ্যে নিবদ্ধ অবস্থায়ও শক্তি-দান করেন, এবং পৃশ্নিগুকে ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করেন (৭ম); তাঁহারা পঙ্গু পরাবৃজকে গমনসামর্থ্য দেন, অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টিশক্তি দেন, এবং জানুহীন শ্রোণকে চলচ্ছক্তি প্রদান করিয়াছিলেন (৮ম); তাঁহাদিগের আরও কাজ, - তাঁহারা মধুস্রাবী নদী প্রবাহিত করেন; এবং বশিষ্ঠকে, কুৎসকে, শ্রুতর্য্যকে ও নর্য্যকে রক্ষা করেন (৯ম); তাঁহারা ধন্ব বিশ্পলাকে যুদ্ধে গমনসমর্থা করেন এবং অশ্বের পুত্র বশকে রক্ষা করেন (১০ম); তাঁহারা উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবাকে ও কক্ষীবান্‌কে উদ্ধার করেন (১ শ); তাঁহারা ত্রিশোকের অপহৃত গাভীকে উদ্ধার করেন এবং রসাকে জলপূর্ণ করেন (১২শ); তাঁহারা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করেন, মান্ধাতাকে পৃথিবীর অধিপতি করেন, এবং ভরদ্বাজকে সহায়তা করেন (১৩শ); তাঁহারা শম্বরকে নিহত করিয়া অতিথিগ্বকে, দিবোদাসকে, ও কশোজুবকে রক্ষা করেন এবং ত্রসদস্যুর দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলেন (১৪শ); তাঁহারা সোমপায়ী বম্রকে ও উপস্তুতকে রক্ষা করেন এবং কলিকে বধূ প্রদান করেন এবং ব্যশ্বকে ও পৃথিকে সহায়তা করেন (১৫শ); তাঁহারা শয়ুকে, অত্রিকে এবং মনুকে উদ্ধার করেন; এবং স্যূমরশ্মিকে রক্ষা করেন (১৬শ); তাঁহারা পঠর্বাকে অগ্নি হইতে রক্ষা করেন এবং শর্য্যাতকে রক্ষা করেন (১৭); তাঁহারা অঙ্গিরোগণকে তাঁহাদের পূজার জন্য উদ্বোধনা করেন; তাঁহারা দুগ্ধের নদী প্রবাহিত করিয়া মনুকে সবলে বলীয়ান করিয়াছিলেন (১৮শ); তাঁহারা বিমদকে স্ত্রীদান করেন, এবং সুদেবীকে সুদাসের গৃহে আনিয়া দেন (১৯শ); ভুজ্যু, ও অধ্রিগুকে রক্ষা এবং সুভরাই ও ঋতস্তুপকে তাঁহারা রক্ষা করেন (২০শ); তাঁহারা কৃশানুকে পরিচর্য্যা করেন (২১শ); তাঁহারা গাভীর উদ্ধারের ও অশ্বের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেন (২২শ); তাঁহারা অর্জ্জুনের পুত্র কুৎসকে সহায়তা করেন, এবং তুর্বীতিকে ও দভীতিকে শক্তি দেন এবং ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তিকে সাহায্য করেন (২৩শ); তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অলৌকিক নানা কর্ম্ম সম্পাদন করেন (২৪শ)।

অশ্বিদ্বয়-সম্পর্কে এবম্বিধ নানা ব্যাপার-পরম্পরায় উল্লেখ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রাপ্ত হই। তাহার সহিত কতই ঘটনা ও কতই উপাখ্যান বিজড়িত হইয়া আছে। এ দৃষ্টিতে প্রাচীন কালের একটা প্রাচীন সমাজের বিষয় এখানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে—এইরূপই সিদ্ধান্তিত হয়। কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টিতে, কি অশ্বিদ্বয়, কি অন্য সকল পদ—যাহা নাম-বাচক বলিয়া প্রখ্যাত হয়, তাহার সকলই নিগূঢ় অন্য অর্থের দ্যোতক। যদি নাম বলিয়াও সেই সকল পদকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের চিরবিদ্যমানতা স্বীকার করার আবশ্যক দেখি,—অনন্ত কালচক্রে তাঁহারা চির-আবর্ত্তিত রহিয়াছেন, সে দৃষ্টিতে তাহাই সিদ্ধান্তিত হয়। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যার অনুসরণে সে তত্ত্ব অধিগত হইবে—ইহাই বিশ্বাস করি।

— • —

প্রথমমণ্ডলস্য দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। অশ্বিদেবতাকং। প্রস্তরসূক্তাকে আঙ্গিরসঃ কুৎসো ঋষিঃ।

আঙ্গিরসঃ কুৎসো বিনিযুক্তং।

• • •

প্রথমা ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। প্রথমা ঋক্।)

ঈলে দ্যাবাপৃথিবী পূর্ব্বচিত্তয়েঽগ্নিং ঘর্ম্মং

সুরুচং যামন্নিষ্টয়ে।

যাভির্ভরে কারমংশায় জিন্বথস্তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

ঈলে। দ্যাবাপৃথিবী ইতি। পূর্ব্বঽচিত্তয়ে। অগ্নিং। ঘর্ম্মং।

সুঽরুচং। যামন্। ইষ্টয়ে।

যাভিঃ। ভরে। কারম্। অংশায়। জিন্বথঃ। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দ্যাবাপৃথিবী' (হে দ্যুলোকভূলোকরূপৌ দেবৌ) 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' (পূর্ব্বস্মিন্ জ্ঞানপ্রাপণায়, কোঽহং কুত্র চাগতঃ—ইতি তত্ত্বং বিজ্ঞাপনায়) তথা 'যামন্' (যামনি, সংসারসংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'ইষ্টয়ে' (অভীষ্টলাভায়) যুষ্মাভিঃ সহ সম্বন্ধবিশিষ্টং 'ঘর্ম্মং' (দীপ্তং) 'সুরুচং'

(প্রভাবিশিষ্টং, তথ্যপ্রকাশকং) 'অগ্নিং' (জ্ঞানদেবং) 'ঈলে' (স্তৌমি, অনুসরণং করোমি); তত্ত্বকথাজ্ঞাপনায় ইষ্টপ্রাপনায় চ দ্যুলোকভূলোকসম্বন্ধিনং জ্ঞানং অহং যাচে—ইতি ভাবঃ; 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'ভরে' (সংগ্রামে, রিপুভিঃ সহ অস্মাকং সংগ্রামে ইত্যর্থঃ) 'অংশায়' (যুষ্মদীয়ভাগায়, অস্মাকং জয়লাভায় ইত্যর্থঃ) 'যাভিঃ' (আকাঙ্ক্ষণীয়াভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাভিঃ) 'কারং' (অস্মাকং কার্য্যং) 'প্রিষথঃ' (জয়যুক্তং কুরুথঃ); 'তাভিঃ' (ঊতিভিঃ সহ) 'উ' (সর্ব্বতোভাবেন) 'সু' (সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং); হে দেবৌ! ইহসংসারে রিপুসমরে অস্মান্ জয়যুক্তান্ কুরুতং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম—১১২সূ—১ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দ্যুলোক-ভূলোক-রূপ দেবদ্বয়! পূর্ব্বস্মৃতি-জাগরণের জন্য (কে আমি, কোথা হইতে আসিলাম—এই তত্ত্ব বিজ্ঞাপনের জন্য) এবং সংসার-সংগ্রামে অভীষ্টলাভের জন্য, আপনাদিগের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, দীপ্ত, তথ্যপ্রকাশক, জ্ঞানদেবতাকে স্তব করি—যেন অনুসরণ করি; (ভাব এই যে,—তত্ত্বকথা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এবং ইষ্ট-প্রাপণের জন্য আমি দ্যুলোক-ভূলোক-সম্বন্ধীয় জ্ঞান যাচ্ঞা করিতেছি); অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদ্বয়! রিপুগণের সহিত আমাদিগের সংগ্রামে, আপনাদিগের ভাগের জন্য—আমাদিগের জয়লাভের নিমিত্ত, আকাঙ্ক্ষণীয় যে রক্ষা-সমূহের দ্বারা আমাদিগের কার্য্যকে জয়যুক্ত করিয়া থাকেন, সেই রক্ষা-সমূহের সহিত সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! ইহসংসারে রিপুসমরে আমাদিগকে জয়যুক্ত করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে দ্যাবাপৃথিবী দ্যাবাপৃথিব্যাবীলে। স্তৌমি। কিমর্থং? পূর্ব্বচিত্তয়ে। পূর্ব্ব-মেবাশ্বিনোঃ প্রজ্ঞাপনায়। তদাশ্বিনোঃ প্রত্যাসয়ে। যদ্বা দ্যাবাপৃথিবী অশ্বিনৌ স্তৌমি

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'দ্যাবাপৃথিবী' হে দ্যাবাপৃথিবী! 'ঈলে' স্তুতি করি। কি জন্য? 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' পূর্ব্বে অশ্বিদ্বয়কে জানাইবার জন্য; সেই হেতু অশ্বিদ্বয় নিকটে আসিলে, অথবা 'দ্যাবাপৃথিবী' স্বর্গ পৃথিবীকে ও অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করি। 'পূর্ব্বচিত্তয়ে' অন্য স্তোত্র হইতে পূর্ব্বেই

পূর্ব্বচিত্তয়ে। অস্মদীয়াৎ স্তোত্রাৎ পূর্ব্বমেবাস্মদীয়স্য স্তোত্রস্য প্রবোধনায়। তথা চোক্তং— তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যাবিত্যেক ইতি। অপিচ যামন্ যামন্যাশ্বিনোরাগমনে সতীষ্টয়ে তদীয়যাগার্থমাহবনীয়রূপেণ স্থাপিতমগ্নিং স্তৌমীতি শেষঃ। কীদৃশমগ্নিং? ঘর্ম্মং। প্রবৃঞ্জনেন দীপ্তং। সুরুচং। অতএব শোভনকান্তিযুক্তং। হে অশ্বিনৌ ভরে। সংগ্রাম-নামৈতৎ। সংগ্রামেংশায় যুষ্মদীয় ভাগায় জয়প্রাপ্ত্যর্থং যাভিরূতিভিঃ পালনৈঃ সহাগতা কারং। কারশব্দঃ শঙ্খবাচী। তেন হৃতিযুক্তোঃ সঙ্গিরন্তে কারং শব্দকারিণং শঙ্খং জিষবঃ। মুখেনাপূরয়ন্তঃ। তাভিস্তাদৃশৈরূতিভিঃ পালনৈঃ সহ। উ ইতি সমুচ্চয়ে। অস্মানপি সুষ্ঠু আগতং। আগচ্ছতং॥

ঈলে। ঈল স্তুতৌ। উত্তমৈকবচনমিট্। অদাদিত্বাচ্ছপো লুক্। অনুদাত্তেত্ত্বাল্লসার্ব্ব-ধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরঃ। দ্যাবাপৃথিবী। দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ দিবো দ্যাবেতি দ্যাবাদেশ আদ্যুদাত্তো নিপাতিতঃ। পৃথিবীশব্দো ঙীষন্তোঽন্তোদাত্তঃ। দেবতাদ্বন্দ্বে চেত্যুভয়পদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। অপৃথিবীতি পর্য্যুদাসাদ্মোত্তরপদেঽনুদাত্তাদৌ সর্ব্বতি নিষেধাভাবঃ। সা ছন্দসীতি পূর্ব্বপদস্যদীর্ঘত্বং। পূর্ব্বচিত্তয়ে। চিতী সংজ্ঞানে। অস্মাদন্তর্ভাবিত ণ্যর্থাৎ ভাবে ক্তিন্। মরুদ্বৃধাদিত্বাৎ পূর্ব্বপদান্তোদাত্তত্বং। সুরুচং। রুচ দীপ্তাবভিপ্রীতৌ চ। সম্পদাদি-লক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। শোভনা রুক্ যস্য। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। যামন্। সা

আমাদিগের স্তোত্রের প্রবোধনের জন্য। এরূপ উক্ত আছে,—'তৎকাবশ্বিনৌ দ্যাবাপৃথিব্যা-বিত্যেকে' ইত্যাদি। অপিচ. 'যামন' (যামনি) অশ্বিদ্বয়ের আগমন হইলে, 'ইষ্টয়ে' তাঁহাদিগের যাগের নিমিত্ত আহবনীয়-রূপে স্থাপিত অগ্নিকে স্তুতি করি। কীদৃশ অগ্নি? 'ঘর্ম্মং' প্রবৃঞ্জনের দ্বারা দীপ্ত 'সুরুচং' অতএব শোভনকান্তিযুক্ত। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'ভরে' (ইহা সংগ্রাম-নাম-বাচক) সংগ্রামে 'অংশায়' আপনাদিগের জয়প্রাপ্তির ও ভাগের জন্য 'যাভিঃ' যে 'ঊতিভিঃ' পালন-সমূহের সহিত আসিয়া 'কারং'। (কার-শব্দ শঙ্খবাচী, তাহার দ্বারা অভিযুক্ত হইয়া ধ্বনিত হইতেছে)। শব্দকারী শঙ্খকে 'জিষবঃ' মুখের দ্বারা আপূরণ করেন (ধ্বনিত করেন)। 'তাভিঃ' সেই প্রকার 'ঊতিভিঃ' পালন-সমূহের সহিত। 'উ' এই-পদ সমুচ্চয়ার্থক। আমাদিগের প্রতি সুষ্ঠুভাবে 'আগতং' আগমন করুন।

ঈলে। ঈড়-ধাতু স্তুতি-অর্থক। উত্তমপুরুষের একবচনে ইট্। অদাদি-হেতু শপের লোপ। অনুদাত্ত-হেতু লসার্ব্বধাতুকানুদাত্তত্বে ধাতুস্বরই অবশিষ্ট আছে। দ্যাবাপৃথিবী। দ্যৌঃ চ পৃথিবী চ—এই বাক্যে, 'দিবো দ্যাবা' ইত্যাদি সূত্রে, দ্যাবাদেশ। আদিস্বর উদাত্ত এবং নিপাতনসিদ্ধ। পৃথিবী-শব্দ ঙীষন্ত এবং উহার অন্তস্বর উদাত্ত। 'দেবতা-দ্বন্দ্বে চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয় পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। অপৃথিবী ইত্যাদি সূত্রে পর্য্যুদাস-হেতু উত্তরপদে 'অনুদাত্তাদৌ' ইত্যাদি সূত্রে নিষেধের অভাব। 'সা ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপদের দীর্ঘত্ব। পূর্ব্বচিত্তয়ে। চিতি-ধাতু সংজ্ঞানার্থে। উহাতে অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। মরুদ্বৃধাদিত্ব-হেতু পূর্ব্বপদের অন্তোদাত্তত্ব। সুরুচং। রুচ-ধাতু দীপ্তি এবং অভিপ্রীতি অর্থ বুঝায়। সম্পদাদিলক্ষণ। ভাবে ক্বিপ্। 'শোভনা রুক্ যস্য'—এই বাক্যে, 'নঞ্সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদের অন্ত্য স্বর উদাত্তত্ব।

প্রাপণে। আতো মনিন্নিতি কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ ভাবে মনিন্। কারং। ক্রিয়তেঽনেনেতি কারঃ। করণে ঘঞ্। কর্ষাত্বত ইত্যন্তোদাত্তত্বং। জিন্বথঃ। জিবি প্রীণনার্থঃ। অত্র প্রীণনহেতুভূতমাপূরণং লক্ষ্যতে। ধনেনাপূরিতো হি পুরুষঃ প্রীতো ভবতি। ইদিত্বান্নুম্। ভৌবাদিকঃ। শপঃ। পিত্বাদনুদাত্তত্বং। তিঙোঽদুপদেশাল্লসার্ব্বধাতুকস্বরেণ ধাতুস্বরঃ শিষ্যতে। যদ্বৃত্তান্নিত্যমিতি নিঘাতপ্রতিষেধঃ। তত্র হি ব্যবহিতেঽপি কার্য্যমিষ্যত ইত্যুক্তং। ঊষু। ইকঃ সুঞীতি দীর্ঘত্বং। সুঞ ইতি ষত্বং। ঈষা অক্ষাদীত্বাৎ সুঞ ঊকারস্য প্রকৃতিভাবঃ। ঊতিভিঃ। অবতের্ভাবে ক্তিন্। অরত্বরেত্যাদিনা বকারস্যোপধায়াশ্চ ঊট্। ঊতিযূতীত্যাদিনা নিপাতনাৎ ক্তিন্ উদাত্তত্বং। গথঃ। গমের্লোটি বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অনুদাত্তোপদেশেত্যাদিনানুনাসিক লোপঃ। (১ম—১১২সূ—১ঋ)।

প্রথম (১১৯৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের মধ্যে 'পূর্ব্বাচত্তয়ে' পদটী প্রথম আলোচনার বিষয়ীভূত। ভাষ্যে ও অন্যান্য ব্যাখ্যাদিতে এই পদের অর্থ লিখিত হইয়াছে,—'পূর্ব্বে জানাইবার জন্য,' 'আমাদিগের স্তোত্র পূর্ব্বে শুনাইবার জন্য', ইত্যাদি। কিন্তু আমরা বলি, ঐ পদে 'পূর্ব্বস্মৃতি জাগরণের জন্য' এইরূপ অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় পদ—'যামন্'। ঐ পদে আমরাও 'সংগ্রাম' অর্থ গ্রহণ করি বটে, কিন্তু সে সংগ্রাম মানুষের সহিত মানুষের

যামন্। যা-ধাতু প্রাপণার্থক। 'আতো মনিন' ইত্যাদি সূত্রে 'কৃত্যল্যুট্ বহুলং' ইত্যাদি নিয়মে বহুলবচন-হেতু ভাববাচো মনিন্। কারং। ক্রিয়তে অনেন—এই বাক্যে কারঃ পদ হয়। করণে ঘঞ্ প্রত্যয়। 'কর্ষাত্বতঃ' ইত্যাদি সূত্রে অন্তস্বরের উদাত্তত্ব। জিন্বথঃ। জিবি-ধাতু প্রীণনার্থক। এখানে প্রীণন-হেতুভূত আপূরণকে লক্ষ্য করা হইতেছে। ধনের দ্বারা আপূরিত পুরুষ নিশ্চিত প্রীত হয়েন। ইদিত্ব-হেতু নুম্। ভ্বাদিগণীয়। শপের পিত্ব-হেতু অনুদাত্তত্ব। তিঙের উপদেশ-হেতু লসার্ব্বধাতুস্বরের দ্বারা ধাতুস্বর অবশিষ্ট থাকে। যদ্বৃত্ত-হেতু 'নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে নিঘাতের প্রতিষেধ। সেখানেও ব্যবধান থাকিলে ধাতুর কার্য্য হইবে—এই প্রকার উক্ত আছে। ঊষু। 'ইকঃ সুঞোঃ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘত্ব। 'সুঞঃ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব। ঈষা অক্ষাদিত্ব-হেতু সুঞের উকারের প্রকৃতিভাব হইয়াছে। ঊতিভিঃ। 'অবতি'র (অব-ধাতুর) ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'অরত্বর' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা ব-কারের উপধাতেও ঊট্ হয়। 'ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন-হেতু ক্তিন-প্রত্যয় এবং উদাত্তত্ব। গথঃ। গম-ধাতু লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। 'অনুদাত্তোপদেশ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা অনুনাসিকের লোপ। ১।

সংগ্রাম নহে। সে সংগ্রাম—সদসৎ বৃত্তির সংগ্রাম; যে সংগ্রামে মানুষ অহরহঃ বিব্রত এখানে সে সংগ্রামের প্রতিই লক্ষ্য আসে। দ্বিতীয় চরণের 'ভরে' পদেও সেই সংগ্রামকেই লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করি 'অগ্নিং' পদে আমরা যে ভাব গ্রহণ করি, পূর্ব্বে বহুত্র তাহা আলোচনা করিয়াছি। 'অগ্নিং' পদে আমরা এখানেও 'জ্ঞানদেবকে' অর্থেই সঙ্গতি দেখি। 'অংশায়' পদে 'আপনাদিগের ভাগের জন্য, অর্থাৎ আমাদিগকে জয়লাভের জন্য' এইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'কারং' পদের সাধারণ প্রচলিত অর্থ—কার্য্য। এখানে আমরা সেই অর্থেই সঙ্গতি দেখি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু, 'কার-শব্দ শঙ্খ-বাচী' এই বৈয়াকরণীক উক্তি স্বীকার করিয়া 'কারং' পদে শঙ্খ অর্থ গৃহীত হইয়াছে।

এক্ষণে, মন্ত্রের কি অর্থ প্রচলিত আছে এবং আমাদিগের ব্যাখ্যায় কি অর্থ দাঁড়াইতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য, নিম্নে দুই প্রকারের দুইটী প্রচলিত অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(১) "আমি (অশ্বিদ্বয়কে) পূর্ব্বে জানাইবার জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি করি, (অশ্বিদ্বয়) আসিলে তাঁহাদিগের অর্চ্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয় 'কান্তি'যুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খশব্দ কর, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।"

(2) "To give first thought to them, I worship Heaven and Earth, and Agni, fair bright glow, to hasten their approach.

Come hither unto us, O Asvins, with those aids wherewith in fight ye speed the war-cry to the spoil."

উদ্ধৃত বঙ্গানুবাদটীতে সর্ব্বথা ভাষ্যের অনুসরণ দেখা যায়; কিন্তু ইংরাজী অনুবাদটীতে সামান্য ভাবান্তর লক্ষ্য করি।

যাহা হউক, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবের দ্যোতনা করিতেছে। এই সূক্তের সম্বোধ্য দেবতা—অশ্বিদ্বয়। সূক্তের পঁচিশটী ঋকে 'অশ্বিনা' পদে অশ্বিদ্বয়ে সম্বোধন সংসূচিত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রার্থ বুঝিতে হইলে, প্রথমেই বুঝা আবশ্যক, অশ্বিদ্বয় বলিতে কি ভাব মনে আসে। পূর্ব্বেও অশ্বিদ্বয়ের বিষয় আমরা আলোচনা করিয়াছি। সে আলোচনায় বুঝিয়াছি, যে যুগ্ম ভগবদ্বিভূতি বাহ্যিক এবং আন্তরিক

উভয়বিধ ব্যাধি নাশ করেন, তাঁহারাই বেদের অশ্বিদ্বয়। এই সূক্তের ঋক্‌সমূহ আলোচনা করিলে অশ্বিদ্বয়ের যে কর্ম্মপরম্পরা প্রত্যক্ষীভূত হইবে, তাহাতেও আমাদিগের পরিগৃহীত পূর্ব্বোক্ত অর্থেরই সার্থকতা দেখা যাইবে। আত্মজ্ঞান-লাভের জন্য, সংসার-সংগ্রামে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায়, এই মন্ত্রে আমরা দেবতার অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়াছি। দেবতা আমাদিগকে তত্ত্ব-জ্ঞাপন করুন, রিপুসমরে জয়যুক্ত রাখুন ; আমরা মনে করি, এই মন্ত্রের ইহাই প্রার্থনা। (১ম—১১২সূ—১ঋ)।

——:o:——

দ্বিতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বিতীয়া ঋক্।)

যুবোর্দ্দানায় সুভরা অসশ্চতো রথমা
তস্থুর্ব্বচসং ন মন্তবে।
যাভির্ধিয়োঽবথঃ কর্ম্মন্নিষ্টয়ে তাভিরূ ষু
ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবোঃ। দানায়। সুহভরাঃ। অসশ্চতঃ। রথং। আ।
তস্থুঃ। বচসং। ন। মন্তবে।
যাভিঃ। ধিয়ঃ। অবথঃ। কর্ম্মন্। ইষ্টয়ে। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।
ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং। ২।

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'সুতরাঃ' (ভক্তিরূপং সুষ্ঠুধনং যুবাভ্যাং প্রদানায় গৃহীতবন্তঃ, ভক্তিপরায়ণাঃ ইত্যর্থঃ) 'অসশ্চতঃ' (অনন্যচিত্তাঃ উপাসকাঃ) 'বচনং ন গন্তবে' (গুরোরুপদেশলাভায় শিষ্যঃ যথা একাগ্রেণ তিষ্ঠতি তদ্বৎ) 'যুবোঃ' (যুবয়োঃ) 'দানায়' (অনুগ্রহপ্রাপ্ত্যর্থং) 'রণং' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিনং কর্ম্ম) 'আতস্থুঃ' (প্রাপ্নুবন্তি, অনুসরণং কুর্ব্বন্তি); 'কর্ম্মন্' (কর্ম্মণি) 'ইষ্টয়ে' (ইষ্টলাভার্থং প্রবৃত্তান্) 'ধিয়ঃ' (বিশিষ্টজ্ঞানোপেতান উপাসকান্ ইত্যর্থঃ) 'যাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ স্থ' (সর্ব্বতঃ সুষ্ঠু ভাবেন) 'অবথঃ' (রক্ষথঃ), 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (তাদৃশাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'আ গতং' (অস্মাকং সমীপং আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং); হে দেবৌ! যে জনাঃ একান্তেন যুবয়োঃ অনুসরণপরায়ণাঃ ভবন্তি, যুবাং তান রক্ষথঃ; অস্মান্ যুবয়োঃ অনুসারিণঃ কৃত্বা পালয়তং – ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ। (১ম – ১১২সূ – ২ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! ভক্তিরূপ সুষ্ঠুধন আপনাদিগকে প্রদানের জন্য গ্রহণকারী অর্থাৎ ভক্তিপরায়ণ অনন্যচিত্ত উপাসকগণ, গুরুর উপদেশ লাভের জন্য শিষ্য যেমন একাগ্রে অবস্থিতি করে সেইরূপ, আপনাদিগের অনুগ্রহ-প্রাপ্তির জন্য, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মকে প্রাপ্ত হইতেছে—অনুসরণ করিতেছে; কর্ম্মে ইষ্টলাভের জন্য প্রবৃত্ত, বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত উপাসকগণকে, যে প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতঃ সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেন, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা, আমাদিগের সমীপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যাঁহারা একান্ত আপনাদিগের অনুসরণ-পরায়ণ হয়েন, আপনারা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন; আমাদিগকে আপনাদিগের অনুসারী করিয়া পালন করুন—এই প্রার্থনা।)। (১ম—১১২সূ—২ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

সুভরাঃ শোভনস্তোত্রভরণা অসশ্চতোঽসক্তা নানসক্তাঃ স্তোতারো হে অশ্বিনৌ যুবোর্যুবয়োঃ রণমাতস্থুঃ। আতিষ্ঠন্তি। প্রাপ্নুবন্তি। কিমর্থং? দানায়। যুষ্মৎকর্তৃকদানার্থং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'সুভরাঃ' শোভনস্তোত্রভরণ 'অসশ্চতঃ' অসক্ত অসাসক্ত স্তোতৃগণ, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! 'যুবোঃ' আপনাদিগের দুইজনের 'রণমাতস্থুঃ' রণে অবস্থিতি করেন - প্রাপ্ত হয়েন। কি জন্য? 'দানায়' আপনাদিগের কর্তৃক দানের নিমিত্ত, ধনলাভের নিমিত্ত—ইহাই অর্থ।

ধনলাভায়েত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সচনং ন যথা ন্যায়োপেতেন সচনা বাক্যেন যুক্তং বিপশ্চিতং মন্তবে বুভুৎসিতার্থপ্রতিপত্তয়ে স্তোতারঃ প্রাপ্নুবন্তি তদ্বৎ। অপিচ। কর্মন্ কর্মণীষ্টয়ে যাগার্থং প্রবৃত্তান্ ধিয়ো ধ্যাতৄন্ বিশিষ্টজ্ঞানোপেতান্ যাভিরূতিভিঃ পালনৈরবথঃ। যুবাং রক্ষথঃ তাভিরিত্যাদি পূর্ব্ববৎ॥

সচনং। অর্শআদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্। মন্তবে। মন জ্ঞানে। কমিমনিজনীত্যাদিনা তুপ্রত্যয়ঃ। ধিয়ঃ। ধ্যায়তীতি ধিয়ঃ স্তোতারঃ। ধ্যৈ চিন্তায়াং। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। চশব্দেন দৃশিগ্রহণানুকর্ষণাৎ সম্প্রসারণং। কর্মন্। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। ন ঙিসম্বুদ্ধ্যোরিতি ন-লোপপ্রতিষেধঃ॥ (১ম—১১২সূ—২ঋ)॥

দ্বিতীয় (১১৯৮) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের অর্থের অনেকাংশেই ঐক্য আছে। যে যে স্থলে অর্থের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই সকল অংশ আলোচনা করা যাইতেছে। ভাষ্যে 'সুভরাঃ' পদের অর্থ—'শোভন-স্তোত্র-ভরণ।' কিন্তু তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য্য কি? ভক্তিই উপাসনার প্রথম ও প্রধান বস্তু। ভক্তিপূর্ণতাই 'সুভরাঃ'। আমরা এজন্যে 'সুভরাঃ' পদে 'ভক্তিপরায়ণাঃ' প্রভৃতি বাক্যে সঙ্গতি দেখি। 'অসশ্চতঃ' পদের ভাষ্যানুমত অর্থই আমরাও গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু 'রথং' পদের অর্থ বিশেষভাবে আলোচ্য। 'রথং আতস্থুঃ' বাক্যাংশে, 'উপাসকগণ রথে অবস্থান করিতেছেন, অথবা উপাসকগণ রথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন',—এই প্রকার অর্থ প্রচলিত দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু 'রথং' পদে কর্ম্ম বা হৃদয় অর্থে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দেখিয়া আসিয়াছি। 'রথং' অর্থাৎ দেবতাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মকে 'আতস্থুঃ' প্রাপ্ত হইতেছেন—এই প্রকার

ভাবনয়ে দৃষ্টান্ত—'সচনং ন' যেরূপ ন্যায়োপেত বাক্যের দ্বারা যুক্ত পণ্ডিতকে 'মন্তবে' জ্ঞাতার্থ প্রতিপত্তির জন্য স্তোতৃগণ প্রাপ্ত হয়েন, সেই প্রকার। অপিচ, 'কর্মন্' কর্ম্মসমূহে 'ইষ্টয়ে' যাগের নিমিত্ত প্রবৃত্ত 'ধিয়ঃ' বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তদিগকে 'যাভিরূতিভিঃ' যেরূপ পালনের দ্বারা 'অবথঃ' আপনারা রক্ষা করেন, 'তাভিঃ' সেইরূপ—ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়।

সচনং। অর্শআদিত্ব-হেতু মত্বর্থীয় অচ্-প্রত্যয়। মন্তবে। মন-ধাতু জ্ঞানার্থক। 'কমি মনি জনি' ইত্যাদির দ্বারা তু-প্রত্যয়। ধ্যায়ন্তি—এই বাক্যে ধিয়ঃ পদ হয়। ধিয়ঃ পদে স্তোতৃগণকে বুঝায়। ধ্যৈ-ধাতু চিন্তার্থক। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। চ-শব্দের দ্বারা দৃশিগ্রহণানুকর্ষণ হেতু সম্প্রসারণ। কর্মন্। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ হয় নাই। 'ন ঙি সম্বুদ্ধ্যোঃ' ইত্যাদি সূত্রে ন-লোপের প্রতিষেধ॥ ২॥

ভাব এখানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'বচনং ন মন্তবে' উপমায় ভাষ্যের অনুসরণেই, 'গুরুর নিকট, তাঁহার উপদেশ শ্রবণের জন্য, শিষ্য যেরূপ একাগ্রভাবে দণ্ডায়মান থাকেন সেইরূপ'—এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি।

এইপ্রকারে বুঝা যায়, মন্ত্রটী দেবতার রক্ষণশীল মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক এবং প্রার্থনামূলক। প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় কর্ম্মের অনুসারী জনকে আপনারা যেমন সর্ব্বদা রক্ষা করেন, আমাদিগকেও সেই ভাবে রক্ষা করুন। (১ম—১১২সূ—২ঋ)।

—— • ——

তৃতীয়া ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। তৃতীয়া ঋক্।)

যুবং তাসাং দিব্যস্য প্রশাসনে বিশাং

ক্ষয়থো অমৃতস্য মজ্মনা।

যাভির্ধেনুমস্বং পিন্বথো নরা তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যুবং। তাসাং। দিব্যস্য। প্রহশাসনে। বিশাং।

ক্ষয়থঃ। অমৃতস্য। মজ্মনা।

যাভিঃ। ধেনুং। অস্বং। পিন্বথঃ। নরা। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। গতং। ৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'দিব্যস্য' (স্বর্গস্য, সত্ত্বনিলয়স্য) 'অমৃতস্য' (মরণরহিতস্য, নিত্যস্য সত্ত্বস্থিনা ইত্যর্থঃ) 'মজ্মনা' (বলেন যুক্তৌ) 'যুবং' (যুবাং) 'ত্রাসাং' (সর্ব্বাসাং) 'বিশাং' (প্রজাং, মনুজং ইত্যর্থঃ) 'প্রশাসনে' (শাসনে, শিক্ষণে, সৎশিক্ষাপ্রদানে ইত্যর্থঃ) 'ক্ষয়থঃ' (ঈশাথে, সমর্থৌ ভবথঃ); 'নরা' (হে নেতারৌ, নেতৃস্থানীয়ৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'যাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'অপ্নং' (সুফলপ্রদান-সমর্থং) 'দেগুং' (জ্ঞানকিরণং) 'পিম্বথঃ' (সিঞ্চথঃ, যুবাং প্রযচ্ছথঃ) 'তাভিঃ' (তাদৃশাভিঃ প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (অস্মাকং সমীপং আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ — হে দেবৌ! যেন শিক্ষাপ্রভাবেন রক্ষাং প্রাপ্নুমঃ, তাং শিক্ষাং অস্মভ্যং প্রযচ্ছতং। (১ম—১১২সূ—৩ঋ)।

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! সত্ত্বনিলয় স্বর্গের মরণরহিত নিত্যসম্বন্ধীয় বলের দ্বারা যুক্ত আপনারা, সকল মনুষ্যগণকে সৎশিক্ষা-প্রদানে সমর্থ হয়েন; হে নেতৃস্থানীয়, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধি-নাশক অশ্বিদেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সুফলপ্রদানসমর্থ জ্ঞানকিরণকে আপনারা প্রদান করেন, সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু-রূপে আমাদিগের সমীপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে শিক্ষাপ্রভাবে আমরা রক্ষাপ্রাপ্ত হই, সেই শিক্ষা আমাদিগকে প্রদান করুন।) (১ম—১১২সূ—৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ দিব্যস্য দিবিভবস্য স্বর্গসমুৎপন্নস্যামৃতস্য সোমস্য পানেনোৎপন্নেন মজ্মনা বলেন যুক্তৌ যুবাং ত্রাসাং যাস্ত্রিষু লোকেষু বর্ত্তন্তে তাসাং সর্ব্বাসাং বিশাং প্রজানাং প্রশাসনে প্রকৃষ্টানুশাসনে শিক্ষণে ক্ষয়থঃ। ঐশ্বর্য্যকর্ম্মায়ং। ঈশাথে। সমর্থৌ ভবথঃ। যদ্বা মজ্মনাক্তেষামসাধারণেন বলেন বিশাং প্রজানাং দিবিভবস্যামৃতস্য বৃষ্ট্যুদকস্য প্রশাসনে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'নরা' নেতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়! 'দিব্যস্য' স্বর্গসমুৎপন্ন 'অমৃতস্য' সোমের পানে উৎপন্ন 'মজ্মনা' বলের দ্বারা যুক্ত আপনারা 'ত্রাসাং' যাহারা তিন লোকে বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের সকলের 'বিশাং' প্রজাদিগের 'প্রশাসনে' প্রকৃষ্টানুশাসনে শিক্ষাতে 'ক্ষয়থঃ' (ইহা ঐশ্বর্য্যার্থক) ঈশ্বর হয়েন সমর্থ হয়েন। অথবা 'মজ্মনা' অন্যের অসাধারণ বলের দ্বারা 'বিশাং' প্রজাদিগের দ্যুলোকে উৎপন্ন এই 'অমৃতস্য' বৃষ্টির জলের 'প্রশাসনে' প্রদানের

প্রদানেন ক্ষয়থঃ। ঈশ্বরৌ ভবথঃ। অপিচ যাভিরূতিভী রক্ষাভিরস্বং প্রসবাসমর্থাং ধেনুং গাং শংযুনাম্নে ঋষয়ে পিন্বথঃ। সিক্তবথঃ। পয়সাপূরিতস্তনাবকার্ষ্টং। তাভিরূতিভি-রিত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

অস্বং। সূঙ্ প্রাণিগর্ভবিমোচনে। সবনং সূঃ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। নাস্তি সূ অস্যামিত্যসূঃ। নঞো জরমরমিত্রমৃতা ইত্যুত্তরপদান্তোদাত্তত্বং। অমি ওঃ সুপীতি যণাদেশঃ। উদাত্তস্বরিতযোর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। পিন্বথঃ। পিবি সেচনে। ভৌবাদিকঃ। ইদিত্বান্নুম্। (১ম ১১২সূ—৩ঋ)।

তৃতীয় (১১১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের পার্থক্য বুঝিতে হইলে, কয়েকটী পদের আলোচনা আবশ্যক। 'অমৃতস্য' পদে ব্যাখ্যাদিতে 'সোমপানে উৎপন্নের', 'বৃষ্টির জলের' অথবা 'অমৃতত্বের' ভাব গৃহীত হইয়াছে। আমরা শেষোক্ত অর্থেই সমীচীনতা দেখি। 'ধেনুং' পদে প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'গাভীকে' নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে ধেনু-শব্দে 'জ্ঞানকিরণ' অর্থের সঙ্গতি উপলব্ধ করিয়াছি। এখানেও সেই ভাবই গ্রহণ করি। 'অস্বং' পদের প্রচলিত অর্থ—'প্রসবে অসমর্থা'। তাহা হইতে 'কুফল প্রসবে অসমর্থ' এই ভাবগ্রহণ-পূর্ব্বক, উহার দ্বারা 'সুফল প্রদানে সমর্থ' অর্থে সার্থকতা দেখিয়াছি। এই ঋকে অশ্বিদ্বয়কে নেতৃরূপে আহ্বান করা হইয়াছে। যাঁহারা অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি নাশ করেন; সংসারে তাঁহারা যে প্রধান নেতা, তাহা বলাই বাহুল্য। জ্ঞানই ব্যাধিনাশে প্রধান সহায়। মানবগণ সাধারণতঃ জ্ঞানহীন, সংসার অতীব জটিল, এখানে সদসৎ বিচার করা এক প্রকার অসম্ভব। সেই

দ্বারা 'ক্ষয়থঃ' ঈশ্বর হয়েন। 'যাভিঃ' যেরূপ রক্ষাসমূহের দ্বারা 'অস্বং' প্রসবে অসমর্থা 'ধেনুং' গরুকে শংযুনামক ঋষিকে 'পিন্বথঃ' সেচন করেন। দুগ্ধের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। 'তাভিঃ ঊতিভিঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়।

অস্বং। সূঙ্-ধাতু প্রাণিগর্ভবিমোচনার্থক। সবন এই অর্থে সূ। সম্পদাদিলক্ষণ ভাবে ক্বিপ্। নাই সূঃ ইহার—ইত্যাদি বাক্যে অসূঃ। 'নঞো জরমর' ইত্যাদি সূত্রে উত্তরপদান্তের উদাত্তত্ব। 'অমি ওঃ সুপি' ইত্যাদি সূত্রে যণ্ আদেশ। 'উদাত্তস্বরিতযোর্যণঃ' ইত্যাদি সূত্রে পরের অনুদাত্তের স্বরিতত্ব। পিন্বথঃ। পিবি-ধাতু সেচনার্থক। ভ্বাদিগণীয়। ইহার ইদিত্ত্বহেতু নুম্। (১ম—১১২সূ—৩ঋ)।

জন্য অন্তর্ব্ব্যাধি ও বহির্ব্ব্যাধি-নাশক দেবদ্বয়ের নিকট জ্ঞানময়ী শিক্ষা লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইয়াছে। সুশিক্ষা-প্রভাবে আমাদিগের হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইলে, আমরা নিজেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, ভালমন্দ বিচারপূর্ব্বক আত্মোন্নতিসাধনে সমর্থ হইতে পারি।

এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আমাদিগকে সুশিক্ষাদানে সদ্বৃত্তিপরায়ণ করিয়া রক্ষা করুন। (১ম—১১২সূ—৩ঋ)॥

— • —

চতুর্থী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্থী ঋক্।)

যাভিঃ পরিজ্মা তনয়স্য মজ্মনা দ্বিমাতা

তূর্ষু তরণির্বিভূষতি।

যাভিস্ত্রিমন্তুরভবদ্বিচক্ষণস্তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং॥ ৪॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। পরিঽজ্মা তনয়স্য। মজ্মনা। দ্বিঽমাতা।

তূর্ষু। তরণিঃ। বিঽভূষতি।

যাভিঃ। ত্রিঽমন্তুঃ। অভবৎ। বিঽচক্ষণঃ। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং॥ ৪॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিভিঃ ঊতিভিঃ) 'পরিজ্মা' (সর্ব্বতঃ সৎপথে গতিশীলঃ জনঃ) 'দ্বিমাতা' (দ্বিমাত্রোঃ, দ্যুলোকভূলোকস্য) 'তনয়স্য' (উৎপন্নস্য জ্ঞানস্য ইত্যর্থঃ) 'মজ্মনা' (বলেন) 'তূর্ষু' (গচ্ছৎসু মধ্যে, জগৎপ্রভৃতি পরিচালিতেষু যাজকেষু মধ্যে) 'তরণিঃ' (ত্রাণকারকঃ তরণশীলঃ) 'বিভূষতি' (বিভবতি); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ত্রিমন্তুঃ' (ত্রিবিধ অপরাধবিশিষ্টঃ অতঃ ত্রিতাপতপ্তঃ জনঃ, অজ্ঞজনঃ ইত্যর্থঃ) 'বিচক্ষণঃ' (বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তঃ); 'অভবৎ' (ভবতি); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ পাপগ্রস্তঃ অজ্ঞঃ জনোঽপি জ্ঞানলাভে সতি পরাগতিং প্রাপ্নোতি, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ সহ যুবাং অস্মান্ পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—৪ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেববয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতঃ সৎপথে গতিশীল জন দ্যুলোক-ভূলোকের উৎপন্ন জ্ঞানের শক্তিতে জগৎ-প্রভৃতি পরিচালিত যাজকগণের মধ্যে ত্রাণকারক হইয়া থাকে, (অর্থাৎ আপনাদিগের যে রক্ষার প্রভাবে সৎপথানুবর্ত্তী জন অন্যের সৎপথ-প্রদর্শক হয়েন); অপিচ, আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা, ত্রিবিধ অপরাধবিশিষ্ট সুতরাং ত্রিতাপতপ্ত জন অর্থাৎ অজ্ঞজন, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হয়েন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদিগের সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের সহিত সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা পাপগ্রস্ত অজ্ঞজনও জ্ঞানলাভে পরাগতি প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের সহিত আপনারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

পরিজ্মা পরিতো গন্তা বায়ুস্তনয়স্যাত্মীয়স্য পুত্রত্বাৎ। অগ্নির্হি ধ্যানবতাত্মনা বর্দ্ধমানেন বায়ুনা মথ্যমানঃ সন্ জায়তে। তথা চ শ্রূয়তে। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'পরিজ্মা' সর্ব্বত্র গমনকারী বায়ু 'তনয়স্য' আপনার পুত্র অগ্নির। অগ্নি ধ্যান দ্বারা বর্দ্ধমান বায়ু-কর্তৃক মথ্যমান হইয়া উৎপন্ন হয়েন। শ্রুতিতেও এইরূপ

সন্ধিঃ স ব্যানঃ। অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোতীতি। যদ্বা সৃষ্ট্যাদৌ বায়ুরাকাশাদুৎপন্নত্বাদগ্নের্ব্বায়ুঃ পুত্রত্বং। আম্নায়তে চ। বায়োরগ্নিরিতি (তৈত্ত০ অষ্টমাষ্টকে)। এবং স্বপুত্রস্যাগ্নের্ম্মজ্মনা বলেন যুক্তঃ সন্ দ্বিমাতা দ্বয়োর্লোকয়োর্নির্ম্মাতা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থান বায়ুরন্তরিক্ষস্থানঃ। উভয়োর্ম্মিলিতয়োরুভয়নির্ম্মাতৃত্বমুপপন্নং। যদ্বা দ্বিমাতেতি তনয়স্য বিশেষণং। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যাঃ সুঃ। দ্বিমাতৃকস্য দ্বাভ্যামরণিভ্যাং জাতস্য এবম্ভূতো বায়ুর্হে অশ্বিনাবূতিভিহেতুভূতৈঃ পালনৈস্তূর্ষু তরীতৃষু ধাবৎসু মধ্যে তরণিরতিশয়েন তরীতা শীঘ্রগামী বিভূষতি। বিভবতি। ব্যাপ্তো ভবতি। যদ্বা বিশেষেণ সর্ব্বমলঙ্করোতি। অপিচ ত্রিমন্তুস্ত্রয়াণাং মন্তা ত্রিবিধেষু পাকযজ্ঞ হবির্যজ্ঞ সোমযজ্ঞেষ্বাদিতজ্ঞানঃ কক্ষীবান্ যাভির্যুষ্মদীয়াভিরূতিভির্ব্বিচক্ষণো বিশিষ্টজ্ঞানযুক্তোঽভবৎ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিরস্মানাগচ্ছতং।

পরিজ্মা। পরিপূর্ব্বাদজ গতিক্ষেপণয়োরিত্যস্মাৎ শ্বন্নুক্ষন্নিত্যাদৌ নিপাত্যতে। তূর্ষু তৃ প্লবনতরণয়োঃ। বহুলং ছন্দসীত্যুত্বং। হলিচেতি দীর্ঘঃ। যদ্বা তরতেঃ ক্বিপ্। অবয়বরেত্যাদিনা বকারোপধয়োরূঠ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং।

(উক্ত) আছে, 'অথ যঃ প্রাণাপাণয়োঃ সন্ধিঃ স অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষঃ আযমনমপ্রাণন্ননপানংস্তানি করোতি,—ইত্যাদি। অর্থাৎ,—'প্রাণবায়ু ও অপান বায়ুর সন্ধিকে ব্যান বলে। সেই জন্য (ব্যানবায়ু) সমস্ত বীর্য্যবান কর্ম্ম, যেমন অগ্নির মন্থন, যুদ্ধে গমন (শক্তি পরিচালন), সুদৃঢ় ধনুকের আনমন, অপ্রাণ ও অনপান প্রভৃতিকে সৃষ্টি করে।' অথবা সৃষ্টি-প্রভৃতিতে বায়ু-সকাশ হইতে উৎপন্ন-হেতু অগ্নির বায়ু—পুত্রত্ব। এইরূপ আরও উক্ত আছে,—'বায়োরগ্নিঃ' ইত্যাদি (তৈত্ত০ আ০ ৮ প্র০)। এইরূপে স্বপুত্র অগ্নির 'মজ্মনা' বলের সহিত যুক্ত হইয়া 'দ্বিমাতা' দুই লোকের নির্ম্মাতা অগ্নি। পৃথিবীস্থানবায়ুও অন্তরীক্ষস্থানবায়ু উভয়ের মিলনে উভয়ের নির্ম্মাতৃত্ব উপপন্ন। অথবা, 'দ্বিমাতা' এই পদ তনয়ের বিশেষণ। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীতে সু হইয়াছে। দ্বিমাতৃকের—দুইটী অরণিকাষ্ঠের দ্বারা উৎপন্নের—এবম্ভূত বায়ু। হে অশ্বিদ্বয়! 'যাভিঃ' যে উতি-সমূহের দ্বারা হেতুভূত পালন-সমূহের দ্বারা 'তূর্ষু' তরীসমূহে ধাবমান মধ্যে 'তরণিঃ' অতিশয়-রূপে ত্বরিত শীঘ্রগামী 'বিভূষতি' বিশেষরূপে হয়—ব্যাপ্ত হয়। অথবা বিশেষ প্রকারে সকলকে অলঙ্কৃত করে। অপিচ, 'ত্রিমন্তুঃ' তিন প্রকারের মননকারী—ত্রিবিধ পাকযজ্ঞ হবির্যজ্ঞ সোমযজ্ঞসমূহে প্রাপ্তজ্ঞান কক্ষীবান্ 'যাভিঃ' আপনাদিগের যে উতি-সমূহের দ্বারা 'বিচক্ষণ' বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন, 'তাভিঃ' সেই সকল 'উতিভিঃ' পালন-সমূহের দ্বারা আমাদিগের প্রতি 'আগতং' আগমন করুন।

পরিজ্মা। পরি-পূর্ব্ব-হেতু অজ-ধাতু গতি ও ক্ষেপণ অর্থ বুঝায়। তাহাতে 'শ্বন্নুক্ষন্' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতন সিদ্ধ। তূর্ষু। তৃ ধাতু প্লবন ও তরণ অর্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে উত্ব। 'হলিচ' ইত্যাদি সূত্রে দীর্ঘ। অথবা 'তরতির' (তৃ-ধাতু) ক্বিপ্। 'অবয়র' ইত্যাদি সূত্রে বকারের উপধা দুইটীর উঠ্। 'সাবেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির

বিভূষতি। তনতের্লেট্যাডাগমঃ। সিব্বহুলং লেটীতি সিপ্। ভূষ অলঙ্কারে। চৌরাদিকঃ। বিচক্ষণঃ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেরিতি যুচ্। (১ম–১১২সূ—৪ঋ)।

• . •

চতুর্থ (১২০০) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের বিশেষ পার্থক্য ঘটিয়াছে। নিম্নে দুই প্রকারের দুইটী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; সেই দুই অনুবাদের মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। দুই প্রকারের সেই দুইটী অনুবাদ; যথা,—

(১) "চতুর্দ্দিকবিচারী বায়ু স্বপুত্র দ্বিমাতৃ (অগ্নির) বলদ্বারা যুক্ত হইয়া, এবং ত্বরিতগামীদিগের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, যে সকল উপায়দ্বারা (সকল স্থানে) প্রাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল উপায়দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্মজ্ঞ ঋষি কক্ষীবান্, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।"

(2) "The aids wherewith the Wanderer through his offspring's might, or the Two-Mothered Son shows swiftest mid the swift;

Wherewith the sapient one acquired his triple lore,—Come hither unto us, O Asvins, with those aids." •

উপাস্তং। বিভূষতি। তনোতের্ভূ-ধাতুর লেটে অটাগম। 'সিব্বহুলং লেটি' ইত্যাদি সূত্রে সিপ্। অথবা ভূষ-ধাতু অলঙ্কার অর্থক। চুরাদিগণীয়। বিচক্ষণঃ। অনুদাত্তেতশ্চ হলাদেঃ' ইত্যাদি সূত্রে যুচ্। (১ম–১১২সূ ৪ঋ)।

• এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-নির্দ্দেশ করিয়া গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব যে টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের টিপ্পনী,

"The Wanderer: according to Sayana, the Wind. Agni is called his offspring as having been excited into flame by the wind. Or Matrisvan may be intended (see 1-31-3), who brought Agni from heaven. The Two Mothered Son: Agni sprung from the two fire-sticks. The Sapient one: said to be the Rishi Kakshivan. His triple lore: knowledge

কোন্ পদের কি প্রকার অর্থ-পরিগ্রহণে পূর্ব্বোক্ত-রূপ অনুবাদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, এবং কি সূত্রেই বা আমাদের পরিগৃহীত ব্যাখ্যা ভিন্ন-ভাবের দ্যোতক হইতেছে, অতঃপর তদ্বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। প্রচলিত অর্থে 'পরিজ্মা' পদে 'সর্ব্বত্র গতিশীল বায়ু' এই প্রকার অর্থের কল্পনা করা হইয়াছে। 'তনয়স্য' পদের সাধারণ অর্থ—'পুত্রের'। তাহা হইতে 'বায়ুর পুত্র অগ্নির' অর্থ প্রকাশ পাইয়াছে। মূলে 'দ্বিমাতা' পদ আছে। তাহা হইতে, অরণিকাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণেই অগ্নির উৎপত্তির মূল সুতরাং মাতা অর্থ গৃহীত হয়। আমরা মনে করি, 'গতিশীল' অর্থ হইতেই 'পরিজ্মা' পদে সৎপথে গমনশীল জনকে নির্দ্দেশ করিতেছে। 'দ্বিমাতা' পদে ভাষ্যে, বিভক্তিব্যত্যয় স্বীকার করিয়া, যে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে, 'তনয়স্য' পদের সহিত উহার সম্বন্ধ-সূচনায়, ঐ পদে আমরা অভিনব ভাব প্রাপ্ত হই। আমরা মনে করি, 'তনয়স্য' পদের নির্দ্দেশ—জ্ঞানের প্রতি। 'দ্বিমাতা' (দ্বিমাতুঃ) পদে দ্যুলোক-ভূলোকের ভাব গ্রহণ করা যায়। তাহাতে 'দ্বিমাতা তনয়স্য' পদদ্বয়ে দ্যুলোকের ও ভূলোকের উৎপন্ন অর্থাৎ 'দ্যুলোক-ভূলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞান' অর্থ নির্দ্দেশ করিতে পারি। 'ভূর্ষু' পদে 'ভগবৎ-প্রতি পরিচালিত বাহকগণের মধ্যে' এই প্রকার অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'তরণিঃ' পদে 'ত্রাণকারী তরণশীল' অর্থই এখানে সমীচীন মনে করি। ভাষ্যাদিতে 'ত্রিমন্তুঃ' পদে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। আমরা কিন্তু ঐ পদে, 'ত্রিবিধ অপরাধবিশিষ্ট জন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপে আমাদিগের ব্যাখ্যায় প্রার্থনার ভাবার্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে দেবগণ! আপনাদিগের কৃপায় লব্ধজ্ঞান হইয়া সাধুজন অপরের ত্রাণকারী হয়েন, এবং আপনাদিগের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিতাপ-তপ্ত জন বিশিষ্টজ্ঞানযুক্ত হইয়া উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন। প্রার্থনা,—'আমাদিগের প্রতি সেই অনুকম্পা প্রকাশ করুন।' (১ম—১১২সূ—৪ঋ) ॥

---

of sacrificial food, oblations of clarified butter, and libations of Soma juice. The meaning of the passage is uncertain."

এই পাদটীকা হইতে সম্যক প্রতীয়মান হয় যে, ব্যাখ্যাকারগণের কেহই; এই মন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গ্রিফিথ্ সাহেব তো স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, এ মন্ত্রের অর্থ নির্দ্দেশ করা কঠিন।

পঞ্চমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চমী ঋক্।)

যাভী রেভং নিবৃতং সিতমদ্ভ্য

উদ্বন্দনমৈরয়তং স্বর্দৃশে।

যাভিঃ কণ্বং প্র সিষাসন্তমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ৫॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। রেভম্। নিঽবৃতম্। সিতম্। অৎঽভ্যঃ।

উৎ। বন্দনম্। ঐরয়তম্। স্বঃ। দৃশে।

যাভিঃ। কণ্বম্। প্র। সিসাসন্তম্। আবতম্। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতম্॥ ৫॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিভিঃ ঊতিভিঃ) 'নিবৃতং' (উপদ্রবপরিবেষ্টিতং, সংসারমায়য়া আবদ্ধং) 'সিতং' (অজ্ঞানান্ধকারনিমগ্নং) 'রেভং' (রোরুদ্যমানং, পরিত্রাণং ইত্যর্থঃ) 'বন্দনং' (স্তুতিপরায়ণং জনং) 'স্বঃ' (জ্ঞানসূর্য্যং) 'দৃশে' (দ্রষ্টুং, জানানায় ইত্যর্থঃ) 'উৎ ঐরয়তং' (উদগময়তং, উদ্ধারং কুরুতং ইত্যর্থঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (যুবয়োঃ সম্বন্ধিভিঃ ঊতিভিঃ) 'সিসাসন্তং' (জ্ঞানালোকং ইচ্ছন্তং) 'কণ্বং' (অতিক্ষুদ্রজনং, অজ্ঞানং ইত্যর্থঃ) 'প্র আবতং' (প্রকর্ষেণ রক্ষতং); 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্মভিঃ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'উ সু' (সর্বতো-

ভাবেন, সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ স্তুতিপরায়ণঃ অজ্ঞজনঃ জ্ঞানং লভতে তথা জ্ঞানাভিলাষী অতিক্ষুদ্রজনোঽপি উদ্ধারং প্রাপ্নোতি তাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ সহ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েতাং। (১ম—১১২সূ—৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা, রোরুভ্যমান্ (পরিতপ্ত), ঊর্দ্ধগমনবারিত সাধক, অজ্ঞানান্ধকারনিমগ্ন, স্তুতিপরায়ণ জনকে, জ্ঞানসূর্য্যকে দেখাইবার নিমিত্ত—জ্ঞানহীনের জন্য আপনারা উদ্ধার করেন; অপিচ, আপনাদিগের সম্বন্ধীয় যে রক্ষা-কর্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানালোক ইচ্ছাকারী অতিক্ষুদ্রজনকে আপনারা প্রকর্ষের সহিত রক্ষা করেন; আপনাদিগের সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা, অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে, আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা স্তুতিপরায়ণ অজ্ঞজন জ্ঞান লাভ করে এবং অতিক্ষুদ্র জনও উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ যাভিরূতিভী রেভমেতৎসংজ্ঞমৃষিং নিবৃতমসুরৈঃ কূপেঽপ্সু নিবারিতং সিতং তদীয়ৈঃ পাশৈর্বদ্ধমেবম্ভূতমৃষিং অদ্ভ্যঃ সকাশাদুদৈরয়তং। উদগময়তং। তথা বন্দনমেতৎসংজ্ঞমৃষিং চ তথাভূতমুদৈরয়তং। কিমর্থং? স্বরাদিত্যং দৃশে দ্রষ্টুং। অপিচ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিনীকুমারদ্বয়! 'যাভিঃ' যে ঊতি-সমূহের দ্বারা 'রেভং' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'নিবৃতং' অসুরগণ কর্ত্তৃক কূপে জলসমূহে নিবারিত 'সিতং' তাহাদিগের পাশ-সমূহের দ্বারা বদ্ধ এবম্ভূত ঋষিকে 'অদ্ভ্যঃ' জল হইতে 'উদৈরয়তং' উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং 'বন্দনং' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকেও সেইরূপে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। কি জন্য? 'স্বঃ' সূর্য্যকে 'দৃশে' দেখিবার জন্য। অপিচ, 'কণ্বং' অসুরগণকর্ত্তৃক অন্ধকারে প্রক্ষিপ্ত

কণ্বমসুরৈরন্ধকারে প্রক্ষিপ্তং সিষাসন্তমালোকং সম্ভক্তুমালোকমিচ্ছন্তং যাভিরূতিভিঃ প্রাবতং প্রকর্ষেণ রক্ষতং তাভিরিত্যাদি সমানং॥

রেভং। রেভৃ শব্দে। রেভতে স্তৌতীতি রেভঃ। পচাদ্যচ্। নিবৃতং। বৃঞ্ বরণে। অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কর্মণি নিষ্ঠা। গতিরনন্তর ইতি গতেঃ প্রকৃতিস্বরত্বং। সিতং। ষিঞ্ বন্ধনে। অদ্ভ্যঃ। ঊডিদমিত্যাদিনা বিভক্তেরুদাত্তত্বং। বন্দনং। বদি অভিবাদনস্তুত্যোঃ। বন্দতে স্তৌতীতি বন্দনঃ। নন্দ্যাদিলক্ষণো ল্যুঃ। লিৎস্বরেণ প্রত্যয়াৎ পূর্বস্যোদাত্তত্বং। স্বরিত্যেতদ্দিবশ্চাদিত্যস্য চ সাধারণনামধেয়ং। তদুক্তং যাস্কেন। স্বরাদিত্যো ভবতি। সু অরণঃ সু ঈরণঃ। নিঃ ২.১৪। ইতি। স্বরাদিনিপাতমব্যয়ং। পাঃ ১.১.৩৭। ইত্যব্যয়ত্বাৎ সুপো লুক্। দৃশে। দৃশে বিখ্যে চেতি তুমর্থে কেপ্রত্যয়ান্তো নিপাত্যতে। সিষাসন্তং। ষণষন সম্ভক্তৌ। সনীবন্তর্ধেত্যাদিনা বিকল্পনাদিড়ভাবঃ। জনসনখনাং সঞ্ঝলোরিত্যাত্বং। দ্বির্ভাবেহভ্যাসস্য হ্রস্বত্বং। সন্যত ইতীত্বং। (১ম ১১২সূ ৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ত্রয়স্ত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩৩॥

• • •

পঞ্চম (১২০১) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

এই ঋকে 'রেভং' 'বন্দনং' ও 'কণ্বং' এই তিনটী পদ উপলক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যায়, তিনটী নাম পরিকল্পিত হইয়াছে। আমরা ঐ পদগুলি ভিন্নার্থে প্রকাশ করিয়াছি। আমাদিগের ব্যাখ্যায়, 'রেভং' পদে

'সিষাসন্তং' আলোক সম্ভোগ করিবার জন্য আলোক-ইচ্ছাকারীকে 'যাভিরূতিভিঃ' যে উতি-সমূহের দ্বারা 'প্রাবতং' প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ববৎ।

রেভং। রেভৃ-ধাতু শব্দার্থক। রেভ-ধাতু স্তব করিতেছে—এই অর্থে পচাদির-হেতু অচ্-প্রত্যয়ে রেভ পদ হয়। নিবৃতং। বৃঞ্-ধাতু বরণার্থক। ইহার অন্তর্ভাবিত ণ্যর্থ-হেতু কর্মে নিষ্ঠা। 'গতিরনন্তর' ইত্যাদি সূত্রে 'গতি'র (গম-ধাতুর) প্রকৃতিস্বর। সিতং। ষিঞ্-ধাতু বন্ধনার্থক। অদ্ভ্যঃ। 'ঊডিদম' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্ত। বন্দনং। বদি-ধাতু অভিবাদন ও স্তুতি অর্থক। বন্দনা অর্থাৎ স্তুতি করিতেছে এই অর্থে বন্দনঃ পদ হয়। নন্দ্যাদিলক্ষণে ল্যুঃ-প্রত্যয়। লিৎস্বরের দ্বারা প্রত্যয়-হেতু পূর্বের উদাত্ত। স্বঃ। এই পদ দিব ও আদিত্যের সাধারণ নাম। এরূপ যাস্কে উক্ত আছে;—'স্বরাদিত্যো ভবতি সু অরণঃ সু ঈরণঃ' ইত্যাদি। 'স্বরাদি নিপাতং' ইত্যাদি সূত্রে অব্যয়-হেতু সুপের লোপ। দৃশে। 'দৃশে বিখ্যে চ' ইত্যাদি সূত্রে দৃশি-ধাতু তুমর্থে কে-প্রত্যয়ান্ত নিপাতনে সিদ্ধ। সিষাসন্তং। ষন ও ষণ ধাতু সম্ভক্ত্যর্থক। বিকল্পন-হেতু ইটের অভাব। 'জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। দ্বির্ভাবে অভ্যাসের হ্রস্ব। 'সন্যতঃ' ইত্যাদি সূত্রে ইত্ব। (১ম ১১২সূ—৫ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৩৩॥

'রোরুভ্যমান অর্থাৎ পরিতপ্ত,' 'বন্দনং' পদে 'স্তুতিপরায়ণ' এবং 'কণ্বং' পদে 'অতিক্ষুদ্রব্যক্তি' ইত্যাদি ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। সেই জন্যই প্রচলিত ব্যাখ্যা হইতে আমাদিগের অর্থের ভাব ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যায় উক্ত ঋষিত্রয় অশ্বিদ্বয়কর্তৃক জল ও অন্ধকার হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছেন—এইরূপ ভাব লক্ষিত হয়। আমরা কিন্তু, স্তুতিপরায়ণ পরিতপ্ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিকেও অশ্বিদ্বয় যে উদ্ধার করেন, এইরূপ অর্থে সঙ্গতি দেখি।

অতি নীচ ব্যক্তিও যদি, অনুতাপে রোরুভ্যমান হইয়া, অর্থাৎ সত্ত্ব-ভাবের—দেবভাবের অভাবে এবং তজ্জনিত, অবশ্যম্ভাবী পাপের প্রাবল্যে, সৎকর্ম্মসাধন-সামর্থহীনতার জন্য দুঃখিত হইয়া স্তুতিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহাকে কৃপা করিয়া থাকেন; অর্থাৎ, সর্ব্বদুঃখ-বিনাশক জ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। এখানকার প্রার্থনার তাৎপর্য্য এই যে,—'হে কৃপাপরায়ণ দেবদ্বয়! অকৃতী ব্যক্তি স্তুতিপরায়ণ হইলে, জ্ঞানপ্রদানে আপনারা তাহাকে রক্ষা করেন।' প্রার্থনা,—'পাপতাপ নষ্ট করিয়া, সকল বাধা-বিপত্তি বিনাশ করিয়া, আমাদিগের হৃদয়ে দেবভাব প্রদান করুন, দেবভাবে—সত্ত্বভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া, আমাদিগকে পরিগ্রহণ করুন।' * (১ম—১১২সূ—৫ঋ)॥

---

* এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'রেভং' ও 'বন্দনং' পদদ্বয়-উপলক্ষে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এক অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে,—আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তখন আর্য্যগণের দুই জন প্রধান ব্যক্তিকে (রেভকে ও বন্দনকে) বিপক্ষ অসুরদল বন্দী করিয়া কূপ-মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল; ঋষি কণ্বও সেইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের টীকায় প্রকাশ,—

"Rebha and Vandana are said to have been thrown into wells by tho Asuras or demons, Kauva was somewhat similarly treated. 'In these, and similar instances subsequently noticed,' says Wilson, 'we may possibly have allusions to the dangers undergone by some of the first teachers of Hinduism among the people whom they sought to civilize.'"

ষষ্ঠী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। ষষ্ঠী ঋক্।)

যাভিরন্তকং জসমানমারণে ভুজ্যুং

যাভিরব্যথিভির্জ্জিজিন্বথুঃ।

যাভিঃ কর্কন্ধুং বয্যং চ জিন্বথস্তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। অন্তকম্। জসমানম্। আঽঅরণে। ভুজ্যুম্।

যাভিঃ। অব্যথিঽভিঃ। জিজিন্বথুঃ।

যাভিঃ। কর্কন্ধুম্। বয্যম্। চ। জিন্বথঃ। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতম্ ॥ ৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'আরণে' (অগাধে কূপে, অজ্ঞানান্ধকারে — নিমজ্জিতং ইতি যাবৎ) তথা 'জসমানং' (রিপুভিঃ হিংস্যমানং জনং) 'অন্তকং' (সংজ্ঞাশক্তি অন্তকরং, দুঃখপরিপূর্ণং) রক্ষথঃ ; অপিচ, 'অব্যথিভিঃ' (ব্যথারহিতাভিঃ) 'যাভিঃ, (ঊতিভিঃ) 'ভুজ্যুং' (সর্বস্ব পালকং জনং) 'জিজিন্বথুঃ' (সর্ব্বাৎ বিপদাৎ উত্তীর্য্য সুখাং প্রাপয়থঃ) 'চ' (তথা) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'কর্কন্ধুং' (দুঃখৈঃ পীড্যমানং) 'বয্যং'

(জীবন্তং) 'জিন্বথঃ' (প্রীণয়থঃ) ; 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন, সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ যুবাং বিবিধান্ বিপন্নজনান্ রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং – পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—৬ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয় ! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা অগাধ কূপে—অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত এবং রিপুগণ-কর্তৃক হিংস্যমান্ জনকে আপনারা দুঃখ-পরিশূন্য করেন; অপিচ, ব্যথারহিত যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সকলের পালক জনকে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ করিয়া আপনারা রক্ষা করেন; এবং যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা দুঃখে পীড্যমান্ জীবনকে প্রীণয়ন (দুঃখশূন্য) করেন; অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে অশ্বি-দেবদ্বয় ! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু-রূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয় ! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আপনারা বিবিধপ্রকারে বিপন্ন জনগণকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—৬ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

আরণমগাধং তড়াগাদি কূপাদি বা। তত্রাসুরৈঃ প্রক্ষিপ্তং অসমানং তৈর্হিংস্যমানমন্তকং শত্রূণামন্তকরমেতৎসংজ্ঞং রাজর্ষিং হে অশ্বিনৌ যাভিরূতিভিরবথঃ। রক্ষথঃ। তথা ভুজ্যুং সর্ব্বস্য পালকমেতৎসংজ্ঞং সমুদ্রমধ্যে নিমগ্নং তুগ্রাং তুগ্রস্য পুত্রং রাজর্ষিং যাভিরূতিভী রক্ষণহেতুভূতাভিরব্যথিভির্ব্যথারহিতাভির্নৌভির্জিন্বথুঃ। যুবামতর্পয়তং। এতচ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'আরণে' আরণ অর্থাৎ অগাধ কূপ প্রভৃতি, তাহাতে অসুরগণ-কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত 'অসমানং' তাহাদিগের কর্তৃক হিংস্যমান্ 'অন্তকং' শত্রুদিগের অন্তকর এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষিকে, হে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ! 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা রক্ষা করেন; আরও 'ভুজ্যুং' সকলের পালক এতৎসংজ্ঞক সমুদ্রমধ্যে নিমগ্ন তুগ্রের পুত্র রাজর্ষিকে 'যাভিঃ' ঊতি—যে রক্ষণ-হেতুভূত 'অব্যথিভিঃ' ব্যথারহিত নৌসমূহের দ্বারা 'জিন্বথুঃ' আপনারা পরিতৃপ্ত

মন্ত্রান্তরে—ভুজ্যোহ ভুজ্যুমবিনো মধ্যে য (ঋ০ ১।৮৮) ইত্যাদিকে বিস্পষ্টয়িষ্যতে। অপিচ কর্কন্ধুং বয্যং চৈতৎসংজ্ঞকৌ চাসুরৈঃ পীড্যমানৌ যাভিরূতিভির্জিন্বথঃ। প্রীণয়থঃ। পালয়তং॥

জনয়ানং। জন বিংলায়াং। যাক প্রাপ্তো যাত্যয়েন শপ্। আয়নে। আহপূর্ব্বাদর্ত্তে-র্দ্বাই। জিজিবথুঃ। জিবি প্রীণনার্থঃ। লিট্যাদি রূপং। (১ম—১১২সূ—৬ঋ)॥

• • •

ষষ্ঠ (১২০২) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

এই ঋকের অন্তর্গত 'অন্তকং,' 'ভুজ্যুং,' 'কর্কন্ধুং' ও 'বয্যং'—এই পদচতুষ্টয় উপলক্ষে, প্রচলিত ব্যাখ্যার সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার পার্থক্য ঘটিয়াছে। ভাষ্যাদিতে প্রকাশ—'অন্তক' ও 'ভুজ্যু' দুই জন রাজর্ষি ছিলেন; এবং 'কর্কন্ধু' ও 'বয্য' দুই জন লোকের নাম। ইঁহাদিগকে অশ্বিদ্বয় বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রকাশ এই যে,—অন্তক রাজর্ষিকে অসুরগণ কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, এবং অসুরগণের চক্রান্তে তুগ্রের পুত্র রাজর্ষি ভুজ্যু সমুদ্রের মধ্যে পোতমগ্ন হইয়াছিলেন; আর অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইহা হইতে প্রাচীনকালে সমুদ্রপথে আর্য্যগণের গতি-বিধির দৃষ্টান্তও উত্থাপিত হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু ঐ পদ-চতুষ্টয়কে অন্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছি। ধাতু প্রত্যয়-অনুসারে ঐ পদ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে 'দুঃখপরিশূন্য' (অন্তকং), 'সকলের পালক' (ভুজ্যুং), 'দুঃখে পীড্যমান জীবন' (কর্কন্ধুং বয্যং) প্রভৃতি অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব হয় এই যে,—'হে দেবগণ আপনাদিগের যে অনুকম্পায় ঐরূপ সকল মনুষ্য উদ্ধার পায়, সেই অনুকম্পা আমাদিগের প্রতি প্রদর্শন করুন।" (১ম—১১২সূ—৬ঋ)॥

করিয়াছিলেন। মন্ত্রান্তরে উক্ত আছে,—'ভুজ্যোহব ভুজ্যুমশ্বিনো মধ্যে য' (ঋ০ ১।৮৮) ইত্যাদিতে বিস্পষ্ট করা যাইবে। অপিচ, 'কর্কন্ধুং বয্যং' অসুরগণের দ্বারা পীড্যমান এতৎসংজ্ঞক দুই জনকে 'যাভিঃ' যেরূপ পালনের দ্বারা, 'জিন্বথঃ' প্রীত করেন। অন্য অংশ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

জনয়ানং। জনি-ধাতু হিংসার্থক। যক-প্রাপ্তিতে ব্যত্যয়ের দ্বারা শপ্। আয়নে। আঙ্-পূর্ব্বহেতু 'অর্ত্তি' (ঋ-ধাতু) দ্বাই। জিজিবথুঃ। জিবি-ধাতু প্রীণনার্থক। লিটে উদি-রূপ। (১ম—১১২সূ—৬ঋ)॥

• • •

সপ্তমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তমী ঋক্।)

যাভিঃ শুচন্তিং ধনসাং সুষংসদং তপ্তং
ঘর্ম্মমোম্যাবন্তমত্রয়ে।
যাভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসমাবতং তাভিরূ ষু
ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ৭ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। শুচন্তিং। ধনঽসাং। সুঽসংসদং। তপ্তং।
ঘর্ম্মং। ওম্যাঽবন্তং। অত্রয়ে।
যাভিঃ। পৃশ্নিঽগুং। পুরুঽকুৎসং। আবতং। তাভিঃ। উঁ ইতি। সু।
ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ৭ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অত্রয়ে' (রিপুভিঃ পীড্যমানায় সৎকর্ম্মপরায়ণায় জনায়) 'শুচন্তিং' (দীপ্তিমন্তং) 'ধনসাং' (ধনপূর্ণং) 'সুসংসদং' (শোভনাশ্রয়স্থানং) প্রযচ্ছথঃ, তথা 'তপ্তং' (ক্লেশপ্রদং) 'ঘর্ম্মং' (বেদং, উত্তাপং) 'ওম্যাবন্তং' (সুখকরং) কুরুথঃ; অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'পুরুকুৎসং' (বহুপ্রকারৈঃ নিন্দনীয়ং জনং) 'পৃশ্নিগুং' (বিচিত্রজ্ঞানযুক্তং কুর্থা ইতি যাবৎ) 'আবতং' (রক্ষতং, রক্ষথঃ ইত্যর্থঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ'

(রক্ষাকর্মভিঃ) 'উ ষু' (সর্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ দুঃখক্লিষ্টং তথা নিন্দনীয়ং জনং রক্ষথঃ তাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—৭ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা রিপুগণ-কর্তৃক পীড়ামান্ সৎকর্মপরায়ণ জনের জন্য দীপ্তিমান্ ধন-পূর্ণ শোভন-আশ্রয়-স্থান প্রদান করেন, এবং ক্লেশপ্রদ উত্তাপকে সুখকর করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা বহুপ্রকারে নিন্দনীয় জনকে বিচিত্র জ্ঞানযুক্ত করিয়া রক্ষা করেন; হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠু-রূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা দুঃখক্লিষ্ট নিন্দনীয় জনকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম-সমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—৭ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ ধনসাং ধনস্য সম্ভক্তারং শুচন্তিমেতন্নামানং সুষংসদং। শোভনাশ্রিতি সংসদ্ গৃহং। শোভনসংসদং যাভিরূতিভিরকুরুতং। তথাত্রয়ে যাভিঃ শোভিভিস্তপ্তং প্রবৃঞ্জনেন সন্তপ্তং ঘর্মং মহাবীরমোম্যাবন্তং সুখযুক্তং সুখেন প্রষ্টুং শক্যমকুরুতং। যদ্বা শতদ্বারে যন্ত্রগৃহেঽসুরৈঃ পীড্যমানায় ঘর্মং দীপ্তং পীড়াসাধনমগ্নিং তপ্তং তাপকারিণং ওম্যাবন্তং সুখবন্তমকুরুতং। যথাস্মৈ সুখং ভবতি তথা হিমেনোদকেন অগ্নিনিবারয়েথাং।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'ধনসাং' ধনের সম্ভোগ-কর্তা 'শুচন্তিং' এই নামবিশিষ্ট 'সুসংসদং' (এই স্থানে কষ্ট পায় এই বাক্যে সংসদ্ গৃহ) শোভনসংসদকে 'যাভিঃ' যে উতি-সমূহের (পালন-সমূহের) দ্বারা (রক্ষা) করিয়াছিলেন; এবং 'অত্রয়ে' অত্রিকে 'যাভিঃ' যে উতি-সমূহের দ্বারা ও 'তপ্তং' প্রবৃঞ্জনের দ্বারা সন্তপ্ত 'ঘর্মং' মহাবীরকে 'ওম্যাবন্তং' সুখযুক্ত—সুখে জিজ্ঞাসা করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন; অথবা, শতদ্বারযুক্ত গৃহে অসুরদিগের দ্বারা পীড্যমান্ 'ঘর্মং' দীপ্ত পীড়াসাধন 'তপ্তং' সন্তাপকারী অগ্নিকে 'ওম্যাবন্তং' সুখযুক্ত করিয়াছিলেন; যে প্রকারে উহার সুখ হয়, সেই প্রকারে শীতল উদকের দ্বারা সেই অগ্নিকে আবরণ করুন।

যাস্কপক্ষে অত্রয়ে হবিষামত্ত্রেঽগ্নয়ে হবিরুৎপত্ত্যর্থং সূর্য্যকিরণসন্তপ্তং ঘর্ম্মং নৈদাঘমহরোম্যা-বন্তং তৃপ্তিহেতু বৃষ্ট্যুদকোপেতং কৃতবন্তাবিতি যোজ্যং। অপিচ যাভিরূতিভিঃ পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসং আবতং। অরক্ষতং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিরস্মানাগচ্ছতং ॥

শুচন্তিং। শুচ দীপ্তৌ। ঔণাদিকো ঝিচ্। ধনদাং। জনসনখনক্রমগমো বিট্। বিড্বনোরনুনাসিকস্যাদিত্যাত্বং। সুষংসদং। শোভনা সংসদস্য। নঞ্সুভ্যামিত্যুত্তর-পদান্তোদাত্তত্বং। ওম্যাবন্তং। অবতেরন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্ত ইতি মনিন্। জ্বরত্বরেত্যাদিনা বকারস্য উপধায়াশ্চ উট্। গুণঃ। ছন্দসি চেত্যাহর্থে যপ্রত্যয়ঃ। নস্তদ্ধিত ইতি টিলোপঃ। যে চাভাবকর্ম্মণোরিতি প্রকৃতিভাবস্ত ব্যত্যয়েন ন প্রবর্ত্ততে। পৃশ্নিগুং। পৃশ্নয়ো নানাবর্ণা গাবো যস্য স তথোক্তঃ। গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্যেতি গোশব্দস্য হ্রস্বত্বং ॥ ৭ ॥

• • •

সপ্তম (১২০৩) ঋকের বিশদার্থ।

প্রচলিত অর্থ হইতে আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থের কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। প্রচলিত অর্থে এই ঋকের অন্তর্গত কয়েকটী পদকে কেবল সংজ্ঞা-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত মন্ত্রের সম্বন্ধ আসিয়া বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। আমরা সেই পদগুলির বিভিন্নরূপ অর্থ গ্রহণ করি। মন্ত্রে 'শুচন্তিং' পদ আছে। ঐ পদে

কিন্তু যাস্ক-পক্ষে 'অত্রয়ে' অত্রির হবিঃসমূহের অগ্নির জন্য হবিঃ উৎপাদনের জন্য সূর্য্যকিরণে সন্তপ্ত 'ঘর্ম্মং' গ্রীষ্মকালীন দিবা 'ওম্যাবন্তং' তৃপ্তিহেতু বৃষ্ট্যুদকযুক্ত করিয়াছিলেন এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। আরও, 'যাভিঃ' ঊতি-সমূহের দ্বারা 'পৃশ্নিগুং পুরুকুৎসং' পৃশ্নিগুকে ও পুরুকুৎসকে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সেই সকল ঊতি-সমূহের দ্বারা আমাদিগের প্রতি আগমন করুন।

শুচন্তিং। শুচ-ধাতু দীপ্ত্যর্থক ঔণাদিক্ ঝিচ্ প্রত্যয়। ধনদাং। 'জনসনখনক্রম-গমো বিট্' ইত্যাদি সূত্রে বিট্। 'বিড্বনোরনুনাসিকস্যাৎ' ইত্যাদি সূত্রে আকার। সুষংসদং। শোভন হইয়াছে সংসদ্ যাহার। 'নঞ্ সুভ্যাং' ইত্যাদি সূত্রে অন্ত্যস্বর উদাত্ত। 'ওম্যাবন্তং' 'অবতির' (অব-ধাতুর) উত্তর 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইত্যাদি সূত্রে মনিন্-প্রত্যয়। 'জ্বরত্বর' ইত্যাদি সূত্রে বকারের উপধাতেও উট্-প্রত্যয় এবং গুণ হয়। ছন্দে (বেদে) কিন্তু অর্হার্থে য-প্রত্যয়। 'নস্তদ্ধিতে' ইত্যাদি সূত্রে টি-লোপ। 'যেচাভাব কর্ম্মণোঃ' ইত্যাদি সূত্রে প্রকৃতিভাব; কিন্তু ব্যত্যয়ের দ্বারা প্রবর্তিত হয় না। পৃশ্নিগুং। পৃশ্নি অর্থাৎ নানাবর্ণের গরু আছে—এই প্রকার। 'গোস্ত্রিয়োরুপসর্জ্জনস্য' ইত্যাদি সূত্রে গোঃ-শব্দের হ্রস্বত্ব। (১ম—১১২সূ—৭ঋ)।

• • •

ব্যাখ্যাদিতে 'শুচন্তি' নামক লোকবিশেষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। আমরা ঐ পদকে দীপ্ত্যর্থক শুচ-ধাতুনিষ্পন্ন বলিয়া, উহার 'দীপ্তিমান' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ, 'অত্রয়ে,' 'পৃশ্নিগুং' এবং 'পুরুকুৎসং' পদেও যে কোনও ব্যক্তিবিশেষকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা আমরা মনে করি না। ঐ সকল পদে যে ভাব গ্রহণ করা যায়, আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যাতেই তাহা দৃষ্ট হইবে। 'পুরুকুৎসং' পদে 'বহু-প্রকারে নিন্দনীয় জনকে' বুঝায়। 'পৃশ্নিগুঃ' পদে তাঁহাকে জ্ঞানান্বিত করার ভাব আসে। 'ধনসাং' পদটীতে 'ধন-পূর্ণ' অর্থ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে বুঝিতে পারি, বিপদে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত, বিপন্নের পরিত্রাণকারী অশ্বিদ্বয়কে এই মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করা হইয়াছে।

অশ্বিদ্বয় প্রধানতঃ সজ্জনের রক্ষাকারী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি, পাপী ও পুণ্যবান্ উভয়কেই তাঁহারা রক্ষা করেন। এবম্বিধ ভাবই এখানে প্রকাশ পাইতেছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রার্থনার মর্ম্ম দাঁড়ায় এই যে,—হে দেবদ্বয়! 'পুরুকুৎসং' অর্থাৎ বহুপ্রকারে নিন্দনীয় জনকে 'পৃশ্নিগুং' অর্থাৎ বিচিত্রজ্ঞানযুক্ত করিয়া, তাহাদিগের দুঃখমোচন করুন। মন্ত্র এইরূপ অর্থের ও ভাবেরই প্রকাশক। দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলে, কি নিন্দনীয়, কি সজ্জন, উভয়েই রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। বাক্যের প্রথমাংশের ভাব,—রিপুগণের দ্বারা পীড্যমান্ সজ্জন দেবতার আশ্রয় পাইতেছেন; দ্বিতীয়াংশের ভাব,—নিন্দনীয় ব্যক্তিও দেবতার কৃপায় জ্ঞানযুক্ত হইয়া শান্তিলাভ করিতেছেন। ফলতঃ, আমরা যখন যে অবস্থায়ই পতিত হই না কেন, সদ্ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া দেবতাকে আহ্বান করিলে, দেবগণ আসিয়া আমাদিগকে জ্ঞানযুক্ত করিয়া আমাদিগের কায়িক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার কষ্ট দূর করেন। ইহাই মন্ত্রের তাৎপর্য্যার্থ। কিন্তু প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায়ে শুচন্তিকে ধন ও গৃহ প্রদান করেন, পৃশ্নিগুকে ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করেন, এবং অত্রির জন্য দাহকারী উত্তাপকেও সুখদায়ী করিয়াছিলেন'—ইত্যাদি। (১ম—১১২সূ—৭ঋ)॥

—•—

অষ্টমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টমী ঋক্।)

যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং

চক্ষস এতবে কৃথঃ।

যাভির্বর্ত্তিকাং গ্রসিতামমুঞ্চতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৮ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। শচীভিঃ। বৃষণা। পরাঽবৃজং। প্র। অন্ধং। শ্রোণং।

চক্ষসে। এতবে। কৃথঃ।

যাভিঃ। বর্ত্তিকাং। গ্রসিতাং। অমুঞ্চতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ৮ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'বৃষণা' (হে অভীষ্টবর্ষকৌ দেবৌ) 'যাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'শচীভিঃ' (কর্ম্মভিঃ) 'পরাবৃজং' (তপসা পাপনাশাভিলাষিণং) 'অন্ধং' (দৃষ্টিহীনং) 'শ্রোণং' (বিগুণজানুকং, কর্ম্মসামর্থ্যশূন্যং ইত্যর্থঃ) 'চক্ষসে' (দৃষ্টিশক্তিপ্রদানায়) 'এতবে' (চলচ্ছক্তিদানায় চ) 'প্র কৃথঃ' (প্রকর্ষেণ প্রবৃত্তং কুরুথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'প্রসিতাং'

(পাপেন আক্রান্তাং) 'বর্ত্তিকাং' (নিশ্চেষ্টাং চিত্তবৃত্তিং) 'অমুঞ্চতং' (মুক্তাং কুরুথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্মভিঃ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ কর্মভিঃ খঞ্জান্ধঃ জনঃ চলচ্ছক্তিং চ লভতে, তথা যাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ লোকাঃ পাপাৎ মুক্তিং, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ রক্ষতং পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ-৮ঋ) ॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

অভীষ্টবর্ষক হে দেবদ্বয়! যে প্রসিদ্ধ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা তপঃপ্রভাবে পাপনাশাভিলাষী অন্ধকে ও কর্ম্মসামর্থ্যহীন (খঞ্জ) জনকে, দৃষ্টিশক্তি প্রদানের নিমিত্ত এবং চলচ্ছক্তি প্রদানের নিমিত্ত, প্রকৃষ্ট-রূপে প্রস্তুত করেন; অপিচ, যে কর্ম্মসমূহের দ্বারা পাপের দ্বারা আক্রান্ত নিশ্চেষ্ট চিত্তবৃত্তিকে মুক্ত করেন; অন্তর্ব্যাধিবাহর্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক 'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে কর্ম্মসমূহের দ্বারা খঞ্জ ও অন্ধজন চলচ্ছক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, এবং যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা মনুষ্যগণ পাপ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়; সেই রক্ষাকর্ম্ম সমূহের দ্বারা আপনারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন। (১ম—১১২সূ—৮ঋ) ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে বৃষণা কামানাং বর্ষিতারাবশ্বিনৌ যাভিঃ শচীভিঃ কর্মভিঃ প্রজ্ঞাভির্বা পরাবৃজ-মেতন্নামকমৃষিং পঙ্গুং সন্তমপঙ্গুমকুরুতং। তথান্ধং দৃষ্টিরহিতং সন্তমৃজ্রাশ্বমৃষিং চক্ষসে প্রকাশায় সম্যক্ চক্ষুষা দর্শনায় যাভিরূতিভিঃ প্রকৃথঃ। প্রকর্ষেণ কুরুথঃ। যাভিশ্চ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'বৃষণা' কাম-সমূহের বর্ষণকারী অশ্বিদ্বয়! 'যাভিঃ শচীভিঃ' যে কর্ম-সমূহের দ্বারা অথবা প্রজ্ঞাসমূহের দ্বারা 'পরাবৃজং' এই নামযুক্ত ঋষিকে, পঙ্গু হইলে, অপঙ্গু করিয়াছিলেন; এবং 'অন্ধং' দৃষ্টিরহিত হইলে, ঋজ্রাশ্ব ঋষিকে 'চক্ষসে' প্রকাশের জন্য, সম্যক্‌প্রকারে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করাইবার জন্য, 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'প্রকৃথঃ' প্রকৃষ্টরূপে (দৃষ্টিশক্তি দান) করিয়াছিলেন; এবং যে সকলের দ্বারা (উতি-

শ্রোণং বিগুণজানুকমেব সন্তমুদিমেতবে গন্তুং প্রাকৃথঃ। প্রকর্ষেণ কৃতবন্তৌ। অপিচ যাভিরূতিভির্বর্ত্তিকাং চটকসদৃশস্য পক্ষিণঃ স্ত্রিয়ং গ্রসিতাং বৃকেণ গ্রস্তামমুঞ্চতং। বৃকাস্যান্নির্গমনমকুরুতং। যাস্কপক্ষে তু বৃকেণ (নি০ ৫।২০) বিবৃতজ্যোতিষ্কেণ সূর্য্যেণ যাভির্গ্রস্তাং বর্ত্তিকাং প্রত্যহমাবর্ত্তমানামুষসং তস্মাদমোচয়তমিতি যোজ্যং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিরস্মানুপাগচ্ছতং।

সুষণা। সুষ সেচনে। কনিন্যুবৃষীত্যাদিনা কনিন্। পরাবৃজং। বৃজী বর্জ্জনে। পরাবৃণক্তি তপসা পাপং বিনাশয়তীতি পরাবৃক্। ক্বিপ্ চেতি ক্বিপ্। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। এতবে। তুমর্থে সেসেনিত্যোতবেপ্রত্যয়ঃ। কৃথঃ। ডুকৃঞ্ করণে। বহুলং ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। (১ম—১১২সূ—৮ঋ)।

অষ্টম (১২০৪) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অন্তর্গত 'পরাবৃজং', 'অন্ধং' 'শ্রোণং' এবং 'বর্ত্তিকাং' এই পদ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে তিন জন ঋষিকে এবং একটী পক্ষিবিশেষকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তদনুসারে মন্ত্রের ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,— 'অশ্বিদ্বয় পঙ্গু পরাবৃজ ঋষিকে চলচ্ছক্তি দান করিয়াছিলেন, অন্ধ ঋজ্রাশ্ব ঋষিকে দৃষ্টি-শক্তি দান করিয়াছিলেন এবং দুর্ব্বল-জানু শ্রোণকে গমন-সামর্থ্য দিয়াছিলেন। অপিচ, বর্ত্তিকা নাম্নী পক্ষী তাঁহাদিগের অনুকম্পায়

সমূহের দ্বারা) 'শ্রোণং' বিগুণজানুক, (ভগ্নজানু) হইলেও, 'এতবে' যাইতে 'প্রাকৃথঃ' প্রকৃষ্টরূপে (সমর্থ) করিয়াছিলেন; আরও, 'যাভিঃ' যে সকল উতিসমূহের দ্বারা 'বর্ত্তিকাং' চটকসদৃশ পক্ষীর স্ত্রীকে, 'গ্রসিতাং' বৃকের দ্বারা গ্রস্ত হইলে, 'অমুঞ্চতং' বৃকের মুখ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু যাস্ক-পক্ষে 'বৃকের দ্বারা, বিবৃতজ্যোতিষ্ক সূর্য্যের দ্বারা, গ্রস্ত বর্ত্তিকাকে, প্রত্যহ আবর্ত্তমানা উষাকে, যে সকলের দ্বারা (উতিসমূহের দ্বারা) তাহা হইতে (সেই গ্রাস হইতে) মুক্ত করিয়াছিলেন'; এইটী যোজনা করিতে হইবে। 'তাভিঃ' সেই সকল 'উতিভিঃ' পালনসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতি আগমন করুন।

সুষণা। সুষ-ধাতু সেচনার্থক। 'কনিন্যু বৃষি'* ইত্যাদি সূত্রে কনিন্-প্রত্যয়। পরাবৃজং। বৃজী-ধাতু বর্জ্জনার্থক। পরাবৃণক্তি অর্থাৎ তপস্যা দ্বারা পাপ বিনাশ করিতেছেন—এই অর্থে পরাবৃক্। 'ক্বিপ্ চ' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্। কৃতের উত্তর পদের প্রকৃতিস্বরত্ব। এতবে। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে এত-ধাতুর উত্তর তবেন্-প্রত্যয়। কৃথঃ। ডুকৃঞ্-ধাতু করণার্থক। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। (১ম—১১২সূ—৮ঋ)।

মুক্তিলাভ করিয়াছিল।' কিন্তু আমরা মনে করি, ঐ পদ-চতুষ্টয় ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা করিতেছে। 'পরাবৃজং' পদে, ধাত্বর্থ অনুসারে, তপস্যার দ্বারা পাপ-নাশের অভিলাষী জনকে বুঝাইতে পারে। 'অন্ধং' ও 'শ্রোণং' পদদ্বয়ে যথাক্রমে দৃষ্টিহীনকে ও কর্ম্মসামর্থ্যশূন্য জনকে নির্দ্দেশ করে। 'বর্ত্তিকাং' পদে, নিশ্চেষ্ট চিত্তবৃত্তিকে বুঝাইয়া থাকে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে, এই মন্ত্রের ভাব প্রাপ্ত হই এই যে,—'অশ্বিদ্বয়ের যে কৃপায়, কর্ম্ম দ্বারা পাপনাশের অভিলাষী অন্ধ খঞ্জ প্রভৃতি উদ্ধার প্রাপ্ত হয় এবং যাঁহাদিগের করুণায় বদ্ধ নিশ্চেষ্ট চিত্তবৃত্তি মুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়, তাঁহারা আমাদিগকে উদ্ধার করুন।' * (১ম—১১২সূ—৮ঋ) ॥

— • —

নবমী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। নবমী ঋক্।)

যাভিঃ সিন্ধুং মধুমন্তমসশ্চতং বসিষ্ঠং

যাভিরজরাবজিন্বতম্।

যাভিঃ কুৎসং শ্রুতর্য্যং নর্য্যমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ৯ ॥

---

* এই ঋকের অন্তর্গত 'পরাবৃজং' পদের অর্থে ভাষ্যকার মনুষ্যকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে; কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন্‌ফে (Benfey) সিদ্ধান্ত করেন, ঐ পদে অস্তগামী সূর্য্যকে বুঝাইতেছে। অস্তগামী সূর্য্য অন্ধ, যেহেতু তাঁহার আলোক নিঃশেষপ্রায়; তিনি যে খঞ্জ, তাহার কারণ, তাঁহার গতি-শক্তি তখন রোধ হইয়াছে। 'বর্ত্তিকাং' পদ-উপলক্ষে ভাষ্য 'বৃক-কর্ত্তৃক গ্রস্ত পক্ষীর স্ত্রী' অর্থ হইতে সূর্য্য-কর্ত্তৃক ঊষাকে ত্রাণ করার ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বেন্‌ফের মতে সূর্য্যের অস্ত-গমন অবস্থাই ঐ উপমার নির্দ্দেশক। তদনুসারে এখানকার ভাব,—অন্ধকার-রূপ ব্যাঘ্র যেন সূর্য্য-রূপ বর্ত্তিকাকে গ্রাস করিতেছে। ফলতঃ রূপক স্বীকারে অর্থ পরি-গ্রহণে সর্ব্বত্রই প্রমাণ দেখা যায়।

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। সিন্ধুং। মধুঽমন্তং। অসশ্চতং। বসিষ্ঠং।

যাভিঃ। অজরৌ। অজিন্বতং।

যাভিঃ। কুৎসং। শ্রুতর্য্যং। নর্য্যং। আবতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ৯ ॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অজরৌ' (জরারহিতৌ হে দেবৌ !) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'সিন্ধুং' (স্যন্দনশীলাং নদীং, যদ্বা—স্নেহকারুণ্যাদিলয়ং হৃদয়ং) 'মধুমন্তং' (মধুসদৃশেন উদকেন পূর্ণাং, যদ্বা—মাধুর্য্যোপেতং) 'অসশ্চতং' (কারয়থঃ, প্রবাহয়থঃ), তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'বসিষ্ঠং' (জিতেন্দ্রিয়ং জনং) 'অজিন্বতং' (প্রীণয়থঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'কুৎসং' (নিন্দনীয়ং) 'শ্রুতর্য্যং' (তত্ত্বজ্ঞং) 'নর্য্যং' (জনং) 'আবতং' (রক্ষথঃ), 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'ঊ সু' (সর্ব্বতোভাবেন, সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ যুবাং জগতি স্নেহ-কারুণ্যধারাং প্রবাহয়থঃ, তথা যুগপৎ পাপিনং পুণ্যাত্মনং চ রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—৯ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

জরারহিত হে দেবদ্বয় ! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা স্যন্দনশীল নদীকে মধুসদৃশ উদকের দ্বারা পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত করেন (অথবা স্নেহকারুণ্য-নিলয় হৃদয়কে মাধুর্য্যোপেত করেন), এবং যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জিতেন্দ্রিয় জনকে প্রীত করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা নিন্দনীয় এবং তত্ত্বজ্ঞ জনকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয় ! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জগতে স্নেহকরুণার ধারা প্রবাহিত করেন, এবং যুগপৎ পাপীকে ও পুণ্যাত্মাকে রক্ষা করেন; সেই রক্ষা-কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।) ॥ ৯ ॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ সিন্ধুং স্যন্দনশীলাং নদীং মধুমন্তং মধুসদৃশেনোদকেন পূর্ণাং যাভি-রূতিভিরসশ্চতং। অগময়তং। প্রবাহয়তমিত্যর্থঃ। হে অজরৌ জরারহিতাবশ্বিনৌ বসিষ্ঠমৃষিং যাভিরূতিভিরাজিন্বতং অপ্রীণয়তং। যাভিশ্চ কুৎসাদীংস্ত্রীনৃষীনাবতং। অরক্ষতং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিরস্মানপি সুষ্ঠু আগচ্ছতং॥

মধুমন্তং। মধুশব্দাদ্ভূম্নি মতুপ্। নিত্যবাতয়ঃ। অসশ্চতং। সশ্চতির্গতিকর্ম্মা। অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ লুঙ্। (১ম—১১২সূ—১৭)।

• . •

নবম (১২০৫) ঋকের বিশদার্থ।

—:×•×:—

প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের অর্থের সামান্য প্রভেদ ঘটিয়াছে। 'সিন্ধুং' ও 'মধুমন্তং' পদদ্বয়ের যথাক্রমে 'ক্ষরণশীলা নদী' ও 'মধুময় জল' অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। আমরা কিন্তু 'সিন্ধু' পদে 'স্নেহকারুণ্য-নিলয় হৃদয়'কে লক্ষ্য করিয়াছি। 'মধুমন্তং' পদের অর্থ 'মাধুর্য্যযুক্ত'। 'বসিষ্ঠং' পদের প্রচলিত অর্থ 'বসিষ্ঠ নামক ঋষি'। কিন্তু প্রকৃতি প্রত্যয়ের সঙ্গতিক্রমে ঐ পদে আমরা 'জিতেন্দ্রিয়' অর্থ গ্রহণ করি। ভাষ্যাদিতে 'কুৎসং' প্রভৃতি পদে ঋষিত্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা ঐ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'সিন্ধুং' ক্ষরণশীলা নদীকে 'মধুমন্তং' মধু-সদৃশ জল দ্বারা পরিপূর্ণতা 'যাভিঃ' যে সকল 'ঊতিভিঃ' পালনসমূহের দ্বারা 'অসশ্চতং' প্রাপ্ত করাইয়াছেন, অর্থাৎ প্রবাহিত করাইয়াছেন। হে 'অজরৌ' জরারহিত অশ্বিদ্বয় 'বসিষ্ঠং' বসিষ্ঠ ঋষিকে 'যাভিঃ' যে সকল উতিসমূহের দ্বারা 'আজিন্বতং' প্রীত করিয়াছেন। এবং 'যাভিঃ' যে সকলের দ্বারা কুৎসাদি ঋষিত্রয়কে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছেন। 'তাভিঃ' সেই সকল 'ঊতিভিঃ' পালন-সমূহের দ্বারা আমাদিগের প্রতিও সুন্দরভাবে আগমন করুন।

মধুমন্তং। মধু-শব্দের উত্তর (ভূম্নি) বাহুল্যার্থে মতুপ্। নিত্যের সাতয়। অসশ্চতং। সশ্চতি (সশ্চ-ধাতু) গতিকর্ম্মক। তাহার উত্তর অন্তর্ভাবিত ণিজর্থে লুঙ্। (১ম—১১২সূ—১৮)।

তিনটী পদে যথাক্রমে 'নিন্দনীয়' 'তত্ত্বজ্ঞ' ও 'মনুষ্য' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। ঐ সকল পদে যদি ঋষিত্রয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়াই মনে করি, তাহা হইলে, তাঁহারা কালচক্রে চিরবিদ্যমান রহিয়াছেন—বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে পূর্ব্বে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। পুনরালোচনা বাহুল্য মাত্র। দেবগণের অনুকম্পা লাভ করিতে পারিলে, দেবভাবের অধিকারী হইতে সমর্থ হইলে সকলেই উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েন; সে ক্ষেত্রে পাপীর ও পুণ্যবানের কোনই পার্থক্য নাই;—ইহাই মর্ম্মার্থ। ১ম—১১২সূ—৯ঋ ॥

—— • ——

দশমী ঋক্‌।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। দশমী ঋক্‌।)

যাভির্ব্বিশ্‌পলাং ধনসামথর্ব্ব্যং সহস্রমীঢ়

আজাবজিন্বতং।

যাভির্বশমশ্ব্যং প্রেণিমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ১০ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। বিশ্‌পলাং। ধনহসাং। অথর্ব্ব্যং। সহস্রহমীঢ়্লে।

আজৌ। অজিন্বতং।

যাভিঃ। বশং। অশ্ব্যং। প্রেণিং। আবতং। তাভিঃ। উঁ ইতি। সু।

ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'সহস্রমীহ্লে' (বিবিধধনসম্বন্ধিনি) 'আজৌ' (সংগ্রামে) 'ধনসাং' (ধনাকাঙ্ক্ষিনং জনং) 'অজিন্বতং' (ধনপ্রদানেন জয়যুক্তং কুরুথঃ), তথা 'অথর্ব্ব্যং' (গতিশক্তিরহিতং জনং) 'অজিন্বতং' (চলচ্ছক্তিপ্রদানেন জয়যুক্তং কুরুথঃ) তথা 'বিশ্পলাং' (লোকপালকং জনং) 'অজিন্বতং' (পালনসামর্থ্যদানেন জয়যুক্তং কুরুথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অশ্ব্যং' (জ্ঞানকিরণযুতং) 'বশং' (ভগবতি ন্যস্তচিত্তং ইত্যর্থঃ) 'প্রেণিং' (স্তুতিপরায়ণং জনং) 'আবতং' (সর্ব্বথা রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষা-কর্ম্মভিঃ) 'উ ষু' (সর্ব্বতোভাবেন, সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ ঊতিভিঃ সংসারসংগ্রামে অপরান্ জয়যুক্তান্ কুরুথঃ, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১০ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা বিবিধ ধনসম্বন্ধীয় সংগ্রামে ধনাকাঙ্ক্ষী জনকে ধনদানে জয়যুক্ত করেন, গতিশক্তিরহিত জনকে চলচ্ছক্তিদানে জয়যুক্ত করেন, লোকপালক জনকে পালনসামর্থ্যদানে জয়যুক্ত করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানকিরণযুত ভগবানে ন্যস্তচিত্ত স্তুতিপরায়ণ জনকে সর্ব্বথা রক্ষা করেন; অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সংসার-সংগ্রামে অপরকে জয়যুক্ত করেন, সেই রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১০ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ! ধনসাং ধনং সম্ভজমানামসর্ব্যামগন্তুমশক্তাং ছিন্নজঙ্ঘাত্বেন গমনসমর্থাং। অর্ব্বতির্গতিকর্ম্মা। বিশ্পলামেতৎসংজ্ঞামগস্ত্যপুরোহিতস্য খেলস্য সম্বন্ধিনীং সহস্রমীহ্লে। মীহ্লমিতি ধননাম। সহস্রধনোপেতে আজৌ সংগ্রামে যাভিরূতিভিরজিন্বতং। গন্তুং সম্ম-

---

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বম্রসাঃ' ধনকে সম্ভজমানা 'অথর্ব্ব্যাং' গমন করিতে অসমর্থা—ছিন্ন-জঙ্ঘাহেতু গমনে অক্ষমা (অর্ব্বতি পদে গতিকর্ম্মকে বুঝায়) 'বিশ্পলাং' এই নামযুক্তা অগস্ত্যপুরোহিত খেলের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টাকে 'সহস্রমীহ্লে' (মীহ্ল এই শব্দটী ধননাম-বাচক) বহুধনযুক্ত 'আজৌ' যুদ্ধে 'যাভিঃ' যে সকল ঊতিসমূহের দ্বারা 'অজিন্বতং' যাইতে

ঙ্কুরুতং এতৎ চরিত্রং হি বেরিবাচ্ছেদিপর্ণমিত্যত্র (ঋ० স० ১।৮।১০) বিস্পষ্টয়িষ্যতে। যাভিশ্চাশ্বাং অশ্বাখ্যস্য পুত্রং প্রেণিং স্তোতঃ প্রেরয়িতারং বশমেতৎসংজ্ঞমৃষিমাগতং। অরক্ষতং। তাভিঃ সর্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং ॥

প্রেণিং। প্রেণ্ গতিপ্রেরণশ্লেষণেষু। ঔণাদিক উ প্রত্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে চতুস্ত্রিংশো বর্গঃ ॥ ১।৭।৩৪ ॥

• • •

দশম (১২০৬) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বেদ দর্পণ-স্বরূপ ; যিনি যে ভাবে দেখিবেন, সেই ভাবই উহাতে লক্ষিত হইবে। এই ঋকটী যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, পূর্ব্বকালে ভারত-ললনা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেন। পক্ষান্তরে উহাতে তাৎকালিক অস্ত্রচিকিৎসার সবিশেষ উন্নতি লক্ষ্য করিতে পারিবেন। চিকিৎসার গুণে, অন্ধ চক্ষু লাভ করিয়াছেন, খঞ্জ চলচ্ছক্তি পাইয়াছেন। ইহাই ঐতিহাসিক দৃষ্টির ফল। আমরা কিন্তু পূর্ব্বাপরই আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এখানেও তাহাই অব্যাহত রাখিয়াছি। এই ঋকের অন্তর্গত 'বিশ্‌পলাং' ও 'অশ্ব্যং' পদদ্বয়-উপলক্ষে প্রচলিত ব্যাখ্যায় দুইটী নাম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আমরা 'বিশ্‌পলাং' পদে 'লোকপালক জন' ও 'অশ্ব্যং' পদে 'জ্ঞানকিরণযুক্ত' ইত্যাদি ভাব গ্রহণ করিয়াছি। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ছিন্নজঙ্ঘ বিশ্‌পলার গতিশক্তি প্রাপ্তি ও অশ্বের রক্ষা লাভের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা হউক, এখানকার প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনাকারীরই মনোরথ পূর্ণ করেন, খঞ্জকে

সমর্থা করিয়াছিলেন; এই চরিত্র 'হিবেরিবাচ্ছেদিপর্ণং' ইত্যাদিতে (ঋ० স० ১৮।১০) বিস্পষ্ট করা হইবে। 'যাভিঃ' এবং যে সকলের দ্বারা 'অশ্ব্যং' অশ্বাখ্যের পুত্র 'প্রেণিং' স্তুতির প্রেরয়িতা, 'বশং' এই নামযুক্ত ঋষিকে 'আগতং' রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সেই সকল 'উতিভিঃ' পালনসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

প্রেণিং। প্রেণ্-ধাতু গতি, প্রেরণ ও শ্লেষণার্থক। ঔণাদিক উ-প্রত্যয়। ১০ ॥

ইতি প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের চৌত্রিশ বর্গ সমাপ্ত ॥ ১।৭।৩৪ ॥

গতিশক্তি প্রদান করেন, অন্ধকে চক্ষু দান করেন, জ্ঞানী স্তবপরায়ণ ভগবানে ন্যস্তচিত্ত ব্যক্তিকে দেবভাবের অধিকারী করিয়া থাকেন। আপনাদিগের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পাইয়া থাকে। কাহারও মনোবাঞ্ছা আপনারা অপূর্ণ রাখেন না। প্রার্থনা,—আপনারা 'আমাদিগের কামনা পূর্ণ করুন।' (১ম—১১২সূ—১০ঋ)॥

—— • ——

একাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। একাদশী ঋক্।)

যাভিঃ সুদানূঃ ঔশিজায় বণিজে দীর্ঘশ্রবসে

মধু কোশো অক্ষরৎ।

কক্ষীবন্তং স্তোতারং যাভিরাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ১১ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। সুদানু ইতি সুঽদানু। ঔশিজায়। বণিজে। দীর্ঘঽশ্রবসে।

মধু। কোশঃ। অক্ষরৎ।

কক্ষীবন্তং। স্তোতারং। যাভিঃ। আবতং। তাভিঃ। উঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১১ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'সুদানূ' (শোভনধনদাতারৌ হে দেবৌ) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'বণিজে' (সংসার-পণ্যশালায়াং) 'ঔশিজায়' (ভীষণপরীক্ষোত্তীর্ণায় জনায়) 'দীর্ঘশ্রবসে' (চিরমঙ্গলপ্রদানায়) 'মধু' (মধুময়ং, অমৃতময়ং) 'কোশঃ' (মেঘং, বর্ষণং) 'অক্ষরৎ' (সিঞ্চথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'স্তোতারং' (ভগবদারাধনাপরায়ণং) 'কক্ষীবন্তং' (পাপিনং) 'আবতং' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ ঊতিভিঃ পাপিনং রক্ষথঃ, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ প্রাপ্নুতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১১ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

শোভনধনদাতা হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা এই সংসার-পণ্যশালায় ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ জনকে চিরমঙ্গল প্রদানের জন্য মধুময় অমৃতময় মেঘকে (বর্ষণকে) সেচন করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা ভগবদারাধনাপরায়ণ পাপীকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধি-নাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে সকল রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আপনারা পাপীকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সু—১১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং

উশিক্সংজ্ঞা দীর্ঘতমসঃ পত্নী। তস্যাঃ পুত্রো দীর্ঘশ্রবা নাম কশ্চিদৃষিরনাবৃষ্ট্যাং জীবনার্থমকরোদ্বাণিজ্যাং। স চ বর্ষণার্থমশ্বিনৌ তুষ্টাব। তৌ চাশ্বিনৌ মেঘং প্রেরিতবন্তৌ। অয়মর্থঃ পূর্ব্বার্দ্ধে প্রতিপাদ্যতে। হে সুদানূ শোভনদানাবশ্বিনৌ! ঔশিজায়োশিক্পুত্রায় বণিজে বাণিজ্যাং কুর্ব্বতে দীর্ঘশ্রবসে.এতৎসংজ্ঞায় ঋষয়ে যাভির্যুষ্মদীয়াভিরূতিভির্হেতুভূতাভিঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

উশিক নাম্নী দীর্ঘতমার পত্নী। তাঁহার পুত্র দীর্ঘশ্রবা নামক ঋষি, অনাবৃষ্টিতে জীবিকার জন্য বাণিজ্য করিয়াছিলেন; এবং তিনি বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়াছিলেন। সেই অশ্বিদ্বয় মেঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই অর্থ প্রথমার্দ্ধে প্রতিপাদিত হইতেছে। হে 'সুদানূ' শোভনদানকারী অশ্বিদ্বয়! 'ঔশিজায়' উশিকপুত্র 'বণিজে' বাণিজ্যকারী 'দীর্ঘশ্রবসে' এই নামবিশিষ্ট ঋষির জন্য 'যাভিঃ' আপনাদিগের হেতুভূত ঊতিসমূহের দ্বারা

কোশো মেঘো মধু মাধুর্য্যোপেতং বৃষ্টিজলং অক্ষরৎ। অসিঞ্চৎ। যুষ্মৎপ্রসাদাদপেক্ষিতা বৃষ্টির্জ্জাতেত্যর্থঃ। অপিচ। ঔশিজঃ পুত্রং স্তোতারং কক্ষীবন্তমেতৎসংজ্ঞমৃষিং যাভি-রূতিভিরাবতং। অরক্ষতং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং।

কক্ষীবন্তং। কক্ষ্যা রজ্জুরশ্বস্য। তয়া যুক্তঃ কক্ষীবান্। আসন্দীবদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ-কক্ষীবদ্রুমণ্বদিতি নিপাতনান্মতুপো বত্বং। সম্প্রসারণং। (১ম—১১২সূ—১১ঋ)।

• • •

একাদশ (১২০৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকে 'ঔশিজায়', 'দীর্ঘশ্রবসে' এবং 'কক্ষীবন্তং' পদ, প্রচলিত অর্থে, তিনটী ব্যক্তিবিশেষের নাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে (১ম—১৮সূ—১ঋকে) যে ইতিহাস পাইয়াছি, তাহাতে 'উশিকের পুত্র কক্ষীবান্' এইরূপ জানিতে পারিয়াছি। এখানে কিন্তু উশিকের, দীর্ঘ-শ্রবা ও কক্ষীবান্ নামক দুই পুত্রের কথা দেখিতেছি। 'উশিক্' ও 'কক্ষীবান্' পদে কি অর্থ সমীচীন, তদ্বিষয়ে অষ্টাদশ সূক্তের প্রথম ঋকেই আলোচনা করিয়াছি। অন্যত্রও এ বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'ঔশিজায়' পদে 'ভীষণ পরীক্ষোত্তীর্ণ জন' এবং 'দীর্ঘশ্রবসে' পদে 'চিরমঙ্গল প্রদানের জন্য' অর্থেই আমরা সঙ্গতি দেখি। ঐ দুইটী পদের উক্ত রূপ অর্থ গ্রহণ করায়, 'বণিজে' পদের অর্থ 'সংসার-পণ্যশালায়' বিহিত হইয়াছে। 'কক্ষীবন্তং' পদে 'পাপীকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এইরূপে, এই ঋকের যে প্রচলিত অর্থ,—'যে রক্ষার দ্বারা উশিজের পুত্র বাণিজ্যকারী দীর্ঘশ্রবাকে মাধুর্য্যযুক্ত বৃষ্টির জল সিঞ্চন করিয়া-

---

'কোশঃ' মেঘে 'মধু' মাধুর্য্যযুক্ত বৃষ্টির জল 'অক্ষরৎ' সিঞ্চন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ, আপনাদিগের প্রসাদে অপেক্ষিত বৃষ্টি হইয়াছিল—ইহাই অর্থ; অপিচ, উশিকের পুত্র 'স্তোতারং' স্তবকারী 'কক্ষীবন্তং' কক্ষীবান্ নামক ঋষিকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সেই সকল 'ঊতিভিঃ' পালনসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

কক্ষীবন্তং। কক্ষ্যা অশ্বরজ্জু তাহার দ্বারা যুক্ত—ইত্যাদি অর্থে কক্ষীবান্। 'আসন্দী-বদষ্ঠীবচ্চক্রীবৎ-কক্ষীবদ্রুমণ্বৎ' ইত্যাদি সূত্রে নিপাতনে মতুপের স্থানে বত্ব ও সম্প্রসারণ হইয়াছে। (১ম—১১২সূ—১১ঋ)।

• • •

ছিলেন, এবং উশিকের পুত্র কক্ষীবান্‌কে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপে আমাদিগকে রক্ষা করুন;' তাহার পরিবর্ত্তে আমাদিগের অর্থের ভাব দাঁড়াইতেছে এই যে,—'ভীষণ পরীক্ষোত্তীর্ণ জনকে সংসার-পণ্যশালায় চিরমঙ্গল প্রদানের জন্য যে অমৃতময় মেঘ বর্ষণ করেন, এবং যে রক্ষা-সমূহের দ্বারা আরাধনাপরায়ণ পাপীকেও রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' (১ম—১১২সূ—১১ঋ) ॥

— • —

দ্বাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাদশী ঋক্।)

যাভী রসাং ক্ষোদসোদ্নঃ পিপিন্বথুরনশ্বং

যাভী রথমাবতং জিষে।

যাভিস্ত্রিশোক উস্রিয়া উদাজত তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১২ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। রসাং। ক্ষোদসা। উদ্নঃ। পিপিন্বথুঃ। অনশ্বং।

যাভিঃ। রথং। আবতং। জিষে।

যাভিঃ। ত্রিঽশোকঃ। উস্রিয়াঃ। উৎঽআজত। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১২ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'রসাং' (নদীং—সত্বপ্রবাহরূপাং) 'ক্ষোদসা' (কূলপ্লাবকেন, কঠোরতানাশকেন ইত্যর্থঃ) 'উদ্ন' (উদকেন, সত্বভাবরূপেণ ইত্যর্থঃ) 'পিপিন্বথুঃ' (পূরয়থঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অনশ্বং' (জ্ঞানকিরণসম্বন্ধশূন্যং) 'রথং' (কর্ম্ম হৃদয়ং বা) 'আবতং' (রক্ষথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ত্রিশোকঃ' (ত্রিতাপতপ্তঃ জনঃ) 'উস্রিয়াঃ' (জ্ঞানকিরণান্) 'উদাজত' (লভতে ইত্যর্থঃ); 'অশ্বিনা, (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ') 'ঊ.ষু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ ইহজগতি সত্বপ্রবাহঃ প্রবহতি ত্রিতাপতপ্তঃ জনঃ চ শান্তিং প্রাপ্নোতি, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২হ—১২ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সত্বপ্রবাহ-রূপ নদীকে, কূলপ্লাবক কাঠোরতানাশক সত্বভাবরূপ উদকে পরিপূর্ণ করেন; এবং যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানকিরণসম্বন্ধশূন্য কর্ম্মকে বা হৃদয়কে রক্ষা করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা ত্রিতাপতপ্ত জন জ্ঞানকিরণকে লাভ করে; অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা ইহজগতে সত্বপ্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং ত্রিতাপতপ্ত জন শান্তি লাভ করে; সেই রক্ষাকর্ম্ম সমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন)। (১ম—১১২সূ—১২ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

রসা নদী ভবতি। রসতেঃ শব্দকর্ম্মণ ইতি যাস্কঃ (নি০ ১১।২৫)। হে অশ্বিনৌ যাভিরূতিভির্হেতুভূতাভি রসাং নদীমনাবৃষ্ট্যা জলরহিতাং ক্ষোদসা কূলানি সংপিনষ্টা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

রসা নদী। রসতি (রস-ধাতু) শব্দকর্ম্মক ইহা যাস্কে (নি০ ১১।২৫) আছে। হে অশ্বিদ্বয়! 'যাভিঃ' যে হেতুভূত উতিসমূহের দ্বারা 'রসাং' অনাবৃষ্টি-হেতু জলরহিত নদীকে 'ক্ষোদসা',

উদ্নঃ উদকেন পিপিন্বথুঃ। যুবাং পূরিতবন্তৌ। তথানশ্বমশ্বৈর্বিযুক্তমাত্মীয়ং রথং জিষে জেতুং যাভিরূতিভিরাবতং। অবগময়তং। অপিচ যাভিরূতিভিঃ কণ্বপুত্রস্ত্রিশোকঋষিরুস্রিয়া অপহৃতা গা উদাজত। উদগময়ৎ। অসুরসকাশাদ্রেতে। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং॥

ক্ষোদসা। ক্ষুদির্ সম্পেষণে। ঔণাদিকোহসুন্। উদ্নঃ তৃতীয়ৈকবচনস্য সুপাং সুপো ভবন্তীতি শসাদেশঃ। পদ্দন্নিত্যাদিনোদকশব্দস্যোদন্ ভাবঃ। অল্লোপোঽন ইত্যকারস্য লোপঃ। পিপিন্বথুঃ। পিবি সেচনে। ইদিত্বান্নুম্। জিষে। জি জয়ে। তুমর্থে সেসেনিতি সে প্রত্যয়। উদাজত। অজ গতিক্ষেপণয়োঃ॥ ১২॥

দ্বাদশ (১২০৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের প্রচলিত অর্থের সহিত আমাদিগের ব্যাখ্যার বিভিন্নতা বুঝিতে হইলে, 'রসাং' 'অনশ্বং রথং' এবং 'ত্রিশোকং' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম পরিগ্রহণ আবশ্যক। 'রসাং' পদে প্রধানতঃ 'নদী' অর্থই গৃহীত হইতে দেখি। কেহ বা 'রসা' নামক নদী * অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কূলপেষণকারী 'উদ্নঃ' জলের দ্বারা 'পিপিন্বথুঃ' আপনারা দুই জনে পূর্ণ করিয়াছিলেন; এবং 'অনশ্বং' অশ্ববিযুক্ত নিজের রথ 'জিষে' জয় করিবার জন্য 'যাভিঃ' যে উতি-সমূহের দ্বারা 'আবতং' চালাইয়াছিলেন; অপিচ, 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা কণ্বপুত্র 'ত্রিশোকঃ' ত্রিশোক ঋষি 'উস্রিয়াঃ' অপহৃত গোসমূহ 'উদাজত' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—অসুরদিগের নিকট হইতে লাভ করাইয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সে উতি-সমূহের সহিত আমাদিগের প্রতি আগমন করুন।

ক্ষোদসা। ক্ষুদির্ (ক্ষুদ-ধাতু) সম্পেষণার্থক। ঔণাদিক অসুন্-প্রত্যয়। উদ্নঃ। তৃতীয়ার একবচনে 'সুপাং সুপো ভবন্তি' ইত্যাদি সূত্রে শস্ আদেশ হইয়াছে। 'পদ্দন্' ইত্যাদি সূত্রে উদক-শব্দের স্থানে উদন্ হইয়াছে। 'অল্লোপোঽন' ইত্যাদি সূত্রে অকার-লোপ হইয়াছে। পিপিন্বথুঃ। পিবি-ধাতু সেচনার্থক। ইদিত্ব-হেতু নুম্। জিষে। জি-ধাতু জয়ার্থক। 'তুমর্থে সেসেন্' ইত্যাদি সূত্রে সে-প্রত্যয়। উদাজত। অজ-ধাতু গতি ও ক্ষেপণার্থক। (১ম—১১২স—১২ঋ)॥

---

* ম্যাক্সমুলার সাহেব ঐ পদ-উপলক্ষে রন্হা (Ranha) নদীর সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার টিপ্পনী উদ্ধৃত হইল,—

"The Rasa known to the Zoroastrians as the Ranha, was originally the name of a real river, but when the Aryas moved away from it into the Punjab, it assumed a mythical character, and became a kind of Okeanos, surrounding the extreme limits of the earth." M. Muller, Vedic Hymns.

আমরা কিন্তু ঐ পদে 'সত্ত্বপ্রবাহরূপা নদী' অর্থে সঙ্গতি দেখি। 'অনশ্বং রথং' এই পদদ্বয়ে, প্রচলিত ব্যাখ্যায় 'অশ্ববিযুক্ত রথ' অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা 'জ্ঞানকিরণসম্বন্ধশূন্য কর্ম্ম বা হৃদয়' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। কি কারণে ঐ ভাব গৃহীত হইতে পারে, তাহার আলোচনা পূর্ব্বেই করা গিয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'ত্রিশোকঃ' পদে একটী ঋষির নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা কিন্তু ঐ পদে 'ত্রিতাপতপ্ত জন' এই অর্থ নির্দ্দেশ করি।

এইরূপে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থে ও আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থে যে ভাব-পার্থক্য দাঁড়াইয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে। যথা,—মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনারা অনাবৃষ্টি-হেতু জলহীন নদীকে (রসাকে) জলপূর্ণ, অশ্বহীন রথকে গতিশীল, এবং ত্রিশোক-ঋষির অপহৃত গাভীসমূহকে উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন।' আর, আমাদিগের পরিগৃহীত অর্থ,—'হে দেবদ্বয়! সত্ত্বপ্রবাহরূপা নদীকে আপনারা সত্ত্বভাবরূপ উদকে পূর্ণ করেন। জ্ঞানকিরণ-শূন্য হৃদয়কে বা কর্ম্মকে আপনারা দেবভাবান্বিত করেন;—ত্রিতাপ-তপ্ত জনকে আপনারা জ্ঞানালোক দান করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত করেন।' (১ম—১১২সূ—১২ঋ)॥

—•—

ত্রয়োদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োদশী ঋক্।)

যাভিঃ সূর্য্যং পরিযাথঃ পরাবতি মন্ধাতারং
ক্ষৈত্রপত্যেষ্বাবতং।
যাভির্বিপ্রং প্র ভরদ্বাজমাবতং তাভিরূ ষু
ঊতিভিরশ্বিনা গতং॥ ১৩॥

•.•

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। সূর্য্যং। পরিঽযাথঃ। পরাঽবতি। মন্ধাতারং।

ক্ষৈত্রঽপত্যেষু। আবতং।

যাভিঃ। বিপ্রং। প্র। ভরৎঽবাজং। আবতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতম্ ॥ ১৩ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'পরাবতি' (অতিদূরস্থিতং) 'সূর্য্যং' (জ্ঞানাধারং) 'পরিযাথঃ' (প্রাপয়থঃ); তথা 'মন্ধাতারং' (আত্মনাশককর্ম্মপরং জনং, অপকর্ম্মকারিণং ইত্যর্থঃ) 'ক্ষেত্রপত্যেষু' (ভগবৎসম্বন্ধিষু কর্ম্মসু) 'আবতং' (রক্ষথঃ, পরিচালয়থঃ ইত্যর্থঃ); অপিচ 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ভরদ্বাজং' (সৎকর্ম্মসমন্বিতং) 'বিপ্রং' (মেধাবিনং) 'আবতং' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অপকর্ম্মকারিণং তথা সৎকর্ম্মকারিণং রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৩ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা অতিদূরস্থিত জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত করেন, এবং আত্মনাশকর কর্ম্মপর জনকে (অপকর্ম্মকারীকে) ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহে রক্ষা করেন—পরিচালিত করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সৎকর্ম্মসমন্বিত মেধাবীকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা অপকর্ম্মকারীকে এবং সৎকর্ম্মকারীকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৩ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ পরাবতি দূরদেশে স্থিতং সূর্য্যং তমোরূপেণ সর্ব্বাস্থনাবৃতমাদিত্যং তস্মাত্তমসো মোচয়িতুং যাভিরূতিভিঃ পরিযাথঃ। যুবাং পরিতো গচ্ছথঃ। তথা মন্ধাতারমৃষিং ক্ষৈত্র-পত্যেষু। ক্ষেত্রাণাং পতিরধিপতিঃ ক্ষেত্রপতিঃ। তৎসম্বন্ধিষু কর্ম্মস্বাবতং। অরক্ষতং। অপিচ যাভিরূতিভির্ব্বিপ্রং মেধাবিনং ভরদ্বাজমৃষিমন্নপ্রদানেন প্রাবতং। প্রকর্ষেণ রক্ষতং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহ রক্ষণার্থমস্মানপ্যাগচ্ছতং।

ক্ষৈত্রপত্যেষু। ব্রাহ্মণাদেরাকৃতিগণত্বাৎ কর্ম্মণ্যর্থে ষ্যঞ্। (১ম—১১২সূ—১৩ঋ)॥

• • •

ত্রয়োদশ (১২০৯) ঋকের বিশদার্থ।

এই ঋকের অর্থ-বিষয়ে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতেও মতদ্বৈধ দেখা যায়। আমাদিগের ব্যাখ্যার সহিত অন্যান্য ব্যাখ্যার ভাব-পার্থক্য তো আছেই। মূলে আছে—"পরাবতি সূর্য্যং পরিযাথঃ।" ইহার একটী প্রচলিত বঙ্গানুবাদ;—'দূরবর্ত্তী সূর্য্যের নিকট গমন কর।' ভাষ্যের ভাব,—'তমোরূপ স্বর্গীয় সূর্য্যের দ্বারা আবৃত আদিত্যকে সেই তমঃ হইতে মোচন করিবার জন্য আপনারা গমন করিতেছেন।' মাত্র 'সূর্য্যং' পদে, এতদূর অর্থ কি প্রকারে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'পরাবতি' পদের প্রচলিত অর্থ—'অতি দূরস্থিত'। আমরাও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছি। 'সূর্য্যং' পদে 'জ্ঞানাধার' এই প্রকার অর্থই আমরা

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'পরাবতি' দূরদেশে স্থিত 'সূর্য্যং' তমোরূপ স্বর্গীয় সূর্য্যের দ্বারা আবৃত আদিত্যকে, সেই তমঃ হইতে মোচন করিবার নিমিত্ত 'যাভিঃ' যে সকল পালনসমূহের 'পরিযাথঃ' আপনারা সর্ব্বতোভাবে গমন করিতেছেন, সেই প্রকার 'মন্ধাতারং' তন্নামক ঋষিকে 'ক্ষেত্রপত্যেষু' ক্ষেত্রের পতি অধিপতি ক্ষেত্রপতি, সেই সম্বন্ধযুক্ত কর্ম্মে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছ, আরও 'যাভিঃ' যে সকল ঊতি-সমূহের দ্বারা 'বিপ্রং' মেধাবি 'ভরদ্বাজং' তন্নামক ঋষিকে অন্ন প্রদানের দ্বারা 'প্র আবতং' প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়েছ; 'তাভিঃ' সেই সকল 'ঊতিভিঃ' পালনসমূহের সহিত রক্ষণার্থ আমাদিগের প্রতি 'আগতং' আগমন করুন।

ক্ষেত্রপত্যেষু। ব্রাহ্মণাদির আকৃতিগণ-হেতুক কর্ম্মার্থে ষ্যঞ্। (১ম—১১২সূ—১৩ঋ)॥

• • •

সঙ্গত বলিয়া মনে করি। 'পরিষাথঃ' ক্রিয়াপদে 'প্রাপ্ত করেন' অর্থ প্রাপ্ত হই। 'মন্ধাতারং' পদে রাজর্ষি-বিশেষের প্রতি লক্ষ্য আসে। * আমরা কিন্তু 'মন্ধাতারং' পদে 'অপকর্ম্মকারী' এই ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'ক্ষেত্রপত্যেষু' পদে 'ভগবৎসম্বন্ধীয় কর্ম্মসমূহে' এই প্রকার অর্থই আমরা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি। ভাষ্যে 'ভরদ্বাজং' পদে একজন ঋষির নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা ঐ পদে 'সৎকর্ম্মসমন্বিত' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। যাহা হউক, আমাদিগের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা অতিদূরস্থিত জ্ঞানাধারকে প্রাপ্ত করেন, অপকর্ম্মকারীকে ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত করেন, এবং সৎকর্ম্মসমন্বিত যোগাবীকে রক্ষা করেন; সেই সকল রক্ষা-কর্ম্মের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।' (১ম—১১২সূ—১৩ঋ)॥

—•—

চতুর্দ্দশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্দ্দশী ঋক্।)

যাভির্মহামতিথিগ্বং কশোজুবং দিবোদাসং

শম্বরহত্য আবতং।

যাভিঃ পূর্ভিদ্যে ত্রসদস্যুমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতং ॥ ১৪ ॥

---

* রমেশ বাবুর অনুবাদের 'ফুটনোটে' লিখিত হইয়াছে,—'মান্ধাতার আমল।' এইরূপ যে কথা বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, ঋগ্বেদ রচনার সময় তিনি একজন ক্ষেত্রপতি বা ভূস্বামী ছিলেন। সায়ণ তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়াছেন।

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। মহাং। অতিথিঽগ্বং কশঃঽজুবং। দিবঃঽদাসং।

শম্বরঽহত্যে। আবতং।

যাভিঃ। পূঃঽভিদ্যে। ত্রসদস্যুং। আবতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং॥ ১৪॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'মহাং' (মহান্তং) 'অতিথিগ্বং' (অতিথিসৎকারপরায়ণং) 'কশোজুবং' (পাপভয়ভীতং) 'দিবোদাসং' (স্বর্গস্থ সৎকর্ম্মণঃ সাধকং) 'শম্বরহত্যে' (ভীষণসংগ্রামে) 'আবতং' (রক্ষথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'পূর্ভিদ্যে' (সং...) 'ত্রসদস্যুং' (দস্যুভয়ত্রস্তং, রিপুভয়ভীতং জনং) 'আবতং' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং, অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাভিঃ সৎকর্ম্মপরং সাধকং রক্ষথঃ, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৪ঋ)।

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা মহান্ অতিথিসৎকারপরায়ণ পাপভয়ভীত সৎকর্ম্মের সাধককে ভীষণ সংগ্রামে রক্ষা করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সংগ্রামে রিপুভয়ভীত জনকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! প্রসিদ্ধ সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সৎকর্ম্মপর সাধককে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৪ঋ)॥

• . •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ মহাং মহান্তমতিথিগ্বমতিথিভির্গন্তব্যং কশোজুবমসুরভীত্যা উদকং প্রবেষ্টুং গন্তারং এবম্ভূতং দিবোদাসমেতৎসংজ্ঞকং রাজর্ষিং শম্বরহত্যে। শম্বর আসুরঃ। তদ্বাক্তঃ শম্বরোঽসুরঃ। তস্য হননে বিষয়ভূতে সতি যাভিরূতিভিঃ পূর্ভিদ্যে। পুরাণি নগরাণি ভিদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি পূর্ভিদ্যঃ সংগ্রামঃ। তস্মিন্ ত্রসদস্যুমেতৎসংজ্ঞকমৃষিং পুরুকুৎসপুত্র-মাবতং। অরক্ষতং। তাভিরিত্যাদি পূর্ববৎ॥

মহাং। মহান্তমিত্যস্য ছান্দসো বর্ণলোপঃ। কশোজুবং। কশ ইত্যুদকনাম। কশগতি-শাসনয়োঃ। অসুন্। কশাংস্যুদকানি জবতীতি কশোজূঃ। জু ইতি সৌত্রো ধাতুর্গত্যর্থঃ। ক্বিব্বচীত্যাদিনা ক্বিপ্ দীর্ঘৌ। দিবোদাসং। দিবশ্চ দাসে ষষ্ঠ্যা অলুক্ বক্তব্যঃ (পা০ ৬।৩।২১।৩) ইত্যলুক্। দিবোদাসাদীনাং ছন্দস্যুপসংখ্যানমিতি পূর্ব্বপদাদ্যুদাত্তত্বং। শম্বরহত্যে। হনস্ত চেতি হন্তের্ভাবে ক্যপ্ তৎসন্নিয়োগেন তকারান্তাদেশশ্চ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৪॥

• • •

চতুর্দ্দশ (১২১০) ঋকের বিশদার্থ।

—:x • x:—

মন্ত্রটী অশ্বিদ্বয়ের মাহাত্ম্য-খ্যাপক স্তুতি-বিশেষ। কিন্তু মন্ত্রান্তর্গত 'অতিথিগ্বং', 'কশোজুবং,' 'দিবোদাসং', 'শম্বরহত্যে' এবং 'ত্রসদস্যুং' এই পদকয়েকটী উপলক্ষে মন্ত্রের অর্থ বিভিন্ন ভাবের দ্যোতক হইয়া

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'মহাং' মহৎ 'অতিথিগ্বং' অতিথিগণের গন্তব্য 'কশোজুবং' অসুরগণের ভয়ে জলে প্রবেশ করিতে গমনকারী এই প্রকার 'দিবোদাসং' এই নামযুক্ত রাজর্ষিকে 'শম্বরহত্যে' শম্বর অসুর-বিশেষ তদ্যুক্ত হেতুক শম্বর অসুর তাহার হত্যাবিষয়ীভূত হইলে 'যাভিঃ' যে সকল ঊতি সমূহের দ্বারা 'পূর্ভিদ্যে' পুর অর্থাৎ নগর সকল ভেদ হয় ইহাতে এই বাক্যে পূর্ভিদ্য অর্থাৎ সংগ্রাম তাহাতে, 'ত্রসদস্যুং' এই নামযুক্ত ঋষি পুরুকুৎসের পুত্রকে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছেন; 'তাভিঃ' সেই সকলের দ্বারা ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়।

মহাং মহান্তং এই পদের ছন্দে (বেদে) প্রয়োগ হেতুক বর্ণ লোপ। কশোজুবং। কশ এইটী জলের নাম। কশ্ ধাতু গতি ও শাসন অর্থক। অসুন্ প্রত্যয়। কশ অর্থাৎ জল "জবতে" এই অর্থে কশোজ্। জু এই ধাতুটী সৌত্র গত্যর্থক। 'ক্বিব্বচি' ইত্যাদি সূত্রে ক্বিপ্ এবং দীর্ঘ। দিবোদাসং। 'দিবশ্চ দাসে ষষ্ঠ্যা অলুক্ বক্তব্যঃ' ইত্যাদি সূত্রে অলুক্। দিবোদাসাদির 'ছন্দস্যুপসংখ্যানং' ইত্যাদি সূত্রে পূর্ব্বপদ আদ্যুদাত্তত্ব। শম্বরহত্যে। 'হনস্ত চ' ইত্যাদি সূত্রে হন্-ধাতুর ভাবে ক্যপ্। তাহার সন্নিয়োগ-হেতু তকারান্ত আদেশ। কৃত্তের উত্তরপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—১১২সূ—১৪ঋ)।

• • •

দাঁড়াইয়াছে। ভাষ্যে এবং তদনুসারী ব্যাখ্যায় 'অতিথিগ্বং' এবং 'কশোজুবং' পদদ্বয় যথাক্রমে 'অতিথিসৎকারপরায়ণ' ও 'দস্যুভয়ে জলে প্রবিষ্ট' অর্থে 'দিবোদাসং' পদের বিশেষণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ব্যাখ্যান্তরে আবার ঐ দুই পদে 'অতিথিগ্ব' এবং 'কশোজুব' নামধেয় দুই-জনের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িয়াছে। 'শম্বরহত্যে' পদে শম্বর নামক অসুর-কর্তৃক আহত হওয়ার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং 'ত্রসদস্যুং' পদে ঐ নামধেয় অসুরের পরিকল্পনা দেখা যাইতেছে। এই প্রকারে মন্ত্রের যে প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে উপায়ে শম্বর-অসুর-কর্তৃক আক্রান্ত হইলে আপনারা অতিথিগ্ব, কশোজুব (অথবা অতিথিবৎসল ও অসুরভয়ে জলে প্রবিষ্ট) দিবোদাসকে, এবং ভীষণ সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই উপায়ে আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

আমরা বলি, 'অতিথিগ্বং' প্রভৃতি পদে কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ভীষণ সংসার-সংগ্রামে, রিপুগণের সহিত অহর্নিশ-যুদ্ধে দেবগণ সাধুদিগকে—সৎকর্ম্মপরায়ণ জনগণকে—রক্ষা করিয়া থাকেন। এখানে এই মন্ত্রের প্রার্থনায় দেবগণের সেই রক্ষণশীলতার পরিচয়ই প্রকাশ পাইতেছে। তদনুসারে মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'যাঁহারা—যে যে দেবতা বা দেবভাব—অতিথিসৎকার-পরায়ণ (অতিথিগ্বং) পাপভয়ভীত (কশোজুবং) সৎকর্ম্মের সাধককে (দিবোদাসং) ভীষণ সংসার-সংগ্রামে (শম্বরহত্যে) রক্ষা করেন এবং রিপুভয়ভীত জনের (ত্রসদস্যুং) রিপুভয় বিদূরিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা—সেই দেবতা বা দেবভাব—আমাদিগকে রক্ষা করুন; যাঁহাদিগের—যে দেবতা বা দেবভাব-সমূহের—রক্ষণশীল ক্ষমতায় প্রভাবে পাপী অথবা পুণ্যাত্মা সকলেই পরিত্রাণ পায়, তাঁহারা অকিঞ্চন আমাদিগেরও পরিত্রাণের উপায় বিহিত করুন।' পক্ষান্তরে 'অতিথিগ্বং' প্রভৃতি পদকে যদি সংজ্ঞা-বিশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা হইলে কালচক্রে তাঁহাদিগের চিরবিদ্যমানতার বিষয় স্বীকার করিলে সকল সংশয় অপনোদিত হইয়া যায়। (১ম—১১২সূ—১৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চদশী ঋক্ ।)

যাভির্ব্বম্রং বিপিপানমুপস্তুতং কলিং

যাভির্ব্বিত্তজানিং দুবস্যথঃ।

যাভির্ব্যশ্বমুত পৃথিমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৫ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। বম্রং। বিহপিপানং। উপহস্তুতং। কলিং।

যাভিঃ। বিত্তহজানিং। দুবস্যথঃ।

যাভিঃ। বিহঅশ্বং। উত। পৃথিং। আবতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১৫ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'বম্রং' (হবিষা পূজাপরায়ণং জনং) 'বিপিপানং' (মধুরং রসং পায়য়থঃ), তথা 'কলিং' (শূরং) 'উপস্তুতং' (ভক্তিপরায়ণং কুরুথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'বিত্তজানিং' (পরমার্থতত্ত্বজ্ঞং) দুবস্যথঃ' (রক্ষথঃ), 'উত' (তথা) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ব্যশ্বং' (বিগতজ্ঞানকিরণং) তথা 'পৃথিং' (পাপকর্ম্মত্যাগিনং) 'আবতং' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতো-

ভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ কলিপ্রভৃতীন্ রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৫ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা পূজাপরায়ণ জনকে মধুররস পান করান, এবং শূরকে স্তুতিপরায়ণ করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা পরমার্থতত্ত্বজ্ঞকে রক্ষা করেন, এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা বিগতজ্ঞানকিরণ অথচ পাপকর্ম্মত্যাগীকে রক্ষা করেন; হে অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা কলিপ্রভৃতিকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৫ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বশ্রং বিখনসঃ পুত্রং এতৎসংজ্ঞং ঋষিং বিপিপানং। বিশেষেণ পার্থিবং রসং পিবন্তং। যাভিরূতিভিররক্ষতং। কীদৃশং? উপস্তুতং সমীপস্থৈঃ সম্যক্ স্তুতমিতি ভূয়মানং। তথা নিত্যজানিং সহভার্য্যং কলিং এতৎসংজ্ঞকং ঋষিং যাভিরূতিভিঃ যুবমবথঃ। রক্ষথঃ। উত অপিচ যাভ্যাং বিগতাশ্বং পৃথিং এতৎসংজ্ঞং বৈন্যং রাজর্ষিং যাভিরূতিভিরাবতং। অরক্ষতং। অন্যৎ পূর্ব্ববৎ।

বিপিপানং। পা পানে। তাচ্ছীলিকশ্চানশ্। বহুলং ছন্দসীতি শপঃ শ্লুঃ। বহুলং

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বশ্রং' বিখনসের পুত্র এই নামধারী ঋষিকে 'বিপিপানং' বিশেষরূপে পার্থিবরস পানকারীকে 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিরূপ? 'উপস্তুতং' নিকটবর্ত্তিগণের দ্বারা সম্যক্‌রূপে উপস্তুত হইয়া; সেইরূপে 'নিত্যজানিং' সহভার্য্য 'কলিং' এই নামধারী ঋষিকে 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা 'যুবমবথঃ' রক্ষা করিয়াছিলেন 'উত' অপিচ 'যাভ্যং' বিগতাশ্ব 'পৃথিং' পৃথি নামক বৈন্য রাজর্ষিকে 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশিষ্টাংশ পূর্ব্বের ন্যায়।

বিপিপানং। পা-ধাতু পানার্থক ও তাচ্ছীল্যার্থে আনশ্-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে শপের স্থানে শ্লু-প্রত্যয়। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে অভ্যাসের ইত্ব হইয়াছে।

ছন্দসীতি অভ্যাসস্যেবং। উপস্তুতং। স্তৌতেঃ কর্ম্মণি নিষ্ঠা। প্রবৃদ্ধাদিত্বাদুত্তরপদান্তো-দাত্তত্বং। বিত্তজানিং। বিত্তালব্ধা জায়া যেন স তথোক্তঃ। জায়ায়ানিঙ্ ইতি সমাসান্তো নিঙাদেশঃ। লোপো ব্যোর্ব্বলীতি য-লোপঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। ব্যশ্বং। বিগতোঽশ্বো যস্মাৎ স তথোক্তঃ। বহুব্রীহিস্বরেণ পূর্ব্বপদস্যোদাত্তত্বে উদাত্ত-স্বরিতয়োর্যণ ইতি পরস্যানুদাত্তস্য স্বরিতত্বং। (১ম—১১২সূ—১৫ঋ)।

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে পঞ্চত্রিংশো বর্গঃ। ১।৭।৩৫।

পঞ্চদশ (১২১১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'বভ্রুং', 'বিপিপানং', 'কলিং', 'পৃথিং' এবং 'উপস্তুতং' এই পাঁচটী পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। 'বিপিপানং' পদে ভাষ্যকার 'বিশেষরূপে পার্থিব রস পানকারী' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যাখ্যায় ঐ পদে 'পানরত' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'কলিং', 'বভ্রুং', 'পৃথিং' এবং 'উপস্তুতং' এই পদচতুষ্টয়ের ব্যাখ্যা-উপলক্ষে উক্ত নামধেয় ব্যক্তিচতুষ্টয়ের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়।

আমরা 'বভ্রুং' পদে 'পূজাপরায়ণ জন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'বিপি-পানং' পদে 'মধুর রস পান করান' এই প্রকার ভাবার্থ গ্রহণ-পক্ষে সঙ্গতি উপলব্ধি করি। অন্যান্য পদ-উপলক্ষে আমরা যে প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা এবং বঙ্গানুবাদেই দৃষ্ট হইবে।

আমাদিগের গৃহীত ব্যাখ্যানুসারে মন্ত্রের মর্ম্ম এই যে,—'হে অশ্বি-দেবদ্বয়! যিনি পূজাপরায়ণ আপনারা তাঁহাকে মধুর রস (সত্ত্বভাব) পান করান, যিনি শূর তাঁহাকে স্তুতিপরায়ণ করিয়া তোলেন, যিনি

'উপস্তুতং' স্তৌতি'র (স্তু-ধাতুর) কর্ম্মবাচ্যে নিষ্ঠা প্রত্যয়। প্রবৃদ্ধাদিত্ব-হেতু উত্তরপদের অন্ত উদাত্ত হইয়াছে। বিত্তজানিং। লব্ধ হইয়াছে জায়া যৎকর্ত্তৃক এই প্রকার। 'জায়াজানিং' ইত্যাদি সূত্রে সমাসান্ত অনিঙ্ আদেশ। 'লোপো ব্যোর্ব্বলি' ইত্যাদি সূত্রে য-লোপ। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। ব্যশ্বং। বিগত হইয়াছে অশ্বির যাহা হইতে এই প্রকার। বহুব্রীহি সমাসের স্বরের দ্বারা পূর্ব্বপদের উদাত্তত্ব-হেতু 'উদাত্তস্বরিতয়োর্যণ' ইত্যাদি সূত্রে পরস্থিত অনুদাত্তের স্বরিতত্ব। (১ম—১১২সূ—১৫ঋ)।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের পঁয়ত্রিশ বর্গ সমাপ্ত। ১।৭।৩৫।

পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাকে রক্ষা করেন, আর যে ব্যক্তির হৃদয়ে জ্ঞানকিরণের লেশমাত্রও নাই, অথচ সে পাপকর্ম্মে বিরত, তাহাকেও আপনারা রক্ষা করেন। এ সকল কার্য্য আপনাদিগের অপূর্ব্ব রক্ষণ-শক্তিরই পরিচায়ক। এবম্বিধ প্রসিদ্ধ রক্ষক আপনারা। আসুন। একবার দয়া করিয়া সেই রক্ষণ শক্তির প্রভাবে আমাদিগকেও উদ্ধার করিয়া লউন—আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিহিত করুন।' (১ম—১১২সূ—১৫ঋ) ॥

—•—

ষোড়শী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। ষোড়শী ঋক্।)

যাভির্নরা শযবে যাভিরত্রয়ে যাভিঃ পুরা

মনবে গাতুমীষথুঃ।

যাভিঃ শারীরাজতং স্যূমরশ্ময়ে তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৬ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। নরা। শযবে। যাভিঃ। অত্রয়ে। যাভিঃ। পুরা।

মনবে। গাতুং। ঈষথুঃ।

যাভিঃ। শারীঃ। আজতং। স্যূমহরশ্ময়ে। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতম্। ১৬ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'নরা' (হে নেতারৌ) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'শয়বে' (ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্টায় জনায়) তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অত্রয়ে' (রিপুভিঃ পীড্যমানায় সৎকর্ম্মপরায়ণায় জনায়) অপিচ 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'মনবে' (সর্ব্বায় মনুষ্যায়) 'পুরা' (নিত্যকালং) 'গাতুং' (দুঃখাৎ নির্গমনলক্ষণং মার্গং) 'ঈষথুঃ' (যুবাং ইচ্ছথঃ, প্রাপয়থঃ ইত্যর্থঃ), অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'স্যূমরশ্ময়ে' (সমুৎপন্নজ্ঞানদীপ্তয়ে জনায়, জ্ঞানিনে ইত্যর্থঃ) 'শারীঃ' (ঈষূঃ, শত্রুবিমর্দ্দকং আয়ুধং) 'আজতং' (শত্রূন্ প্রতি প্রেরয়থঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ ষু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং,—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ বিপদি সর্ব্বান্ রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৬ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে নেতৃদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্ট জনের জন্য এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা রিপুগণকর্ত্তৃক পীড্যমান্ সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের জন্য, অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সকল মনুষ্যের জন্য, নিত্য-কাল দুঃখ হইতে নির্গমন-লক্ষণ মার্গকে আপনারা প্রাপ্ত করেন; আর, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সমুৎপন্নজ্ঞানদীপ্তি জনের (জ্ঞানীর) জন্য, শত্রু-বিমর্দ্দক আয়ুধকে শত্রুর প্রতি প্রেরণ করেন; অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধি-নাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আপনারা সকলকে বিপদে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৬ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং

হে নরা নেতারাবশ্বিনৌ পুরা পূর্ব্বস্মিন্‌কালে শয়বে এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে গাতুং দুঃখান্নির্গমনলক্ষণং মার্গং যাভিরূতিভিঃ ঈষথুঃ। যুবাং বাঞ্ছিতবন্তৌ। কৃতবন্তাবিত্যর্থঃ।

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'নরা' নেতা অশ্বিদ্বয়! 'পুরা' পূর্ব্বকালে 'শয়বে' শয়ু-নামক ঋষির জন্য 'গাতুং' দুঃখ হইতে নির্গমন-লক্ষণ মার্গকে 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা 'ঈষথুঃ' আপনারা বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ (বিহিত) করিয়াছিলেন। কি সেই সামর্থ্য-হেতু? 'শয়বে

কিং তৎ সামর্থ্যাৎ ? শযবে চিয়ানভ্যা শচীভিঃ (ঋ০ সং ১।৮।১২) ইত্যত্রাস্তি প্রতিপাদিতং। তথাত্রয়ে ঋষয়ে শতদ্বারে যন্ত্রগৃহেঽসুরৈঃ পীড্যমানায় সন্তাপকারিণোঽগ্নেঃ শীতেনোদকেন শীতকরণলক্ষণং গাতুং দুঃখনির্গমনহেতুভূতং মার্গং যাভিরূতিভির্যুবামৈচ্ছতং। এতচ্চ হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং (ঋ০ সং ১।৮।৯) ইত্যাদৌ প্রসিদ্ধং। তথা মনবে এতন্নাম্নে রাজর্ষয়ে যাভিরূতিভির্যবাদি ধান্যবাপনাদিরূপং গাতুং দারিদ্র্যনির্গমনহেতুভূতং মার্গং যুবাং কৃতবন্তৌ। তথা চ মন্ত্রান্তরং। যবং বৃকেণাশ্বিনাবপন্তেতি (ঋ০ সং ১।৮।১৭)। অপিচ স্যূমরশ্ময়ে। স্যূতঃ সম্বদ্ধো রশ্মির্দীপ্তির্যস্য তস্মৈ। এতৎসংজ্ঞকায় ঋষয়ে যাভিরূতিভিঃ শারীঃ। শরো নাম বেণুবিশেষঃ। তদ্বিকারভূতা ইষূরাজতং। শত্রূন্ প্রতি প্রৈরয়তং। তাভিরূতিভিরিত্যাদি সমানং॥

সরা। সৃ গতৌ। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। শযবে। শীঙ্ স্বপ্নে। ভৃমৃশীতৃচরীত্যাদিনা উপ্রত্যয়ঃ। ঐষথুঃ। ইষু ইচ্ছায়াং। লিট্যথুস্। অসবর্ণে ইতি পর্য্যুদাসাৎ (পা০ ৬।৪।৭৮) অভ্যাসস্যেয়ঙাদেশাভাবে সবর্ণদীর্ঘঃ। শারীঃ। বিকারার্থে শরশব্দাদনুদাত্তাদেশ্চেত্যঞ্। টিড্ঢাণঞিতি ঙীপ্। স্যূমরশ্ময়ে। ষিবু তন্তুসন্তানে। ষিবেরৌণাদিকো মন্ প্রত্যয়ঃ। ছ্বোঃ শূডনুনাসিকে চেত্যূট্ বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বং॥ ১৬॥

চিয়ানভ্যা শচীভিঃ' ইত্যাদি ঋকে (ঋ০ সং ১।৮।১২) প্রতিপাদিত আছে। এবং 'অত্রয়ে' শতদ্বার যন্ত্রগৃহে অসুরগণের দ্বারা পীড্যমান অত্রি ঋষির জন্য, সন্তাপকারী অগ্নি হইতে শীতল জলের দ্বারা শীতকরণলক্ষণ 'গাতুং' দুঃখ-নির্গমন-হেতুভূত মার্গকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা আপনারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এ বিষয় 'হিমেনাগ্নিং ঘ্রংসমবারয়েথাং' ইত্যাদিতে (ঋ০ সং ১।৮।৯) প্রসিদ্ধ আছে। এবং 'মনবে' মনু এই নামধারী রাজর্ষিকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা যবাদি ধান্য বা পানাদিরূপ 'গাতুং' দারিদ্র্যনির্গমনের হেতুভূত মার্গকে আপনারা (বিহিত) করিয়াছিলেন। এ বিষয়ও মন্ত্রান্তরে আছে ; যথা,—'যবং বৃকেণাশ্বিনাবপন্ত' ইত্যাদি (ঋ০ সং ১।৮।১৭)। অপিচ, 'স্যূমরশ্ময়ে' স্যূতা অর্থাৎ সম্বদ্ধ হইয়াছে রশ্মি দীপ্তি যাঁহার—তাঁহাকে, স্যূমরশ্মি নামক ঋষির জন্য 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'শারীঃ' শরনামক বেণুবিশেষ তাহার বিকারভূত ইষুসমূহকে 'আজতং' শত্রুর প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। 'তাভিঃ' সেই উতিসমূহের দ্বারা ইত্যাদি পূর্ব্বের ন্যায়।

সরা। সৃ-ধাতু সরণার্থক। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির স্থানে আকার। শযবে। শীঙ্-ধাতু স্বপ্নার্থক। 'ভৃমৃশীতৃচরি' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা উ-প্রত্যয়। ঐষথুঃ। ইষ-ধাতু ইচ্ছার্থক। লিটে অথুস্ (অথুস্)। 'অসবর্ণে' ইত্যাদি সূত্রে পর্য্যুদাসের উত্তর অভ্যাসের (বিকৃতি) স্থানে 'ইয়' আদেশের অভাবে সবর্ণ-দীর্ঘ। শারীঃ। বিকার অর্থে শর-শব্দের উত্তর 'অনুদাত্তাদেশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অঞ্-প্রত্যয়। 'টিড্ঢাণঞ্' ইত্যাদি সূত্রে ঙীপ্। স্যূমরশ্ময়ে। ষিবু ধাতু তন্তুসন্তান-অর্থক। ষিব-ধাতুর উত্তর ঔণাদিক মন্-প্রত্যয়। 'ছ্বোঃ শূট্' ইত্যাদি সূত্রে ঊট্-প্রত্যয়। বহুব্রীহি সমাসে পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। (১ম—১১২ সূ—১৬ঋ)॥

ষোড়শ (১২১২) ঋকের বিশদার্থ।

—•‡§×§‡•—

'শযবে', 'অত্রয়ে', 'মনবে' এবং 'স্যূমরশ্ময়ে'—মন্ত্রান্তর্গত এই চারিটী পদ উপলক্ষে ভাষ্যাদিতে চারিজন ঋষির কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। তদনুসারে প্রার্থনায় যেন বলা হইতেছে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে উপায় দ্বারা চারি জন ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই উপায়ের সহিত আপনারা আমাদিগের নিকট আসুন।' এই ঋষি-চতুষ্টয়ের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া দুষ্কর; সুতরাং মন্ত্রার্থ প্রহেলিকাপূর্ণই রহিল।

আমরা সে দৃষ্টিতে মন্ত্রার্থ গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাই নাই। 'শযবে' পদে আমরা 'ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্টায় জনায়' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'অত্রয়ে' পদে 'রিপুভিঃ পীড্যমানায় সৎকর্ম্মপরায়ণায় জনায়' এবম্বিধ ভাব-পরিগ্রহণে সঙ্গতি দেখিয়াছি। 'মনবে' পদে আমাদিগের ব্যাখ্যায় 'সর্ব্বে মনুষ্যায়' প্রতিবাক্য গৃহীত হইয়াছে। 'স্যূমরশ্ময়ে' পদে আমরা 'সমুৎপন্ন-জ্ঞানদীপ্তয়ে জনায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

এতদনুসারে সিদ্ধান্তিত হয়—মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক। সে প্রার্থনা,—'হে অশ্বিদ্বয়! সৎকর্ম্মপরায়ণ অথচ রিপুগণের উৎপীড়নে সৎকর্ম্মসাধনে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আপনারা নির্গমন-লক্ষণ মার্গ—পরিত্রাণোপায়—প্রদর্শন করান, যে ব্যক্তি ক্রূরপ্রকৃতিবিশিষ্ট তাহাকেও পরিত্রাণোপায় দেখাইয়া দেন এবং সকল মনুষ্যগণকেই আপনারা পরিত্রাণোপায় প্রদর্শন করান। জ্ঞানীর—জ্ঞানানুশীলনকারীর—জ্ঞান-সঞ্চার-পক্ষে বিঘ্নকারী রিপুর প্রতি আপনারা শত্রুনিমর্দ্দক রিপুনাশক আয়ুধকে প্রেরণ করেন; অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্বভাবের সঞ্চার করিয়া দেন, সত্ত্বভাবের প্রভাবে জ্ঞানসঞ্চারে বিরোধী শত্রুনিচয়ের ক্ষমতা প্রতিহত হয়। এতৎসমুদয়ই আপনাদিগের রক্ষাকর্ম্মসমূহের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অতএব রক্ষাকর্ত্তা অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকারী হে অশ্বিদেবদ্বয়! আসুন। আপনাদিগের রক্ষণরূপ কর্ম্ম লইয়া আকাঙ্ক্ষন আমাদিগের নিকট আসুন। আসিয়া সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের প্রভাবে আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিহিত করিয়া দিউন।' (১ম—১১২সূ—১৬ঋ)॥

—•—

সপ্তদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। সপ্তদশী ঋক্।)

যাভিঃ পঠর্ব্বা জঠরস্য মজ্মনাগ্নির্নাদীদেচ্চিত

ইদ্ধো অজ্মন্না।

যাভিঃ শর্য্যাতমবথো মহাধনে তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ১৭ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। পঠর্ব্বা। জঠরস্য। মজ্মনা।. অগ্নিঃ। ন। অদীদেৎ। চিত্তঃ।

ইদ্ধঃ। অজ্মন্। আ।

যাভিঃ। শর্য্যাতং। অবথঃ। মহাঽধনে। তাভিঃ। উঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ১৭ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'চিত্তঃ ইদ্ধঃ অগ্নিঃ ন' (কাষ্ঠৈঃ প্রজ্বলিতঃ অগ্নিঃ ইব, যথা—হবি উদ্দীপিতঃ জাতাগ্নিঃ যথা তথৈব) 'জঠরস্য মজ্মনা' (শরীরস্য বলেন যুক্তঃ, আত্মশক্তিসম্পন্নঃ ইত্যর্থঃ) 'পঠর্ব্বা' (ভক্তিপরায়ণঃ জনঃ) 'অজ্মনা' (রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে) 'অদীদেৎ' (দীপ্যতে, জয়যুক্তঃ ভবতি ইত্যর্থঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'মহাধনে' (পরমধনস্বরূপভূতে সংগ্রামে) 'শর্য্যাতং' (দেবেন সহ স্পর্দ্ধমানং জনং) 'অবথঃ' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (সত্কর্ম্মাভিবর্দ্ধকৌ বিঘ্নবিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ)

'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ আত্মশক্তিসম্পন্নং দেবত্বাভিলাষিনং জনং রক্ষথঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং॥ (১ম—১১২সূ—১৭ঋ)॥

• • •

মন্ত্রানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা কাষ্ঠসমূহে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় (অথবা, হৃদয়ে উদ্দীপিত জ্ঞানাগ্নিবৎ) শরীরের বলে যুক্ত অর্থাৎ আত্মশক্তিসম্পন্ন স্তুতিপরায়ণ জন, রিপুগণের সহিত সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়েন; এবং যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা পরমধনমূলীভূত সংগ্রামে, দেবতার সহিত সংগ্রামে স্পর্দ্ধমান জনকে আপনারা রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা সর্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা আত্মশক্তিসম্পন্ন দেবত্বাভিলাষী জনকে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৭ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ জঠরস্য। জঠরমুদরং ভবতি জগ্ধমস্মিন্ ধ্রিয়তে ইতি যাস্কঃ (নি০ ৪।৭)। জঠরোপলক্ষিতস্য শরীরস্য মজ্মনা বলেন যুক্তঃ সন্ শর্য্যাতসংজ্ঞো রাজর্ষিঃ অজ্মনা। সংগ্রামনামৈতৎ। অজ্মনি সংগ্রামে যুষ্মদীয়াভিঃ আ সমন্তাদদীদেৎ। অদীপ্যত। তত্র দৃষ্টান্তঃ—চিতঃ কাষ্ঠৈরভিচিত ইদ্ধো যজ্ঞগৃহে ঋত্বিগ্‌ভিঃ প্রজ্বালিতোঽগ্নির্ন। যথাগ্নিঃ প্রকাশতে তদ্বদিত্যর্থঃ। অপিচ শর্য্যাতং মানবমিন্দ্রেণ সহ স্পর্দ্ধমানং মহাধনে। সংগ্রামনামৈতৎ। মহতা ধনেনোপেতে সংগ্রামে যাভিরূতিভিরবথঃ রক্ষথঃ তাভিরিত্যাদি গতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'জঠরস্য' 'জঠরং ভবতি জগ্ধমস্মিন্ ধ্রিয়তে' ইত্যাদি যাস্কে (নি০ ৪।৭)। আছে। জঠরোপলক্ষিত শরীরের 'মজ্মনা' বলের দ্বারা যুক্ত হইয়া 'শর্য্যাত' এতৎসংজ্ঞক রাজর্ষি 'অজ্মনা' (অজ্মনি)। (এইটী সংগ্রামনামবাচক) সংগ্রামে আপনাদিগের উক্তিসমূহের দ্বারা 'আ' সমন্তাৎ 'অদীদেৎ' দীপ্ত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত; 'চিতঃ' কাষ্ঠসমূহের দ্বারা অভিচিত 'ইদ্ধঃ' যজ্ঞগৃহে ঋত্বিক্‌গণ কর্তৃক প্রজ্বালিত 'অগ্নির্ন' অগ্নি যেমন প্রকাশিত হয়, সেইরূপ—ইহাই অর্থ। অপিচ, 'শর্য্যাতং' মানবকে ইন্দ্রের সহিত স্পর্দ্ধমানকে 'মহাধনে' (এইটী সংগ্রামের নাম) মহাধনোপেত সংগ্রামে 'যাভিঃ' যে উক্তিসমূহের দ্বারা 'অবথঃ' রক্ষা করিয়াছেন। 'তাভিঃ' ইত্যাদি পূর্ববৎ।

অদীদেৎ। দীদেতিশ্ছান্দসো দীপ্তিকর্ম্মা। অজ্মন্। অজগতিক্ষেপণয়োঃ। অজতি ক্ষিপন্ত্যস্মিন্বাণানিত্যধিকরণে ঔণাদিকো মনিন্। বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্পইষ্যত ইতি বচনাদ্বীভাবাভাবঃ। সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্। মহাধনে। আম্মহত ইত্যাত্বং। ১৭।

• • •

সপ্তদশ (১২১৩) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের মর্ম্ম-নির্দ্ধারণ-পক্ষে 'চিত্ত ইদ্ধঃ অগ্নিঃ ন' এই উপমামূলক বাক্যাংশ এবং 'পঠর্ব্বা' ও 'শর্য্যাত' পদদ্বয়ের মর্ম্ম অনুধাবনযোগ্য। ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে 'পঠর্ব্বা' এবং 'শর্য্যাতং' পদদ্বয়ে ঋষি-বিশেষের কল্পনা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে ঋষি কি রকম? সে ঋষির স্বরূপ কি? 'চিত্তঃ ইদ্ধঃ অগ্নিঃ ন' এই উপমা-বাক্যের এবং 'মহাধনে' পদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে তাহা বোধগম্য হইতে পারে। 'চিত্তঃ ইদ্ধঃ অগ্নিঃ ন' উপমা-বাক্যের প্রচলিত অর্থ—'কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায়।' 'মহাধনে' পদের ব্যাখ্যায় 'মহাধনোপেত সংগ্রামে' অর্থের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। এতদনুসারে মন্ত্রের প্রচলিত অর্থ দাঁড়াইয়াছে এই যে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে রক্ষাশক্তির প্রভাবে পঠর্ব্বা ঋষিকে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান করিয়াছিলেন এবং যে উপায় দ্বারা শর্য্যাত ঋষিকে মহাধনোপেত সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছিলেন—সেই রক্ষাশক্তি লইয়া আসুন।'

আমরা কিন্তু, 'চিত্তঃ ইদ্ধঃ অগ্নিঃ ন' এই উপমামূলক বাক্যাংশে 'হৃদি উদ্দীপিতঃ জ্ঞানাগ্নিঃ যথা ভবৎ' প্রতিবাক্য গ্রহণ করিয়াছি। 'পঠর্ব্বা' পদে 'স্তুতিপরায়ণঃ জনঃ' অর্থে সঙ্গতি দেখিয়াছি। এতদনুসারে প্রথম চরণের মর্ম্ম এই যে,—'হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের রক্ষাকর্ম্ম-প্রভাবেই স্তুতিপরায়ণ ব্যক্তির হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নি প্রদীপ্ত হয়। সেই জ্ঞানাগ্নির প্রভাবে স্তুতিপরায়ণব্যক্তি রিপুসংগ্রামে জয়লাভ করেন। স্তোতার হৃদয়ে

অদীদেৎ। দীদেতিঃ পদে ছান্দসে দীপ্তিকর্ম্ম বুঝায়। অজ্মন্। অজ-ধাতু গতি ও ক্ষেপণ অর্থক। অজতি অর্থাৎ ক্ষিপ্ত হয় বাণসমূহ হইতে এই বাক্যে অধিকরণে ঔণাদিক মনিন্-প্রত্যয়। 'বলাদাবার্দ্ধধাতুকে বিকল্পইষ্যতে' ইত্যাদি বচন-হেতু বী-ভাবের অভাব। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে সপ্তমীর লোপ। মহাধনে। 'আম্মহতঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব। (১ম—১১২সূ—১৭ঋ)।

জ্ঞানাগ্নির বিকাশ এবং রিপুসংগ্রামে তাহার জয়লাভ—আপনাদিগেরই রক্ষণকর্ম্মের নিদর্শন!'

দ্বিতীয় চরণের 'শর্য্যাতং' পদে আমরা 'দেবেন সহ স্পর্দ্ধমানং' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। তাহা হইতে 'রিপুগণের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত' এবম্বিধ ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'মহাধনে' পদে 'পরমধনমূলীভূতে সংগ্রামে' অর্থেরই যৌক্তিকতা উপলব্ধ হয়। এতদনুসারে দ্বিতীয় চরণের মর্ম্ম দাঁড়ায়,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক দেবদ্বয়! আপনাদিগ কর্তৃক রক্ষিত হইয়াই, উচ্চ স্তরে উন্নীত হইবার আশায় আশান্বিত ব্যক্তি অভীষ্টলাভে সমর্থ হয়।'

মন্ত্রটী প্রার্থনামূলক এবং দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক। অশ্বিদেবদ্বয়ের কৃপা-প্রভাবেই যে সৎকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি রক্ষা-প্রাপ্ত হয়েন, এখানে দেবতার সেই মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইতেছে। প্রার্থনা,—'রক্ষণশীল হে দেবদ্বয়! সর্ব্ববিধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা পরিবৃত হইয়া আসুন! আসিয়া, এ অকিঞ্চন কর্ম্মহীন অধমকে সকল পাপতাপ হইতে উদ্ধার করুন—পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন।' (১ম—১১২সূ—১৭ঋ)॥

—— • ——

অষ্টাদশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। অষ্টাদশী ঋক্।)

যাভিরঙ্গিরো মনসা নিরণ্যথোঽগ্রং গচ্ছথো

বিবরে গোঅর্ণসঃ।

যাভির্মনুং শূরমিষা সমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৮॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। অঙ্গিরঃ। মনসা। নিঽরণ্যথঃ। অগ্রং। গচ্ছথঃ।

বিঽবরে। গোঽঅর্ণসঃ।

যাভিঃ। মনুং। শূরং। ইষা। সংঽআবতং। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং॥ ১৮॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ (ঊতিভিঃ) 'গো অর্ণসঃ' (জ্ঞানরূপস্য ধনপ্রবাহস্য) 'বিবরে' (অভ্যন্তরে) 'অগ্রং' (পুরস্তাৎ) 'গচ্ছথঃ' (যুবয়োঃ অনুকম্পাং বিস্তারয়থঃ); তথা 'অঙ্গিরঃ' (অঙ্গিরসঃ, জ্ঞানিনঃ) 'মনসা' (স্তোত্রেণ, উপাসনাপরায়ণতয়া) 'নিরণ্যথঃ' (রময়থঃ, প্রীনয়থঃ); যবুয়োঃ যয়া অনুকম্পয়া জ্ঞানিনঃ ভগবদুপাসনাপরায়ণাঃ সন্তঃ পরমানন্দং লভন্তে—ইতি ভাবঃ; অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'শূরং' (বীর্য্যোপেতং সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যযুক্তং) 'মনুং' (মনুষ্যং) 'ইষা' (অভীষ্টপূরণেন সহ) 'সমাবতং' (সম্যগ্ রক্ষথঃ); 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ জ্ঞানিভ্যঃ পরমানন্দং বিতরথঃ তথা সৎকর্ম্মপরায়ণস্য জনস্য ইষ্টং সাধয়থঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৮ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানরূপ ধনপ্রবাহের অভ্যন্তরে অগ্রেই আপনাদিগের অনুকম্পা বিস্তার করেন, এবং জ্ঞানিগণকে উপাসনাপরায়ণতার দ্বারা প্রীত করেন; (ভাব এই যে,—আপনাদিগের যে অনুকম্পা দ্বারা জ্ঞানিগণ ভগবদুপাসনাপরায়ণ হইয়া পরমানন্দ লাভ করেন); অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্ন মনুষ্যকে অভীষ্টপূরণের সহিত সম্যক্ রক্ষা করেন; সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে

প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্ম সমূহের দ্বারা জ্ঞানিগণকে পরমানন্দ বিতরণ করেন, এবং সৎকর্ম্মপরায়ণ জনের ইষ্টসাধন করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৮ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

অঙ্গির ইত্যেতদামন্ত্রিতবাক্যাবহির্ভূতং। তেন চাত্মানং সম্বোধ্য স্তুতাবৃষিং প্রেরয়তি। হে অঙ্গিরঃ! অঙ্গিরসাং গোত্রজ ত্বমশ্বিনৌ স্তুহি। হে অশ্বিনৌ মনসা মননীয়েন স্তোত্রেণ প্রীতৌ সন্তৌ যুবাং যাভিরূতিভিঃ নিরণ্যথঃ। স্তোতৄন্ নিতরাং রময়থঃ। যদ্বা মনসৈব করণভূতেন রময়থঃ। তথা গো-অর্ণসো গোরূপস্য অরণীয়স্য ধনস্য পণিভিরপহারাং নিহিতস্য বিবরে বিবরণে গুহাদ্বারস্যোদ্‌ঘাটনেন প্রকাশনেন প্রকাশনে বিষয়ভূতে সতি যাভিরূতিভিঃ সহ যুবামগ্রং সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যঃ পুরস্তাদগচ্ছথঃ। অপিচ শূরং বীর্য্যবন্তং মনুমিমা পৃথিব্যামুপ্তেন যবাদিধান্যরূপেণান্নেন যাভিরূতিভিঃ সমাবতং। সম্যগরক্ষতং তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং॥

নিরণ্যথঃ। নিরময়থ ইত্যস্য বর্ণব্যাপত্ত্যোক্তরূপং। বিবরে। গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চেতি ভাবেহপ্। থাথাদিনোত্তরপদান্তোদাত্তত্বং॥ (১ম–১১২সূ—১৮ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

'অঙ্গিরঃ' এই পদটী আমন্ত্রিত বাক্যের বহির্ভূত। সেইজন্য আপনাকে সম্বোধন করিয়া স্তুতি বিষয়ে ঋষিকে প্রেরিত (উদ্বুদ্ধ) করিতেছেন। হে 'অঙ্গিরঃ' অঙ্গিরসের গোত্রসম্ভূত! তুমি অশ্বিদ্বয়কে স্তব কর। হে 'অশ্বিনা' অশ্বিদ্বয়! 'মনসা' মননীয় স্তোত্রের দ্বারা প্রীত হইয়া আপনারা দুই জনে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'নিরণ্যথঃ' স্তোতৃগণকে নিরন্তর আনন্দিত করিয়াছেন; অথবা, করণভূত মনের দ্বারাই রমণ করিয়াছেন। এবং 'গো-অর্ণসঃ' পণিগণ কর্ত্তৃক (লুক্কায়িত) গুহায় নিহিত গোরূপ অরণীয় ধনের 'বিবরে' বিবরণে দ্বার উদ্‌ঘাটনে প্রকাশের দ্বারা প্রকাশনের বিষয়ীভূত হইলে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের সহিত আপনারা দুইজনে অগ্রে সমস্ত দেবগণের সমীপে গমন করেন; অপিচ, 'শূরং' বীর্য্যবান্ 'মনুং' মনুকে 'ইষা' পৃথিবীতে উপ্ত যবাদি শস্যরূপ অন্নের দ্বারা (অন্ন দান করিয়া) 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'সমাবতং' সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সেই সমস্ত উতিসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

নিরণ্যথঃ। নিরময়থ—এই পদের বর্ণ-ব্যাপত্তিহেতু এই প্রকার রূপ হইয়াছে। বিবরে। 'গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে অপ্। 'থাথা' ইত্যাদি সূত্রে উত্তর-পদের অন্তোদাত্তত্ব। (১ম—১১২সূ—১৮ঋ)॥

• • •

অষ্টাদশ (১২১৪) ঋকের বিশদার্থ।

———:•—•:———

এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-পক্ষে 'অঙ্গিরঃ' পদের মর্ম্ম প্রথমেই অনুধাবনীয়। ঐ পদটীকে সম্বোধনের পদ বলিয়া গ্রহণ করায়, নূতন একটী বাক্যাংশ অধ্যাহার করিয়া আনার আবশ্যক হইয়াছে; এবং কাল-বিশেষে মনুষ্য-বিশেষের সম্বন্ধ প্রখ্যাত রহিয়াছে। ঐ একটী পদ-উপলক্ষে অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছে—'হে অঙ্গিরঃ! তুমি (দেবতার উদ্দেশে) স্তব কর।' এইরূপ 'গোঅর্ণসঃ বিবরে' পদদ্বয়-উপলক্ষেও সমস্যা দাঁড়াইয়াছে। অর্থ গৃহীত হইয়াছে,—'পণিগণ কর্ত্তৃক অপহৃত এবং গুহামধ্যে লুক্কায়িত গাভীর অন্বেষণে যাইয়া দেবগণ অগ্রে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।' এস্থলে মন্ত্রের একটী বাঙ্গালা ও একটী ইংরাজী অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতে, কি ভাবে মন্ত্রার্থ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বোধগম্য হইবে,—

(১) "হে অঙ্গিরা! (অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি কর)। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা মনের সহিত হৃষ্ট হইয়াছিলে এবং (অপহৃত) গাভীর বিবরে (সকল দেবের) অগ্রে গিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে অন্ন দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।"

(2) "Wherewith. Angirases! Ye truimphed in your heart, and onward went to liberate the flood of milk;

Wherewith ye helped the hero Manu with new strength,—come hither unto us, O Osvins, with those aids." *

---

* ইংরাজী অনুবাদক গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব তাঁহার অনুবাদের পাদটীকায় ঐ তিনটী সমস্যামূলক পদ-উপলক্ষে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে এস্থলে সে টীকা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। টীকায় দেখিতেছি 'গোঅর্ণসঃ' ও 'বিবরে' পদদ্বয়ে আর এক নূতন ভাব গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার টীকা,—

Angirases:—The text has Angiras only in the singular form, which may stand, as Ludwig remarks, for the dual.

একণে আমরা কি দৃষ্টিতে ঐ সমস্তামূলক তিনটি পদের ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং আমাদিগের ব্যাখ্যানুসারে ঐ সকল পদে কি ভাব প্রাপ্ত হই তদ্বিষয় আলোচনা করিতেছি।

প্রথমতঃ 'অঙ্গিরঃ' পদ। আমরা বলি, এখানে ঐ পদ 'অঙ্গিরসঃ' পদের ছান্দস রূপান্তর মাত্র। তদনুসারে দ্বিতীয়ার বহুবচনে 'অঙ্গিরসঃ' পদে 'জ্ঞানিনঃ' প্রতিবাক্যে আমরা 'জ্ঞানিগণকে' অর্থ গ্রহণ করি। এইরূপ, আমাদিগের দৃষ্টিতে গো এবং অর্ণস শব্দ-দ্বয়ের সংযোগে যে ভাব প্রকাশ পায়, তাহাতে 'গোঅর্ণসঃ' পদে 'জ্ঞানরূপ ধনপ্রবাহের' অর্থে আমরা ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধি করি।

এই মন্ত্রে আমরা এইরূপ প্রার্থনার ভাব প্রাপ্ত হই,—'হে অশ্বিদ্বয়! আপনাদিগের অনুকম্পা ব্যতীত মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না; আবার জ্ঞানানুশীলন না করিলে আপনাদিগের কৃপা প্রাপ্তি সুকঠিন। আপনাদিগের অনুগ্রহ-প্রভাবেই মানুষ ভগবদুপাসনাপরায়ণ হয়। আপনারাই সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যসম্পন্ন উপাসনাপরায়ণ ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকলই আপনাদিগের রক্ষণশীলতার নিদর্শন। অতএব হে রক্ষক দেবদ্বয়! দয়া করিয়া সকল রক্ষণকর্ম্মসমূহের সহিত আমাদিগের নিকটে আসুন—আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন।' (১ম—১১২সূ—১৮ঋ)॥

Wilson, following Syana, translates :—'Angiras, (praise the Asvins).' Syana, supposes the Rishi to address himself by this title. Benfey joins Angiras with the following word, making angiramanasaa :—'through affection for the Angirsses.'

The flood of milk (গোঅর্ণসঃ বিবরে):—'The cows shut up in the cave, that is, the rain-clouds prevented from pouring out water.'

উপরি উদ্ধৃত অনুবাদ এবং এই সকল পাদটীকায় লক্ষ্য করুন—এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় কত প্রহেলিকা জড়ীভূত। এক দৃষ্টিতে গাভী অপহরণের প্রসঙ্গে মন্ত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয়; অন্য দৃষ্টিতে মেঘের বৃষ্টি-জল অবরোধের বিষয় প্রখ্যাত দেখা যায়।

একোনবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। একোনবিংশী ঋক্।)

যাভিঃ পত্নীর্বিমদায় ন্যূহথুরা ঘ বা

যাভিররুণীরশিক্ষতম্।

যাভিঃ সুদাস উহথুঃ সুদেব্যং ১ তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ১৯॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। পত্নীঃ। বিহমদায়। নিহউহথুঃ। আ। ঘ। বা।

যাভিঃ। অরুণীঃ। অশিক্ষতং।

যাভিঃ। সুহদাসে। উহথুঃ। সুহদেব্যং। তাভিঃ। উঁ ইতি। সু।

ঊতিহভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং॥ ১৯॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'বিমদায়' (বিমলানন্দপ্রাপ্তায়, ভগবৎসঙ্গযুক্তায় জনায় ইত্যর্থঃ) 'বা' (বাং, যুবাং) 'পত্নীঃ' (সহচারিণীঃ সম্পত্তীন্) 'ন্যূহথুঃ' (নিতরাং প্রযচ্ছথঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অরুণীঃ' (নবীনজ্ঞানরশ্মীন্) 'আ ঘ' (সর্ব্বতো-ভাবেন) 'অশিক্ষতং' (জগতি বিকিরথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'সুদাসে' (ভগবৎসেবাপরায়ণায় জনায়) 'সুদেব্যং' (সুষ্ঠু দেবভাবং) 'উহথুঃ' (প্রযচ্ছথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্

প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ,—হে দেবৌ! যুবয়োঃ যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ ভগবৎসম্বন্ধ-যুতায় ভগবৎসেবাপরায়ণায় জনায় জ্ঞানং দেবত্বং চ প্রযচ্ছথঃ তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ সর্ব্বথা রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—১৯ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা বিমলানন্দপ্রাপ্ত ভগবৎ-সম্বন্ধযুত জনকে আপনারা সহচারী সদ্বৃত্তিসমূহকে নিত্যকাল প্রদান করিয়া থাকেন; এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা নবীন-জ্ঞানরশ্মিসমূহকে সর্ব্বতোভাবে জগতে বিকীর্ণ করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা ভগবৎসেবাপরায়ণ জনকে সুষ্ঠু দেবভাব প্রদান করেন; অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের যে রক্ষাকর্ম্ম-সমূহের দ্বারা ভগবৎসম্বন্ধযুত ভগবৎসেবাপরায়ণ জনকে জ্ঞান ও দেবত্ব প্রদান করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বথা রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—১৯ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ বিমদায়ৈতন্নাম্নে ঋষয়ে যাভিরূর্মদীভিরূতিভিঃ পত্নীঃ ভার্য্যাঃ পুরুমিত্রস্য দুহিতরং শুন্ধ্যুং। নিঃরয়াং যুবাং প্রাপিতবন্তৌ। বেতি পদপূরণঃ। তথা যাভিরূতিভি-রুরুণীররুণবর্ণা আরোচমানাঃ গাঃ আভিমুখ্যেন অশিক্ষতং। অদত্তং। তথা পিজবনপুত্রায় সুদাসে কল্যাণদানায় রাজ্ঞে সুদেব্যং প্রশস্তং ধনং যাভিরূতিভিরূহথুঃ প্রাপিতবন্তৌ তাভিরিত্যাদি গতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'বিমদায়' এই নামযুক্ত ঋষিকে 'যাভিঃ' আপনাদিগের যে উতি-সমূহের দ্বারা 'পত্নীঃ' ভার্য্যাকে—পুরুমিত্রের কন্যাকে—'ঊহথুঃ' বিশেষরূপে 'বা' আপনারা দুইজনে প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন। 'বা' এই পদটী পদপূরণের জন্য। সেই প্রকার 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'অরুণীঃ' অরুণবর্ণা আরোচমানা গরুসমূহকে আভিমুখ্যে 'অশিক্ষতং' দান করিয়াছিলেন; এবং পিজবনের পুত্র 'সুদাসে' কল্যাণ-দানকারী রাজাকে 'সুদেব্যং' প্রশস্ত ধন 'যাভিঃ' যে সকল উতিসমূহের দ্বারা 'ঊহথুঃ' প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন; 'তাভিঃ' ইত্যাদির অর্থ পূর্ব্বের ন্যায়।

পত্নীঃ। আমো বাত্তায়েন শসাদেশঃ। নূঃহথুঃ। বহ প্রাপণে। অণুসি যজাদিত্বাৎ সম্প্রসারণং। ছিন্দ্বিচনাদি। সুদাসে। শোভনং দদাতীতি সুদাঃ। অসুন্। সুদেব্যং। দিগাদিত্বাদ্যৎ (পা০ ৪৩.৫৪)। তিৎস্বরিতং ইতি স্বরিতত্বং। (১ম—১১২সূ - ১৯ঋ)॥

• . •

ঊনবিংশ (১২১১) ঋকের বিশদার্থ।

——○•○——

যে কয়েকটী পদ উপলক্ষে মন্ত্রটী জটিলতায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে; সেই পদগুলি—'পত্নীঃ' 'বিমদায়' 'অরুণী', 'সুদাসে' এবং 'সুদেব্যং'। 'পত্নীঃ' পদে 'ভার্য্যা—পুরুমিত্রের দুহিতা' এইরূপ অর্থ প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে গৃহীত হইয়াছে। 'বিমদায়' পদে 'ঋষি-বিশেষের' কল্পনা দৃষ্ট হয়। 'অরুণীঃ' পদে 'অরুণবর্ণ গাভী' অর্থ প্রচলিত। 'সুদাসে' পদে 'সুদাস' নামক ঋষির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছে। 'সুদেব্যং' পদে প্রায় সকল ব্যাখ্যাকারই 'প্রশস্ত ধন' অর্থে সঙ্গত দেখিয়াছেন। একজন ইংরাজী অনুবাদকার ঐ পদে 'সুদেবীকে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে শক্তি দ্বারা বিমদকে পত্নী সহ অরুণবর্ণ গাভী দিয়াছিলে, সুদাসকে প্রশস্ত ধন (সুদেবী) দিয়াছিলে, সেই শক্তি লইয়া আইস।' এস্থলে বিমদাই বা কে, আর সুদাসই বা কে? কেনই বা বিমদকে পত্নী এবং অরুণবর্ণ গাভী দেওয়া হইয়াছিল? আর কেনই বা সুদাসকে ধন দান করিয়াছিলেন? ইহার প্রকৃষ্ট উত্তর নাই।

যাহা হউক, আমরা কি দৃষ্টিতে ঐ সমস্যামূলক কয়েকটী পদের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথমতঃ 'পত্নীঃ' পদ। ঐ পদের সাধারণ অর্থ ভার্য্যা—সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ ধর্ম্মে, ধর্ম্মকর্ম্মে—সৎকর্ম্মে যে সহায় থাকে। সে দৃষ্টিতে আমরা 'পত্নীঃ' পদে

পত্নীঃ। অমের বাত্তায়ে শস্-আদেশ। নূঃহথুঃ। বহ-ধাতু প্রাপণ-অর্থক। অণুসে (বিভক্তি)-যজাদিত্ব-হেতু সম্প্রসারণ। ছিন্দ্বচনাদি। সুদাসে। শোভন-রূপে দান করে—এই বাক্যে সুদাঃ পদ হয়। পরে অসুন্-প্রত্যয়। সুদেব্যং। দিগাদিত্ব-হেতু 'তিৎ-স্বরিতং' ইত্যাদি সূত্রে স্বরিতত্ব (১ম—১১২সূ - ১৯ঋ)।

• . •

'সহচারিণী সদ্বৃত্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—'বিমদায়' পদ। এ পদের 'বিমলানন্দপ্রাপ্ত ভগবৎসম্বন্ধযুত ব্যক্তি' অর্থে সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হই। 'অরুণীঃ' পদে 'নবীনজ্ঞানরশ্মি' অর্থের যৌক্তিকতা দৃষ্ট হয়। 'সুদাসে' পদে 'সু-দাসে—ভগবৎসেবাপরায়ণ ব্যক্তিকে' অর্থ-গ্রহণে ভাবসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়াছি। 'সুদেব্যং' পদে 'সুষ্ঠু দেবভাব' অর্থেরই যৌক্তিকতা এস্থলে লক্ষিত হয়।

এই প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয়—মন্ত্রটী দেবমাহাত্ম্যখ্যাপক এবং প্রার্থনা-জ্ঞাপক। দেবদ্বয়ের মাহাত্ম্য—'যে ব্যক্তি ভগবৎসেবাপরায়ণ; যে ব্যক্তি ভগবৎসেবায়—সৎকর্ম্মের সাধনায় উপভোগ্য বিমলানন্দ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে দেবদ্বয় সৎকর্ম্মের সহচারিণী সদ্বৃত্তির সঞ্চার করেন।' প্রার্থনা—'হে দেবদ্বয় আমাদিগের হৃদয়ে সৎকর্ম্মের সহচারিণী সদ্বৃত্তির সঞ্চার করিয়া দিউন; সত্ত্বভাব—দেবভাব—প্রদান করিয়া, আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন।' (১ম—১১২সূ—১৯ঋ) ॥

—•—

বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। বিংশী ঋক্।)

যাভিঃ শন্তাতী ভবথো দদাশুষে ভুজ্যুং

যাভিরবথো যাভিরধ্রিগুম্।

ওম্যাবতীং সুভরামৃতস্তুভং তাভিরূ ষু

উতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ২০ ॥

পদ-বিশ্লেষণং ।

যাভিঃ । শন্তাতী ইতি শংঽতাতী । ভবথঃ । দদাশুষে । ভুজ্যুং ।

যাভিঃ । অবথঃ । যাভিঃ । অধ্রিঽগুং ।

ওম্যাঽবতীং । সুঽভরাং । ঋতঽস্তুভং । তাভিঃ । ঊঁ ইতি । সু ।

ঊতিঽভিঃ । অশ্বিনা । আ । গতং ॥ ২০ ॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা ।

হে দেবৌ ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'দদাশুষে' (উপাসকায়) 'শন্তাতী' (সুখপ্রদাতারৌ ভবথঃ) ; তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ভুজ্যুং' (ভজনশীলং) 'অবথঃ' (রক্ষথঃ) ; অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অধ্রিগুং' (দেবানাং দেবভাবানাং বা ধারকং রক্ষকং বা) 'ঋতস্তুভং' (সত্যভাষণশীলং, সত্যপরায়ণং জনং ইত্যর্থঃ) 'ওম্যাবতীং' (সুখপ্রদাং 'সুভরাং' (সুষ্ঠুভৃতিং, সুষ্ঠু উপাসনাপদ্ধতিং ইত্যর্থঃ) প্রাপয়থঃ ; 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধি-বহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং,—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়া ভাবঃ—হে দেবৌ ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ উপাসকায় পরমং ধনং প্রযচ্ছথঃ তথা সত্যপরায়ণঃ জনঃ সুখপ্রদাং উপাসনাপদ্ধতিং প্রাপ্নোতি, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং । (১ম—১১২সূ—২০ঋ) ।

• • •

বঙ্গানুবাদ ।

হে দেবদ্বয় ! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা উপাসককে সুখপ্রদাতা হয়েন, এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা ভজনশীলকে রক্ষা করেন ; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা দেবভাবসমূহের রক্ষক সত্যপরায়ণ জনকে সুখ-প্রদ উপাসনাপদ্ধতি প্রাপ্ত করেন ; অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে দেব-দ্বয় ! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন । (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেব-দ্বয় ! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা উপাসককে পরম ধন প্রদান করেন, এবং সত্যপরায়ণ জন সুখপ্রদ উপাসনাপদ্ধতি প্রাপ্ত হয়, সেই রক্ষা সমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন ।) ॥ (১ম—১১২সূ—২০ঋ) ॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ সদাশুবে হবীংষি দত্তবতে যজমানায় যাভিরূতিভিঃ শন্তাতী সুখস্য কর্ত্তারৌ ভবথঃ। যাভিশ্চোতিভির্ভুজ্যুং তুগ্রস্য পুত্রমবথঃ। যাভিশ্চাধ্রিগুং। অধ্রিগুর্দ্দেবানাং শমিতা। অধ্রিগুশ্চাপশ্চ উভৌ দেবানাং শমিতারাবিতি শ্রুতেঃ (ঐ০ ব্রা০ ২।৭)। অপিচ ঋতস্তুভং। ঋতং সত্যং স্তোতৃত্বোচ্চারয়তীত্যৃতস্তুপ্‌। এতৎসংজ্ঞমৃষিং। ওম্যাবতীং। ওম ইতি সুখনাম। তদ্বুক্তাং সুভরাং সুখেন ভরণীয়ামিষং যাভিরূতিভিঃ প্রাপয়থঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং॥

শন্তাতী। শিবশমরিষ্টস্য করে (পা০ ৪।৪।১৪৩) ইতি তাতিল্‌-প্রত্যয়ঃ। লিতীতি প্রত্যয়াৎ পূর্ব্বস্যোদাত্তত্বং। সদাশুবে। দাশৃ দানে। লিটঃ ক্বসুঃ। বসোঃ সম্প্রসারণমিতি সম্প্রসারণং। শাসিবসিঘসীনাং চেতি ষত্বং। (১ম—১১২সূ—২০ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে ষট্‌ত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩৬॥

বিংশ (১২১৬) ঋকের বিশদার্থ।

—•‡§×§‡•—

মন্ত্রটী দেবতার নিত্যসত্য-মাহাত্ম্য-খ্যাপক এবং প্রার্থনা-জ্ঞাপক। যিনি দেবভাবের ভজনা করেন, সদা সৎকর্ম্মে মতিমান্‌ থাকিয়া যিনি দেবভাবের মহিমা প্রচার করেন, যিনি সতত দেবতার—দেব ভাবের—উপাসনায় রত; সেই সৎ এবং সত্ত্বভাবানুরাগী ব্যক্তিকে

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'সদাশুবে' হবিঃসমূহ-দানকারী যজমানের জন্য 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'শন্তাতী' সুখের কর্ত্তা হয়েন; 'যাভিঃ' এবং যে উতিসমূহের দ্বারা 'ভুজ্যুং' তুগ্রের পুত্রকে 'অবথঃ' রক্ষা করিয়াছেন; 'যাভিঃ' আরও, যে উতিসমূহের দ্বারা 'অধ্রিগুং' দেবতাদিগের শমিতাকে। শ্রুতি আছে,—'অধ্রিগুশ্চাপশ্চ উভৌ দেবানাং শমিতারৌ' (ঐ০ ব্রা০ ২।৭) ইত্যাদি; অর্থাৎ অধ্রিগু ও অপ উভয় দেবতাদিগের শমিতা। অপিচ, 'ঋতস্তুভং' (ঋতং সত্যকে স্তোত্তৃত্ব উচ্চারণ করেন—এই বাক্যে ঋতস্তুপ্‌ শব্দ হয়) এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে 'ওম্যাবতীং' (ওম—এই শব্দ সুখের নাম) সুখযুক্ত ও 'সুভরাং' সুখে ভরণীয় 'ইষং' ইষকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা পাওয়াইছেন। 'তাভিঃ' সেই সকল উতিসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

শন্তাতী। 'শিবশমরিষ্টস্য করে' (পা০ ৪।৪।১৪৩) ইত্যাদি সূত্রে তাতিল্‌-প্রত্যয়। লিতি—এই প্রত্যয়-হেতু পূর্ব্বের উদাত্তত্ব। সদাশুবে। দাশৃ-ধাতু দানার্থক। লিটের উত্তর ক্বসু-প্রত্যয়। 'বসোঃ সম্প্রসারণং' ইত্যাদি সূত্রে সম্প্রসারণ। 'শাসিবসিঘসীনাঞ্চ' ইত্যাদি সূত্রে ষত্ব হইয়াছে। (১ম—১১২সূ—২০ঋ)॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের ছত্রিশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৩৬॥

দেবতাই রক্ষা করেন। ঐটুকুই দেবতার মাহাত্ম্য। যাহার হৃদয়ে দেবভাবের—সত্ত্বভাবের—কণামাত্র উদ্রেক হইয়াছে, রক্ষণশীল দেবগণ—দেবভাবসমূহ—তাহাকেই রক্ষা করেন। দেবতার রক্ষণশীলতার ইহাই আদর্শ। এই মন্ত্রের প্রার্থনায় তাই বলা হইতেছে,—'হে দেবদ্বয়! ভজনশীল সত্যপরায়ণ উপাসককে যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন; সেই রক্ষাকর্ম্মপ্রভাবে আমাদিগেরও পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন।' যে দৃষ্টিতে আমরা এই মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, তদনুসারে মন্ত্রে উক্তবিধ প্রার্থনার ভাবই প্রাপ্ত হই।

প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে কিন্তু দেখিতেছি, মন্ত্রান্তর্গত 'ভুজ্যুং', 'অধ্রিগুং', 'ঋতস্তুভং' প্রভৃতি কয়েকটী পদে, ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা স্থান প্রাপ্ত হওয়ায়, মন্ত্রে অন্যপ্রকার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—'যে প্রকারে আপনারা ভুজ্যুকে, অধ্রিগুকে এবং ঋতস্তুভকে রক্ষা করিয়াছেন, সেই প্রকারে আমাদিগকে রক্ষা করুন।' কিন্তু সেই প্রকার অর্থে ভাবের যে অসামঞ্জস্য থাকে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋকের ব্যাখ্যাতেই তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। (১ম—১১২সূ—২০ঋ)॥

—•—

একবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। একবিংশী ঋক্।)

যাভিঃ কৃশানুমসনে দুবস্যথো জবে

যাভির্যূনো অর্বন্তমাবতম্।

মধু প্রিয়ং ভরথো যৎসরড্‌ভ্যস্তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্॥ ২১॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। কৃশানুং। অসনে। দুবস্যথঃ। জবে।

যাভিঃ। যূনঃ। অর্ব্বন্তং। আবতং।

মধু। প্রিয়ং। ভরথঃ। যৎ। সরট্ভ্যঃ। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতম্॥ ২১॥

• . •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'জবে' (ভীষণে) 'অসনে' (সংসারসংগ্রামে) 'কৃশানুং' (অনলং, তেজঃ, জ্ঞানং, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং ইত্যর্থঃ) 'দুবস্যথঃ' (রক্ষথঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'যূনঃ' (তরুণস্য, উদ্দামপ্রকৃতেঃ যুবকস্য, যথা—তরুণং) 'অর্ব্বন্তং' (পাপং, যথা—পাপাৎ) 'আবতং' (বিদূরয়থঃ, যথা—রক্ষণঃ); তথা 'যৎ' (যস্মাৎ) 'সরড্ভ্যঃ' (মধুমক্ষিকাভ্যঃ, সত্যানুসন্ধানপরেভ্যঃ) 'প্রিয়ং' (আদরণীয়ং, অভীপ্সিতং) 'মধু' (মধুররসং, সত্ত্বং) 'ভরথঃ' (সম্পাদয়থঃ, প্রযচ্ছথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যং প্রযচ্ছথঃ, পাপাৎ রক্ষথঃ, সত্ত্বং চ দত্তঃ, তাভিঃ রক্ষাকর্ম্মভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং॥ (১ম—১১২সূ—২১ঋ)॥

• . •

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা, ভীষণ সংসার-সংগ্রামে তেজকে, সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে, জ্ঞানকে আপনারা রক্ষা করেন; এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা তরুণের উদ্দাম-প্রকৃতি যুবকের পাপকে দূর করেন, (অথবা, উদ্দাম-প্রকৃতি যুবককে পাপ হইতে রক্ষা করেন); এবং যেহেতু মধুমক্ষিকাসমূহে প্রিয় মধুররস প্রদান করেন (অথবা, সত্যানুসন্ধানপর জনের নিমিত্ত মধুর সত্ত্ব প্রদান করেন); অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে

সুষ্ঠুরূপে আপনারা আগমন করুন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সৎকর্ম্মসাধনসামর্থ্যকে প্রদান করেন, পাপ হইতে রক্ষা করেন, এবং সত্ত্বকে প্রদান করেন; সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—২১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং

স্বানাদিষু সোমপালেষু মধ্যে কৃশানুরেকঃ সোমপালঃ। তথা চ তৈত্তিরীয়কং—হস্তসুহস্তকৃশানবঃ। তে বঃ সোমক্রয়ণাঃ (তৈ০ স০ ১।২।৭) ইতি। তং কৃশানুমসনে। ইষবোঽস্যন্তেঽস্মিন্নিত্যসনঃ সংগ্রামঃ। তস্মিন্ সংগ্রামে হে অশ্বিনৌ যাভিরূতিভির্দিদ্যুথঃ। রক্ষথঃ। তথা যাভিশ্চ জবে বেগে প্রবৃত্তং যূনস্তরুণস্য পুরুকুৎসস্যার্ব্বন্তমশ্বমাবতং। অরক্ষতং। অপিচ। যন্মধু ক্ষৌদ্রং প্রিয়ং সর্ব্বেষামনুকূলবেদ্যং তৎ সরড্‌ভ্যো মধুমক্ষিকাভ্যো যাভিশ্চোতিভির্ভরথঃ। সম্পাদয়থঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানুপাগচ্ছতং।

অসনে। অসু ক্ষেপণে। করণাধিকরণয়োশ্চেত্যধিকরণে ল্যুট্। সরড্‌ভ্যঃ। সৃ গতৌ। সর্ত্তেরটিঃ॥ (১ম—১১২সূ—২১ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

স্বানাদিগণের মধ্যে—সোমপালগণের মধ্যে—কৃশানু এক সোমপাল। এই বিষয় তৈত্তিরীয়কে আছে; যথা—'হস্তসুহস্তকৃশানবে তে বঃ সোমক্রয়ণাঃ' (তৈ০ স০ ১।২।৭) ইত্যাদি। সেই 'কৃশানুং' কৃশানুকে 'অসনে'—ইষবঃ অস্যন্তে অস্মিন্—ইষুসকল ইহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে—এই বাক্যে অসনঃ পদে সংগ্রাম বুঝায়। তাহাতে হে অশ্বিদ্বয়! 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'দিদ্যুথঃ' রক্ষা করেন; আরও, 'যাভিঃ' যে উতি-সমূহের দ্বারা 'জবে' বেগে প্রবৃত্ত 'যূনঃ' যুবক পুরুকুৎসের 'অর্ব্বন্তং' অশ্বকে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন। অপিচ, 'যৎ' যে 'মধু' ক্ষৌদ্র 'প্রিয়ং' সকলের অনুকূলবেদ্য, তাহা 'সরড্‌ভ্যঃ' মধুমক্ষিকাদিগের জন্য যে উতিসমূহের দ্বারা 'ভরথঃ' ভরণ করেন অর্থাৎ সম্পাদন করেন; 'তাভিঃ' সেই সকল 'উতিভিঃ' পালন-সমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

অসনে। অসু-ধাতু ক্ষেপণ-অর্থক। 'করণাধিকরণয়োশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অধিকরণে ল্যুট। সরড্‌ভ্যঃ। সৃ-ধাতু গত্যর্থক। 'সর্ত্তেরটিঃ' ইত্যাদি ঔণাদিক সূত্রে ঐ পদ বিহিত হয়। (১ম—১১২সূ—২১ঋ)॥

• • •

একবিংশ (১২১৭) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের অন্তর্গত 'কৃশানুং', 'অসনে', 'জবে', 'যূনঃ', 'অর্ব্বন্তং', 'মধু' এবং 'সরড্ভ্যঃ' প্রভৃতি পদের মর্ম্ম অনুধাবনীয়। ঐ কয়েকটী পদের মধ্যেই মন্ত্রার্থের সুষ্ঠুভাব নিবদ্ধ রহিয়াছে। প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে ঐ সকল পদের যে অর্থ গৃহীত হইয়া মন্ত্রার্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে শক্তি দ্বারা কৃষানুকে (কৃশানুং) যুদ্ধস্থলে (অসনে) রক্ষা করিয়াছিলে, এবং যে শক্তির দ্বারা যুবক পুরুকুৎসের (যূনঃ) অশ্বকে (অর্ব্বন্তং) ক্ষিপ্রগামী (জবে) করিয়াছিলে; অপিচ, যে শক্তি দ্বারা মধুমক্ষিকাগণকে (সরড্ভ্যঃ) তাহাদিগের পানীয় মধু (মধু) প্রদান করিয়াছিলে; সেই শক্তির সহিত আইস।'

আমরা কি ভাবে, কি দৃষ্টিতে ঐ কয়েকটী পদের মর্ম্ম গ্রহণ-পক্ষে চেষ্টা পাইয়াছি; তাহা আমাদিগের মর্ম্মানুসারিণী ব্যাখ্যায় এবং বঙ্গানুবাদেই বোধগম্য হইবে। মন্ত্রটীতে একদিকে, দেবতার সুষ্ঠু রক্ষণশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে; অন্যদিকে, দেবতার রক্ষাকর্ম্মসমূহ লাভের জন্য উপাসকের প্রার্থনা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। দেবতার রক্ষণশীলতার পরিচয়,—ভীষণ সংসার-সংগ্রামে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন, সৎকর্ম্ম-সাধনসামর্থ্য হারাইয়া অবনতির পথে প্রধাবিত হয়, দেবতাই তখন মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানের উন্মেষ করিয়া মানুষকে উদ্ধার করেন। উদ্দাম-প্রকৃতি যুবক যখন, ভীষণ মোহময় যৌবনের উন্মেষে মনঃস্থৈর্য্য রক্ষণ করিতে অক্ষম হইয়া, পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতে থাকে, দেবতাই তখন হৃদয়ে প্রশান্ত ভাবের সঞ্চার করিয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জমান্ যুবককে রক্ষা করিয়া থাকেন। সত্ত্বভাবের অন্বেষণের চেষ্টায় বিফলমনোরথ সত্ত্বানুসন্ধানতৎপর জনগণ যখন বিষণ্ণ হইয়া পড়েন, দেবতাই তখন তাঁহাদিগের আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় সত্ত্বভাব প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। এই তো দেবতার রক্ষণশীলতার পরিচয়। মন্ত্রের প্রার্থনা,—'হে রক্ষণশীল দেবদ্বয়! আপনারা দিগের সর্ব্ববিধ রক্ষণশীল ক্ষমতা লইয়া আসুন! আপনাদিগের রক্ষা-কর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিধান করুন।' (১ম—১১২সূ—২১ঋ)।

দ্বাবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। দ্বাবিংশী ঋক্।)

যাভির্নরং গোষুযুধং নৃষাহে ক্ষেত্রস্য সাতা

তনয়স্য জিন্বথঃ।

যাভী রথাঁ অবথো যাভিরর্ব্বতস্তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২২ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। নরং। গোষুযুধং। নৃসহে। ক্ষেত্রস্য। সাতা।

তনয়স্য। জিন্বথঃ।

যাভিঃ। রথান্। অবথঃ। যাভিঃ। অর্ব্বতঃ। তাভিঃ। ঊঁ ইতি। সু।

ঊতিভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং ॥ ২২ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

হে দেবৌ! 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ 'নৃষাহে' (নৃভিঃ সোঢ়ব্যে সংগ্রামে, রিপুভিঃ সহ বিষয়ে সংগ্রামে) 'ক্ষেত্রস্য তনয়স্য' (ক্ষেত্রোৎপন্নস্য ভগবৎপ্রদত্তস্য জ্ঞানস্য) 'সাতা' (লাভয়ে, রক্ষার্থং) 'গোষুযুধং' (জ্ঞানকিরণানি লাভায় যুদ্ধপ্রবৃত্তং) 'নরং' (নেতারং, সৎকর্ম্মপরায়ণান্) 'জিন্বথঃ' (প্রীণয়থঃ, রক্ষথঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'রথান্' (কর্ম্মাণি) 'অবথঃ' (রক্ষথঃ); তথা 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'অর্ব্বতঃ' (সাধকান্) মনুষ্যান্ রক্ষথঃ; 'অশ্বিনা' (সৎকর্ম্মাধিপতিকর্ম্মসাধনাপরৌ হে দেবৌ!) 'তাভিঃ'

(প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'উ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ ঊতিভিঃ বিষমে সংসার-সংগ্রামে শ্রেষ্ঠপুরুষায় পরমার্থসম্বন্ধিনং জ্ঞানং রক্ষথঃ, মনুষ্যান্ পাপাৎ পরিত্রায়থঃ, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ রক্ষতং—পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—২২ঋ)॥

•.•

বঙ্গানুবাদ।

হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা রিপুগণের সহিত বিষম সংগ্রামে, ক্ষেত্রোৎপন্ন ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞানের রক্ষার জন্য, জ্ঞানকিরণসমূহ লাভে যুদ্ধপ্রবৃত্ত নেতৃগণকে (সৎকর্ম্মপরায়ণগণকে) প্রীত করেন—রক্ষা করেন; এবং যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা কর্ম্মসমূহ রক্ষা করেন; আর যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা পাপ হইতে মনুষ্যগণকে রক্ষা করেন; অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা বিষম সংসার-সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ-পুরুষের জন্য পরমার্থ-সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে রক্ষা করেন, মনুষ্যদিগকে পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন; সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—২২ঋ)॥

•.•

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ গোষুযুধং গোবিষয়ং যুদ্ধং কুর্ব্বন্তং নরং যজ্ঞস্য নেতারং যজমানং যাভিরূতিভিঃ নৃষাহ্যে নৃভিঃ সোঢব্যে সংগ্রামে জিম্বথঃ প্রীণয়থঃ। রক্ষথ ইত্যর্থঃ। তথা ক্ষেত্রস্য গৃহাদিরূপস্য। তনয়শব্দো ধনবাচী। তনয়স্য ধনস্য চ সাতা সাতয়ে সম্ভজনার্থং যাভিরূতিভির্যজমানং রথান্ যাভিশ্চ যজমানাং রক্ষথঃ। তদীয়ানর্ব্বতোঽশ্বাংশ্চ যাভিরবথঃ। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপ্যাগচ্ছতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'গোষুযুধং' গোবিষয়ে যুদ্ধকারী 'নরং' যজ্ঞের নেতা যজমানকে 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা 'নৃষাহ্যে' মনুষ্যগণের সোঢ়ব্য সংগ্রামে 'জিম্বথঃ' প্রীত করিয়াছেন অর্থাৎ রক্ষা করিয়াছেন; এবং 'ক্ষেত্রস্য' গৃহাদিরূপের (তনয়-শব্দ ধনবাচী) 'তনয়স্য' ধনেরও 'সাতা' সম্ভজনের জন্য 'যাভিঃ' যে ঊতিসমূহের দ্বারা যজমানকে রক্ষা করিয়াছেন; এবং 'যাভিঃ' যাহা দ্বারা যজমানগণের রথগুলি রক্ষা করিয়াছেন; এবং তদীয় 'অর্ব্বতঃ' অশ্বসমূহকে 'যাভিঃ' যাহা দ্বারা 'অবথঃ' রক্ষা করিয়াছেন; 'তাভিঃ' সেই সমস্ত ঊতিসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও আগমন করুন।

গোষুযুধং। যুধ সম্প্রহারে। গোষু যুধ্যত ইতি গোষুযুৎ। তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিত্যলুক্। নৃষাহ্যে। ষহ মর্ষণে। শকিসহোশ্চেতি যৎ। অন্যেষামপি দৃশ্যত ইতি সাংহিতিকো দীর্ঘঃ। কৃদুত্তরপদপ্রকৃতিস্বরত্বং। সাতা। বনষণসম্ভক্তৌ। ভাবে ক্তিন্। জনসনখনাং সঞ্ঝলোরিত্যাত্বং। ঊতিযূতীত্যাদিনা ক্তিন উদাত্তত্বং নিপাতিতং। সুপাং সুলুগিতি চতুর্থ্যা ডাদেশঃ। জিন্বথঃ। জিবি প্রীণনার্থঃ। ভৌবাদিকঃ। ইদিত্বান্নুম্। রথান্। দীর্ঘাদটি সমানপাদ ইতি নকারস্য রুত্বং। আতোঽটি নিত্যমিতি সানুনাসিক আকারঃ। (১ম—১১২সূ—২২ঋ)।

দ্বাবিংশ (১২১৮) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের 'গোষুযুধং', 'ক্ষেত্রস্য', 'তনয়ায়' এবং 'অর্ব্বতঃ' প্রভৃতি পদ উপলক্ষে যে প্রকার অর্থ ভাষ্যে এবং প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে ভাব দাঁড়াইয়াছে,—'হে অশ্বিদ্বয়! যে উপায়ের দ্বারা গো-লাভের জন্য যুদ্ধকালে রক্ষা কর, ক্ষেত্র-লাভের জন্য সহায়তা কর, এবং রথ ও অশ্বসমূহ রক্ষা কর; সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।' এই প্রকার ব্যাখ্যা হইতে মনে হয়,—গরু এবং ক্ষেত্র-সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তির সহিত অপরের বিবাদ হইয়াছিল; আর সে বিবাদে অশ্বিদ্বয় তাহার রথ এবং অশ্ব রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং গরু ও ক্ষেত্র লাভ-পক্ষে তাহার সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রচলিত অর্থে 'তনয়ায়' পদ-উপলক্ষে আর এক ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা,—'হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তনয়-লাভে সহায়তা কর।' যাঁহারা গরু, ক্ষেত্র, রথ ও অশ্ব প্রভৃতির লাভপক্ষে সাহায্যকারী, তাঁহারাই পুত্রলাভের জন্যও সহায়তা করিবেন। ইহাই হইল—মন্ত্রের প্রচলিত অর্থের মর্ম্ম।

গোষুযুধং। যুধ-ধাতু সম্প্রহারার্থক। গোসকলে যুদ্ধ করিতেছে—এই বাক্যে গোষুযুৎ শব্দ হয়। 'তৎপুরুষে কৃতিবহুলং' ইত্যাদি সূত্রে অলুক্। নৃষাহ্যে। ষহ-ধাতু মর্ষণার্থক। 'শকিসহোশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে যৎ। 'অন্যেষামপি দৃশ্যতে' ইত্যাদি সূত্রে সংহিতা-সম্বন্ধীয় দীর্ঘত্ব। কৃতের উত্তরপদ প্রকৃতিস্বরত্ব। সাতা। বন ও ষণ-ধাতু সম্ভোগার্থক। ভাবে ক্তিন্-প্রত্যয়। 'জনসনখনাং সঞ্ঝলোঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্ব হইয়াছে। 'ঊতিযূতি' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিন্ উদাত্তত্ব ও নিপাতনে সিদ্ধ হইয়াছে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে চতুর্থী বিভক্তিতে ডা আদেশ হইয়াছে। 'জিন্বথঃ' জিবি ধাতু প্রীণনার্থক। ভ্বাদিগণীয়। ইদিৎ হেতু নুম। রথান্। 'দীর্ঘাদটি সমানপাদে' ইত্যাদি সূত্রে ন-কারের রুত্ব। 'আতোঽটি নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে সানুনাসিক আকার হইয়াছে।২২।

একণে আমরা কি দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের মর্ম্ম-গ্রহণ-পক্ষে প্রয়াস পাইয়াছি, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। প্রথমতঃ, 'গোষুযুধং' পদ। ঐ পদে আমরা 'জ্ঞানকিরণলাভের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত' অর্থে ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধি করি। দ্বিতীয়তঃ 'ক্ষেত্রস্য তনয়স্য' পদদ্বয়। আমরা ঐ দুইটী পদের অর্থে 'ক্ষেত্রোৎপন্ন—ভগবৎপ্রদত্ত জ্ঞানের' ভাব গ্রহণ করিয়াছি। 'অর্ব্বতঃ' পদে 'পাপ হইতে' অর্থের যৌক্তিকতা দৃষ্ট হয়। এইরূপে এই মন্ত্রে আমরা ভাব প্রাপ্ত হই,—'বিষম রিপু-সংগ্রামে দেবতা মানুষকে রক্ষা করেন, ক্ষেত্রোৎপন্ন—হৃদিসঞ্জাত জ্ঞানের সংরক্ষণে দেবতা সহায় হয়েন, জ্ঞানকিরণলাভাকাঙ্ক্ষী সৎকর্ম্ম-পরায়ণ জনগণকে দেবতাই জ্ঞানকিরণদানে প্রীত করেন এবং দেবগণের কৃপাবলেই মনুষ্যগণ পাপ হইতে উদ্ধার লাভ করে।' এই সমস্তই দেবতায়—দেবতাদ্বয়ের—রক্ষাকর্ম্মসমূহের নিদর্শন। প্রার্থনা-পক্ষে ভাব এই যে,—'হে অন্তর্ব্ব্যাধিবহির্ব্ব্যাধিনাশকারী দেবদ্বয়! আপনাদিগের সর্ব্ববিধ রক্ষণক্ষমতা লইয়া আসুন্। আসিয়া সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—আমাদিগের পরিত্রাণের উপায় বিহিত করুন।' (১ম—১১২সূ—২২ঋ)।

— — • ——

ত্রয়োবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। ত্রয়োবিংশী ঋক্।)

যাভিঃ কুৎসমার্জ্জুনেয়ং শতক্রতূ প্র তুর্ব্বীতিং

প্র চ দভীতিমাবতম্।

যাভির্ধ্বসন্তিং পুরুষন্তিমাবতং তাভিরূ ষু

ঊতিভিরশ্বিনা গতম্ ॥ ২৩ ॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

যাভিঃ। কুৎসং। আর্জ্জুনেয়ং। শতক্রতু ইতি শতঽক্রতু। প্র। তুর্বীতিং।

প্র। চ। দভীতিং। আবতং।

যাভিঃ। ধ্বসন্তিং। পুরুঽসন্তিং। আবতং। তাভিঃ। ঊং ইতি। সু।

ঊতিঽভিঃ। অশ্বিনা। আ। গতং॥ ২৩॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'শতক্রতু' (অশেষসৎকর্ম্মকারিণৌ অশেষসৎকর্ম্মকারকৌ বা হে দেবৌ) 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'কুৎসং' (নিন্দনীয়ং জনং) 'আর্জ্জুনেয়ং' (ভগবতঃ সম্বন্ধযুতং—কৃত্বা ইতি যাবৎ) 'প্র আবতং' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষথঃ), তথা 'তুর্বীতিং' (হিংস্রকং) 'দভীতিং' (দম্ভপরায়ণং জনং) 'চ' (ভগবৎসম্বন্ধযুতং চ কৃত্বা) 'প্র আবতং' (প্রকৃষ্টরূপেণ রক্ষথঃ); অপিচ, 'যাভিঃ' (ঊতিভিঃ) 'ধ্বসন্তিং' (ধ্বংসোন্মুখং জনং) 'পুরুসন্তিং' (বহুধনং—প্রদত্ত্বা ইতি যাবৎ) 'আবতং' (রক্ষথঃ); 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধি-নাশকৌ হে দেবৌ) 'তাভিঃ' (প্রসিদ্ধাভিঃ) 'ঊতিভিঃ' (রক্ষাকর্ম্মভিঃ) 'ঊ সু' (সর্ব্বতোভাবেন সুষ্ঠুরূপেণ) 'আগতং' (আগচ্ছতং—অস্মান্ প্রাপ্নুতং)। প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যাভিঃ ঊতিভিঃ নিন্দনীয়ং ধ্বংসোন্মুখং জনং পরমধনদানেন রক্ষথঃ, তাভিঃ ঊতিভিঃ অস্মান্ রক্ষতং-পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—২৩ঋ)॥

• • •

বঙ্গানুবাদ।

অশেষসৎকর্ম্মকারী অথবা অশেষসৎকর্ম্মকারক হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা নিন্দনীয় জনকে ভগবানের সম্বন্ধযুত করিয়া প্রকৃষ্ট-রূপে রক্ষা করেন; এবং হিংস্র দম্ভপরায়ণ জনকে ভগবানের সম্বন্ধযুত করিয়া প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করেন; অপিচ, যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ জনকে বহুধন প্রদান করিয়া রক্ষা করেন; অন্তর্ব্যাধি-বাহির্ব্যাধিনাশক হে দেবদ্বয়! সেই প্রসিদ্ধ রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠুরূপে আগমন করুন—আমাদিগকে প্রাপ্ত হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! যে রক্ষাকর্ম্মসমূহের

দ্বারা নিন্দনীয় হিংসুক ধ্বংসোন্মুখ জনকে পরমধন দানে রক্ষা করেন, সেই রক্ষাকর্ম্মসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—২৩ঋ)।

• • •

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে শতক্রতু বহুবিধকর্ম্মণাবশ্বিনৌ। আর্জ্জুনেয়ং। অর্জ্জুন ইতীন্দ্রস্য নাম। তথা চ বাজসনেয়কং—এতদ্বা ইন্দ্রস্য গুহ্যং নাম যদর্জ্জুন ইতি। তস্য পুত্রং কুৎসং যাভিরূতিভিঃ প্রাবতং। প্রকর্ষেণারক্ষতং। তথা তুর্বীতিং দভীতিং চ যাভিরূতিভিঃ প্রাবতং। অপিচ। যাভির্ধ্বসন্তিমেতৎসংজ্ঞং পুরুষন্তিমেতন্নামানং চ ঋষিমাবতং। অরক্ষতং। তাভিঃ সর্ব্বাভিরূতিভিঃ সহাস্মানপি সুষ্ঠ্বাগচ্ছতং॥

আর্জ্জুনেয়ং। শুভ্রাদিভ্যশ্চ (পা০ ৪।১।১২৩) ইতি চশব্দোঽনুক্তসমুচ্চয়ার্থ ইত্যুক্তত্বাৎ ঢক্। তুর্বীতিং। তুর্ব্বী হিংসার্থঃ। শত্রূংস্তুর্বতীতি তুর্বীতিঃ। ঔণাদিক ঈতি প্রত্যয়ঃ। দভীতিং। দম্ভু দম্ভে। ঔণাদিকঃ কীতি প্রত্যয়ঃ। ধ্বসন্তিং। ধ্বংসু গতৌ চ। ঔণাদিকো ঝিচ্ প্রত্যয়ঃ। অনিদিতামিতি ন-লোপঃ। ঝোঽন্তঃ। পুরুষন্তিং। পুরু সনোতি দদাতীতি পুরুষন্তিঃ। ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়ামিতি ক্তিচ্। ন ক্তিচি দীর্ঘশ্চেত্যনুনাসিক লোপ উপধা দীর্ঘয়োর্নিষেধঃ॥ (১ম—১১২সূ—২৩ঋ)॥

• • •

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে 'শতক্রতু' বহুবিধকর্ম্মকারী অশ্বিদ্বয়! 'আর্জ্জুনেয়ং' অর্জ্জুন—এইটী ইন্দ্রের নাম। এই বিষয়ে বাজসনেয়ক; যথা,—'এতদ্বা ইন্দ্রস্য গুহ্যং নাম যদর্জ্জুনঃ'—ইত্যাদি; অর্থাৎ, অর্জ্জুন—ইন্দ্রের একটী গুহ্য নাম। তাঁহার পুত্র 'কুৎসং' কুৎসকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'প্রাবতং' প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং 'তুর্বীতিং' তুর্বীতিকে এবং 'দভীতিং' দভীতিকে 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'প্রাবতং' প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন; অপিচ, 'যাভিঃ' যে উতিসমূহের দ্বারা 'ধ্বসন্তিং' এতৎসংজ্ঞক ঋষিকে এবং 'পুরুষন্তিং' এতন্নামক ঋষিকে 'আবতং' রক্ষা করিয়াছিলেন; 'তাভিঃ' সেই সকল 'উতিভিঃ' পালনসমূহের সহিত আমাদিগের প্রতিও সুষ্ঠুভাবে 'আগতং' আগমন করুন।

আর্জ্জুনেয়ং। 'শুভ্রাদিভ্যশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে 'চ' শব্দ 'অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থঃ' ইত্যাদি উক্তি-হেতু ঢক্-প্রত্যয়। তুর্বীতিং। তুর্ব্বী-ধাতু হিংসার্থক। শত্রুকে তুর্ব্ব করে—এই বাক্যে তুর্বীতি পদ হয়। ঔণাদিক্ ঈতি প্রত্যয়। দভীতিং। দম্ভু-ধাতু দম্ভার্থক। ঔণাদিক কীতি-প্রত্যয়। ধ্বসন্তিং। ধ্বংসু-ধাতু গত্যর্থক। ঔণাদিক ঝিচ্-প্রত্যয়। 'অনিদিতাং' ইত্যাদি সূত্রে নকার-লোপ ঝোঽন্ত। পুরুষন্তিং। পুরু সনোতি অর্থাৎ দান করে—এই বাক্যে পুরুষন্তিঃ পদ হয়। 'ক্তিচ্ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং' ইত্যাদি সূত্রে ক্তিচ্। 'নক্তিচি দীর্ঘশ্চ' ইত্যাদি সূত্রে অনুনাসিকের লোপ এবং উপধার দীর্ঘত্ব নিষেধ॥ ২৩॥

• • •

ত্রয়োবিংশ (১২১৯) ঋকের বিশদার্থ।

—•‡§×§‡•—

যে কয়েকটী পদ-উপলক্ষে এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা জটিলতাপূর্ণ হইয়া আছে; সেই পদ-কয়েকটী—'কুৎসং', 'আর্জ্জুনেয়ং', 'তুর্ব্বীতিং', 'দভীতিং', 'ধ্বসন্তিং' এবং 'পুরুষন্তিং।' সকল ব্যাখ্যাকারই ঐ পদ-কয়েকটী উপলক্ষে ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রচলিত ব্যাখ্যাদিতে মন্ত্রের অর্থ দাঁড়াইয়াছে,—

> "হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা অর্জ্জুনের পুত্র কুৎসকে, তুর্ব্বীতিকে ও দভীতিকে রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ধ্বসন্তি ও পুরুষন্তিকে রক্ষা করিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।"

আমরা কিন্তু, সে দৃষ্টিতে ঐ সকল পদের মর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। আমরা 'কুৎসং' পদে 'নিন্দনীয় জন' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'আর্জ্জুনেয়ং' পদে 'ভগবৎসম্বন্ধযুত করিয়া' অর্থে ভাব-সঙ্গতি উপলব্ধ হয়। 'তুর্ব্বীতিং' পদে 'হিংস্র' এবং 'দভীতিং' পদে 'দম্ভাচারীগণ জন' অর্থে সুষ্ঠুভাব প্রাপ্ত হই। 'ধ্বসন্তিং' পদে 'ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তি' এবং 'পুরুষন্তিং' পদে 'বহুধন প্রদান করিয়া' অর্থ গ্রহণে ভাব-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

এবম্প্রকার অর্থ গ্রহণে সিদ্ধান্তিত হয়, দেবতার কৃপা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের উপর নির্দ্দিষ্ট নহে, দেবতা সকলকেই দয়া করিয়া থাকেন। তাই এখানে প্রার্থনাকারী বলিতেছেন,—'অশেষ সৎকর্ম্মকারক হে দেবদ্বয়! আপনারা নিন্দনীয় জনকে রক্ষা করেন, ভগবৎসম্বন্ধযুত অর্থাৎ সৎকর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন, হিংস্রক এবং দাম্ভিক জনগণকে ভগবৎ-সম্বন্ধযুত করিয়া (সৎকর্ম্মানুরাগী করিয়া) পরিত্রাণ করেন, ধ্বংসোন্মুখ ব্যক্তিকে বহুধন প্রদান করিয়া রক্ষা করেন। এ সমস্তই আপনাদিগের প্রসিদ্ধ রক্ষণশীলতার পরিচায়ক। সেই সমস্ত রক্ষারূপ কর্ম্মসমূহের সহিত আসুন। আসিয়া, সেই রক্ষাকর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকেও রক্ষা করুন—পরিত্রাণ করুন।' (১ম—১১২সূ—২৩ঋ)।

—•—

চতুর্ব্বিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। চতুর্ব্বিংশী ঋক্।)

অপ্নস্বতীমশ্বিনা বাচমস্মে কৃতং নো

দস্রা বৃষণা মনীষাম্।

অদ্যূত্যেঽবসে নি হ্বয়ে বাং বৃধে চ নো

ভবতং বাজসাতৌ ॥ ২৪ ॥

পদ-বিশ্লেষণং।

অপ্নস্বতীং। অশ্বিনা। বাচং। অস্মে ইতি। কৃতং। নঃ।

দস্রা। বৃষণা। মনীষাম্।

অদ্যূত্যে। অবসে। নি। হ্বয়ে। বাং। বৃধে। চ। নঃ।

ভবতং। বাজঽসাতৌ ॥ ২৪ ॥

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'দস্রা' (রিপূণাং প্রভাবং উপক্ষয়িতারৌ) 'বৃষণা' (কামানাং অভিবর্ষকৌ) 'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'অস্মে' (অস্মাকং) 'বাচং' (স্তুতিং) 'অপ্নস্বতীং' (বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ যুক্তাং) 'কৃতং' (কুরুতং); তথা 'নঃ' (অস্মাকং) 'মনীষাং' (বুদ্ধিং) সৎপথে পরিচালিতাং কুরুতং ইতি শেষঃ ; 'অদ্যূত্যে' (অজ্ঞানে, অসহায়ায়াং অবস্থায়াং) 'অবসে' (রক্ষণায়) 'বাং' (যুবাং) 'নিহ্বয়ে' (নিতরাং আহ্বয়ে, সদৈব আহ্বয়েয়ং অনুসারেয়ং); 'চ' (তথা যুবাং) 'বাজসাতৌ' (সৎকর্ম্মণি, যথা-রিপুভিঃ সহ সংগ্রামে) 'নঃ' (অস্মাকং) 'বৃধে ভবতং' (বর্দ্ধনায় স্তং, পরিবর্দ্ধকৌ ভবতং ইত্যর্থঃ)।

প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—হে দেবৌ! যুবয়োঃ কৃপয়া অস্মাকং বাচং বুদ্ধিং চ সৎকর্ম্মসহযুতাং ভবতু; যুবাং অস্মান্ সৎকর্ম্মসমন্বিতান্ কৃত্বা পরিত্রায়েথাং। (১ম—১১২সূ—২৪ঋ)॥

বঙ্গানুবাদ।

রিপুগণের প্রভাব ক্ষয়কারী, কামনাসমূহের অভিবর্ষক, অন্তর্ব্ব্যাধি-বহির্ব্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনারা আমাদিগের স্তুতিকে বিহিতকর্ম্মসহযুত করুন, এবং আমাদিগের বুদ্ধিকে সৎপথে পরিচালিত করুন; অজ্ঞানে—অসহায় অবস্থাতে—আপনাদিগকে যেন নিয়ত আমি আহ্বান করি—অনুসরণ করি; এবং আপনারা সৎকর্ম্মের মধ্যে অথবা রিপুগণের সহিত সংগ্রামে আমাদিগের পরিবর্দ্ধক হউন। (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের বাক্য ও বুদ্ধি সৎকর্ম্মসহযুত হউক; আপনারা সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে সৎকর্ম-সমন্বিত করিয়া রক্ষা করুন।)॥ (১ম—১১২সূ—২৪ঋ)॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ। অপ্নে অস্মাকং বাচমপ্নস্বতীং। অপ্ন ইতি কর্ম্মনাম। বিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ সংযুক্তাং কৃতং। কুরুতং। তথা নোঽস্মাকং মনীষাং বুদ্ধিং হে বৃষণা কামানাং সেক্তারৌ দস্রা শত্রূণামুপক্ষপয়িতারাবশ্বিনৌ বেদার্থজ্ঞানসমর্থাং কুরুতং। অপিচ। যস্মাদ্যুবামেবং গুণবিশিষ্টৌ তস্মাদ্বাং যুবামবসে রক্ষণায় নিহ্বয়ে। নিতরামাহ্বয়ে। কদা? অদ্যূতো। দ্যোতনরহিতে প্রকাশনরহিতে রাত্রেঃ পশ্চিমে যামে। তস্মিন্ কালে হি প্রাতরনুবাকাশ্বিন-শস্ত্রয়োরিদং সূক্তং পঠ্যতে। আহুতৌ চ যুবাং বাজসাতৌ বাজস্যান্নস্য সম্ভজনে। যদ্বা সংগ্রামনামৈতৎ। সংগ্রামে নোঽস্মাকং বৃধে বর্দ্ধনায় ভবতং॥

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'অপ্নে' আমাদিগের 'বাচং' বাক্যকে 'অপ্নস্বতীং' (অপ্ন ইহা কর্ম্মের নাম) বিহিতকর্ম্মযুক্ত 'কৃতং' করুন। এবং 'নঃ' আমাদিগের 'মনীষাং' বুদ্ধিকে, হে 'বৃষণা' কামনাসমূহের বর্ষক 'দস্রা' শত্রুগণের উপক্ষপয়িতা অশ্বিদ্বয়! বেদার্থজ্ঞানসমর্থ করুন। অপিচ, যেহেতু আপনারা এরূপ গুণবিশিষ্ট, সেইজন্য, 'বাং' আপনারা দুই জন 'অবসে' আমাদিগের রক্ষণের জন্য 'নিহ্বয়ে' আপনাদিগকে আমি বিশেষরূপে আহ্বান করি। কখন? 'অদ্যূতো' দ্যোতনরহিত অর্থাৎ প্রকাশরহিত রাত্রির পশ্চিমযামে, এইরূপ সময়ে। প্রাতরনুবাকে এবং আশ্বিনশস্ত্রে এই সূক্ত পঠিত হয়। এবং আহূত আপনারা 'বাজসাতৌ' অন্নের সম্ভজনে অথবা (ইহা সংগ্রামের নাম) সংগ্রামে 'নঃ' আমাদিগের 'বৃধে' বর্দ্ধনের নিমিত্ত হউন।

অপ্নস্বতীং। আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বেত্যস্নুন্ নুডাগমশ্চ। তদস্যাস্তীতি মতুপ্। মাদুপধায়া ইতি মতুপো বত্বং। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বেন পদত্বাভাবাজ্জশ্ত্বাভাবঃ। অশে। সুপাং সুলুগিতি ষষ্ঠ্যাঃ শে আদেশঃ। কৃতং। করোতের্লোটি [illegible] ছন্দসীতি বিকরণস্য লুক্। অদ্যুত্যে। দ্যুত দীপ্তৌ। ঋহলোর্ণ্যাদিতি ভাবে ণ্যৎ। বর্ণব্যাপত্ত্যা উকারঃ। দ্যুত্যং প্রকাশনমস্মিন্নাস্তীতি বহুব্রীহৌ নঞ্চ্যয়েনান্তস্বরিতত্বং। নিহ্বয়ে। নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ ইত্যাত্মনেপদং। বৃধে। বৃধু বৃদ্ধৌ। সম্পদাদিলক্ষণো ভাবে ক্বিপ্। সাবেকাচ ইতি বিভক্তেরুদাত্তত্বং। (১ম—১১২সূ—২৪ঋ)।

চতুর্বিংশ (১২২০) ঋকের বিশদার্থ।

ব্যাখ্যা-উপলক্ষে এই মন্ত্রটী চারি অংশে বিভক্ত হইয়াছে। চারি অংশেই প্রার্থনাপক্ষে আত্মোদ্বোধনার ভাব প্রকাশমান দেখি। এই মন্ত্রের অর্থ-গ্রহণ-পক্ষে, মন্ত্রান্তর্গত প্রায় সকল পদেরই, ভাষ্যানুসারী অর্থ গ্রহণ করিয়াই আমরা সঙ্গত ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। পার্থক্যের মধ্যে, 'অদ্যুত্যে' পদ-উপলক্ষে আমরা ভিন্ন ভাব পোষণ করি, এবং আমাদিগের গৃহীত অন্বয়ের সহিত অপরাপর অন্বয়ের একটু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। 'অদ্যুত্যে' পদে ব্যাখ্যাকারগণ প্রায়ই 'দ্যোতনরহিত প্রকাশরহিত অর্থাৎ রাত্রির পশ্চিম যামে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। একটী ইংরাজী অনুবাদে দেখিতে পাই, ঐ পদে দ্যুতক্রীড়ার সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু 'অদ্যুত্যে' পদে 'অজ্ঞানে, অসহায় অবস্থায়' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি।

অপ্নস্বতীং। 'আপঃ কর্ম্মাখ্যায়াং হ্রস্বো নুট্ চ বা' ইত্যাদি সূত্রে অসুন্ ও নুট্ আগম হইয়াছে। তাহা ইহার আছে এই অর্থে মতুপ্। 'মাদুপধায়া' ইত্যাদি সূত্রে মতুপের ম-স্থানে ব হইয়াছে। 'তসৌ মত্বর্থে' ইত্যাদি সূত্রে ভত্বের দ্বারা পদত্বের অভাব-হেতু জশ্ত্বাদির অভাব। অশে। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে ষষ্ঠীর স্থানে শে আদেশ হইয়াছে। 'কৃতং' করোতির (কৃ-ধাতুর) লোটে 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে বিকরণের লোপ। অদ্যুত্যে। দ্যুত-ধাতু দীপ্ত্যর্থক। 'ঋহলোর্ণ্যৎ' ইত্যাদি সূত্রে ভাবে ণ্যৎ। বর্ণব্যাপত্তিহেতু উকার। দ্যুত্যং অর্থাৎ প্রকাশ ইহাতে নাই—এই প্রকার বহুব্রীহি সমাসে নঞ্চ্যয়ের দ্বারা অন্তস্বরিতত্ব। নিহ্বয়ে। 'নিসমুপবিভ্যো হ্বঃ' ইত্যাদি সূত্রে আত্মনেপদ হইয়াছে। বৃধে। বৃধু-ধাতু বৃদ্ধ্যর্থক। সম্পদাদিলক্ষণ ভাবে ক্বিপ্। 'সাবেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তির উদাত্তত্ব হইয়াছে। ২৪।

যাহা হউক, আমাদিগের দৃষ্টিতে এই মন্ত্রের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'শত্রুর উপক্ষপয়িতা, কামনার অভিবর্ধক হে অশ্বিদেবদ্বয়! আপনাদিগের কৃপায় আমাদিগের স্তুতি বিহিত-কর্ম্মসংযুত হউক, আমাদিগের বুদ্ধি সৎপথে পরিচালিত হউক, আমরা যেন সর্ব্বদা আপনাদিগের অনুসরণ করি, আপনারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন—আমরা যাহাতে পরিত্রাণ পাই তাহার উপায় বিধান করুন।' (১ম—১১২সূ—২৪ঋ)॥

—•—

পঞ্চবিংশী ঋক্।

(প্রথমং মণ্ডলং। দ্বাদশাধিকশততমং সূক্তং। পঞ্চবিংশী ঋক্।)

দ্যুভিরক্তুভিঃ পরি পাতমস্মানরিষ্টেভি-
রশ্বিনা সৌভগেভিঃ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ
পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥ ২৫॥

• • •

পদ-বিশ্লেষণং।

দ্যুঽভিঃ। অক্তুঽভিঃ। পরি। পাতম্। অস্মান্। অরিষ্টেভিঃ।
অশ্বিনা। সৌভগেভিঃ।
তৎ। নঃ। মিত্রঃ। বরুণঃ। মমহন্তাং। অদিতিঃ। সিন্ধুঃ।
পৃথিবী। উত। দ্যৌঃ॥ ২৫॥

• • •

মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা।

'অশ্বিনা' (অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশকৌ হে দেবৌ) 'দ্যুভিঃ' (দিবসৈঃ, সর্ব্বেষু দিবসেষু ইত্যর্থঃ) তথা 'অক্তুভিঃ' (রাত্রিভিঃ, সর্ব্বাসু রাত্রিষু ইত্যর্থঃ) 'অরিষ্টেভিঃ' (অহিংসিতৈঃ, পরৈঃ অপহর্ত্তুং অসম্ভাব্যৈঃ ইত্যর্থঃ) 'সৌভগেভিঃ' (সুভগত্বৈঃ, পরমার্থরূপস্য ধনস্য প্রদানে ইত্যর্থঃ) 'অস্মান্' (নঃ) 'পরি পাতং' (সর্ব্বতঃ রক্ষতং); হে দেবৌ! সর্ব্বস্মিন্ কালে পরমং ধনং প্রদানৈঃ অস্মান্ পরিত্রায়েথাং—ইতি প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ; 'তৎ' (তস্মাৎ) 'মিত্রঃ' (মিত্রস্থানীয়ঃ মিত্রদেবঃ) 'বরুণঃ' (অভীষ্টবর্ষকঃ বরুণদেবঃ) 'অদিতিঃ' (অখণ্ডনীয়ঃ অনন্তস্বরূপঃ দেবঃ) 'সিন্ধুঃ' (স্যন্দনশীলঃ স্নেহকারুণ্যরূপঃ দেবঃ) 'পৃথিবী' (আশ্রয়দাতা ভূদেবঃ) 'উত' (অপিচ) 'দ্যৌঃ' (সত্ত্বনিলয়ঃ দেবঃ) 'নঃ' (অস্মান্) 'মমহন্তাং' (রক্ষন্তু); প্রার্থনায়াঃ ভাবঃ—সর্ব্বে দেবাঃ অস্মাকং রক্ষকাঃ ভবন্তু। (১ম—১১২সূ—২৫ঋ)।

বঙ্গানুবাদ।

অন্তর্ব্যাধিবহির্ব্যাধিনাশক হে অশ্বিদেবদ্বয়! দিবসসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল দিবসসমূহে এবং রাত্রিসমূহের দ্বারা অর্থাৎ সকল রাত্রিসমূহে অহিংসিত সুভগত্বের দ্বারা অর্থাৎ অন্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইবার অসম্ভাব্য পরমার্থরূপ ধনের প্রদানের দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—হে দেবদ্বয়! সকল কালে পরম ধন প্রদানের দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন); তদর্থে মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অখণ্ডনীয় অনন্তস্বরূপ অদিতিদেব, স্যন্দনশীল স্নেহকারুণ্যরূপ সিন্ধুদেব, আশ্রয়দাতা ভূদেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেব আমাদিগকে রক্ষা করুন; (প্রার্থনার ভাব এই যে,—সকল দেবগণ আমাদিগের রক্ষক হউন।) ॥ (১ম—১১২সূ—২৫ঋ) ॥

সায়ণ-ভাষ্যং।

হে অশ্বিনৌ দ্যুভির্দ্দিবসৈরক্তুভী রাত্রিভিশ্চাস্মান্ স্তোতৄন্ পরিপাতং। পরিতো রক্ষতং। সর্ব্বদাস্মান রক্ষতমিত্যর্থঃ। তথারিষ্টেভিরহিংসিতৈঃ সৌভগেভিঃ সুভগত্বৈঃ

সায়ণ-ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ।

হে অশ্বিদ্বয়! 'দ্যুভিঃ' দিবস-সমূহের দ্বারা 'অক্তুভিঃ' এবং রাত্রি-সমূহের দ্বারা 'অস্মান্' স্তবকারী আমাদিগকে 'পরিপাতং' সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন, অর্থাৎ সর্ব্বদা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আরও, 'অরিষ্টেভিঃ' হিংসাহীন 'সৌভগেভিঃ' সুভগসম্পন্ন

সুভগত্বাপাদকৈর্দ্ধনৈরস্মান্ রক্ষতং। যদস্মাভিঃ প্রার্থিতং নোঽস্মদীয়ং তন্মিত্রাদয়ঃ ষট্ দেবতাঃ মমহন্তাং। পূজয়ন্তু। উত-শব্দঃ সমুচ্চয়ে॥

দ্যুভিঃ। দিব উদিত্যুত্বং। দিবো ঝলিতি সাবেকাচ ইতি প্রাপ্তস্য বিভক্ত্যুদাত্তত্বস্য প্রতিষেধঃ। অরিষ্টেভিঃ। রিষ হিংসায়াং। নিষ্ঠে তিক্তঃ। নঞ্ সমাসেঽব্যয়পূর্ব্বপদপ্রকৃতি-স্বরত্বং। বহুলং ছন্দসীতি ভিস ঐসভাবঃ। অশ্বিনা। সুপাং সুলুগিতি বিভক্তেরাকারঃ। আমন্ত্রিতস্য চেতি সর্ব্বানুদাত্তত্বং। সৌভগেভিঃ। শোভনো ভগঃ শ্রীর্যস্যাসৌ সুভগঃ। তস্য ভাবঃ সুভগান্মন্ত্রে ইত্যুদ্গাত্রাদিষু পাঠাদঞ্ প্রত্যয়ঃ। হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চেত্যুভয়পদ-বৃদ্ধির্ন ভবতি। তস্য সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্ত ইতি বিকল্পিতত্বাৎ পূর্ব্ববদৈসভাবঃ। ঞ্ণিত্যাদির্নিত্যমিত্যাদ্যুদাত্তত্বং॥ (১ম—১১২সূ—২৫ঋ)॥

ইতি প্রথমস্য সপ্তমে সপ্তত্রিংশো বর্গঃ॥ ১।৭।৩৭॥

• . •

বেদার্থস্য প্রকাশেন তমো হার্দ্দং নিবারয়ন্।

পুমর্থাংশ্চতুরো দেয়াদ্বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ॥

• . •

ইতি শ্রীমদ্রাজাধিরাজপরমেশ্বরবৈদিকমার্গপ্রবর্ত্তকশ্রীবীরবুক্কভূপালসাম্রাজ্যধুরন্ধরেণ সায়ণাচার্য্যেণ বিরচিতে মাধবীয়ে বেদার্থ-প্রকাশে ঋক্-সংহিতাভাষ্যে প্রথমাষ্টকে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

অর্থাৎ সুভগত্বের আপাদক ধনসমূহের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেহেতু আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিত 'নঃ' আমাদিগের সম্বন্ধীয়, 'তৎ' মিত্রাদি ছয়টী দেবতা 'মমহন্তাং' পূজা করেন। 'উত' শব্দ সমুচ্চয়ে অর্থক।

দ্যুভিঃ। 'দিব উৎ' ইত্যাদি সূত্রে উকার। 'দিবো ঝলিতি সাবেকাচ' ইত্যাদি সূত্রে প্রাপ্ত বিভক্তির উদাত্তত্বের প্রতিষেধ। অরিষ্টেভিঃ। রিষ-ধাতু হিংসার্থক। 'নিষ্ঠা' ইত্যাদি সূত্রে ক্ত-প্রত্যয়। নঞ্-সমাসে অব্যয় পূর্ব্বপদের প্রকৃতিস্বরত্ব। 'বহুলং ছন্দসি' ইত্যাদি সূত্রে ভিস্ স্থানে ঐস হয় নাই। অশ্বিনা। 'সুপাং সুলুক্' ইত্যাদি সূত্রে বিভক্তি স্থানে আকার। 'আমন্ত্রিতস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে সকলের অনুদাত্তত্ব। সৌভগেভিঃ। শোভন ভগ যাহার, সে সুভগ। তাহার ভাব এই বাক্যে সৌভগ। 'সুভগান্মন্ত্রে' ইত্যাদি সূত্রে উদ্গাত্রাদিসমূহে পাঠ-হেতু অ-প্রত্যয়। 'হৃদ্ভগসিন্ধ্বন্তে পূর্ব্বপদস্য চ' ইত্যাদি সূত্রে উভয় পদের বৃদ্ধি-নিষেধ। তাহার 'সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তে' ইত্যাদি নিয়মে বিকল্পিতত্ব-হেতু পূর্ব্বের ন্যায় ঐসের অভাব। 'ঞ্ণিত্যাদির্নিত্যং' ইত্যাদি সূত্রে আদ্যুদাত্তত্ব॥ ২৫॥

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের সপ্তত্রিংশ বর্গ সমাপ্ত॥ ১।৭।৩৭॥

• . •

পঞ্চবিংশ (১২২১) ঋকের বিশদার্থ।

এই মন্ত্রের প্রথম চরণের অন্তর্গত চারিটী আলোচ্য পদ—'দ্যুভিঃ', 'অক্তুভিঃ', 'অরিষ্টেভিঃ' এবং 'সৌভগেভিঃ।' ঐ কয়েকটী পদ-উপলক্ষে ব্যাখ্যাদিতে যথাক্রমে, 'দিবসসমূহের দ্বারা', 'রাত্রিসমূহের দ্বারা' 'বিনাশরাহিত্যসমূহের দ্বারা' এবং 'সৌভাগ্যসমূহের দ্বারা' অর্থ গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে দেবদ্বয়। দিবসে ও রাত্রিতে বিনাশ-রহিত সৌভাগ্য দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন।'

আমরা 'দ্যুভিঃ' এবং 'অক্তুভিঃ' পদদ্বয়ে যথাক্রমে 'দিবসে' ও 'রাত্রিতে' অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 'অরিষ্টেভিঃ' পদে 'অহিংসিতব্য অর্থাৎ অপর-কর্তৃক অপহৃত হওয়া অসম্ভব' ভাব আসে। 'সৌভগেভিঃ' পদে 'সুভগত্ব-সমূহের দ্বারা অর্থাৎ পরমার্থ-রূপ ধনের প্রদানের দ্বারা' অর্থে ভাব-সঙ্গতি দৃষ্ট হয়। এবম্প্রকারে সিদ্ধান্তিত হয়, প্রথম চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'হে অশ্বিদেবদ্বয়। হিংসুক হিংসা করিয়া কোনও ক্ষতি করিতে পারে না, চোরের পক্ষে চুরি করা অসম্ভব, এমন যে পরমার্থরূপ ধন, সেই ধন প্রদান করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।'

মন্ত্রের দ্বিতীয় চরণটী পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সূক্তের শেষ-ঋকের দ্বিতীয় চরণের অনুরূপ। ঐ চরণের পদাবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে দ্বিতীয় চরণের প্রার্থনার ভাব এই যে,—'মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব, অভীষ্টবর্ষক বরুণদেব, অনন্ত-স্বরূপ অদিতিদেব, স্নেহকারুণ্যাধার সিন্ধুদেব, আশ্রয়প্রদাতা ভূ-দেব এবং সত্ত্বনিলয় দ্যুঃ-দেবতা (আমাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া) আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন।' (১ম—১১২সূ—২৫ঋ)।

ইতি ঋগ্বেদ-সংহিতায়াং প্রথমাষ্টকে সপ্তমেঽধ্যায়ে শ্রীমৎ-দুর্গাদাস-লাহিড়ী-শর্ম্মণা-কৃতা বঙ্গানুবাদ-বিশদার্থ-সমন্বিতা মর্ম্মানুসারিণী-ব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

ইতি প্রথমাষ্টকে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ১।৭॥

॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ॥

ওঁ

ঋগ্বেদ-সংহিতা।

—— §:•❀•:§ ——

সপ্তম অধ্যায়।

—:×•×:—

মন্ত্র-সূচী।

[দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ অঙ্কের দ্বারা প্রথমে সূক্ত-সংখ্যা, তার পর ঋক্-সংখ্যা এবং পরিশেষে পৃষ্ঠা-সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ যে প্রথম মন্ত্রটীর ("অগ্নে তব ত্যদুক্থ্যং" ইত্যাদি মন্ত্রের) শেষে ১০৫-১৩—৪৬২ অঙ্কপাত আছে, তদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ মন্ত্রটী ১০৫ সূক্তের ত্রয়োদশ ঋক্ এবং উহার ব্যাখ্যাদি এই গ্রন্থের ৪৬২ পৃষ্ঠায় আরম্ভ হইয়াছে।]

অ।

আ।

ই।

ঈ।

উ।

ঋ।

এ।

ও।

ক।

গ।

চ।

বিষয়। সূ-ঋ-পৃঃ।

দ।

বিষয়। সূঃ-ঋঃ-পৃঃ।

স।

প্রথম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ের মন্ত্র-সূচী সমাপ্ত।